

মহাভারতম্

অষ্টমশতাব্দীক-সংস্করণম্

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-প্রণীতম্

বনপর্ব

১১

দর্শনাচার্য্য-

শ্রীমন্নীলকণ্ঠকৃতয়া ভারতভাবদীপ-

সমাখ্যায়্য টীকয়া

মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণেন

শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ প্রণীতয়া

ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়্য টীকয়া তৎকৃত-

বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্

বিশ্ববাণী প্রকাশনী

কলিকাতা-৭০০০০২

প্রথম প্রকাশ : ১৩৪০ বঙ্গাব্দ
দ্বিতীয় (বিশ্ববাণী) সংস্করণ : চৈত্র, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক :

ব্রজকিশোর মণ্ডল

বিশ্ববাণী প্রকাশনী

৭২/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড,

কলিকাতা-৭০০০০২

মুদ্রক :

অনাদিনাথ কুমার

উদ্যোগ প্রেস

১২ গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৬

মূল্য : ৩০.০০

প্রকাশকের নিবেদন

‘মহাভারতম্’ মহামহোপাধ্যায়-ভারতচর্চা-মহাকবি-পদ্মভূষণ শ্রীমদ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের তপশ্চালক অমৃতময় ফল। সে আশ্চর্য্য তপশ্চর্য্যার কাহিনী আজ সকলেই জানেন। প্রায় একুশ বছর তিনি ছিলেন ‘মহাভারতম্’-এর তপশ্চায় যগ্ন—এবং সে একক ও দুশ্চর তপশ্চায় তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল অসীম ধৈর্য্য, অশেষ নিষ্ঠা ও অলৌকিক আয়াস। ফলে তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন তাঁর ‘মহাভারতম্’—এক আশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য। ‘মহাভারতম্’-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশনার মূলে আছে আমাদের সেই জাতীয় ঐশ্বর্য্য সংরক্ষণের এবং জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ঋষি হরিদাসের প্রতি অঙ্কান্তলি নিবেদন করার পুণ্য প্রেরণা ও প্রয়াস। স্বধীজনের সানন্দ সমর্থনে আমাদের প্রয়াস সার্থক হোক—এইমাত্র কামনা।

পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ব্রীহিঙ্গ্রোণঃ পরিত্যক্তঃ কথং তেন মহাত্মনা ।
কস্মৈ দত্তশ্চ ভগবন্ ! বিধিনা কেন বাঞ্ছ মে ॥১॥
প্রত্যক্ষধর্ম্মা ভগবান্ যস্য তুষ্টিৌ হি কর্ম্মভিঃ ।
সফলং তস্য জন্মাহং মন্যে সদ্ধর্ম্মচারিণঃ ॥২॥

ব্যাস উবাচ ।

শিলোঙ্গবৃত্তিধর্ম্মাত্মা মুদগলঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।
আসৌদ্রোজন্ ! কুরুক্ষেত্রে সত্যবাগনসূয়কঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

অত্রোতি । “ইতিহাসশব্দো বৃত্তান্তমাত্রো মুনিষু রুচঃ । অতঃ পুরাতনপদং ন পুনরুক্তম্ । ব্রীহি-
ঙ্গ্রোণস্ত্রোণপরিমিতধান্তস্ত্রোণপরিত্যাগাদান্যং । মুদগলো নাম-মুনিঃ ॥৩৪॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি ব্রীহিঙ্গ্রোণিকে
চতুর্দশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:—

ব্রীহীতি । ব্রীহীণাং গ্রোণঃ গ্রোণপরিমিতা ব্রীহয়ঃ, “অষ্টমুষ্টিভবেৎ কৃষ্ণিঃ কৃষ্ণয়োহষ্টৌ তু
পুঙ্কলম্ । পুঙ্কলানি চ চত্বারি আচকঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ । চতুরাচকো ভবেদগ্রোণ ইত্যুক্তং গ্রোণ-
লক্ষণম্ ॥” ইতি প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে স্মার্তঃ । আখ ব্রবীষি ব্রহ্মীত্যর্থঃ ॥১॥

প্রত্যক্ষেতি । প্রত্যক্ষং মানবানাং ধর্ম্মং যস্য স ভগবানীশ্বরঃ ॥২॥

শিলেতি । কুবাক্ষেণ ক্ষেত্রতো হৃতে শস্ত্রে তন্ময়ঞ্জরীগ্রহণং শিলম্, চক্ষুদ্বারা কপোতস্তেব হস্তেন
একৈকবিম্বিষ্টশস্ত্রগ্রহণমুচ্ছস্তাত্যাং বৃত্তির্জীবিকানির্বাহো যস্য সঃ ॥৩॥

এবিষয়ে ধার্ম্মিকেরা এই প্রাচীন উপাখ্যানের উল্লেখ করিয়া থাকেন যে,
মুদগলমুনি গ্রোণপরিমিত ধান্ত দান করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছিলেন” ॥৩৪॥

—:~:—

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“ভগবন্ ! সেই মহাত্মা কি জন্ম গ্রোণপরিমিত ধান্ত পরিত্যাগ
করিতেন ? কোন্ বিধানে কাহাকেই বা তাহা দিতেন ? তাহা আপনি আমার নিকট
বলুন ॥১॥

আমি মনে করি—জগতের ধর্ম্মদর্শী জগদীশ্বর যাহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন,
সেই ধর্ম্মচারী মহাত্মার জন্ম সফল হইয়াছিল” ॥২॥

অতিথিব্রতী ক্রিয়াবাংশচ কাপোতীং বৃত্তিমাস্থিতঃ ।

সত্রিমিষ্টীকৃতং নাম সমুপাস্তে মহাতপাঃ ॥৪॥

সপুত্রদারো হি মুনিঃ পক্ষাহারো বভূব হ ।

কপোতবৃত্ত্যা পক্ষেণ ত্রীহিদ্ৰোণমুপার্জয়ৎ ॥৫॥

দর্শঞ্চ পৌর্ণমাসঞ্চ কুর্বন্ বিগতমৎসরঃ ।

দেবতাতিথিশেষেণ কুরুতে দেহযাপনম্ ॥৬॥

তশ্চেন্দ্রঃ সহিতো দেবৈঃ সাক্ষাভিভুবনেশ্বরঃ ।

প্রত্যগৃহ্ণান্নহারাজ ! ভাগং পর্বণি পর্বণি ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

অতিথীতি । প্রথমপাদে অক্ষরাধিক্যার্থম্ । ক্রিয়াবান্ নিত্যনৈমিত্তিকাদিবিধকার্যশালী, কাপোতীং বৃত্তিম্ উলোক্তবৃত্তিম্ । সত্রং যজ্ঞম্, সমুপাস্তে অন্নভিষ্ঠতি স্ম ॥৪॥

সেতি । পক্ষে প্রত্যেকপক্ষদশাহে আহারো যন্ত সঃ । কপোতবৃত্ত্যা উচ্ছেন ॥৫॥

দর্শমিতি । দর্শং পৌর্ণমাসঞ্চ যাগম্ । দেবতাতিথিভ্যঃ শেষেণ দত্তাবশিষ্টেন ॥৬॥

তশ্চেতি । পর্বণি পর্বণি প্রত্যেকদর্শে প্রত্যেকপৌর্ণমাস্তাঞ্চ ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

ত্রীহিদ্ৰোণ ইতি ॥১॥ প্রত্যক্ষধর্ম্মা নৃণাং ধর্ম্মস্তা বেত্তা ভগবান্ ঈশ্বরঃ ॥২॥ শিলং কণিশা-
র্জ্জনম্, উষ্ণঃ কণশৌর্জ্জনম্ । “উষ্ণঃ কণশ আদানং কণিশার্জ্জনং শিল”মিতি যাদবঃ ।
তে উভে বৃত্তির্জীবনং যন্ত স শিলোজ্জবৃত্তিঃ ॥৩॥ কাপোতীং বৃত্তিমল্লস্যগ্রহরূপাম্ ইষ্টীকৃতং

বেদব্যাস বলিলেন—“রাজা । কুরুক্ষেত্রে ‘মুদগল’-নামে সংযতচিত্ত, সত্যবাদী, অশ্রুয়াশ্রু ও শিলোজ্জবৃত্তি এক ধর্ম্মাশ্রা ছিলেন (কৃষক ক্ষেত্র হইতে পত্র শস্ত লইয়া গেলে অবশিষ্ট মঞ্জরী গ্রহণের নাম—‘শিল’ এবং এক একটা করিয়া শস্ত গ্রহণের নাম—‘উষ্ণ’) ॥৩॥

সেই মহাতপা কপোতের ত্রায় উজ্জবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সর্বদা অতিথিসংকার, নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য এবং ‘ইষ্টীকৃত’-নামক যজ্ঞ করিতেন ॥৪॥

আর সেই মুদগলমুনি পুত্র-কলত্রের সহিত পনের দিনের মধ্যে একদিনমাত্র আহার করিতেন এবং অপর পনের দিন কপোতের ত্রায় দ্রোণপরিমিত খাদ্য অর্জ্জন করিতেন ॥৫॥

এবং তিনি ঈর্ষ্যা-দ্বेषশূন্য হইয়া দর্শযাগ ও পৌর্ণমাসযাগ করিতে থাকিয়া দেবতাপূজা ও অতিথিসেবায় অবশিষ্ট অন্নাদি ভোজন করিয়া জীবন যাপন করিতেন ॥৬॥

মহারাজ ! ত্রিভুবনের অধীশ্বর ইন্দ্র দেবগণের সহিত সাক্ষাৎ আসিয়া প্রত্যেক পর্বের সেই মহাত্মার যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ করিতেন ॥৭॥

স পৰ্বকালং কৃত্বা তু মুনিবৃত্ত্যা সমন্বিতঃ ।
 অতিথিভ্যো দদাবন্নং গ্রহ্ষেৎনাস্তরাঅুনা ॥৮॥
 ব্রীহিদ্ৰোণস্ত তৎ প্রীত্যা দদতোহন্নং মহাঅুনাঃ ।
 শিষ্টং মাৎসর্য্যহীনস্ত বর্দ্ধত্যতিথিদর্শনাৎ ॥৯॥
 তচ্ছতান্যপি ভুঞ্জন্তি ব্রাহ্মণানাং মনৌষিণাম্ ।
 মুনেস্ত্যাগবিশুদ্ধ্যা তু তদন্নং বৃদ্ধিমুচ্ছতি ॥১০॥
 তং তু শুশ্রাব ধর্ম্মিষ্ঠং মুদগলং সংশিতব্রতম্ ।
 দুর্ব্বাসা নৃপ ! দিখ্যাসান্তমথাত্যাজগাম হ ॥১১॥
 বিল্লচ্ছানিয়তং বেশমুন্নত ইব পাণ্ডব ! ।
 বিকচঃ পরুষা বাচো ব্যাহরন্ বিবিধা মুনিঃ ॥১২॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

স ইতি । পৰ্বকালং পৰ্বকালবিহিতং দর্শাদিয়াগম্ ॥৮॥
 ব্রীহীতি । শিষ্টমবশিষ্টমন্নম্, মাৎসর্য্যহীনস্ত পরদেবশূন্ত ॥৯॥
 তদ্বিতি । তদন্নম্ । ত্যাগবিশুদ্ধ্যা নির্দোষদানেন হেতুনা ॥১০॥
 তমিতি । দুর্ব্বাসাঃ তদাথ্যো মুনিঃ, দিখ্যাসা নগ্নাঃ । অনিয়তম্ অনির্দিষ্টম্ । বিকচো মুণ্ডিত-
 মস্তকঃ, পরুষা নিহুঁরাঃ, ব্যাহরন্ সর্বান্ প্রত্যেব বদন্ ॥১১ - ১২॥

ভারতভাবদীপঃ

ইষ্টভিরেব নির্বর্ত্যং ন তু পঞ্চাদিনা, সত্রং যজ্ঞম্ ॥৮-৭॥ পৰ্ব বৈশ্বদেববরণপ্রদাসাদিকং
 কৰ্ম্ম, কালং কালে ফাক্ত্যাদৌ, অত্যন্তসংযোগে দ্বিতীয়া । ব্রীহিদ্ৰোণমাত্রং যদা সিধ্যতি
 তদা দদাতি ॥৮॥ তদা চ দীয়মানং তদ্বর্দ্ধতি বর্দ্ধতে ॥৯॥ অচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥১০-১১॥

এদিকে মুনিবৃত্তিশালী মুদগল পৰ্বকালবিহিত যজ্ঞ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে অতিথি-
 দিগকে অন্নদান করিতেন ॥৮॥

মাৎসর্য্যবিহীন মুদগল প্রীতিসহকারে দ্রোণপরিমিত ধাত্তোর অন্ন দান করিতেন ;
 তখন যে অন্ন অবশিষ্ট থাকিত, তাহা অতিথি দেখিলেই বৃদ্ধি পাইত ॥৯॥

সুতরাং শত শত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণও সে অন্ন ভোজন করিতে পারিতেন । মুদগল-
 মুনির দানের গুণেই সে অন্ন বৃদ্ধি পাইত ॥১০॥

রাজা পাণ্ডুনন্দন ! ক্রমে দিগম্বর দুর্ব্বাসামুনি, ধার্ম্মিক ও দৃঢ়ব্রত মুদগল-
 মুনির এই বৃত্তান্ত শুনিতে পাইলেন ; তাহার পর তিনি উন্নতের জায় অনির্দিষ্ট

(৯) ব্রীহিদ্ৰোণস্ত তদ্যন্ত—বা ব কা, ব্রীহিদ্ৰোণস্ত সিদ্ধস্ত—পি । (১০)....তদন্নং বৃদ্ধিমুচ্ছতি
 —বা ব কা নি ।

বন-২৭০ (১১)

অভিগম্যাত তং বিপ্রমুবাচ মুনিসত্তমঃ ।
 অন্নার্থিনম্নুপ্রাপ্তং বিদ্ধি মাং দ্বিজসত্তম ! ॥১৩॥
 স্বাগতং তেহস্তিতি মুনিং মুদগলঃ প্রত্যভাষত ।
 পাণ্ডমাচমনীয়ঞ্চ প্রতিপাণ্ডার্থ্যমুত্তমম্ ॥১৪॥
 প্রাদাৎ স তাপসায়ান্নং ক্ষুধিত্যতিথিব্রতৌ ।
 উন্নতায় পরাং শ্রদ্ধামাস্থায় স ধৃতব্রতঃ ॥১৫॥
 ততস্তদন্নং রসবৎ স এব ক্ষুধয়াগ্নিতঃ ।
 বুভুজে কৃৎস্নমুন্নতঃ প্রাদান্তস্মৈ চ মুদগলঃ ॥১৬॥
 ভুক্ত্বা চান্নং ততঃ সর্বমুচ্ছিষ্টেনাত্মনস্ততঃ ।
 অথানুলিলিপেহঙ্গানি যথাগতমগাচ্চ সঃ ॥১৭॥
 এবং দ্বিতীয়ে সপ্তাপ্তে পর্বকালে মনৌষিণঃ ।
 আগম্য বুভুজে সর্বমন্নমুচ্ছোপজীবিনঃ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

অভীতি । তং মুদগলম্ । মুনিসত্তমো দুর্বাসাঃ । অন্নপ্রাপ্তমাগতম্ ॥১৩॥
 স্বাগতমিতি । মুনিং দুর্বাসসম্ । প্রতিপাণ্ড দত্ত্বা ॥১৪॥
 প্রাদাদিতি । স প্রসিদ্ধঃ, তাপসায় দুর্বাসসে । আস্থায়াবলম্ব্য, স মুদগলঃ ॥১৫॥
 তত ইতি । রসবৎ স্বাদু, স দুর্বাসা এব । প্রাদাদেব ন পুনর্বৈমত্যমকরোৎ ॥১৬॥
 ভুক্ত্বেতি । উচ্ছিষ্টেন পরিত্যক্তেনান্নেন । অগ্ন্যাগ্নলিলিপে উন্নতত্বাৎ ॥১৭॥

বেশ ধারণ করিয়া মুণ্ডিতমস্তক হইয়া নানাবিধ নির্ভুর বাক্য বলিতে বলিতে আগমন করিলেন ॥১১—১২॥

তাহার পর মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্বাসা সেই মুদগলের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—
 “ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ । আমি অনার্থী হইয়া আসিয়াছি, ইহা আপনি অবগত হউন” ॥১৩॥

তখন মুদগল উত্তম পাণ্ড, অর্ঘ্য ও আচমনীয় দান করিয়া দুর্বাসামুনিকে বলিলেন
 —“আপনার শুভাগমন হউক” ॥১৪॥

তাহার পর অতিথিসেবক ও ব্রতচারী সেই মুদগলমুনি বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া
 ক্ষুধার্ত ও উন্নত দুর্বাসাকে অন্ন দান করিলেন ॥১৫॥

তদনন্তর ক্ষুধার্ত ও উন্নত দুর্বাসাই সেই সুস্বাদু সমস্ত অন্ন ভোজন করিয়া
 ফেলিলেন ; মুদগলও তাঁহাকেই দিলেন ॥১৬॥

দুর্বাসা সমস্ত অন্ন ভোজন করিয়া উচ্ছিষ্টদ্বারা নিজের সকল অঙ্গ লেপন
 করিলেন ; পরে যেস্থান হইতে আসিয়াছিলেন, সেই স্থানে চলিয়া গেলেন ॥১৭॥

নিরাহারস্ত স মুনিরুজ্জ্বলয়তে পুনঃ ।
 ন চৈনং বিক্রিয়াং নেতুমশকনুদগলং ক্ষুধা ॥১৯॥
 ন ক্রোধো ন চ মাৎসর্যং নাবমানো ন সজ্জমঃ ।
 সপুত্রদারমুজ্জ্বল্যাবিবেশ দ্বিজোত্তমম্ ॥২০॥
 তথাঃ তমুজ্জ্বল্যগং দুৰ্ব্বাসা মুনিসত্তমম্ ।
 উপত্যে যথাকালং ষট্ৰুত্বং কৃতনিশ্চয়ঃ ॥২১॥
 ন চাস্ত্র মনসঃ কঙ্কিদ্ধিকারং দদৃশে মুনিঃ ।
 শুদ্ধসত্ত্বস্ত শুদ্ধং স দদৃশে নিৰ্ম্মলং মনঃ ॥২২॥
 তমুবাচ ততঃ প্রীতঃ স মুনির্দুদগলং ততঃ ।
 ত্বংসমো নাস্তি লোকেহস্মিন্ দাতা মাৎসর্যবর্জিতঃ ॥২৩॥
 ক্ষুদ্দগ্নসংজ্ঞাং প্রণুদত্যা দত্তে ধৈর্য্যমেব চ ।
 রসানুসারিণী জিহ্বা কর্ষতেষ্য রসান্ প্রতি ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । পৰ্ব্বকালে পৰ্ব্ববিহিতযোগকালে । উজ্জোপজীবিনো মুদগলস্ত ॥১৮॥
 নিরিত্তি । স মুদগলঃ, উজ্জ্ব উজ্জ্বল্য ধাতুম্ । ক্ষুধা ক্ষুৎ ॥১৯॥
 নেতি । ক্রোধো দুৰ্ব্বাসং প্রতি । অগ্ন্যভ্যাপোবম্ । উজ্জ্বলম্ উজ্জ্বল্য শস্ত্রমজ্জ্বলম্ ॥২০॥
 তথেনি । তং মুদগলম্ । উপত্যে ভোজ্যং প্রাপ্তবান্, ষট্ৰুত্বং ষড়্ভারান্ ॥২১॥
 নেতি । দদৃশে দদর্শ, মুনির্দুৰ্ব্বাসাঃ । শুদ্ধসত্ত্বস্ত নিৰ্ম্মলস্বভাবস্ত ॥২২॥
 তমিতি । ততস্তদনন্তরম্ । ততস্তদাচরণদর্শনাৎ প্রীতঃ । মাৎসর্যং পাত্ৰং প্রতি ঘেষঃ ॥২৩॥

এইভাবে উজ্জোপজীবী ও জ্ঞানী মুদগলমুনির দ্বিতীয় পৰ্ব্বকাল উপস্থিত হইলেও দুৰ্ব্বাসা আসিয়া সমস্ত অন্ন ভোজন করিয়া গেলেন ॥১৮॥

এদিকে মুদগলমুনি অনাহারে থাকিয়া পুনরায় উজ্জ্বল্যদ্বারাই ধাত্তসংগ্রহ করিলেন ; কিন্তু ক্ষুধা তাঁহাকে বিকৃত করিতে পারিল না ॥১৯॥

কিংবা দুৰ্ব্বাসার প্রতি মুদগলের ক্রোধ, বিদ্বেষ, অবজ্ঞা বা উদ্বেগ হইল না ; তিনি পুত্র ও ভাৰ্য্যার সহিত মিলিত হইয়া উজ্জ্বল্যদ্বারাই পূর্ববৎ ধাত্তসংগ্রহ করিলেন ॥২০॥

দুৰ্ব্বাসামুনি ভোজনে কৃতনিশ্চয় হইয়া উজ্জোপজীবী মুনিশ্রেষ্ঠ মুদগলের নিকটে যথাসময়ে সেইভাবে ছয় বার উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥২১॥

কিন্তু তিনি নিৰ্ম্মলস্বভাব মুদগলের মনে কোন বিকারই দেখিতে পান নাই ; বরং তাঁহার পবিত্র ও নিৰ্ম্মল মনই দেখিয়াছিলেন ॥২২॥

তাঁহার পর দুৰ্ব্বাসামুনি মুদগলের আচরণে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—
 “আপনার তুল্য মাৎসর্যবিহীন দাতা এই জগতে আর কেহ নাই ॥২৩॥

আহারপ্রভবাঃ প্রাণা মনো দুর্নিগ্রহং চলয় ।

মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চাপ্যৈকাগ্র্যং নিশ্চিতং তপঃ ॥২৫॥

শ্রমেণোপার্জিতং ত্যক্ত্বং দুঃখং শুদ্ধেন চেতসা ।

তৎ সর্বং ভবতা সাধো ! বধাবদুপপাদিতম্ ॥২৬॥

প্রীতাঃ স্নোহনুগৃহীতাশ্চ সমেত্য ভবতা সহ ।

ইন্দ্রিয়াভিজয়ো ধৈর্য্যং সংবিভাগো দমঃ শমঃ ॥২৭॥

দয়া সত্যঞ্চ ধর্ম্মশ্চ ত্বয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ।

জিতান্তে কর্ম্মভিলোকাঃ প্রাপ্তোহসি পরমাং গতিম্ ॥২৮॥ (যুগ্মকম্)

অহো দানং বিঘূর্ণ্য তে হুমহং স্বর্গবাসিভিঃ ।

সশরীরো ভবান্ গন্তা স্বর্গং স্মরিতব্রত ! ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

সুদৃষ্টি । ক্ষুং ক্ষুধা, ধর্ম্মদংষ্ট্রাং ধর্ম্মজ্ঞানম্, প্রযুক্তি নাশয়তি, ধৈর্য্যমেব চ আদত্তে হরতি, তথা, রসানুসারিণী জিহ্বা রসান্ প্রতি প্রাপিনং কৰ্ব্বত্যেব । কিন্তু তবৈতৎসর্বাভাবাৎ স্বং ধত্ত এবতি ভাবঃ ॥২৪॥

আহারেতি । আহার্য্যং প্রভবন্তি তিষ্ঠন্তীতাহারপ্রভবাঃ । আহারাতাবেহপি প্রাণধারণম্, দুর্নিগ্রহস্ত চলস্ত চ মনসো নিগ্রহণম্, ইন্দ্রিয়ং তপশ্চ দুষ্করমেব ত্বয়া ক্রিয়ত ইত্যশয়ঃ ॥২৫॥

শ্রমেণেতি । উপার্জিতং জব্যম্, দুঃখং জায়তে, শুদ্ধেন বেষণুজেন ॥২৬॥

প্রীতা ইতি । সমেত্য মিলিত্বা । সংবিভাগো বিভজ্যামদানম্ । তে ত্বয়া ॥২৭—২৮॥

ক্ষুধা ধর্ম্মবুদ্ধি নষ্ট করে এবং ধৈর্য্য হরণ করে, আর রসানুবর্তিনী জিহ্বা প্রাণীকে রসের প্রতি আকর্ষণ করে ; (আপনার ইহার একটাও হয় নাই বলিয়া আপনি ধত্ত) ॥২৪॥

আহারেই প্রাণ থাকে, চঞ্চল মনের দমন করাও দুষ্কর এবং মন ও ইন্দ্রিয়ের একাত্রতাই তপস্তা ; (বিনা আহারেও প্রাণ থাকায়, চঞ্চল মনের দমন করায় এবং উক্তরূপ তপস্তা করিতে থাকায় আপনি ধত্ত) ॥২৫॥

সাধু । নির্মলচিত্তে শ্রমার্জিত ধন দান করিতে অত্যন্ত কষ্ট হয় ; কিন্তু আপনি বথানিয়মে সে সমস্তই করিয়াছেন ॥২৬॥

আমি আপনার সহিত মিলিত হইয়া সন্তুষ্ট ও অনুগৃহীত হইয়াছি । চিত্ত-সংযম, ধৈর্য্য, বিভাগপূর্ব্বক অন্নদান, কর্ম্মশ্রিয়দমন, জ্ঞানেন্দ্রিয়দমন, দয়া, সত্য ও ধর্ম্ম, এই সমস্তই আপনাতে রহিয়াছে ; সুতরাং আপনি নিজ কর্ম্মদ্বারাই সমস্ত লোক জয় করিয়াছেন এবং পরম গতি লাভ করিবার যোগ্য হইয়াছেন ॥২৭—২৮॥

ইত্যেবং বদতস্তস্মৈ তদা দুৰ্ব্বাসসো মুনেঃ ।
 দেবদূতো বিমানেন মুদগলং প্রত্যুপস্থিতঃ ॥৩০॥
 হংসসারসযুক্তেন কিঙ্কিনীজালমালিনা ।
 কামগেন বিচিত্রেণ দিব্যগন্ধবতা তথা ॥৩১॥ (যুগ্মকম্)
 উবাচ চৈনং বিপ্রর্ষিং বিমানং কৰ্ম্মভিজিতম্ ।
 সমুপারোহ সংসিদ্ধিং প্রাপ্তোহসি পরমাং মুনে ! ॥৩২॥
 তমেবংবাদিনমুষির্দেবদূতমুবাচ হ ।
 ইচ্ছামি ভবতা প্রোক্তান্ গুণান্ স্বর্গনিবাসিনাম্ ॥৩৩॥
 কে গুণাস্তত্র বসতাং কিং তপঃ কশ্চ নিশ্চয়ঃ ।
 স্বর্গে তত্র সুখং কিঞ্চ দোষো বা দেবদূতক ! ॥৩৪॥
 সতাং সপ্তপদং মৈত্রমাত্মঃ সন্তঃ কুলোচিতাঃ ।
 মিত্রতাক্ষ পুরস্কৃত্য পৃচ্ছামি ত্বামহং বিভো ! ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

অহো ইতি । বিঘূষ্ট বিশেষণেণ ঘোষিতম্ । গন্তা গমিষ্যতি ॥২৯॥
 ইতীতি । মুদগলং প্রতি তদন্তিকে । কামগেন ইচ্ছানুসারেণ গমনশক্তেন ॥৩০—৩১॥
 উবাচেতি । উবাচ দেবদূত ইত্যনুবৃতিঃ । কৰ্ম্মভির্দানাদিভিঃ, জিতং প্রাপ্তম্ ॥৩২॥
 তমিতি । ঋষিমুদগলঃ । ইচ্ছামি শ্রোতুমিতি শেষঃ ॥৩৩॥
 ক ইতি । তত্র স্বর্গে । নিশ্চয়স্তত্র বাসে নিশ্চিতকারণম্ ॥৩৪॥
 সতামিতি । সপ্তপদং মিলিত্বা গচ্ছতামিতি শেষঃ, মৈত্রঃ পরস্পরমিত্রতাম্ ॥৩৫॥

ব্রতচারী ব্রাহ্মণ । স্বর্গবাসীরা আপনার গুরুতর দানের সংবাদ ঘোষণা করিয়াছেন ; সুতরাং আপনি সশরীরেই স্বর্গে যাইবেন” ॥২৯॥

দুৰ্ব্বাসামুনি এইরূপ বলিতেছিলেন, এমন সময়ে কামগামী ও বিচিত্র একথানা বিমানে আরোহণ করিয়া একজন দেবদূত মুদগলের নিকট উপস্থিত হইল ; সে বিমানখানাতে হংস, সারস, কিঙ্কিনীর মালা ও স্বর্গীয় সৌরভ ছিল ॥৩০—৩১॥

সেই দেবদূত মহর্ষি মুদগলকে বলিল—“মুনি ! আপনি পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ; অতএব আপন কৰ্ম্মলব্ধ এই বিমানে আরোহণ করুন” ॥৩২॥

দেবদূত এইরূপ বলিলে, মুদগল তাহাকে বলিলেন—“আপনি স্বর্গবাসিগণের গুণ বর্ণনা করুন, আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি ॥৩৩॥

দেবদূত । স্বর্গবাসীদের কি গুণ ? কি তপস্যা ? স্বর্গবাসে নিশ্চিত কারণ কি ? এবং সেই স্বর্গলোকে কি সুখ ? কি বা দোষ ? ॥৩৪॥

তদত্র তথ্যং পথ্যঞ্চ তদব্রবীহবিচারয়ন্ ।

শ্রদ্ধা তথা করিষ্যামি ব্যবসায়ং গিরা তব ॥৩৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি
ব্রৌহদ্রৌণিকে মুদগলোপাখ্যানো পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

—:~:—

ষোড়শাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

দেবদূত উবাচ ।

মহর্ষে ! আৰ্য্যবুদ্ধিস্ত্বং যঃ স্বর্গস্থখমুত্তমম্ ।

সম্প্রাপ্তং বহু মন্তব্যং বিম্বশস্ত্রবুধো যথা ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তদ্বিত্তি । তথ্যং সত্যম্, পথ্যং হিতম্ । ব্যবসায়ং স্বর্গগমননিশ্চয়ম্ ॥৩৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিদ্যচিহ্নায়াং
মহাভারতভট্টাচার্য্য-ভারতকৌমুদীসম্বাখ্যায়াং বনপর্বণি ব্রৌহদ্রৌণিকে
পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:~:—

মহর্ষ ইতি । হে মহর্ষে ! স্বাৰ্য্যবুদ্ধিঃ সম্ভবেচকঃ, যদ্ব্যম্, উত্তমম্, অতএব বহু মন্তব্যং
সৰ্ব্বৈরাদৰ্শ্যব্যম্, সম্প্রাপ্তমুপস্থিতং স্বর্গস্থখম্, যথা অবুধঃ অনভিজ্ঞস্তথা, বিম্বশি গচ্ছামি নবেতি
বিচারয়সি; যদি কশ্চিন্নিকৰ্ণঃ স্তাদ্বিত্তি বিচিন্তয়ন্নিত্তি ভাবঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

বিকচো হসন্ মুণ্ডো বা ॥১২—১৭॥ দ্বিতীয়ে পক্ষে ॥১৮—২৩॥ ক্ষুং ক্ষুধা, ধর্মসহিতাং সংজ্ঞাম্,
অথ তু প্রাণধর্মঃ ক্ষুধা, ইন্দ্রিয়ধর্মো রসনা, তদুভয়ং জিতমিত্যর্থঃ ॥২৪—৩১॥ উবাচ দেবদূত
ইত্যনুকৃত্যতে ॥৩২—৩৫॥ ব্যবসায়ং নিশ্চয়ম্ ॥৩৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২১৫॥

প্রভাবসম্পন্ন দেবদূত ! উচ্চবংশজাত সজ্জনেরা বলিয়া থাকেন যে, একসঙ্গে
সপ্তপদ গমন করিলেই মিত্রতা হয়; সুতরাং আমি সেই মিত্রতার অনুসরণ করিয়া
আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥৩৫॥

অতএব আপনি এবিষয়ে বিবেচনা না করিয়া সত্য ও হিত বাক্য বলুন; আমি
তাহা শুনিয়া আপনার বাক্যানুসারে কর্তব্য স্থির করিব” ॥৩৬॥

* ‘...ত্রিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...একোদ্বিষ্টাধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব,
‘...ষষ্ঠাধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...একষষ্ঠাধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

উপরিষ্ঠাদসৌ লোকো যোহয়ং স্বরিত্তি সংজ্ঞিতঃ ।

উর্দ্ধগঃ সংপথঃ শশ্বদেবযানচরো যুনে ! ॥২॥

মান্তিপ্ততপসঃ পুংসো নামহামজ্জযাজিনঃ ।

মানৃত্তা নাস্তিকাস্চৈব তত্র গচ্ছন্তি যুদৃগল ! ॥৩॥

ধর্মাভ্যানো জিতাভ্যানঃ শান্তা দান্তা বিমৎসরাঃ ।

দানধর্মরতা মর্ত্যাঃ শূরাশ্চাহবলক্ষণাঃ ॥৪॥

তত্র গচ্ছন্তি ধর্মাগ্র্যং কৃত্বা শমদমাত্মকম্ ।

লোকান্ পুণ্যকৃতান্ ব্রহ্মান্ ! সন্তিরাচরিতান্ নৃভিঃ ॥৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

স্বর্গঃ বর্ণয়তি—উপেতি । উর্দ্ধগ উর্দ্ধগমনস্থানম্ । এতদেব ব্যাচষ্টে সতো ব্রহ্মণঃ পস্থা ইতি সংপথঃ, দেবযানানি বিমানানি চরাণি যত্র স তাদৃশশ্চ ॥২॥

নেতি । পুংসঃ পুংসাংসঃ । অনৃত্তা বাচি কর্মণি চ মিথ্যাপরায়ণাঃ ॥৩॥

কে গচ্ছন্তীত্যাহ—ধর্ম্মেতি । আহবে সমুখযুদ্ধে লক্ষণং মরণদর্শনং যেষাং তে, “রণে চাভিমুখো হতঃ” ইত্যেকবাক্যত্বাৎ । ধর্মাগ্র্যং ধর্ম্মশ্রেষ্ঠম্ ॥৪—৫॥

ভারতভাবদীপঃ

‘মহর্ষে ইতি । বিশ্বাসি শুভমশুভং বেতি বিচারয়সি ॥১॥ স্বর্লোকঃ সুখলোকঃ । “যন্ন হুত্বেন সংভিন্নং ন চ প্রভমনন্তরম্ । অভিজ্ঞাবোপনীতং যত্ত্বংস্বখং স্বঃপদাঙ্গপদম্ ॥” ইতি শ্রুতিঃ । তৎপ্রধানস্থানলোকোহপি স্বঃশব্দব্যাচ্যঃ । উর্দ্ধং গগনাদিত্যুর্দ্ধগঃ, সংপথো ব্রহ্মমার্গঃ ক্রমযুক্তি-স্থানমিত্যর্থঃ । দেবযানেন মার্গেণ অর্চিরাদিপূর্ববত চরন্ত্যশ্মিন্নিতি দেবযানচরঃ ॥২॥

দেবদূত বলিল—“মহর্ষি ! আপনার বুদ্ধিটা প্রশংসনীয় ; কারণ, যে আপনি উত্তম ও সকলের আদরণীয় উপস্থিত স্বর্গসুখের বিষয়েও অনভিজ্ঞের ছায় বিবেচনা করিতেছেন ॥১॥

মুনি ! যাহার নাম স্বর্গ ; সে লোক ঐ উপরে রহিয়াছে ; উহা উর্দ্ধগমনের স্থান, অর্থাৎ ব্রহ্মলাভের পথ এবং সর্বদাই ওখানে দেবযান সকল বিচরণ করে ॥২॥

যুদৃগলমুনি ! যাহারা তপস্তা বা মহাযজ্ঞ না করিয়াছে, তাহারা এবং মিথ্যা-পরায়ণ ও নাস্তিক লোকেরা সেখানে যাইতে পারে না ॥৩॥

ধার্ম্মিক, চিত্তজয়ী, জ্ঞানেন্দ্রিয়জয়ী, কর্ষেন্দ্রিয়জয়ী, বিদেববিহীন ও দাননিরত লোকেরা এবং সমুখযুদ্ধনিহত বীরেরা সেখানে যাইতে পারেন । আর, ব্রাহ্মণ ! সকলেই শম ও দমস্বরূপ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম করিয়া সজ্জনের আচরিত যে কোন পুণ্যলোক লাভ করিতে পারে ॥৪—৫॥

দেবাঃ সাধ্যাস্তথা বিধে তথৈব চ মৰ্হয়ঃ ।
 যামা ধামাশ্চ মৌদগল্য ! গন্ধৰ্বাপ্সরসস্তথা ॥৬॥
 এষাং দেবনিকায়ানাং পৃথক্ পৃথগনেকশঃ ।
 ভাস্তন্তঃ কামসম্পন্না লোকান্তেজোময়াঃ শুভাঃ ॥৭॥ (যুগ্মকম্)
 ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্রাণি যোজনানি হিরণ্ময়ঃ ।
 মেরুঃ পৰ্বতরাজ্ যত্র দেবোচ্চানানি মুদগল ! ॥৮॥
 নন্দনাদীনি পুণ্যানি বিহারাঃ পুণ্যকৰ্ম্মণাম্ ।
 ন ক্ষুৎপিপাসে ন গ্লানিৰ্ ন শীতোষ্ণে ভয়ং তথা ॥৯॥ (যুগ্মকম্)
 বীভৎসমশুভং বাপি তত্র কিঞ্চিন্ন বিদ্রুতে ।
 মনোজ্ঞাঃ সৰ্ব্বতো গন্ধাঃ স্পৃশ্যস্পর্শাশ্চ সৰ্ব্বশঃ ॥১০॥
 শব্দাঃ শ্রুতিমনোগ্রাহাঃ সৰ্ব্বতস্তত্র বৈ যুনে ।।
 ন শোকো ন জরা তত্র নায়াসপরিদেবনে ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

দেবা ইতি । বিধে সৰ্কে । যামা ধামাশ্চ তদাখ্যা দেবযোনিবিশেষাঃ । মৌদগল্যোতি স্বার্থে
 ষণ্ । দেবনিকায়ানাং দেবসমূহানাম্ । লোকা নিবাসদেশা বর্তন্তে ॥৬—৭॥
 ত্রয় ইতি । ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্রাণি যোজনানি ব্যাপ্ত ইত্যর্থঃ, হিরণ্ময়ঃ স্বৰ্ণময়ঃ । যত্র পুণ্য-
 কৰ্ম্মণাং বিহারা বিহরণস্থানভূতানি নন্দনাদীনি পুণ্যানি দেবোচ্চানানি বর্তন্তে ॥৮—৯॥
 বীভৎসমিতি । বীভৎসং বিষ্ঠাদি, অশুভং শবাদি । স্পৃশ্যস্পর্শা বায়ব ইতি শেষঃ ॥১০॥
 শব্দা ইতি । শ্রুতিমনাংসি গ্রাহাণি আকৃষ্টাণি যৈস্তে । আয়াসপরিদেবনে ভ্রমবিলাপৌ ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

পুংসঃ পুমাংসঃ ॥৩—৪॥ ধৰ্ম্মাগ্রাং ধৰ্ম্মশ্রেষ্ঠং যোগম্ ॥৫॥ যামা ধামাশ্চ গণবিশেষাঃ ॥৬॥
 দেবানাং নিকায়ানি আলয়া যেষু তেষাং দেবনিকায়ানাম্ ॥৭॥ ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্রাণি যোজনা-

মুদগলমুনি । যে সকল দেবতা, সাধ্য, দেবর্ষি, যাম, ধাম ও অমরা আছেন,
 ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ অনেক তেজোময় ও মঙ্গলময় লোক আছে ; সে সকল লোকে
 সৰ্ব্বদাই অভীষ্ট বস্তু লাভ করা যায় ॥৬—৭॥

মুদগলমুনি । স্বৰ্ণময় পৰ্বতরাজ সুরের তেত্রিশ হাজার যোজন ব্যাপিয়া
 রহিয়াছে ; বাহার উপরে ধার্মিকদিগের বিহারস্থান পুণ্যময় নন্দনপ্রভৃতি বহুতর
 দেবোচ্চান বিরাজ করিতেছে এবং যেখানে ক্ষুধা, পিপাসা, গ্লানি, শীত, গ্রীষ্ম ও ভয়
 নাই ॥৮—৯॥

আর সেখানে ঘৃণাজনক বা অমঙ্গলজনক কিছুই নাই এবং সে স্থানের সকল
 গন্ধই মনোহর ও সমস্ত বায়ুই স্পৃশ্যস্পর্শ ॥১০॥

ঈদৃশঃ স মুনে ! লোকঃ স্বকর্মফলহেতুকঃ ।
 স্মৃতেত্তত্তে পুরুষাঃ সংভবন্ত্যত্মকর্মভিঃ ॥১২॥
 তৈজসানি শরীরানি ভবন্ত্যত্রোপপত্ততাম্ ।
 কর্মজান্যেব মৌদগল্য ! ন মাতৃপিতৃজান্যত ॥১৩॥
 ন সংশ্বেদো ন দৌর্গন্ধ্যং পুরীষং মূত্রেমেব বা ।
 তেষাঞ্চ ন রজো বস্ত্রং বাধতে তত্র বৈ মুনে ! ॥১৪॥
 ন ম্নায়ন্তি অজস্তেষাং দিব্যগন্ধা মনোরমাঃ ।
 সংযুক্ত্যন্তে বিমানৈশ্চ ব্রহ্মমেবংবিধৈশ্চ তে ॥১৫॥
 ঈর্ষ্যাশোকক্লমাপেতা মোহমাৎসর্যবর্জিতাঃ ।
 সূখং স্বর্গজিতস্তত্র বর্তয়ন্তে মহামুনে ! ॥১৬॥
 তেষাং তথাবিধানান্ত লোকানাং মুনিপুঙ্গব ! ।
 উপযু্যপরি লোকস্ত লোকা দিব্যগুণাঘ্নিতাঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

ঈদৃশ ইতি । স্বকর্মফলং দেবকর্মফলং স্বর্গং এব হেতুর্ভূত সঃ । সম্ভবন্তি গতাঃ ॥১২॥
 তৈজসানীতি । উপপত্ততাম্ উপপত্তমানানাম্ গচ্ছতাম্ । উতশব্দঃ পাদপূরণে ॥১৩॥
 নেতি । সংশ্বেদো স্বর্গঃ । তৈজসশরীরাদেব ন সংশ্বেদাদয় ইতি ভাবঃ ॥১৪॥
 নেতি । সংযুক্ত্যন্তে আরোহণায় মিলিতা ভবন্তি । এবংবিধৈরিত্যঙ্গুল্যা স্বানীতবিমান-
 প্রদর্শনম্ ॥১৫॥
 ঈর্ষ্যেতি । স্বর্গজিতো লব্ধস্বর্গাঃ, সূখং যথা শ্রান্তত্বা বর্তয়ন্তে জীবনং ধারয়ন্তি ॥১৬॥
 তেষামিতি । লোকানাং জনানাং দেবানামিতি যাবৎ । লোকস্ত স্বর্গস্ত ॥১৭॥

মুনি । সেখানে সকল শব্দই ঐতিমধুর ও হৃদয়গ্রাহী এবং সেখানে শোক, জরা, শ্রম ও বিলাপ নাই ॥১১॥

মুনি । সেই স্বর্গলোক দেবগণের কর্মফলে এইরূপ হইয়াছে ; সুতরাং মানুষও আপন পুণ্যের বলেই সেখানে যাইয়া থাকে ॥১২॥

মুদগল । স্বর্গগত লোকদিগের শরীরগুলি তৈজোময় ও কর্মজাত ; কিন্তু মাতৃ-
 পিতৃজাত নহে ॥১৩॥

অতএব মুনি । সেখানে স্বর্গ, দুর্গন্ধ, বিষ্ঠা বা মূত্র নাই এবং স্বর্গবাসীদের বস্ত্র
 ধুলিতে মলিন হয় না ॥১৪॥

ব্রাহ্মণ । তাঁহাদের দিব্যসৌরভসম্পন্ন ও মনোহর পুষ্পমালা সকল মলিন
 হয় না এবং তাঁহারা এইরূপ বিমানেই আরোহণ করিয়া থাকেন ॥১৫॥

মহর্ষি । স্বর্গবাসীদের ঈর্ষ্যা, শোক, ক্লান্তি, মোহ বা মাৎসর্য নাই ; সুতরাং
 তাঁহারা সেখানে সুখে জীবন যাপন করেন ॥১৬॥

পরতো ব্রহ্মণস্তস্ম লোকন্তেজোময়ঃ শুভঃ ।
 যত্র যাস্ত্যৃষয়ো ব্রহ্মন্ ! পুতাঃ শ্বৈঃ কৰ্ম্মাভিঃ শুভৈঃ ॥১৮॥
 ঋভবো নাম তত্রাত্তে দেবানামপি দেবতাঃ ।
 তেষাং লোকাঃ পরতরে তান্ বজন্তীহ দেবতাঃ ॥১৯॥
 স্বয়ম্প্রভাস্তে ভাসন্তো লোকাঃ কামদুষাঃ পরে ।
 ন তেষাং স্ত্রীকৃতস্তাপো ন লোকৈশ্বৰ্য্যমৎসরঃ ॥২০॥
 ন বৰ্ত্তয়ন্ত্যাহুতিভিস্তে নাপ্যমৃতভোজনাঃ ।
 তথা দিব্যশরীরাস্তে ন চ বিগ্রহমূৰ্ত্তয়ঃ ॥২১॥
 ন স্তুখে স্তুথকামাস্তে দেবদেবাঃ সনাতনাঃ ।
 ন কল্পপরিবর্ত্তেষু পরিবর্ত্তন্তি তে তথা ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

পরত ইতি । তস্ম দেবলোকস্ত, পরত উপরি, ব্রহ্মণো লোকো বৰ্ত্ততে ॥১৮॥
 ঋভব ইতি । লোকা বাসদেশাঃ, পরতরে ব্রহ্মলোকমধ্যোপ্যুত্তমস্থানে বৰ্ত্তন্তে ॥১৯॥
 স্বয়মিতি । কামদুষা ইষ্টদাতারঃ । লোকৈশ্বৰ্য্যে পরসম্পদি মৎসরো নাস্তি ॥২০॥
 নেতি । বিগ্রহস্ত ইতি বিগ্রহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মূৰ্ত্তয়ো যেষাং তে তাদৃশা ন ॥২১॥
 নেতি । স্তুখে স্তুথভোগসম্ভবেহপি । সনাতনা নিত্যাঃ । অতএব নেত্যাदि ॥২২॥

মুনিশ্চেষ্ট ! সেইরূপ দেবলোকের উপরে উপরে আরও কতকগুলি দিব্যগুণ-
 সম্পন্ন লোক আছে ॥১৭॥

ব্রাহ্মণ । সেই লোকগুলিরও উপরে তেজোময় ও মঙ্গলময় ব্রহ্মলোক রহিয়াছে ;
 যেখানে ঋষিরা আপন আপন শুভকৰ্ম্মে পবিত্র হইয়া গমন করিয়া থাকেন ॥১৮॥

‘ঋভু’-নামে আর কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা দেবতাদেরও দেবতা
 এবং তাঁহারা ব্রহ্মলোকের মধ্যেও অত্যন্ত উত্তমস্থানে বাস করেন ; আর দেবতারা
 তাঁহাদের পূজা করেন ॥১৯॥

সেই ঋভুগণ এমনই তেজস্বী যে, তাঁহারা আপনাদের তেজেই আলোকিত
 থাকেন এবং সকলেরই অভীষ্ট পূরণ করেন ; আর তাঁহাদের স্ত্রীকৃত দুঃখ বা
 পরশ্রীকাতরতা নাই ॥২০॥

এবং তাঁহারা অত্নের আত্মত্বারা জীবন ধারণ করেন না কিংবা অমৃত পান
 করেন না ; আর তাঁহাদের দিব্য শরীর, সে শরীরগুলি আবার কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য
 হয় না ॥২১॥

(১৮) পুত্রস্তাদব্রাহ্মণস্তত্র লোকন্তেজোময়াঃ শুভাঃ—বা ব কি, পুত্রস্তাদব্রাহ্মণস্তত্র—পি ।
 (১৯) দাত্তাদো নাম—পি ।

জরা মৃত্যুঃ কুতস্তেষাং হর্ষঃ শ্রীতিঃ স্খং ন চ ।
 ন দুঃখং ন স্খং বাপি রাগদ্বেষৌ কুতো মুনে ! ॥২৩॥
 দেবানামপি মোদগল্য ! কাঙ্ক্ষিতা সা পরা গতিঃ ।
 দুঃপ্রাপা পরমা সিদ্ধিরগম্যা কামগোচরৈঃ ॥২৪॥
 ত্রয়স্ত্রিংশদিমৈ দেবা যেষাং লোকা মনৌষিভিঃ ।
 গম্যন্তে নির্যমৈঃ শ্রেষ্ঠৈর্দানৈর্বা বিধিপূর্বকৈঃ ॥২৫॥
 সেয়ং দানকৃতা ব্যুষ্টিরনুপ্রাপ্তা স্খং স্বয়া ।
 তাং ভুঙ্ক্ষু স্কৃতৈলক্কাং তপসা দ্যোতিতপ্রভঃ ॥২৬॥
 এতৎ স্বর্গস্খং স্বর্গ-লোকা নানাবিধান্তথা ।
 গুণাঃ স্বর্গস্ত প্রোক্তান্তে দোষানপি নিবোধ মে ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

জরেতি । স্খং দেববৎ প্রাক্তনকর্মজস্খম্, পুনঃ স্খং মজ্জাদিবিদধুনাতনকর্মজস্খম্ ॥২৩॥
 দেবানামিতি । গতিরবস্থা । অগম্যা অলভ্যা, কামগোচরৈঃ কামিভির্জনৈঃ ॥২৪॥
 অথ কিয়ৎসংখ্যকা ইম ইত্যাহ—ত্রয় ইতি । ইমে ঋভবো নাম ॥২৫॥
 সেতি । সা ঋতুসম্বন্ধিনী । ব্যুষ্টিঃ সমৃদ্ধিঃ, “ব্যুষ্টিঃ স্ততিফলদ্বিষু” ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

দ্যুপরি পরিধিরিতার্থঃ, উচ্ছ্রাস্ত চতুরশীতিসহস্রং মানমিতি জম্বুখণ্ডে বক্ষ্যমাণত্বাৎ ॥১৮—১২॥
 উপপত্ততামুপগচ্ছতাম্ ॥১৩—১৪॥ একবিধৈরিত্যি দৃশ্যমানপ্রদর্শনম্ ॥১৫—২৫॥ ব্যুষ্টিঃ

দেবতাদেবগু দেবতা এবং সনাতন সেই ঋভুগণ স্খভোগের সম্ভাবনা থাকিলেও
 স্খকামনা করেন না কিংবা কল্পপরিবর্তনের সময়েও পরিবর্তিত হন না ॥২২॥

মুনি ! সেই ঋভুগণের জরা, মৃত্যু, হর্ষ, শ্রীতি, প্রাক্তনকর্মজনিত স্খ, ঐহিক-
 কর্মজনিত স্খ, দুঃখ, রাগ বা দ্বেষ ইহার কোনটাই নাই ॥২৩॥

মুদগলমুনি । দেবতার্য্যও ঋভুগণের সেই পরম অবস্থার কামনা করেন এবং
 তাঁহাদের সেই দুর্লভ সিদ্ধি কামী লোকেরা লাভ করিতে পারে না ॥২৪॥

এই ঋভুরা সংখ্যায় তেত্রিশ জন; যাহাদের লোক—জ্ঞানীরা উত্তম নিয়ম ও
 যথাবিহিত দান করিয়া লাভ করিয়া থাকেন ॥২৫॥

মহর্ষি ! আপনি দানদ্বারা অনায়াসে সেই ঋভুদের সম্পদ লাভ করিয়াছেন;
 সুতরাং আপনি এখন তপঃপ্রভাবে আলোকিত থাকিয়া সেই পুণ্যলব্ধ সম্পদ ভোগ
 করুন ॥২৬॥

(২৪) দেবতানাঞ্চ মোদগল্য।—বা ব কা নি। (২৬)...অনুপ্রাপ্তা স্খাবহা—পি।

(২৭) এতৎ স্বর্গস্খং বিপ্র।—বা ব কা।

কৃতস্য কর্মণস্তত্র ভুজ্যতে যৎ ফলং দিবি ।
 ন চান্যৎ ক্রিয়তে কর্ম মূলচ্ছেদেন ভুজ্যতে ॥২৮॥
 সোহত্র দোষো মম মতস্তত্শান্তে পতনঞ্চ যৎ ।
 সুখব্যাপ্তমনস্কানাং পতনং যচ্চ মুদগল ! ॥২৯॥
 অসন্তোষঃ পরীতাপো দৃষ্ট । দীপ্ততরাঃ শ্রিয়ঃ ।
 যদ্রবত্যবরে স্থানে স্থিতানাং তৎ সুদুষ্করম্ ॥৩০॥
 সংজ্ঞামোহশ্চ পততাং রজসা চ প্রধর্ষণম্ ।
 প্রহ্লানেষু চ মাল্যেষু ততঃ পিপতিষোভয়ম্ ॥৩১॥
 আব্রহ্মভবনাদেতে দোষা মোদগল্য ! দারুণাঃ ।
 নাকলোকে স্কৃতিনাং গুণাস্থযুতশো নৃণাম্ ॥৩২॥
 অয়ন্ত্বন্তো গুণঃ শ্রেষ্ঠশ্চ্যুতানাং স্বর্গতো মুনৈ ! ।
 শুভানুশয়যোগেন মনুষ্যষু পজায়তে ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

এতদ্বিতি । নিবোধ শূন্য । শ্রদ্ধা চ যথেষ্ট বিধেহীতি ভাবঃ ॥২৭॥
 কৃতস্তেতি । তন্মূলচ্ছেদেনৈব ভুজ্যতে, ভোগেন ক্রমশঃ কর্মক্ষয়াদিত্যাশয়ঃ ॥২৮॥
 ন ইতি । একং জ্ঞানপূর্বকং পতনম্, অজ্ঞানজ্ঞানপূর্বকমিতি ভেদঃ ॥২৯॥
 অসন্তোষ ইতি । শ্রিয়ঃ পরমসম্পদঃ । অবরে ব্রহ্মলোকাপেক্ষয়া নিকৃষ্টে স্বর্গে ॥৩০॥
 সংজ্ঞেতি । সংজ্ঞামোহো বুদ্ধিলভঃ, প্রধর্ষণমাক্রমণম্ ॥৩১॥
 আব্রহ্মেতি । অ ব্রহ্মভবনাং ব্রহ্মলোকাদারভ্য । নাকলোকে স্বর্গলোকে ॥৩২॥

মুনি ! এই স্বর্গস্বপ্ন, নানাবিধ স্বর্গলোক এবং স্বর্গের গুণের কথা আপনার নিকট
 বলিলাম ; এখন আপনি আমার নিকট স্বর্গের দোষও শ্রবণ করুন ॥২৭॥

সেখানে কৃতকর্মের যে ফলভোগ করা হয়, তাহা মূলচ্ছেদ করিয়াই করা হয় ;
 কিন্তু নূতন অন্য কোন কর্ম করা হয় না ॥২৮॥

মুদগলমুনি ! কর্মক্ষয়ের পরে জ্ঞাতভাবে যে পতন হয় এবং সুখভোগ করিবার
 সময়ে অজ্ঞাতভাবে যে পতন হয়, আমার মতে তাহাই স্বর্গের দোষ ॥২৯॥

পরের উজ্জ্বল সম্পদ দেখিয়া স্বর্গবাসী লোকদিগের যে অসন্তোষ ও পরিতাপ
 জন্মে, সেটা গুরুতর দোষ ॥৩০॥

কণ্ঠের মালা মলিন হইতে লাগিলেই স্বর্গ হইতে পতনের সম্ভাবনা জন্মে, তখন
 বুদ্ধির ভ্রম ও রজোগুণের আক্রমণ হয়, তৎপরে ভয় জন্মে ॥৩১॥

মুদগলমুনি ! ব্রহ্মলোক হইতে সকল স্বর্গেই এই সকল দারুণ দোষ রহিয়াছে ;
 তবে পুণ্যবান্ লোকদিগের স্বর্গে গুণও বহুতরই আছে ॥৩২॥

তত্রাপি স মহাভাগঃ স্তম্ভভাগভিজায়তে ।

ন চেৎ সংবুধ্যতে তত্র গচ্ছত্যধমতাং ততঃ ॥৩৪॥

ইহ যৎ ক্রিয়তে কৰ্ম তৎ পরত্রোপভুজ্যতে ।

কৰ্মভূমিরিয়ং ব্রহ্মান্ ! ফলভূমিরসৌ মতা ॥৩৫॥

এতন্তে সৰ্বমাধ্যাতং যশ্মাং পৃচ্ছসি মুদগল ! ।

তবানুকম্পয়া সাধো ! সাধু গচ্ছাম মা চিরম্ ॥৩৬॥

ব্যাস উবাচ ।

এতচ্ শ্রুত্বা তু মৌদগল্যো বাক্যং বিমমুশে শ্রিয়া ।

বিয়ম্ চ মুনিশ্রেষ্ঠো দেবদূতমুবাচ হ ॥৩৭॥

দেবদূত ! নমস্তেহস্ত গচ্ছ তাত ! যথাস্থম্ ।

মহাদোষেণ মে কার্য্যং ন স্বর্গেণ স্থথেন বা ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

অয়মিতি । শুভানুশয়যোগেন অবশিষ্টশুভাদৃষ্টসম্বন্ধেন ॥৩৩॥

তজ্জৈতি । সংবুধ্যতে ধৰ্মজ্ঞানী ভবতি, ততস্তদা অধমতাম্ অধমযোনিতাম্ ॥৩৪॥

ইহেতি । ইয়ং পৃথিবী, অসৌ স্বর্গঃ, ফলভূমিঃ কৰ্মফলভোগস্থানম্ ॥৩৫॥

এতদ্বিতি । অস্মা সার্কং গমনমেব সাধু গমনমিতি ভাবঃ । মা চিরং বিলম্ব কুরু ॥৩৬॥

এতদ্বিতি । এতবাক্যং শ্রুত্বৈতি সম্বন্ধঃ । বিমমুশে স্বর্গে গন্তব্যং ন বেতি বিচারিতবান্ ॥৩৭॥

দেবেতি । মহান্ দোষো যত্র তেন । স্থথেন স্বর্গায়েণ ॥৩৮॥

মুনি ! স্বর্গভ্রষ্ট লোকদিগের এই একটা শ্রেষ্ঠ গুণ যে, স্বর্গভ্রষ্ট লোক পূর্ব শুভাদৃষ্টের সম্বন্ধবশতঃ মনুষ্যযোনিতেই জন্মগ্রহণ করে ॥৩৩॥

তাহাতেও সে মহাত্মা স্থখীই হয় ; তবে যদি তখন ধৰ্মজ্ঞান লাভ না করে, তাহা হইলে ক্রমিক অধমযোনিতে গমন করে ॥৩৪॥

ইহলোকে যে কৰ্ম করা হয়, পরলোকে তাহার ফল ভোগ হয় ; সুতরাং ব্রাহ্মণ ! এইটা কৰ্মভূমি, আর এটা (স্বর্গ) ফলভোগভূমি ॥৩৫॥

মুদগলমুনি ! আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই আমি আপনার নিকট সে সমস্তই বলিলাম । এখন আপনার কৃপায় আমরা আপনার সহিত স্থখীই বাইব ; আপনি আর বিলম্ব করিবেন না” ॥৩৬॥

বেদব্যাস বলিলেন—“দেবদূতের এই সকল বাক্য শুনিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ মুদগল মনে মনে বিবেচনা করিলেন এবং বিবেচনা করিয়া দেবদূতকে কহিলেন—” ॥৩৭॥

(৩৪)....ন চেৎ সংবুধ্যতে তত্র গচ্ছত্যধমতাং পুনঃ—পি ।

পতনান্তে মহদুঃখং পরিতাপঃ সুদারুণঃ ।
 স্বর্গভাজঃ পতন্তীহ তস্মাৎ স্বর্গং ন কাময়ে ॥৩৯॥
 যত্র গতা ন শোচন্তি ন ব্যথন্তি চলন্তি বা ।
 তদহং স্থানমত্যন্তং মার্গয়িষ্যামি কেবলম্ ॥৪০॥
 ইত্যুক্ত্বা স মুনির্বাচ্য দেবদূতং বিসৃজ্য তম্ ।
 শিলোজ্জ্বলিত্ত্বা শমমতিষ্ঠদুত্তমম্ ॥৪১॥
 তুল্যানিন্দাস্তুতিভূত্বা সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ।
 জ্ঞানযোগেন শুদ্ধেন ধ্যাননিত্যো বভূব হ ॥৪২॥
 ধ্যানযোগাঙ্গলং লব্ধ্বা প্রাপ্য বুদ্ধিমমুত্তমাম্ ।
 জগাম শাস্ত্রতীং সিদ্ধিং পরাং নির্বাণলক্ষণাম্ ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

অথ কোহনৌ দোষ ইতি দেবদূতোক্তমেবাহুবদতি—পতনেতি । পতনান্তে স্বর্গাৎ ॥৩৯॥
 যত্রেতি । ন চলন্তি বা ততো ন বা পতন্তি । অত্যন্তং নিত্যম্, কেবলং কৈবল্যাখ্যম্ ॥৪০॥
 ইতীতি । শিলোজ্জ্বলিত্ত্বা প্রাগ্‌ব্যাক্যার্থো । শমং জ্ঞানেন্দ্রিয়নিরোধং যোগমিত্যর্থঃ ॥৪১॥
 তুল্যেতি । অশ্মানো মণয়ঃ । ধ্যানং নিত্যং যন্ত স নিত্যধারীতি তৎপর্যম্ ॥৪২॥
 ধ্যানেতি । বলম্ আত্মানাত্মবিবেকশক্তিম্, অমুত্তম্যং বুদ্ধিং তদ্বজ্ঞানম্ ॥৪৩॥

“দেবদূত ! তোমাকে নমস্কার করি, বৎস ! তুমি যথাস্থখে গমন কর । কেন না, গুরুতরদোষযুক্ত স্বর্গ বা স্বর্গীয় সুখদ্বারা আমার প্রয়োজন নাই ॥৩৯॥

কারণ, স্বর্গবাসীরা ভূতলে পতিত হইয়া থাকেন এবং পতনের পরে তাঁহাদের গুরুতর দুঃখ ও অতিদারুণ পরিতাপ জন্মে ; অতএব সে স্বর্গ আমি কামনা করি না ॥৩৯॥

মানুষ যে স্থানে বাইয়া শোক করে না, দুঃখ পায় না এবং পতিতও হয় না, আমি সেই ‘কৈবল্য’-নামক নিত্য স্থানের অন্বেষণ করিব” ॥৪০॥

এই কথা বলিয়া ধর্ম্মাত্মা মুদগলমুনি দেবদূতকে বিদায় দিয়া সেই শিলোজ্জ্বলিত্ত্বা দ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহ করিতে থাকিয়া উত্তম যোগ অবলম্বন করিলেন ॥৪১॥

তখন তিনি নিন্দা ও প্রশংসাকে সমান জ্ঞান করিতেন এবং লোষ্ট্র, মণি ও কাঞ্চনকে তুল্যমূল্য মনে করিতেন, এইভাবে বিশুদ্ধ-জ্ঞানযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্বদা পরমাত্মচিন্তায় নিবিষ্ট হইলেন ॥৪২॥

ক্রমে মুদগলমুনি সেই ধ্যানযোগের প্রভাবে বিবেকশক্তি প্রাপ্ত হইয়া,

(৩৯)...স্বর্গভাজচরন্তীহ—বা ব কা, ...স্বর্গভাজচরন্তীহ—পি । (৪২) ইতঃ পরং যাবন্তি পুণ্ডরানি পর্যালোচ্যন্তে, তাবন্ত এব পাঠভেদা দৃশ্যন্তে ।

তস্মাদ্ভমপি কোন্তেয় ! ন শোকং কর্তুমর্হসি ।

রাজ্যাং স্বীতাং পরিভ্রষ্টপসা তদ্বাপ্যসি ॥৪৪॥

সুখস্থানন্তরং দুঃখং দুঃখস্থানন্তরং সুখম্ ।

পর্য্যায়োগোপসপন্তে নরং নেমিমরা ইব ॥৪৫॥

পিতৃপৈতামহং রাজ্যং প্রাপ্যাস্তমিতবিক্রম ! !

বর্ষাশ্রয়োদশাদৃদ্ধং ব্যেতু তে মানসো জ্বরঃ ॥৪৬॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্ত্বা স ভগবান্ ব্যাসঃ পাণ্ডবনন্দনম্ ।

জগাম তপসে ধীমান্ পুনরেবাশ্রমং প্রতি ॥৪৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি ত্রীহি-

দ্রোণিকে মৃদগলদেবদূতসংবাদে ষোড়শাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

ইদানীং প্রস্তুতমুখ্যপয়তি—তস্মাদ্ভিতি । তপসঃ সর্বসাধকত্বাদিত্যর্থঃ । স্বীতাদিভূতাং ॥৪৪॥

সুখন্তেতি । নেমিঃ চক্রপ্রান্তম্, অরা নাভিসংলগ্নতির্য্যাক্কাষ্ঠানি ॥৪৫॥

পিতৃজিতি । ব্যেতু অপগচ্ছতু, জরো রাজ্যানাশাদিনিবন্ধনঃ সন্তাপঃ ॥৪৬॥

এবমিতি । পাণ্ডবচাৰ্শো নন্দনঃ সর্বেষামেবানন্দজনকশ্চেতি তং যুধিষ্ঠিরম্ ॥৪৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাসীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি ত্রীহিদ্রোণিকে

ষোড়শাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

আবার তাহার প্রভাবে সর্বোৎকৃষ্ট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া, নির্বীণমুক্তিস্বরূপ চির-
স্থায়িনী পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ॥৪৩॥

অতএব কুন্তীনন্দন ! তুমিও শোক করিতে পার না । কারণ, তুমি বিস্তৃত
রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকিলেও তপস্যার প্রভাবে পুনরায় তাহা লাভ
করিবে ॥৪৪॥

রথচক্রের মধ্যস্থিত তির্য্যাক্ কাষ্ঠ সকল যেমন (দৃষ্টিপথবর্তী) চক্রপ্রান্তের
নিকট পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হয়, তেমন সুখের পর দুঃখ, আবার দুঃখের পর সুখ
মানুষের নিকট পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হয় ॥৪৫॥

অমিতবিক্রম যুধিষ্ঠির ! (বনবাস আরম্ভ অবধি) ত্রয়োদশ বৎসরের পর তুমি
পুনরায় পৈতৃক রাজ্য লাভ করিবে ; সুতরাং তোমার মনের সন্তাপ দূরীভূত
হউক ॥৪৬॥

* ‘...ত্রিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...ষষ্ট্যাধিকদ্বিশততমঃ...’—বা. বৃ., ‘...একষষ্ট্যাধিক-
দ্বিশততমঃ...’—কা., ‘...দ্বিষষ্ট্যাধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

(১৭। জ্যোপদীহরণপর্ব।)

সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃ—

জনমেজয় উবাচ ।

বসৎশ্বেবং বনে তেবু পাণ্ডবেষু মহাত্মনঃ ।
রমমাণেষু চিত্রাভিঃ কথাভিমুনিভিঃ সহ ॥১॥
সূর্য্যদন্তাক্ষরামেন কৃষ্ণায়া ভোজনাবধি ।
ব্রাহ্মণাংস্তপ্যমাণেষু যে চান্নার্থমুপাগতাঃ ।
আরণ্যানাং মুগাশাঞ্চ মাংসৈর্নানাবিধৈরপি ॥২॥
ধার্তরাষ্ট্রা দুরাহ্মানঃ সর্ব্বৈর্দুর্ষ্যোষনাদয়ঃ ।
কথং তেষম্ববর্তন্ত পাপাচার্য্য মহামুনে ! ॥৩॥
দুঃশাসনস্ত কৰ্ণস্ত শকুনেশ্চ মতে স্থিতাঃ ।
এতদাচক্ষু ভগবন্ ! বৈশম্পায়ন ! পৃচ্ছতঃ ॥৪॥ (কলাপকম্)

ভারতকৌমুদী

বৎসস্থিতি । রমমাণেষু আমোদমানেষু । কৃষ্ণায়া জ্যোপদ্যাঃ । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ । অম্ববর্তন্ত
ব্যবাহরন্ । আচক্ষু ক্রুহি, পৃচ্ছতো মম সমীপে ॥১—৪॥

ভারতভাবদীপঃ

সম্পত্তিঃ ॥২৬—৪২॥ বলা পরবৈরাগ্যম্, বুদ্ধি জ্ঞানম্ ॥৪৩—৪৪॥ নেত্রি চক্রধারাম্, অযাঃ
নাভিনেমিশঙ্কানদারাবি ॥৪৫—৪৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে ষোড়শাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২১৬॥

—ঃ—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জ্ঞানী ভগবান্ বেদব্যাস মুখিষ্ঠিরকে এইরূপ বলিয়া
তপস্বী করিবার জন্ত পুনরায় আশ্রমের দিকেই গমন করিলেন ॥৪৭॥

—ঃ—

জনমেজয় বলিলেন—“মহর্ষি ! ভগবন্ ! বৈশম্পায়ন । আমি জিজ্ঞাসা
করিতেছি যে, মহাত্মা পাণ্ডবেরা যখন কাম্যকবনে থাকিয়া মুনিদের সহিত
নানাবিধ আলাপে আনন্দ অনুভব করিতেন এবং জ্যোপদীর ভোজন হইয়া
যাওয়া পর্য্যন্ত—যাহারা আগ্নেয় জন্তু আসিত, তাহাদিগকে ও ব্রাহ্মণগণকে
সূর্য্যদন্ত অক্ষয় অন্নদ্বারা ও নানাবিধ বহু পশুর মাংসদ্বারা পরিতৃপ্ত করিতেন,

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শ্রদ্ধা তেষাং তথা বৃত্তিঃ নগরে বসতামিব ।
 দুৰ্য্যোধনো মহারাজ ! তেহু পাপমরোচয়ৎ ॥৫॥
 তথা তৈর্নিকৃতিপ্রজৈঃ কৰ্ণদুঃশাসনাদিভিঃ ।
 নানোপায়ৈরঘং তেহু চিন্তয়ৎসু দুৰাত্মসু ॥৬॥
 অভ্যাগচ্ছৎ স ধৰ্ম্মাত্মা তপস্বী স্তমহাযশাঃ ।
 শিষ্যায়ুতসমোপেতো দুৰ্ব্বাসা নাম কামতঃ ॥৭॥ (যুগ্মকম্)
 তমাগতমভিপ্ৰেক্ষ্য মুনিং পরমকোপনম্ ।
 দুৰ্য্যোধনো বিনীতাত্মা প্রশ্রয়েণ দমেন চ ।
 সহিতো ভ্রাতৃভিঃ শ্রীমানাতিথ্যেন ন্যমস্তয়ৎ ॥৮॥
 বিধিবৎ পূজয়ামাস স্বয়ং কিস্করবৎ স্থিতঃ ।
 অহানি কতিচিত্তত্র তসৌ স মুনিসত্তমঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

শ্রদ্ধেতি । তথা আনন্দেন, বৃত্তিঃ স্থিতিম্ । পাপমনিষ্টম্, অরোচয়ৎ কৰ্ত্তৃমৈচ্ছৎ ॥৫॥
 তথেন্ধি । নিকৃতিপ্রজৈঃ শঠবুদ্ধিভিঃ সহ । অঘমনিষ্টম্, তেহু পাণ্ডবেহু । দুৰাত্মসু
 দুৰ্য্যোধনাদিহু শিষ্ণাণামযুতেন সমুপেত ইতি শিষ্যায়ুতসমোপেতঃ । মকারলোপ আধঃ ॥৬—৭॥
 তমিতি । প্রশ্রয়েণ প্রণয়েন, দমেন অভিমানদমনেন চ । বহুপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৮॥
 বিধিবদिति । তত্র দুৰ্য্যোধনভবনে ॥৯॥

তখন কৰ্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনের মতাত্মবৰ্ত্তী, দুৰাত্মা ও পাপাচারী দুৰ্য্যোধনপ্রভৃতি
 যুতরাষ্ট্রপুত্রেরা সকলে পাণ্ডবদের প্রতি কিরূপ আচরণ করিত, তাহা বলুন” ॥১—৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ ! পাণ্ডবেরা নগরবাসীদেরই মত কাম্যকবনে
 আনন্দে বাস করিতেছেন, ইহা শুনিয়া দুৰ্য্যোধন তাঁহাদের অনিষ্টাচরণ করিবার
 ইচ্ছা করিলেন ॥৫॥

দুৰাত্মা দুৰ্য্যোধনপ্রভৃতি যখন শঠবুদ্ধি কৰ্ণ ও দুঃশাসনপ্রভৃতির সহিত মিলিত
 হইয়া নানা উপায়ে পাণ্ডবগণের অনিষ্ট করিবার চিন্তা করিতেছিলেন, তখন ধৰ্ম্মাত্মা,
 তপস্বী ও অত্যন্ত যশস্বী দুৰ্ব্বাসামুনি অযুত শিষ্যের সহিত দুৰ্য্যোধনভবনে আগমন
 করিলেন ॥৬—৭॥

তখন স্তম্ভরমূর্ত্তি দুৰ্য্যোধন সেই অত্যন্তক্ৰোধী মুনিকে আগত দেখিয়া ভ্রাতৃগণের
 সহিত মিলিত হইয়া, অভিমান ত্যাগ করিয়া, প্রণয়পূর্ব্বক বিনীতভাবে আতিথ্যের
 কৃষ্ণ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন ॥৮॥

তঞ্চ পর্য্যচরদ্রাজা দিবারাত্রমতদ্রিতঃ ।

দুর্যোধনো মহারাজ ! শাপাত্তস্য বিশঙ্কিতঃ ॥১০॥

ক্ষুধিতোহস্মি দদস্বান্নং শীঘ্রং মম নরাধিপ ! ।

ইতু্যক্ত্বা গচ্ছতি স্নাতুং প্রত্যাগচ্ছতি বৈ চিরাৎ ॥১১॥

ন ভোক্ষ্যাম্যদ্ব মে নাস্তি ক্ষুধেতু্যন্তেতদর্শনম্ ।

অকস্মাদেত্য চ ক্রতে ভোজয়াস্মাংস্বরাগ্নিতঃ ॥১২॥

কদাচিচ্চ নিশীথে স উত্থায় নিকৃতৌ স্থিতঃ ।

পূর্ব্ববৎ কারয়িত্বান্নং ন ভুঙক্তে গর্হয়ন্ স্ম সং ॥১৩॥

বর্তমানে তথা তস্মিন্ যদা দুর্যোধনো নৃপঃ ।

বিকৃতিং নৈতি ন ক্রোধং তদা তুষ্ঠৌহভবন্মুনিঃ ।

আহ চৈনং দুরাধৰ্ষো বরদোহস্মীতি ভারত ! ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । পর্য্যচরং শুশ্রূষিতবান্, অতদ্রিতঃ অনলসঃ সন্ ॥১০॥

অথ ত্রিভিঃ শ্লোকৈর্দুর্বাসসো দুর্যোধনপরীক্ষামাহ—ক্ষুধিত ইতি । গচ্ছতি স্ম ॥১১॥

নৈতি । অদর্শনম্ এতি প্রাপ্নোতি স্ম স্থানান্তরং জগামেত্যর্থঃ ॥১২॥

কদাচিদिति । নিকৃতৌ শাঠ্যে । গর্হয়ন্ বিনা কারণং দুর্যোধনমেব নিন্দন্ ॥১৩॥

বর্তমান ইতি । তস্মিন্ মূর্খো । নৈতি ন প্রাপ্নোতি স্ম । অয়মপি ঘটপাদঃ শ্লোকঃ ॥১৪॥

এবং তিনি নিজেই ভূত্যের মত থাকিয়া যথাবিধানে দুর্বাসার পূজা করিলেন ;
মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্বাসাও কয়েক দিন সেখানে থাকিলেন ॥৯॥

মহারাজ ! রাজা দুর্যোধন তখন দুর্বাসার অভিসম্পাতের আশঙ্কা করিয়া
আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক দিবারাত্র তাঁহার পরিচর্যা করিতে লাগিলেন ॥১০॥

“রাজা ! আমার ক্ষুধা হইয়াছে, সত্বর অন্নদান কর” —এই কথা বলিয়া দুর্বাসা
স্নান করিতে যাইতেন, অথচ অতিবিলম্বে ফিরিয়া আসিতেন ॥১১॥

“আজ আমার ক্ষুধা নাই ; সুতরাং খাইব না” —এই কথা বলিয়া অদৃশ্য হইয়া
যাইতেন, আবার অকস্মাৎ আসিয়া বলিতেন —“সত্বর আমাকে ভোজন করাত” ॥১২॥

কোন দিন রাত্রি দ্বিতীয়প্রহরের সময় উঠিয়া শঠতা করিবার ইচ্ছায় পূর্ব্বের মত
অন্ন প্রস্তুত করাইয়া ভোজন করিতেন না, অথচ তিরস্কার করিতেন ॥১৩॥

দুর্বাসা এইরূপ আচরণ করিতে থাকিলেও যখন রাজা দুর্যোধন বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ
হইলেন না, তখন দুর্ব্বদ্ব দুর্বাসা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন —“ভরত-
নন্দন ! আমি তোমাকে বর দান করিব” ॥১৪॥

দুর্ব্বাসা উবাচ ।

বরং বরয় ভদ্রং তে যতে মনসি বর্ততে ।

ময়ি প্রীতে তু যদ্বশ্যং নালভ্যং বিগৃহে তব ॥১৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এতচ্শ্রদ্ধা বচস্তস্মৈ মহর্ষেভাবিতান্ননঃ ।

অমমৃত পুনর্জাতমাত্মনং স স্নয়োধনঃ ॥১৬॥

প্রাগেব মস্তিতশ্চাসীৎ কর্ণদুঃশাসনাদিভিঃ ।

যাচনীযং মুনেন্দ্রুচ্যাদিতি নিশ্চিত্য দুশ্মতিঃ ॥১৭॥

অতিহর্ষাগ্নিতো রাজা বরমেনমযাচত ।

শিষ্যৈঃ সহ মম ব্রহ্মন্ ! যথা জাতোহতিথির্ভবান্ ॥১৮॥

অস্ন্যৎকুলে মহারাজো জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠো যুধিষ্ঠিরঃ ।

বনে বসতি ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

বরমিতি । ধর্ম্মাদনপেতং ধর্ম্মং নালভ্যম্ । এতেনাধর্ম্মমলভ্যমেবেতি স্মৃতিতম্ ॥১৫॥

এতদ্বিতি । আত্মনং পুনর্জাতমমমৃত, ইদানীং শাপদানাসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥১৬॥

প্রাগিতি । মস্তিতো বিষয়ঃ । রাজা দুৰ্য্যোধনঃ । বনে কাম্যকনামকে । কদা

ভারতভাবদীপঃ

বসৎস্থিতিঃ ॥১—১৪॥ ধর্ম্মং ধর্ম্মাদনপেতম্ ॥১৫—২৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২১৭॥

পরে পুনরায় দুর্ব্বাসা বলিলেন—“দুৰ্য্যোধন । তোমার মঙ্গল ইউক, যাহা তোমার মনে আছে, সেই বর গ্রহণ কর । আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি বলিয়া যাহা ধর্ম্ম-সঙ্গত, তাহা তোমার অপ্রাপ্য নহে” ॥১৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সন্তুষ্টচিত্ত মহর্ষি দুর্ব্বাসার এই কথা শুনিয়া দুৰ্য্যোধন নিজের পুনর্জন্ম হইল বলিয়া মনে করিলেন ॥১৬॥

‘মুনি সন্তুষ্ট হইলে, তাঁহার নিকট আমি এই বর প্রার্থনা করিব’ এইরূপ দুশ্মতি দুৰ্য্যোধন পূর্বেই কর্ণ ও দুঃশাসনপ্রভৃতির সহিত মন্ত্রণা করিয়া রাখিয়া ছিলেন ; সুতরাং তৎকালে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, “ব্রহ্মন্ ! আপনি যেমন শিষ্যগণের সহিত আমার অতিথি হইয়াছেন, তেমনই শিষ্যগণের সহিত আপনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরেরও অতিথি হইবেন । কারণ, তিনি আমাদের বংশে জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, ধার্ম্মিক, গুণবান্ ও সচ্চরিত্র ; তিনি এখন ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কাম্যকবনে বাস করিতেছেন । আর, আপনার যদি আমার উপরে অনুগ্রহ হইয়া থাকে, তবে রাজপুত্রী,

গুণবান্ শীলসম্পন্নস্তস্মৈ তুমতিখিৰ্ভব ।

যদা চ রাজপুত্রী সা হুকুমারী যশস্বিনী ॥২০॥

ভোজয়িত্বা দ্বিজান্ সৰ্বান্ পতীংশ্চ বরবর্ণিনী ।

বিশ্রান্তা চ স্বয়ং ভুক্ত্বা জ্বালাসীনা ভবেদুদা ॥২১॥

তদা হুং তত্র গচ্ছেথা যদনুগ্রাহতা ময়ি ।

তথা করিষ্যে হুংগ্রীত্যেত্যেবমুক্ত্বা জ্বোধনম্ ॥২২॥

দুৰ্ব্বাসা অপি বিপ্রেদ্রো যথাগতমগান্ততঃ ।

কৃতার্থমিব চাত্মানং তদা মেনে জ্বোধনঃ ॥২৩॥

করেন চ করং গৃহ কর্ণশ্চ মুদিতো ভৃশম্ ।

কর্ণোহপি ভ্রাতৃসহিতমিত্যুবাচ নৃপং তদা ॥২৪॥ (কুলকম্)

কর্ণ উবাচ ।

দিক্টা কামঃ জ্বসংবৃত্তো দিক্টা কৌরব ! বর্দ্ধসে ।

দিক্টা তে শত্রবো যগ্না দুস্তরে ব্যসনার্ণবে ॥২৫॥

দুৰ্ব্বাসঃক্রোধজে বহৌ পতিতাঃ পাণ্ডুনন্দনাঃ ।

স্বৈরেব তে মহাপাপৈর্গতা বৈ দুস্তরং তমঃ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

অতিখিৰ্ভবামীত্যাহ—যদেতি । বরবর্ণিনী দ্রৌপদী । দ্রৌপতা ভোজনান্তে স্থান্যামস্ত কন্বিযু-
জ্বাং তথৈব চ স্বয়ং বরদানাং তদা চামদানাশক্যাদুৰ্ব্বাসঃ শাপেন পাণ্ডবানাং সৰ্বনাশায়
“তদা হুং তত্র গচ্ছেথা” ইত্যুক্তম্ । তদা চাত্মানং কৃতার্থমিব মেনে, পাণ্ডবসৰ্বনাশত্বাবশস্তাবিধ-
সস্তাবনাদিত্যাশয়ঃ । গৃহ গৃহীত্বা ॥১৭—২৪॥

দিক্টোতি । দিক্টা ভাগ্যেন, কামঃ অশ্রাকমভিলাষঃ, জ্বসংবৃত্তঃ জ্বসম্পন্নঃ ॥২৫॥

কোমলাঙ্গী, যশস্বিনী ও বরবর্ণিনী দ্রৌপদী যখন সমস্ত ব্রাহ্মণ ও পতিগণকে
ভোজন করাইয়া এক নিজে ভোজন করিয়া বিশ্রাম করিবার জন্ত সুখে উপবেশন
করিবেন, তখন আপনি সেখানে গমন করিবেন” । “তোমার প্রতি সন্তোষবশতঃ
তাহাই করিব” এই কথা দুৰ্যোধনকে বলিয়া ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ দুৰ্ব্বাসাও যথাস্থানে চলিয়া
গেলেন ; দুৰ্যোধনও তখন অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া হস্তদ্বারা কর্ণের হস্ত ধারণ করিয়া
আপনাকে কৃতার্থের স্থায় মনে করিলেন । কর্ণও তখন ভ্রাতাদের সহিত
দুৰ্যোধনকে এই কথা বলিলেন ॥১৭—২৪॥

কর্ণ কহিলেন—“কৌরবনন্দন । ভাগ্যবশতঃ আমাদের অভিলাষ জ্বসম্পন্ন
হইল, ভাগ্যবশতঃ তোমার শ্রীবৃদ্ধি হইল এবং ভাগ্যবশতই তোমার শত্রুগণ দুস্তর
বিপৎসাগরে মগ্ন হইল ॥২৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইথং তে নিকৃতিপ্রজ্ঞা রাজন্ ! দুর্যোধনাদয়ঃ ।

হসন্তঃ প্রীতিমনসো জুয়ুঃ স্বং স্বং নিবেশনম্ ॥২৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াকিক্যাং বনপর্বণি দ্রৌপদী-
হরণে দুর্বাস আতিথেয় সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ কদাচিদুর্বাসাঃ জ্ঞাসীনাংস্ত পাণ্ডবান্ ।

ভুক্ত্য চাবস্থিতাং কৃষ্ণাং জ্ঞাস্বা তস্মিন্ বনে যুনিঃ ।

ভাত্যাগচ্ছৎ পরিবৃতঃ শিষ্যৈরযুতসম্মিতৈঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

দুর্বাস ইতি । তমোহঙ্ককারং কর্তব্যমুতামিতার্থঃ ॥২৬॥

ইথমিতি । নিকৃতিপ্রজ্ঞাঃ শাঠ্যাভিজ্ঞাঃ । প্রীতমনসঃ সন্তুষ্টিচিন্তাঃ ॥২৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচর্চা-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাসীশতট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি দ্রৌপদীহরণে

সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

তত ইতি । ভুক্ত্য ত্যনেন পাণ্ডবানিত্যপি লব্ধ্যাতে, অথৈব দুর্যোধনাদুরোধাৎ । যট্টপাদোহয়ং
লোকঃ ॥১॥

‘কারণ, পাণ্ডবেরা দুর্বাসার কোপানলে পতিত হইল এবং তাহার। আপনাদের
মহাপাপেই দ্বস্তর অন্ধকারে প্রবেশ করিল’ ॥২৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা ! এইভাবে সেই শাঠ্যনিপুণ দুর্যোধনপ্রভৃতি
হাসিতে হাসিতে আনন্দিতচিত্তে আপন আপন ভবনে গমন করিলেন ॥২৭॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর কোন সময়ে পাণ্ডবগণ ভোজন করিয়া
স্নাত্তে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন এক দ্রৌপদীও ভোজন করিয়া বিজ্রাম

* ইদং প্রকরণং পিতামহপুস্তকে নাস্তি । জ্ঞানান্দায়াং পর্বকংগ্রহাধ্যায়ে এতদ্ব্যুতান্ত-
ভাতিধানাৎ । ‘...একষষ্ঠাধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...দ্বিষষ্ঠাধিকদ্বিশততমঃ...’—বা,
‘...ত্রিষষ্ঠাধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

দৃষ্ট্যন্তঃ তমতিথিং স চ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ।
 জগামাভিমুখঃ শ্রীমান্ সহ ভ্রাতৃভিরচ্যুতঃ ॥২॥
 তস্মৈ বন্ধাঞ্জলিং সম্যগুপবেশ্য বরাসনে ।
 বিধিবৎ পূজয়িত্বা তমতিথ্যেন শ্রমদ্রুয়ৎ ।
 আহ্নিকং ভগবন্ ! কৃত্বা নীত্রমেহীতি চাত্রবীৎ ॥৩॥
 জগাম চ মুনিঃ সোহর্পা স্নাতুং শিষ্যৈঃ সহানঘঃ ।
 ভোজয়েৎ সহশিষ্যং মাং কথমিত্যবিচিন্তয়ন্ ।
 শ্রমজ্জৎ সলিলে চাপি মুনিসংঘঃ সমাহিতঃ ॥৪॥
 এতন্নিমন্তরে রাজন্ ! দ্রৌপদী যোষিতাং বরা ।
 চিন্তামবাপ পরমামনহেতোঃ পতিব্রতা ॥৫॥
 সা চিন্তয়ন্তী চ যদা নামহেতুমবিন্দত ।
 মনসা চিন্তয়ামাস কৃৎসং কংসনিসূদনম্ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

দৃষ্টেতি । শ্রীমান্ কান্তিমান্ । অচ্যুতো বৈধন্যমাদলষ্টঃ ॥২॥
 ভগ্না ইতি । তস্মৈ দুর্বাসনে, অঞ্জলিং বন্ধা বিধায় । অয়মপি বটপাদঃ শ্লোকঃ ॥৩॥
 জগামেতি । কথং ভোজয়েৎ, তাদৃশভোজ্যসংগ্রহাসম্ভবাদিত্যাশয়ঃ । বাটপাদঃ শ্লোকঃ ॥৪॥
 এতন্নিমিত্তি । অন্তরে অবসরে । অনহেতোঃ অনসংগ্রহার্থম্ ॥৫॥

করিতেছেন—ইহা জানিয়া দুর্বাসামুনি অযুত শিষ্যে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই বনে আগমন করিলেন ॥১॥

তখন সদাচারপরায়ণ ও মনোহরমূর্তি রাজা যুধিষ্ঠির সেই অতিথিকে আসিতে দেখিয়া, ভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইয়া, তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন ॥২॥

এক তিনি দুর্বাসামুনিকে উত্তম আসনে উপবেশন করাইয়া, যথাবিধানে তাঁহার পূজা করিয়া, তাঁহার প্রতি কৃতাজ্ঞা হইয়া, অতিথি হইবার জন্ত তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং “ভগবন্ ! আপনারা আহ্নিক করিয়া সত্তর আগমন করুন” এই কথা বলিলেন ॥৩॥

‘যুধিষ্ঠির এখনে শিষ্যবর্গের সহিত আমাকে কি করিয়া ভোজন করাইবেন’ ইহা চিন্তা না করিয়াই নিষ্পাপ দুর্বাসামুনিও শিষ্যগণের সহিত স্নান করিতে গেলেন এবং যাইয়া একাগ্রচিত্ত হইয়া জলে নিমগ্ন হইলেন ॥৪॥

রাজা ! এই সময়ে নারীশ্রেষ্ঠা ও পতিব্রতা দ্রৌপদী অন্তরে জন্ম গুরুতর চিন্তায় আকুল হইয়া পড়িলেন ॥৫॥

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! মহাবাহো! দেবকীনন্দনাব্যয়!।
 বাসুদেব! জগন্নাথ! প্রণতার্তিবিনাশন! ॥৭॥
 বিশ্বাত্মন! বিশ্বজনক! বিশ্বহৰ্ত্তা! প্রভোহব্যয়!।
 প্রপন্নপাল! গোপাল! প্রজাপাল! পরাংপর! ॥৮॥
 আকৃতীনাঞ্চ চিত্তীনাং প্রবর্তক! নতাস্মি তে।
 বরেন্য! বরদানন্ত! অগতীনাং গতিৰ্ভব ॥৯॥ (বিশেষকম)
 পুরাণপুরুষ! প্রাণ! মনোবৃত্ত্যাগোচর!।
 সৰ্বাধ্যক্ষ! পরাধ্যক্ষ! ভ্রামহং শরণং গত ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

সেতি। অন্নহেতুং অন্নসংগ্রহোপায়ম্, অবিন্দত চিন্তয়ামি নানন্তত ॥৬॥

কৃষ্ণত। হে অব্যয়।। অবিনশ্বর! হে বিশ্বহৰ্ত্তা! জগৎসংহারক।। হে অব্যয়! অচল! চিত্তপত্তয়া নিষ্কিন্নখাদিত্যাশয়ঃ, বিশেষণায়ত ইতি ব্যয়ঃ ন ব্যয়ঃ অব্যয় ইতি চ ব্যুৎপত্তেঃ। হে প্রপন্নপাল! বিপন্নরক্ষক!। পরাং হিরণ্যগর্ভাদপি পর। শ্রেষ্ঠ!। আকৃতীনাঞ্চ চিত্ত-প্রায়রূপচিত্তবৃত্তীনাং, চিত্তীনাং নির্ণয়রূপচিত্তবৃত্তীনাঞ্চ প্রবর্তক! জীবরূপত্বাৎ। অগতীনাং নিরূপারানামত্মাকম্, গতিরূপায়ঃ ॥৭—৯॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১—৫॥ এতদ্বিন্নত্বং কালে ॥৬—৭॥ কৃষ্ণং পাপকৰ্ষকম্, কংসস্ত কামাদেহুষ্টি-
 রাজ্ঞো বা নিবৃদ্ধনং হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ অত্যাধরশূচনার্থং বিবর্তনম্। “কবিভূঁবাচকঃ শব্দো ণশ্চ
 নিবৃতিবাচকঃ। ভয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥” ইতি শ্রুতিপ্রসীতঃ কৃষ্ণপদার্থঃ।
 মহাক্তো ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডবটক্কর্মো বাহু বস্ত। “সং বাহুভ্যাং ধমতি স পত্নৈর্জ্যোবাত্মী জনয়ন
 দেব এক” ইতি শ্রুতেঃ। অব্যয়াবিনাশিন্। অজ দেবকীনন্দনত্যাব্যয়ত্বং বদন্ত্যা কৃষ্ণমূর্তে-
 র্যতোতিকসমুজ্জম, এবমাদিনান্নাস্বার্থঃ শঙ্করভগবৎপাদীয়ে বিষ্ণুসহস্রনামক্যাধ্যানে এব শ্রুতব্যঃ

তিনি চিন্তা করিয়াও যখন অন্নসংগ্রহের উপায় দেখিলেন না, তখন মনে মনে
 কংসনিশ্চয়ন কৃষ্ণের চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥৬॥

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! মহাবাহু! দেবকীনন্দন! অবিনশ্বর! বাসুদেব! জগন্নাথ!
 প্রণত লোকের পীড়ানাশক! বিশ্বাত্মা! বিশ্বজনক! বিশ্বনাশক! প্রভু! অচল!
 বিপন্নরক্ষক! গোপাল! প্রজারক্ষক! পরাংপর! আকৃতি ও চিন্তিনামক চিত্তবৃত্তির
 প্রবর্তক! আমি তোমার উদ্দেশে নমস্কার করিতেছি। আমরা নিরূপায় হইয়া
 পড়িয়াছি; অতএব হে বরেন্য! হে বরদ! হে অনন্ত! তুমি আমাদের উপায়
 হও ॥৭—৯॥

পুরাণপুরুষ! প্রাণ! মনোবৃত্তিপ্রভৃতির অগোচর! সৰ্বাধ্যক্ষ! শ্রেষ্ঠাধ্যক্ষ!
 আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম ॥১০॥

পাহি মাং কৃপয়া দেব ! শরণাগতবৎসল !।

নীলোৎপলদলশ্চাম ! পদ্মগর্ভারুণেক্ষণ !।

প্ৰীতাস্বরপরীধান ! লসৎকৌস্তভভূষণ ! ॥১১॥

ত্বমাদিরন্তো ভূতানাং ত্বমেব চ পরায়ণম্ ।

পরং পরতরং জ্যোতির্বিখাত্বা সর্বতোমুখঃ ॥১২॥

ত্বামেবাত্মং পরং বীজং নিধানং সর্বসম্পদাম্ ।

ত্বয়া নাথেন দেবেশ ! সর্বাপদ্মো ভয়ং নহি ॥১৩॥

দুঃশাসনাদহং পূর্বং সভায়াং মোচिता যথা ।

তথৈব সঙ্কটাদস্মান্মানুদ্বর্তুমিহার্হসি ॥১৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং স্তুতস্তদা কৃষ্ণঃ কৃষ্ণয়া ভক্তবৎসলঃ ।

দ্রোণত্যাং সঙ্কটং জ্ঞাত্বা দেবদেবো জগৎপতিঃ ॥১৫॥

পার্শ্বস্বাং শয়নে ত্যক্ত্বা রুন্নিগীং কেশবঃ প্রভুঃ ।

তত্রাজগাম ত্বরিতো হৃচিন্ত্যগতিরীশ্বরঃ ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

পূরণেতি । হে প্রাণ ! প্রাণনহতো ! জীবরূপত্বাৎ । আদিপদেন বুদ্ধিবৃত্তেগ্রহণম্ ॥১০॥

পাহীতি । পদ্মগর্ভবৎ রক্তপদ্মকোষবৎ, অরুণে ঈক্ষণে যন্ত সঃ । বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১১॥

স্বমিতি । পরায়ণং পরমাশ্রয়ঃ । সর্বত এব মুখং যন্ত সঃ, সহস্রশীর্ষত্বাৎ ॥১২॥

স্বামিতি । বীজং জগৎকারণম্, নিধানমাশ্রয়ম্ । নহি বিজ্ঞাত ইতি শেষঃ ॥১৩॥

ত্বরিতি । দুঃশাসনাৎ দুঃশাসনকর্তৃকবস্ত্রহরণবিপদঃ । সঙ্কটান্মহাবিপদঃ ॥১৪॥

এবমিতি । কৃষ্ণয়া দ্রোণত্যা । অচিন্ত্যগতিত্বাদেব ত্বরিতমাগমনমিতি ভাবঃ ॥১৫—১৬॥

দেব ! শরণাগতবৎসল ! নীলোৎপলতুল্য শ্চাম । পদ্মকোষতুল্য রক্তনয়ন !

পীতবসন ! উজ্জ্বলকৌস্তভভূষণ ! কৃপা করিয়া আমাকে রক্ষা কর ॥১১॥

তুমি জগতের আদি ও অন্ত, তুমি পরম আশ্রয়, তুমি শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর

জ্যোতি, তুমি জগতের আত্মা এবং তোমার মুখ সকল দিকে রহিয়াছে ॥১২॥

দেবদেব ! জ্ঞানীরা তোমাকেই জগতের প্রধান বীজ ও সমস্ত সম্পদের আশ্রয়

বলিয়া থাকেন এবং তুমি রক্ষা করিলে কোন বিপদেই ভয় থাকে না ॥১৩॥

কৃষ্ণ ! তুমি পূর্বের দ্যুতসভায় দুঃশাসন হইতে আমাকে যেমন উদ্ধার করিয়াছিলে,

তেমন এই মহাবিপদ হইতেও আমাকে উদ্ধার কর' ॥১৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—দ্রোণদী এইরূপ স্তব করিলে, তখনই ভক্তবৎসল

দেবদেব জগৎপতি কৃষ্ণ শয্যায় পার্শ্ববর্তিনী রুন্নিগীকে পরিত্যাগ করিয়া সম্মুখ

ততস্তং দ্রৌপদী দৃষ্ট্বা প্রণম্য পরয়া মুদা ।
 অত্রবীহাস্তদেবায় মুনেরাগমনাদিকম্ ॥১৭॥
 ততস্তামত্রবীৎ কৃষ্ণঃ ক্ষুধিতোহস্মি ভৃশাতুরঃ ।
 শীঘ্রং ভোজয় মাং কৃষ্ণে ! পশ্চাৎ সর্বং করিষ্যসি ॥১৮॥
 নিশম্য তদ্বচঃ কৃষ্ণা লজ্জিতা বাক্যমত্রবীৎ ।
 স্থাল্যাং ভাস্করদত্তায়ামন্নং মন্তোজনাবধি ॥১৯॥
 ভুক্তবত্যস্ম্যহং দেব ! তস্মাদন্নং ন বিদ্যতে ।
 ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ কৃষ্ণাং কমললোচনঃ ॥২০॥
 কৃষ্ণে ! ন নৰ্ম্মকালোহয়ং ক্ষুচ্ছ্রমেণাতুরে ময়ি ।
 শীঘ্রং গচ্ছ মম স্থালীমাময়িত্বা প্রদর্শয় ॥২১॥
 ইতি নির্বন্ধতঃ স্থালীমানায্য স যদ্বদ্বহঃ ।
 স্থাল্যাঃ কণ্ঠেহথঃসংলগ্নং শাকাম্নং বীক্ষ্য কেশবঃ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । পরয়া অত্যন্তয়া, মুদা আনন্দেন ॥১৭॥
 তত ইতি । ভৃশাতুরো নিত্যস্তপীড়িতঃ, ক্ষুধয়েবেত্যাশয়ঃ ॥১৮॥
 নিশম্যেতি । অন্ন মন্তোজনাবধি তিষ্ঠতীতি শেষঃ, তথৈব ভাস্করবরদানাৎ ॥১৯॥
 ভুক্তেতি । অহং ভুক্তবতী, সর্ব্ববাং ভোজনস্বেবাবসিতত্বাদিত্যে ভবিঃ ॥২০॥
 কৃষ্ণ ইতি । নৰ্ম্মকালঃ পরিহাসসময়ঃ । আনয়িত্বা আনীয় ॥২১॥

সেই স্থানে আগমন করিলেন । কারণ, প্রভাবশালী ও জগদীশ্বর কৃষ্ণের গতি অচিস্তনীয় ॥১৫—১৬॥

তাহার পর দ্রৌপদী কৃষ্ণকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া পরম আনন্দে তাহার নিকট ছুৰ্ব্বাসামুনির আগমনাদির কথা বলিলেন ॥১৭॥

তদনন্তর কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে কহিলেন—“কৃষ্ণা ! আমিও ক্ষুধায় অত্যন্ত পীড়িত ; সুতরাং তুমি সত্ত্বর আমাকে ভোজন করাও, পরে অন্য সকল করিবে” ॥১৮॥

কৃষ্ণের বাক্য শুনিয়া দ্রৌপদী লজ্জিত হইয়া এই কথা বলিলেন—“সূর্য্যদত্ত স্থালীতে আমার ভোজনপর্য্যন্তই অন্ন থাকে ॥১৯॥

কিন্তু দেব ! আমি ভোজন করিয়াছি ; অতএব অন্ন আর নাই ।” তখন কমল-লোচন ভগবান্ কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে কহিলেন—৥২০॥

“দ্রৌপদি । আমি ক্ষুধায় ও পরিশ্রমে অত্যন্ত পীড়িত ; সুতরাং এটা পরিহাসের সময় নহে ; অতএব সত্ত্বর যাও, স্থালীটা আনিয়া আমাকে দেখাও” ॥২১॥

উপযুক্ত্যাববৌদেনামনেন হরিরীশ্বরঃ ।

বিশ্বাত্মা প্রীয়তাং দেবস্তুক্চাঙ্কিতি যজ্ঞভুক্ত ॥২৩॥ (যুগ্মকম্)

আকারয় মুনীন শীঘ্রং ভোজনায়েতি চাত্রবীৎ ।

সহদেবং মহাবাহুঃ কৃষ্ণঃ ক্লেশবিনাশনঃ ॥২৪॥

ততো জগাম হরিতো সহদেবো মহাযশাঃ ।

আকারিতুং তু তান্ সর্বান্ ভোজনার্থং নৃপোত্তম । ॥২৫॥

স্নাতুং গতান্ দেবনগাং দুর্বাসঃপ্রভৃতীন্ মুনীন ।

তে চাবতীর্ণাঃ সলিলে কৃতবন্তোহঘমর্ষণম্ ॥২৬॥ (যুগ্মকম্)

দৃষ্টোদৃগারান্ সান্নরসান্ তৃপ্ত্যা পরময়া যুতাঃ ।

উত্তৌর্য্য সলিলাভস্মাদৃষ্টবন্তঃ পরম্পরম্ ॥২৭॥

দুর্বাসসমভিপ্রেক্ষ্য সর্বৈ তে মুনয়োহক্ৰবন্ ।

রাজ্ঞা হি কারয়িত্বানং বয়ং স্নাতুং সমাগতাঃ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি । নির্বৃত্ত আগ্রহাতিশয়াৎ । উপযুক্ত্য ভুক্তা । প্রীয়তাং তৃপ্যতু ॥২২—২৩॥

আকারয়েতি । আকারয় আহ্বয়, “হুতিরীকারণাহ্বানম্” ইত্যমরঃ ॥২৪॥

তত ইতি । আকারিতুমাকারয়িতুমাহ্বাতুম্ । অঘমর্ষণং তৎস্বজ্ঞপম্ ॥২৫—২৬॥

দৃষ্টেতি । দৃষ্টবন্তঃ, অকস্মাদৃগারদর্শনেন বিশ্বাদিতি ভাবঃ ॥২৭॥

যজ্ঞকুলশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ এইরূপ বিশেষ আগ্রহ করিয়া স্থালী আনাইয়া তাহার কণ্ঠলগ্ন শাকান্ন দেখিয়া তাহাই ভোজন করিয়া জ্যৌপদীকে বলিলেন—“আমার এই ভোজনদ্বারাই যজ্ঞভোজী, জগদীশ্বর ও বিশ্বাত্মা নারায়ণদেব তৃপ্ত ও তৃপ্ত হউন” ॥২২—২৩॥

তদনন্তর জগতের ক্লেশনাশক মহাবাহু কৃষ্ণ সহদেবকে বলিলেন—“সহদেব ! ভোজন করিবার জন্য সত্বর মুনীগণকে আহ্বান কর” ॥২৪॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! তখন মহাযশা সহদেব ভোজন করিবার জন্য মুনীগণকে আহ্বান করিতে সত্বর গমন করিলেন ; ওদিকে দুর্বাসাপ্রভৃতি মুনরা তখন স্নান করিবার জন্য দেবনদীতে বাইয়া তাহার জলে নামিয়া অঘমর্ষণসূক্ত জপ করিতেছিলেন ॥২৫—২৬॥

কিন্তু তাঁহারা তখন পরম তৃপ্তিযুক্ত হইয়া অন্নরসের সহিত আপন আপন উদগার দেখিয়া সেই জল হইতে উঠিয়া পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন ॥২৭॥

(২৪)---ভীমসেন মহাবাহুঃ—নি ।

আকণ্ঠতৃপ্তা বিপ্রর্ষে ! কিংস্বিদ্ধুঞ্জামহে বয়ম্ ।
বৃথা পাকঃ কৃতোহস্মাভিস্তত্র কিং করবামহে ॥২৯॥

দুর্বাসা উবাচ ।

বৃথা পাকেন রাজর্ষেরপরাধঃ কৃতো মহান্ ।
মাশ্মানধাক্ষুদৃকৈব পাণ্ডবাঃ ক্রুরচক্ষুষা ॥৩০॥
স্বত্বানুভাবং রাজর্ষেরম্বরীষশ্চ ধীমতঃ ।
বিভেমি স্ততরাং বিপ্রাঃ ! হরিপাদাশ্রয়াজ্জনাৎ ॥৩১॥
পাণ্ডবাশ্চ মহাত্মানঃ সর্বৈ ধর্মপরায়ণাঃ ।
শূরাশ্চ কৃতবিদ্যাশ্চ ত্রতিনস্তপসি স্থিতাঃ ।
সদাচাররতা নিত্যং বাসুদেবপরায়ণাঃ ॥৩২॥
দ্রুত্বাস্তে নির্দহেয়ুর্বে তুলরাশিমিবানলঃ ।
তত এতানদৃকৈব শিষ্যাঃ ! শীঘ্রং পলায়ত ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

দুর্বাসনমিতি । মনয়ঃ শিষ্যাঃ । রাজা যুধিষ্ঠিরেণ ॥২৮॥
আকণ্ঠেতি । আকণ্ঠতৃপ্তাঃ ভোজনেনাকণ্ঠপূর্ণা ইব । কৃতঃ কাৰ্য্যিতঃ ॥২৯॥
বুধেতি । অধাক্ষুরিতি মাষোগেহপাড়াগম আৰ্ঘ্যঃ ॥৩০॥
স্বত্বেতি । অমৃত্যবঃ প্রভাবম্, “অমৃত্যবঃ প্রভাবেহপি” ইত্যমরঃ । স্ততরামত্যস্তম্ ॥৩১॥
পাণ্ডবা ইতি । এভিঃ সর্বৈশ্চ গৈরৈব পাণ্ডবেভ্যো ভয়সম্ভব ইতি ভাবঃ । বটপাদোহয়ঃ
শ্লোকঃ ॥৩২॥

তাহার পর সেই মুনিরা সকলে দুর্বাসাকে দেখিয়া বলিলেন “মহর্ষি ! আমরা
রাজা দ্বারা অন্ন প্রস্তুত করাইয়া স্নান করিতে আসিয়াছিলাম ॥২৮॥

এখন বোধ হইতেছে—যেন ভোজন করায় কণ্ঠপর্য্যন্ত পূর্ণ হইয়া গিয়াছে ;
স্ততরাং আমরা এখন ভোজনই বা করিব কি, অনর্থক পাক করাইয়াছি, সে বিষয়েই
বা করিব কি ?” ॥২৯॥

দুর্বাসা বলিলেন—“অনর্থক পাক করাইয়াছি বলিয়া আমরা রাজর্ষি যুধিষ্ঠিরের
নিকট গুরুতর অপরাধ করিয়াছি ; অতএব পাণ্ডবেরা যেন ক্রুর দৃষ্টিতে দর্শন
করিয়া আমাদিগকে দণ্ড না করেন ॥৩০॥

ব্রাহ্মণগণ । রাজর্ষি ও জ্ঞানী অম্বরীষরাজ্যের প্রভাব স্মরণ করিয়া আমি হরির
চরণাশ্রিত ব্যক্তি হইতে অত্যন্ত ভীত হইতেছি ॥৩১॥

পাণ্ডবেরা সকলেই মহাত্মা, ধার্মিক, বীর, কৃতবিদ্য, ত্রতী, তপস্বী, সদাচারনিরত
এবং সর্বদা কৃষ্ণপরায়ণ” ॥৩২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইত্যুক্তান্তে দ্বিজাঃ সর্বে যুনিনা গুরুণা তদা ।
 পাণ্ডবেভ্যো ভূশং ভীতা দুঃস্বপ্নে দিশো দশ ॥৩৪॥
 সহদেবো দেবনগ্ৰামপশ্যন্ মুনিসত্তমান্ ।
 তীর্থেষ্বিতস্ততস্তস্মা বিচচার গবেষয়ন্ ॥৩৫॥
 তত্রস্থেভ্যস্তাপসেভ্যঃ শ্রুত্বা তাংশৈচব বিদ্রুতান্ ।
 যুধিষ্ঠিরমথাভ্যেত্য তং বৃত্তান্তং শ্রবেদয়ৎ ॥৩৬॥
 ততস্তে পাণ্ডবাঃ সর্বে প্রত্যাগমনকাজ্জিহ্বাঃ ।
 প্রতীক্ষন্তঃ কিয়ৎকালং জিতাত্মানোহবতস্থিরে ॥৩৭॥
 নিশীথেহভ্যেত্য চাকস্মাদস্মান্ স ছলয়িষ্যতি ।
 কথঞ্চ নিন্তরেমাস্মাৎ কৃচ্ছ্রাদৈবোপসাদিতাৎ ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

ক্রুকা ইতি । পলায়তেতি পরশ্চৈপদমার্থম্ ॥৩৩॥
 ইতীতি । দুঃস্বপ্নং তং পলায়িতাঃ ॥৩৪॥
 সহতি । তীর্থেষু ষট্শতৈশ্চ তীরস্থগুণ্যক্ষেত্রেষু বা । গবেষয়ন্ অন্বেষয়ন্ ॥৩৫॥
 তজ্জৈতি । বিদ্রুতান্ দ্রুতং গতান্ । শ্রবেদয়ৎ সহদেব ইত্যনুবৃতিঃ ॥৩৬॥
 তত ইতি । প্রত্যাগমনকাজ্জিহ্বাঃ দুর্কাসঃপ্রতৃতীনামিতি শেষঃ ॥৩৭॥
 নিশীথ ইতি । স দুর্কাসাঃ । দৈবেন উপসাদিতাদানীতাৎ ॥৩৮॥

অগ্নি যেমন তুলরাশি দগ্ধ করেন, তেমন তাঁহারা আমাদের দগ্ধ করিতে পারেন ; অতএব শিষ্যগণ । ইহাদিগকে না দেখিয়া সত্বর পলায়ন কর” ॥৩৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—গুরু দুর্বাসামুনি এইরূপ বলিলে, সেই ব্রাহ্মণেরা সকলেই পাণ্ডবগণ হইতে অত্যন্ত ভীত হইয়া তখনই দশদিকে দ্রুত পলায়ন করিলেন ॥৩৪॥

তাহার পর সহদেব আসিয়া সেই দেবনদীতে মুনিগণকে না দেখিয়া তাহার ঘাট-
 গুলিতে এবং তীরবর্তী আশ্রমগুলিতে ইতস্ততঃ তাঁহাদের অন্বেষণ করিতে থাকিয়া
 বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৩৫॥

‘তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন’ এই কথা তত্রত্য তপস্বীগণের নিকট শুনিয়া সহদেব
 যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া সেই বৃত্তান্ত জানাইলেন ॥৩৬॥

তদনন্তর সংযতচিত্ত পাণ্ডবেরা সকলেই সেই মুনিগণের প্রত্যাগমনের আশা
 করিয়া কিয়ৎকাল প্রতীক্ষায় রহিলেন ॥৩৭॥

(৩৫) ভীমসেনো দেবনগ্ৰাম—নি ।

ইতি চিন্তাপরান্ দৃষ্ট্বা নিশ্বসন্তো মুহুমুর্হঃ ।

উবাচ বচনং শ্রীমান্ কৃষ্ণঃ প্রত্যক্ষতাং গতঃ ॥৩৯॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

ভবতামাপদং ভ্রাতৃহা ঋষেঃ পরমকোপনাং ।

দ্রৌপদ্যা চিন্তিতঃ পার্থা অহং সত্বরমাগতঃ ॥৪০॥

ন ভয়ং বিদ্বতে তস্মাদৃষেতুর্ক্বাসসোহল্লকম্ ।

তেজসা ভবতাং ভীতঃ পূর্বমেব পলায়িতঃ ॥৪১॥

ধর্ম্মনিত্যাস্তু যে কেচিন্ন তে সীদন্তি কহিচিৎ ।

আপৃচ্ছে বো গমিষ্যামি নিয়তং ভদ্রবস্তু বঃ ॥৪২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শ্রুত্বৈরিতং কেশবস্ত্র বভূবুঃ স্বস্থমানসাঃ ।

দ্রৌপদ্যাঃ সহিতাঃ পার্থাস্তমুচুর্বিগতজ্বরঃ ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি । নিশ্বসন্ত ইতি নকারলোপাভাব অর্থঃ । প্রত্যক্ষতাং গতঃ দ্রৌপদ্যন্তিকাদাগম্য ॥৩৯॥

ভবতামিতি । হে পার্থাঃ পাণ্ডবাঃ । সপত্নীপুত্রেহপি পুত্রহত্যাদেশাদিত্যাশয়ঃ ॥৪০॥

নেতি । তস্মাদৃক্বাসসঃ, অল্লকমপি । পলায়িতঃ সশিত্রো দুর্ক্বাসা ইতি শেষঃ ॥৪১॥

উক্তার্থে হেতুমাহ—ধর্ম্মেতি । ধর্ম্মো নিত্যো নিত্যাহুঠেয়ো যেষাং তে । সীদন্তি বিপদস্তে ॥৪২॥

‘হয় ত, দুর্ব্বাসামুনি রাত্রিদ্বিতীয়প্রহরের সময় অকস্মাৎ আসিয়া আমাদিগকে প্রতারিত করিবেন ; অতএব এই দৈবানীত বিপদ হইতে আমরা কিপ্রকারে উদ্ধার পাইব’ ॥৩৮॥

এইরূপ চিন্তায় আকুল হইয়া পাণ্ডবেরা বার বার নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন—
ইহা জানিয়া শ্রীমান্ কৃষ্ণ আসিয়া এই কথা বলিলেন ॥৩৯॥

কৃষ্ণ বলিলেন—“পাণ্ডবগণ ! অত্যন্ত কোপনস্বভাব দুর্ব্বাসা হইতে আপনাদের বিপদ উপস্থিত হইয়াছে ইহা জানিয়া দ্রৌপদী আমাকে স্মরণ করিয়াছিলেন ; তাই আমি সত্বর আসিয়াছি ॥৪০॥

এখন সেই দুর্ব্বাসা হইতে আপনাদের একটুকু ভয়ও নাই । কারণ, তিনি আপনাদের প্রভাবে ভীত হইয়া পূর্বেই পলায়ন করিয়াছেন ॥৪১॥

যাঁহারা সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহারা কখনও বিপন্ন হন না । সে যাহা হউক, আমি আপনাদের অনুমতি চাহিতেছি, আমি যাইব ; আপনাদের নিয়তই মঙ্গল হউক” ॥৪২॥

ত্বয়া নাথেন গোবিন্দ ! দুস্তরামাপদং বিভো !।

তীর্ণাঃ প্লবমিবাসাশ্চ মজ্জমানা মহার্ণবে ॥৪৪॥

স্বস্তি সাধয় ভদ্রং তে ইত্যাক্সাতো যযৌ পুরীম্ ।

পাণ্ডবাশ্চ মহাভাগ ! দ্রৌপদীসহিতাঃ প্রভো ! ॥৪৫॥

উষুঃ প্রহৃষ্টমনসো বিহরন্তো বনাদ্রনম্ ।

ইতি তেহভিহিতং রাজন্ । যৎ পৃক্টোহহমিহ ত্বরা ॥৪৬॥ (যুগ্মকম্)

এবংবিধানুলীকানি ধার্তরাষ্ট্রেহুঁরাব্রাভিঃ ।

পাণ্ডবেষু বনহ্মেষু প্রযুক্তানি বৃণাহভবন্ ॥৪৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি দ্রৌপদী-
হরণে দুর্বাস উপাখ্যানে অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥৭॥ *

ভারতকৌমুদী

শ্রুয়েতি । ঈরিভং বাক্যম্ । স্বস্থানসাঃ স্থচিহ্নাঃ । বিগতজরা নিরুদ্ধেগাঃ ॥৪৩॥

শ্রুয়েতি । নাথেন রক্ষকেণ । তীর্ণা বয়সিতি শেষঃ ॥৪৪॥

স্বস্তীতি । সাধয় গচ্ছ, “প্রায়শ্চ গম্যকঃ সাধিগমে স্থানে প্রযুক্ত্যতে” ইতি সাহিত্যদর্পণোক্তেঃ ।
যযৌ কৃষ্ণ ইতি শেষঃ । বিহরন্তো বিচরন্তঃ ॥৪৫—৪৬॥

ভারতভাবদীপঃ

৮। আকৃতীনাং চিন্তীনাঞ্চৈতি চেতোরুক্তিবিশেষণাম্ ২—২৫। দেবনত্যাং তদ্রূপ এব তীর্ণ-
বিশেষে ২৬—৪৬। অলীকানি ছলানি । “অলীকং ব্রূয়িত্তেহনুতে” ইতি নানার্থঃ ৪৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ২১৮॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কৃষ্ণের কথা শুনিয়া পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর সহিত স্তম্ভচিহ্ন
হইলেন এবং নিরুদ্ধেগে কৃষ্ণকে বলিলেন—৪৩॥

“প্রভু । গোবিন্দ । মহাসমুদ্রে মজ্জনোগ্রুথ লোক যেমন ভেলা পাইয়া উত্তীর্ণ হয়,
সেইরূপ আমরা তোমাকে রক্ষক পাইয়া দুস্তর বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম ৪৪॥

আশীর্ব্বাদ করি—তোমার মঙ্গল হউক, তুমি যাইতে পার” । এইরূপ আদেশ
করিলে কৃষ্ণ দ্বারকানগরীর দিকে প্রস্থান করিলেন । মহাভাগ রাজা ! পাণ্ডবেরাও
দ্রৌপদীর সহিত স্তম্ভচিহ্নে এক বন হইতে অপর বনে বিচরণ করতঃ কাম্যকবনে বাস
করিতে লাগিলেন । রাজা ! তুমি এখন আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে,
এই তোমার নিকট তাহা বলিলাম ৪৫—৪৬॥

পাণ্ডবেরা বনে বাস করিবার সময়ে দুরাত্মা ধার্তরাষ্ট্রেরা এইরূপ অনেক অনিষ্ট
প্রয়োগ করিয়াছিল এবং সে সমস্তই নিষ্ফল হইয়াছিল ৪৭॥

* ‘...দ্বিষষ্টাধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...দ্বিষষ্টাধিকদ্বিশততমঃ...’—কা ‘...চতুঃষষ্টাধিক-
দ্বিশততমঃ...’—নি ।

উনবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তস্মিন্ বহুযুগেহরণ্যে অটমানা মহারথাঃ ।
কাম্যকে ভরতশ্রেষ্ঠা বিজহুস্তে যথামরাঃ ॥১॥
শ্রেষ্ঠমাণা বহুবিধান্ বনোদ্দেশান্ সমন্ততঃ ।
যথৰ্ত্তুকালরম্যাশ্চ বনরাজীঃ স্থপুষ্পিতাঃ ॥২॥ (মুগ্ধকম্)
পাণ্ডবা যুগয়াশীলাশ্চরন্তস্তম্ভাহ্বনয় ।
বিজহুঃ বিন্দুপ্রতিমাঃ কক্ষিৎ কালমরিন্দমাঃ ॥৩॥
ততস্তে যৌগপত্তেঃ যযুঃ সর্বৈ চতুর্দিশম্ ।
যুগয়াং পুরুষব্যাত্ৰা ব্রাহ্মণার্থে পরন্তপাঃ ॥৪॥
দ্রৌপদীমাত্মনে ন্যস্ত তৃণবিন্দোরনুজ্ঞয়া ।
মহর্ষেদৌপ্ততপসো ধৌম্যস্ত চ পুরোধসঃ ॥৫॥ (মুগ্ধকম্)

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । অলীকানি অপ্রিয়ানি, “অলীকম্ভ্রিয়ং হনুতে” ইত্যমরঃ ॥৪৭॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচর্চা-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি দ্রৌপদীহরণে
অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:—

তস্মিন্ ইতি । বহবো যুগা যত্র তস্মিন্ । বনোদ্দেশান্ বনসন্নিহিতস্থানানি ॥১—২॥
পাণ্ডবা ইতি । তৎ কাম্যকাথ্যম্ । ইন্দ্রপ্রতিমাঃ শক্তিসৌন্দর্য্যাদৌ ॥৩॥
তত ইতি । যৌগপত্তেন একদৈবেত্যর্থঃ । যুগয়াং কৰ্জ্জুন । ন্যস্ত স্থাপয়িত্বা ॥৪—৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তদনন্তর ভরতবংশশ্রেষ্ঠ মহারথ পাণ্ডবগণ সকল দিকে
বনসন্নিহিত নানাবিধ স্থান এবং পুষ্পসমর্ষিত তন্তুকালমনোহর বহুতর বন দেখিতে
থাকিয়া বহু যুগে পরিপূর্ণ সেই কাম্যকবনে দেবগণের ন্যায় বিচরণ করতঃ বিহার
করিতে লাগিলেন ॥১—২॥

এব ইন্দ্রের তুল্য শক্তিশালী, শত্রুবিজয়ী ও যুগয়াশীল পাণ্ডবেরা কাম্যকনামক
সেই মহাবনেও কিছু কাল বিহার করিলেন ॥৩॥

তাহার পর কোন সময়ে পুরুষশ্রেষ্ঠ ও শত্রুবিজয়ী পাণ্ডবগণ—মহাতেজা ও
মহর্ষি তৃণবিন্দুর এবং ধৌম্যপুরোহিতের অনুমতিক্রমে দ্রৌপদীকে আশ্রমে রাখিয়া
ব্রাহ্মণগণের জন্ত যুগয়া করিতে একদাই সকলে চতুর্দিকে চলিয়া গেলেন ॥৪—৫॥

ততস্তু রাজা সিদ্ধনাং বার্কক্ষত্রির্মহাযশাঃ ।
 বিবাহকামঃ শাষেয়ান্ প্রয়াতঃ সোহভবত্তদা ॥৬॥
 মহতা পরিবর্হেণ রাজযোগেন সংবৃতঃ ।
 রাজভির্বহুভিঃ সার্কয়ুপার্যাং কাম্যকঞ্চ সং ॥৭॥
 তত্রাপশ্যৎ প্রিয়াং ভার্য্যাং পাণ্ডবানাং যশস্বিনীম্ ।
 তিষ্ঠন্তীমাশ্রমদ্বারি দ্রৌপদীং নির্জনে বনে ॥৮॥
 বিভ্রাজমানাং বপুষা বিভ্রতীং রূপযুক্তমম্ ।
 ভ্রাজয়ন্তীং বনোদ্দেশং নীলাভমিব বিদ্যাতম্ ॥৯॥ (যুগ্মকম্)
 অপ্সরা দেবকন্যা বা মায়া বা দেবনির্মিতা ।
 ইতি কৃত্বাঞ্জলিং সর্বৈ দদৃশুস্তামনিন্দিতাম্ ॥১০॥
 ততঃ স রাজা সিদ্ধনাং বার্কক্ষত্রির্জয়দ্রথঃ ।
 বিস্মিতস্তনবত্যাঙ্গীং দৃষ্ট্বা তাং দুর্ফলানসঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । বার্কক্ষত্রির্জয়দ্রথঃ । শাষেয়ান্ শাষদেশম্ ॥৬॥
 মহতেতি । পরিবর্হেণ পরিচ্ছদেন । কাম্যকং বনম্ ॥৭॥
 তত্রোতি । অপশ্যৎ স ইত্যম্বুয়তিঃ । নীলাভং নীলমেঘম্ ॥৮—৯॥
 অপ্সরা ইতি । দেবনির্মিতা কৃতা । ইতি ইৎ বিকল্পেন ॥১০॥
 তত ইতি । বৃদ্ধক্ষত্রাপত্যং বার্কক্ষত্রিঃ । বিস্মিতঃ অভবদ্বিতি শেষঃ ॥১১॥

সেই সময়ে সিদ্ধদেশের রাজা মহাযশা জয়দ্রথ বিবাহ করিবার ইচ্ছায় শাষদেশে গমন করিতেছিলেন ॥৬॥

তিনি রাজার যোগ্য মূল্যবান্ পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া বহুতর রাজার সহিত কাম্যকবনে উপস্থিত হইলেন ॥৭॥

এবং দেখিলেন—পাণ্ডবগণের প্রিয়তমা ভার্য্যা, যশস্বিনী, শরীরশোভায় দীপ্তি-মতী ও পরম সুন্দরী দ্রৌপদী তখন সেই নির্জন-বন-মধ্যে আশ্রমদ্বারে অবস্থান করিতেছেন এবং বিদ্যাৎ যেমন নীলমেঘকে উজ্জল করে, সেইরূপ সেই বনপ্রদেশটাকে উজ্জল করিতেছেন ॥৮—৯॥

‘ইনি কি অপ্সরা, না দেবকন্যা, না দৈবী মায়া’ এইরূপ নানাবিধ কল্পনা করিয়া তাঁহারা সকলেই কৃতাজলি হইয়া সেই অনিন্দ্যসুন্দরী দ্রৌপদীকে দেখিতে লাগিলেন ॥১০॥

তাহার পর সিদ্ধদেশের রাজা ও বৃদ্ধক্ষত্রনন্দন দুরাঙ্গা জয়দ্রথ সেই অনিন্দ্য-সুন্দরী দ্রৌপদীকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ॥১১॥

স কোটিকাস্ত্রং রাজানমব্রবীৎ কামমোহিতঃ ।
 কস্ত ত্বেষানবদ্যাস্তী যদি বাপি ন মানুষী ॥১২॥
 বিবাহার্থো ন মে কশ্চিদিমাং প্রাপ্যাতিসুন্দরীম্ ।
 এতামেবাহমাদায় গমিষ্যামি স্বমালয়ম্ ॥১৩॥
 গচ্ছ জানীহি সৌম্যেমাং কস্ত বাত্র কুতোহপি বা ।
 কিমর্থমাগতা সুন্দরিদং কণ্টকিতং বনম্ ॥১৪॥
 অপি নাম বরারোহা মামেষা লোকসুন্দরী ।
 ভজেদ্যায়তাপাস্তী সুদতী তনুমধ্যমা ॥১৫॥
 অপ্যহং কৃতকামঃ স্যামিমাং প্রাপ্য বরস্ত্রিয়ম্ ।
 গচ্ছ জানীহি কো নৃশ্চা নাথ ইত্যেব কোটিক ! ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । কোটিকাস্ত্রং তদাখ্যম্ । যদি বেতি সম্ভাবনায়াম্ ॥১২॥
 বিবাহেতি । বিবাহস্ত অর্থঃ প্রয়োজনং নাস্তি, অনয়েব তস্ত সিদ্ধবাদিত্যাশয়ঃ ॥১৩॥
 গচ্ছেতি । হে সৌম্য ! কোটিকাস্ত্র ! । সুন্দঃ ইয়ং সুন্দরীকুণ্ডলা রমণী ॥১৪॥
 অপীতি । বরারোহা মনোহরনিতম্বা । সুদতী সুন্দরদন্তশালিনী ॥১৫॥
 অপীতি । কৃতকামঃ সম্পাদিতাভিলাষঃ । নাথো রক্ষকঃ ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

তস্মিন্নিতি ॥১—৬॥ পরিবর্হণ পরিচ্ছদেন । “পরিবর্হন্ত রাজার্ববস্ত্রাণি পরিচ্ছদে” ইতি
 বিখঃ ॥৭—৮॥ নীলাব্রং নীলমেঘম্ ॥১০—১১॥ কোটিকাস্ত্রং কোটী দুর্গমস্তঃপূরণং তত্রাধিকৃত্যঃ
 কোটিকাস্ত্রেণামাস্ত্রমিব মুখ্যম্ । আখ্যায়িত্ব পাঠে সংখ্যাস্তবং বস্ত্রারম্ভিত্ব বা । অশ্বেতি পাঠে
 কোটিকা অশ্বা ব্যাপ্যা যশ্বেতি বা রাজানং ক্ষত্রিয়ং প্রভুং বা । “রাজা প্রভো চ নৃপভো ক্ষত্রিয়ে
 রজনীপভো” ইতি মেদিনী ॥১২—১৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ঊনবিংশত্যধিক-

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২১২॥

এবং তিনি কামমোহিত হইয়া কোটিকাস্ত্র রাজাকে বলিলেন—“এই অনিন্দ্য-
 সুন্দরী কাহার ? আমার মনে হয়—ইনি মানুষী নহেন ॥১২॥

এই পরমসুন্দরীকে লাভ করায় আমার আর বিবাহের কোন প্রয়োজন নাই ।
 কারণ, আমি ইহাকে লইয়াই আপন ভবনে চলিয়া যাইব ॥১৩॥

অতএব সৌম্য কোটিকাস্ত্র ! তুমি ইহার নিকট যাও, যাইয়া জান যে, এই
 সুন্দরী কাহার, কি জন্মই বা কোথা হইতে এই কণ্টকপূর্ণ বনে আসিয়াছেন ॥১৪॥

সুন্দরনিতম্বা, ভুবনসুন্দরী, আয়তনয়না, মনোহরদন্তশালিনী ও ক্ষীণমধ্যা এই
 রমণী আজ আমাকে ভজন করিবেন কি ? ॥১৫॥

স কোটিকাস্ত্রস্তচ্ছ হ্রা বথাং প্রস্কন্দ্য কুণ্ডলী ।

উপেত্য পপ্রচ্ছ তদা ক্রোষ্ঠী ব্যাস্রবধূমিব ॥১৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি দ্রৌপদী-

হরণে জয়দ্রথাগমনে উনবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—ঃ*ঃ—

বিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃ*ঃ—

কোটিকাস্ত্র উবাচ ।

কা ত্বং কদম্বস্ত্র বিনাম্য শাখামেকোশ্রমে তিষ্ঠসি শোভমানা ।

দেদৌপ্যমানাগ্নিশিখৈব নন্তং ব্যাধূয়মানা পবনেন স্তব্ধা ! ॥১॥

অতীব রূপেণ সমন্বিতা ত্বং ন চাপ্যরণ্যেবু বিভেষি কিন্নু ।

দেবী নু যক্ষী যদি দানবী বা বরাহ্মসরা দৈত্যবরাজনা বা ॥২॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । প্রস্কন্দ্য অবধূত্যা, কুণ্ডলী কর্ণকুণ্ডলগুণধারী । ক্রোষ্ঠী শৃগালঃ ॥১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ঃ বনপর্বণি দ্রৌপদীহরণে

উনবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—ঃ*ঃ—

কেতি । কদম্বস্ত্র বৃক্ষস্ত্র, একা একাকিনী । নন্তং রাজ্যো, ব্যাধূয়মানা কস্প্যমানা ॥১॥

অতীবেতি । ভয়কারণে সত্যপি যন্ন বিভেষি তদেবাস্ত্যমিতি ভাবঃ ॥২॥

আমি এই উত্তম রমণীটিকে পাইয়া পূৰ্ণমনোরথ হইব কি ? অতএব কোটিক !
যাও, বাইয়া জান যে, ইহার রক্ষক কে আছে” ॥১৬॥

কুণ্ডলধারী কোটিকাস্ত্র সেই কথা শুনিয়া রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তখনই
বাইয়া—শৃগাল যেমন ব্যাস্রবধুর নিকট জিজ্ঞাসা করে, সেইরূপ দ্রৌপদীর নিকটে
জিজ্ঞাসা করিল ॥১৭॥

—ঃ*ঃ—

কোটিকাস্ত্র বলিল—“সুন্দরি ! রাত্রিতে বায়ুকম্পিত দেদৌপ্যমানা অগ্নিশিখার
স্তায় শোভা পাইতে থাকিয়া, কদম্ববৃক্ষের একটি শাখাকে নোয়াইয়া ধরিয়া আশ্রম-
দ্বারে একাকিনী দাঁড়াইয়া রহিয়াছ ; তুমি কে ? ॥১॥

* ‘...চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...ত্রিষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...চতুঃ-
ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...পঞ্চষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

(১)...নিয়ম্য শাখাম—পি ।

বপুষ্মতী বোরগরাজকন্যা বনেচরী বা ক্ষণদাচরস্ত্রী ।
 যদেব রাজ্ঞো বরুণস্ত পত্নী যমস্ত সোমস্ত ধনেশ্বরস্ত ॥৩॥
 ধাতুর্বিধাতুঃ সবিতুর্বিভোর্বা শুক্রস্ত বা ত্বং সদনাং প্রপন্না ।
 স হেব নঃ পৃচ্ছসি যে বয়ং স্ম ন চাপি জানৌম তবেহ নাথম্ ॥৪॥
 বয়ং হি মানং তব বর্দ্ধয়ন্তঃ পৃচ্ছাম ভদ্রে ! প্রভবং প্রভুঞ্চ ।
 আচক্ষু বন্ধুশ্চ পতিং কুলঞ্চ ত্বেন যচ্ছেহ করোষি কার্যম্ ॥৫॥
 অহন্ত রাজ্ঞঃ সুরথস্ত পুত্রো যং কোটিকান্তেতি বিদুর্মনুষ্যাঃ ।
 অসৌ তু যন্তিষ্ঠতি কাঞ্চনাস্তে রথে হতোহগ্নিশ্চয়নে যথৈব ।
 ত্রিগর্ভরাজঃ কমলায়তাক্ষঃ ক্ষেমঙ্করো নাম স এষ বীরঃ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

বপুর্নিত্তি । বপুষ্মতী মানুসীমূর্ত্তিধারিণী । উরগঃ সর্পঃ, ক্ষণদাচরো রাক্ষসঃ ॥৩॥
 ধাতুরিত্তি । বিভোঃ প্রভোঃ । স্ম ইতি বিসর্গলোপ আৰ্হঃ । নাথং রক্ষকম্ ॥৪॥
 বয়মিত্তি । প্রভবতাস্মাদিত্তি প্রভবঃ পিতা তম্, প্রভুং স্বামিনম্ ॥৫॥
 অহমিত্তি । কাঞ্চনাস্তে স্বর্ণময়ে । চায়তে অশ্মিনিত্তি চয়নং স্থণ্ডিলং কুণ্ডং বা তত্র ।
 কমলায়তাক্ষঃ পদ্মপত্রবৎ দীর্ঘনয়নঃ । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

কেতি ॥১—৩॥ ধাতুঃ প্রজাপতেঃ সুরশ্বতী বা, বিধাতুঃ কশ্যপস্ত রুদ্রস্ত বা, অদিতিঃ পার্শ্বতী বা, বিভোর্বিশ্বোন্নম্নীর্বা ॥৪॥ প্রভবং পিতরম্, প্রভুং মহাশ্বম্ ॥৫॥ রাজ্ঞঃ ক্ষত্রিয়স্ত,

তুমি পরম রূপবতী, অথচ বনের ভিতরে ভয় পাইতেছ না কেন ? তুমি কি কোন দেবী, না যক্ষী, না দানবী, না কোন প্রধান অঙ্গরা, কিংবা কোন প্রধান দৈত্যের পত্নী ? ॥২॥

অথবা তুমি নাগরাজের কন্যা, মানুসীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিয়াছ, কিংবা কোন রাক্ষসের স্ত্রী বনে বিচরণ করিতেছ ; অথবা রাজা বরুণ, যম, চন্দ্র কিংবা কুবেরের পত্নী ॥৩॥

অথবা তুমি—প্রভু ধাতা, বিধাতা, সূর্য বা শুক্রের ভবন হইতে আসিয়াছ ; কিন্তু আমরা যাহারা, তাহা ত তুমি আমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে না ; কিংবা আমরাও তোমার অভিভাবকের বিষয় জানিলাম না ॥৪॥

ভদ্রে ! আমি তোমার সম্মানবৃদ্ধি করতঃ জিজ্ঞাসা করিতেছি—তোমার পিতা কে ? অভিভাবকই বা কে ? বন্ধু কাহার ? স্বামী কে ? কোন্ বংশে জন্মিয়াছ ? এখানে যে কার্য্য করিতেছ, তাহাই বা কি ? এই সকল বিবয় সত্য বল ॥৫॥

তবে আমি সুরথরাজার পুত্র, যাহাকে লোকে ‘কোটিকান্ত’ বলিয়া জানে ।

অস্মাৎ পরস্তেষু মহাধনুমান্ পুত্রঃ কুলিন্দাধিপতের্বীরঠঃ ।
 নিরীকতে ত্বাং বিপুলায়তাক্ষঃ সুপুষ্পিতঃ পর্বতবাসনিত্যঃ ॥৭॥
 অসৌ তু যঃ পুষ্করিণীসমীপে শ্যামো যুবা তিষ্ঠতি দর্শনীয়ঃ ।
 ইক্ষুকুরাজ্ঞঃ স্তবলস্ত পুত্রঃ স এষ হস্তা দ্বিমতাং স্তগাতি ! ॥৮॥
 যস্তানুযাত্রো ধ্বজিনঃ প্রযান্তি সৌবীরকা দ্বাদশ রাজপুত্রাঃ ।
 শোণাশ্বযুক্তেষু রথেষু সর্বৈ মুখ্যেষু দৌপ্তা ইব হব্যবাহাঃ ॥৯॥
 অঙ্গারকঃ কুঞ্জরো গুপ্তকচ্চ শক্রঞ্জয়ঃ সৃঞ্জয়স্তপ্রবুদ্ধৌ ।
 প্রভঙ্করোহথ ভ্রমরো রবিচ্চ শূরঃ প্রতাপঃ কুহনচ্চ নাম ॥১০॥
 যং ঘটসহস্রা রথিনোহনুযান্তি নাগা হয়াশ্চৈব পদাতিনশ্চ ।
 জয়দ্রথো নাম যদি শ্রুতন্তে সৌবীররাজঃ স্তভগে ! স এষঃ ॥১১॥
 (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

অস্মাবিতি । সুপুষ্পিতঃ শোভনপুষ্পমালাধারী, পর্বতবাসো নিত্যো যন্ত সঃ ॥৭॥
 অস্মাবিতি । দর্শনীয়ো মনোহরমূর্তিঃ । হে স্তগাতি ! স্তবরাতি ! ॥৮॥
 যন্তেতি । অহু পশ্চাদ্ভ্যাত্মা গমনং যেষাং তে, সৌবীরকাঃ সৌবীরদেহীয়াঃ । অথ কে তে
 দ্বাদশেত্যাহ—অঙ্গারক ইতি । এতানি তেষাং দ্বাদশানাং নামানি । পদাত্যামতন্তি সত্যং
 গচ্ছন্তীতি পদাতিনঃ পদাতয়ঃ ॥৯—১১॥

ভারতভাবদীপঃ

চয়নে ইষ্টকোচয়ে ॥৬—৮॥ অল্পচক্রং সৈন্তমহু লক্ষ্যীকৃত্য প্রযান্তি । “চক্রং সৈন্তরথাক্রমোঃ”
 ইতি বিশ্বঃ । পাঠান্তরেহহুযাত্রা যাত্রোপকরণপালা ইত্যর্থঃ ॥৯—১০॥ পদাতিনঃ পদ্যাত-

আর স্থপ্তিলে আছত অগ্নির ত্রায় ঐ যিনি স্বর্ণময় রথে অবস্থান করিতেছেন, উনি
 ত্রিগুর্ভদ্রেশের রাজা পদ্মনয়ন ও বীর ‘ক্ষেমঙ্কর’ ॥৬॥

উহার পরবর্তী বিশালনয়ন ও স্তবর পুষ্পমালাধারী যে পুরুষটী তোমাকে
 দর্শন করিতেছেন, ইনি পর্বতবাসী পুলিন্দাধিপতির জ্যেষ্ঠপুত্র এবং ইনি মহা-
 ধনুর্ধর ॥৭॥

সুন্দরি । পুষ্করিণীর নিকটে ঐ যে শ্যামবর্ণ সুন্দর যুবকটী দাঁড়াইয়া আছেন,
 ইনি শক্রহস্তা ইক্ষুকবংশীয় রাজা স্তবলের পুত্র ॥৮॥

অঙ্গারক, কুঞ্জর, গুপ্তক, শক্রঞ্জয়, সৃঞ্জয়, স্তপ্রবুদ্ধ, প্রভঙ্কর, ভ্রমর, রবি, শূর,
 প্রতাপ ও কুহন—এই বার জন সৌবীররাজপুত্র রক্তবর্ণ ঘোটকযুক্ত রথে
 আরোহণ করিয়া ধ্বজ ধারণপূর্বক প্রছলিত যজ্ঞাগ্নির ত্রায় যাহার পশ্চাতে গমন
 করিতেছেন এবং ছয় হাজার রথী, হস্তী, অশ্ব ও পদাতি যাহার অনুগমন

তস্তাপরে ভ্রাতরোহদীনসত্ত্বা বলাহকানীকবিদারণাশ্চাঃ ।

সৌবীরবীরাঃ প্রবরা যুবানো রাজানমেতে বলিনোহনুযান্তি ॥১২॥

এতৈঃ সহায়ৈরুপযাতি রাজা মরুদগণৈরিন্দ্র ইবাভিগুপ্তঃ ।

অজ্ঞানতাং ধ্যাপয় নঃ স্নকেশি ! কস্তাসি ভার্য্যা দুহিতা চ কস্ত ॥১৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

অথাত্রবৌদ্রোপদী রাজপুত্রী পৃষ্ঠা শিবীনাং প্রবরেণ তেন ।

অবেক্ষ্য মন্দং প্রবিমুচ্য শাখাং সংগৃহুতী কৌশিকমুত্তরীয়ম্ ॥১৪॥

বুদ্ধ্যভিজানামি নরেন্দ্রপুত্র ! ন মাদৃশী হ্যমভিতাক্ষুমহী ।

ন ত্বেব বক্তান্তি তবেহ বাক্যমন্যো নরো বাপ্যথবাপি নারী ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

ভক্তেতি । অদীনসত্ত্বা অনল্লাধ্যবলায়াঃ, বলাহকাদীনি জীপি নামানি ॥১২॥

এতৈরिति । মরুতাং দেবানাং গণৈঃ, অভিগুপ্তো রক্ষিতঃ । ধ্যাপয় জাহি ॥১৩॥

অথেতি । শিবীনাং শিবিবংশীয়ানাং, তেন কোটিকাশ্চেন । কৌশিকং কুশময়ম্ ॥১৪॥

বুদ্ধোক্তি । অভিভাষ্টুম্ অভিভাবিতুম্, ইড়াগমাতাব আৰ্ঘ্যঃ । বক্তেতি সাধুকারিণ্যৰ্থে ভূন, তস্ত চ নির্টাদিহাধাক্যমিত্যজ্ঞ ন কর্ষণি ষষ্ঠী । বাক্যং বাক্যোত্তরম্ ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

মতিভূ সততং গন্তং শীলং যেষাং তে পদাতয়ঃ ॥১১—১৩॥ শিবীনাং শিবিবংশানাং
কজ্রিয়াণাম, মন্দং শৈবম্, অবেক্ষ্য সঙ্কোচ্য । তদেবাহ—বিমুচ্যেতি । কৌশিকং কোশজম্

করিতেছে, ইনি সেই সৌবীররাজ ‘জয়দ্রথ’ । সুন্দরি । তুমি সম্ভবতঃ ইহার নাম
শুনিয়াছ ॥১—১১॥

এবং বলাহক, অনীক ও বিদারণপ্রভৃতি উহার অপর ভ্রাতারাও উহার অনুগমন
করিতেছেন ; উহারা অসাধারণ অধ্যবসায়ী, সৌবীরদেশের মধ্যে প্রধান বীর ও
বলবান্ ॥১২॥

স্নকেশি । দেবগণরক্ষিত ইন্দ্রের স্থায় এই সকল সহায়কর্তৃক রক্ষিত রাজা
জয়দ্রথ গমন করিতেছেন । এদিকে আমরা তোমার বৃত্তান্ত কিছুই জানি না ; সুতরাং
তুমি বল যে, তুমি কাহার ভার্য্যা এবং কাহার কস্তা” ॥১৩॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন—শিবিবংশপ্রধান কোটিকাশ্চ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে,
কুশময় উত্তরীয়ধারিণী রাজনন্দিনী দ্রোপদী কদম্বশাখা পরিত্যাগপূর্বক অল্প দৃষ্টিপাত
করিয়া বলিলেন—॥১৪॥

(১৩) শ্লোকঃ পরম্ ‘...পঞ্চপঞ্চাশদধিকাবিশততমঃ...’—পি, ‘...চতুষ্ট্যধিকাবিশততমঃ...’
—বা ব, ‘...পঞ্চষষ্ঠ্যধিকাবিশততমঃ...’—কা, ‘...ষট্‌ষষ্ঠ্যধিকাবিশততমঃ...’—নি ।

একা হুহং সম্প্রতি তেন বাচং দদানি বৈ ভদ্র ! নিবোধ চেষম্ ।
 অহং হরণ্যে কথমেকমেকা ভ্রামালপেয়ং নিরতা স্বধর্ম্যে ॥১৬॥
 জানামি চ ত্বাং শুরথস্ত পুত্রং যং কোটিকাশ্চেতি বিদুর্গনুয্যাঃ ।
 তস্মাদহং শৈব্য ! তথৈব ভূভ্যমাখ্যামি বন্ধূন্ প্রথিতং কুলঞ্চ ॥১৭॥
 অপত্যমগ্নিঃ ক্রপদস্ত্য রাজ্ঞঃ কুষেতি মাং শৈব ! বিদুর্গনুয্যাঃ ।
 সাহং বৃণে পঞ্চ জনান্ পতিত্বৈ বে খাণ্ডবপ্রস্থগতাঃ শ্রুতান্তে ॥১৮॥
 যুধিষ্ঠিরো ভীমসেনার্জুনো চ মাদ্র্যাস্চ পুত্রৌ পুরুষপ্রবীরৌ ।
 তে মাং নিবেশ্যেহ দিশশ্চতশ্চো বিভজ্য পার্থা যুগয়াং প্রয়াতাঃ ॥১৯॥
 প্রাচীং রাজা দক্ষিণাং ভীমসেনো জয়ঃ প্রতীচীং বমজাবুদীচীম্ ।
 মন্ত্রে তু তেষাং রথসত্তমানাং কালোহভিতঃ প্রাপ্ত ইহোপবাভূম্ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

একেতি । তিষ্ঠামীতি শেষঃ । দদানি উত্তরতয়া কথয়ানি । স্বধর্ম্যে গার্হস্থ্যে ॥১৬॥
 জানামীতি । হে শৈব্য ! শিবিকুলোদ্ভব ! । আখ্যামি ব্রবীমি ॥১৭॥
 অপত্যমিতি । খাণ্ডবপ্রস্থগতা ইন্দ্রপ্রস্থস্থিতাঃ, তে ত্বয়া ॥১৮॥
 যুধীতি । নিবেশ্য স্থাপয়িষ্য । বিভজ্য অহমস্তাং দিশি গচ্ছামীত্যাত্মনো বিভক্তীকৃত্য ॥১৯॥
 প্রাচীমিতি । জয়োর্জুনঃ । প্রয়াত ইতি বচনবিপরীণামেনাহবৃত্তিঃ । অতিতঃ সমুত্থে ॥২০॥

“রাজপুত্র । আমি আপন বৃত্তিতেই বুঝিতেছি যে, আপনার সহিত আমার মত লোকের কথা বলা উচিত নহে ; কিন্তু আপনার কথার উত্তর দেয়, এমন অন্য পুরুষ বা স্ত্রীলোক এখানে নাই ॥১৫॥

ভদ্র । আমি এখন এখানে একা রহিয়াছি ; সেই জন্যই আপনার কথার উত্তর দিতেছি ; কিন্তু স্বধর্ম্মনিরতা একা আমি বনের ভিতরে একক আপনার সহিত কি করিয়া কথোপকথন করিতে পারি ॥১৬॥

শিবিনন্দন । আমি জানিলাম যে, আপনি শুরথরাজার পুত্র, লোকে বাঁহাকে ‘কোটিকাশ’ বলিয়া জানে । সেই জন্যই আমি আপনার নিকট বন্ধুবর্গের কথা ও প্রসিদ্ধ-বংশের কথা বলিব ॥১৭॥

শিবিনন্দন । আমি ক্রপদরাজার সন্তান, লোকে আমাকে ‘কৃষ্ণা’ বলিয়া জানে ; আর আপনি বাঁহাদিগকে ইন্দ্রপ্রস্থবাসী বলিয়া শুনিয়াছেন, সেই পাঁচ জনকে আমি পতিত্বে বরণ করিয়াছি ॥১৮॥

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন এক পুরুষশ্রেষ্ঠ নকুল ও সহদেব—ইহারা সকলেই আমাকে এই আশ্রমে রাখিয়া আপনাদিগকে বিভক্ত করিয়া যুগয়া করিবার জন্য চারি দিকে গিয়াছেন ॥১৯॥

সন্মানিতা যান্ত্রথ তৈর্যথেকং বিমুচ্য বাহানবরোহয়ধ্বম্ ।

প্রিয়াতিথিধর্মস্তুতো মহাত্মা শ্রীতো ভবিষ্যত্যভিবৌক্ষ্য যুগ্মান্ ॥২১॥

এতাবদুভ্য়া দ্রুপদাত্মজা সা শৈব্যাত্মজং চন্দ্রমুখী প্রতীতা ।

বিবেশ তাং পর্ণশালাং প্রশস্তাং সঙ্কিস্ত্য তেষামতিথিত্বধর্মম্ ॥২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বনি দ্রৌপদী-
হরণে দ্রৌপদীবাচে বিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—ঃ*ঃ—

ভারতকৌমুদী

সন্মানিতা ইতি । বাহান্ যানানি, অবরোহয়ধ্বম্ অপরান্ সৰ্ব্বানিতি শেষঃ ॥২১॥

এতাবদিতি । প্রতীতা অতিথিলাভাদেব দৃষ্টা । অতিথিস্থমেব ধর্মস্তুতম্ ॥২২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বনি দ্রৌপদীহরণে

বিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—ঃ*ঃ—

ভারতভাবদীপঃ

১০১। অভিভাষ্টুম্ অভিভাবিতুম্ ॥১৫॥ তেন কারণেন ॥১৮—১৭॥ পঞ্চ জনান্ পঞ্চ পুরুষান
১১৮—১২০। জয়োহর্জুনঃ ॥২০—২১॥ তেষামর্থে অতিথিষু যোগ্যং স্বধর্মং পূজাদিকং কর্ত্ত্বং
সঙ্কিস্ত্য শালাং বিবেশ ॥২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বনি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে বিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২২০॥

—ঃ*ঃ—

যুধিষ্ঠির পূর্ব্বদিকে, ভীম দক্ষিণদিকে, অর্জুন পশ্চিমদিকে এবং নকুল ও সহদে-
উত্তরদিকে গিয়াছেন । আমি মনে করি—সেই রথিষ্ঠেষ্ঠগণের আশ্রমে আসিবা-
সময় সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে ॥২০॥

সুতরাং আপনারা তাঁহাদের দ্বারা যথেষ্ট সন্মানিত হইয়া যাইতে পারিবেন ;
অতএব আপনি যানবাহন পরিত্যাগ করাইয়া উহাদিগকে অবতরণ করান !
অতিথি বাঁহার প্রিয়, সেই মহাত্মা ধর্ম্মপুত্র আপনাদিগকে দেখিয়া সন্ত-
হইবেন” ॥২১॥

কোটিকান্তকে এই পর্য্যন্ত বলিয়া চন্দ্রমুখী দ্রৌপদী তাঁহাদিগকে অতিথি ভাবি-
আনন্দিত হইয়া সেই প্রশস্ত পর্ণশালায় ভিতরে প্রবেশ করিলেন ॥২২॥

—ঃ*ঃ—

(২২)...অতিথিস্বধর্ম্ম—কা নি, ...অতিথিং স্বধর্ম্ম—পি । * ‘...ষট্‌পঞ্চাশদধিক-
দ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...পঞ্চষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...ষট্‌পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ...’—কা;
‘...সপ্তষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

একবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তথাসীনেষু সৰ্বেষু তেষু রাজসু ভারত ! ।

যদুজ্ঞং কৃষ্ণা তত্র তৎ সৰ্বং প্রত্যবেদয়ৎ ॥১॥

কোটিকাস্ত্রবচঃ শ্রুত্বা শৈব্যং সৌবীরকোহব্রবীৎ ।

যদা বাচং ব্যাহরন্ত্যামস্তাং মে রমতে মনঃ ।

সীমন্তিনীনাম্ মুখ্যায়াম্ বিনিবৃত্তং কথং ভবান্ ॥২॥

এতাং দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ো মেহন্তা যথা শাখায়ুগস্ত্রিয়ঃ ।

প্রতিভাস্তি মহাবাহো ! সত্যমেতদব্রবীমি তে ॥৩॥

দর্শনাদেব হি মনস্তয়া মেহপহতং ভৃশম্ ।

তাং সমাচক্ষু কল্যাণীং যদি স্মাচ্ছৈব্য ! মানুষী ॥৪॥

কোটিক উবাচ ।

এষা বৈ দ্রৌপদী কৃষ্ণা রাজপুত্রী যশস্বিনী ।

পঞ্চানাং পাণ্ডুপুত্রানাং মহিষী সন্মতা ভৃশম্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

জথেনি । তথা দূরে, আসীনেষু স্থিতেষু । প্রত্যবেদয়ৎ কোটিকাস্ত্র ইতি শেষঃ ॥১॥

কোটিকেতি । শৈব্যং কোটিকাস্ত্রম্, সৌবীরকো জয়দ্রথঃ । বটপাদোহংগঃ শ্লোকঃ ॥২॥

এতামিতি । শাখায়ুগস্ত্রিয়ো বানরস্ত্রিয়ঃ, প্রতিভাস্তি জ্ঞানবিষয়া ভবন্তি ॥৩॥

দর্শনাদিতি । সমাচক্ষু কুলশীলাদিভির্বর্ণয়, যদি সা মানুষী স্মাৎ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরতনন্দন জনমেজয় । সেই রাজারা সকলে সেইরূপ দূরে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময়ে আশ্রমদ্বারে দ্রৌপদী যাহা বলিয়াছিলেন, সেই সকল বিষয় যাইয়া কোটিকাস্ত্র তাঁহাদিগকে জানাইলেন ॥১॥

কোটিকাস্ত্রের কথা শুনিয়া জয়দ্রথ তাঁহাকে বলিলেন—“এই রমণীপ্রধানা যখন কথা বলিতেছিলেন, তখন উহার প্রতি আমার মন আকৃষ্ট হইয়াছিল ; অতএব তুমি ফিরিয়া আসিলে কেন ? ॥২॥

মহাবাহু কোটিকাস্ত্র । আমি তোমার নিকট সত্য বলিতেছি যে, এই রমণীটীকে দেখিয়া অস্ত্র রমণীগুলিকে আমার বানরীর মত বোধ হইতেছে ॥৩॥

শিবিনন্দন ! দর্শনমাত্রই সেই রমণী আমার মনটাকে গুরুতর আকর্ষণ করিয়াছে ; অতএব সে যদি মানবী হয়, তবে তাহার বিষয় বর্ণনা কর” ॥৪॥

সর্বেষাকৈব পার্থানাং প্রিয়া বহুমতা সতী ।

তয়া সমেত্য সৌবীর ! সৌবীরাভিমুখো ব্রজ ॥৬॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তঃ প্রত্যাচ পশ্যামো দ্রৌপদীমিতি ।

পতিঃ সৌবীরসিন্ধুনাং দুষ্কৃত্যবো জয়দ্রথঃ ॥৭॥

স প্রবিষ্টাশ্রমং পুন্যং সিংহগোষ্ঠং বুকো যথা ।

আত্মনা সপ্তমঃ কৃষ্ণামিদং বচনমব্রবীৎ ॥৮॥

কুশলং তে বরারোহে ! ভর্তারস্তেহপ্যনাময়াঃ ।

যেষাং কুশলকামাসি তেহপি কচ্ছিদনাময়াঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

এবেতি । রাজপুত্রী চেৎ কোহসৌ রাজেত্যাহ—দ্রৌপদীতি । কৃষ্ণা নাম ॥৬॥

সর্বেষামিতি । সমেত্য মিলিত্বা । সৌবীরাভিমুখঃ সৌবীরদেশাভিমুখঃ ॥৭॥

এবমিতি । সৌবীরসিন্ধুনাং তদাখ্যায়োদ্দেশ্যোঃ পতিঃ ॥৭॥

স ইতি । অত্র গোষ্ঠপদমাবাসপরম্, “নলিনীদলতালবৃন্তম্” ইত্যাদৌ তালবৃন্তশব্দস্ত ব্যজন-
মাত্রপরম্বৎ । আত্মনা সপ্তম্ ইত্যনেন অন্তেহপি ষট্ প্রবিবৃতিরিতি সূচিতম্ ॥৮॥

কুশলমিতি । অনাময়া নীরোগাঃ । যেষামপরেবাং বন্ধুনাম্ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

তথেতি ॥১॥ সৌবীরকো জয়দ্রথঃ । যদাশ্রমং মে মনো রমতে, তদা ভবান্ কথং
বিনিবৃত্ত ইতি যোজ্যম্ ॥২—৭॥ সিংহগোষ্ঠং সিংহসভ্যম্ । “গোষ্ঠং গোস্থানকং গোষ্ঠী

কোটিকাস্ত্র বলিলেন—“ইনি দ্রুপদরাজার তনয়া যশস্বিনী ‘কৃষ্ণা’ এবং ইনি পঞ্চ
পাণ্ডবেরই পরমসম্মতা মহিষী ॥৫॥

আর ইনি পাণ্ডবদের সকলেরই প্রীতি ও আদরের পাত্রী ; অতএব
সৌবীরনাথ । তুমি তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া সৌবীরদেশের দিকেই গমন
কর” ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কোটিকাস্ত্র এইরূপ বলিলে, সৌবীর ও সিন্ধুদেশের
অধিপতি দুষ্কৃত্যব জয়দ্রথ বলিলেন—“দ্রৌপদীকে দেখিব” ॥৭॥

তাঁহার পর ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র যেমন সিংহের আবাসে প্রবেশ করে, সেইরূপ জয়দ্রথ
অপর ছয় জন সহচরকে লইয়া সেই পবিত্র আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দ্রৌপদীকে এই
কথা বলিলেন—॥৮॥

“বরবর্গিনি ! তোমার মঙ্গল ত ? তোমার ভর্তারা সুস্থ আছেন ত ? এবং
তুমি অশ্রু যাহাদের মঙ্গল কামনা কর, তাঁহারাও ভাল আছেন ত ?” ॥৯॥

জ্যোপদ্যুবাচ ।

কৌরব্যঃ কুশলী রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
 অহঞ্চ ভ্রাতরশ্চাস্ত্র যাংশ্চান্যান্ পরিপৃচ্ছসি ॥১০॥
 অপি তে কুশলং রাজ্যে রাষ্ট্রে কোষে বলে তথা ।
 কচ্চিদেকঃ শিবীনাঢ্যান্ সৌবীরান্ সহ সিদ্ধুভিঃ ।
 অনুতিষ্ঠসি ধর্ম্মেণ যে চাত্তো বিদিতাস্ত্বয়া ॥১১॥
 পাণ্ডুং প্রতিগৃহাণেদমাসনঞ্চ নৃপাত্মজ ! ।
 যুগান্ পঞ্চাশতকৈব প্রাতরাশং দদানি তে ॥১২॥
 ঐশ্যেয়ান্ পৃষতান্ নৃক্ষান্ হরিণান্ শরভান্ শশান্ ।
 ঋক্ষান্ রুরান্ শম্বরাংশ্চ গবয়াংশ্চ যুগান্ বহুন ॥১৩॥
 বরাহান্ মহিষাংশ্চৈব যাশ্চাত্তা যুগজাতয়ঃ ।
 প্রদাস্ত্যতি স্বয়ং তুভ্যং কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

কৌরব্য ইতি । অহঞ্চ কুশলিনী, অস্ত্র ভ্রাতরো ভীমাদয়শ্চ কুশলিন ইতি সৰ্ব্বদ্ব্যঃ ॥১০॥
 অপীতি । রাজ্যে রাজত্বপদে, রাষ্ট্রে স্বাধিকৃতদেশে । বলে সৈন্তে । অহু লক্ষ্যীকৃত্য, ধর্ম্মেণ
 তিষ্ঠসি পালয়ন বর্ত্তসে । বিদিতাঃ স্বকীয়ত্বেন জ্ঞাতাঃ । বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১১॥
 পাণ্ডুমিতি । অশ্রুত ইত্যোশঃ খাণ্ড্য তম্, সহচরবাহন্যাঘ্রপ্রদানমিতি ভাবঃ ॥১২॥
 ঐশ্যেয়ানিতি । এতে যুগবিশেষাঃ । স্বয়ং প্রদাস্ত্যতি, অজাগত্যেতি শেষঃ ॥১৩—১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

সভাসংপালয়োঃ জিয়া"মিতি মেদিনী । লিঙ্গং স্ববিবক্ষিতং গোষ্ঠমিতি বা স্থানমেব ।
 সপ্তমো বলাহকাদীন বড়ভ্রাতৃহৃৎপলক্ষ্য আত্মনা শরীরেণ সপ্তানং পূরণঃ ॥৮—১০॥ অহু-

জ্যোপদৌ বলিলেন—“কুরুবংশজাত কুন্তীনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির, আমি ও তাঁহার
 ভ্রাতারা সকলেই কুশলে আছি এবং আপনি অস্ত্র যোঁহাদের কথা জিজ্ঞাসা
 করিতেছেন, তাঁহারাও কুশলে আছেন ॥১০॥

আপনার রাজত্বপদ, রাজ্য, কোষ ও সৈন্তগণের মঙ্গল ত ? এবং আপনি একাই
 সমৃদ্ধ শিবিগণকে, সিদ্ধুদেশের সহিত সৌবীরদেশকে, আর অস্ত্র যত দেশ আপনার
 নিজের বলিয়া জানা আছে, সেগুলিকে ধর্ম্ম অনুসারে পালন করিতেছেন
 ত ? ॥১১॥

রাজপুত্র । আপনি এই পাণ্ডু ও আসন গ্রহণ করুন, আর আমি আপনাকে
 প্রাতঃকালের খাত্তরূপে পঞ্চাশটী হরিণ দিব ॥১২॥

তা'র পর, কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির আসিয়া নিজে আপনাকে বহুতর

জয়দ্রথ উবাচ ।

কুশলং প্রাতরাশ্রয় সর্বং মে দিৎসিতং হুয়া ।
 এহি মে রথমারোহ সুখমাপ্নুহি কেবলম্ ॥১৫॥
 হতরাজ্যান্ গতশ্রীকান্ কুপণান্ গতচেতসঃ ।
 অরণ্যবাসিনঃ পার্থান্ নানুরোধুং ভ্রমহসি ॥১৬॥
 ন বৈ প্রাজ্ঞা গতশ্রীকং ভর্তারমুপযুঞ্জতে ।
 যুজ্ঞানমনুযুঞ্জীত ন শ্রিয়ঃ সংক্ষয়ে বসেৎ ॥১৭॥
 শ্রিয়া বিহীনা রাজ্যাজ্ঞ বিনশ্যতীঃ শাস্বতীঃ সমাঃ ।
 অলং তে পাণ্ডুপুত্রাণাং ভক্ত্যা ক্লেশমুপাসিতুম্ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

কুশলমিতি । কুশলং মম রাজ্যাদীনাক্ষ মঙ্গলমিত্যেকং বাক্যম্ । দিৎসিতং দাতুমিষ্টম্ ॥১৫॥
 হতেতি । গতশ্রীকান্ নষ্টরাজ্যলক্ষীকান্, কুপণান্ ক্ষত্রান্ । অনুরোধুমপেক্ষিতম্ ॥১৬॥
 নেতি । প্রাজ্ঞা বুদ্ধিমতী স্ত্রী, গতশ্রীকং ভর্তারম্, ন উপযুঞ্জতে ন সেবতে ; কিন্তু যুজ্ঞানং
 শ্রীযুক্তং ভর্তারমেব, অনুযুঞ্জীত সেবেত, শ্রিয়ঃ সংক্ষয়ে তু নৈকত্র বসেৎ ॥১৭॥
 শ্রিয়েতি । শাস্বতীঃ সমা বহু বৎসরান্ পাণ্ডবা ইতি শেষঃ । উপাসিতুং ভোক্তুম্ ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

তিষ্ঠসি পালয়সি, বিদিতা লক্ষাঃ ॥১১—১৬॥ শ্রিয়ঃ সংক্ষয়ে সতীতি শেষঃ, হীনলক্ষীকে ইত্যর্থঃ
 ॥১৭॥ সমাঃ সংবৎসরান্ ॥১৮—২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে

একবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২২১॥

ঐণেয়, পৃষত, ত্রাঙ্ক, হরিণ, শরভ, শশ, ভল্লুক, কুরু, শম্বর, গবয়, যুগ, বরাহ,
 মহিষ এবং অন্ত্র যতপ্রকার যুগ আছে, সে সকল দান করিবেন” ॥১৩—১৪॥

জয়দ্রথ বলিলেন—“আমার ও আমার রাজ্যপ্রভৃতির মঙ্গল । তুমি আমাকে
 সর্বপ্রকার প্রাতঃকালের খাদ্য দিতে ইচ্ছা করিয়াছ, (তাহা এখন থাক) ; তুমি
 আইস, আমার রথে উঠ, আর কেবল সুখভোগই করিতে থাক ॥১৫॥

দ্রৌপদি ! তুমি—হতরাজ্য, সমৃদ্ধিশূন্য, ক্ষুদ্র, হৃদয়বিহীন ও বনবাসী
 পাণ্ডবগণের কোন অপেক্ষা রাখিবার যোগ্য নহ ॥১৬॥

দেখ—বুদ্ধিমতী স্ত্রী, সমৃদ্ধিবিহীন ভর্তার সেবা করেন না, সমৃদ্ধিযুক্ত ভর্তারই
 সেবা করিয়া থাকেন এবং ভর্তার সম্পত্তি নষ্ট হইলে আর তাঁহার সহিত একত্র বাস
 করেন না ॥১৭॥

পাণ্ডবেরা বহু বৎসর যাবৎ রাজ্যলুপ্ত এবং সম্পত্তিশূন্য হইয়া রহিয়াছে ; অতএব
 তাহাদের প্রতি ভক্তিবশতঃ তুমি আর কষ্ট ভোগ করিও না ॥১৮॥

ভাৰ্য্যা মে ভব হুশ্ৰোণি ! ত্যজৈনান্ সুখমাগ্নুহি ।

অখিলান্ সিদ্ধুসৌবীরানাগ্নুহি ত্বং ময়া সহ ॥১৯॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইতু্যক্তা সিদ্ধুরাজেন বাক্যং হৃদয়কম্পনম্ ।

কৃষ্ণা তস্মাদপাক্রামদেশাৎ সা ভুকুটীমুখী ॥২০॥

অবমত্যাস্ত তদ্বাক্যমাগ্নিপ্য চ স্মমধ্যমা ।

মৈবমিত্যব্রবীৎ কৃষ্ণা লজ্জসে নেতি সৈন্ধবম্ ॥২১॥

সা কাঙ্ক্ষমাণা ভৰ্তৃণামুপযাতমনিন্দিতা ।

বিলোভয়ামাস পরং বাক্যৈর্বাক্যানি যুঞ্জতী ॥২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বণি দ্রৌপদী-
হরণে জয়দ্রথদ্রৌপদীবাক্যে একবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

ভাৰ্য্যেতি । হে হুশ্ৰোণি ! হুনিতস্বৈ । এনান্ পাণ্ডবান্ । সিদ্ধুসৌবীরান্ দেশান্ ॥১৯॥

ইতীতি । অপাক্রামৎ অপাসরৎ । ভুকুটী মুখে যত্নাঃ সা ॥২০॥

অবেতি । আগ্নিপ্য বিনিদ্য । মৈবং ক্রহীতি শেষঃ । সৈন্ধবং সিদ্ধুরাজম্ ॥২১॥

সেতি । উপযাতমুপস্থিতম্ । আত্মনো বাক্যৈর্জয়দ্রথস্ত বাক্যানি, যুঞ্জতী যুঞ্জানা তেন
সাক্ষিমাণপতীত্যর্থঃ, পরমত্যস্তং জয়দ্রথং বিলোভয়ামাস, বিলম্বার্থমিতি ভাবঃ ॥২২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে

একবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

সুনিতস্বৈ । তুমি আমার ভাৰ্য্যা হও, পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ কর এবং অনবরত
সুখভোগ করিতে থাক, আর আমার সহিত মিলিত থাকিয়া সমগ্র সিদ্ধুদেশ ও
সমগ্র সৌবীরদেশ লাভ কর” ॥১৯॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জয়দ্রথ এইরূপ হৃৎকম্পজনক বাক্য বলিলে, দ্রৌপদী
ভ্রুকুটী করিয়া সেস্থান হইতে সরিয়া গেলেন ॥২০॥

পরে স্মমধ্যমা দ্রৌপদী মনে মনে জয়দ্রথবাক্যের অবজ্ঞা ও নিন্দা করিয়া
তঁাহাকে বলিলেন—“এরূপ কথা আর বলিবেন না, আপনার কি লজ্জা হয়
না” ॥২১॥

তাহার পর তিনি ভৰ্ত্তাদের আগমন কামনা করিয়া জয়দ্রথের সহিত আলাপ
করিতে থাকিয়া তঁাহাকে অত্যন্ত লুব্ধ করিতে লাগিলেন ॥২২॥

* ‘...সপ্তপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...ষট্‌ষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...সপ্ত-
ষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...অষ্টষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমঃ...’—নি।

দ্বাবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ ।

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

সরোষরাগোপহতেন বহুনা সরাগনেত্রেণ নতোল্লতক্রবা ।

মুখেন বিস্ফূৰ্য্য স্ববীররাষ্ট্রপং ততোহব্রবীত্তং দ্রুপদাভুজা পুনঃ ॥১॥

যশস্বিনস্তীক্ষ্ণবিধান্ মহারথান্ অতিক্রবন্ মুচ ! ন লজ্জসে কথম্ ।

মহেন্দ্রকল্পান্ নিরতান্ স্বকৰ্ম্মস্থ স্থিতান্ সমূহেষপি যক্ষরক্ষসাম্ ॥২॥

ন কিঞ্চিদৌভ্যং প্রবদন্তি পাপং বনেচরং বা গৃহমেধিনং বা ।

তপস্বিনং সম্পরিপূৰ্ণবিহতং ভয়ন্তি হৈবং শুনরাঃ স্ববীর ! ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

সেতি । ততো দ্রুপদাভুজা, রোষেণ যো রাগো রক্তিম্বা তেন সহেতি সরোষরাগঞ্চ তং উপহতং তেনৈব বিকৃতঞ্চৈতি তেন, বহুনা হৃদয়েণ, রাগেণ রক্তিম্বা সহেতি সরাগে নেত্রে যত্র তেন, তথা রোষাদেব নতে উন্নতে চ ক্রবৌ যত্র তেন তাদৃশেন মুখেন, স্ববীররাষ্ট্রং পাতি রক্ষতীতি তম্, তং জয়ব্রথম্, বিস্ফূৰ্য্য আক্রম্য, পুনরব্রবীৎ ॥১॥

যশস্বিন ইতি । হে মুচ ! স্বম্, যুদ্ধজয়াদিনা যশস্বিনঃ, তীক্ষ্ণং বিধং তদ্বৎ ক্রোধো যেবাং তান্, মহারথান্, মহেন্দ্রকল্পান্, স্বকৰ্ম্মস্থ যজ্ঞাদিষু নিরতান্, তথা যক্ষরক্ষসাম্ সমূহেষপি স্থিতান্ যক্ষাদিবচনান্ পাণ্ডবান্, অতিক্রবন্ অতিক্রম্য কথয়ন্ নিন্দনিত্যর্থঃ, কথং ন লজ্জসে ॥২॥

ভারতভাবদীপঃ

সরোষেতি । রোষেণ রাগো রক্তিম্বা তেন সহিতঃ সরোষরাগং তদ্রূপহতঞ্চ স্নানঞ্চ তেন, বহুনা হৃদয়েণ, নতে স্বভাবত উন্নতে ক্রোধেন ক্রবৌ যত্রাস্থতা বিস্ফূৰ্য্য ফুৎকারং কৃৎবা ॥১॥ অতি অতিক্রম্য, ক্রবন্ স্থিতানচলান্ যক্ষাদিভিরপ্যাজ্জোনিত্যর্থঃ ॥২॥ ঈভ্যঃ স্তত্যম্, বনেচরং বানপ্রস্থম্, পাপং পাপবচনং প্রবদন্তি সন্ত ইতি শেষঃ । শুনরাঃ গুনকতুল্যা

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর দ্রৌপদীর সুন্দর মুখখানি ক্রোধে রক্তবর্ণ ও বিকৃত হইল, নয়নযুগল রক্তবর্ণ ধারণ করিল এবং ক্রয়ুগল অবনত ও উন্নত হইতে লাগিল; এহেন মুখদ্বারা তিনি জয়ব্রথকে আক্রমণ করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন—॥১॥

“মূৰ্খ ! যাঁহারা যশস্বী, তীক্ষ্ণবিশেষেণ ত্রায় ক্রোধশালী, মহারথ, ইন্দ্রতুল্য, স্বকৰ্ম্মনিরত এবং যক্ষ-রাক্ষসগণের যুদ্ধেও অচল, সেই পাণ্ডবগণকে তুমি নিন্দা করিতে থাকিয়া কেন লজ্জিত হইতেছ না ॥২॥

(৩)....ভয়ন্তি চৈবং শুনরাঃ স্ববীর !—নি ।

অহস্ত মন্ত্রে তব নাস্তি কশ্চিদেতাদৃশে ক্ষত্রিয়সন্নিবেশে ।
 যন্তুগ্ধ্য পাতালমুখে পতন্তুং পাণৌ গৃহীত্বা প্রতिसংহরেত ॥৪॥
 নাগং প্রতিব্ধং গিরিকূটকল্পমুপত্যকাং হৈমবতীং চরন্তম্ ।
 দণ্ডীব যুথাদপসেধসি ত্বং যো জেতুমাশংসসি ধর্ম্মরাজম্ ॥৫॥
 বাল্যাং প্রস্তুপ্তস্য মহাবলস্য সিংহস্য পক্ষ্মাণি মুখাল্লুনাশি ।
 পদা সমাহত্য পলায়মানঃ ক্রুদ্ধং যদা দ্রক্ষ্যসি ভীমসেনম্ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । হে স্ববীর ! স্ববীরদেশাধিপতে । ঈডাং গুণাতিরেকাদিনা স্তুতাম্, বনেচরং
 তপোবনবাসিনং বা, গৃহমেধিনং গৃহস্থং বা জনম্, পাপং নিন্দাম্, ন প্রবদন্তি সাধব ইতি শেষঃ ।
 কিন্তু খানঃ কুর্কুরা ইব নরাঃ খনরা ভবাদৃশা জনাঃ, সম্পরিপূর্ণবিভ্রং তপশ্বিনম্, এবমেব, ভবন্তি
 ভৎসয়ন্তে । হেতি পাদপূরণে ॥৩॥

অহমিতি । অহস্ত মন্ত্রে যৎ, এতাদৃশে ক্ষত্রিয়াণাং সন্নিবেশে সমাজে, তব কশ্চিদপি বন্ধুর্নাস্তি ।
 যন্তুগ্ধ্য পাতালমুখে মহাগর্ভে পতন্তুং স্বাম্, পাণৌ গৃহীত্বা, প্রতिसংহরেত নিবারয়েৎ ॥৪॥

নাগমিতি । হে মূঢ় । ত্বম্, হৈমবতীমুপত্যকাং হিমালয়সন্নিহিতভূমিং চরন্তম্, গিরিকূটকল্পং
 পর্বতশৃঙ্গতুল্যং বিশালম্, প্রতিব্ধং মদস্রাবিণম্, নাগং হস্তিনম্, যুথ্যাং স্বজাতীয়সমূহাং, দণ্ডী
 দণ্ডমাজ্জধারী পুরুষ ইব, অপসেধসি অপকর্ষসি ; যন্তম্, ধর্ম্মরাজং বৃষ্টিধিরং জেতুমাশংসসি ।
 তন্তু জয়ং বিনা মম হরণমসম্ভবমেবেতি ভাবঃ ॥৫॥

বাল্যাদিতি । ত্বং বাল্যাং মূর্খত্বাদেব, পদা সমাহত্য পদাঘাতেন জাগরয়িত্বৈত্যর্থঃ, প্রস্তুপ্তস্য
 নিক্রিষ্টপূর্ব্বস্য মহাবলস্য সিংহস্য মুখাং, পক্ষ্মাণি লোমানি, লুনাশি লবিতুং ছেত্তুমিচ্ছসি ; যদা যতঃ,
 পলায়মান এব ক্রুদ্ধং ভীমসেনং দ্রক্ষ্যসি । ক্রুদ্ধভীমসেনোক্তিকান্মম হরণেচ্ছা জাগরিতসিংহমুখলোম-
 হরণেচ্ছেবেতি ভাবঃ ॥৬॥

সৌবীররাজ ! প্রশংসার যোগ্য লোক বনবাসীই হউন বা গৃহস্থই হউন,
 তাঁহাকে সাধুলোকেরা কোন নিন্দা করেন না ; কিন্তু কুর্কুরতুল্য মানুষ্যেরাই
 পূর্ণবিজ্ঞাশালী তপস্বীকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া থাকে ॥৩॥

তুমি আজ মহাগর্ভে পতিত হইতেছ, এই অবস্থায় যিনি হাত ধরিয়া তোমাকে
 বারণ করিবেন, এমন তোমার কোন বন্ধু এই ক্ষত্রিয়সমাজে নাই ; ইহাই
 আমি মনে করি ॥৪॥

পর্বতশৃঙ্গের তুল্য বিশাল ও মদস্রাবী কোন হস্তী হিমালয়সন্নিহিত স্থানে
 বিচরণ করে, তখন কেবল দণ্ডদ্বারা সেই হস্তীকে তাহার যুগ হইতে যে আকর্ষণ
 করিয়া আনিতে চায়, তাহার যে দশা ঘটে, তোমারও সেই দশাই ঘটিবে । কারণ,
 তুমি ধর্ম্মরাজকে জয় করিবার আশা করিতেছ ॥৫॥

মহাবলং ঘোরতরং প্রবুদ্ধং জাতং हरिं पर्वतकन्दरेषु ।

प्रसृगुগ্রং প্রপদেন হংসি যঃ ক্রুদ্ধমাযোৎস্রসি জিহ্বুগ্রম্ ॥৭॥

কুষ্মেরগৌ তীক্ষ্ণবিৰ্যৌ দ্বিজিহ্বৌ মন্তঃ পদাক্রামসি পুচ্ছদেশে ।

যঃ পাণ্ডবাত্যাং পুরুষোত্তমাত্যাং জঘন্তজাত্যাং প্রযুযুৎসসে ত্বম্ ॥৮॥

যথা চ বেণুঃ কদলী নলো বা ফলত্যাভাবায় ন ভূতয়েত্বনঃ ।

তথৈব মাং তৈঃ পরিরক্ষ্যমাণামাদাস্তসে কর্কটকীব গৰ্ভম্ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

মহেতি । যশ্চ, ক্রুদ্ধম্, অতএবোগ্রম্, জিহ্বুমর্জুনম্, আযোৎসসি যোদ্ধুমিচ্ছনীত্যর্থঃ, স ত্বম্, প্রপদেন পদাগ্রেন, পর্বতকন্দরেষু জাতম্, কালক্রমেণ প্রবুদ্ধম্, অতএব মহাবলং ঘোরতরম্ আকৃত্য ভীষণতরম্, উগ্রং স্বভাবেনাপি ভীষণঞ্চ প্রসৃগুং নিদ্রিতম্, हरिं সিংহম্, হংসি তাড়য়সি অর্জুনেন সহ যুদ্ধং সিংহতাড়নমিব যমুত্বাজনকমিত্যাশয়ঃ ॥৭॥

কুষ্মেতি । যশ্চ, জঘন্তজাত্যাং কনিষ্ঠাত্যাম্, পুরুষোত্তমাত্যাং পাণ্ডবাত্যাং নকুলসহদেবাত্যাং সহ, প্রযুযুৎসসে প্রযোদ্ধুমিচ্ছসি; স মন্তস্তম্, পদা চরণেন তীক্ষ্ণবিৰ্যৌ দ্বিজিহ্বৌ চ, কুষ্মেরগৌ কৃষ্ণসর্পৌ, পুচ্ছদেশে আক্রামসি । পূর্ববদ্ভাবঃ ॥৮॥

যথেতি । অপি চেতি চার্থঃ । যথা বেণুর্বেণুঃ, কদলী রসাতকঃ, নলঃ স্বনামপ্রসিদ্ধলৃণবিশেষো বা, আত্মনঃ অভাবায় বরণায়ৈব, ফলতি ফলং ধতে, ন পুনর্ভূতয়ে সমুদয়ে, ইব যথা বা কর্কটকী আত্মনঃ অভাবায়ৈব গর্ভমাধতে, তথৈব ত্বম্, তৈঃ পাণ্ডবৈঃ পরিরক্ষ্যমাণাং মাম্ আত্মনঃ অভাবায়ৈব আদাস্তসে গ্রহীত্বসি । ভূতয়েত্বন ইত্যাম্রশব্দস্ত আকার লোপ আর্থঃ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

নরাবাদৃশান্ত এবমুক্তনীত্যা ভবন্তি ব্রুবন্তি ॥১॥ ক্ষত্রিয়সম্মিবেশে নৃপসমাজে, পাতালমুখে মহাগর্ভে, প্রতিসংহরেৎ প্রতিবেদেত ॥৪॥ উপত্যকামঙ্গ্রিসমীপভূমিম্, দণ্ডী দণ্ডমাত্রানুধো বৃথাং সমূহাদপসেধসি অপকর্ষসি ॥৫॥ বাল্যাং মোচ্যাং, পশ্মানি মুখোপরিস্থকেশান্, পদা সমাহত্যা লুনাসি ছিনৎসি ॥৬-৮॥ বেণুদ্বয়ঃ ফলিতা এব নশন্তি, কর্কটী চ পরিণতগর্ভা

জয়দ্রথ । তুমি মূৰ্খ বলিয়াই পদাবাত করিয়া নিদ্রিত মহাবল সিংহের মুখ হইতে লোমচ্ছেদন করিবার ইচ্ছা করিতেছ । যেহেতু তুমি পলায়ন করিতে থাকিয়াই ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে দর্শন করিবে ॥৬॥

যে তুমি ক্রুদ্ধ ও ভীষণমূর্তি অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিতেছ, সে তুমি নিশ্চয়ই—পর্বতগুহাজাত, কালক্রমে বুদ্ধিপ্রাপ্ত, মহাবল এবং ভীষণাকৃতি ও ভীষণপ্রকৃতি নিদ্রিত সিংহকে চরণপ্রদ্বারা আঘাত করিতেছ ॥৭॥

এবং যে তুমি—কনিষ্ঠ ও পুরুষশ্রেষ্ঠ, পাণ্ডবদ্বয়ের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিতেছ, সে তুমি মন্ত হইয়া চরণদ্বারা তীক্ষ্ণবিব ও জিহ্বাদ্বয়শালী কৃষ্ণসর্পদ্বয়কে তাহাদের পুচ্ছদেশে আক্রমণ করিতেছ ॥৮॥

জয়দ্রথ উবাচ ।

জানামি কৃষ্ণে ! বিদিতং মমৈতদ্ যথাবিধান্তে নরদেবপুত্রাঃ ।

ন ত্বেবমেতেন বিভীষণেন শক্যা বয়ং ত্রাসয়িতুং স্বয়াত ॥১০॥

বয়ং পুনঃ সপ্তদশেষু কৃষ্ণে ! কুলেষু সর্বৈহনবমেষু জাতাঃ ।

ষড়্ভ্যো গুণেভ্যোহভ্যধিকা বিহীনান্ মন্যামহে দ্রৌপদি ! পাণ্ডুপুত্রান্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

জানামীতি । হে কৃষ্ণে ! জানামি ত্বদাকার্যং বুধ্যো, তথা তে নরদেবপুত্রা রাজপুত্রাঃ পাণ্ডবাঃ, যথাবিধাঃ, এতদপি মম বিদিতমান্তে । কিন্তু অত্ৰ স্বয়া, এবমীদৃশেন এতেন বিভীষণেন ভয়-প্রদর্শনেন, বয়ং ত্রাসয়িতুং ন শক্যাঃ তদধিকবীরত্বাৎ ॥১০॥

বয়মিতি । হে কৃষ্ণে ! বয়ং সর্বৈহপি, অনবমেষু অনীচেষু, সপ্ত দশা বাল্য-কৌমার-গৌণগু-কৌশোর-যৌবন-প্রৌঢ়-বার্দ্ধক্যাত্মা জাতজনানামবস্থা যেষু তাদৃশেষু অকালমৃত্যুরহিতেষ্বিতার্থঃ, কুলেষু, জাতাঃ, পুনস্তথা ষড়্ভ্যো গুণেভ্যঃ “সন্ধিনী বিগ্রহো যানমাসনং বৈধমাস্রয়ঃ” ইত্যমরোক্তৈঃ ষড়্ভির্গুণৈরভ্যধিকাস্ত, রাজ্যসম্বাদিতি ভাবঃ । অতএব হে দ্রৌপদি ! পাণ্ডুপুত্রান্ অস্মন্তো বিহীনান্ নুনান্ মন্যামহে, তেষাং রাজ্যসম্বাৎ ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

নশ্রুতীতি লোকপ্রসিদ্ধম্ ॥২॥ বিভীষণেন ভয়প্রদর্শনেন ॥১০॥ বয়মিতি । সপ্তদশ অষ্টৌ কৰ্ম্মাণি নব শত্যা দয়শ্চ নিত্যং সন্তি যেষু তানি সপ্তদশানি । নিত্যযোগে মত্বার্থ্যোহর্শ আতচ্ । তত্র—“কুবিবিনিকপথো দুর্গং সেতুঃ কুঞ্জববন্ধনম্ । খল্লাকরকরাদানং শূন্তানাঞ্চ নিবেশনম্ । অষ্টৌ সম্মানকৰ্ম্মাণি নিযুক্তানি মনীষিভিঃ ॥” ইতি । কৰ্ম্মাষ্টকং কোষবুদ্ধিকরং তথা প্রভুশক্তি-মন্ত্রশক্তিকং সাহসিক্তিঃ, প্রভুসিদ্ধির্মন্ত্রসিদ্ধিকং সাহসিক্তিঃ, প্রভুদয়ো যজ্ঞোদয় উৎসাহোদয়ঃ প্রভু-স্বাদীনাম্ স্বরূপতঃ সামর্থ্যতঃ ফলতশ্চ যেষু নিত্যযোগ ইত্যর্থঃ । অনবমেষু অনীচেষু, ষড়্ভ্যো গুণেভ্যঃ ল্যবলোপে পঞ্চমী । ষড়্গুণান্ প্রাপ্য পাণ্ডবেভ্যোহভ্যধিকাঃ তে চ শৌর্য্যতেজো-ধৃতিদাক্ষিণ্যদানৈশ্বৰ্য্যাণি ভবতাপ্যুক্তাঃ ; “শৌর্য্যং তেজ” ইতি যত্র যুদ্ধে চাপ্যপনায়নং বৈধ্যো এবাস্তভূতমিতি ষড়্বেব ক্ষত্রিয়কৰ্ম্মাণি তত্র গণত্বেনোচ্যন্তে ; সন্ধিবিগ্রহয়ানাসনবৈধীভাবা-শ্রয়াখ্যাস্ত গুণা নীতিশাস্ত্রোক্তা নেহ গৃহ্যন্তে তেষাং সর্বৈবামুংকৰ্ম্মানাধায়কত্বাৎ হীলবল এব

আর, জয়দ্রথ । বংশ (বঁশ), কদলীবৃক্ষ ও নল যেমন নিজের মৃত্যুর জন্তই ফল ধারণ করে ; কিন্তু সম্পদের জন্ত নহে ; এবং কর্কটকী যেমন নিজের মৃত্যুর জন্তই গর্ভ ধারণ করে, তুমিও তেমনই পাণ্ডবরক্ষিত আমাকে গ্রহণ করিবে” ॥৯॥

জয়দ্রথ বলিলেন—“দ্রৌপদি ! তোমার কথাই অর্থ বুঝিয়াছি এবং সেই পাণ্ডবেরা যেমন, তাহাও আমার জানা আছে ; কিন্তু তুমি আজ এইরূপ ভয় দেখাইয়া আমাদেরকে ভীত করিতে পারিবে না ॥১০॥

দ্রৌপদি । আমরা সকলেও অকালমৃত্যুশূন্য উচ্চবংশে জন্মিয়াছি এবং ছয়টি গুণেই অধিক আছি ; অতএব আমরা পাণ্ডবগণকে নিকৃষ্ট বলিয়াই মনে করি ॥১১॥

স। ক্ষিপ্ৰমাতিষ্ঠ গজং রথং বা ন বাক্যমাত্রেণ বয়ং হি শক্যাঃ ।

আশংস বা ত্বং কৃপণং বদন্তী সৌবীররাজস্ত্য পুনঃ প্রসাদম্ ॥১২॥

দ্রৌপদ্যবাচ ।

মহাবলা কিং গৃহ দুর্বলেব সৌবীররাজস্ত্য মতাহমস্মি ।

নাহং প্রমাথাদিহ সম্প্রতীতা সৌবীররাজং কৃপণং বদেয়ম্ ॥১৩॥

যস্তা হি কৃষ্ণে পদবীং চরেতাং সমাস্থিতাবেকরথে সমেতো ।

ইন্দ্রোহপি তাং নাপহরেৎ কথঞ্চিন্মনুষ্যমাত্রেং কৃপণঃ কুতোহন্যঃ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

সেতি । স। অং ক্ষিপ্ৰমেব গজং রথং বা, আতিষ্ঠ আরোহ । কিন্তু ত্বয়া বাক্যমাত্রেণ বয়ং নিবারণিতুং ন শক্যাঃ । বা অথবা, ত্বং কৃপণং সাহুনয়ং বদন্তী সতী সৌবীররাজস্ত্য মম, প্রসাদ-মন্ত্ৰগ্রহম্, পুনরাশংস যাচষ । তদা ত্বাং মুঞ্চামীত্যশয়ঃ ॥১২॥

মহেতি । অহং মহাবলা সত্যপি, ইহ কিং হু, সৌবীররাজস্ত্য তব, দুর্বলেব মতাস্মি । তচ্চেত্তদা তদযুক্তমিত্যভিপ্রায়ঃ । অতএব সম্প্রতীতা আত্মনো মহাবলম্বে বিশ্বস্তাহম্, ইহ প্রমাথা-দাক্ষিণ্যং তত্ত্বাদিত্যর্থঃ, সৌবীররাজং ত্বাম্, কৃপণং সাহুনয়ম্, ন বদেয়ম্ ॥১৩॥

যস্তা ইতি । সমেতো মিলিতৌ কৃষ্ণে কৃষ্ণার্জুনৌ, একরথে সমাস্থিতৌ আরুঢৌ সন্তৌ, যস্তাঃ পদবীং পদ্বানং চরেতাং যামনুসরেতামিত্যর্থঃ, তাম্, ইন্দ্রোহপি, কথঞ্চিং কেনাপি প্রকারেণ, নাপহরেৎ নাপহৰ্ত্তুং শকুয়াং । অতএব কৃপণঃ ক্ষুদ্রঃ, অগ্নৌ মনুষ্যমাত্রেং, কুতস্তামপহরেৎ কুতোহপি নেত্যর্থঃ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

সন্ধিৰ্বেধাদীনি ইচ্ছতি ন প্রবল ইতি ॥১১॥ শক্যাঃ নিবারণিতুমিতি শেষঃ । পুনরিত্তি পাণ্ডবপরাজয়ানন্তরং বা ইদানীমেব বা অং মৎপ্রসাদমাশংস প্রার্থয় ॥১২॥ প্রমাথামিগ্রহাৎ, প্রতীতা সাদরা প্রথাতা বা, সত্যায় বস্ত্ররাশিপ্রদানেন ভগবদনুগ্রহীতত্বাৎ । “প্রতীতাঃ সাদরে জ্ঞাতে কৃষ্টে” ইতি মেদিনী ॥১৩॥ কৃষ্ণে বাহুদেবার্জুনৌ, পদবীং চরেতামেষেবং

সে যাহা হউক, দ্রৌপদি ! তুমি সত্বর হস্তিপৃষ্ঠে বা রথে আরোহণ কর, কেবল বাক্যদ্বারা আমাদিগকে নিবারণ করিতে পারিবে না ; অথবা তুমি অনুনয়োক্তিদ্বারা আমার নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা কর” ॥১২॥

দ্রৌপদী বলিলেন—“আমি মহাবলা হইয়াও আজ সৌবীররাজের নিকট দুর্বলা বলিয়া অবধারিত হইলাম না কি ? । আমি আপন বলে বিশ্বাস করি ; সুতরাং আক্রমণের ভয়ে সৌবীররাজের নিকট কাতরোক্তি করিব না ॥১৩॥

কারণ, কৃষ্ণ ও অৰ্জুন মিলিত হইয়া একরথে আরোহণ করিয়া যাহার পশ্চাতে ধাবিত হইবেন, তাঁহাকে ইন্দ্রও কোন প্রকারে অপহরণ করিতে

(১৩) মহাবলা বিবৃতি—বা ব কা । (১৪)....কৃপণঃ কথঞ্চ—পি ।

বন-২৭৬ (১১)

যদাঃকিরীটী পরবীরঘাতী নিম্নন্ রথস্থে দ্বিষতাং মনাংসি ।
 মদন্তরে হৃদ্ধাজিনৌঃ প্রবেষ্টা কক্ষং দহন্নগ্নিরিবোৎসগেষু ॥১৫॥
 জনাৰ্দ্ধনঃ সান্ধকবৃষ্ণিবোরো মহেষ্ণাসাঃ কৈকেয়াশ্চাপি সৰ্বে ।
 এতে হি সৰ্বে মম রাজপুত্রাঃ প্রহৃষ্টরূপাঃ পদবীং চরেয়ুঃ ॥১৬॥
 মৌৰ্বীকীংস্ফাঃ স্তনয়িত্বুঘোষা গাণ্ডীবমুক্তাস্ততিবেগবন্তঃ ।
 হস্তং সমাহত্য ধনঞ্জয়স্ত ভীমাঃ শব্দং ঘোরতরং নদন্তি ॥১৭॥
 গাণ্ডীবমুক্তাংশ্চ মহাশরৌঘান্ পতঙ্গসংঘানিব শীঘ্রবেগান্ ।
 যদা দ্রষ্টাস্তর্জুনেন প্রযুক্তান্ তদা স্ববুদ্ধিং প্রতিনিন্দিতাসি ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

যদেতি । যদা যতঃ, রথস্থঃ পরবীরঘাতী কিরীটী অর্জুনঃ, দ্বিষতাং মনাংসি, নিম্নন্ ভয়াং-
 পাদনেন নিহতানীব কুর্ক্বেন, উৎসগেষু নিদ্রাশ্রাপিষু বনেষু, কক্ষং শুদ্ধতৃণরাশিষু, দহন্নগ্নিবিব,
 মদন্তরে মদর্থে, তব ধ্বজিনৌঃ সেনাম্, প্রবেষ্টা প্রবেশ্যতি ॥১৫॥

জনেতি । সান্ধকবৃষ্ণিবোরৈঃ সহতি সান্ধকবৃষ্ণিবীরঃ, জনাৰ্দ্ধনঃ কৃষ্ণঃ, মহেষ্ণাসা মহাধনুর্ধরাঃ
 সৰ্বে কৈকেয়াশ্চ, এতে সৰ্বে হি রাজপুত্রাঃ, প্রহৃষ্টরূপাঃ সন্তঃ, মম পদবীং চরেয়ুঃ সামুদ্রান্তুমুসরেয়ু-
 রিত্যর্থঃ ॥১৬॥

মৌৰ্বীকীংস্ফাঃ । মৌৰ্বীকীংস্ফাঃ, গাণ্ডীবমুক্তাঃ, অতিবেগবন্তঃ, স্তনয়িত্বোর্মেষশ্চেব
 ঘোষণা ধ্বনির্ধেয়াং তে, ভীমা ভয়ঙ্করাঃ শরা ইতি শেবঃ, ধনঞ্জয়স্ত অর্জুনস্ত হস্তম্, সমাহত্য
 তাড়য়িত্বা, ঘোরতরং শব্দং নদন্তি কুর্ক্বেতি ॥১৭॥

ভারতভাবদীপঃ

ক্লান্ত এবেত্যর্থঃ ॥১৪॥ মদন্তরে মম্মিস্তম্, প্রবেষ্টা প্রবেশেণ বেষ্টমিস্ততি, উৎসগেষু নিদ্রাশ্রেষু
 ১৫—১৬। গাণ্ডীবমুক্তা ইতি হৃচনাচ্ছরা ইতি বিশেষ্যানির্দেশো ন দোষায় ১৭—১৮॥

পারেন না; স্মৃতরাং ক্ষুজ্র একটা মানুষ তাঁহাকে অপহরণ করিবে কি
 করিয়া ? ॥১৪॥

কাতরোক্তি না করিবার অপরাধ এই যে, শক্রবীরহস্তা অর্জুন রথে আরোহণ
 করিয়া শক্রগণের মন ভয়ে আকুল করিতে থাকিয়া, গ্রীষ্মকালে শুষ্ক তৃণরাশির
 দাহকারী অগ্নির ন্যায় আমার জন্ত তোমার সৈন্তের মধ্যে প্রবেশ করিবেন ॥১৫॥

অন্ধকবংশীয় বীরগণ ও বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণের সহিত কৃষ্ণ এবং সমস্ত কৈকেয়গণ
 —এই সকল রাজপুত্রেরা হৃষ্টচিত্তে আমার অনুসরণ করিবেন ॥১৬॥

গাণ্ডীবধনু ও তাহার গুণদ্বারা নিক্ষিপ্ত, অত্যন্ত বেগবান্ ও মেঘের তুল্য ধ্বনিযুক্ত
 ভয়ঙ্কর বাণ সকল অর্জুনের হস্তে আঘাত করিয়া অতিভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া
 থাকে ॥১৭॥

সশঙ্খঘোষঃ সতলত্রঘোষো গাণ্ডীবধ্বা মুহুরদ্ধহংশচ ।
 যদা শরানপরিয়াতা তবোরসি তদা মনস্তে কিমিবাভবিশ্যৎ ॥১৯॥
 গদাহস্তং ভীমমভিদ্ভ্যস্তং মাজৌপুত্রৌ সংপতন্তৌ দিশশ্চ ।
 অমৰ্ষজং ক্রোধবিষং বমন্তৌ দৃষ্ট্বা চিরং তাপমুপৈশ্যসি ত্বম্ ॥২০॥
 যথা চাহং নাভিচরে কথঞ্চিৎ পতীন্ মহাহীন্ মনসাপি জাতু ।
 তেনাত্ত সত্যেন বশীকৃতং ত্বাং দ্রষ্ট্যাম্মি পার্থৈঃ পরিকৃশ্যমাণম্ ॥২১॥
 ন সন্ত্রমং গন্তুমহং হি শক্ষ্যে ত্বয়া নৃশংসেন বিকৃশ্যমাণা ।
 সমাগতাহং হি কুরুপ্রবীরৈঃ পুনর্বনং কাম্যকমাগতাম্মি ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

গাণ্ডীবেতি । দ্রষ্টাসি দ্রক্ষ্যসি । প্রতিনিদিতাসি, তথৈব মনুরূপে প্রবর্তিতত্বাৎ ॥১৯॥

সেতি । শঙ্খঘোষণে সহেতি সশঙ্খঘোষঃ, তলত্রঘোষণে হস্তাবাপধ্বনিয়া সহেতি সতলত্র-
 ঘোষশ্চ, গাণ্ডীবধ্বা অর্জুনঃ, মুহুঃ, উদ্বহন্ তুগীরাহন্তোলয়ন্, যদা তব উরসি বক্ষসি, শরান্,
 অপরিয়াতা নিবেশয়িত্বাতি, তদা তব মনঃ, কিমিব কৌশলম্, অভবিষ্যৎ ভবিষ্যতি । ভবিষ্যৎ-
 কালে ক্রিয়াতিপত্তিপ্রয়োগ আৰ্হঃ ॥১৯॥

গদেতি । গদাহস্তম্, অভিদ্ভবন্তং ত্বাং প্রতি ধাবন্তম্, ভীমম্, সৰ্ব্বা দিশঃ সংপতন্তৌ বিচরন্তৌ,
 অমৰ্ষজম্ অক্ষমাজাত-ক্রোধবিষম্, বমন্তৌ উদগিরন্তৌ, মাজৌপুত্রৌ নকুলদহদেবৌ চ দৃষ্ট্বা, ত্বং
 চিরং তাপমুপৈশ্যসি প্রাপ্স্যসি ॥২০॥

যথেনিতি । অহং জাতু কদাচিদপি, মনসাপি মহাহীন্ অতীবপূজনীয়ান্ পতীন্, কথঞ্চিদপি
 যথা যৎ, ন নাভিচরে তেষামনিষ্টং ন চিন্তয়ামিতার্থঃ, তেন সত্যেন যথার্থজ্ঞীধর্ষণে, অজাহম্, পার্থৈঃ
 পাণ্ডবৈঃ, বশীকৃতং পরিকৃশ্যমাণক ত্বাম্, দ্রষ্ট্যাম্মি দ্রক্ষ্যামি ॥২১॥

নেতি । নৃশংসেন ত্বয়া, বিকৃশ্যমাণা আকৃশ্যমাণাপ্যহম্, সন্ত্রমমাকুলতাম্, গন্তং প্রাপ্তুম্,

অর্জুনকর্তৃক নিষ্কিণ্ড, গাণ্ডীবধ্বা হইতে নির্গত এবং পতঙ্গ-(কড়িঃ) সমূহের
 শ্রায় শীত্ৰগামী মহাবাণসমূহ যখন তুমি দেখিতে থাকিবে, তখন নিজবুদ্ধিরও নিন্দা
 করিতে থাকিবে ॥১৯॥

শঙ্খধ্বনি ও তলত্রধ্বনিকারী অর্জুন যখন তুণ হইতে মুহুমুহুঃ বাণ উত্তোলন
 করিয়া তোমার বক্ষে নিক্ষেপ করিবেন, তখন তোমার মনটা কিরূপ হইবে ॥২০॥

ভীমসেন গদাহস্তে তোমার দিকে ধাবিত হইবেন, আর নকুল ও সহদেব
 অক্ষমাজাত-ক্রোধবিষ উদ্গার করিতে থাকিয়া সকল দিকে বিচরণ করিবেন ;
 তখন তাঁহাদিগকে দেখিয়া তুমি দীর্ঘকাল সন্তাপ অনুভব করিবে ॥২১॥

আমি কখনও কোন প্রকারে মনে মনেও যে পরমপূজনীয় পতিগণের
 অনিষ্টচিন্তা করি নাই, সেই সত্যধর্মের বলে আজ আমি তোমাকে পাণ্ডবগণের
 বশীভূত ও আকৃশ্যমাণ দেখিব ॥২২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

সা তাননুপ্রেক্ষ্য বিশালনেত্রো জিহ্বক্ষমাণানবভৎ সয়ন্তী ।

প্রোবাচ মা মাং স্পৃশতেতি ভীতা ধোম্যঃ প্রচুক্ৰোশ পুরোহিতং সা ॥২৬॥

জগ্রাহ তামুত্তরবদ্রদেশে জয়দ্রথস্তং সমবাক্ষিপৎ সা ।

তয়া সমাক্ষিপ্ততনুঃ স পাপঃ পপাত শাখীব নিকৃতমূলঃ ॥২৪॥

প্রগৃহমাণা তু মহাজবেন মুহূর্দিনিশ্চ তু রাজপুত্রী ।

সা কৃষ্ণমাণা রথমারুরোহ ধোম্যস্ত পাদাবভিবাণ্ড কৃষ্ণা ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

ন শক্ষ্যে, অপি তু ধৈর্যমোবাশ্রয়ামীত্যর্থঃ । হি স্ম্যৎ, অহম্, কুরুপ্রবীরৈঃ পাণ্ডবৈঃ সহ, পুনঃ
সমাগতা সন্নিবিতা সতী, ইদং কাম্যকং বনমেব, আগতাস্মি, উক্তধর্মবলাদেবেতি ভাবঃ ॥২২॥

সেতি । বিশালনেত্রো সা দ্রৌপদী, তান্ জয়দ্রথাদীন, জিহ্বক্ষমাণান্ আত্মানং গ্রহীতুং ধর্তু-
মিচ্ছন, অনুপ্রেক্ষ্য দৃষ্টী, অবভৎ সয়ন্তী তান্ তিরস্কৃতী সতী, মাং মা স্পৃশত, ইতি প্রোবাচ, ভীতা
সতী চ সা, পুরোহিতং ধোম্যম্, প্রচুক্ৰোশ আর্জুনাং ॥২৩॥

জগ্রাহেতি । জয়দ্রথঃ, উত্তরবদ্রদেশে উত্তরীয়বস্ত্রাঞ্চলে, তাং দ্রৌপদীং জগ্রাহ । সা চ তং
সমাক্ষিপৎ হস্তেন তরসা প্রাক্ষিপৎ । তয়া সমাক্ষিপ্ততনুশ্চ স পাপো জয়দ্রথঃ, নিকৃতমূলশ্চিন্নমূলঃ,
শাখী বৃক্ষ ইব ভূমৌ পপাত ॥২৪॥

প্রোতি । অথ জয়দ্রথেনোত্থায় মহাজবেন মহাবেগেন, প্রগৃহমাণা কৃষ্ণমাণা চ সা রাজপুত্রী
কৃষ্ণা, মুহূর্দিনিশ্চ ধোম্যস্ত পাদাবভিবাণ্ড চ, অগত্যা জয়দ্রথস্ত রথমারুরোহ ॥২৫॥

নৃশংস ! জয়দ্রথ ! তুমি আমাকে আকর্ষণ করিলেও, আমি ভয়ে বিহ্বল হইব
না । কারণ, নিশ্চয়ই আমি আবার কৌরবপ্রধান পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়া
এই কাম্যকবনে আগমন করিব” ॥২২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তখন জয়দ্রথপ্রভৃতি বীরগণ আপনাকে ধরিবার উপক্রম
করিতেছে—ইহা দেখিয়া বিশালনয়না দ্রৌপদী তাহাদিগকে ভৎসনা করতঃ
বলিলেন—“আমাকে স্পর্শ করিস্ না” । তাহার পর দ্রৌপদী ভীত হইয়া ধোম্য-
পুরোহিতকে ডাকিলেন ॥২৩॥

এই সময়ে জয়দ্রথ যাইয়া দ্রৌপদীর উত্তরীয়বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিল ; তখন দ্রৌপদী
তাহাকে ধাক্কা দিলেন ; সেই ধাক্কাতেই পাপাত্মা জয়দ্রথ, ছিন্নমূল বৃক্ষের তায়
ভূতলে পতিত হইল ॥২৪॥

এবং তৎক্ষণাৎ মহাবেগে উঠিয়া যাইয়া জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে ধরিয়া টানিতে
লাগিল ; তখন রাজনন্দিনী দ্রৌপদী বার বার নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া এবং ধোম্য-
পুরোহিতের চরণবুগলে প্রণাম করিয়া অগত্যা যাইয়া জয়দ্রথের রথে আরোহণ
করিলেন ॥২৫॥

ধৌম্য উবাচ ।

নেয়ং শক্যা ত্বয়া নেতুমবিজিত্য মহারথান্ ।

ধৰ্ম্মং ক্ষত্ৰস্ত পৌরাণমবেক্ষস্ব জয়ত্বেথ ! ॥২৬॥

ক্ষুদ্ৰেঃ কুত্ৰা ফলং পাপং ত্বং প্রাপ্যসি ন সংশয়ঃ ।

আসাত্ত পাণ্ডবান্ বীরান্ ধৰ্ম্মরাজপুরোগমান্ ॥২৭॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা হ্রিয়মাণাং তাং রাজপুত্রীং যশস্বিনীম্ ।

অগ্নগচ্ছতদা ধৌম্যঃ পদাতিগণমধ্যগঃ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াকিক্যাং বনপৰ্বণি দ্রৌপদী-

হরণে দ্রৌপদীপ্রমাথে দ্বাবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩॥ *

—:—

ভারতকৌমুদী

নেতি । পাণ্ডবান্ বিজিত্যৈব নয়তি ভাবঃ । পৌরাণমিতি স্বার্থে অব্ ॥২৬॥

ক্ষুদ্ৰমিতি । ক্ষুদ্ৰং ক্ষুদ্ৰজনোচিতং রহোহরণরূপং কার্যং কুত্ৰা, পাপমনিষ্টম্ ॥২৭॥

ইতীতি । পদাতিগণমধ্যগঃ জয়ত্বেত্বেব পদাতিসৈন্তগণমধ্যবর্তী সন্ ॥২৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিকান্ধবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্বণি দ্রৌপদীহরণে

দ্বাবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩॥

—:—

ভারতভাবদীপঃ

অভবিষ্যৎ ভবিষ্যতীত্যৰ্থে ব্যত্যয়েন লৃঙ ॥১০॥ অধমেতি ছেদঃ ॥২০—২১॥ সন্ময়ং ভয়ম্,

আগতৈবাশ্মি ন তু স্বপ্নশে স্বাস্ত্যমীত্যর্থঃ ॥২২—২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বাবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২২২॥

ধৌম্য বলিলেন—“জয়ত্বেথ । তুমি ক্ষত্রিয়ের প্রাচীন ধৰ্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তুমি মহারথ পাণ্ডবগণকে জয় না করিয়া ইহাকে হরণ করিতে পার না ॥২৬॥

‘তুমি ক্ষুদ্ৰজনোচিত কার্য্য করিয়া যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি মহাবীর পাণ্ডবগণের নিকটে ইহার মন্দ ফল ভোগ করিবে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই’ ॥২৭॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—এই কথা বলিয়া তখনই ধৌম্যপুরুষোহিত জয়ত্বেথের পদাতিসৈন্তগণের মধ্যবর্তী হইয়া হ্রিয়মাণা সেই যশস্বিনী রাজনন্দিনী দ্রৌপদীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন ॥২৮॥

* ‘...অষ্টপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...সপ্তষষ্ঠ্যাধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...অষ্ট-বষ্ট্যাধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...একোদশাষ্ট্যাধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

ত্রয়োবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততো দিশঃ সম্প্রবিহত্য পার্থা যুগান্ বরাহান্ মহিবাংশ্চ হত্বা ।

ধনুর্ধ্বরাঃ শ্রেষ্ঠতমাঃ পৃথিব্যাং পৃথক্ চরন্তঃ সহিতা বভূবুঃ ॥১॥

ততো যুগব্যানগণানুকীর্ণং মহাবনং তদ্বিহগোপযুক্তম্ ।

ভ্রাতৃংশ্চ তানভ্যবদদ্যুধিষ্ঠিরঃ শ্রুত্বা গিরৌ ব্যাহরতাং যুগাণাম্ ॥২॥

আদিত্যদীপ্তাং দিশমভ্যুপেত্য যুগা দ্বিজাংক্রুরমিমে বদন্তি ।

আয়াসমুগ্রং প্রতিবেদয়ন্তো মহাবনং শক্রভির্বাধ্যমানম্ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । ততঃ পৃথিব্যাং শ্রেষ্ঠতমাঃ ধনুর্ধ্বরাঃ পার্থাঃ পাণ্ডবাঃ, প্রাণ্ডকবিভাগানুসারেণ পৃথক্ পৃথক্ চরন্তঃ, চতুশ্চ এব দিশঃ সম্প্রবিহত্য বিচর্য, যুগান্ বরাহান্ মহিবাংশ্চ হত্বা, সহিতা আগন্তৈ-
বজ্র মিলিতা বভূবুঃ ॥১॥

তত ইতি । ততো যুধিষ্ঠিরঃ, যুগাণাং বালানানাং হিংস্রজন্তুনাঞ্চ গণেন অহুকীর্ণং ব্যাপ্তং তৎ
মহাবনং কাম্যকম্, বিহগোপযুক্তং সঙ্ক্রান্তৈঃ পক্ষিভিরুপশমিতং দৃষ্টেতি শেষঃ, ব্যাহরতাং রবতাং
যুগাণাং গিরৌ ববান্ শ্রুত্বা চ, তান্ ভ্রাতৃনু অভ্যবদৎ ॥২॥

আদিত্যোতি । ইমে যুগাঃ পশবঃ, দ্বিজাঃ পক্ষিপশু, আদিত্যদীপ্তাং দিশং প্রাচীনভূপেত্য
উগ্রমায়াসং যাতনাম্, মহাবনং কাম্যকঞ্চ, শক্রভির্বাধ্যমানং পীড়্যমানম্, প্রতিবেদয়ন্তো জ্ঞাপয়ন্তঃ,
বদন্তি রবন্তি । শাকুনজ্ঞানাদেবেদমুচ্যত ইতি ভাবঃ ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১॥ মহাবনং কাম্যকম্ ॥২॥ মহাবনং মহানালয়ঃ, “গৃহিণী গৃহমুচ্যতে” ইত্যুক্তে-
গৃহিণী । “বনং নপুংসকং নীরে নিবাসালয়কাননে” ইতি মেদিনী । মহাধনমিতি পার্শ্বে

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ধনুর্ধ্বর পাণ্ডবেরা
পৃথক্ পৃথক্ বিচরণ করিয়া, চারি দিকেই ঘাইয়া, যুগ, বরাহ ও মহিব বধ করিয়া,
ক্রমে ঘাইয়া একস্থানে সম্মিলিত হইলেন ॥১॥

তদনন্তর হরিণগণ ও হিংস্রজন্তুগণে পরিপূর্ণ সেই কাম্যকবনের মধ্যে পক্ষিগণ
ব্যস্ত হইয়া রব করিতেছে ইহা দেখিয়া এবং শকাযমান পশুগণের রব শুনিয়া
যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে বলিলেন—॥২॥

“এই সকল পশু ও পক্ষী পূর্বদিকে ঘাইয়া ভয়ঙ্কর বেদনা ও কাম্যকবনে
শক্রগণের উৎপীড়ন জানাইতে থাকিয়া নিষ্ঠুর রব করিতেছে ॥৩॥

ক্ষিপ্ৰং নিবর্তধ্বমলং যুগৈর্নো মনো হি মে দ্যুতি দহতে চ ।
 বুদ্ধিং সমাচ্ছাণ চ মে সমন্যরুদ্ধ্যতে প্রাণপতিঃ শরীরে ॥৪॥
 সরঃ সুপর্ণেন হৃতোরগং যথা রাষ্ট্রং যথাহরাজকমাত্তলক্ষ্মি ।
 এবংবিধং মে প্রতিভাতি কাম্যকং শৌণ্ডৈর্যথা গীতরসশ্চ কুন্তঃ ॥৫॥
 তে সৈন্ধবৈরত্যনিলোগ্রবেগৈর্মহাজবৈর্বাজিভিরুহ্যমানাঃ ।
 যুক্তৈর্বৃহদ্বিঃ হ্রথৈর্নৃবীরাস্তদাশ্রমায়াভিমুখা বভূবুঃ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

ক্ষিপ্ৰমিতি । হে ভ্রাতরঃ ! যুগং ক্ষিপ্ৰং নিবর্তধ্বম, নঃ অস্বাকং যুগৈরলম্ । হি যস্মাৎ, মে মনঃ, দ্যুতি দ্যুতে উদ্বিগেন তপ্যতে দহতে চ । তথা মে শরীরে সমন্যঃ সর্দৈন্তঃ প্রাণপতি-
 জীবঃ, বুদ্ধিং সমাচ্ছাণ আবৃত্য, উদ্ধৃযতে উদ্বিগেনৈব কম্প্যতে ॥৪॥

সর ইতি । যথা সুপর্ণেন গরুড়েন, হৃতোরগং নীতসর্পং সরঃ, যথা চ অরাজকং তথা আত্মা
 শত্রুভির্গৃহীতা লক্ষ্মীঃ সমুদ্বিগ্মাস্তত্তাদৃশক্, রাষ্ট্রং রাজ্যম্, যথা চ শৌণ্ডৈর্মুক্তৈর্জনৈঃ, গীতরসঃ
 গীতসুরাস্রবঃ কুন্তঃ, এবংবিধং তথা, কাম্যকং বনং মে প্রতিভাতি ॥৫॥

ত ইতি । তে নৃবীরাঃ পাণ্ডবাঃ তর্দৈব, বৃহদ্বিঃ হ্রথৈঃ শোভনরথৈঃ সহ যুক্তৈর্মিলিতৈঃ,
 অত্যনিলঃ অনিলবেগমতিক্রান্তঃ অতএব উগ্রো বেগো যেষাং তৈঃ, অতএব চ মহাজবৈর্মহাবেগৈঃ,
 সৈন্ধবৈঃ সিদ্ধুদেশীয়ৈঃ, বাজিভিরথৈঃ, উহ্যমানাঃ সন্তঃ, আশ্রমায়া আশ্রমস্ত অভিমুখা বভূবুঃ ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

মহত তদ্বনং চেতি স্ত্রীরূপমেব ধনম্ ॥৩॥ সমাচ্ছাণ্ত মোহয়িত্বা, সমন্যঃ দৈন্তসহিতঃ, প্রাণানা-
 মাধ্যাত্মিকানামিন্দ্রিয়াণাম্, পতিমুখ্যঃ প্রাণঃ ॥৪॥ অরাজকং রাজহীনম্, শৌণ্ডৈঃ শুণ্ডয়া
 বিদিতৈর্গজৈঃ, গীতরসঃ গীতঙ্গলঃ, যথা দাসীমুদকুন্তং নয়ন্তীমল্ললক্ষ্য মহামাত্তস্তরাহজাতমেব
 গজং তৎপৃষ্ঠতো নীত্বা তেন তজ্জলং শোষয়তি সা চাকস্মাদঘটং লঘুতয়া রিক্তং, চাক্সান্নাতি

অতএব ভ্রাতৃগণ । তোমরা সত্ত্বর নিবৃত্ত হও, আর যুগদ্বারা আমাদের
 প্রয়োজন নাই । কারণ, আমার মন উদ্বিগে সন্তপ্ত—এমন কি দহ হইতেছে এবং
 আমার শরীরের ভিতরে প্রাণটা অত্যন্ত কাতর হইয়া বুদ্ধিটাকে আবৃত করিয়া
 আশঙ্কায় কল্পিত হইতেছে ॥৪॥

গরুড় সর্পকে হরণ করিলে সরোবর যেমন হয়, শত্রুরা সমুদ্বিগ্ন হরণ করিলে
 অরাজক রাজ্য যেমন হয় এবং সুরাপায়ীরা সমস্ত সুরা পান করিলে সুরাকুন্ত যেমন
 হয়, তেমনই কাম্যকবনটা আমার নিকট প্রতিভাত হইতেছে ॥৫॥

সেই সময়েই মনুষ্যবীর পাণ্ডবগণ বিশাল ও মনোহর রথে আরোহণ করিয়া
 আশ্রমাভিমুখী হইলেন ; তখন বায়ু অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর বেগশালী সিদ্ধুদেশীয় অশ্বগণ
 তাঁহাদিগকে লইয়া চলিল ॥৬॥

তেষাস্তু গোমায়ূরনল্লবোষো নিবর্ততাং বামমুপেত্য পার্শ্বম্ ।
 প্রবাহরন্তং প্রবিযুশ্য রাজা প্রোবাচ ভীমঞ্চ ধনঞ্জয়ঞ্চ ॥৭॥
 যথা বদত্যেষ বিহীনযোনিঃ শালাবৃকো বামমুপেত্য পার্শ্বম্ ।
 স্তব্যস্তমস্মানবমন্ত্য পাটৈঃ কৃতোহভিমর্দঃ কুরুভিঃ প্রসহ ॥৮॥
 ইত্যেব তে তদ্বনমাবিশন্তো মহত্যাগণ্যে যুগয়াং চরিত্বা ।
 বালামপশ্যন্ত তদা রুদন্তীং ধাত্রেয়িকাং প্রেস্ত্যবধুং প্রিয়ায়াঃ ॥৯॥
 তামিন্দ্রসেনসুহৃদিতোহভিসহত্য রথাদবপ্লুত্য ততোহভ্যধাবৎ ।
 প্রোবাচ চৈনাং বচনং নরেন্দ্র ! ধাত্রেয়িকামার্ততরস্তদানীম্ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

তেষামিতি । অনল্লবোষো দীর্ঘধ্বনিঃ, গোমায়ুঃ শৃগালঃ, নিবর্ততাং যুগয়াতো নিবর্তমানানাম্, তেষাং পাণ্ডবানাম্, বামং পার্শ্বমুপেত্য, প্রবাহরন্তং শব্দিতবান্ । তং প্রবিযুশ্য আলোচ্য, রাজা যুধিষ্ঠিরঃ, ভীমঞ্চ ধনঞ্জয়ঞ্চ প্রোবাচ ॥৭॥

যথোক্তি । এষ বিহীনযোনিষ্ঠির্ধ্যগ্জাতিঃ শালাবৃকঃ শৃগালঃ, অস্মাকং বামং পার্শ্বমুপেত্য, যথা বদতি তৌতি ; তথা মন্ত ইতি শেষঃ, স্তব্যস্তম্ ক্রবমেব, পাটৈঃ কুরুভিঃ, অস্মানবমন্ত্য, প্রসহ বলেন, অভিমর্দ আশ্রমপীড়নং কৃতঃ ॥৮॥

ইতীতি । ইত্যতঃ পরম্, তে পাণ্ডবাঃ, মহতি অরণ্যে যুগয়াং চরিত্বা, তং কাম্যকং বন-
 মাবিশন্ত এব তদা রুদন্তীং রুদন্তীম্, প্রিয়ায়া দ্রৌপদ্যাঃ, প্রেস্ত্যবধুং দাসভার্য্যাম্, বালাম্, ধাত্রেয়িকাম্
 ধাত্রীতনয়াম্ অপশ্যন্ত ॥৯॥

তামিতি । হে নরেন্দ্র ! জনমেজয় ! ততস্তদানীমেব, আর্ততর উদ্বেগেনাতীবীপীড়িতঃ,
 ইন্দ্রসেনো নাম যুধিষ্ঠিরসারথিঃ, রথাদবপ্লুত্য অভ্যধাবৎ, হরিতঃ, তাং ধাত্রেয়িকামভিসহত্য চ, এনাং
 ধাত্রেয়িকাম্, ইদং বচনং প্রোবাচ ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

তদং অস্মাভিরজ্ঞাতোহশ্বকনং কশ্চিদ্রিয়শ্রুতি তদা রিক্তকুন্তবধনং পশ্চাদ্ভ্রক্ষ্যাম ইত্যর্থঃ ॥৭॥
 সৈন্ধবৈঃ সিদ্ধুদেশৈর্জৈবাজিভিরথৈঃ, স্ববথৈঃ শোভনরথৈঃ, সমানাদিকরণং তৃতীয়াভ্রয়ম্ ॥৮—৮॥

সেই সময়ে উচ্চরাবী শৃগালগণ তাঁহাদের বামপার্শ্বে বাইয়া ডাকিতে
 লাগিল ; তখন যুধিষ্ঠির সেই বিষয় পর্যালোচনা করিয়া ভীম ও অর্জুনকে
 বলিলেন—॥৭॥

“এই নিকৃষ্টপশু শৃগাল আমাদের বামপার্শ্বে বাইয়া যেকল্প ডাকিতেছে, তাহাতে
 বোধ হইতেছে—নিশ্চয়ই পাণ্ডা কৌরবগণ আমাদেরকে অবজ্ঞা করিয়া বলপূর্ব্বক
 আমাদের আশ্রমের উৎপীড়ন করিয়াছে” ॥৮॥

মহাবনে যুগয়াকারী পাণ্ডবেরা ইহার পরই সেই কাম্যকবনে প্রবেশ
 করিতে থাকিয়া দ্রৌপদীর দাসভার্য্যা বালিকা ধাত্রীতনয়াকে রোদন করিতে
 দেখিলেন ॥৯॥

কিং রোদিষি হুং পতিতা ধরণ্যাং কিং তে মুখং শুশ্রুতি দীনবর্ণম্ ।
 কচ্চিন পাটৈঃ স্ননুশংসকৃষ্টিঃ প্রমাথিতা দ্রৌপদৌ রাজপুত্রী ।
 অচিন্ত্যরূপা হুবিশালনেত্রা শরীরতুল্যা কুরুপুঙ্গবানাম্ ॥১১॥
 যথৈব দেবী পৃথিবীং প্রবিষ্টা দিবং প্রপন্নাপাথবা সমুদ্ভবম্ ।
 তস্ত্যা গমিষ্যন্তি পদং হি পার্থা যথা হি সন্তপ্যতি ধর্মপুত্রঃ ॥১২॥
 কো হীদৃশানামরিমর্দনানাং ক্লেশক্ষমাণামপরাজিতানাম্ ।
 প্রাণৈঃ সমামিষ্টতমাং জিহীর্ষেদনুত্তমং রত্নমিব প্রমুঢ়ঃ ॥১৩॥
 ন বুধ্যতে নাথবতীমিহাগ্র বহিষ্চরং হৃদয়ং পাণ্ডবানাম্ ।
 কস্ত্যাগ্ৰ কাযং প্রতিভিত্ত ঘোরা মহীং প্রবেক্ষ্যন্তি শিতাঃ শরাগ্রাঃ ॥১৪॥
 মা হুং শুচস্তাং প্রতি ভীরু ! বিদ্ধি যথাগ্ৰ কৃষা পুনরেষ্যতীতি ।
 নিহত্য সর্বান দ্বিষতঃ সমগ্রান্ পার্থাঃ সমেষ্যন্ত্যথ যাজ্ঞসেন্য ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি । দীনবর্ণ মলিনবর্ণঃ সৎ । প্রমাথিতা উৎপীড়িতা । বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১১॥
 যদিতি । দেবী দ্রৌপদী । দিবং স্বর্গমূর্দ্ধমিত্যর্থঃ, প্রপন্না প্রাপ্তা । পদং স্থানম্ ॥১২॥
 ক ইতি । ইষ্টতমাং প্রিয়তমাম্, জিহীর্ষেৎ হর্ষুংগিচ্ছেৎ, অনুত্তমং সর্বোত্তমম্ ॥১৩॥
 নেতি । ন বুধ্যতে স ইতি শেষঃ, নাথবতীং বক্ষকশালিনীম্ । হৃদয়মিব ॥১৪॥

রাজা জনমেজয় । তাহার পর তখনই যুধিষ্ঠিরের সারথি ইন্দ্রসেন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া সেই ধাত্রীতনয়ার দিকে দৌড়াইল এবং সম্বরই তাহার নিকট বাইয়া তাহাকে এই কথা বলিল—॥১০॥

“তুমি ভূতলে পতিত হইয়া রোদন করিতেছ কেন ? কি জন্মই বা তোমার মুখখানি মলিন হইয়া শুকাইয়া গিয়াছে ? অতিনুশংসকর্ম্মা পাপাত্মারা—অচিন্তনীয় সৌন্দর্য্যশালিনী, বিশালনয়না এবং পাণ্ডবগণের শরীরতুল্যা রাজনন্দিনী দ্রৌপদীকে উৎপীড়িত করে নাই ত ? ॥১১॥

দ্রৌপদী যদি পৃথিবীর ভিতরেও প্রবেশ করিয়া থাকেন, কিংবা স্বর্গেও বাইয়া থাকেন, অথবা সমুদ্রেও মগ্ন হইয়া থাকেন, তথাপি পাণ্ডবেরা অবশ্যই তাঁহার স্থানে বাইবেন । যে হেতু স্বয়ং ধর্মপুত্রই সন্তপ্ত হইয়াছেন ॥১২॥

শত্রুমর্দনকারী, কষ্টসহিষ্ণু ও সর্বত্র অপরাজিত এইরূপ মহাবীরগণের প্রাণতুল্যা প্রিয়তমা ও সর্বোত্তম রত্নসদৃশী দ্রৌপদীকে কোন্ মহামূর্খ হরণ করিবার ইচ্ছা করিবে ? ॥১৩॥

সে কি জানে না যে, দ্রৌপদী আজ এখানেও সনাথা এবং পাণ্ডবগণের বহিষ্চর-হৃদয়স্বরূপা । নিশ্চিত ও ভয়ঙ্কর উত্তম শর সকল আজ কাহার দেহ বিদীর্ণ করিয়া ভূমির ভিতরে প্রবেশ করিবে ? ॥১৪॥

অথাত্রবীচ্চারু মুখং বিষৃজ্য ধাত্রেয়িকা সারথিমিন্দ্রসেনম্ ।
 জয়দ্রথেনাপহতা প্রমথ্য পঞ্চেন্দ্রকল্লান্ পরিভূয় কৃষ্ণা ॥১৬॥
 তিষ্ঠন্তি বজ্রানি নবান্মুনি বৃক্ষাশ্চ ন শাস্তি তথৈব ভগ্নাঃ ।
 আবর্তয়ধ্বং হনুযাত শীঘ্রং ন দূরযাতিত্বং হি রাজপুত্রৌ ॥১৭॥
 সন্নহধ্বং সর্ব এবেন্দ্রকল্লা মহান্তি চারুণি চ দংশনানি ।
 গৃহীত চাপানি মহাধনানি শরাংশ্চ শীঘ্রং পদবীং চরধ্বম্ ॥১৮॥
 পুরা হি নিভৎ সনদগুমোহিতা প্রমুঢ়চিত্তা বদনেন শুশ্রুতা ।
 দদাতি কষ্টৈচ্চিদনহঁতে তনুং বরাজ্যপূর্ণামিব ভস্মনি স্রুচম্ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

মেতি । মা শুচঃ শোকং ন কুৰ । সমগ্রান্ বীরাগ্রগণানপি । সমেস্তান্তি মিলিতা
 ভবিষ্যন্তি ॥১৫॥

অথেতি । প্রমথ্য বলেন নিগীড়্য, পঞ্চ পাণ্ডবান্, পরিভূয় অবজ্ঞায় ॥১৬॥

তিষ্ঠন্তীতি । অমুনি-বজ্রানি তদপহরণমার্গাঃ, অজ্ঞাপি নবাত্তেব তিষ্ঠন্তি, ভগ্না বৃক্ষাশ্চ ইদানী-
 মপি তথৈব ন শাস্তি ন শাস্তি । অতএব শীঘ্রম্ আবর্তয়ধ্বং রথান্ পরিবর্তয়ত, অহুযাত অহুগচ্ছত
 চ । হি যস্মাৎ রাজপুত্রৌ দ্রৌপদৌ, ইদানীমপি ন দূরযাতিত্বং ॥১৭॥

সমিতি । ইন্দ্রকল্লা সর্ব এব যুগ্ম, মহান্তি চারুণি চ দংশনানি বর্মাণি, সন্নহধ্বং গাজেযু বসীত,
 মহাধনানি মহামূল্যানি চাপানি ধনুযি শরাংশ্চ গৃহীত, শীঘ্রং পদবীং দ্রৌপতাঃ পদানম্, চরধ্বং
 গচ্ছত ॥১৮॥

পুরেতি । হি যস্মাৎ, পুরা আগামিনি কালে, “নিকটাগামিকে পুরা” ইত্যমরঃ ।
 নিভৎ সনেন তিরস্বারেণ দণ্ডেন দণ্ডদানভয়েন চ মোহিতা, প্রমুঢ়চিত্তা, শুশ্রুতা বদনেন চ

ভয়শীলে ! তুমি দ্রৌপদীর জন্ত শোক করিও না । কারণ, তুমি জানিয়া
 রাখ যে, দ্রৌপদী আজই আবার আসিবেন এবং শত্রুরা বীরশ্রেষ্ঠ হইলেও
 তাহাদের সকলকেই সংহার করিয়া পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর সহিত মিলিত
 হইবেন” ॥১৫॥

তাহার পর ধাত্রেয়িকা নিজের সুন্দর মুখখানিকে মুছিয়া সারথি ইন্দ্রসেনকে
 বলিল—“জয়দ্রথ, ইন্দ্রতুল্য পঞ্চ পাণ্ডবকে অবজ্ঞা করিয়া উৎপীড়নপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে
 অপহরণ করিয়া নিয়াছে ॥১৬॥

এখনও তাহার ঐ নূতন পথ রহিয়াছে এবং এখনও ভগ্ন বৃক্ষ সকল লান হয়
 নাই ; অতএব তোমরা সত্বর রথ ফিরাও এবং তাহার অনুসরণ কর । কারণ, এখনও
 রাজনন্দিনী দ্রৌপদী দূরে যান নাই ॥১৭॥

ইন্দ্রতুল্য তোমরা সকলেই সত্বর বিশাল ও মনোহর বর্ষ পরিধান কর, মহামূল্য
 ধনু ও শর গ্রহণ কর এবং দ্রৌপদীর পথে প্রস্থান কর ॥১৮॥

পুরা তুষাগ্রাবিব হুয়তে হবিঃ পুরা শ্মশানে অগ্নিবাগবিধ্যতে ।

পুরা চ সোমোহধ্বরগোহবলিহতে শুনা যথা বিপ্রজনে প্রমোহিতে ॥২০॥

মহতর্যণ্যে যুগয়াং চরিত্বা পুরা শৃগালো নলিনীং বিগাহতে ।

মা বঃ প্রিয়ায়াঃ স্ননসং স্নলোচনং চন্দ্রপ্রভাবং বদনং প্রসন্নম্ ॥২১॥

স্পৃশ্যাচ্ছুভং কশ্চিদকৃত্যকারী স্বা বৈ পুরোডাশমিবাধ্বরস্বম্ ।

এতানি বহ্নীনিযুযাত শীত্ৰং মা বঃ কালঃ ক্ষিপ্রমিহাত্যগার্ষৈ ॥২২॥

(যুগাকম্)

ভারতকৌমুদী

বিশিষ্টা দ্রোপদী, বরাজ্যপূর্ণাম্ উত্তমযুতপূর্ণাম্, ক্রুরং হোমপাত্রীম্, ভস্মনীব, অনর্হতে অযোগ্যায় কশ্চিচ্ছিন্যায়, তল্লং দদাতি রমণ্যায়পয়তি ॥১৯॥

পুরেতি । পুরা তুষাগ্রো হবিরিব অযোগ্যে পুরুষে স্বতন্ত্রঃ হুয়তে দ্রোপদ্যা অর্প্যতে, পুরা শ্মশানে অক্ পুস্পমালেব অপবিধ্যতে অযোগ্যজনে দ্রোপদ্যা স্বতন্ত্রঃ বিন্ধ্যতে, বিপ্রজনে সোমপানযোগ্যে ব্রাহ্মণজনে, কুতোহপি প্রমোহিতে সতি, শুনা কুকুরেণ যথা অধ্বরগঃ যজ্ঞহানস্বঃ সোমো রসঃ অবলিহতে আশ্বজতে, তথা দ্রোপদী পুরা অযোগ্যেন পুরুষেণ উপভূজ্যত ইত্যর্থঃ ॥২০॥

মহতীতি । শৃগালো মহতর্যণ্যে যুগয়াং চরিত্বা নলিনীং পদ্মসরসীং বিগাহতে । এতেন জয়জ্যেষ্ঠো যুগয়াং বিধায় দ্রোপদীং স্বত্বানিতি সন্তাবোদমুক্তমিতি প্রতীয়তে । অকৃত্যকারী কশ্চিং পুরুষঃ, স্বা কুকুরঃ অধ্বরস্বং পুরোডাশং যজ্ঞোপকরণদ্রব্যবিশেষমিব, বো যুগাকং প্রিয়ায়া দ্রোপদ্যাঃ, শোভনা নাসা যস্ত তং স্ননসম্, স্নলোচনম্, চন্দ্রপ্রভাবং চন্দ্রবৎ স্নন্দরম্, প্রাসন্নং নির্মলম্, শুভকং বদনম্, মা স্পৃশ্যাং ন স্পৃশতু ন চুষত্বিত্যর্থঃ । অতএব এতানি বহ্নীনি শীত্ৰং যুযাত, ক্ষিপ্রং শজ্ঞানাক্রান্তেতি শেষঃ, ইহ বো যুগাকং কালঃ, মা অত্যগাং নাতিক্রামতু । মাযোগে-
ইপ্যাড়গম আর্ষঃ ॥২১—২২॥

দ্রোপদী একে মুঞ্চচ্ছিত্বা, তাহাতে আবার কেহ তিরস্কার করিলে এবং দণ্ড দিবার ভয় দেখাইলে তিনি আরও মুগ্ধ হইয়া পড়িবেন ; তাহাতে উত্তম যুতপূর্ণ হোমপাত্র যেমন ভস্মে নিক্ষেপ করে, সেইরূপ তিনি পরে কোন অযোগ্য পুরুষকেও আপন দেহ সমর্পণ করিতে পারেন ॥১৯॥

আর, তুষের আগুনে যেমন যুতের আহুতি দেয় এবং শ্মশানে যেমন পুস্প-মালা নিক্ষেপ করে, সেইরূপ তিনি পরে কোন অযোগ্য পুরুষকেও আত্মসমর্পণ করিতে পারেন এবং ব্রাহ্মণগণ অসতর্ক থাকিলে কুকুর আসিয়া যেমন যজ্ঞের সোমরস পান করে, তেমন পরে অযোগ্য পুরুষও তাঁহাকে ভোগ করিতে পারে ॥২০॥

একটা শৃগাল মহাবনে যুগয়া করিয়া পরে কিন্তু পদ্মসরোবরে অবগাহন করিবে । আর এক কথা, কুকুর যেমন যজ্ঞের পুরোডাশ স্পর্শ করে, সেই-

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ভদ্রে ! প্রতিক্রাম নিয়চ্ছ বাচং মাহস্মৎসকাশে পরুষণ্যবোচঃ ।

রাজানো বা যদি বা রাজপুত্রো বলেন মতা বঞ্চনাং প্রাপ্নুবন্তি ॥২৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এতাবদুক্ত্বা প্রযযুর্হি শীঘ্রং তাত্তেব বর্ত্তানুবর্ত্তমানাঃ ।

মুহুমূর্ছ্যালবদুচ্ছ সন্তো জ্যা বিক্ষিপন্তশ্চ মহাধনুর্ভ্যাঃ ॥২৪॥

ততোহপশ্যন্তস্তস্মৈ সৈন্যস্ত রেণুগুদ্ধৃতং বৈ বাজিধুরপ্রণুমম্ ।

পদাতীনাং মধ্যগতঞ্চ ধোম্যং বিক্রোশন্তং ভীমমভিদ্রবেতি ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

ভদ্রে ইতি । ভদ্রে ! প্রতিক্রাম অপসর, ঈদৃশীং বাচম্, নিয়চ্ছ নিরুদ্ভি, অস্মৎসকাশে পরুষণি দ্রোপদীবিশয়ে কুৎসিতবচনানি, মা অবোচঃ ন ক্রাহি । রাজানো বা, যদি বা রাজপুত্রাঃ, বলেন মতাঃ সন্তাঃ, বঞ্চনাং কার্যবৈফল্যং প্রাপ্নুবন্তি । এতেন বলমদাদেব জয়দ্রথো দ্রোপদীং দ্রুতবানিতি স্মৃচনেন তস্তাঃ কুৎসা নিরস্তা ॥২৩॥

এতাবদিতি । এতাবদুক্ত্বা পাণ্ডবাঃ, ব্যালবৎ সর্পবৎ, মুহুমূর্ছ্যালবদুচ্ছসন্তাঃ, মহাধনুর্ভ্যাঃ মহাধনুধাম্, জ্যা গুণাংশ্চ, বিক্ষিপন্তঃ সঞ্চালয়ন্তাঃ, তাত্তেব বর্ত্তানি, অনুবর্ত্তমানা অনুসরন্তশ্চ সন্তাঃ, শীঘ্রং প্রযযুঃ ॥২৪॥

তত ইতি । ততঃ, বাজিনামথানং খরৈঃ প্রণুঃ ক্ষমম্, উদ্ধৃতং বাঘনা উত্তোলিতম্, তস্ত সৈন্যস্ত, রেণুং ধূলিম্, পদাতীনাং মধ্যগতম্, ‘অভিদ্রব অভিধাব’ ইতি ভীমং বিক্রোশন্ত-

রূপ কোন অকার্য্যকারী পুরুষ যেন আপনাদের প্রিয়তমার সুন্দর নাসিকা ও নয়নসমব্বিত, চন্দ্রতুলা মনোহর, নির্মল এবং শুভলক্ষণসম্পন্ন মুখখানিকে স্পর্শ করে না ; অভএব আপনারা সত্বর এই পথে অনুসরণ করুন এবং সত্বর শত্রুগণকে আক্রমণ করুন, আপনাদের সময় যেন অতিক্রম করে না” ॥২১—২২॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“ভদ্রে ! তুমি সরিয়া যাও, বাক্য সংবরণ কর এবং আমাদের নিকট এইরূপ কুৎসিত কথা আর বলিও না । রাজারা বা রাজপুত্রেরা বলমন্ত হইয়া প্রতারিতই হইয়া থাকেন” ॥২৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পাণ্ডবেরা এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সর্পের তায় মুহুমূর্ছঃ নিশ্বাস ত্যাগ ও মহাধনুগুলির গুণসঞ্চালন করিতে থাকিয়া এবং সেই পথগুলিরই অনুসরণ করিয়া দ্রুত প্রস্থান করিলেন ॥২৪॥

তাহার পর পাণ্ডবেরা দেখিলেন—বিপক্ষসৈন্যের অশ্বখুরের ধূলিসমূহ উপরে উড়িতেছে এবং ধোম্যগুরোহিত পদাতিসৈন্যের মধ্যে থাকিয়া ‘ভীম ! এই দিকে খাবিত হও’ বলিয়া ভীমকে উচ্চস্বরে ডাকিতেছেন ॥২৫॥

তে সান্ত্ব্য ধোম্যং পরিদীনসত্ত্বাঃ হৃৎ ভবানেত্বিত্তি রাজপুত্রাঃ ।
 শ্বেনা যথৈবামিসম্প্রযুক্তা জবেন তং সৈন্ত্যমথাত্যাধাবন্ ॥২৬॥
 তেবাং মহেন্দ্রোপমবিক্রমাণাং সংরক্ষানাং ধর্ষণাদ্ভাঙ্গসেন্যাঃ ।
 ক্রোধঃ প্রজ্ঞান জয়দ্রথঞ্চ দৃষ্ট্ৱা প্রিয়াং তস্ত রথে স্থিতাঞ্চ ॥২৭॥
 প্রচুক্রুশ্চাপ্যথ সিন্ধুরাজং বৃকোদরশ্চৈব ধনঞ্জয়শ্চ ।
 যমো চ রাজা চ মহাধনুর্ধ্বরাস্ততো দিশং সংমুহুঃ পরেষাম্ ॥২৮॥
 ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি 'জ্যোপদী-
 হরণে পার্থাগমনে ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥ *

ভারতকৌমুদী

মাহুয়ন্তং ধোম্যঞ্চ, অপশ্চন্ পাণ্ডবা ইতি শেবঃ । ভীমস্ত অবস্থাকোপস্বান্ত্রৈবাহ্বানমিতি
 ভাবঃ ॥২৫॥

ত ইতি । অথ, পরিদীনসত্ত্বা অনন্তাধাবনায়াঃ পরেবর্জনার্থহাং, তে রাজপুত্রা পাণ্ডবাঃ,
 'ভবান্ হৃৎমনায়াং যথা ত্রাত্বা, এতু আগচ্ছতু' ইতি ইৎ ধোম্যং সান্ত্ব্য সান্ত্বয়িত্বা,
 আমিসম্প্রযুক্তা মাংসলোলুপাঃ শ্বেনাঃ পক্ষিণো যথা, তথৈব জবেন বেগেন, তং সৈন্ত-
 মত্যাধাবন্ ॥২৬॥

তেষামিতি । যাঙ্গসেন্সা ধর্ষণাধ্বলেন গ্রহণাং সংরক্ষানাং প্রাণেব জাতক্রোধানাং মহেন্দ্রোপম-
 বিক্রমাণাং তেবাং পাণ্ডবানাম্, জয়দ্রথঞ্চ তস্ত রথে স্থিতাং প্রিয়াং জ্যোপদীঞ্চ দৃষ্ট্ৱা, ক্রোধঃ
 ক্রোধানলঃ প্রজ্ঞানলঃ ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রেরয়ৎ দাসভার্যাম্ ॥২৫॥ অস্তিত্বঃ সমীপতরঃ । আর্জিতর ইতি পাঠঃ ॥১০—১৮॥ পুরা
 যাবদনর্হতে তজ্জং ন দদাতি ভাবচ্ছীভ্রমহ্বাতেতি চতুর্ধেন সম্বন্ধঃ ॥১৯—২২॥ প্রতিজ্ঞায় দূরে ভব,
 পরম্বাধি অনর্হতে তজ্জং দদাতীত্যাদীনি ছঃপ্রাব্যাণি, সম্বন্ধাং বন্ধনাং স্বজনস্ত তথৈব বধরূপাম্
 ॥২৩—২৬॥ ধর্ষণাং পরাভবাং ॥২৭—২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে ত্রয়োবিংশত্যধিক-

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২১৩॥

তদনন্তর অসাধারণ অধ্যবসায়ী পাণ্ডবেরা 'আপনি অনার্সাসে চলিয়া আসুন'
 এইভাবে ধোম্যপুরোহিতকে আশ্বস্ত করিয়া, মাংসলোলুপ শ্বেনপক্ষিগণের আয় বেগে
 সেই সৈন্তগণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥২৬॥

জ্যোপদীকে বলপূর্বক গ্রহণ করায় ইন্দ্রভূলা বিক্রমশালী পাণ্ডবগণ পূর্বেই ক্রুদ্ধ
 হইয়াছিলেন, তাহার পরে জয়দ্রথকে এবং তাঁহার রথে জ্যোপদীকে দেখিয়া তাঁহাদের
 ক্রোধানল জলিয়া উঠিল ॥২৭॥

* পিতামহপুস্তকে অত্রাধ্যায়সমাপ্তির্নাস্তি । '...অষ্টব্যতিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...উন-
 সপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...সপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—নি ।

চতুর্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততো ঘোরতরঃ শব্দো বনে সমভবতদা ।

ভীমসেনার্জুনৌ দৃষ্টৌ ক্ষত্রিয়াণামমর্ষিণাম্ ॥১॥

তেষাং ধ্বজাগ্রাণ্যভিবীক্ষ্য রাজা স্বয়ং দূরাত্মা কুরুপুঙ্গবানাম্ ।

জয়দ্রথো যাজ্ঞসেনীমুবাচ রথে স্থিতাং তানুমতীং হতৌজাঃ ॥২॥

আয়ান্তীমে পঞ্চ রথা মহান্তো মন্ত্রে চ কৃষে ! পতয়ন্তু বৈতে ।

অজ্ঞানতাং খ্যাপয় নঃ হৃকেশি ! পরং পরং পাণ্ডবানাং রথস্থম্ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

প্রতি । অথ বৃকোদরশ্চ, ধনঞ্জয়শ্চ, যমো নকুলসহদেবৌ চ, রাজা যুধিষ্ঠিরশ্চ, এতে মহাধনুর্দ্ধরাঃ সর্ব এব, সিদ্ধুরাজং জয়দ্রথম্, প্রচক্ৰন্তঃ যুদ্ধায়াক্রতবন্তঃ । ততশ্চ পরেবাং শত্রুণাম্, দিশঃ সংযুজ্জমৌহবিষয়ীভূতা ভয়েন দিঘোহঃ সজাত ইত্যর্থঃ ॥২৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশতট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ঃ বনপর্বণি দ্রৌপদীহরণে

ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—ঃঃ—

তত ইতি । শব্দঃ কোলাহলঃ । ক্ষত্রিয়াণাং জয়দ্রথপঞ্চগতানাম্ ॥১॥

তেষামিতি । তেবাং কুরুপুঙ্গবানাং পাণ্ডবানাং ধ্বজাগ্রাণি অভিবীক্ষ্য, হুজ তেনাভি-
বীক্ষণেনৈব দূরীকৃতম্, ওজস্তেজো যন্ত সঃ, দূরাত্মা রাজা স্বয়ং জয়দ্রথঃ, আয়ান্তো রথে স্থিতাম্,
তানুমতীং পাণ্ডবধ্বজাগ্রদর্শনেনৈব তেজস্বিনীং যাজ্ঞসেনীমুবাচ ॥২॥

তৎপরে ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব ও যুধিষ্ঠির—এই মহাধনুর্দ্ধরেরা সকলেই
জয়দ্রথকে যুদ্ধের জন্ত আহ্বান করিলেন; তাহাতে শত্রুগণের দিঘোহ উপস্থিত
হইল ॥২৮॥

—ঃঃ—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর বনমধ্যে ভীম ও অর্জুনকে দেখিয়া অসহিষ্ণু
ক্ষত্রিয়গণের ঘোরতর কোলাহল উত্থিত হইল ॥১॥

কৌরবশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণের ধ্বজাগ্র দেখিয়াই দূরাত্মা জয়দ্রথের তেজ নষ্ট হইল
এবং দ্রৌপদীর তেজ বুদ্ধি পাইল । তখন রাজা জয়দ্রথ নিজেই রথস্থিত দ্রৌপদীকে
বলিলেন—॥২॥

(৩)....স্যা জানতী খ্যাপয়—বা বঁকা নি।

দ্রৌপদ্যবাচ ।

কিং তে জ্ঞাতৈর্মূঢ় ! মহাধনুর্ধ্বজৈরনায়ুধ্যং কৰ্ম কৃত্বাতিঘোরম্ ।
এতে বীরাঃ পতয়ো মে সমেতা ন বঃ শেষঃ কশ্চিদিহাস্তি যুদ্ধে ॥৪॥
আখ্যাতব্যং ত্বৈব সৰ্ববৎ মুমূৰ্বো ! ময়া তুভ্যং পৃষ্ঠয়া ধৰ্ম্ম এষঃ ।
ন মে ব্যথা বিত্ততে ত্বদ্বয়ং বা সংপশ্যন্ত্যাঃ সানুজং ধৰ্ম্মরাজম্ ॥৫॥
যস্ত ধ্বজাগ্রে নদন্তো যুদ্ধঙ্গো নন্দোপনন্দো মধুরো যুক্তরূপো ।
এতং স্বধৰ্ম্মার্থবিনিশ্চয়জং সদ্ধা জনাঃ কৃত্যবন্তোহনুযাস্তি ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

আয়াস্তীতি । হে কৃষ্ণ ! ইমে মহাস্তঃ পঞ্চ যথা আয়াস্তি, যন্তে চ এতে তব পতয়ঃ ।
হে শূকেশি ! এতানজ্ঞানতাম, নঃ অস্মাকং সমীপে, পাণ্ডবানাম মধ্যে রথস্থ পৰং পরম্ একমেকম,
খাপয় বৰ্ণয় ॥৩॥

কিমিতি । হে যুধি ! ন আয়ুজ্যম্ অনায়ুজ্যম্ আয়ুনাশকম্, অতিঘোরং মদপহরণরূপং কৰ্ম
কৃত্বা তে তব এতৈর্মহাধনুর্ধ্বজৈরজ্ঞাতৈঃ, কিং ফলম্ । এতে মে বীরাঃ পতয়ঃ সমেতা মিলিতাঃ ।
অতএব ইহ যুদ্ধে বো যুস্মাকং মধ্যে কশ্চিদপি শেষঃ অবশিষ্টো নাস্তি ন হ্যস্ততীতি ভবিষ্যৎ-
সমীপো বর্তমানো ॥৪॥

আখ্যাতব্যমিতি । হে মুমূৰ্বো ! তথাপি ত্বয়া পৃষ্ঠয়া ময়া এতং সৰ্বমেব তুভ্যম্ আখ্যাতব্যম্ ।
যেন হি এষ মুমূৰ্বুপৃষ্ঠস্ত বক্তব্যরূপো ধৰ্ম্মো বর্ততে । কিঞ্চ সানুজং ধৰ্ম্মরাজং সংপশ্যন্ত্যা মে ব্যথা
অদ্বয়ং বা ন বিত্ততে, সৰ্ব্বথৈবাস্থাগলাভাদিতি ভাবঃ ॥৫॥

যন্তেতি । যুক্তরূপো পরম্পরমিলিতো, মধুরো মধুরবকারিণো, নন্দোপনন্দো নাম, যুদ্ধঙ্গো যস্ত
ধ্বজাগ্রে, নদন্তঃ শব্দায়েতে ; কৃত্যবন্তঃ কার্যসাধনার্থিনো জনাঃ, সৰ্বদেব স্বধৰ্ম্মার্থমোবিনিশ্চয়জং
স্বান্ননিরূপণকমেতম্, অনুযাস্তি উপদেশগ্রহণায় সেবন্তে ॥৬॥

“দ্রৌপদি । এই পাঁচখানা বিশাল রথ আসিতেছে ; আমি মনে করি—
ইহারা তোমার পতি ; কিন্তু শূকেশি ! আমি ইহাদিগকে চিনি না ; অতএব তুমি
আমার নিকট এই রথস্থ পাণ্ডবগণের মধ্যে এক এক জনের পরিচয় দাও” ॥৩॥

দ্রৌপদী বলিলেন—“মুখ । তুমি যত্নজনক অতিভয়ঙ্কর কার্য করিয়াছ, এখন
এই মহাধনুর্ধ্বজগণের পরিচয় লইয়া কি ফল হইবে । এই আমার বীর পতিগণ
মিলিত হইয়াছেন ; সুতরাং এই যুদ্ধে তোমাদের মধ্যে কেহই অবশিষ্ট থাকিবে
না ॥৪॥

হে মুমূৰ্বু ! তথাপি তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ বলিয়া আমার সমস্তই বলিতে
হইবে । কারণ, মুমূৰ্বুর জিজ্ঞাসিত বিষয় বলাই ধৰ্ম্ম । আর এক কথা—আমি
অনুজগণের সহিত ধৰ্ম্মরাজকে দেখিতে পাইয়াছি বলিয়া আমার আর কষ্ট বা তোমা
হইতে ভয় নাই ॥৫॥

য এষ জাম্বুনদশুক্রগৌরঃ প্রচণ্ডবোণস্তনুরায়তাক্ষঃ ।

এনং কুরুশ্রেষ্ঠতমং বদন্তি যুধিষ্ঠিরং ধর্ম্মহুতং পতিং মে ॥৭॥

অপ্যেয শত্রোঃ শরণাগতস্ত দদ্যাত্ প্রাণান্ ধর্ম্মচারী নৃবীরঃ ।

পরৈহেনং মূঢ় ! জবেন ভূতয়ে ত্বমান্ননঃ প্রাজ্ঞলিন্যস্তশস্ত্রঃ ॥৮॥

অথাপ্যেনং পশ্যসি যং রথস্থং মহাভূজং শালমিব প্রবৃদ্ধম্ ।

সন্দর্শ্যেষ্ঠং ভ্রুকুটীসংহতভ্রুং বৃকোদরো নাম পতির্মমৈষঃ ॥৯॥

অজানো বলিনঃ সাধুদান্তা মহাবলাঃ শূরমুদাবহন্তি ।

এতস্ত কৰ্ম্মাণ্যতিমানুষানি ভীমেতি শব্দোহস্ত গতঃ পৃথিব্যাম্ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

য ইতি । য এষঃ, জাম্বুনদবৎ স্বর্ণবৎ শুক্রগৌরঃ, প্রচণ্ডা বিশালা বোণা নাসিকা যস্ত সঃ, তনুঃ অস্থূলদেহঃ, আম্রতাক্ষো বিশাললোচনশ্চ পুরুষঃ, এনং কুরুশ্রেষ্ঠতমং ধর্ম্মহুতং যুধিষ্ঠিরং নাম মে পতিং বদন্তি জনা ইতি শেষঃ ॥৭॥

অসীতি । ধর্ম্মচারী এষ নৃবীরঃ, শরণাগতস্ত শত্রোরপি প্রাণান্ দদ্যাত্ । অতএব হে মূঢ় ! ত্বং তন্ত্রশস্ত্রঃ প্রাজ্ঞলিঙ্গ সন, আত্মনো ভূতয়ে মঙ্গলায়, জবেন ত্বয়্যা, এনং পরৈহি শরণং গচ্ছ ॥৮॥

অথেতি । শালং বৃক্ষমিব প্রবৃদ্ধমূরতম্, সন্দর্শ্যেষ্ঠম্, ভ্রুকুট্যা সংহতে মিলিতে ভবৌ যস্ত তম্, মহাভূজং যমেনং রথস্থং পশ্যসি, এষ বৃকোদর নাম মম পতিঃ ॥৯॥

অজ্ঞেতি । বলিন উৎসাহিনঃ, সাধুদান্তাঃ সম্যক্ শিক্ষিতাঃ, মহাবলাঃ, অজানো-

পরস্পর সংযুক্ত ও মধুররবকারী ‘নন্দ’ ও ‘উপনন্দ’-নামে দুইটি মৃদঙ্গ ঘাঁহার ধ্বজের উপরে থাকিয়া শব্দ করিতেছে, ইনি সূক্ষ্মভাবে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ও অর্থ নিরূপণ করিতে পারেন বলিয়া কার্যসাধনার্থী লোকেরা সর্বদাই ইহার সেবা করিয়া থাকে ॥৬॥

এই যিনি স্বর্ণের ত্রায় নির্মল গৌরবর্ণ, অস্থূলদেহ ও বিশালনয়ন এবং ঘাঁহার নাসিকা উন্নত, ইহাকে লোকেরা কৌরবশ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মপুত্র ‘যুধিষ্ঠির’ বলিয়া থাকে ; ইনি আমার পতি ॥৭॥

এই ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যবীর শরণাগত শত্রুরও প্রাণ দান করিয়া থাকেন ; স্তূতরাজ মূর্খ ! তুমি নিজের মঙ্গলের জন্য অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, কৃতাজলি হইয়া, সত্বর যাইয়া উহার শরণাপন্ন হও ॥৮॥

আর, শালবৃক্ষের ত্রায় উন্নত, মহাবাহু, ওষ্ঠদংশনকারী ও ভ্রুকুটী করায় সংযুক্তভ্রুগল এই যে বীরকে রথে দেখিতেছ, ইহার নাম—‘ভীমসেন’, ইনিও আমার পতি ॥৯॥

নাশ্বাপরাধাঃ শেষমবাপ্নু বন্তি নায়ং বৈরং বিশ্বরতে কদাচিৎ ।
 বৈরশাস্ত্রং সংবিধায়োপযাতি পশ্চাচ্ছান্তিঃ ন চ গচ্ছত্যতীব ॥১১॥
 ধনুর্দ্ধরাগ্ৰ্যো ধৃতিমান্ যশস্বী জিতেন্দ্রিয়ো বুদ্ধসেবী নৃবীরঃ ।
 ভ্রাতা চ শিষ্যশ্চ যুধিষ্ঠিরশ্চ ধনঞ্জয়ো নাম পতির্মমৈষঃ ॥১২॥
 যো বৈ ন কামান্ন ভয়ান্ন কোপাত্যজেক্ষ্ময়ং ন নৃশংসশ্চ কুৰ্য্যাৎ ।
 স এষ বৈশ্বানরতুল্যতেজাঃ কুন্তীহতঃ শক্রসহঃ প্রমাথী ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

তদাখ্যজাতীয়া অখাঃ, এনং শূরম্, উদাবহন্তি ব্রহ্মাদিনা বহন্তি । এতস্ত কৰ্ম্মাণি অতিমাহুবাণি
 মাহুবকৰ্ম্মাভিক্রান্তানি, তথা অস্ত ভীয়েতি শব্দো নাম, পুণ্ড্রিয্যাং প্রসিদ্ধিঃ গতঃ ॥১০॥

নেতি । অস্তান্তিকে অপরাধা অপরাধিনো জনাঃ, শেষমবশিষ্টতাং নাবাপ্নুবন্তি, অয়ং
 কদাচিৎপি বৈরং ন বিশ্বরতে । কিঞ্চ অস্তো জনঃ বৈরশাস্ত্রং সংবিধায় পশ্চাৎ শান্তিসুপযাতি,
 অয়ন্ত বৈরশাস্ত্রমতীব সংবিধায়াপি শান্তিঃ ন চ গচ্ছতি ॥১১॥

ধহুরিতি । ধৃতিমান্ ধৈর্যশালী । বুদ্ধসেবী উপদেশগ্রহণায় । শিষ্টঃ, তপস্বীপ্রদ্রাণকালে
 মদ্রগ্রহণাৎ ॥১২॥

য ইতি । নৃশংসঃ নৃশংসকর্ম্মাণ্যম্ । প্রমাথী শক্রমর্দনকারী ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১—৩॥ অনাযুজ্যমার্যশকং বৃত্ত্যদমিত্যর্থঃ ॥৪—৭॥ পটৈহি শরণং গচ্ছ, এনং
 ধর্ম্মরাজম্ ॥৮—৯॥ আজ্ঞান্যো অধিক্শেবাঃ ॥১০॥ অপরাধাঃ অপরাধবন্তঃ, শেষং জীবনম্,
 বৈরশাস্ত্রং শক্রনাশম্, সংবিধায় আকৃত্যোপযাতি কুর্করপি অতীব শান্তিঃ নোপৈতীতি মরণা-
 তানি বৈরাণীতি লোকে প্রসিদ্ধম্ । অয়ন্ত মারয়িত্বাপি পুত্রপৌত্রাদিকমপি ন শেষমতীভা-

নুশিক্ষিত, উৎসাহী ও মহাবল আজ্ঞানেয় অশ্বগণ এই বীরকে বহন করিতেছে,
 ইহার কর্ম্ম সকল অলৌকিক এবং ইহার 'ভীম' এই নাম পৃথিবীতে প্রসিদ্ধি লাভ
 করিয়াছে ॥১০॥

অপরাধীরা ইহার নিকট অবশিষ্ট থাকে না এবং ইনি কখনও শত্রুতা বিশ্বৃত হন
 না ; আর অস্ত্র লোক শত্রুতার অবসান করিয়া পরে শান্তি লাভ করে ; কিন্তু ইনি
 সম্পূর্ণরূপে শত্রুতার অবসান করিয়াও শান্তি লাভ করেন না ॥১১॥

আর ইনি—ধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ, ধৈর্য্যশীল, যশস্বী, জিতেন্দ্রিয়, বুদ্ধসেবী, মনুষ্যমধ্যে
 বীর ও যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা ও শিষ্য অর্জুন ; ইনিও আমার পতি ॥১২॥

যিনি—ইচ্ছা, ভয় বা ক্রোধবশতঃ ধর্ম্ম পরিত্যাগ বা নৃশংসকর্ম্ম করেন না এবং
 যিনি অগ্নির তুল্য তেজস্বী, শত্রুবেগসহনক্ষম ও শত্রুমর্দনকারী, ইনি সেই তৃতীয়
 কুন্তীনন্দন অর্জুন ॥১৩॥

যঃ সর্বধর্মার্থবিনিশ্চয়জ্ঞো ভয়াভীনাং ভয়হর্তা মনীষী ।

যস্যোত্তমং রূপমাত্মঃ পৃথিব্যাং যং পাণ্ডবাঃ পরিরক্ষন্তি সর্বৈ ।

প্রাণৈর্গরীয়াংসমনুব্রতং বৈ স এষ বীরো নকুলঃ পতির্মে ॥১৪॥

যঃ ঋগাযোদী লঘুচিহ্নহস্তো মহাংশচ ধীমান্ সহদেবো দ্বিতীয়ঃ ।

যস্তাত্ত কৰ্ম দ্রক্ষ্যসে মূঢ়সত্ত্ব ! শতক্রতোর্বা দৈত্যসেনাস্থ সংখ্যে ॥১৫॥

শূরঃ কৃতাজ্ঞো মতিমান্ মনস্বী প্রিয়ঙ্করো ধর্মহুতস্ত রাজ্ঞঃ ।

য এষ চন্দ্রার্কসমানতেজা জঘন্জঃ পাণ্ডবানাং প্রিয়শ্চ ॥১৬॥

বুদ্ধ্যা সমো যস্ত নরো ন বিদ্যতে বক্তা তথা সংস্থ বিনিশ্চয়জ্ঞঃ ।

য এষ শূরো নিত্যমমর্ষণশ্চ ধীমান্ প্রাজ্ঞঃ সহদেবঃ পতির্মে ॥১৭॥

(বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

য ইতি । প্রাণৈর্গরীয়াংসং প্রাণাপেক্ষাপি প্রিয়তমম্, অনুব্রতমনুকূলম্ । যট্টপাদোৎসবঃ
শ্লোকঃ ॥১৪॥

য ইতি । লঘুঃ শীঘ্রসঞ্চলনশীলঃ চিত্রো বিচিত্রভ্রমণশীলশ্চ হস্তো যস্ত সঃ । সহদেবঃ
প্রাচীনো রাজবিশেষঃ । হে মূঢ়সত্ত্ব ! মূঢ়বুদ্ধে । সংখ্যে যুদ্ধে, দৈত্যসেনাস্থ মধ্যে, শতক্রতোর্বা
ইন্দ্রেশ্বরে, “বা শ্রাদ্বিকল্লোপময়োরেবার্থে চ সমুচ্চরে” ইতি বিশ্বঃ । কৃতাজ্ঞঃ শিক্ষিতাজ্ঞঃ । জঘন্জঃ
কনিষ্ঠঃ । সংস্থ বিবৃৎসু, বিনিশ্চয়জ্ঞঃ কার্যনিরূপণনিপুণঃ । অমর্ষণঃ জোদী, প্রাজ্ঞঃ পণ্ডিতশ্চ ।
একার্থে বহুভরশব্দপ্রয়োগ ঋগীণাং স্বভাবঃ ॥১৪—১৭॥

আর, যিনি—সমস্ত ধর্ম ও আর্থের নিরূপণ করিতে নিপুণ, ভয়াভীর্গণের
ভয়হর্তা ও বুদ্ধিমান, যাঁহার রূপকে সকলেই পৃথিবীর মধ্যে উত্তম বলিয়া থাকে
এবং প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম ও অনুকূল বলিয়া যাঁহাকে পাণ্ডবেরা সকলেই
সর্বপ্রকারে রক্ষা করিয়া থাকেন, ইনি সেই নকুল ; এই বীরও আমার
পতি ॥১৪॥

আর, যিনি ঋগাযোদী এবং সেই যুদ্ধের সময়ে যাঁহার হাতখানি দ্রুতবেগে
ও বিচিত্রভাবে ভ্রমণ করিয়া থাকে এবং যিনি—উদারচেতা ও বুদ্ধিমান দ্বিতীয়
সহদেবরাজার তুল্য ; আর মূঢ়বুদ্ধি জঘন্জ । যুদ্ধে দৈত্যসৈন্তের মধ্যে ইন্দ্রের
আজ যাঁহার কার্য্য তুমি দেখিতে পাইবে এবং যিনি—বীর, অস্ত্রে
শুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান, প্রশস্তচেতা, ধর্মরাজের প্রিয়কার্য্যকারী, চন্দ্র ও সূর্য্যের
তুল্য তেজস্বী এবং পাণ্ডবগণের প্রিয় ও কনিষ্ঠ ; আর বুদ্ধিতে যাঁহার তুল্য মানুষ
পৃথিবীতে নাই এবং যিনি পণ্ডিতগণের মধ্যে বক্তা, কার্য্যনিরূপণে নিপুণ, বীর,
সর্বদা অসহিষ্ণু, বুদ্ধিমান ও বিদ্বান্, ইনি সেই সহদেব ; ইনিও আমার
পতি ॥১৫—১৭॥

ত্যজ্যেৎ প্রাণান্ প্রবিশেদ্ব্যবাহং ন হেবৈষ ব্যাহরেদ্ধর্মবাহুং ।

সদা মনসী ক্ষত্রধর্মো রতশ্চ কুন্ত্যাঃ প্রাণৈরুক্তিতমো নৃবীরঃ ॥১৮॥

বিশীর্ঘ্যন্তীং নাবমিবার্ণবাস্তে রত্নাভিপূর্ণাং মকরশ্চ পৃষ্ঠে ।

সেনাং তবেমাং হতসর্ববোধাং বিকোভিতাং দ্রক্ষ্যসি পাণ্ডুপুত্রৈঃ ॥১৯॥

ইত্যেতে বৈ কথিতাঃ পাণ্ডুপুত্রা যাংস্ত্বং মোহাদবমন্ত্য প্রবৃত্তাঃ ।

যতোতেভ্যো মুচ্যসেহভিন্নদেহঃ পুনর্জন্ম প্রাপ্যসে জীব এব ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

ত্যজ্যেদিতি । প্রাণৈশ্চল্যঃ কুন্ত্যা ইষ্টতমঃ প্রিয়তমঃ, মনসী প্রশস্তচেতাঃ, সদা ক্ষত্রধর্মো রতশ্চ
এব নৃবীরঃ সহদেবঃ, প্রাণানি ত্যজ্যেৎ, হব্যবাহুময়িমপি প্রবিশেৎ, তথাপি তু ধর্মবাহুং
ধর্মবাহিভূতং বাক্যম্, ন ব্যাহরেদ্বদেৎ ॥১৮॥

বীতি । অর্ণবাস্তে সমুদ্রমধ্যে, মকরশ্চ স্বনামপ্রসিদ্ধজলজন্তু বিশেষশ্চ পৃষ্ঠে লগ্নিষ্যেতি শেষঃ,
বিকোভিতামাদৌ তদুট্টকেনে ন সঞ্চালিতাম্, পরঞ্চ বিশীর্ঘ্যন্তীং বিশীর্ঘ্যমাণাম্, রত্নাভিপূর্ণাম্, নাবাং
তরণিমিব, তবেমাং সেনাম্, পাণ্ডুপুত্রাদৌ বিকোভিতাং গ্রহায়েণ সঞ্চালিতাম্, পরঞ্চ হতাঃ সর্বে
যোধা যোদ্ধারো যত্নাতাং তাদৃশীং দ্রক্ষ্যসি ॥১৯॥

ইতীতি । কথিতা বর্ণিতাঃ । প্রবৃত্তো মদগহরণ ইতি শেষঃ । জীবো জীবন্মবে ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

তাস্ত্বং দীর্ঘকোপিষ্মুক্তম্ ॥১১—১৩॥ যং পরিব্রজন্তি ন নকুল ইতি ঘয়োঃ সধ্বজঃ ॥১৪॥ যুগলবৎ ।
যুগলবৎ ! শতক্রতোর্বা শতক্রতোরিব ॥১৫—১৬॥ জীব এব জীবন্মবে অমৃতম্বেব পুনর্জন্ম
প্রাপ্যাসে ॥২০—২১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে চতুর্বিংশত্যধিক-

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২২৪॥

কুন্তীদেবীর প্রাণের তুল্য প্রিয়তম, প্রশস্তচিত্ত এবং সর্বদা ক্ষত্রিয়ধর্ম নিরত এই
মহমুদ্রাবীর সহদেব বরং প্রাণ পরিত্যাগও করিতে পারেন এবং অগ্নিতে প্রবেশও করিতে
পারেন, কিন্তু ধর্মবাহিভূত বাক্য বলিতে পারেন না ॥১৮॥

রত্নপূর্ণ নৌকা যেমন সমুদ্রের মধ্যে মকরের পৃষ্ঠে লাগিয়া প্রথমে বিক্ষুব্ধ
হইয়া পরে ভাঙ্গিয়া যায়, তেমন পাণ্ডবেরা তোমার এই বাহিনীকে প্রথমে বিক্ষুব্ধ
করিয়া, পরে ইহার সমস্ত যোদ্ধাকে সংহার করিবেন; তুমি ইহা দেখিতে
পাইবে ॥১৯॥

তুমি মোহবশতঃ বাঁহাদিককে অবজ্ঞা করিয়া আমাকে হরণ করিতে প্রবৃত্ত
হইয়াছ, এই সেই পাণ্ডবগণের বর্ণনা করিলাম । তুমি যদি অক্ষত শরীরে
ইহাদের হাত হইতে মুক্ত হইতে পার, তবে জীবিত থাকিয়াই পুনর্জন্ম লাভ
করিবে ॥২০॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ পার্থাঃ পঞ্চ পঞ্চেন্দ্রকল্পান্ত্যক্তাঃ ত্রস্তান্ প্রাঞ্জলীংস্তান্ পদাতীন্ ।

রথানীকং শরবর্ষাক্ষকারং চত্ব্বুঃ ক্রুদ্ধাঃ সর্ববতঃ সন্নিগৃহ ॥২১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি দ্রোপদী-
হরণে দ্রোপদীবাক্যে চতুর্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥ *

—ঃঃ—

পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

সন্তীর্ণত প্রহরত তূর্ণং বিপরিধাবত ।

ইতি স্ম সৈন্ধবো রাজা চোদয়ামাস তান্ নৃপান্ ॥১॥

ততো ঘোরতমঃ শব্দো রণে সমভবত্তদা ।

ভীমার্জুনযমান্ দৃষ্ট্বা সৈন্যানাং সযুধিষ্ঠিরান্ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । রথানীকং রথিসৈন্যম্, শরবর্ষণে অক্ষকারো যত্র তত্র । সন্নিগৃহ্ অভিভূয় ॥২১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি দ্রোপদীহরণে

চতুর্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—ঃঃ—

সমিতি । সন্তীর্ণত ন পলায়নম্ । স্মেতি পাদপূরণে, সৈন্ধবো জয়জ্ঞথঃ ॥১॥

তত ইতি । শব্দঃ কোলাহলঃ । যস্মৈ নকুলসহদেবো । সযুধিষ্ঠিরান্ যুধিষ্ঠিরসহিতান্ ॥২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর পঞ্চেন্দ্রতুল্য পঞ্চ পাণ্ডব ক্রুদ্ধ হইয়া, ভীত ও কৃতাজ্ঞলি সেই পদাতিসৈন্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া, সকল দিক্ হইতে আক্রমণ-পূর্বক শরবর্ষণদ্বারা রথী সৈন্যগণকে অক্ষকারাচ্ছন্ন করিলেন ॥২১॥

—ঃঃ—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তদনন্তর রাজা জয়জ্ঞথ সেই রাজপুত্রদিগকে এইভাবে যুদ্ধে প্রণোদিত করিলেন যে, “আপনারা দাঁড়ান, প্রহার করুন এবং সকল দিক্ হইতে খাবিত হউন” ॥১॥

* ‘...উনবষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...একোনসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...সপ্ত-
ত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...একসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

(১)---ইতি স্ম সৈন্ধবো রাজা—পি ।

শিবিসৌবীরসিন্ধুন্যং বিষাদশ্চাপ্যজায়ত ।
 তান্ দৃষ্ট্বা পুরুষব্যাত্তান্ ব্যাত্তানিব বলোৎকটান্ ॥৩॥
 হেমচিত্রসমুৎসেধাং সৰ্বশৈক্যায়সীং গদাম্ ।
 প্রগৃহ্যভ্যদ্রবস্ত্রীমঃ সৈন্ধবং কালচোদিতম্ ॥৪॥
 তদন্তরমথাবৃত্য কোটিকাস্ত্রোহভ্যহারয়ৎ ।
 মহতা রথবংশেন পরিবার্য্য বুকোদরম্ ॥৫॥
 শক্তিতোমরনারাচৈবীরবাহুপ্রচোদিতৈঃ ।
 কীর্য্যমাণোহপি বহুভিন্ন স ভীমোহভ্যকম্পত ॥৬॥
 গজন্তু সগজারোহং পদাতীংশ্চ চতুর্দশ ।
 জঘান গদয়া ভীমঃ সৈন্ধবধ্বজিনীমুখে ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

শিবীতি । শিবয়ন্তবংশীয়াঃ সৌবীরসিন্ধবশ্চ তত্তদদেশীয়াস্তেষাম্ ॥৩॥

হেমেন্তি । ভীমঃ, হেমা হেমপট্টবেষ্টেন চিত্রো বিচিত্রঃ সমুৎসেধ উপরিভাগো যত্নাস্তাম্, তথা সর্কেষেব অবয়বেষু শৈক্যায়সী শৈক্যানামকলঘুলোহনির্ম্মিতেতি সৰ্বশৈক্যায়সী তাং গদাং প্রগৃহ্য, পরাক্রয়ান্ন কালচোদিতং সৈন্ধবং জয়দ্রথমভ্যদ্রবং ॥৪॥

তদিতি । অথ কোটিকাস্ত্রদ্রব্যঃ প্রাপ্তভ্রো রাজপুত্রঃ, মহতা রথানাং বংশেন সমূহেন, তয়োর্ভীমজয়দ্রথয়োঃ অন্তরং মধ্যদেশম্, আবৃত্য নিরুধ্য, বুকোদরং পরিবার্য্য নিবার্য্য চ, অভ্যহারয়ৎ ভীমং প্রতি অস্ত্রাণি কৃক্ষিপৎ ॥৫॥

শক্তীতি । বীরবাহুভিঃ প্রচোদিতৈর্নিক্ষিপ্তৈঃ । কীর্য্যমাণোহপি আচ্ছাদ্যমানোহপি ॥৬॥

গজমিতি । সগজারোহম্ আরোহিনহিতম্ । সৈন্ধবস্ত ধ্বজিনীমুখে সেনাগ্রে ॥৭॥

তাহার পর যুদ্ধে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে দেখিয়া তখনই জয়দ্রথের সৈন্যগণের মধ্যে ঘোরতর কোলাহল উত্থিত হইল ॥২॥

এবং ব্যাঘ্রের আয় বলমন্ত সেই পুরুষশ্রেষ্ঠগণকে দেখিয়া শিবিবংশীয় ও সিন্ধু-সৌবীরদেশীয় রাজগণের বিষাদ জন্মিল ॥৩॥

বাহার উপরিভাগ স্বর্ণপট্টবেষ্টিত এবং সর্ম্মন্ত ভাগ শৈক্যালোহে নির্ম্মিত ছিল, সেই গদা ধারণ করিয়া ভীমসেন কালপ্রেরিত জয়দ্রথের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥৪॥

তাহার পর কোটিকাস্ত্র বিশাল রথসমূহদ্বারা ভীম ও জয়দ্রথের মধ্যস্থান আবৃত করিয়া ভীমকে নিবারণপূর্ব্বক অস্ত্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥৫॥

তখন বীরগণনিক্ষিপ্ত বহুতর শক্তি, তোমর ও নারাচদ্বারা আবৃত হইয়াও ভীমসেন বিচলিত হইলেন না ॥৬॥

পার্থঃ পঞ্চশতান্ শূরান্ পার্শ্বতীয়ান্ মহারথান্ ।
 পরীক্ষমানঃ সৌবীরং জঘান ধ্বজিনীমুখে ॥৮॥
 রাজা স্বয়ং স্রবীরাণাং প্রবরাণাং প্রহারিণাম্ ।
 নিমেষমাত্রেন শতং জঘান সমরে তদা ॥৯॥
 দদৃশে নকুলস্তত্র রথাং প্রস্কন্দ্য খড়্গধ্বজক্ ।
 শিরাংসি পাদরক্ষাণাং বীজবৎ প্রবপন্ মুহুঃ ॥১০॥
 সহদেবস্ত সংযায় রথেন গজযোধিনঃ ।
 পাতয়ামাস নারাচৈর্দ্রুমৈভ্য ইব বর্হিণঃ ॥১১॥
 তত্শিগর্তঃ সধনুরবতীৰ্য্য মহারথাং ।
 গদয়া চতুরো বাহান্ রাজন্তস্তস্মৈ তদাবধৌ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

পার্থ ইতি । পার্শ্বোচ্ছ্রুণঃ, অত্রোবাং পৃথগুপাদানাং । পরীক্ষমানো ধর্জুর্মিচ্ছন্ ॥৮॥
 রাজেতি । রাজা যুধিষ্ঠিরঃ, স্রবীরাণাং সৌবীরদেশীয়ানাং, প্রহারিণাং যোদ্ধৃণাম্ ॥৯॥
 দদৃশ ইতি । প্রস্কন্দ্য অবপ্লুত্য । পাদরক্ষাণাং রথচক্ররক্ষাকাণাম্, প্রবপন্ নিপাতয়ন্ ॥১০॥
 সহেতি । গজযোধিনো বিপক্ষসৈন্তান্ । বর্হিণো ময়ূরান্ ॥১১॥
 তত ইতি । ত্রিগর্ত্ত্ত্রিগর্ত্ত্ত্রাজঃ । বাহান্ অশ্বান্, রাজো যুধিষ্ঠিরস্ত ॥১২॥

পরন্তু ভীমসেন গদাঘারা জয়দ্রথসৈন্তের সম্মুখভাগে অবস্থিত চৌদ্দ জন পদাতিকে এবং আরোহীর সহিত একটা হাতীকে সংহার করিলেন ॥৭॥

অর্জুন জয়দ্রথকে ধরিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার সৈন্তের সম্মুখভাগে পাঁচ শত পার্শ্বত্যা মহারথ বীরকে বধ করিলেন ॥৮॥

তখন রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং নিমেষের মধ্যে সৌবীরদেশীয় প্রধান এক শত যোদ্ধাকে নিহত করিলেন ॥৯॥

সেই সময়ে ইহাও দেখা গেল যে, নকুল খড়্গধারণপূর্বক রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ধাত্তাদিবীজের আয় চক্ররক্ষী সৈন্তগণের মস্তক সকল মুহূর্মুহুঃ নিপাতিত করিতেছেন ॥১০॥

এবং সহদেবও রথারোহণপূর্বক জয়দ্রথের সৈন্ত মধ্যে প্রবেশ করিয়া নারাচদ্বারা বৃক্ষ হইতে ময়ূরসমূহের আয় গজারোহীদিগকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন ॥১১॥

তাহার পর ধনুর্ধর ত্রিগর্ত্তরাজ মহারথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তখনই গদাঘারা যুধিষ্ঠিরের রথের চারিটা অশ্বকেই বধ করিলেন ॥১২॥

তমভ্যাসগতং রাজা পদাতিং কুস্তিনন্দনঃ ।
 অর্দ্ধচন্দ্রেণ বাণেন বিব্যাধোরসি ধর্মরাট্ ॥১৩॥
 স ভিন্নহৃদয়ো বীরো বক্ত্রাচ্ছোণিতমুদ্রমন্ ।
 পপাতাভিমুখং প্রাপ্তশ্চিন্নমূল ইব ক্রমঃ ॥১৪॥
 ইন্দ্রসেনদ্বিতীয়স্ত রথাত্ প্রক্ষল্য ধর্মরাট্ ।
 হতশ্বঃ সহদেবস্ত প্রতিপেদে মহারথম্ ॥১৫॥
 নকুলং হৃভিসন্ধায় ক্ষেমঙ্করমহামুখো ।
 উভাবুভয়তন্তৌক্সে শরবর্ষৈরবর্ষতাম্ ॥১৬॥
 তোমরৈরভিবর্ষন্তৌ জীমূতাবিব বার্ষিকৌ ।
 ঐকৈকেন বিপাঠেন জ্বলে মাদ্রবতীহৃতঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । অভ্যাসগতং সমীপোপস্থিতম্ । উরসি বক্ষসি ॥১৩॥
 ন-ইতি । ভিন্নহৃদয়ো বিদৌর্বক্ষাঃ । অভিমুখং যুধিষ্ঠিরশ্চৈব ॥১৪॥
 ইন্দ্রেতি । প্রক্ষল্য হতশ্ববাদেবাবধূতা । প্রতিপেদে প্রাপ আকরোহেত্যর্থঃ ॥১৫॥
 নকুলমিতি । ক্ষেমঙ্করমহামুখো তদাখ্যো বীরো । উভয়ত উভয়দিগ্ভ্যাম্ ॥১৬॥
 তোমরৈরিতি । জীমূতো স্বেষাবিব, বার্ষিকৌ বর্ষাকালীনৌ । বিপাঠেন তদাখ্যো-
 নাস্ত্রেণ ॥১৭॥

তখন যুধিষ্ঠির অর্দ্ধচন্দ্রবাণদ্বারা নিকটবর্তী ও পাদচারী ত্রিগর্ভরাজের বক্ষস্থল বিদ্ধ
 করিলেন ॥১৩॥

তাহাতেই ত্রিগর্ভরাজের বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইয়া গেল ; তাই সম্মুখাগত বীর
 ত্রিগর্ভরাজ মুখ হইতে রক্ত বমন করিতে থাকিয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের গ্রায় ভূতলে পতিত
 হইলেন ॥১৪॥

তখন অশ্বগুলি নিহত হইয়াছিল বলিয়া যুধিষ্ঠির নিজ সারথি ইন্দ্রসেনের
 সহিত রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া যাইয়া সহদেবের বিশাল রথে আরোহণ
 করিলেন ॥১৫॥

এদিকে ‘ক্ষেমঙ্কর’ ও ‘মহামুখ’ নামক দুই মহাবীর নকুলকে লক্ষ্য করিয়া, দুই
 দিক হইতেই তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥১৬॥

এক বর্ষাকালের দুই খণ্ড মেঘের গ্রায় তাঁহারা নকুলের উপরে তোমরও
 বর্ষণ করিতে থাকিলেন ; তখন নকুল এক একটা বিপাঠ অস্ত্রদ্বারা তাঁহাদিগকে বধ
 করিলেন ॥১৭॥

ত্রিগৰ্ভরাজঃ সুরথস্তস্মাৎ রথধূগতঃ ।
 রথমাক্ষেপয়ামাস গজেন গজযানবিৎ ॥১৮॥
 নকুলস্তপভীস্তস্মাদ্রথাক্ষস্মাসিপাণিমান্ ।
 উদ্ভ্রাম্য স্থানমাস্থায় তস্থৌ গিরিবিবাচনঃ ॥১৯॥
 সুরথস্তং গজবরং বধায় নকুলস্ত তু ।
 প্রেষয়ামাস সক্রোধমভ্যুচ্ছিতকরং ততঃ ॥২০॥
 নকুলস্তস্ত নাগস্ত সমীপপরিবর্তিনঃ ।
 সবিধাণং ভুজং মূলে খড়েগন নিরকুন্তত ॥২১॥
 ন বিনশ্য মহানাদং গজঃ কঙ্কণভূষণঃ ।
 পতনবাক্শিরা ভূমৌ হস্ত্যারোহমপোথয়ৎ ॥২২॥
 স তৎ কৰ্ম্ম মহৎ কৃত্বা শূরো মাদ্রবতীহতঃ ।
 ভীমসেনরথং প্রাপ্য শৰ্ম্ম লেভে মহারথঃ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

জীতি । ত্রিগৰ্ভরাজঃ অপরঃ । রথধূগতো রথাস্থিকগতঃ ॥১৮॥
 নকুল ইতি । অপভীর্নির্ভয়ঃ । উদ্ভ্রাম্য চৰ্ম্মাসী ঘূর্ণয়িত্বা, স্থানং ভূতলম্ ॥১৯॥
 সুরথ ইতি । অভ্যুচ্ছিতকরং নকুলং প্রতি উত্তোলিতশুণ্ডম্ ॥২০॥
 নকুল ইতি । নাগস্ত হস্তিনঃ । সবিধাণং সদন্তম্, ভুজং শুণ্ডাম্ ॥২১॥
 ন ইতি । কঙ্কণং শেখরং, “কঙ্কণং শেখরে হস্তস্বত্রমণ্ডনয়োঃপি” ইতি বিশ্বঃ ॥২২॥

তাহার পর হস্তিযাননিপুণ ‘সুরথ’-নামক অপর একজন ত্রিগৰ্ভরাজ নকুলের
 রথের নিকটবর্তী হইয়া হস্তীদ্বারা সেই রথখানাকে আকর্ষণ করাইলেন ॥১৮॥

তখন অসি-চৰ্ম্মধারী নির্ভয়চিত্ত নকুল সেই অসি-চৰ্ম্ম ঘুরাইতে ঘুরাইতে রথ
 হইতে ভূতলে নামিয়া পর্বতের শ্রায় অচল হইয়া দাঁড়াইলেন ॥১৯॥

তদনন্তর সুরথ নকুলকে বধ করিবার জন্ত ক্রোধের সহিত সেই উত্তোলিতশুণ্ড
 হস্তিবরকে প্রেরণ করিলেন ॥২০॥

সেই হস্তী নিকটবর্তী হইলে, নকুল খড়্গদ্বারা দন্তের সহিত তাহার শুঁড়টাকে
 মূলদেশেই ছেদন করিলেন ॥২১॥

তখন শিরোভূষণভূষিত সেই হস্তী বিশাল গর্জন করিয়া অধোমুখ হইয়া ভূতলে
 পতিত হইতে থাকিয়া আরোহীকে নিষ্পেষিত করিল ॥২২॥

(১৯)---উদ্ভ্রাম্য স্থানমাস্থায়—বা ব কা, ...উদ্ভ্রাম্য স্থানমাস্থা—পি । (২২) : গজঃ
 কঙ্কণভূষণঃ—পি ।

ভীমস্তাপততো রাজ্ঞঃ কোটিকাস্ত্রস্ত সঙ্গরে ।
 সূতস্ত্র হৃদতো বাহান্ ক্ষুরপ্রোণাহরচ্ছিরঃ ॥২৪॥
 ন বুবোধ হতং সূতং স রাজা বাহুশালিনা ।
 তস্ত্রাশ্বা ব্যদ্রবন্ সংখ্যে হতসূতান্ততন্ততঃ ॥২৫॥
 বিমুখং হতসূতং তং ভীমঃ প্রহরতাং বদঃ ।
 জঘান তলযুক্তেন প্রাসেনাভ্যেত্য পাণ্ডবঃ ॥২৬॥
 দ্বাদশানান্ত সর্বেষাং সৌবীরাণাং ধনঞ্জয়ঃ ।
 চকর্ত নিশিতৈর্ভলৈর্ধনুংষি চ শিরাংসি চ ॥২৭॥
 শিবীনিষ্ঠাকুমুধ্যাংশ্চ ত্রিগর্তান্ সৈন্ধবানপি ।
 জঘানাতিরথঃ সংখ্যে বাণগোচরমাগতান্ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । তং গজবধরূপম্ । শর্পং বস্তি ॥২৩॥
 ভীম ইতি । আপতত আগচ্ছতঃ, সঙ্গরে যুদ্ধে । হৃদতলয়জঃ, বাহান্ অশ্বান্ ॥২৪॥
 নেতি । স কোটিকাস্ত্রঃ, বাহুশালিনা ভীমেন । সংখ্যে যুদ্ধে ॥২৫॥
 বিমুখমিতি । তং কোটিকাস্ত্রম্ । তলযুক্তেন যুষ্টিসমর্থিতেন ॥২৬॥
 দ্বাদশানামিতি । সৌবীরাণাং সৌবীরদেশীয়ানাং বীরাণাম্ ॥২৭॥
 শিবীনিতি । সৈন্ধবান্ সিদ্ধুদেশীয়ান্ । অতিরথঃ অর্জুনঃ, সংখ্যে যুদ্ধে ॥২৮॥

ভারতভাবদীপঃ

সম্বিত্তিতেতি ১১—৪১ । অন্তরমত্যাহারয়ং ভীমজয়ত্মবর্ষোদ্যে প্রবেশেন ব্যবধানং কৃতবান্,
 রথবর্গেন রথবর্গেণ ১৫—২০ । সবিধাণং ভূজম্, সদস্তং শুণ্ডদণ্ডম্, যুগে গণ্ডপ্রদেহে ২১—২৫ ॥

এদিকে বীর ও মহারথ নকুল সেই গুরুতর কার্য্য করিয়া ভীমসেনের রথে উঠিয়া
 স্বস্তি লাভ করিলেন ॥২৩॥

কোটিকাস্ত্ররাজা যুদ্ধে ভীমের দিকে আসিতেছিলেন এক তাঁহার সারথি
 ঘোড়াগুলিকে চালাইতেছিল; এই সময়ে ভীম ক্ষুরপ্রদ্বারা সেই সারথির
 মস্তকচ্ছেদন করিলেন ॥২৪॥

ভীম সারথিকে যে বধ করিয়াছেন, তাহা কোটিকাস্ত্র বুঝিতেই পারিলেন
 না; কিন্তু সারথি নিহত হওয়ায় তাঁহার ঘোড়াগুলি যুদ্ধে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে
 লাগিল ॥২৫॥

তখন যোদ্ধাপ্রোষ্ঠ ভীমসেন নিকটবর্তী হইয়া যুষ্টিযুক্ত প্রাসদ্বারা পরাধ্বুত ও
 হতসারথি সেই কোটিকাস্ত্রকে বধ করিলেন ॥২৬॥

এদিকে অর্জুন নিশিত ভল্লদ্বারা সৌবীরদেশীয় বার জন বীরের মধ্যে সকলেরই
 ধনু ও মস্তক ছেদন করিলেন ॥২৭॥

সাদিতাঃ প্রত্যদৃশ্যন্ত বহবঃ সব্যসাচিনা ।
 সপতাকাশচ মাতঙ্গাঃ সধ্বজাশচ মহারথাঃ ॥২৯॥
 প্রাচ্ছাণ্ড পৃথিবীং তস্মুঃ সর্বমায়োধনং প্রতি ।
 শরীরাগ্যশিরস্কানি বিদেহানি শিরাংসি চ ॥৩০॥
 শৃগৃধকঙ্কাকোল-ভাসগোমাম্বুবায়সাঃ ।
 অতৃপ্যংস্তত্র বীরাণাং হৃতানাং মাংসশোণিতৈঃ ॥৩১॥
 হতেষু তেষু বীরেষু সিন্ধুরাজো জয়দ্রথঃ ।
 বিমুচ্য কৃষ্ণাং সন্ত্রস্তঃ পলায়নমনাইভবৎ ॥৩২॥
 স তস্মিন্ সঙ্কুলে সৈন্তে দ্রৌপদীমবতারণ্য তাম্ ।
 প্রাণপ্রাপ্সুরুপাধাবদনং তত্র নরাধমঃ ॥৩৩॥
 দ্রৌপদৌ ধর্মরাজস্ত দৃক্। ধৌম্যপুরুষতাম্ ।
 মাদ্রৌপুত্রেন বীরেন রথমারোপয়ন্তদা ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

সাদিতা ইতি । সাদিতা নিপাতিতাঃ । মহাস্তো রথা মহারথাঃ ॥২৯॥
 প্রাচ্ছাণ্ডেতি । পৃথিবীং ভূমিঃ, আয়োজনং যুদ্ধম্, যুদ্ধস্ত সর্বং স্থানমিত্যর্থঃ ॥৩০॥
 যেতি । কঙ্কাঃ পক্ষিশিখাঃ, কাকোলা দ্রোণকাকাঃ, বায়সাঃ সাধারণকাকাঃ ॥৩১॥
 হতেষু ইতি । পলায়নমনাঃ পলায়নেন্দ্রুঃ । বিসর্গলোপেহপি সন্ধিরার্থঃ ॥৩২॥
 স ইতি । সঙ্কুলে বিশৃঙ্খলে । অবতারণ্য স্বরথাং । প্রাণপ্রাপ্সুঃ প্রাণরক্ষণেচ্ছাঃ ॥৩৩॥

এং অতিরথ অর্জুন যুদ্ধে বাণপথে উপস্থিত হওয়ামাত্রই শিবি ও ইন্দ্রকুবংশীয়
 এবং ত্রিগর্ত ও সিন্ধুদেশীয় বীরদিগকে সংহার করিলেন ॥২৮॥

ক্রমে দেখা গেল—অর্জুন পতাকার সহিত বহুতর হস্তীকে এবং ধ্বজের সহিত
 অনেক বড় বড় রথকে নিপাতিত করিয়াছেন ॥২৯॥

তখন মস্তকশূন্য বহুতর দেহ এক দেহশূন্য বহুতর মস্তক সমগ্র যুদ্ধস্থানটাকে
 আবৃত করিয়া রহিয়াছিল ॥৩০॥

সেই সময়ে কুকুর, হাড়গিলা, দাঁড়কাক, ভাস, শৃগাল ও সাধারণ কাক সকল
 নিহত বীরগণের রক্ত ও মাংসদ্বারা তৃপ্তি লাভ করিতে লাগিল ॥৩১॥

সেই বীরগণ নিহত হইলে, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ অত্যন্ত ভীত হইয়া দ্রৌপদীকে
 পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥৩২॥

ক্রমে সেই নরাধম জয়দ্রথ আপন রথ হইতে দ্রৌপদীকে নামাইয়া দিয়া প্রাণ-
 রক্ষার জন্য বনের ভিতরে ধাবিত হইল ॥৩৩॥

(৩৩)....বনং যেন নরাধমঃ—বা ব কা পি ।

ততস্তদ্বিদ্ভ্রতং সৈন্যমপযাতে জয়দ্রথে ।

আদিশ্চাদিশ্চ নারীচৈরাজধান বৃকোদরঃ ॥৩৫॥

সব্যসাচী তু তং দৃষ্ট্বা পলায়ন্তং জয়দ্রথম্ ।

বারয়ামাস নিম্নন্তং ভীমং সৈন্ধবসৈনিকান্ ॥৩৬॥

অর্জুন উবাচ ।

যন্তাপচারাং প্রাপ্তোহয়মস্মান্ ক্লেশো দুৰাসদঃ ।

তমস্মিন্ সমরোদ্দেশে ন পশ্যামি জয়দ্রথম্ ॥৩৭॥

তমেবান্বিম ভদ্রং তে কিং তে যোধৈর্নিপাতিতৈঃ ।

অনামিষমিদং কৰ্ম্ম কথং বা মন্যতে ভবান্ ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

দ্রৌপদীমিতি । মাত্রীপুঞ্জেন সহদেবেন, তদীয়রথ এব ধর্ম্মরাজস্ত প্রারোহণাৎ ॥৩৪॥

তত ইতি । বিজ্ঞতং পলায়িতম্ । আদিশ্চাদিশ্চ তিষ্ঠ তিষ্ঠেত্যাজ্ঞায়াজ্ঞার ॥৩৫॥

নব্যোতি । সৈন্ধবস্ত জয়দ্রথস্ত সৈনিকান্ নিম্নন্তং ভীমং বারয়ামাস ॥৩৬॥

যন্তোতি । অপচারাৎপ্রাপ্তোহয়মস্মান্ যুদ্ধভূমৌ ॥৩৭॥

তমিতি । অস্মিন্ অস্মিন্ । ইদং যোধনিপাতনরূপং কৰ্ম্ম, ন বিজ্ঞতে আমিষং লোভোঁ
যস্মিন্ত্বং, অবাঞ্ছনীয়মিত্যর্থঃ, “আমিষং পললে লোভে” ইত্যাদিবিধঃ ॥৩৮॥

ভারতভাবদীপঃ

তলযুক্তেন মুষ্টিযুক্তেন । “তলং সক্রপে” ইত্যুপক্রম্য “চপেটে চ ৎসরা” বিতি মেদিনী । ৎসরঃ
খড়্গাদিমুষ্টিঃ ॥২৬—৩৪॥ আদিশ্চ নাম বিশ্রাব্য ॥৩৫॥ সৈনিকান্ নিম্নন্তং ভীমং বারয়ামাস

তখন যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে ধোম্যপুরোহিতের সন্মুখবর্ত্তিনী দেখিয়া তখনই সহদেব-
দ্বারা তাঁহাকে আপন রথে আরোহণ করাইলেন ॥৩৪॥

ওদিকে জয়দ্রথ পলায়ন করিলে তাঁহার সৈন্যগণও পলায়ন করিতে লাগিল ;
তখন ভীমসেন ‘দাঁড়া দাঁড়া’ বলিয়া আদেশ করিয়া করিয়া নারীচদ্বারা তাহাদিগকে
বধ করিতে লাগিলেন ॥৩৫॥

জয়দ্রথ পলায়ন করিয়াছে এবং ভীম তাহার সৈন্য বিনাশ করিতেছেন, ইহা
দেখিয়া অর্জুন ভীমকে নিবারণ করিলেন ॥৩৬॥

অর্জুন বলিলেন—“যাহার অত্যাচারে আমাদের এই দুঃসহ কষ্ট উপস্থিত
হইয়াছে, সেই জয়দ্রথকেই এই সমরস্থলে দেখিতেছি না ॥৩৭॥

অতএব তাহারই অন্বেষণ করুন ; আপনার মঙ্গল হউক ; এই যোদ্ধগণকে
বিনাশ করায় আপনার কি ফল হইবে ? এটা ত অবাঞ্ছনীয় কার্য্য । আপনিই বা কি
মনে করেন ?” ॥৩৮॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইত্যুক্তো ভীমসেনস্ত গুড়াকেশেন ধীমতা ।
 যুধিষ্ঠিরমভিপ্রেক্ষ্য বাগ্মী বচনমব্রবীৎ ॥১৯॥
 হতপ্রবীরা রিপবো ভূয়িষ্ঠং বিজ্ঞতা দিশঃ ।
 গৃহীত্বা দ্রৌপদীং রাজন্ ! নিবর্ততু ভবানিতঃ ॥২০॥
 যমাত্যাং সহ রাজেশ্ব ! ধৌম্যেন চ মহাত্মনা ।
 প্রাপ্যাত্মমপদং রাজন্ ! দ্রৌপদীং পরিসাস্তুয় ॥২১॥
 নহি মে মোক্ষ্যতে জীবন্ মৃতঃ সৈন্ধবকো নৃপঃ ।
 পাতালতলসংস্থোহপি যদি শক্ৰোহস্ত সারথিঃ ॥২২॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ন হন্তব্যো মহাবাহো ! দুরাত্মাপি স সৈন্ধবঃ ।
 দুঃশলামভিসংস্থ্য গান্ধারীঞ্চ যশস্বিনীম্ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি । গুড়াকা নিত্রা ওস্তা ঈশো নিয়ন্তা তেন জিতনিশ্চোজ্জ্বলেনেত্যর্থঃ ॥২০॥
 হতেতি । হতাঃ প্রকৃষ্টা বীরা যेषাং তে । ভূয়িষ্ঠং বহুলাং যথা স্তাস্থা ॥২১॥
 যমাত্যামিতি । যমাত্যাং নকুলসহদেবাত্যাম্ । আশ্রমপদমাশ্রমস্থানম্ ॥২২॥
 নহীতি । সৈন্ধবকো জয়দ্রথঃ, কুংসায়ঃ কপ্ততায়ঃ । সারথিঃ সহায়ঃ ॥২৩॥
 নেতি । সৈন্ধবো জয়দ্রথঃ । অভিসংস্থ্য জ্যেষ্ঠতাত্ত্বনয়ায়া দুঃশলাম্ বৈধবাত্যাতনাম্
 ইয়ন্ত্য কালং যাবচ্ছোকানহভবেন যশস্বিত্যাক্ষ গান্ধারীয়াঃ শোকং বিভাব্যেতি ভাবঃ ॥২৩॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন—বুদ্ধিমান্ অর্জুন এই কথা বলিলে, বাগ্মী ভীমসেন
 যুধিষ্ঠিরের দিকে চাহিয়া এই কথা বলিলেন—॥১৯॥

“মহারাজ । শক্রপক্ষের প্রধান প্রধান বীরই নিহত হইয়াছে এবং অনেকে
 নানাদিকে পলায়ন করিয়াছে ; অতএব আপনি দ্রৌপদীকে লইয়া এস্থান হইতে
 ফিরিয়া যান ॥২০॥

রাজশ্রেষ্ঠ রাজা । মহাত্মা ধৌম্যপুরুষোহিত এবং নকুল ও সহদেবের সহিত আপনি
 আশ্রমে যাইয়া দ্রৌপদীকে আশ্রয় করুন ॥২১॥

জয়দ্রথ যদি পাতালেও যাইয়া থাকে এবং ইন্দ্রও যদি তাহার সহায় হন, তথাপি
 সে মূর্থ জীবিত অবস্থায় আমার নিকট হইতে মুক্তি পাইবে না” ॥২২॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“মহাবাহু । জয়দ্রথ দুরাত্মা হইলেও, দুঃশলার বিষয় এবং
 যশস্বিনী গান্ধারীর বিষয় ভাবিয়া তাহাকে বধ করিও না” ॥২৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তচ্ছ্রদ্ধা দ্রোপদৌ ভীমমুবাচ ব্যাকুলেন্দ্রিয়া ।
 কুপিতা হ্রীমতী প্রাত্ৰা পতৌ ভীমার্জুনাবুভৌ ॥৪৪॥
 কর্তব্যক্ষেপে প্রিয়ং মহং বধ্যঃ স পুরুষাধমঃ ।
 সৈন্ধবাপসদঃ পাপো দুৰ্ম্মতিঃ কুলপাংসনঃ ॥৪৫॥
 ভার্যাপহর্তা যো বৈরী যচ্চ রাজ্যহরো রিপুঃ ।
 যাচমানোহপি সংগ্রামে ন মোক্তব্যঃ কথঞ্চন ॥৪৬॥
 ইত্যুক্তৌ তৌ নরব্যাত্ত্রৌ যযতুৰ্যত্র সৈন্ধবঃ ।
 রাজা নিববৃতে কৃষ্ণামাদায় সপুৰোহিতঃ ॥৪৭॥
 স প্রবিশ্যাশ্রমপদং ব্যপবিক্রবুধীমঠম্ ।
 মার্কণ্ডেয়াদিভির্বিপ্রৈরনুকীর্ণঃ দদর্শ হ ॥৪৮॥

ভারতকৌমুদী

তদ্বিতি । ‘ভীমঃ ভয়ঙ্করঃ যথা শ্রাত্বা উবাচ, ব্যাকুলেন্দ্রিয়া ক্ষুদ্রচিত্তা, হ্রীমতী লজ্জাবতী, অপরাধিনো মৃত্যুদ্যাদেশাদিতি ভাবঃ ॥৪৪॥

কর্তব্যমিতি । মহং মম । সৈন্ধবচ্চাসৌ অপগদৌ নিকৃষ্টচেতি সঃ ॥৪৫॥

ভাৰ্য্যেতি । যাচমানোহপি নিজমুক্তিমিতি শেবঃ ॥৪৬॥

ইতীতি । তৌ ভীমার্জুনৌ । রাজা যুধিষ্ঠিরঃ, সপুৰোহিতো ধোম্যসহিতঃ ॥৪৭॥

স ইতি । ব্যপবিক্রা দ্রোপদীহরণকালীনসংঘর্ষণে বিশৃঙ্খলীকৃত্য বৃদ্ধ স্বধৌগামাননানি মঠাশ্রমাবাসাচ্চ যত্র তৎ । অনুকীর্ণং ব্যাপ্তম্ ॥৪৮॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—যুধিষ্ঠিরের সেই কথা শুনিয়া বুদ্ধিমতী দ্রোপদী ক্রুদ্ধা ও লজ্জিতা হইয়া ক্ষুদ্রচিত্তে ও ভয়ঙ্করভাবে ভীম ও অৰ্জুন—দুই স্বামীকেই কহিলেন—॥৪৪॥

“আমার প্রিয়কার্য্য যদি আপনাদের কর্তব্য হয়, তবে সেই নরাধম, পাপাত্মা, দুৰ্ম্মতি ও কুলদুষক নিকৃষ্ট সিদ্ধুরাজকে বধই করিবেন ॥৪৫॥

যে লোক ভার্য্যাপহারী শত্রু এবং যে ব্যক্তি রাজ্যাপহারী বৈরী, সে যদি যুদ্ধে যুক্তি প্রার্থনাও করে, তথাপি কোন প্রকারেই তাহাকে যুক্ত করা উচিত নহে” ॥৪৬॥

দ্রোপদী এইরূপ বলিলে, নরশ্রেষ্ঠ ভীম ও অৰ্জুন—যেদিকে জয়দ্রথ গিয়াছিলেন, সেই দিকে প্রস্থান করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরও দ্রোপদীকে লইয়া ধোম্যপুৰোহিতের সহিত আশ্রমের দিকে ফিরিলেন ॥৪৭॥

তিনি আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—অধিদের আসনগুলি বিকোণ

দ্রৌপদীমনুশোচন্তি ব্রাহ্মণৈস্তেঃ সমাহিতৈঃ ।
 সমিয়ার মহাপ্রাজ্ঞঃ সভার্যো ভ্রাতৃমধ্যগঃ ॥৪৯॥
 তে চ তং যুদিতা দৃষ্ট্বা পুনঃ প্রত্যাগতং নৃপম্ ।
 জিহ্বা তান্ সিন্ধুসৌবীরান্ দ্রৌপদীক্কাহতাং পুনঃ ॥৫০॥
 স তৈঃ পরিরূতো রাজা তত্র চোপবিবেশ হ ।
 প্রবিবেশাশ্রমং কৃষ্য যমাত্যাং সহ ভাবিনৌ ॥৫১॥
 ভীমার্জুনাবপি শ্রদ্ধা ক্রোশমাত্রগতং রিপুস্ ।
 স্বয়মশ্রাংস্তদন্তৌ তৌ জবেনৈবাত্যধাবতাম্ ॥৫২॥
 ইদমত্যদ্বুতং চাত্র চকারাতিরথোহর্জুনঃ ।
 ক্রোশমাত্রগতানশ্বান্ সৈন্ধবশ্চ জঘান যৎ ॥৫৩॥

ভারতকৌমুদী

দ্রৌপদীমিতি । সমাহিতৈর্দ্রৌপদ্যাকারে কৃতমনোযোগৈঃ । সমিয়ার গিলিতো বভূব ॥৪৯॥
 ত ইতি । তে ব্রাহ্মণাশ্চ, যুদিতা অভবন্নिति শেষঃ ॥৫০॥
 স ইতি । তৈর্ব্রাহ্মণৈঃ । যমাত্যাং নকুলসহদেবাত্যাম্, ভাবিনৌ আশ্রমাত্মরাগিনী ॥৫১॥
 ভীমেতি । রিপুং জয়দ্রথম্ । তুদন্তৌ কশাধাতেন ব্যথয়ন্তৌ, জবেন বেগেন ॥৫২॥

এবং ছাত্রদের বাসস্থানগুলি বিশৃঙ্খল হইয়া রহিয়াছে; আর মার্কণ্ডেয়প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা আসিয়া আশ্রমটাকে পরিপূর্ণ করিয়াছেন ॥৪৮॥

এবং সেই ব্রাহ্মণেরা একাগ্রচিত্তে দ্রৌপদীর বিষয়ে শোক করিতেছেন । এমন সময়ে মহাপ্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেবের মধ্যে থাকিয়া দ্রৌপদীকে লইয়া বাইয়া সেই ব্রাহ্মণদের সহিত মিলিত হইলেন ॥৪৯॥

সেই সিন্ধুদেশীয় ও সৌবীরদেশীয় বীরগণকে জয় করিয়া রাজা পুনরায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন এবং দ্রৌপদীকেও আনয়ন করিয়াছেন—ইহা দেখিয়া সেই ব্রাহ্মণেরা আনন্দিত হইলেন ॥৫০॥

তখন রাজা সেই ব্রাহ্মণগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সেইখানেই উপবেশন করিলেন; আর আশ্রমাত্মরাগিনী দ্রৌপদী নকুল ও সহদেবের সহিত বাইয়া আশ্রমের ভিতরে প্রবেশ করিলেন ॥৫১॥

এদিকে জয়দ্রথ একক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়াছেন—ইহা শুনিয়া ভীম এবং অর্জুনও নিজেরাই অশ্বগণকে চালাইতে থাকিয়া বেগে ধাবিত হইলেন ॥৫২॥

এই সময়ে অতিরথ অর্জুন এই অত্যদ্বুত কার্য্য করিলেন যে, জয়দ্রথের অশ্বগুলি একক্রোশ পথ গিয়াছিল, সেই অবস্থাতেই সেগুলিকে বধ করিলেন ॥৫৩॥

(৫০, তে স তং যুদিতা দৃষ্ট্বা—বা ব কা । (৫৩)....চকার পুরুষোহর্জুনঃ—বা ব কা পি ।

স হি দিব্যাস্ত্রসম্পন্নঃ কৃচ্ছ্ কালেহ্যাসম্ভ্রমঃ ।
 অকরোদ্দুষ্করং কৰ্ম্ম শরৈরস্ত্রানুমল্লিতৈঃ ॥৫৪॥
 ততোহভ্যধাবতাং বৌরাবুভৌ ভীমধনঞ্জয়ো ।
 হতাস্থং সৈন্ধবং ভীতমেকং ব্যাকুলচেতসম্ ॥৫৫॥
 সৈন্ধবস্তু হতান্ দৃষ্ট্ৱা তথাস্থান্ স্থান্ স্তম্ভুঃখিতঃ ।
 অতিবিক্রমকৰ্ম্মাদি কুৰ্ব্বাণঞ্চ ধনঞ্জয়ম্ ।
 পলায়নকৃতোৎসাহঃ প্রোদ্রবদ্যেন বৈ ধনম্ ॥৫৬॥
 সৈন্ধবং স্তম্ভিসম্প্রেক্ষ্য পরাক্রান্তং পলায়নে ।
 অনুযায় মহাবাহুঃ ফাল্গুনো বাক্যমব্রবীৎ ॥৫৭॥

ভারতকৌমুদী

ইদমিতি । অত্যন্ত কৰ্ম্ম । সৈন্ধবস্তু জয়দ্রথ ॥৫৩॥
 স ইতি । হি কৰ্ম্মাৎ । অস্ত্রেণ দিব্যাস্ত্রমস্ত্রেণ অনুমল্লিতৈঃ ॥৫৪॥
 তত ইতি । সৈন্ধব জয়দ্রথম্, ব্যাকুলচেতসং ভয়েন বিহ্বলচিত্তম্ ॥৫৫॥
 সৈন্ধব ইতি । যেন পথা বনং প্রোদ্রবং তেনৈব পলায়নকৃতোৎসাহ আনৌৎ । বটপাদোহয়ং
 লোকঃ ॥৫৬॥
 সৈন্ধবমিতি । পরাক্রান্তং প্রবৃত্তম্ । ফাল্গুনঃ অৰ্জুনঃ ॥৫৭॥

ভারতভাবদীপঃ

১৩৬। সমরোক্ষেণে স্বপ্নভূমৌ ॥৩৭॥ অবিব অবিচ্ছ ॥৩৮—৪২॥ কুশলাং কুৰ্য্যেধনভগিনীম্
 ১৪৩ ৪৭। অপবিদ্ধা ইত্যন্ততো বিলীর্ণা, বৃত্তো কবীণাশানানি মঠাচ্চ ক্ষাত্ৰাণামালয়া যত্র তৎ
 ১৪৮—৫৫। অতিবিক্রমবুল্লানি কৰ্ম্মানি ॥৫৬—৬০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে পঞ্চবিংশত্যধিক-

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২২৫॥

কারণ, অৰ্জুন স্বর্গীয় অস্ত্র জানিতেন এবং বিপদের সময়ও অস্ত্র হইতেন না ;
 তাই তিনি অস্ত্রমস্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই বাণদ্বারা দুষ্টর কার্য্য করিতে পারিয়া
 ছিলেন ॥৫৪॥

অশ্বগণ নিহত হইলে, একাকী জয়দ্রথ ভীত ও আকুলচিত্ত হইয়া পড়িলেন ;
 তখন মহাবীর ভীম ও অৰ্জুন— দুই জনেই তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥৫৫॥

জয়দ্রথ, নিজের অশ্বগুলিকে নিহত এবং অৰ্জুনকে অতিবিক্রমের কার্য্য করিতে
 দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া—যে পথে বনে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই পলায়ন
 করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥৫৬॥

তখন মহাবাহু অৰ্জুন জয়দ্রথকে পলায়নে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়া
 এই কথা বলিলেন— ॥৫৭॥

অনেন-বীর্যেণ কথং ত্রিয়ং প্রার্থয়সে বলাৎ ।

রাজপুত্র ! নিবর্তস্ব ন তে যুক্তং পলায়নম্ ॥৫৮॥

কথং হনুচরান্ হিত্বা শত্রুমধ্যে পলায়সে ।

ইত্যাচ্যমানঃ পার্থেন সৈন্ধবো ন ন্যবর্তত ॥৫৯॥

তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি তং ভীমঃ সহসাত্যদ্রবহনৌ ।

মা বধীরিতি পার্থস্তং দয়াবান্ প্রত্যভাষত ॥৬০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি
দ্রৌপদীহরণে জয়দ্রথপলায়নে পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥ *

—:~:—

ভারতকৌমুদী

অনেনেতি । এতেন বীর্যশ্চ নিতান্ত এব নিকৰ্ষঃ সূচিতঃ ॥৫৮॥

কথমিতি । হিত্বা পরিত্যজ্য । পার্থেনার্জুনেন, যাস্তনোপক্রমাৎ ॥৫৯॥

তিষ্ঠেতি । ইতি ক্রবমিতি শেবঃ । অভ্যদ্রবং অভ্যধাবৎ । পার্থোহর্জুনঃ ॥৬০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি দ্রৌপদীহরণে

পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:—

“রাজপুত্র । তুমি এই বলে পরস্রী হরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে । তুমি নিবৃত্ত
হও, তোমার পলায়ন করা উচিত নহে ॥৫৮॥

তুমি নিজের অনুচরগণকে শত্রুমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া কি প্রকারে পলায়ন
করিতেছ ?” । অর্জুন এইরূপ বলিলেও জয়দ্রথ ফিরিলেন না ॥৫৯॥

তৎক্ষণাৎ ‘দাঁড়া’ ‘দাঁড়া’ এই কথা বলিয়া বলবান ভীমসেন তাঁহার অনুসরণ
করিলেন ; তখন অর্জুন দয়ার্জ্জ্ব ইইয়া ভীমকে বলিলেন--“জয়দ্রথকে বধ করিবেন
না” ॥৬০॥

—:~:—

* ‘...ষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...সপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...একসপ্তত্যধিক-
দ্বিশততমঃ...’—ক, ‘...দ্বিসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

ষড়্বিংশত্যধিকদ্বিশ ততমোহধ্যায়ঃ । *

—ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

জয়দ্রথস্ত্ব সংশ্রেক্য ভাতরাবুচ্ছতায়ুধৌ ।
 প্রাধাবতুর্নমব্যগ্রৌ জীবিতেশুঃ স্নহুঃখিতঃ ॥১॥
 তং ভীমসেনো ধাবন্তমবতীৰ্য্য রথাবলৌ ।
 অভিজাত্য নিজগ্রাহ কেশপক্ষে স্মমর্ষণঃ ॥২॥
 সমুচ্ছম্য চ তং ভীমো নিষ্পিপেষ মহীতলে ।
 শিরো গৃহীত্বা রাজানং তাড়য়ামাস চৈব হ ॥৩॥
 পুনঃ সঞ্জীবমানস্ত ভ্রশোংপতিতুমিচ্ছতঃ ।
 পদা মুৰ্দ্ধি মহাবাহুঃ প্রাহরদ্বিলপিপ্লতঃ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

জয়েতি । ভাতরৌ ভীমার্জুনৌ । অবগ্রঃ পলায়নে অনাকুলঃ ॥১॥
 তমিতি । কেশপক্ষে কেশপাশে, “পাশঃ পক্ষচ হস্তচ কলাপার্শ্বাঃ কচাং পত্র” ইত্যমরঃ ॥২॥
 সমিতি । সমুচ্ছম্য সমুত্তোল্য, চকারাকৃত্তলে নিপাত্য চ । রাজানং জয়দ্রথম্ ॥৩॥
 পুনরिति । সঞ্জীবমানস্ত সঞ্জীবিতঃ কিম্বিলদ্বাদাগতচেতনস্তেত্যর্থঃ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জয়দ্রথ, ভীম ও অর্জুনকে অস্ত্র উত্তোলনপূর্বক আসিতে দেখিয়া, অভিহুঃখিত ও প্রাণরক্ষার্থী হইয়া, অবিলম্বে সঙ্কর পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥১॥

তখন বলবান্ ও ক্রুদ্ধ ভীমসেন রথ হইতে অবতরণ করিয়া দ্রুত যাইয়া ধাবনশীল জয়দ্রথের কেশকলাপ ধারণ করিলেন ॥২॥

এক ভীমসেন জয়দ্রথকে উত্তোলনপূর্বক ভূতলে নিপাতিত করিয়া নিষ্পেষণ করিলেন, পরে আবার মস্তক ধারণ করিয়া তাড়ন করিলেন ॥৩॥

* ইতঃ পূর্বে কনি-পুস্তকয়োঃ ‘জয়দ্রথবিমোক্ষপর্ক’ ইতি লিখিতম্ । তন্ন সঙ্গচ্ছতে, প্রকরণৈক্যাং দুনিগণিতপর্কশতাধিকপর্কসম্বন্ধাং “ক্রৌপদীহরণং পর্ক জয়দ্রথবিমোক্ষণম্ । পতিব্রতায়্য মাহাত্ম্যং সাবিত্র্যা চৈব সমুদ্ভূতম্ । রামোপাখ্যানমজৈব—” ইতি পর্কসংগ্রহবচনে ‘অজৈব ক্রৌপদীহরণপর্কণোব জয়দ্রথবিমোক্ষণং পতিব্রতায়্যঃ সাবিত্র্যা সমুদ্ভূতং মাহাত্ম্যং রামোপাখ্যানঞ্চ জ্ঞেয়ম্’ ইতি ব্যাখ্যানশ্রৈবোচিত্যাম্ । ততশ্চ সাবিত্র্যোপাখ্যানপর্কাস্তং ক্রৌপদীহরণম্বেব পর্ক, তৎপ্রসঙ্গেনৈব শুদ্ধখানাদ্বিতী হৃদীভিজ্যাম্ ।

তস্তু জ্ঞানু দদৌ ভীমো জগ্নে চৈনমরত্নিনা ।

স মোহমগমদ্রাজা প্রহারবরপীড়িতঃ ॥৫॥

সরোষং ভীমসেনস্ত বাবয়ামাস ফাল্লুনঃ ।

দুঃশলায়াঃ কৃতে রাজা যতদাহেতি কৌরবঃ ॥৬॥

ভীম উবাচ ।

নায়াং পাপসমাচারো মন্তো জীবিতুমর্হতি ।

কৃষ্ণায়াস্তদনর্হায়াঃ পরিক্লেষ্টা নরাধমঃ ॥৭॥

কিন্মু শক্যং ময়া কর্তুং যদ্রাজা সততং ঘৃণী ।

দুঃখং বালিশয়া বুদ্ধ্যা সদৈবাস্মান্ প্রবোধসে ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

ভাষ্যেতি । তস্তু জয়দ্রথস্ত জাহ্নবয়োপরি আত্মনো জ্ঞানু দদৌ । অরত্নিনা কলোণিনা ॥৫॥

সেতি । কৃতে নিমিত্তে, রাজা যুধিষ্ঠিরঃ । ৩৭ “ন হস্তব্যো মহাবাহো ।” ইত্যাদি ॥৬॥

নেতি । মন্তো মম সকাশাৎ । তদনর্হায়াঃ ক্লেণভোগাযোগ্যাসাঃ, পরিক্লেষ্টা ক্লেণদ্বাতা ॥৭॥

কিমিতি । রাজা যুধিষ্ঠিরঃ, ঘৃণী দয়াবান্ । বালিশয়া গূৰ্ব্বযোগ্যয়া ॥৮॥

ভারতভাবদীপঃ

জয়দ্রথস্থিতি ॥১—২॥ অত্রোক্ত জয়দ্রথস্ত পরদারহর্ষুঃ ক্ষত্রিয়ধর্মত্যাং পঞ্চধা মারণমুক্তং—
শিরো গৃহীত্বোতাধিনা । শিরঃ কেশেবিতার্থঃ । তাড়য়ামাস চপেটাভিরিতি শেষঃ ।
যথোক্তং নীতিশাস্ত্রে—“বাসপাণিকচোৎপীড়া ভূমৌ নিষ্পেষণং বলাৎ । মূর্ছিত্ত্বং পাদপ্রহারণং
জাহ্নুনোদরমর্দনম্ ॥ সালুরাকারয়া মৃষ্টা কপোলে দৃঢ়তাড়নম্ । কফোণিপাতোহপাসকং
সর্বতন্তুলতাড়নম্ । তালেন যুদ্ধে ভ্রমণং মারণং নৃত্যমষ্টধা ॥” ইতি । “চতুর্ভিঃ ক্ষত্রিয়ং হস্তাৎ
পঞ্চভিঃ ক্ষত্রিয়ধর্মম্ । বড়ুর্ভির্বেশং সপ্তভিঃ শূত্রং সঙ্করমষ্টভিঃ ॥” ইতি ॥৩—৭॥ ঘৃণী

পরে জয়দ্রথ কিঞ্চিং সজীব হইয়া আবার উঠিবার ইচ্ছা ও বিলাপ করিবার
উপক্রম করিলেন ; ভীম তখন তাঁহার মস্তকে পদাঘাত করিলেন ॥৪॥

এবং ভীম তাঁহার জাহ্নুযুগলের উপরে নিজের জাহ্নুযুগল রাখিলেন এবং কফোণি-
দ্বারা আঘাত করিলেন ; সেই দারুণ প্রহারে পীড়িত হইয়া জয়দ্রথ মূর্চ্ছিত হইয়া
পড়িলেন ॥৫॥

তখন—যুধিষ্ঠির দুঃশলার নিমিত্ত সেই যে কথা বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ
করিয়া অর্জুন, দ্রুপদ ভীমসেনকে বারণ করিলেন ॥৬॥

ভীম বলিলেন—“এই পাপাচারী আমার নিকট হইতে জীবন লাভ করিতে
পারে না । কারণ, এই নরাধমটা, কষ্টভোগের অযোগ্য্য দ্রোণদৌকে কষ্ট
দিয়াছে ॥৭॥

এবমুক্তা সটাস্তস্য পঞ্চ চক্রে বৃকোদরঃ ।

অৰ্দ্ধচন্দ্রেন বাণেন কিঞ্চিদব্রবতস্তদা ॥৯॥

বিকুৎসয়িত্বা রাজানং ততঃ প্রাহ বৃকোদরঃ ।

জীবিতক্ষেচ্ছসে মুঢ় ! হেতুং মে গদতঃ শৃণু ॥১০॥

দাসোহস্মীতি সদা বাচ্যং সংসংস্ চ সভাস্থ চ ।

এবং তে জীবিতং দণ্ডামেষ যুদ্ধজিতো বিধিঃ ॥১১॥

এবমস্থিতি তং রাজা কৃশ্যমাণো জয়দ্রথঃ ।

প্রোবাচ পুরুষব্যাভ্রং ভীমমাহবশোভিনম্ ॥১২॥

ততঃ এনং বিচেষ্টন্তং বন্ধা পার্থো বৃকোদরঃ ।

রথমারোপয়ামাস বিসংজ্ঞং পাংশুগুষ্ঠিতম্ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । সটা জটাঃ । চক্রে, মধ্যে মধ্যে মুণ্ডয়িষ্যেতি ভাবঃ ॥৯॥

বীতি । রাজানং জয়দ্রথম্, বিকুৎসয়িত্বা দুর্কার্যকরণাধিনিদ্য । হেতুং জীবনস্ত ॥১০॥

দাস ইতি । সংসংস্ পরিষংস্, সভাস্থ মার্গাদৌ লোকসমূহেষ্ চ মধ্যে, “সভা দ্যুতসমূহয়োঃ । গোষ্ঠ্যাং সভোবু শালায়াম্” ইতি হৈমঃ । বিধিনিয়মনং বর্ততে ॥১১॥

এবমিতি । আহবশোভিনম্, আয়াসাতিরেকেহপি অবসাদাভাবাদিতি ভাবঃ ॥১২॥

ততঃ ইতি । বিচেষ্টন্তং বন্ধননিবারণায় স্পন্দমানম্ । পাংশুগুষ্ঠিতং ধূল্যাবৃতম্ ॥১৩॥

কিন্তু আমি কি করিতে পারি ; যেহেতু রাজা সর্বদাই দয়ালু এবং তুমিও মূৰ্খবুদ্ধি অনুসারে সর্বদাই আমাকে বাধা দিয়া থাক” ॥৮॥

এই কথা বলিয়া ভীমসেন অৰ্দ্ধচন্দ্রবাণদ্বারা মধ্যে মধ্যে মুণ্ডন করিয়া জয়দ্রথের মস্তকে পাঁচটা জটা করিয়া দিলেন ; কিন্তু তাহাতে জয়দ্রথ কিছুই বলিলেন না ॥৯॥

তাহার পর ভীমসেন জয়দ্রথকে নিন্দা করিয়া বলিলেন—“মূৰ্খ ! তুমি যদি বাঁচিতে চাও, তবে তাহার হেতু আমার নিকট শোন ॥১০॥

তুমি সভায় বা লোকসমাজে সর্বদাই বলিবে যে, ‘আমি উহাদের দাস’ । এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেই আমি তোমার জীবন দান করিব । কারণ, যুদ্ধবিজয়ীরা বিজিতের উপরে এইরূপ বিধানই করিয়া থাকেন” ॥১১॥

এই কথা বলিয়া যুদ্ধশোভী পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমসেন জয়দ্রথকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ; তখন জয়দ্রথ তাঁহাকে বলিলেন—“এইরূপই হইবে” ॥১২॥

তদনন্তর জয়দ্রথ গাত্রসঞ্চালন করিতে থাকিলেও, কুন্তীনস্তন ভীমসেন আঁচৈতন্য-প্রায় ও ধূলিধূসরিত জয়দ্রথকে বন্ধন করিয়া রথে উঠাইলেন ॥১৩॥

ততস্তং রথমাস্থায় ভীমঃ পার্থানুগন্তথা ।
 অভ্যুত্যাশ্রমমধ্যস্থমভ্যাগচ্ছদ্যুধিষ্ঠিরম্ ॥১৪॥
 দর্শয়ামাস ভীমস্ত তদবস্থং জয়দ্রথম্ ।
 তং রাজা প্রাহসদৃষ্ট্বা যুচ্যতামিতি চাত্রবীৎ ॥১৫॥
 রাজানঞ্চাত্রবীদ্বীমো দ্রৌপতাঃ কথ্যতামিতি ।
 দাসভাবং গতো হ্রেষ পাণ্ডুনাং পাপচেতনঃ ॥১৬॥
 তমুবাচ ততো জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা সপ্রণয়ং বচঃ ।
 যুদ্ধে মম মধ্যমাচারং প্রমাণা যদি তে বয়ম্ ॥১৭॥
 দ্রৌপদী চাত্রবীদ্বীমমভিপ্রেক্ষ্য যুধিষ্ঠিরম্ ।
 দাসোহয়ং যুচ্যতাং রাজন্তন্তুরা পঞ্চসটং কৃতঃ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । আস্থায় আক্ৰম্য, পার্থানুগঃ অর্জুনরথানুগামী সন্ ॥১৪॥
 দর্শয়েতি । প্রাহসৎ, অস্তর এব ন পুনর্বহিঃ, উদ্যাত্তমভ্যাগমিতি ভাবঃ ॥১৫॥
 রাজানমিতি । দ্রৌপতাঃ নকশে যুচ্যতামিতি ভবতা কথ্যতাম্ । তদবস্থমৈতাব মোক্তব্য
 ইতি ভাবঃ ॥১৬॥
 তসিতি । জ্ঞ ভীমম্, জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরঃ । প্রমাণা গ্রাহবচনাঃ ॥১৭॥

তাহার পর ভীমসেন রথে আরোহণ করিয়া অর্জুনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে থাকিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইয়া আশ্রমমধ্যস্থিত যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন ॥১৪॥

এবং তিনি সেই বদ্ধ অবস্থায় জয়দ্রথকে দেখাইলেন । তখন যুধিষ্ঠির সেই অবস্থায় জয়দ্রথকে দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন এবং বলিলেন—“ইহাকে ছাড়িয়া দাও” ॥১৫॥

তখন ভীম যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—“আপনি এই কথা দ্রৌপদীর নিকট বলুন । এই পাপাত্মা এখন পাণ্ডবগণের দাস হইয়াছে” ॥১৬॥

তদনন্তর যুধিষ্ঠির স্নেহের সহিত ভীমকে বলিলেন—“আমার কথা যদি তোমার গ্রাহ্য হয়, তবে তুমি এই নিকৃষ্টচারীকে ছাড়িয়া দাও” ॥১৭॥

তখন দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের দিকে চাহিয়া ভীমকে বলিলেন—“আপনি ইহার মস্তকে পাঁচটা জটা করিয়া দিয়াছেন এক ইনি রাজার দাস হইয়াছেন ; এখন আপনি ইহাকে মুক্ত করিয়া দিন” ॥১৮॥

(১৬)....দ্রৌপদী কথয়িষ্যতি—পি, ...দ্রৌপদী কথয়েতি বৈ—নি । (১৭)....প্রমাণং যদি তে বয়ম্—পি ।

স মুক্তোহভ্যেত্য রাজানমভিবাণ্ড যুধিষ্ঠিরম্ ।
 ববন্দে বিহ্বলো রাজা তাংস্চ দৃষ্ট্ৱা মুনীংস্তদা ॥১৯॥
 তমুবাচ ঘৃণী রাজা ধৰ্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
 তথা জয়দ্রথং দৃষ্ট্ৱা গৃহীতং সব্যসাচিনা ॥২০॥
 অদাসো গচ্ছ মুক্তোহসি মৈবং কাৰ্ষীঃ পুনঃ কচিৎ ।
 জ্ঞীকামঞ্চ ধিগন্তু ত্বাং ক্ষুদ্ৰঃ ক্ষুদ্ৰসহায়বান্ ।
 এবংবিধং হি কঃ কুৰ্য্যান্তদগ্ৰঃ পুরুষাধম ! ॥২১॥
 গতসম্ভবিব জ্ঞাত্বা কৰ্ত্তারমণ্ডভস্য তম্ ।
 সম্প্রেক্ষ্য ভরতশ্ৰেষ্ঠঃ কৃপাঞ্চক্রে নরাধিপঃ ॥২২॥
 ধৰ্ম্মে তে বদ্ধতাং বুদ্ধিৰ্মা চাধৰ্ম্মে মনঃ কৃথাঃ ।
 সাধুঃ সরথপাদাতঃ স্তিস্তি গচ্ছ জয়দ্রথ ! ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

ত্রৌপদীতি । যুধিষ্ঠিরমভিপ্রেক্ষ্যতি সধবঃ । পঞ্চ সটা জটা যন্ত সঃ ॥১৮॥
 স ইতি । বিহ্বলঃ, লজ্জয়া বেদনয়া চাকুলঃ, রাজা জয়দ্রথঃ ॥১৯॥
 তমিতি । ঘৃণী দয়াবান্ । গৃহীতং প্রণয়াদরজ্ঞাপনার্থং গৃহীতম্ ॥২০॥
 অদাস ইতি । জ্ঞীকামং পরদারকামুকম্ । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২১॥
 বৈশম্পায়ন এব যুধিষ্ঠিরস্তেদৃশীং দয়াং প্রীতিং হেতুমাংস—গতেতি । গতসম্ভং নিপ্পাণম্ ॥২২॥
 পুনর্যুধিষ্ঠির এবাহ—ধৰ্ম্ম ইতি । অবশিষ্টান্ স্বকীয়ানৈবান্বাদীন গৃহীত্বা গচ্ছেত্যর্থঃ ॥২৩॥

তখন ভীমসেন মুক্ত করিয়া দিলে জয়দ্রথ, রাজা যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিয়া
 তদ্রূপ মুনিগণকে দেখিয়া আকুল হইয়া তাঁহাদিগকেও নমস্কার করিলেন ॥১৯॥

এই সময়ে অৰ্জুন জয়দ্রথের হস্ত ধারণ করিলেন ; ইহা দেখিয়া দয়ালু ও ধৰ্ম্মপুত্র
 রাজা যুধিষ্ঠির জয়দ্রথকে বলিলেন—॥২০॥

“পুরুষাধম ! তুমি দাসত্ব হইতে মুক্ত হইলে ; সুতরাং অদাস হইয়াই গমন
 কর ; কিন্তু আর কখনও এরূপ কার্য্য করিও না । তুমি ক্ষুদ্ৰ, ক্ষুদ্ৰসহায়শালী
 এবং পরজ্ঞীকামুক ; সুতরাং তোমাকে ধিক্ । কারণ, তুমি ভিন্ন কোন পুরুষ এরূপ
 কার্য্য করিয়া থাকে” ॥২১॥

জয়দ্রথ সেই অকার্য্য করিয়া তৎকালে যেন মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছিলেন ;
 ইহা জানিয়া এবং দেখিয়াই ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির তাঁহার প্রীতি দয়া করিয়াছিলেন ॥২২॥

এবমুক্তস্ত সত্রীভুক্তৃষ্ণীঃ কিঞ্চিদবাঙ্ঘ্র্যঃ ।
 জগাম রাজা হুঃখান্তো গঙ্গাদ্বারায় ভারত ! ॥২৪॥
 স দেবঃ শরণং গতা বিরূপাক্ষমুপাতিম্ ।
 তপশ্চাচার বিপুলং তস্মা প্রীতো বৃষধ্বজঃ ॥২৫॥
 বলিং স্বয়ং প্রত্যগৃহ্নাৎ প্রীয়মাণস্তিলোচনঃ ।
 বরঞ্চাস্তৈষা দদৌ দেবঃ স জগ্ৰাহ চ তচ্ছৃণু ॥২৬॥
 সমস্তান্ সরথান্ পঞ্চ জয়েয়ং যুধি পাণ্ডবান্ ।
 ইতি রাজাহব্রবীদেবং নেতি দেবস্তমবব্রীৎ ॥২৭॥
 অজয্যাংচাপ্যবধ্যাংচ বারয়িষ্যসি তান্ যুধি ।
 ধাতেহর্জুনং মহাবাহুং নরং নাম হুরেশ্বরম্ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । সত্রীভুঃ শত্রোরিব দয়ালাভাৎ সলজ্জঃ । রাজা জয়দ্রথঃ ॥২৪॥
 ন ইতি । স জয়দ্রথঃ । প্রীতঃ অভবদ্বিতি শেষঃ ॥২৫॥
 বলিমিতি । বলিং পূজোপহারম্ । তৎ বরগ্রহণম্ ॥২৬॥
 সমস্তানিতি । জয়েয়ং জেতুং শক্যম্ । রাজা জয়দ্রথঃ, দেবং তিলোচনম্ ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

দয়াবান্ । বলিশয়া গল্পয়া, বাধসে শত্রুং হস্তং ন দদাসি ॥৮॥ সচাঃ সচাঃ, কেশসন্নিবেশে
 মধ্যে মধ্যে পঞ্চম্ স্থানেষুর্দ্ব্যঙ্গণে বাণেন কোরবদ্বাপয়ামাসেত্যর্থঃ ॥২—২৫॥ বলিমুপহারম্

(যুধিষ্ঠির পুনরায় বলিলেন—) “জয়দ্রথ ! তোমার ধর্ম্ম বুদ্ধি বুদ্ধিলাভ করুক এবং
 তুমি কখনও অধর্ম্মে মন দিও না । এখন তুমি নিজেরই অবশিষ্ট অশ্ব, রথ ও পদাতি
 লইয়া কুশলে গমন কর” ॥২৩॥

ভরতনন্দন । যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে, জয়দ্রথ হুঃখিত, লজ্জিত এবং ঈষৎ
 অবনতমুখ হইয়া নীরবে গঙ্গাদ্বারের দিকে গমন করিলেন ॥২৪॥

সেখানে যাইয়া তিনি বিরূপাক্ষ ও উমাপতি মহাদেবের শরণাগত হইয়া গুরুতর
 তপস্তা করিলেন ; তাহাতে মহাদেব তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন ॥২৫॥

এবং তিনি সন্তুষ্ট হইয়া নিজেই আসিয়া জয়দ্রথের পূজার উপহার গ্রহণ করিলেন
 এবং উহাকে বরদান করিবার ইচ্ছা জানাইলেন । তখন জয়দ্রথ যে বর চাহিলেন,
 তাহা অবণ করুন ॥২৬॥

জয়দ্রথ মহাদেবকে বলিলেন—“দেব ! আমি যেন যুদ্ধে রথারোহী পঞ্চ
 পাণ্ডবদের সকলকেই জয় করিতে পারি” । তখন মহাদেব তাঁহাকে কহিলেন—
 “না” ॥২৭॥

বদর্য্যাং তপ্ততপসং নারায়ণসহায়কম্ ।
 আজতং সৰ্বলোকানাম্ দেবৈরপি তুরাসদম্ ॥২৯॥ (যুগ্মকম্)
 ময়া দত্তং পাশুপতং দিব্যমপ্রতিমং শরম্ ।
 অবাণ লোকপালেভ্যো বজ্রাদীন্ স মহাশরান্ ॥৩০॥
 দেবদেবো হনস্তাত্মা বিষ্ণুঃ হরগুরুঃ প্রভুঃ ।
 প্রধানপুরুষোহব্যক্তো বিশ্বাত্মা বিশ্বমূর্তিমান্ ।
 যুগান্তকালে সম্প্রাপ্তে কালাগ্নির্দহতে জগৎ ॥৩১॥
 সপৰ্ব্বভার্নবদ্বীপং শৈলবনকাননম্ ।
 নির্দহন্ নাগলোকাংশ্চ পাতালভলচারিণঃ ॥৩২॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

অজ্যানিতি । অজ্যান্ জেতুশক্যান্ । নারায়ণঃ সহায়ো যন্ত তন্ ॥২৮—২৯॥
 ময়েতি । দিব্যমলৌকিকম্ । সঃ অর্জুনঃ ॥৩০॥
 দেবেতি । অব্যক্তঃ হৃদয়ঃ । কালাগ্নিরূপো বিকুরিত্যর্থঃ । বহুপাদোহয়ং শ্লোকঃ । পৰ্ব্বভো
 মংস্তঃ, বনমূৰ্ণবনং কাননঞ্চারণ্যমাত্রম্ ইত্যপোনবক্তব্যম্ । “পৰ্ব্বভঃ পাদপে পুংসি শাকমংস্ত-
 ভারতভাবদীপঃ

॥২৮—২৯॥ নারায়ণঃ সহায়ো যন্ত তং নারায়ণসহায়কম্ ॥২৯॥ শরং শৃণোতি হিনস্তীতি
 শরমন্ত্রম্ ॥৩০॥ নারায়ণসহায়স্তাজ্জৈত্বং বক্তুং নারায়ণমাহাভ্যামেবাহ—দেবদেব ইত্যাদিনা ।
 দেবানাং জ্যোতকানাং সূর্য্যচন্দ্রাগ্নিচক্ষুর্মনোবাচাং জ্যোতিষাং দেবঃ প্রকাশকঃ । “যেন
 সূর্য্যস্তপতি তেজসেহঃ যেন চক্ষুঃশি পশন্তি” ইত্যাদিশ্রুতিভাঃ অনন্তজিবিধপরিচ্ছেদশূন্য
 আত্মা স্বরূপং যন্ত । প্রধানং ত্রিগুণাত্মিকা ময়া পুরুষশ্চিদ্রূপস্তদুভয়াত্মা চিদচিন্ময়ঃ ।
 অব্যক্তো জগৎকারয়ণরূপো বীজান্তর্গতবটতুল্যঃ অতএব বিশ্বাত্মা বিশ্ব এবাত্মা চেতনাংশেন
 বিশ্বমূর্তিমান্ জড়াংশেন । এবং নারায়ণস্ত জগদ্ধেতুত্বমুক্তা তস্ত জগৎসংহর্তৃত্বমাহ—

যিনি নারায়ণের সহিত মিলিত হইয়া বদরিকাশ্রমে তপস্তা করিয়াছিলেন, তিনি
 সমস্ত লোকেরই অজেয় এবং দেবগণের নিকটেও দুর্দ্বর্ষ ; সুতরাং সেই দেবপ্রধান-
 নরস্বরূপ মহাবাহু অর্জুন ব্যতীত অপর পাণ্ডবগণকে তুমি যুদ্ধে বারণ করিতে
 পারিবে ; কিন্তু তাঁহাদিগকে জয় বা বধ করিতে পারিবে না ॥২৮—২৯॥

বিশেষতঃ, আমি অর্জুনকে ‘পাশুপত’-নামক অলৌকিক ও অতুলনীয় অস্ত্র
 দান করিয়াছি এবং তিনি দিক্‌পালগণের নিকট হইতে বজ্রপ্রভৃতি অস্ত্রও লাভ
 করিয়াছেন ॥৩০॥

দেবদেব, দেবগুরু, প্রভাবশালী, অনন্ত, প্রধানপুরুষ, সূক্ষ্ম, বিশ্বাত্মা ও
 বিশ্বমূর্তি বিষ্ণু প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে কালাগ্নিস্বরূপ হইয়া, পাতালবাসী

অথাস্তরীক্ষে স্তমহানানাবর্ণাঃ পয়োধরাঃ ।
 যোরস্বরা নিনদিনস্তড়িমালাবলম্বিনঃ ।
 সমুত্তিষ্ঠন্ দিশঃ সৰ্বা বিবৰ্ষন্তঃ সমস্ততঃ ॥৩৩॥
 ততোহগ্নিং শময়ামাহুঃ সংবর্তাগ্নিনিয়ামকাঃ ।
 ধারাভিরক্ষমাত্রাভিস্তিষ্ঠন্ত্যাপূর্য্য সৰ্ব্বশঃ ॥৩৪॥
 একার্ণবে তদা তস্মিন্মুপশান্তচরাচরে ।
 নষ্টচন্দ্রার্কপবনে গ্রহনক্ষত্রবজ্জিতে ।
 চতুৰ্গুগসহস্রাস্তে সলিলেনাপ্লুতা মহী ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

প্রভেদয়োঃ । দেবমুত্তরে শৈলে" ইতি মেদিনী । নাগলোকান্ নাগজনান্, "লোকস্ত ভুবনে
 জনে" ইত্যমরঃ ॥৩১—৩২॥

অথেতি । স্তমহাস্তচ্ তে নানাবর্ণাশ্চেতি তে । সমুত্তিষ্ঠন্তিত্যভ্যুতাব আৰ্হঃ । বটুপাদোহয়ঃ
 শ্লোকঃ ॥৩৩॥

তত ইতি । সংবর্তাগ্নিনিয়ামকাঃ পয়োধরা ইত্যাহবৃত্তিঃ । অক্ষমাত্রাভিঃ সৰ্পবৎ স্তূলাভিঃ ॥৩৪॥

একেতি । উপশান্তানি নষ্টানি চরাচরাণি ভূতানি ষত্র তস্মিন্ । অয়মপি বটুপাদঃ শ্লোকঃ ॥৩৫॥

ভারতভাবদীপঃ

হুগাভ্যেতি । কালাগ্নিরূপো নারায়ণো নির্দহতে ॥৩১—৩২॥ বিনদিনো গৰ্জ্জন্তঃ, সমুত্তিষ্ঠন্
 সমুত্তিষ্ঠন্ উত্তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ ॥৩৩॥ নাশয়ামাহুঃ পয়োধরা ইতি পূৰ্বেণাহয়ঃ । অক্ষমাত্রৈরধাঙ্ক-
 মাত্রাভিঃ স্তূলাভিঃ, সামান্ত্রে নপুংসকম্ । যদ্বা ধারাভিরিতি, ধারাশব্দঃ আকারান্তঃ,
 সোমপাশবৎ পুংলিঙ্গঃ । ধাবমানা এব রাস্তি আদহতে ক্লেদনীয়ং বহিষি ধায়ঃ । রা

নাগদিগকে পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া—মৎস্ত, সমুদ্র, দ্বীপ, পর্বত, বন ও উপবনের সহিত
 সমগ্র জগৎ দগ্ধ করেন ॥৩১—৩২॥

তাহার পর বিশাল, নানাবর্ণ, ভয়ঙ্করস্বরে গৰ্জ্জনকারী ও বিদ্যুত্যালাধারী মেঘ
 সকল, সমস্ত দিক্ ব্যাপ্ত করিয়া এবং সমস্ত দিকে বর্ষণ করিতে থাকিয়া আকাশে
 উথিত হয় ॥৩৩॥

তৎপরে সেই প্রলয়াগ্নিনিবারক মেঘ সকল সেই অগ্নিকে নির্বাপিত করে এবং
 সৰ্পপ্রমাণ ধারাদ্বারা সমস্ত স্থান পূর্ণ করিয়া অবস্থান করে ॥৩৪॥

চারি সহস্র যুগের পরে যখন স্থাবর, জঙ্গম, চল্ল, সূর্য্য, বায়ু, গ্রহ ও নক্ষত্র থাকে
 না, তখন সেই অদ্বিতীয় সমুদ্রমধ্যে পৃথিবী জলমগ্না থাকেন ॥৩৫॥

(৩৩)---স্তমহানাবর্ণাঃ---বিনদিনঃ—বা ব কা নি । (৩৪) ততোহগ্নিং নাশয়ামাহুঃ---
 অক্ষমাত্রৈশ্চ ধারাভিঃ—বা ব কা । (৩৫)---উপশান্তে চরাচরে—বা ব কা নি ।

ততো নারায়ণাখ্যস্ত সহস্রাঙ্কঃ সহস্রপাং ।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ স্বপ্তু কামস্ততৈন্দ্রিয়ঃ ॥৩৬॥

কণাসহস্রবিকটং শেখং পর্য্যঙ্কভোগিনম্ ।

সহস্রমিব তিষ্ঠাংশুসংবাতমমিতত্ব্যতিম্ ।

কুন্দেন্দুহারগৌক্ষীরমণালকুমুদপ্রভম্ ॥৩৭॥ (যুগাকম্)

তত্রাসৌ ভগবান্ দেবঃ স্বপন্ জলনির্ধৌ তদা ।

নৈশেন তমসা ব্যাপ্তাং স্বাং রাত্রিং কুরুতে বিভুঃ ॥৩৮॥

সন্তোদ্রেকাং প্রবুদ্ধস্ত শূণ্ডাং লোকমপশ্যত ।

ইমঞ্চোদাহরন্ত্যত্র শ্লোকং নারায়ণং প্রতি ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । ইন্দ্রিয়বৎপ্রাপ্যভাবাদেবাতীন্দ্রিয়ঃ । শেখমনন্তনাগম্, পর্য্যঙ্ক ইব ভোগঃ শরীর-
মন্তাতীতি পর্য্যঙ্কভোগী তম্, তিষ্ঠাংশুসংবাতং স্বর্যাসমূহম্ । অরমপি ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ । ঈদৃশং
শেখমাত্রিতোতি শেখঃ, স্বপ্তু কামো নিদ্রাতুমিচ্ছুর্ভবতি ॥৩৬—৩৭॥

তজ্জোতি । দেবো নারায়ণঃ । তমসা অন্ধকারেণ । কুরুতে নয়তি ॥৩৮॥

সংঘেতি । প্রবুদ্ধো জাগরিতঃ, শূণ্ডাং প্রাণাদিরহিতম্ ॥৩৯॥

ভারতভাবদীপঃ

আদানৈহস্বাং কিপ্ ॥৩৫॥ একাৰ্ণবে ইতি অবাস্তরপ্রলয়ে অস্মিন্ পবননাশোক্তির্নির্দাঘ
ইব তদম্পলস্তমাজপরা । চতুর্গুণসহস্রপ্রমাণং বস্তুর্থে দিনম্, তদন্তে আদ্রুতা নলিলেন্ত-
হিতোত্থাং ॥৩৫॥ নারায়ণ ইত্যাখ্যা নাম যন্ত । যবা নারায়ণাদেব আখ্যা প্রথা যন্ত স
হিরণ্যগর্ভঃ ইত্যোজা বিখ্যতিমানী অন্তএব সহস্রপাদাদিমান্ । স্বপ্তুকামঃ স্বদিনান্তে ॥৩৬॥
কণাসহস্রং কণাসহস্রমধ্যতিষ্ঠদ্বিতি শেখঃ । অমিতত্ব্যতিমত্যন্তং জ্যোতমানম্ ॥৩৭—৩৮॥
সন্তোদ্রেকাংস্তমসোহভিভবে সতি সঙ্কশ্চাবির্ভাবাং, শূণ্ডাং প্রাণিসংহারহীনম্ ॥৩৯॥ নারায়ণ-

তাহার পর সহস্রনয়ন, সহস্রচরণ, সহস্রমস্তক এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর
নারায়ণাখ্য পুরুষ অনন্তনাগকে অবলম্বন করিয়া শয়ন করিবার ইচ্ছা করেন । সেই
অনন্তনাগ সহস্র কণা দ্বারা বিকটমূর্ত্তি, সহস্র সূর্য্যাসমূহের ত্রায় অমিততেজা এবং
কুন্দপুষ্প, চন্দ্র, মক্তার হার, গোছন্ধ, মণাল ও কুমুদের ত্রায় শুভ্রবর্ণ ; আর তাহার
শরীরটাই নারায়ণের পর্য্যঙ্ক হয় ॥৩৬—৩৭॥

প্রভাবশালী ঐ ভগবান্ নারায়ণ সমুদ্রমধ্যে সেই অনন্তনাগের শরীরের উপরে
শয়ন করিয়া নৈশ অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত আপন রাত্রি অতিবাহিত করেন ॥৩৮॥

ক্রমে সঙ্কশ্চণের আবির্ভাব হওয়ায় নারায়ণ জাগরিত হইয়া জগৎটাকে শূণ্ডা

(৩৭) কটাসহস্রবিকটম্—বা ব. ক।

বনঃ৮১ (১১)

আপো নারাস্তত্তনব ইত্যপাং নাম শুশ্রুম ।
 অয়নং তেন চৈবাস্তে তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥৪০॥
 প্রাধান্যসমকালন্ত প্রজাহেতোঃ সনাতনঃ ।
 ধ্যানমায়ে তু ভগবন্নাভ্যাং পদ্মঃ সমুখিতঃ ॥৪১॥
 ততশ্চতুর্মুখো ব্রহ্মা নাভিপদ্মাদ্বিনিঃসৃতঃ ।
 তত্রোপবিষ্টঃ সহস্রা পদ্মে লোকপিতামহঃ ॥৪২॥

ভারতকৌমুদী

আপ ইতি । তস্ত দেবস্ত তনবো দেহরূপাঃ, আপো জলম্, নারা ইতি ইত্যাহুপূর্বাঙ্গম্, অপাং জলস্ত নাম শুশ্রুম । তাশ্চ নারা অয়নমাশ্রয়ঃ, তেন আস্তে তিষ্ঠতি । তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ, নারা অয়নং যন্তেতি ব্যুৎপত্তেরিতি ভাবঃ ॥৪০॥

প্রতি । প্রজাহেতোঃ প্রজাসৃষ্টার্থম্, ধ্যানমায়ে “স ঐক্যত বহুত্বম্” ইতি ঐক্যত্বকরীত্যা আলোচনে তেন কৃতে সতি, তৎপ্রাধান্যসমকালমেব, তস্ত ভগবতো নাভ্যাম্, সনাতন আকল্পান্ত-
 স্থায়ী পদ্মঃ সমুখিতো ভবতি ॥৪১॥

তত ইতি । লোকানাম্, মরীচাদিসত্ত্বানানাম্ পিতামহঃ । তত এব চ পিতামহাখ্যা ॥৪২॥

ভারতভাবদীপঃ

পদং নির্বাক্তি—আপ ইতি । নরাজ্জাতা নারাঃ । নুনরয়োর্ব্ব্যক্তিচেতি গোরাদিগণপাঠাৎ প্রাপ্তো ভীষ্ম-গণকর্য্যস্তানিত্যাদ্যম্, তত্তনবস্তস্ত নারায়ণশ্চৈব তনবঃ । যথা সৌবর্ণং কুণ্ডলং স্ববর্ণমেবৈবং নরজা আপো নর এবোতর্থঃ । নারা আপো দেহাত্মাকারপরিণতা অয়নং নিবাসস্থানং যন্ত । অথবা তাভিঃ নহ ততাদাত্ম্যং প্রাপ্যাস্তে ইতি বা নারায়ণ ইতি । “তৎসৃষ্টা তদেবাস্থপ্রাবিশং” ইতি “আশ্বেদ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহমর্নাবিণঃ” ইতি চ ঐতিহ্যঃ । পরমাত্মন এব স্বসৃষ্টদেহে প্রবেশং দেহসম্বন্ধেন ভোক্তৃস্বৰূপ দর্শয়তি, তেন চেতনা-
 চেতনং সর্বং জগন্নারায়ণাঙ্কমিত্যুক্তং ভবতি ॥৪০॥ প্রাধান্যেনিতি । ধ্যানসমকালে প্রজাহেতোঃ প্রজানামুৎপত্ত্যর্থং সনাতনশিচরন্তনো ব্রহ্মা নাভিপদ্মাদ্বিনিঃসৃতস্তাদৃশেন রূপেণ ধ্যাভূদৃষ্টৌ প্রত্যভাবিত্যর্থঃ । ততো ধ্যাতমায়ে ধ্যানানন্তরং বিকর্ণনাভ্যাং পদ্মঃ সমুখিতঃ ॥৪১॥

দর্শন করেন । মহর্ষিরা এইখানে নারায়ণের বিষয়ে এই শ্লোকের উল্লেখ করেন ॥৪২॥

‘সেই ভগবানের দেহস্বরূপ জলই ‘নারা’ ; এইরূপ জলের নাম শুনিয়াছি । সেই নারাই আশ্রয় ; তাহা অবলম্বন করিয়া তিনি থাকেন এবং সেই জন্তই তিনি নারায়ণ’ ॥৪০॥

তাহার পর সেই নারায়ণ প্রজাসৃষ্টির জন্ত চিন্তা করেন এবং সেই চিন্তা করিবার সময়েই তাহার নাভিমণ্ডলে কল্পান্তস্থায়ী একটা পদ্ম উখিত হয় ॥৪১॥

তাহার পর চতুর্মুখ ও লোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই পদ্ম হইতে নির্গত হইয়া তৎকালীং সেই পদ্মেই উপবেশন করেন ॥৪২॥

শৃণুং দৃষ্ট্বা জগৎ কৃৎস্নং মানসানাত্মনঃ সমান্ ।
 ততো মরীচিপ্রস্থান্ মহর্ষীনসৃজন্নব ॥৪৩॥
 তেহসৃজন্ সৰ্বভূতানি ত্রৈধানি স্থাবরাণি চ ।
 যক্ষরাক্ষসভূতানি পিশাচোরগমানুগান্ ॥৪৪॥
 সৃজতে ব্রহ্মযুক্তিস্ত বক্ষতে পৌরুষী তনুঃ ।
 রৌদ্রী ভাবেন শময়েত্তিস্রোহবস্থাঃ প্রজাপতেঃ ॥৪৫॥
 ন শ্রুতং তে সিন্ধুপতে ! বিষ্ণোরদ্ব্যুতকৰ্ম্মণঃ ।
 কথ্যমানানি মুনিভির্ব্রাহ্মণৈবেদপারগৈঃ ॥৪৬॥
 জলেন সমনুপ্রাপ্তে সৰ্বভূতঃ পৃথিবীতলে ।
 তদা চৈকার্ণবে তস্মিন্নেকাকাশে প্রভুশ্চরন্ ॥৪৭॥

ভারতকৌমুদী

শৃণুয়িতি । নব—মরীচ্যাদ্যঙ্গিরঃপুলস্ত্যপুলহঃক্রতুভৃৎবশিষ্ঠনারদান্ ॥৪৩॥
 ত ইতি । ত্রৈধানি জন্মানি । গোবৃষভাশ্বক্ষমেষু বিশেষানাহ—যক্ষোভ্যাং ॥৪৪॥
 সৃজতে ইতি । পৌরুষী নারায়ণী । ভাবেন সংহারক্রিয়া । প্রজাপতেরীশ্বরস্ত ॥৪৫॥
 নেতি । যানি চরিত্ত্বাণি কথ্যমানানি সন্তি, তেষাং শ্রুতং শ্রবণং নাসীদিতি কাহ্নুঃ ॥৪৬॥

ভারতভাবদীপঃ

তস্মিন্চ পথে পিতামহ উপবিষ্ট ইতি ক্রমভঙ্গেন যোজ্যম্ ॥৪২॥ মরীচিপ্রস্থান্ “মরীচি-
 স্রজ্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ । বশিষ্ঠো নারদশ্চৈব ভৃগুনর্ব মহর্ষয়ঃ” ॥৪৩॥ ত্রৈধানি
 জন্মানি ॥৪৪॥ প্রজাপতেরীশ্বরস্ত মায়াশবলস্ত । তিস্রোহবস্থা এতৈকগুণেণৈকনিমিত্তাঃ ।
 ব্রহ্মস উৎকর্ষে ব্রহ্মা সন্ সৃজতে, সছোৎকর্ষে পৌরুষীং বৈষ্ণবীং তনুং প্রবিশ্ত বক্ষতি, তমস
 উৎকর্ষে রৌদ্রীভাবেন রুদ্রভাবেন শময়েদিতি ॥৪৫॥ হে সিন্ধুপতে । তে ভব শ্রুতং শ্রবণং
 নাস্তি যতো বিষ্ণোরদ্ব্যুতকৰ্ম্মণঃ কথ্যমানানি কথনীয়ানি কৰ্ম্মাণি ন বেৎসীতি শেষঃ ॥৪৬॥

তৎপরে তিনি সমগ্র জগৎটাকে শৃঙ্গ দেখিয়া মনের সঙ্কল্পদ্বারাই নিজের তুল্য
 মরীচিপ্রভৃতি নয় জন মহর্ষিকে সৃষ্টি করেন ॥৪৩॥

সেই মরীচিপ্রভৃতি মহর্ষিরা আবার স্থাবর ও জঙ্গমরূপ সমস্ত ভূত এবং যক্ষ,
 রাক্ষস, ভূত, পিশাচ, সর্প ও মনুষ্য সৃষ্টি করেন ॥৪৪॥

ব্রহ্মযুক্তিতে সৃষ্টি করেন, বিষ্ণুযুক্তিতে রক্ষা করেন এবং রুদ্রযুক্তিতে সংহার
 করেন ; এই তিনটি অবস্থা ঈশ্বরের হইয়া থাকে ॥৪৫॥

সিন্ধুরাজ । মুনিরা এবং বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণেরা অদ্ব্যুতকৰ্ম্মা বিষ্ণুর যে সকল
 চরিত্রের কথা বলিয়া থাকেন, সেগুলি কি তোমার শুনা নাই ? ॥৪৬॥

(৪৪) তে দৃষ্টা সৰ্বভূতানি—বা ব কা ।

নিশায়ামিব খণ্ডোতঃ প্রার্ট্‌কালে সমন্ততঃ ।
 প্রতিষ্ঠানায় পৃথিবীং মার্গমাগস্তদাহভবৎ ॥৪৮॥ (যুগ্মকম্)
 জলে নিমগ্নাং গাং দৃষ্ট্বা চোদ্ধতুং মনসেচ্ছতি ।
 কিম্ রূপমহং কৃত্বা সলিলাতুদ্বরে মহীম্ ॥৪৯॥
 এবং সঞ্চিন্ত্য মনসা দৃষ্ট্বা দিব্যেন চক্ষুষা ।
 জলক্রীড়াভিরুচিতং বরাহং রূপমস্মরৎ ॥৫০॥
 কৃত্বা বরাহবপুষং বাহুয়ং বেদস্মিতম্ ।
 দশযোজনবিস্তীর্ণমায়তং শতযোজনম্ ॥৫১॥
 মহাপর্বতবত্ৰাভং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রং প্রদৌণ্ডিমৎ ।
 মহামেঘৌবনির্ঘোষণং নীলজীমূতসন্নিভম্ ॥৫২॥

ভূত্বা যজ্ঞবরাহো বৈ অপঃ সংপ্রাবিশৎ প্রভুঃ ।

দংষ্ট্রেণৈকেন চোদ্ধত্য থে স্থানে ন্যবিশন্নহীম্ ॥৫৩॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

জলেনেতি । সমুদ্রপ্রাপ্তে ব্যাপ্তে । প্রার্ট্‌কালে নিশায়াম্ খণ্ডোত ইব সমন্ততশ্চরন্ প্রভু-
 নারায়ণঃ, প্রতিষ্ঠানায় স্থানায় তদাদীনামবস্থানায় পৃথিবীং মার্গমাগোহভবৎ ॥৪৭—৪৮॥

জল ইতি । গাং পৃথিবীম্ । পৃথিব্যাকারায় রূপধারণে বিতর্কমাহ—কিমিতি ॥৪৯॥

এবমিতি । জলক্রীড়াভিজলক্রীড়াম্, উচিতং যোগ্যম্ ॥৫০॥

কৃত্বেতি । বাহুয়ং “চত্বারি শৃঙ্গায়োহস্ত পাদা দ্বৈ নীর্ঘে” ইত্যাদিশব্দা বাক্ষরূপম্,

ভারতভাবদীপঃ

তান্বেব কৰ্ম্মাণ্যাহ—একার্ণবে সত্যেকাকালে আকাশমাত্রে বায়ুতেজঃপৃথিবীরহিতে জলমাত্রে
 সতি ॥৪৭॥ খণ্ডোত ইতি প্রকাশমাত্রমুচ্যতে । প্রতিষ্ঠানায় লোকপ্রতিষ্ঠাপনার্থম্ ॥৪৮—৪৯॥
 জলক্রীড়ায়ামভিরুচিতং শ্রীতিবিশ্ত ॥৫০॥ বরাহবপুষমাত্মানমিতি শেষঃ । বাহুয়ং চতুর্বেদময়ম্,

সমগ্র পৃথিবীটা জলবাপ্ত হইলে, জগৎটাই—একমাত্র সমুদ্রময় ও একমাত্র
 আকাশময় হইয়া থাকে ; তখন—বর্ষাকালে রাত্রিতে একটা খণ্ডোত যেমন সর্বত্র
 বিচরণ করে, সেইরূপ একমাত্র নারায়ণ সর্বত্র বিচরণ করিতে থাকিয়া সৃষ্ট পদার্থ-
 গুলির থাকিবার জন্য পৃথিবীর অন্বেষণ করিতে থাকেন ॥৪৭—৪৮॥

এবং তিনি পৃথিবীকে জলে নিমগ্ন দেখিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিবার ইচ্ছা
 করেন, আর ভাবেন যে, কিরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জল হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার
 করিব ॥৪৯॥

এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া দিব্য চক্ষুতে দেখিয়া জলক্রীড়ার যোগ্য বরাহ-
 মূর্ত্তি স্মরণ করেন ॥৫০॥

তাঁহার পর প্রভু নারায়ণ—বাহুয় ও বেদবোধিত আপন মূর্ত্তিতে বরাহমূর্ত্তি

পুনরেব মহাবাহুরপূর্বাঃ তনুমাশ্রিতঃ ।

নরশ্চ কৃদ্ধাহর্কিতনুং সিংহশ্চাৰ্কিতনুং প্রভুঃ ॥৫৪॥

দৈত্যেন্দ্রশ্চ সভাং গন্তা পাণিং সংস্পৃশ্য পাণিনা ।

দৈত্যানাংমাদিপুরুষঃ সুরারির্দিতিনন্দনঃ ॥৫৫॥

দৃষ্ট্ৱা চাপূর্ববপুষং ক্রোধাৎ সংরক্তলোচনঃ ।

শূলোদ্রতকরঃ স্রগ্বী হিরণ্যকশিপুস্তদা ॥৫৬॥

মেঘস্তনিতনির্ঘোষো নীলাভচয়সমিভঃ ।

দেবারির্দিতিজো বীরো নৃসিংহঃ সমুপাদ্রবৎ ॥৫৭॥ (কলাপকম্)

সমুপেত্য ততস্ত্যৈকৈর্মুগেন্দ্রেণ বলীয়সা ।

নারসিংহেন বপুসা দারিতঃ করজৈর্ভৃশম্ ॥৫৮॥

ভারতকৌমুদী

বেদসম্মিতং “বিষ্ণুর্গোপা অদাত্যঃ” ইত্যাদিক্রিয়া বেদপ্রমিতম্, আত্মানমিতি শেষঃ, বরাহশ্চেব
বপুষশ্চ তৎ তাদৃশম্ । মহাপর্বতশ্চ বগ্নর্গঃ শরীরশ্চেব আভা যন্ত তম্ । প্রদীপ্তিমদिति ক্রীবন্ত-
মার্ষম্ । অপো জলম্, প্রভুর্বিষ্ণুঃ । দংষ্ট্রেণ দংষ্ট্রয়া । খে স্থানে আকাশদেশে ত্রবিংশৎ স্বপ্রভাবেণৈব
ত্ৰবেশয়ৎ ॥৫১—৫৩॥

নৃসিংহমূর্তিমাং পুনরिति । তনোরপূর্বং প্রতিপাদয়তি—নরশ্চেতি । সংস্পৃশ্য অতিষ্ঠদिति
শেষঃ । অপূর্ববপুষং নৃসিংহম্ । স্রগ্বী মালাধারী । নীলাভচয়সমিভঃ নীলমেঘসমূহসদৃশঃ ।
সমুপাদ্রবৎ হস্তমভাধাবৎ ॥৫৪—৫৭॥

ভারতভাবদোপঃ

বেদসম্মিতং বেদপ্রমিতযজ্ঞরূপম্ ॥৫১॥ বগ্ন শরীরম্ ॥৫২॥ দংষ্ট্রেণ দংষ্ট্রয়া, ত্রবিংশৎ ত্রবেশয়ৎ
॥৫৩॥ এবং বরাহাবতারমুক্ত্ৱা নরসিংহাবতারমাং—পুনরেবেত্যাদিনা । অপূর্বং লোকে
পূর্বং ন দৃষ্টম্ ॥৫৪—৫৭॥ মুগেন্দ্রেণাপি সমুপেত্য দৈত্যসমীপে গন্তা সমুপাদ্রবৎ, হিরণ্য-
করিয়া, যজ্ঞবরাহ হইয়া, জলে যাইয়া প্রবেশ করেন এবং একটা দন্তদ্বারা পৃথিবীকে
উত্তোলন করিয়া আকাশে স্থাপন করেন । সেই বরাহমূর্তিটা—দশ যোজনবিস্তৃত,
শতযোজন দীর্ঘ, মহাপর্বততুল্য উচ্চ, তীক্ষ্ণদন্তযুক্ত, প্রখরদীপ্তিসমম্বিত, মহামেঘতুল্য
গজ্জর্জনশীল এবং নীলমেঘতুল্য কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে ॥৫১—৫৩॥

আবার মহাবাহু নারায়ণ—নৌচের অর্দ্ধ মনুগ্রাকৃতি এবং উপরের অর্দ্ধ সিংহাকৃতি
—এইরূপ অপূর্বমূর্তি ধারণ করিয়া, দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর সভায় যাইয়া, হস্তদ্বারা
হস্তস্পর্শ করিয়া অবস্থান করেন । তখন দিতির পুত্র, দৈত্যগণের আদিপুরুষ,
দেবতাদের শত্রু, মেঘের ছায় গন্তীরশ্বর, নীলমেঘের ছায় কৃষ্ণবর্ণ ও মালাধারী
মহাবীর হিরণ্যকশিপু—অপূর্বমূর্তি নৃসিংহকে দেখিয়া, ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া,
শূল উত্তোলন করিয়া ধাবিত হন ॥৫৪—৫৭॥

এবং নিহত্য ভগবান্ দৈত্যৈশ্চ রিপুঘাতিনম্ ।
 ভূয়োহন্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রভুলোঁকহিতায় চ ॥৫৯॥
 কশ্যপস্ত্যাজঃ শ্রীমান্ অদিত্যা গর্ভধারিতঃ ।
 পূর্বে বর্ষসহস্রে তু প্রসূতা গর্ভমুক্তমম্ ॥৬০॥ (যুগ্মকম্)
 দুর্দ্দিনাশ্চোদসদৃশো দীপ্তাক্ষো বামনাকৃতিঃ ।
 দণ্ডী কমণ্ডলুধরঃ শ্রীবৎসোরসি ভূষিতঃ ।
 জটী যজ্ঞোপবীতী চ ভগবান্ বালরূপধৃক্ ॥৬১॥
 যজ্ঞবাটং গতঃ শ্রীমান্ দানবেশ্চৈব তদা ।
 বৃহস্পতিসহায়োহসৌ প্রবিষ্টো বলিনো মথৈ ॥৬২॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

সমিতি । যুগ্মেণ সিংহবহুত্তরকারেণ । দারিতো হিরণ্যকশিপুঃ কর্জৈনৈঃ ॥৫৮॥
 বামনাবতারমাহ—এবমিতি । অস্ত্রো বামনঃ সন্ । গর্ভে ধারিতো গর্ভধারিতঃ ॥৫৯—৬০॥
 দুর্দ্দিনেতি । “মেঘাচ্ছিন্নেহি দুর্দ্দিনম্” ইত্যমরঃ । দুর্দ্দিনস্ত অশ্চোদসদৃশঃ সজলমেঘবর্ণঃ,
 দীপ্তাক্ষ উজ্জলনয়নঃ, বামনাকৃতিঃ খৰ্ব্বাকারঃ । উরসি বক্ষসি, শ্রীবৎসেন তদাথেন রোমাবর্জেন
 ভূষিতঃ । তৃতীয়ালোপ আর্ষঃ । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ । যজ্ঞবাটং যজ্ঞপ্রদেশম্ । বৃহস্পতিঃ
 সহায়ঃ সহচরো যন্ত সং ॥৬১—৬২॥

ভারতভাবদীপঃ

কশিপুঃ কর্জৈনৈর্ধারিতঃ ॥৫৮॥ এবং নৃসিংহাবতারকথামুপসংহৃত্য বামনাবতারকথাং
 প্রস্তোতি এবমিতি ॥৫৯॥ গর্ভে ধারিতঃ গর্ভধারিতঃ । সপ্তমীতি যোগবিভাগাৎ সমাসঃ ॥৬০॥
 দুর্দ্দিনং প্রাবৃত্তদিনম্, তত্র ভবোহশ্চোদঃ কৃষ্ণমেঘস্তৎসদৃশঃ । “মেঘাচ্ছিন্নেহি দুর্দ্দিনম্” ইত্যমরঃ ।
 শ্রীবৎসেনোরসিভূষিত ইত্যলুপ্তবিভক্তিকং পদম্ । বালঃ বামনঃ ॥৬১॥ বাটং স্থানম্ ॥৬২॥

তাহার পর বলবান্ নরসিংহমূর্তিধারী নারায়ণ অগ্রসর হইয়া তীক্ষ্ণ নখদ্বারা সেই
 হিরণ্যকশিপুকে অত্যন্ত বিদীর্ণ করিলেন ॥১৮॥

ভগবান্ ও প্রভু নারায়ণ এইভাবে শত্রুহন্তা হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া লোক-
 হিতের জন্ত পুনরায় অগ্নি মনোহর মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন ; সে অবতারে তিনি
 কশ্যপের পুত্র হন, অদिति তাঁহাকে গর্ভে ধারণ করেন এবং সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে
 অদिति সেই উত্তম গর্ভ প্রসব করেন ॥৫৯—৬০॥

তখন তিনি মেঘাচ্ছন্নদিনের মেঘের আয় শ্যামবর্ণ, উজ্জলনয়ন, খৰ্ব্বাকৃতি, দণ্ড ও
 কমণ্ডলুধারী, বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্নভূষিত, জটী ও যজ্ঞোপবীতশালী এবং সুন্দর
 বালকমূর্তি হইয়া দানবশ্রেষ্ঠ বলিরাজার যজ্ঞস্থানে গমন করেন এবং বৃহস্পতির সঙ্গে
 যজ্ঞে প্রবেশ করেন ॥৬১—৬২॥

তং দৃষ্ট্বা বামনতনুঃ প্রহৃষ্টো বলিরব্রবীৎ ।
 প্রীতোহস্মি দর্শনে বিপ্র ! ক্রহি ত্বং কিং দদানি তে ।
 এবমুক্তস্ত বলিনা বামনঃ প্রত্যুবাচ হ ॥৬৩॥
 স্বস্তীতু্যক্ত্বা বলিং দেবঃ স্ময়মানোহভ্যভাষত ।
 মেদিনীং দানবপতে ! দেহি মে বিক্রমত্রয়ম্ ॥৬৪॥
 বলিদর্দৌ প্রসন্নাত্মা বিপ্রায়ামিততেজসে ।
 ততো দিব্যাদৃততমং রূপং বিক্রমতো হরেঃ ॥৬৫॥
 বিক্রমৈশ্চিভিরক্ষোভ্যো জহারাশু স মেদিনীম্ ।
 দর্দৌ শক্রায় চ মহীং বিষ্ণুর্দেবঃ সনাতনঃ ॥৬৬॥
 এষ তে বামনো নাম প্রাদুর্ভাবঃ প্রকীর্তিতঃ ।
 তেন দেবাঃ প্রাদুরাসন্ বৈষ্ণবঞ্চোচ্যতে জগৎ ॥৬৭॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । পূর্বত্র বলিন ইতি অত্র তু বলিরিতি দর্শনাত্তয়বিধো বলিশব্দঃ । ষট্পাদোহয়ং
 শ্লোকঃ ॥৬৩॥

স্বস্তীতি । বিক্রমতানেনেতি বিক্রমঃ পাদস্তত্রয়ং ত্রিপাদত্রয়পরিমিতামিত্যর্থঃ ॥৬৪॥

বলিরিতি । রূপমানীদिति শ্বেবঃ, বিক্রমতঃ পাদত্রয়ভূমিআক্রমতঃ ॥৬৫॥

বিক্রমৈরিতি । বিক্রমৈঃ পাদক্ষেপৈঃ, অক্ষোভ্যঃ সঙ্কল্লাদচালনীয়ঃ ॥৬৬॥

তখন বলি সেই খর্বাকৃতি ব্রাহ্মণটাকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেন—
 “ব্রাহ্মণ । আপনাকে দেখিয়াই আমি আনন্দিত হইয়াছি ; অতএব আপনি বলুন
 —আপনাকে আমি কি দান করিব ?” । বলি এইরূপ বলিলে, বামন প্রত্যুত্তর
 করিলেন ॥৬৩॥

বামনদেব ‘স্বস্তি’ বলিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিকে বলিলেন—“দানবরাজ ।
 আমাকে আমার পাদত্রয়পরিমিত ভূমি দান করুন” ॥৬৪॥

তখন বলি প্রসন্নচিত্তে অমিততেজা বামনকে তাহাই দান করিলেন । তাহার
 পর বামন যখন সেই ত্রিপাদভূমি আক্রমণ করেন, তখন তাহার রূপ—অলৌকিক
 ও অত্যন্ত অদ্ভুত হইয়াছিল ॥৬৫॥

সঙ্কল হইতে অচালনীয় ও সনাতন বামনরূপী নারায়ণ তিন পাদক্ষেপেই সমগ্র
 পৃথিবী হরণ করিলেন এবং তাহা ইন্দ্রকে দিলেন ॥৬৬॥

জয়দ্রথ । এই তোমার নিকট বামনাবতারের কথা বলিলাম । তাহার অনু-
 গ্রহেই দেবতারা অভ্যুদয় লাভ করিয়াছেন এবং জগৎটাকে ‘বৈষ্ণব’ বলা হইয়া
 থাকে ॥৬৭॥

অসত্যং নিগ্রহার্থায় ধর্মাসংরক্ষণায় চ ।
 অবতীর্ণো মনুষ্যাণামজায়ত যদুক্ষয়ে ।
 স এষ ভগবান্ বিষ্ণুঃ কৃষ্যেতি পরিকীর্ত্যতে ॥৬৮॥
 অনাগন্তমজং দেবং প্রভুং লোকনমস্কৃতম্ ।
 যং দেবং বিদুষো গান্ধি তস্মৈ কৰ্ম্মাণি সৈশ্বব ! ॥৬৯॥
 যমাল্লরজিতং কৃষং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ।
 শ্রীবৎসধারিণং দেবং পীতকৌমেষরবাসসম্ ।
 প্রধানং শস্ত্রবিদুষাং তেন কৃষেৎ রক্ষ্যতে ॥৭০॥
 সহায়ঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ শ্রীমানতুলবিক্রমঃ ।
 সমানশ্রুদনে পার্থমাস্থায় পরবীরহা ॥৭১॥

ভারতকৌমুদী

এষ ইতি । প্রাদুর্ভাবঃ অবতারঃ । প্রাদুরাসন্ অভ্যাদিতা অভবন্ ॥৬৭॥
 অসত্যমিতি । মনুষ্যাণাং মধ্যে, যদুক্ষয়ে যদুগৃহে । ঘটপাদোহয়ঃ শ্লোকঃ ॥৬৮॥
 অনেতি । বিদুষো বিদ্বাংসঃ, গান্ধি গায়ন্তি । তস্মৈ কিস্তি কৰ্ম্মাণি যয়োক্তানি ॥৬৯॥
 যমিতি । তেন কৃষেৎ শস্ত্রবিদুষাং প্রধানমর্জুনো রক্ষ্যতে । অয়মপি ঘটপাদঃ শ্লোকঃ ॥৭০॥
 সহায় ইতি । সমানশ্রুদনে একরথে, পার্থমর্জুনম্, আস্থয়ান্তিত্য তিষ্ঠতীতি শেষঃ ॥৭১॥

ভারতভাবদীপঃ

বলিনো বলেঃ, অয়মিকারান্ত ইদমন্তশ্চ শব্দো দৃশ্যতে । দদানি তদীপিতমিতি শেষঃ
 ॥৬৩—৬৪॥ দিবাক্ষ তদন্ততমকং রূপং বভূবেতি শেষঃ ॥৬৫—৬৭॥ অবতীর্ণোহবতরণং
 কুর্করজায়ত আবিভূতঃ । যদুক্ষয়ে যদুনাং গৃহে ॥৬৮॥ তস্মৈ কৰ্ম্মাণি বিদুষো বিদ্বাংসঃ,
 গান্ধি গায়ন্তি ॥৬৯॥ সৌহর্জুনঃ শস্ত্রবিদুষাং প্রধানং শ্রেষ্ঠঃ যম্ অজিতমাল্লন্তেন কৃষেৎ

সেই ভগবান্ নারায়ণই দুর্জনের নিগ্রহ এবং ধর্মরক্ষার জন্ত মনুষ্যমধ্যে অবতীর্ণ
 হইয়া যদুকুলে জন্মিয়াছিলেন ; তাঁহাকেই 'কৃষ' বলা হয় ॥৬৮॥

সিন্ধুরাজ । জ্ঞানীরা যে দেবকে অনাদি, অনন্ত, অজ, নিয়ন্তা, সর্বলোক-
 নমস্কৃত ও ক্রৌড়াশীল বলিয়া থাকেন, আমি তাঁহার কিছু চরিত্র এই
 বলিলাম ॥৬৯॥

আর মুনীরা যাহাকে অজিত, শঙ্খ-চক্র-গদাধারী, শ্রীবৎসচিহ্নে চিহ্নিত এবং
 পীত-কৌমের-বস্ত্রপরিধায়ী কৃষ বলিয়া থাকেন, সেই কৃষই অস্ত্রস্ত্রশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে
 রক্ষা করিয়া থাকেন ॥৭০॥

আর অতুলনীয় বিক্রমশালী, শত্রুবীরহন্তা ও পরম শ্রুদরাকৃতি কৃষ সহায় হইয়া
 অর্জুনকে অবলম্বন করিয়া একরথে অবস্থান করেন ॥৭১॥

ন শক্যতে তেন জেতুং ত্রিদশৈরপি দুঃসহঃ ।

কঃ পুনর্মানুষো ভাবো রণে পার্থং বিজেষ্যতে ॥৭২॥

তমেকং বর্জয়িত্বা তু সর্বং যৌধিষ্ঠিরং বলয় ।

চতুরঃ পাণ্ডবান্ রাজন্ ! দিনৈকং জেষ্যসে রিপূন্ ॥৭৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইত্যেবমুক্ত্বা নৃপতিং সর্বপাপহরো হরঃ ।

উমাপতিঃ পশুপতির্বজ্জহা ত্রিপুরাদ্বন্দ্বঃ ॥৭৪॥

বামনৈবিকটৈঃ কুজৈরুগ্রশ্রবণদর্শনৈঃ ।

বৃতঃ পারিষদৈর্বীরৈর্নানাপ্রহরণোত্তমৈঃ ॥৭৫॥

দ্রাক্ষকো রাজশাঙ্গুল ! ভগনেত্রনিপাতনঃ ।

উমাসহায়ো ভগবান্স্তত্রৈবাস্তবধীয়ত ॥৭৬॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

নেতি । ভাবো বীরত্বেন গৌরবিতোহপি, “ভাবো গৌরবিতো জস্তো” ইতি ত্রিকাংশেবঃ ॥৭২॥

তমিতি । তমর্জুনয় । দিনৈকম্ একদিনম্ একবারমেবেত্যর্থঃ ॥৭৩॥

ইতীতি । নৃপতিং জয়দ্রথম্ । বজ্জহা দক্ষয়জ্জহতা । বামনৈঃ খর্কৈঃ, উগ্রাণি শ্রবণদর্শনানি কর্ণনয়নানি যেষাং তৈঃ । ভগন্ত দেববিশেষস্ত নেত্রং দক্ষয়জ্ঞে নিপাতিতবানিতি ভগনেত্রনিপাতনঃ । উমাসহায় উমরা পার্কৃত্যা সহিতঃ ॥৭৪—৭৬॥

ভারতভাবদীপঃ

রক্ষতে ॥৭০—৭১॥ তেন কৃষ্ণসহায়ত্বেন হেতুনা, ভাবঃ পূজ্যতমঃ । “ভাবঃ পূজ্যতমে লোকে” ইত্যনেকার্থঃ ॥৭২॥ দিনৈকমেকদিনমেব, ন সর্বদা ॥৭৩—৭৫॥ দক্ষয়জ্ঞে ভগন্ত নেত্রং নিপাতিত-বান্ ভগনেত্রনিপাতনঃ ॥৭৬—৭৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষড়্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২২৬॥

শ্রুতরাং সেই দুর্দ্বর্ষ অর্জুনকে দেবতারাগ জয় করিতে সমর্থ হন না ; অতএব কোন্ মানুষ সেই অর্জুনকে যুদ্ধে জয় করিবে ? ॥-২॥

অতএব জয়দ্রথ ! তুমি—এক সেই অর্জুন ব্যতীত যুধিষ্ঠিরের সমস্ত সৈন্যকে এবং অপর চারি জন পাণ্ডবকে একদিনমাত্র জয় করিতে পারিবে” ॥৭৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজশ্রেষ্ঠ জনমেজয় ! তাহার পর সর্বপাপনাশক, উমাপতি, পশুপতি, দক্ষয়জ্ঞনাশক, ত্রিপুরাসুরহন্তা, ভগের নয়নবিধ্বংসী ও ত্রিলোচন মহাদেব—খর্ব্ব, বিকটমূর্তি, উগ্রকর্ণ, উগ্রনয়ন ও নানাবিধ অস্ত্রধারী বীর পারিষদ্বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া পার্বতীর সহিত সেইখানেই অন্তর্হিত হইলেন ॥৭৪—৭৬॥

জয়দ্রথোহপি মন্দাত্মা স্বমেব ভবনং যযৌ ।

পাণ্ডবাশ্চ বনে তস্মিন্ ন্যবসন্ কাম্যকে তথা ॥৭৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি দ্রৌপদী-
হরণে জয়দ্রথবিমোক্ষণে ষড়্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

জনমেজয় উবাচ ।

এবং হতায়াং কৃষ্ণায়াং প্রাপ্য ক্লেশমনুভবম্ ।

অত উৰ্দ্ধ্বং নরব্যাত্রাঃ কিমকুর্বত পাণ্ডবাঃ ॥১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং কৃষ্ণাং মোক্ষয়িত্বা বিনির্জিত্য জয়দ্রথম্ ।

আসাক্ষক্রে মুনিগণৈর্ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥২॥

তেষাং মধ্যে মহর্ষীণাং শৃণুতামনুশোচতাম্ ।

মার্কণ্ডেয়মিদং বাক্যমব্রবীৎ পাণ্ডুনন্দনঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

জয়তি । মন্দাত্মা বিষমমনাঃ, আশঙ্করূপবরালাভাদিত্তি ভাবঃ ॥৭৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি দ্রৌপদীহরণে
ষড়্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

এবমিতি । কৃষ্ণায়াং দ্রৌপদীতাম্ । অহুতমম্ অত্যধিকম্ । উৰ্দ্ধ্বং পরম্ ॥১॥

এবমিতি । আসাক্ষক্রে অবতস্থে, মুনিগণৈঃ সহ ॥২॥

জয়দ্রথও বিষমমনে আপন ভবনেই প্রস্থান করিলেন এবং পাণ্ডবেরাও সেই
কাম্যকবনেই বাস করিতে লাগিলেন” ॥৭৭॥

—:~:—

জনমেজয় বলিলেন—“মহর্ষি । জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে হরণ করিলে, নরশ্রেষ্ঠ
পাণ্ডবেরা এইরূপ গুরুতর কষ্ট পাইয়া তাহার পর কি করিয়াছিলেন ?” ॥১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ । ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এইভাবে জয়দ্রথকে জয়
করিয়া দ্রৌপদীকে মোচনপূর্বক মুনিগণের সহিত বাস করিতে লাগিলেন ॥২॥

* ‘...উনষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...একসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...দ্বিসপ্তত্য-
ধিকদ্বিশততমঃ...’—ক, ‘...দ্বিসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ভগবন্ ! দেবর্ষীগাং স্বং ধ্যাতো ভূতভবিষ্যবিৎ ।
 সংশয়ং পরিপূচ্ছামি ত্বং ছিদ্ধি হৃদি মে স্থিতম্ ॥৪॥
 দ্রুপদস্ত স্তুতা হেযা বেদিমধ্যাং সমুখিতা ।
 অযোনিজা মহাভাগা স্মৃষা পাণ্ডুর্মহাত্মনঃ ॥৫॥
 মন্ত্রে কালশচ ভগবান্ দৈবঞ্চ দুরতিক্রমম্ ।
 ভবিতব্যঞ্চ ভূতানাং যস্য নাস্তি ব্যতিক্রমঃ ॥৬॥
 ইমাং হি পত্নীমস্মাকং ধর্মজ্ঞাং ধর্মচারিণীম্ ।
 সংস্পৃশেদৌদৃশো ভাবঃ শুচিঃ স্তৈশ্চামিবানৃতম্ ॥৭॥
 নহি পাপং কৃতং কিঞ্চিৎ কস্ম বা নিন্দিতং কচিৎ ।
 দ্রৌপতা ব্রাহ্মণেষেব ধর্মঃ স্মরিতো মহান্ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

ভেদামিতি । শৃণুতাম্—অনুশোচনমেব, অনুশোচতাং দ্রৌপদীং পাণ্ডবাংশ ॥৩॥

ভগবামিতি । ভূতভবিষ্যবিদ্বাদ্বর্তমানবিদপি । সংশয়ং তদ্বিবরম্ ॥৪॥

দ্রুপদভেতি । বেদিমধ্যাদ্যজ্ঞবেদিতঃ । স্মৃষা পুত্রবধুঃ ॥৫॥

মন্ত্র ইতি । এতদ্রমমেব দুরতিক্রমং মন্ত্রে । ব্যতিক্রমঃ অন্তর্থাৎ ॥৬॥

ইমামিতি । ভাবঃ অবস্থা, শুচিঃ নির্মলঃ জনম, অনুতং স্তৈশ্চ চৌর্ধ্যং চৌর্ধ্যাপবাস ইব ॥৭॥

একদা সেই মহর্ষিদের মধ্যে অনেকে পাণ্ডবদের বিষয়ে শোক করিতেছিলেন এবং অনেকে তাহা শুনিতেছিলেন, এমন সময়ে যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়মুনির নিকট এই কথা বলিলেন ॥৪॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন —“ভগবন্ । আপনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের সমস্ত ঘটনাই জানেন বলিয়া দেবগণ এবং ঋষিগণের মধ্যেও প্রসিদ্ধি রহিয়াছে ; অতএব আমি একটা সন্দেহের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমার হৃদয়স্থিত সেই সন্দেহটী দূর করুন ॥৪॥

ইনি দ্রুপদরাজার তনয়, যজ্ঞবেদি হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন, অযোনিজা, মহাভাগা এবং মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধু ॥৫॥

এদিকে মাহাত্ম্যশালী কাল, দৈব ও প্রাণিগণের ভবিতব্য—এই তিনটাকেই আমি দুরতিক্রম বলিয়া মনে করি । কারণ, যেগুলির ব্যতিক্রম হয় না ॥৬॥

মিথ্যা চৌর্ধ্যদোষ যেমন পবিত্র লোককে স্পর্শ করে, সেইরূপ এই প্রকার অবস্থা আসিয়া ধর্মজ্ঞা ও ধর্মচারিণী আমাদের এই পত্নীকে স্পর্শ করিয়া থাকিবে ॥৭॥

(৬)---দৈবঞ্চ বিধিনিষিদ্ধম্—বা ব কা ।

তাং জহার বলাদ্রাজ্যমুচুবুদ্ধিজয়দ্রথঃ ।

তস্তাঃ সংহরণাং প্রাপ্তঃ শিরসঃ কেশপাতনম্ ॥৯॥

পরাজয়ঞ্চ সংগ্রামে সমাহায়ঃ সমাপ্তবান্ ।

প্রত্যাহতা তথাস্মাভিহতা তৎ সৈন্ধবং বলম্ ॥১০॥

তদারহরণং প্রাপ্তমস্মাভিরবিতর্কিতম্ ।

দুঃখশ্চায়ং বনে বাসো মৃগয়ায়াঞ্চ জীবিকা ॥১১॥

হিংসা চ মৃগজাতীনাং বনৌকোভিবনৌকসাম্ ।

জ্ঞাতিভির্বিপ্রবাসশ্চ মিথ্যাব্যবসিতৈরয়ম্ ॥১২॥

অস্তি নুনং ময়া কশ্চিদল্লভাগ্যতরো নৃপঃ ।

ভবতা দৃষ্টপূর্বো বা শ্রুতপূর্বোহপি বা ভবেৎ ॥১৩॥

:ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি দ্রৌপদী-

হরণে যুধিষ্ঠিরপ্রশ্নে সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

ভারতকৌমুদী

নহীতি । ধর্মঃ সেবাদানাদিঃ, সূচরিতঃ সম্যাগাচরিতঃ ॥৮॥

তামিতি । সংহরণাদপহরণাং, প্রাপ্তো জয়দ্রথ এব ॥৯॥

পরেতি । সমাপ্তবান্ প্রাপ্তবান্ জয়দ্রথ ইত্যাহবৃত্তিঃ । সৈন্ধবং জয়দ্রথসদৃশি ॥১০॥

তদ্বিতি । দারহরণং ভাৰ্য্যাহরণদুঃখম্, অবিতর্কিতং পূর্বমচিন্তিতম্ ॥১১॥

হিংসেতি । বনৌকোভিবনবাসিভিরস্মাভিঃ । বিপ্রবাসঃ অস্মাকং নির্বাসনম্ ॥১২॥

দ্রৌপদী কখনও কোন পাপকাৰ্য্য বা নিন্দিত কাৰ্য্য করেন নাই, বরং ব্রাহ্মগণের বিষয়ে গুরুতর ধর্ম আচরণই করিয়াছেন ॥৮॥

অথচ মৃতমতি জয়দ্রথরাজা তাঁহাকেই হরণ করিল । এবং তাঁহাকে হরণ করায় মস্তকের কেশমুণ্ডন প্রাপ্ত হইল ॥৯॥

এবং জয়দ্রথ সহচরগণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইল ; আর আমরা তাহার সৈন্তগণকে সংহার করিয়া দ্রৌপদীকে প্রত্যাহরণ করিলাম ॥১০॥

আমরা সেই অতর্কিত ভাৰ্য্যাহরণদুঃখ পাইলাম, এই দুঃখকর বনবাস চলিতেছে এবং মৃগয়ায় জীবিকানির্ব্বাহ হইতেছে ॥১১॥

আর আমরা বনবাসী হইয়াও বনবাসী মৃগজাতিরই হিংসা করিতেছি এবং মিথ্যাচারী জ্ঞাতিরা আমাদের এই নির্ব্বাসন ঘটাইয়া দিয়াছে ॥১২॥

(৯)---তস্তাঃ সংহরণাং পাপঃ শিরসঃ কেশপাতনম্—বা ব কা । (১২)---মিথ্যাব্যবসিতৈ-
রিয়ম্—বা ব কা নি । (১৩)---অল্লভাগ্যতরো নরঃ—বা ব কা নি । * ‘...ষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমঃ...’
—পি, ‘...দ্বিসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...ত্রিসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...চতুঃ-
সপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

অষ্টাবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

প্রাপ্তমপ্রতিমং দুঃখং রামেণ ভরতর্ষভ ! ।

রক্ষসা জনকী তস্য হতা ভার্য্যা বলীয়সা ॥১॥

আশ্রমাদ্রাক্ষসেন্দ্রেণ রাবণেন দুরাশ্রনা ।

মায়ায়াস্থায় তরসা ইত্বা গৃধ্রং জটায়ুশ্চ ॥২॥ (যুগ্মকম্)

প্রত্যাজহার তাং রামঃ স্ত্রীবলমশ্রিতঃ ।

বদ্ধা সেতুং সমুদ্রেস্থ দম্বু। লঙ্কাং শিঠৈঃ শরৈঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

অভীতি । নৃং তর্কে, ময়া সদৃশ ইতি শেবঃ ॥১৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি শ্রোপদীহরণে

সপ্তবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:—

“আচার্য্যগামিণং শৈলী যং সংক্ষেপেণাভিধায় বিস্তরেণাভিধত্তে” ইতি নিয়মাৎ প্রথমং
সংক্ষেপেণ ব্যবচয়িতমাহ—প্রাপ্তমিতি । জনকী জনকপুত্রী । তরসা বলেন ॥১—২॥

প্রভীতি । রামঃ শিঠৈঃ শরৈঃ তাং জনকীং প্রত্যাজহারেতি সর্বকঃ ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১—৫॥ দৈব ধর্মাধর্মৌ বিবিঃ সদস্যকর্ম্মণী ভাভ্যাং নির্মিতম্ ॥৬॥ ঈদৃশো
ভাবঃ পরেণ হরণম্ ॥৭—১১॥ মিথ্যাব্যবসিঠৈঃ বৃথাভাপনবেষধরৈঃ ইদং হিংসা জিয়ত ইতি
শেবঃ ॥১২॥ ময়া সম ইতি শেবঃ ॥১৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে সপ্তবিংশত্যাধিক-

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২২৭॥

অতএব জিজ্ঞাসা করি—আমার মত অত্যন্ত অল্পভাগ্যশালী কোন রাজা
আছেন কি ? কিংবা আপনি পূর্বেও সেরূপ কোন রাজাকে দেখিয়াছেন বা তাঁহার
বিষয় শুনিয়াছেন কি ?” ॥১৩॥

—:~:—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“ভরতশ্রেষ্ঠ । রামচন্দ্র অতুলনীয় দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন ।
কারণ, রাক্ষসাধিপতি, মহাবলশালী ও দুরাশ্রা রাক্ষস রাবণ, সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ
করিয়া এবং বলপূর্ব্বক জটায়ুপক্ষীকে বধ করিয়া রামেরই আশ্রম ইহিতে তাঁহারই
ভার্য্যা সীতাকে হরণ করিয়াছিলেন ॥১—২॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কশ্মিন্ রামঃ কুলে জাতঃ কিংবীর্য্যঃ কিংপরাক্রমঃ ।

রাবণঃ কস্তা পুত্রো বা কিং বৈরং তস্ত তেন চ ॥৪॥

এতন্মে ভগবন্ ! সৰ্ব্বং সম্যগাখ্যাতুমর্হসি ।

শ্রোতুমিচ্ছামি চরিতং রামস্তাক্লিষ্টকৰ্ম্মণঃ ॥৫॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

অজ্ঞো নামাভবদ্রাজা মহানিষ্কাকুবংশজঃ ।

তস্তা পুত্রো দশরথঃ শশ্বৎ স্বাধ্যায়বান্ শুচিঃ ॥৬॥

অভবন্তস্তা চত্বারঃ পুত্রা ধৰ্ম্মার্থকোবিদাঃ ।

রামলক্ষ্মণশত্রুঘ্না ভরতশ্চ মহাবলঃ ॥৭॥

রামস্তা মাতা কৌশল্যা কৈকেয়ী ভরতস্তা চ ।

সুতো লক্ষ্মণশত্রুঘ্নৌ স্মিত্রায়াঃ পরন্তপৌ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

কশ্মিন্‌স্মিতি । কিং কৌদৃশং বীর্য্যং যস্ত সঃ । অশ্রদ্ধাপোষকম্ । কিং কিংহেতুকম্ ॥৪॥

এতদ্বিতি । সম্যক্ বিস্তরেণ । প্রাক্শ্রবণাদক্লিষ্টকৰ্ম্মণ ইত্যুক্তম্ ॥৫॥

অজ্ঞ ইতি । শশ্বৎ সৰ্ব্বদা, স্বাধ্যায়বান্ বেদপাঠশালী, শুচিঃ পবিত্রঃ ॥৬॥

অভবস্মিতি । ধৰ্ম্মার্থয়োঃ কোবিদা বিচক্ষণাঃ ॥৭॥

রামস্তেতি । কৌশল্যা-কৈকেয়ী-স্মিত্রা রাজ্ঞো দশরথস্তা ভাৰ্য্যা ইত্যর্থঃ ॥৮॥

তাহার পর রামচন্দ্র স্ত্রীবের বল অবলম্বনপূর্বক সমুদ্রে সেতুবন্ধন ও লঙ্কাদাহ করিয়া নিশিত বাণদ্বারা সীতাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন” ॥৩॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“রাম কোন্ বংশে জন্মিয়াছিলেন ? কিপ্রকারই বা তাঁহার বল ও বিক্রম ছিল ? এবং রাবণই বা কাঁহার পুত্র ছিলেন ? আর কি কারণেই বা তাঁহার রামের সহিত শত্রুতা জন্মিয়াছিল ? ॥৪॥

ভগবন্ ! সেই সমস্ত বিষয় আপনি বিস্তরক্রমে বলুন । আমি অক্লিষ্টকৰ্ম্মা রামের চরিত্র শুনিতে ইচ্ছা করি” ॥৫॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“‘অজ্ঞ’-নামে ইক্ষ্বাকুবংশজাত এক মহারাজ ছিলেন এবং ‘দশরথ’-নামে তাঁহার এক পুত্র হইয়াছিল ; সেই দশরথ সৰ্ব্বদা বেদপাঠে নিরত ও পবিত্র থাকিতেন ॥৬॥

সেই দশরথের মহাবলশালী চারিটা পুত্র হইয়াছিল ; তাঁহাদের নাম ছিল—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন ; তাঁহারা যথাকালে ধৰ্ম্ম ও অর্থবিষয়ে বিচক্ষণ হইয়াছিলেন ॥৭॥

বিদেহরাজো জনকঃ সীতা তস্তাত্মজা বিভো ! ।
 যাং চকার স্বয়ং ষ্টিষ্ঠা রামস্ত মহিষীং প্রিয়াম্ ॥৯॥
 এতদ্রামস্ত তে জন্ম সীতায়ান্চ প্রকীর্তিতম্ ।
 রাবণস্তাপি তে জন্ম ব্যাখ্যাস্তামি জনেশ্বর ! ॥১০॥
 পিতামহো রাবণস্ত সাক্ষাদ্ভবঃ প্রজাপতিঃ ।
 স্বয়ম্ভুঃ সৰ্বলোকানাং প্রভুঃ স্রষ্টা মহাতপাঃ ॥১১॥
 পুলস্ত্যো নাম তস্তাসীন্মানসো দয়িতঃ সূতঃ ।
 তস্ত বৈশ্রবণো নাম গবি পুত্রোহভবৎ প্রভুঃ ॥১২॥
 পিতরং স সমুৎসৃজ্য পিতামহমুপস্থিতঃ ।
 তস্ত কোপাৎ পিতা রাজন্ ! সমৰ্জ্জাত্মানমাত্মনা ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

বিদেহেতি । ষ্টিষ্ঠা প্রজাপতিস্বয়ং স্বয়ং চকার, অযোনিজৈতি তাৎপৰ্য্যম্ ॥৯॥
 এতদ্বিতি । ব্যাখ্যাস্তামি বদিস্তামি । জনেশ্বরেতি শ্রুতিষ্টিষ্ঠাশ্রয়ধনম্ ॥১০॥
 পিতৈতি । প্রজাপতিঋদ্ধা । নারায়ণনাতিপদ্যাং স্বয়মেব ভবতীতি স্বয়ম্ভুঃ ॥১১॥
 পুলস্ত্য ইতি । মানসঃ সঙ্কল্পমাত্রেণ জাতঃ । গবি তদাখ্যায়ান্ ভার্গ্যায়াম্ ॥১২॥
 পিতরমিতি । স বৈশ্রবণঃ । পিতা পুলস্ত্যঃ, সমৰ্জ্জ'ব্যক্ত্যন্তরূপেণ জনয়ামাস ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রাপ্তমিতি ॥১॥ মায়াম্ সম্যাসিবেশম্ ॥২—৮॥ ষ্টিষ্ঠা প্রজাপতিঃ, স্বয়মেব সঙ্কল্পেন চকার,
 ন তু মৈথুনদ্বারা অযোনিজামিতিতর্কঃ ॥২—১১॥ গবি গোসংজ্ঞায়ান্ ভার্গ্যায়াম্ ॥১২॥ তস্ত

রামের মাতা কৌশল্যা এবং ভরতের মাতা ছিলেন কৈকেয়ী ; আর পরশুপ
 লঙ্গণ ও শক্রপুত্র সুমিত্রার পুত্র ছিলেন ॥৮॥

নরনাথ ! ওদিকে 'জনক'-নামে বিদেহদেশে এক রাজা ছিলেন ; সীতা
 ছিলেন তাঁহার কন্যা । স্বয়ং প্রজাপতি বাঁহাকে রামের প্রিয়তমা মহিষী
 করিয়াছিলেন ॥৯॥

রাজা ! এই তোমার নিকট রাম ও সীতার জন্মবৃত্তান্ত বলিলাম ; এখন
 রাবণের জন্মবৃত্তান্তও তোমার নিকট বলিব ॥১০॥

সমস্ত লোকের সৃষ্টিকর্ত্তা ও নিয়ন্তা এবং মহাতপা ও স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাই রাবণের
 সাক্ষাৎ পিতামহ ছিলেন ॥১১॥

'পুলস্ত্য'-নামে তাঁহার একটা প্রিয়তম মানস পুত্র ছিল এক গোনায়েী ভার্গ্যার
 গর্ভে সেই পুলস্ত্যের 'বৈশ্রবণ'-নামে একটা প্রভাবশালী পুত্র হইয়াছিল ॥১২॥

রাজা ! সেই বৈশ্রবণ, পিতা পুলস্ত্যকে ত্যাগ করিয়া পিতামহ ব্রহ্মার

স জ্ঞে বিশ্বা নাম তস্তাত্মার্কেন বৈ দ্বিজঃ ।

প্রতীকারায় সক্রোধস্ততো বৈশ্রবণস্ত বৈ ॥১৪॥

পিতামহস্ত প্রীতাত্মা দদৌ বৈশ্রবণস্ত হ ।

অমরত্বং ধনেশ্বং লোকপালত্বমেব চ ॥১৫॥

ঈশানেন তথা সখ্যং পুত্রঞ্চ নলকুবরম্ ।

রাজধানীনীবেশঞ্চ লক্ষ্যং রক্ষোগণান্নিতাম্ ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)

বিমানং পুষ্পকং নাম কামগঞ্চ দদৌ প্রভুঃ ।

যক্ষাণামাধিপত্যঞ্চ রামরাজত্বমেব চ ॥১৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি

দ্রৌপদীহরণে রামোপাখ্যানে রামবৈশ্রবণজন্মকথনে

অষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ #

ভারতকৌমুদী

স ইতি । তস্ত পুলস্ত্যস্ত, আত্মার্কেন দেহার্কেন, দ্বিজো ব্রাহ্মণঃ সন্ ॥১৪॥

পিতেতি । প্রীতাত্মা বৈশ্রবণেন স্বসেবনাদেবেতি ভাবঃ । ঈশানেন শিবেন ॥১৫—১৬॥

বিমানগিতি । প্রভুঃ পিতামহ এব । রাজ্যং মহম্মনুপাণ্যং রাজত্বম্ ॥১৭॥

ইতি মহামহোপাখ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ং বনপর্বণি দ্রৌপদীহরণে

অষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

বৈশ্রবণস্ত, কোপায়াং ত্যক্ত্বা যৎপিতরং সেবত ইত্যভিজননাং বৈশ্রবণং বাধিত্বং পুলস্ত্য এব যোগবলেন বিশ্ববঃসংজ্ঞং দেহাস্তরং চক্রে ইত্যর্থঃ ॥১৩—১৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২২৮॥

সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন ; তাহাতে পিতা পুলস্ত্য তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের নিজেকে অন্য পুরুষরূপে সৃষ্টি করিলেন ॥১৩॥

তাঁহার পর বৈশ্রবণের পিতৃবিদ্বেষের প্রতিশোধ দিবার জন্য পুলস্ত্যের অর্দ্ধাংশে 'বিশ্রবা'-নামে এক ব্রাহ্মণ জন্মিলেন ॥১৪॥

এদিকে ব্রহ্মা বৈশ্রবণের উপরে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দেবতা, ধনপতি, লোকপাল ও শিবের সখা করিলেন, 'নলকুবর'-নামে একটা পুত্র দান করিলেন এবং রাক্ষসপূর্ণ লঙ্কানগরীকে তাঁহার রাজধানী করিয়া দিলেন ॥১৫—১৬॥

আর ব্রহ্মা বৈশ্রবণকে 'পুষ্পক'-নামে কামগামী একখানি বিমান, যক্ষগণের আধিপত্য ও রাজরাজত্ব দান করিলেন ॥১৭॥

*. '...একষট্ঠ্যধিকদ্বিশততমঃ...'—পি, '...ত্রিশষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...চতুঃ-সপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—ক, '...পঞ্চসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—নি ।

উনত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃ*ঃ—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

পুলস্ত্যস্ত তু যঃ ক্রোধাদর্দ্ধদেহোহভবন্মুনিঃ ।

বিশ্ববা নাম সক্রোধঃ স বৈশ্রবণমৈক্ষত ॥১॥

বুবুধে তং তু সক্রোধং পিতরং রাক্ষসেশ্বরঃ ।

কুবেরস্তৎপ্রসাদার্থং যততে স্ম সদা নৃপ ! ॥২॥

স রাজরাজো লঙ্কায়ং ন্যবসন্ নরবাহনঃ ।

রাক্ষসীঃ প্রদদৌ তিস্রঃ পিতুর্বে পরিচারিকাঃ ॥৩॥

তাস্তদা তং মহাত্মানং সন্তোষয়িতুমুচ্চতাঃ ।

ঋষিং ভরতশার্দূল ! নৃত্যগীতবিশারদাঃ ॥৪॥

পুষ্পোৎকটী চ রাকা চ মালিনী চ বিশাংপতে ! ।

অন্যোন্মস্পর্দ্ধয়া রাজন্ ! শ্রেয়স্কামাঃ স্তমধ্যমাঃ ॥৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

পুলস্ত্যস্তেতি । স বিশ্ববা সক্রোধ এব বৈশ্রবণমৈক্ষত, পূর্বদেহাধীতেরিত্যাশয়ঃ ॥১॥

বুবুধ ইতি । পিতরং বিশ্ববসম, পিতুঃ পুলস্ত্যস্ত দেহাধীকরূপত্বাদিত্যভাবঃ ॥২॥

স ইতি । রাজরাজঃ কুবেরঃ । পিতুর্বিশ্রবসঃ ॥৩॥

তা ইতি । তং বিশ্ববসম্ । পুষ্পোৎকটাদীনি তাসাং তিস্রঃ নামানি ॥৪—৫॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“ক্রোধবশতঃ পুলস্ত্যের অর্দ্ধদেহ ‘বিশ্ববা’-নামক যে মুনি হইয়াছিল, সেই বিশ্ববাও ক্রোধের সহিতই কুবেরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন ॥১॥

রাজা ! তাহাতে রাক্ষসাদিপতি কুবেরও, পিতা বিশ্ববাকে ক্রুদ্ধ বলিয়াই বুদ্ধিতে পারিতেন ; তাই তিনি সর্বদাই পিতার প্রসন্নতা সম্পাদনের জন্য চেষ্টা করিতেন ॥২॥

একদা নরবাহন কুবের লঙ্কায় থাকিয়াই তিনটি রাক্ষসীকে পরিচারিকারূপে পিতা বিশ্ববার নিকট পাঠাইয়া দিলেন ॥৩॥

ভরতশ্রেষ্ঠ রাজা ! তখন হইতে নৃত্য-গীতনিপুণা ও পরমসুন্দরী, ‘পুষ্পোৎকটী’, ‘রাকা’ ও ‘মালিনী’-নায়ী সেই তিনটি কন্যা আপন আপন মঙ্গল কামনা করিয়া পরস্পর স্পর্দ্ধা সহকারে সেই মহাত্মা বিশ্ববামুনিকে সন্তুষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥৪—৫॥

স তাসাং ভগবাংস্ত্রয়ো মহাত্মা প্রদদৌ বরান্ ।
 লোকপালোপমান্ পুত্রানেকৈকস্তা যথেষ্পিতান্ ॥৬॥
 পুষ্পোৎকটায়াম্ জজ্ঞাতে দ্বৌ পুত্রৌ রাক্ষসেশ্বরৌ ।
 কুন্তকর্ণদশগ্রীবৌ বলেনাপ্রতিমৌ ভুবি ॥৭॥
 রাকায়ামিথুনং জজ্ঞে খরঃ শূৰ্পণখা তথা ।
 মালিনী জনয়ামাস পুত্রমেকং বিভীষণম্ ॥৮॥
 বিভীষণস্ত রূপেণ সৰ্বৈভ্যোহভ্যধিকোহভবৎ ।
 স বভূব মহাভাগো ধৰ্ম্মগোপ্তা ক্রিয়ারতিঃ ॥৯॥
 দশগ্রীবস্ত সৰ্বৈষাং জ্যেষ্ঠো রাক্ষসপুঙ্গবঃ ।
 মহোৎসাহো মহাবীর্যো মহাসত্ত্বপরাক্রমঃ ॥১০॥
 কুন্তকর্ণৌ বলেনাসীৎ সৰ্বৈভ্যোহভ্যধিকৌ যুধি ।
 মায়াবী রণশৌণ্ডচ রৌদ্রশ্চ রজনীচরঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । যথেষ্পিতানিত্যেন তাসামিচ্ছানুসারেণৈব পুত্রোৎপত্তিরিতি দর্শিতম্ ॥৬॥
 পুষ্পতি । দশগ্রীব এব জ্যেষ্ঠঃ, পাঠক্রমাপেক্ষয়া বক্ষ্যমাণশ্রুতিক্রমস্ত বলবত্ত্বাৎ ॥৭॥
 রাকায়ামিতি । মিথুনং দ্বীপুৰুষবৃগলম্ ॥৮॥
 বিভীষণ ইতি । ধৰ্ম্মস্ত গোপ্তা রক্ষিতা, ক্রিয়ায়াং ধৰ্ম্মকার্য্য এব রতিরনুরাগো যন্ত সঃ ॥৯॥
 দশেতি । মহদ্বীর্য্যং মানসিকবলং যন্ত সঃ, মহাস্তৌ সত্ত্বপরাক্রমৌ দৈহিকবলবিক্রমৌ যন্ত স
 তাদৃশশ্চ আসীৎ ॥১০॥
 কুন্তেতি । মায়াবী কূটকৌশলী, রণশৌণ্ডো যুদ্ধমত্তঃ ॥১১॥

ক্রমে ভগবান্ বিশ্রবামুনি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বর দিলেন যে, “ইচ্ছানুসারে তোমাদের এক এক জনের লোকপালসদৃশ পুত্র হইবে” ॥৬॥

তাহার পর পুষ্পোৎকটার গর্ভে ‘রাবণ’ ও ‘কুন্তকর্ণ’-নামে দুই পুত্র জন্মিল ;
 তাঁহারা যথাকালে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ও জগতে অসাধারণ বলবান্ হইয়াছিলেন ॥৭॥

রাকার গর্ভে ‘খর’ ও ‘শূৰ্পণখা’ জন্ম গ্রহণ করেন ; আর মালিনী ‘বিভীষণ’-নামে
 একটীমাত্র পুত্র প্রসব করেন ॥৮॥

বিভীষণ রূপে সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিলেন এবং তিনি মহাত্মা, ধৰ্ম্মরক্ষক ও ধৰ্ম্ম-
 কার্য্যে অনুরক্ত ছিলেন ॥৯॥

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণ সৰ্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ, অত্যন্ত উৎসাহী এবং অত্যন্ত মানসিক বল,
 দৈহিক বল ও পরাক্রমশালী ছিলেন ॥১০॥

(১০)...শ্রেষ্ঠো রাক্ষসপুঙ্গবঃ—বা ব কা নি ।

থরো ধনুষি বিক্রান্তো ব্রহ্মদ্বিষ্ট পিশিতাশনঃ ।

সিন্ধবিন্ধকরী চাপি রৌদ্রা শূর্ণগথা তথা ॥১২॥

সর্বৈ বেদবিদঃ শূরাঃ সর্বৈ সূচরিতব্রতাঃ ।

ঔষুঃ পিত্রা সহ রতা গন্ধমাদনপর্বতে ॥১৩॥

ততো বৈশ্রবণং তত্র দদৃশুর্নরবাহনম্ ।

পিত্রা সার্কিং সমাসীনমৃদ্ধ্যা পরময়া যুতম্ ॥১৪॥

জাতামর্যাস্ততস্তে তু তপসে ধৃতনিশ্চয়াঃ ।

ব্রহ্মাণং তোযয়ামাসুর্ঘোরেন তপসা তদা ॥১৫॥

অতিষ্ঠদেকপাদেন সহস্রং পরিবৎসরান্ ।

বায়ুভক্ষো দশগ্রীবঃ পঞ্চায়িঃ হুসমাহিতঃ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

থর ইতি । ব্রহ্মদ্বিষ্ট বেদবিদেষু, পিশিতাশনো রাক্ষসঃ ॥১২॥

সর্ব ইতি । ঔষুর্বাং চক্রঃ, পিত্রা বিশ্ববসা, রতাঃ পিতৃব্যহরক্তাঃ ॥১৩॥

তত ইতি । বৈশ্রবণং কুবেরম্ । পিত্রা বিশ্ববসা, ঋদ্ধ্যা বৈশাদিসম্পদা ॥১৪॥

জাতেতি । জাতামর্যঃ, জাতের্য্যঃ তে রাবণাদয়ঃ ॥১৫॥

অতিষ্ঠদিতি । সমুখে ধাবয়ী পঞ্চাঙ্গো উপরি চ হৃদ্য ইতি পঞ্চায়রো যন্ত সঃ ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

পুলভ্যন্তেতি ॥১॥ পিতৃং বিশ্ববসম্, রাক্ষসেবয়ঃ কুবেরো রক্ষঃপূরীনাথকৃৎ ॥২—১২॥

পিত্রা বিশ্ববসা ॥১৩—১৫॥ পঞ্চায়িঃ দিশ্চত্বার একঃ সূর্য্য ইতি পঞ্চানামগ্নীনং মধ্যগঃ পঞ্চায়িঃ

রাক্ষস কুন্তকর্ণ দৈহিকবলে সর্বাপেক্ষা অধিক, যুদ্ধে মায়াবী, যুদ্ধে মত্ত এবং ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ছিলেন ॥১১॥

আর রাক্ষস থর ধনু্যুদ্ধে বিক্রমশালী ও বেদবিদেষু ছিলেন এক শূর্ণগথা সিন্ধপুরুষগণের বিন্ধকারিণী ও রৌদ্রমূর্ত্তি ছিল ॥১২॥

তাহারা সকলেই বেদবিৎ, বীর, যথানিয়মে ব্রতচারী ও পিতার অনুরক্ত ছিলেন এবং পিতার সহিতই গন্ধমাদনপর্বতে বাস করিতেন ॥১৩॥

তাহার পর একদা তাহারা দেখিলেন—মহাসমৃদ্ধিশালী নরবাহন কুবের আসিয়া পিতার সহিত সেইখানে বসিয়া আছেন ॥১৪॥

তদনন্তর রাবণপ্রভৃতি ঈর্ষান্বিত এবং তপস্তার কৃতনিশ্চয় হইয়া তখন হইতেই ভয়ঙ্কর তপস্তাদ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন ॥১৫॥

রাবণ বায়ুমাত্র ভক্ষণ করতঃ একাগ্রচিত্তে পঞ্চায়ির মধ্যে সহস্র বৎসরপর্য্যন্ত একচরণে দাঁড়াইয়া থাকিলেন ॥১৬॥

অধঃশায়ী কুন্তকর্ণো যতাহারো যতব্রতঃ ।
 বিভীষণঃ শীর্ণপর্ণমেকমভ্যবহারয়ৎ ॥১৭॥
 উপবাসরতির্ধীমান্ সদা জপ্যপারায়ণঃ ।
 তমেব কালমার্তিষ্ঠতীত্রং ব্রতমুদারধীঃ ॥১৮॥
 খরঃ শূর্ণখা চৈব তেষাং বৈ তপ্যতাং তপঃ ।
 পরিচর্য্যাক্ষ রক্ষাক্ষ চক্রতুর্হুর্জমানসৌ ॥১৯॥
 পূর্ণে ধর্মসহস্রে তু শিরশ্চিহ্না দশাননঃ ।
 জুহোত্যমৌ দুরাধর্মন্তেনাতুঘ্যজ্জগৎপ্রভুঃ ॥২০॥
 ততো ব্রহ্মা স্বয়ং গতা তপসস্তানবারয়ৎ ।
 প্রলোভ্য বরদানেন সর্বানেন পৃথক্ পৃথক্ ॥২১॥

ব্রহ্মোবাচ ।

প্রীতোহস্মি বো নিবর্তধ্বং বরান্ বৃণুত পুত্রকাঃ ।।
 যদ্যদিচ্ছ্যতে ত্বেকমমরত্বং তথাস্ত তৎ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

অধ ইতি । একং প্রত্যহমেকৈকম্ অভ্যবহারয়ৎ ভুক্তবান্ । অড়ভাব আর্ষঃ ॥১৭॥
 উপেতি । জং কালমেব তৎসহস্রবৎসরপর্য্যন্তমেব । উদারধীবিভীষণঃ ॥১৮॥
 খর ইতি । তপস আহুক্যাকরণান্তরায়ণি যথাকথঞ্চিৎপোহমুষ্ঠানমিতি ভাবঃ ॥১৯॥
 পূর্ণ ইতি । দুরাধর্মঃ অত্যন্তসাহসী । জগৎপ্রভু ব্রহ্মা ॥২০॥
 তত ইতি । বরদানেন পৃথক্ পৃথক্ প্রলোভ্যেতি সম্বন্ধঃ ॥২১॥

কুন্তকর্ণ সংযত ভোজনে ও নির্দিষ্ট নিয়মে ভূতলে শয়ন করিতেন ; আর বিভীষণ প্রতিদিন একটা করিয়া শীর্ণ পর্ণ ভোজন করিতেন ॥১৭॥

এবং জ্ঞানী ও উদারবুদ্ধি বিভীষণ সর্বদা উপবাসনিরত ও জপপারায়ণ থাকিয়া সেই সহস্র বৎসরপর্য্যন্তই তীত্র ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন ॥১৮॥

আর খর ও শূর্ণখা জুইচিহ্নে সেই তপস্বীদের পরিচর্যা ও রক্ষা করিলেন ॥১৯॥

এইভাবে সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে, দুর্দ্ধর্ম রাবণ নিজের মন্তক ছেদন করিয়া অগ্নিতে আছতি দিলেন ; তাহাতেই ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইলেন ॥২০॥

তাহার পর ব্রহ্মা নিজেই বাইরা প্রত্যেককেই বরদানের প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাদের সকলকেই তপস্শ্রা হইতে নিবারণ করিলেন ॥২১॥

ব্রহ্মা বলিলেন—“পুত্রগণ । তোমাদের উপরে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা তপস্শ্রা হইতে নিবৃত্ত হও এবং বর গ্রহণ কর ; এক অমরত্ব ব্যতীত তোমাদের যাহা যাহা অভীষ্ট, তাহা তাহাই হইবে ॥২২॥

যদ্যদগ্নৌ হৃতং পূর্বং শিরস্তে মহদীপ্সয়া ।
তথৈব তানি তে দেহে ভবিষ্যন্তি যথেষ্টয়া ॥২৩॥
বৈরূপ্যঞ্চ ন তে দেহে কামরূপধরন্তথা ।
ভবিষ্যসি রণেহরৌণাং বিজেতা ন চ সংশয়ঃ ॥২৪॥

রাবণ উবাচ ।

গন্ধর্বদেবাসুরতো যক্ষরাক্ষসতন্তথা ।
সর্পকিন্নরভূতেভ্যো ন মে ভূয়াৎ পরাভবঃ ॥২৫॥

ব্রহ্মোবাচ ।

য এতে কৌর্ভিতাঃ সর্কে ন তেভ্যোহস্তি ভয়ং তব । -
ঋতে মনুষ্যাস্তজং তে তথা তদ্বিহিতং ময়া ॥২৬॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

এবমুক্তো দশগ্রীবস্তৃফঃ সমভবত্তদা ।
অবমেনে হি দুৰ্বুদ্ধির্মনুষ্যান্ পুরুষাদকঃ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

দ্রীত ইতি । বো দুষ্কামপদ্বি, নিবর্তকঃ তপসঃ । একমরত্বম্, ঋতে বিনা ॥২২॥
যদ্বিতি । তে স্বয়া, মহতাং ক্ষানানীপ্সয়েতি মহদীপ্সয়া ॥২৩॥
বৈরূপ্যমিতি । তে তব দেহে শিরশ্ছেদকৃত্য বৈরূপ্যঞ্চ ন স্থাস্তীতি শেষঃ ॥২৪॥
গন্ধর্কেতি । ভূতা দেবমোনিবিশেষাঃ । ইয়মেব মে প্রার্থনেতি ভাবঃ ॥২৫॥
য ইতি । মনুষ্যাদৃতে বিনা, তথৈব প্রার্থিতাদিত্যাশয়ঃ । তে তব ভয়মন্ত ॥২৬॥

তুমি গুরুতর ফললাভের ইচ্ছায় পূর্বে অগ্নিতে যে যে মন্তক আহুতি দিয়াছ,
সে সবগুলিই তোমার ইচ্ছানুসারে তোমার দেহে আবার হইবে ॥২৩॥

সুতরাং তোমার দেহে কোন বৈরূপ্য থাকিবে না এবং তুমি কামরূপী ও যুদ্ধে
শত্রুবিজয়ী হইবে ; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই” ॥২৪॥

রাবণ বলিলেন—“দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, কিন্নর ও ভূত হইতে
যেন আমার পরাভব হয় না” ॥২৫॥

ব্রহ্মা কহিলেন—“মনুষ্য ব্যতীত এই যে সকল প্রাণীর কথা তুমি বলিলে, সে
সকল হইতে তোমার ভয় হইবে না । আমি সেই প্রকারই করিয়া রাখিয়াছি ;
তোমার মঙ্গল হউক” ॥২৬॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে, রাবণ তখন সন্তুষ্ট হইলেন ।
কারণ, দুৰ্বুদ্ধি রাবণ মনুষ্যভোজী বলিয়াই মনুষ্যগণকে অবজ্ঞা করিয়া
ছিলেন ॥২৭॥

(২৩) যদ্যদগ্নৌ হৃতং সর্কম্—বা ব কা নি ।

কুন্তকর্ণমথোবাচ তথৈব প্রপিতামহঃ ।

স বব্রে মহতীং নিদ্রাং তমসা গ্রস্তচেতনঃ ॥২৮॥

তথা ভবিষ্যতীত্যুক্ত্বা বিভীষণমুবাচ হ ।

বরং বৃণীষ পুত্র ! স্বং প্রীতোহস্মীতি পুনঃ পুনঃ ॥২৯॥

বিভীষণ উবাচ ।

পরমাপদগতস্তাপি নাধর্শ্বে মে মতির্ভবেৎ ।

অশিক্ষিতঞ্চ ভগবন্ ! ব্রহ্মাজ্ঞং প্রতিভাতু মে ॥৩০॥

ব্রহ্মোবাচ ।

যশ্মাদ্রাক্ষসযোনৌ তে জাতস্তামিত্রকর্ষণ ! ।

নাধর্শ্বে ধীয়তে বুদ্ধিরমরত্বং দদানি তে ॥৩১॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

রাক্ষসস্ত বরং লব্ধ্বা দশগ্রীবো বিশাংপতে ! ।

লঙ্কায়াশ্চ্যাবয়ামাস যুধি জিহ্বা ধনেশ্বরম্ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । যতঃ পুরুষাদকো মনুষ্যভোক্তা, অতো মনুষ্যানবগমে ॥২৭॥

কুন্তেতি । ইন্দ্রাদীনাম্ প্রপিতামহম্বাদব্রহ্মা প্রপিতামহোহপি । তমসা মোহেন ॥২৮॥

তথেন্তি । উবাচ প্রপিতামহ ইত্যম্বুক্তিঃ ॥২৯॥

পরমেতি । পরমাপদগতস্তাপি অত্যন্তবিপন্নস্তাপি । প্রতিভাতু চিত্তে স্মরতু ॥৩০॥

যশ্মাদিতি । ধীয়তে আশ্রিত্যে অবতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ । “ধীঃ আধারে” ইতি দিবাদৌ ॥৩১॥

ভারতভাবদীপঃ

॥১৬॥ বিভীষণস্তপোহতিষ্ঠদিত্যর্থঃ ॥১৭—২২॥ মহদীপ্সয়া শ্রেষ্ঠপদাপেক্ষয়া ॥২৩—২৭॥

তমসেন্তি অনিষ্টমপি নিদ্রাং মোহাদবৃত্তবানিত্যর্থঃ ॥২৮—৩০॥ যোনৌ ক্ষেত্রে, ন তু

তাহার পর ব্রহ্মা সেইভাবেই কুন্তকর্ণকে বলিলেন । তখন মুগ্ধবুদ্ধি কুন্তকর্ণ দীর্ঘকালব্যাপিনী নিদ্রা প্রার্থনা করিলেন ॥২৮॥

“তাহাই হইবে” এই কথা কুন্তকর্ণকে বলিয়া ব্রহ্মা বিভীষণকে এই কথা বার বার বলিলেন যে, “পুত্র । আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি বর গ্রহণ কর” ॥২৯॥

বিভীষণ বলিলেন—“ভগবন্ । অত্যন্ত বিপন্ন অবস্থাতেও যেন আমার বুদ্ধি পাপের দিকে যায় না ; আর অশিক্ষিত ব্রহ্মাজ্ঞও আমার বিদিত হউক” ॥৩০॥

ব্রহ্মা বলিলেন—“শত্রুকর্ষণ ! তুমি রাক্ষসযোনিতে জন্মিয়াছ ; তথাপি তোমার বুদ্ধি যখন অধর্শ্বের দিকে যাইতেছে না, তখন তোমাকে আমি অবাচিত অমরত্ব দান করিলাম” ॥৩১॥

হিহ্মা স ভগবান্ন ক্কাবিষদৃগন্ধমাদনম্ ।
 গন্ধর্ব্বধক্ষানুগতো রক্ষ্যকিন্পুরুষৈঃ সহ ॥৩৩॥
 বিমানং পুষ্পকং তস্ত জহারাক্রম্য রাবণঃ ।
 শশাপ তং বৈশ্রবণো ন হ্যামেতদহিহ্মতি ॥৩৪॥
 যন্তু হ্মাং সমরে হস্তা তমেবৈতদহিহ্মতি ।
 অবমম্য গুরুং মাঞ্চ ক্ষিপ্তং হ্মং ন ভবিষ্যসি ॥৩৫॥
 বিভীষণস্ত ধর্ম্মাত্মা সতাং মার্গমনুস্মরন্ ।
 অম্বগচ্ছন্নহারাজং শ্রিয়া পরময়া যুতঃ ॥৩৬॥
 তস্মৈ স ভগবাংস্তুষ্টো ভাতা ভাত্রে ধনেশ্বরঃ ।
 সৈন্যপত্যং দর্দৌ শ্রীমান্ যক্ষরাক্ষসদৈত্যয়োঃ ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

রাক্ষস ইতি । চ্যাবয়্যামাস বহিষ্কার । ধনেশ্বরং কুবেরম্ ॥৩২॥
 হিহ্মেতি । স কুবেরঃ, ভগবান্ ধনাদিনস্পত্তিমান্ ॥৩৩॥
 বিমানমিতি । বৈশ্রবণঃ কুবেরঃ । এতদ্বিমানং কৰ্ণং বা ন বহিহ্মতি ন বক্ষ্যতি ॥৩৪॥
 য ইতি । হস্তা হনিহ্মতি । গুরুং জ্যেষ্ঠব্রাতরম্ । ন ভবিষ্যসি ন হ্যাস্মি মরিষ্যদীত্যর্থঃ ॥৩৫॥
 বিভীষণ ইতি । সতাং মার্গমিত্যনেন রাবণো দুষ্কর্ন ইতি স্মৃতিতম্ । মহারাজং কুবেরম্ ॥৩৬॥
 তস্য ইতি । ভগবান্ মহাত্ম্যবান্ । শ্রীমান্ সম্পত্তিমান্ ॥৩৭॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“রাজা । রাক্ষস রাবণ সেইরূপ বর লাভ করায় যুদ্ধে জয়
 করিয়া কুবেরকে লঙ্কা হইতে বাহির করিয়া দিলেন ॥৩২॥

তখন অসাবধান-সম্পত্তিশালী কুবের লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব
 ও কিন্নরগণের সহিত যাইয়া গন্ধমাদনপর্ব্বতে প্রবেশ করিলেন ॥৩৩॥

এক রাবণ আক্রমণ করিয়া কুবেরের পুষ্পকবিমান হরণ করিলেন । তখন
 কুবের তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন যে, “এ বিমান তোমাকে বহন করিবে
 না ॥৩৪॥

কিন্তু যিনি যুদ্ধে তোমাকে বধ করিবেন, এই বিমান তাঁহাকেই বহন করিবে ।
 আমি তোমার জ্যেষ্ঠব্রাতা ; সুতরাং গুরু ; অতএব আমাকে অবজ্ঞা করায় তুমি
 লীজ্জই মরিবে” ॥৩৫॥

বিশেষ সম্পত্তিশালী ও ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ সঙ্কলনের পথ স্মরণ করিয়া কুবেরেরই
 অম্বগমন করিলেন ॥৩৬॥

রাক্ষসাঃ পুরুষাদাশ্চ পিশাচাশ্চ মহাবলাঃ ।
 সর্বৈ সমেত্য রাজানমভ্যধিঞ্চন্ দশাননম্ ॥৩৮॥
 দশগ্রীবস্ত দৈত্যানাং দেবানাঞ্চ বলোৎকটঃ ।
 আক্রম্য বভ্রান্ হরৎ কামরূপী বিহঙ্গমঃ ॥৩৯॥
 রাবয়ামাস লোকান্ যতশ্চাদ্রাবণ উচ্যতে ।
 দশগ্রীবঃ কামবলো দেবানাং ভয়মাদধৎ ॥৪০॥
 ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি
 দ্রৌপদীহরণে রামোপাখ্যানেন রাবণাদিবরপ্রাপ্তৌ
 উনত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥৫॥ *

ভারতকৌমুদী

রাক্ষসা ইতি । পুরুষাদা নরভোজিনঃ । সমেত্য লঙ্কামিতি শেষঃ ॥৩৮॥
 দশেতি । বলোৎকটো বলমত্তঃ । বিহায়া গগনে গচ্ছতীতি বিহঙ্গমঃ ॥৩৯॥
 রাবেতি । রাবয়ামাস উৎপীড়নেন রোদয়ামাস । ইনস্তশস্বার্থকল্পধাতোযুট্ ॥৪০॥
 ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচর্চা-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
 মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি দ্রৌপদীহরণে
 উনত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥৫॥

ভারতভাবদীপঃ

রেতোহুজ্জ রাক্ষসমন্তি তস্মান্নাতৃদোষাদেব ক্রোধঃ রাবণাদীনামিত্যর্থঃ । “নরাণাং মাতুলক্রমঃ”
 ইতি প্রসিদ্ধম্ ॥৩১—৩৪॥ ন ভবিষ্যসি মরিষ্যসি ॥৩৫॥ অঙ্গগচ্ছৎ কুবেরমিতি শেষঃ ॥৩৬—৩৮॥
 রত্নানি—“জাতো জাতো যদুৎকৃষ্ট তজ্জরমভিধীয়তে” ইতি । বিহঙ্গমঃ খেচরঃ ॥৩৯॥ রাবয়ামাস
 হিংসার্থস্ত ক্লভো রূপমিদম্ ॥৪০॥
 ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে উনত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২২২॥

তাহাতে মাহাত্ম্য ও সম্পত্তিশালী ভ্রাতা কুবের, ভ্রাতা বিভীষণের উপরে সন্তুষ্ট
 হইয়া তাঁহাকে যক্ষ ও রাক্ষসসৈন্যের সেনাপতিপদ দান করিলেন ॥৩৭॥

তাহার পর নরভোজী রাক্ষসেরা এবং মহাবল পিশাচেরা সকলে আসিয়া
 রাবণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিল ॥৩৮॥

তদনন্তর বলমত্ত, কামরূপী ও আকাশগামী রাবণ আক্রমণ করিয়া দেবগণ ও
 দৈত্যগণের রত্ন সকল হরণ করিলেন ॥৩৯॥

কামবলী দশানন দেবগণের পর্য্যন্ত ভয় জন্মাইতে থাকিয়া উৎপীড়ন করিয়া সকল
 লোকে কঁদাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ‘রাবণ’ বলে” ॥৪০॥

* ‘...দ্বিষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...চতুঃসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...পঞ্চ-
 সপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...ষট্‌সপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃ*ঃ—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ততো ব্রহ্মর্ষয়ঃ সর্বেষ সিদ্ধা দেবর্ষয়স্তথা ।

হব্যবাহং পুরস্কৃত্য ব্রহ্মাণং শরণং গতাঃ ॥১॥

অগ্নিরুবাচ ।

যোহসৌ বিশ্ববসঃ পুত্রো দশগ্রীবো মহাবলঃ ।

অবধ্যো বরদানেন কৃতো ভগবতা পুরা ॥২॥

স বাধতে প্রজাঃ সর্বা বিপ্রকারৈর্মহাবলঃ ।

ততো নস্ত্রাতু ভগবান্ নাত্তদ্রাতা হি বিত্ততে ॥৩॥ (যুগ্মকম্)

ব্রহ্মোবাচ ।

ন স দেবাস্থরৈঃ শক্যো যুদ্ধে জেতুং বিভাবসো ! ।

বিহিতং তত্র যৎ কার্য্যমভিতস্তস্ম নিগ্রহঃ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । সিদ্ধা যোগসিদ্ধা ব্রহ্মর্ষয়ঃ । অতএব ব্রহ্মদমীপগমনসম্ভব ইতি ভাবঃ ॥১॥

য ইতি । ভগবতা ভবতা । বাধতে পীড়য়তি, বিপ্রকারৈর্নানাপ্রকারৈঃ । ত্রাতু
দ্রাঘতাম্ ॥২—৩॥

নেতি । তত্র তদমনবিষয়ে, যৎ কার্য্যং কর্তব্যম্, তন্ময়া পূর্বমেব বিহিতম্ । অতস্তস্ম নিগ্রহঃ,
অভিত আসন্নঃ, “সমীপোভয়তঃশীঘ্রসাকল্যাভিমুখেষভিতঃ” ইত্যমরঃ ॥৪॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“তাহার পর যোগসিদ্ধ ব্রহ্মর্ষিরা ও দেবর্ষিরা সকলে অগ্নি-
দেবকে অগ্রবর্তী করিয়া যাইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন ॥১॥

অগ্নি বলিলেন—“ভগবন্ । আপনি পূর্বে সেই যে বিশ্ববার পুত্র মহাবল
দশাননকে বর দান করিয়া অবধ্য করিয়াছিলেন, সেই মহাবল দশানন সম্প্রতি
নানাপ্রকারে সমস্ত লোককে উৎপীড়ন করিতেছে ; অতএব আপনি আমাদের
তাহার হাত হইতে রক্ষা করুন ; আপনি ভিন্ন আমাদের অত্ন কেহ রক্ষক
নাই” ॥২—৩॥

ব্রহ্মা বলিলেন—“অগ্নি ! দেবগণ ও অশুরগণ রাবণকে যুদ্ধে জয় করিতে সমর্থ
হইবেন না ; সুতরাং তাহার দমনবিষয়ে যাহা কর্তব্য, তাহা আমি করিয়া রাখিয়াছি ;
অতএব তাহার দমন নিকটবর্তী হইয়াছে ॥৪॥

তদৰ্থমবতীর্ণোহসৌ মন্নিয়োগাচ্চতুর্ভুজঃ ।

বিষ্ণুঃ প্রহরতাং শ্রেষ্ঠঃ স তৎ কৰ্ম করিষ্যতি ॥৫॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

পিতামহস্ততস্তেষাং সন্নিধৌ শক্রমব্রবীৎ ।

সর্বৈর্দেবগণৈঃ সাদ্ধিং সম্ভব হুং মহীতলে ॥ ৬ ॥

বিষ্ণুঃ সহায়ানৃক্ষীষু বানরীষু চ সৰ্বশঃ ।

জনয়ধ্বং স্ততান্ বীরান্ কামরূপবলান্বিতান্ ॥৭॥

ততো ভাগানুভাগেন দেবগন্ধৰ্বদানবাঃ ।

অবতর্তুঃ মহীং সৰ্বৈ মন্ত্ৰায়ামাহুঃ সৰ্বা ॥৮॥

তেষাং সমক্ষং গন্ধৰ্বীং দুন্দুভীং নাম নামতঃ ।

শশাস বরদো দেবো গচ্ছ কার্যার্থসিদ্ধয়ে ॥৯॥

পিতামহবচঃ শ্রুত্বা গন্ধৰ্বী দুন্দুভী ততঃ ।

মন্ত্ৰা মানুষে লোকে কুজা সমভবত্তদা ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

অথ কথং তন্ত নিগ্রহোহভিত ইত্যাহ—তদ্বিতি । তৎ রাবণনিগ্রহরূপং কৰ্ম ॥৫॥

পিতেতি । শক্রমিহ সন্তব জায়ত ॥৬॥

বিষ্ণোরিতি । নৃক্ষীষু ভল্লকক্ষীষু ॥৭॥

তত ইতি । অঙ্গনা দ্রুতম্, “শাগ্ৰুটিত্যঙ্গনাহার” ইত্যাত্মকঃ ॥৮॥

তেষামিতি । শশাস উপনিদেশ, বরদো দেবো ব্রহ্মা ॥৯॥

কারণ, আমার অনুরোধে চতুর্ভুজ ও যোদ্ধাশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু রাবণকে দমন করিবার জন্য ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; স্ততরাং তিনিই সে কার্য্য করিবেন” ॥৫॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“তাহার পর ব্রহ্মা তাঁহাদের নিকটেই ইন্দ্রকে কহিলেন—“ইন্দ্র ! তুমি সকল দেবগণের সহিত যাইয়া ভূতলে জন্ম গ্রহণ কর ॥৬॥

তোমরা যাইয়া ভল্লকীগণ ও বানরীগণের গর্ভে বিষ্ণুর সহায়স্বরূপ কামরূপী ও কামবলী বীর পুত্র সকল উৎপাদন কর” ॥৭॥

তদনন্তর দেবগণ, দানবগণ ও গন্ধৰ্বগণ অংশাংশরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইবার জন্য সমুদ্র মন্ত্রণা করিলেন ॥৮॥

পরে বরদাতা ব্রহ্মা তাঁহাদের সমক্ষেই ‘দুন্দুভী’-নাম্নী গন্ধৰ্ব্বীকে বলিলেন যে, “তুমি কার্য্য সিদ্ধির জন্য ভূতলে গমন কর” ॥৯॥

তাহার পর দুন্দুভীগন্ধৰ্ব্বী ব্রহ্মার কথা শুনিয়া তখনই যাইয়া ‘মন্ত্ৰা’-নাম্নী এক কুজা হইল ॥১০॥

শক্রপ্রভৃতয়শ্চৈব সর্বৈ তে হ্রসদন্তমাঃ ।
 বানরক্ষ বরজৌষ জনয়ামাস্তব্রাহ্মজান্ ॥১১॥
 তেহম্ববর্তন পিতৃন্ সর্বৈ যশসা চ বলেন চ ।
 ভেত্তারো গিরিশৃঙ্গাণাং শালতালশিলায়ুধাঃ ॥১২॥
 বজ্রসংহাননাঃ সর্বৈ সর্বৈ চৌঘবলাস্তথা ।
 কামবীৰ্য্যবলাশ্চৈব সর্বৈ যুদ্ধবিশারদাঃ ॥১৩॥
 নাগায়ুতসমপ্রাণা বায়ুবেগসমা জবে ।
 যত্রেচ্ছকনিবাদাশ্চ কেচিদত্র বনৌকসঃ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

পিতেতি । মম্বরা নাম, কুঞ্জেন মম্বরগমনাদিতি ভাবঃ ॥১০॥
 শক্রেতি । বানরক্ষ বরা বানরভল্লকশ্রেষ্ঠাস্তেবাং জীযু ॥১১॥
 উ ইতি । অম্ববর্তন অম্ববর্তন । ভেত্তারো ভেদননমর্থঃ ॥১২॥
 বজ্রেতি । বজ্রস্তেব সংহননং দৃঢ় শরীরং যেষাং তে, ওষস্তেব অন্তবানরক্ষসমূহাস্তেব
 প্রত্যেকতো বলং যেষাং তে, কামেন ইচ্ছাস্বসারেণ বীৰ্য্যং মানসিকী শক্তিঃ বলং দৈহিকী শক্তিঃ
 যেষাং তে তাদৃশাশ্চ অভবন্নিতি শেষঃ ॥১৩॥
 নাগেতি । নাগায়ুতসমপ্রাণা দশসহস্রহস্তিতুল্যাবলাঃ, জবে বেগে । যত্র ইচ্ছা তত্র নিবাসো
 যেষাং তে, অত্র এষু কেচিদ্বনৌকসো বনবাসিন আসন্ ॥১৪॥

আর ইন্দ্রপ্রভৃতি সেই প্রধান দেবগণ যাইয়া প্রধান প্রধান বানর ও ভল্লক-
 জীগণের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিলেন ॥১১॥

সেই সকল পুত্রেরা যশে ও বলে তাহাদের পিতাদের অনুকরণ করিতে লাগিল
 এবং তাহারা পর্বতশৃঙ্গ ভেদ করিতে পারিত ; আর শাল, তাল ও শিলা তাহাদের
 অস্ত্র ছিল ॥১২॥

সেই বানরগণ ও ভল্লকগণের মধ্যে সকলের শরীরই বজ্রের তায় দৃঢ় ছিল,
 প্রত্যেকের বলই অন্ত বানর-ভল্লকসমূহের তুল্য ছিল, তাহাদের মানসিক
 বল ও দৈহিক বল ইচ্ছাস্বসারে হইত এবং তাহারা সকলেই যুদ্ধবিশারদ
 হইয়াছিল ॥১৩॥

আর তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই দশসহস্র হস্তীর তুল্য বলশালী ও বায়ুর তুল্য
 বেগবান হইয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে কতকগুলি—যেখানে ইচ্ছা হইত, সেইখানেই
 বাস করিত, আর কতকগুলি বনেই থাকিত ॥১৪॥

এবং বিধায় তৎ সর্বং ভগবান্নৌ কভাবনঃ ।

মন্তরাং বোধয়ামাস যদ্যৎ কার্যং যথা তথা ॥১৫॥

স। তদ্বচনমাজ্জায় তথা চক্রে মনোজবা ।

ইতশ্চেতশ্চ গচ্ছন্তী বৈরসঙ্কুক্ষণে রতা ॥১৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি

দ্রৌপদীহরণে রামোপাখ্যানেন বানবাহুৎপত্তৌ

ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—ঃ*ঃ—

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । যথা যদ্যৎ কার্যং কর্তব্যং তথা তত্তমন্তরাং বোধয়ামাস ॥১৫॥

সেতি । আজ্জায় শব্দা, মনস ইব জবো বেগো যন্তাঃ সা ॥১৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ বনপর্বণি দ্রৌপদীহরণে

ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—ঃ*ঃ—

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১—৩॥ বিপ্রকারৈবিরিধিঃ প্রকারৈঃ ॥৪—১২॥ বজ্রসংহনন। বজ্রবদদৃঢ়াঙ্গাঃ ॥১৩॥

যত্রেচ্ছা তত্ৰৈব নিবাসো যেবাং তে যত্রেচ্ছকনিবাসাঃ ॥১৪॥ যদ্যৎ কার্যং কৈকেয়ীপ্রলোভনং

রামপ্রব্রাজনাদি চ ॥১৫॥ সঙ্কুক্ষণে দীপনে ॥১৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৩০॥

—ঃ*ঃ—

ভগবান্ ব্রহ্মা এইভাবে সেই সমস্ত করিয়া, যে ভাবে যাহা যাহা করিতে হইবে, সেইভাবে তাহা তাহা মন্তরাকে বুঝাইয়া দিলেন ॥১৫॥

তৎপরে মনের স্থায় বেগশালিনী মন্তরা ব্রহ্মার উপদেশ শুনিয়া সেই ভাবেই সকল করিয়াছিল । সে—প্রথমে দশরথের গৃহে যাইয়া ইত্যন্ততঃ বিচরণ করিতে থাকিয়া পরম্পর শত্রুতানল জ্বলাইতে প্রবৃত্ত হইল” ॥১৬॥

—ঃ*ঃ—

(১৬) সা তদ্বচঃ সমাজ্জায়—বা ব কা নি । * ‘...ত্রিংশদধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...পঞ্চ-
সপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...ষট্‌সপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...সপ্তসপ্তত্যধিক-
দ্বিশততমঃ...’—নি ।

একত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃ*ঃ—

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

উক্তং ভগবতা জন্ম রামাদীনাং পৃথক্ পৃথক্ ।

প্রস্থানকারণং ব্রহ্মান্ ! শ্রোতুমিচ্ছামি কথ্যতাম্ ॥১॥

কথং দশরথৌ বীরৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ ।

সম্প্রাপ্ত্বিতৌ বনে ব্রহ্মান্ ! মৈথিলী চ যশস্বিনী ॥২॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

জাতপুত্রৌ দশরথঃ প্রীতিমানভবন্ পৃথক্ ।

ক্রিয়্যারতিধর্ম্মরতঃ সততং বৃদ্ধসেবিতা ॥৩॥

ক্রমেণ চাস্মৈ তে পুত্রৌ ব্যবর্জন্তু মহৌজসঃ ।

ষেদেষু সরহস্তেষু ধনুর্বেদেষু পারগাঃ ॥৪॥

চরিতব্রহ্মচর্য্যাশ্চ কৃতদারশ্চ পার্থিব ! ।

যদা তদা দশরথঃ প্রীতিমানভবৎ স্মৃথী ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

উক্তমিতি । প্রস্থানকারণং রামাদীনামেব বনপ্রয়াগহেতুং ॥১॥

কথমিতি । সংক্ষেপার্থং প্রপ্তৌ সীতাবিবাহাদিবৃত্তান্তানাং পরিহার্যং বক্তৃপি তে পরিস্কৃতাঃ ॥২॥

জ্ঞাতেতি । ক্রিয়াসু প্রজাপালনাদিব্যাপারেষু রতিরহুরাগৌ যশ্চ সঃ ॥৩॥

ক্রমেণেতি । সরহস্তেষু গুপ্তসঙ্কেতমগ্নাদিনহিতেষু ধনুর্বেদেষু ॥৪॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“মহর্ষি । আপনি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে রামপ্রভৃতির জন্মের কথা বলিয়াছেন ; এখন আমি তাঁহাদের বনগমনের কারণ শুনিতে ইচ্ছা করি ; আপনি তাহা বলুন ॥১॥

মহর্ষি । দশরথনন্দন মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা ও যশস্বিনী সীতা—ইহারা বনে গিয়াছিলেন কেন ?” ॥২॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“রাজা । সর্বদা প্রজাপালনানুরাগী, ধর্ম্মনিরত ও বৃদ্ধ-সেবক দশরথ পুত্র জন্মিবার পরই অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন ॥৩॥

ক্রমে তাঁহার সেই পুত্রেরা বৃদ্ধি পাইলেন, মহাতেজা হইয়া উঠিলেন এবং বেদে ও মন্ত্রসঙ্কেতাদির সহিত ধনুর্বেদে পারদর্শী হইলেন ॥৪॥

জ্যেষ্ঠো রামোহভবত্তেবাং রময়ামাস হি প্রজাঃ ।

মনোহরতয়া ধীমান্ পিতুর্হৃদয়নন্দনঃ ॥৬॥

ততঃ স রাজা মতিমান্ মত্তাত্মানং বয়োহধিকম্ ।

মন্ত্ৰয়ামাস সচিবৈর্ধর্মাজৈশ্চ পুরোহিতৈঃ ॥৭॥

অভিষেকায় রামস্ত যৌবরাজ্যেন ভারত ! ।

প্রাপ্তকালঞ্চ তে সর্বৈ মেনিরে মন্ত্ৰিসত্তমাঃ ॥৮॥

লোহিতাক্ষং মহাবাহুং মত্তমাতঙ্গগামিনম্ ।

দীর্ঘবাহুং মহোরক্ষং নীলকুঙ্কিতমুদ্বজম্ ॥৯॥

দীপ্যমানং শ্রিয়া বীরং শক্রাদনবরং রণে ।

পারগং সর্বধর্মাণাং বৃহস্পতিসমং মতো ॥১০॥

সর্বানুরক্তপ্রকৃতিং সর্ববিদ্যাবিশারদম্ ।

জিতেন্দ্রিয়মিত্রোণামপি দৃষ্টিমনোহরম্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

চরিতেতি । চত্বার এব পুত্রা ইতি পূর্বার্হে শেষঃ ॥৫॥

জ্যেষ্ঠ ইতি । রামশব্দস্ত ত্রিধা যোগার্থমাহ—রময়ামাসেত্যাদি । তথা চ প্রজারমণাজামঃ, মনোহরতয়া রামঃ, “রামো নীলচাক্ষুসিতে ত্রিষু” ইত্যমরঃ, তথা পিতুর্দয়নতস্ত হৃদয়ং নন্দয়তি, রময়তীতি রামশ্চ ॥৬॥

তত ইতি । মন্ত্ৰয়ামাস তৎকালীন কর্তব্যং বিচারয়ামাস ॥৭॥

অভীতি । প্রাপ্তকালম্ উপস্থিতং সময়ম্ ॥৮॥

লোহিতেতি । মহাস্তো বলবত্তয়া প্রশস্তো বাহু মত্ত তম্, দীর্ঘো আজাহুলবিত্তো বাহু

রাজা ! তাহার পর যখন তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া বিবাহ করিলেন, তখন দশরথ অত্যন্ত আনন্দিত ও সুখী হইলেন ॥৫॥

সেই দশরথপুত্রগণের মধ্যে রাম ছিলেন জ্যেষ্ঠ ; সেই ধীমান্ প্রজারঞ্জক হইয়া ছিলেন, মনোহরমুর্ত্তি ছিলেন এবং পিতার হৃদয় আনন্দিত করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছিল—‘রাম’ ॥৬॥

তাহার পর একদা বুদ্ধিমান দশরথরাজা আপনাকে বৃদ্ধ মনে করিয়া ধর্ম্মজ্ঞ মন্ত্ৰিগণ ও পুরোহিতগণের সহিত তৎকালের কর্তব্য বিষয় মন্ত্ৰণা করিলেন ॥৭॥

ভরতনন্দন । তখন সেই মন্ত্ৰিশ্রেষ্ঠেরা সকলেই রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিলেন ॥৮॥

কুরুনন্দন । আরক্তনয়ন, প্রশস্তবাহু, দীর্ঘবাহু, বিশালবক্ষা, কৃষ্ণকুঙ্কিত-কেশ, মত্ত হস্তীর শ্রায় মত্তরগামী, কাস্তিধারা সমুজ্জল, যুদ্ধে ইন্দ্রের তুল্য বীর,

নিয়ন্তারমসাদুনাং গোপ্তারং ধর্মচারিণাম্ ।
 ধৃতিমন্তমনাধুনাং জেতারমপরাজিতম্ ॥১২॥
 পুত্রং রাজা দশরথঃ কৌশল্যানন্দিবর্দ্ধনম্ ।
 সংদৃষ্ট্য পরমাং প্রীতিমগচ্ছৎ কুরুনন্দন ! ॥ ৩॥ (কুলকম্)
 চিন্তয়ংশ্চ মহাতেজা গুণান্ রামশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।
 অত্যভাষত ভদ্রং তে প্রীয়মাণঃ পুরোহিতম্ ॥১৪॥
 অথ পুষ্পো নিশি ব্রহ্মন্ ! পুণ্যং যোগমুপৈশ্র্যতি ।
 সস্তারাঃ সংভ্রিয়ন্তাং মে রামশ্চোপনিমন্ত্যতাং ॥১৫॥
 ইতি তদ্রাজবচনং প্রতিশ্রুত্যাথ মন্বরা ।
 কৈকেয়ীমভিগম্যেদং কালে বচনমব্রবীৎ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

যন্ত তম্, মহোরঙ্গং বিশালবক্ষসম্ । অনবরম্ অনানম্ । সর্বেণ প্রকারেণ অমরজ্ঞাঃ প্রকৃতয়ঃ
 প্রজা যন্তিন্ তম্ । অমিত্রাণাং শক্রণামপি । নিয়ন্তারং সংপথে চালয়িতারম্, গোপ্তারং রক্ষকম্,
 ধৃতিমন্তং ধৈর্য্যশালিনম্, অনাধুগম্ অদমনীয়ম্ । পুত্রং রামম্, কৌশল্যায়া নন্দিবর্দ্ধনম্ আনন্দ-
 বর্দ্ধকম্ ॥১—১৩॥

চিন্তয়ন্তিতি । মহাতেজা দশরথঃ । তে তব পুরোহিতশ্চৈব ভদ্রমভিতি শেষঃ ॥১৪॥

অভ্যর্থতি । পুষ্পো নাম নক্ষত্রম্ । পুণ্যং শুভম্ । সস্তারা অভিব্যেকোপকরণানি ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

উক্তমিতি ॥১—৫॥ রামপদং নির্বন্ধি-জ্যোষ্ঠ ইতি ॥৬—৮॥ মহাত্মো শত্রুজয়ক্ষমো
 বাহু যন্ত তং দীর্ঘাবাজাহুপৰ্য্যন্তো বাহু যন্ত তম্ ॥৯—১০॥ সর্বশোহমরজ্ঞাঃ প্রকৃতঃ প্রজা
 যন্তিস্তং সর্বরাজরজপ্রকৃতিম্ ॥১১—১৩॥ ভদ্রং তে ইতি যুধিষ্ঠিরং প্রত্যাশীর্ষচনম্, পুরোহিতঃ
 সমস্ত ধর্ম্মের পারগামী, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির তুল্য, সর্বপ্রকারে প্রজারঞ্জক, সমস্ত
 বিভায়া বিশারদ, জিতেদ্রিয়, শত্রুদেরও নয়ন-মনোহারী, দুর্জয়গণের নিয়ন্তা,
 ধার্ম্মিকদিগের রক্ষক, ধৈর্য্যশীল, দুর্দ্বিধ, শত্রুবিজয়ী, অপরাজিত এবং কৌশল্যা-
 দেবীর আনন্দবর্দ্ধক পুত্র রামচন্দ্রকে দেখিয়া রাজা দশরথ তখন পরম প্রীতি লাভ
 করিতেন ॥১—১৩॥

তাহার পর একদা মহাতেজা ও বীৰ্য্যবান্ দশরথরাজা রামের গুণগ্রাম চিন্তা
 করিয়া আনন্দিত হইয়া পুরোহিতকে বলিলেন—“আপনার মঙ্গল হউক—” ॥১৪॥

আজ রাত্রিতে পুণ্যানক্ষত্র শুভযোগের সহিত মিলিত হইবে ; অতএব তখনই
 রামের অভিব্যেকের উপকরণ আয়োজন করিতে আরম্ভ করা হউক এবং আমার
 রামকে ডাকা হউক” ॥১৫॥

(১২) নিয়ন্তারমসাদুনাং—পি ।

অদ্য কৈকেয়ি ! দৌৰ্ভাগ্যং রাজ্ঞা তে খ্যাপিতং মহৎ ।
 আশীবিষজ্ঞাং সংক্রুদ্ধশচণ্ডো দশতু দুৰ্ভগে ! ॥১৭॥
 স্তম্ভগা খলু কৌশল্যা যন্তাঃ পুত্রোহভিষেক্যতে ।
 কুতো হি তব সৌভাগ্যং যন্তাঃ পুত্রো ন রাজ্যতাক্ ॥১৮॥
 সা তদ্বচনমাজ্ঞায় সৰ্বভরণভূষিতা ।
 বেদীবিলগ্নমধ্যেব বিব্রতী রূপমুত্তমম্ ॥১৯॥
 বিবিক্তে পতিমাসাদ্য হসন্তীব শুচিস্মিতা ।
 প্রণয়ং ব্যঞ্জয়ন্তীব মধুরং বাক্যমব্রবীৎ ॥২০॥ (যুগ্মকম্)
 সত্যপ্রতিজ্ঞ ! যন্মে ত্বং কামমেকং নিশ্চেষ্টবান্ ।
 উপাকুরুস্ব তদ্রাজন্ ! তস্মান্মুচ্যস্ব সঙ্কটাত্ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি । প্রতিশ্রুত্য আকর্ষণ্য । কালে উপযুক্তসময়ে, ভেদযোগ্যতাদিতি ভাবঃ ॥১৬॥
 অতীতি । আশীবিষজীক্ণবিষঃ সর্পঃ । তবেদানীং জীবনাপেক্ষয়া মরণমেব শ্রেয় ইত্যংশয়ঃ ॥১৭॥
 মরণস্ত শ্রেয়ং প্রতি হেতুমাং—স্তম্ভগতি । যন্তাস্তব ॥১৮॥
 সেতি । আজ্ঞায় শ্রদ্ধা । বেতাঃ পিপীলিকায়্যা ইব বিলগ্নঃ কৃশঃ মধ্যঃ কটাদেশো যন্তাঃ সা ।
 ইবশব্দো বাক্যালঙ্কারে । বিবিক্তে নির্জনস্থানে ॥১৯—২০॥
 সত্যোতি । কামমভীষ্টম্, নিশ্চেষ্টবান্ দন্তবান্ দাতুং প্রতিশ্রুতবানিত্যর্থঃ । উপাকুরুস্ব দেহি ।
 সঙ্কটাত্ অদানে বিপত্রপাতং প্রতিশ্রবাত্, মুচ্যস্ব যুক্তো ভব ॥২১॥

এইরূপ সেই রাজার বাক্য শুনিয়া মন্তরা কৈকেয়ীর নিকট যাইয়া উপযুক্ত সময়েই এই কথা বলিল—॥১৬॥

“কৈকেয়ি ! আজ রাজা তোমার গুরুতর দুর্ভাগ্যের কথা প্রকাশ করিয়াছেন ; অতএব দুর্ভগে । ক্রুদ্ধ ও ভীষণ তীক্ষ্ণবিষ সর্প তোমাকে দংশন করুক ॥১৭॥

কৌশল্যাই ভাগ্যবতী, বাহার পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করা হইবে ; আর তোমার সৌভাগ্য কোথায় ? বাহার পুত্র রাজ্য পাইবে না” ॥১৮॥

নির্মল-মুদ্রাসিনী ও পিপীলিকার ছায় কৃশমধ্যা কৈকেয়ী মন্তরার সেই কথা শুনিয়া, সমস্ত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া, পরমসুন্দর রূপ ধারণ করিয়া, হাস্য করিতে করিতেই যেন নির্জনে পতির নিকট উপস্থিত হইয়া, প্রণয়ই যেন প্রকাশ করিতে থাকিয়া এই মধুর বাক্য বলিলেন—॥১৯—২০॥

“সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা । আপনি আমাকে যে একটি বর দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহা এখন দিন এবং সেই সঙ্কট হইতে মুক্ত হউন” ॥২১॥

রাজোবাচ ।

বরং দদানি তে হস্ত তদগৃহাণ যদিচ্ছসি ।
 অবশ্যো বধ্যতাং কোহন্ত বন্ধঃ কোহন্ত বিমুচ্যতাং ॥২১॥
 ধনং দদানি কস্তাং হ্রিয়তাং কস্ত বা পুনঃ ।
 ব্রাহ্মণস্বাদিহান্ত্র যৎ কিঞ্চিদ্বিক্রমন্তি মে ॥২৩॥
 পৃথিব্যাং রাজরাজোহস্মি চাতুর্বর্ণ্যস্ত রক্ষিতা ।
 যন্তেষুভিলষিতঃ কামো ক্রহি কল্যাণি ! মা চিরম্ ॥২৪॥
 মা তদ্বচনমাজ্জায় পরিগৃহ্য নরাধিপম্ ।
 আত্মনো বলমাজ্জায় তত এনমুবাচ হ ॥২৫॥
 আভিষেকনিকং যন্তে রামার্থমুপকল্পিতম্ ।
 ভরতস্তদবাপ্নোতু বনং গচ্ছতু বাঘবঃ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

বরমিতি । হস্তেতি হর্ষে । হর্ষন্ত তাদৃশমন্দরীদর্শনাৎ ॥২১॥
 ধনমিতি । কস্ত কস্মৈ । যৎ কিঞ্চিদ্বিক্রং ধনমন্তি, তৎ সর্বমেব মে ইত্যর্থঃ ॥২৩॥
 পৃথিব্যামিতি । রাজরাজঃ সম্রাট, চাতুর্বর্ণ্যস্ত ব্রাহ্মণাদীনাম্ চতুর্ণাম্ বর্ণানাম্ ॥২৪॥
 নেতি । আজ্জায় শ্রব্ধা, পরিগৃহ্য ধৃষা । বলং শ্রণয়েনাকর্ষণশক্তিম্ ॥২৫॥
 আভীতি । তে অস্মা, উপকল্পিতং সংগৃহীতম্ । অবাপ্নোতু স্বাভিষেকায় ॥২৬॥

রাজা বলিলেন—“ভাল, তোমাকে বর দান করিব ; অভএব তুমি যাহা ইচ্ছা কর, তাহাই গ্রহণ কর । (স্মৃতরাং বল—) আজ কোন অবশ্য লোককে বধ করিব ? কিংবা আজ কোন বন্ধ লোককে মুক্ত করিব ? ॥২২॥

আজ কাহাকে ধন দান করিব ? কিংবা কাহার ধন হরণ করিব ? । কারণ, এই ভূতলে ব্রাহ্মণের ধন ব্যতীত অত্র যে কিছু ধন আছে, সে সমস্তই আমার ॥২৩॥

কেন না, আমি পৃথিবীর সম্রাট এবং চারি বর্ণেরই রক্ষক ; অভএব কল্যাণি । তোমার যাহা অভীষ্ট, তাহাই বল, বিলম্ব করিও না” ॥২৪॥

তখন কৈকেয়ী দশরথের সেই কথা শুনিয়া, তাঁহাকে ধরিয়া এবং নিজের শক্তি বুঝিয়া, তাহার পর তাঁহাকে বলিলেন— ॥২৫॥

“রাজা ! আপনি রামের জন্ম যে অভিষেকের দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা ভরত লাভ করুক এবং রাম বনে গমন করুক” ॥২৬॥

(২৬) দ্বোকাং পরম্ ‘নব পঞ্চ চ বর্গাণি দণ্ডকারণ্যমশ্রিতঃ । চৌরাজিনম্ভটাদাশী রামো বসতু তাপসঃ ।’—পি ।

বন-২৮৫ (১১)

ন তদ্রাজা বচঃ শ্রদ্ধা বিপ্রিয়ং দারুণোদয়ম্ ।
 দুঃখার্থো ভরতশ্রেষ্ঠ ! ন কিঞ্চিদ্যাজহার হ ॥২৭॥
 ততস্তথোক্তং পিতরং রামো বিজ্ঞায় বীৰ্য্যবান্ ।
 বনং প্রত্যস্থে ধৰ্ম্মাত্মা রাজা সত্যো ভবত্বিতি ॥২৮॥
 তমমৃগচ্ছলক্ষ্মীবান্ ধনুশ্চাল্লক্ষণসুদা ।
 সীতা চ ভার্য্যা ভদ্রং তে বৈদেহী জনকাত্মজা ॥২৯॥
 ততো বনং গতে রামে রাজা দশরথসুদা ।
 সমযুজ্যত দেহস্ত কালপর্য্যয়ধৰ্ম্মণা ॥৩০॥
 রামস্ত গতমাজ্ঞায় রাজানঞ্চ তথা গতম্ ।
 আনায় ভরতং দেবী কৈকেয়ী বাক্যমব্রবীৎ ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

ন ইতি । দারুণোদয়ং ভয়ঙ্করাবির্ভাবম্ । ব্যাজহার উবাচ ॥২৭॥
 তত ইতি । তথা “তদগৃহাণ যদ্বিচ্ছসি” ইত্যেবম্, উক্তমুক্তবস্তম্ ॥২৮॥
 তমিতি । লক্ষ্মীবান্ কাম্ভিমান্ । ভদ্রং ত ইতি যুধিষ্ঠিরং প্রত্যাশীর্বাদঃ ॥২৯॥
 তত ইতি । কালপর্য্যয় আয়ুর্নাশ এব ধর্ম্মো বৃত্তির্ভগ্ন তেন মৃত্যুনা ॥৩০॥
 রামমিতি । তথা মৃত্যুম্, গতং প্রাপ্তম্ । আনায় মাতুলানয়াৎ ॥৩১॥

ভারতভাবদীপঃ

বশিষ্ঠম্ ॥১৩—১৮॥ বেদীব বিলম্বঃ ক্রশো মধ্যো যন্তাঃ ॥১৯—২০॥ কামঃ বরম্, উপা-
 ক্রমঃ দেহি, সঙ্কটায় কষ্টায় ॥২১—২৮॥ সীতা লাক্ষণবতিস্ততো জাতহাদিয়মপি সীতা,

ভরতশ্রেষ্ঠ ! দশরথরাজা সেই ভয়ঙ্কর অপ্রিয় কথা শুনিয়া, দুঃখে পীড়িত হইয়া
 কিছুই বলিলেন না ॥২৭॥

তাহার পর অসাধারণ মানসিক-বলশালী ও ধৰ্ম্মাত্মা রাম—পিতা সেইরূপ
 বলিয়াছেন জানিয়া এবং তিনি ‘সত্যপ্রতিজ্ঞ হউন’ ইহা ভাবিয়া বনে প্রস্থান
 করিলেন ॥২৮॥

তখন সুন্দরমূর্ত্তি ও ধনুর্ধর লক্ষ্মণ এক ভার্য্যা, বৈদেহী ও জনকনন্দিনী সীতা
 তাঁহার অনুগমন করিলেন । তোমার মঙ্গল হউক ॥২৯॥

রাম বনে চলিয়া গেলে, তাহার পরই দশরথের মৃত্যু হইল ॥৩০॥

রাম বনে গিয়াছেন, দশরথও মরিয়াছেন—ইহা জানিয়া কৈকেয়ী ভরতকে
 আনিয়া এই কথা বলিলেন—॥৩১॥

(৩০) ততো বনগতে রামে—বা ব কা পি ।

গতো দশরথঃ স্বর্গং বনস্থৌ রামলক্ষ্মণৌ ।
 গৃহাণ রাজ্যং বিপুলং ক্ষেমং নিহতকণ্টকম্ ॥৩২॥
 তামুবাচ স ধর্মাত্মা নৃশংসং বত তে কৃতম্ ।
 পতিং হত্বা কুলক্ষেদমুৎসাত্ত্ব ধনলুক্সয়া ॥৩৩॥
 অযশঃ পাতয়িত্বা মে যুধিষ্ঠিঃ কুলপাংসনে ! ।
 সকামা ভব মে মাতবিত্যুক্ত্বা প্ররুদোদ হ ॥৩৪॥
 স চারিত্রং বিশোধ্যাত্ব সর্বপ্রকৃতিগমিষৌ ।
 অম্বয়াদ্ভাতরং রামং বিনিবর্তনলালসঃ ॥৩৫॥
 কৌশল্যাঞ্চ হুমিত্রাঞ্চ কৈকেয়ীঞ্চ হত্বাধিতঃ ।
 অগ্রে প্রস্থাপ্য যানৈঃ স শত্রুহনহিতো যযৌ ॥৩৬॥
 বশিষ্ঠবামদেবাত্ম্যং বিপ্রৈশ্চানৈঃ সহস্রশঃ ।
 পৌরজানপদৈঃ সার্কং রামানয়নকাক্ষরা ॥৩৭॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

গত ইতি । ক্ষেমং মঙ্গলময়ম্, নিহতকণ্টকম্ উৎসারিতশঙ্করম্ ॥৩২॥
 তামিতি । নৃশংসং ঘাতুকং কর্ণ, বত খেদে, তে স্বয়া ॥৩৩॥
 অযশ ইতি । কুলপাংসনে ! বংশদূষিকে ! । যমেব সকামা ভব, নাহম্ ॥৩৪॥
 স ইতি । বিশোধ্য নিদোষতয়া প্রমাণীকৃত্য । প্রকৃত্যঃ প্রজাঃ ॥৩৫॥
 কৌশল্যামিতি । স ভরতঃ, যযৌ বনম্ । বামদেব ঋষিকিশেবঃ ॥৩৬—৩৭॥

“ভরত । রাজা দশরথ স্বর্গে গিয়াছেন, রাম এবং লক্ষ্মণও বনে রহিয়াছে ;
 অতএব তুমি এই শত্রুশূন্য মঙ্গলময় বিশাল রাজ্য গ্রহণ কর” ॥৩২॥

তখন ধর্মাত্মা ভরত কৈকেয়ীকে বলিলেন—“হায় ! তুমি ধনলুক্স হইয়া পতিকে
 হত্যা করিয়া এবং এই বংশটাকেও উৎসন্ন দিয়া নৃশংসের কার্য্য করিয়াছ ॥৩৩॥

কুলদূষিকে ! তুমি আমার মাথায় নিন্দা চাপাইয়া এখন পূর্ণকামা হও” এই
 কথা বলিয়া ভরত রোদন করিতে লাগিলেন ॥৩৪॥

তাহার পর ভরত সমস্ত প্রজার নিকটে নিজের চরিত্রের নির্দোষতা প্রমাণ
 করিয়া রামকে ফিরাইয়া আনিবার ইচ্ছায় তাহার অনুগমন করিলেন ॥৩৫॥

কৌশল্যা, হুমিত্রা ও কৈকেয়ীকে যানে আরোহণ করাইয়া আগে পাঠাইয়া
 দিয়া অভিভূত ভরত, রামকে আনিবার ইচ্ছায় শত্রুহন, বশিষ্ঠ, বামদেব, অত
 সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, পুত্রবাসিগণ ও দেশবাসিগণের সহিত বনে গমন করি-
 লেন ॥৩৬—৩৭॥

দদর্শ চিত্রকূটস্থং স রামং সহলক্ষণম্ ।
 তাপসানামলঙ্কারং ধারয়ন্তং ধনুর্দ্ধরম্ ॥৩৮॥
 বিসজ্জিতঃ স রামেণ পিতুর্বচনকারিণা ।
 নন্দিগ্রামেহকরোদ্রাজ্যং পুরস্কৃত্যাস্ত পাছুকে ॥৩৯॥
 রামস্ত পুনরাশঙ্ক্য পৌরজানপদাগমম্ ।
 প্রবিবেশ মহারণ্যং শরভঙ্গাশ্রমং প্রতি ॥৪০॥
 সংকৃত্য শরভঙ্গং স দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ ।
 নদীং গোদাবরীং রম্যামাশ্রিত্য শ্রবসভদা ॥৪১॥
 বসতস্তস্য রামস্য ততঃ শূর্ণগথাকৃতম্ ।
 ধরেণাসীমহদৈরং জনস্থাননিবাসিনা ॥৪২॥
 রক্ষার্থং তাপসানাস্ত রাঘবো ধর্মবৎসলঃ ।
 চতুর্দশ সহস্রানি জঘান ভুবি রাক্ষসান্ ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

দদর্শেতি । চিত্রকূটো নাম পর্বতঃ । তাপসানামলঙ্কারং বস্ত্রাদিকম্ ॥৩৮॥
 বিসজ্জিত ইতি । পিতুর্বচনকারিণা পিতৃসত্যরক্ষার্থিনা । অস্ত রামস্ত ॥৩৯॥
 রাম ইতি । শরভঙ্গস্ত তদাখ্যাত্ত্বং যবেশাশ্রমঃ ॥৪০॥
 সদিতি । ত্যক্তপ্রাণং শরভঙ্গম্, সংকৃত্য দধুঃ ॥৪১॥
 বসত ইতি । অস্ত বিস্তরস্ত রামায়ণে শ্রবব্যঃ ॥৪২॥

ভরত যাইয়া দেখিলেন—ধনুর্দ্ধর রাম ও লক্ষ্মণ তপস্বিগণের অলঙ্কার তরুবকল-
 প্রভৃতি ধারণ করিয়া চিত্রকূটপর্বতে বাস করিতেছেন ॥৩৮॥

তাহার পর পিতৃসত্যপালনকারী রাম ভরতকে বিদায় দিলেন ; তখন ভরত
 নন্দিগ্রামে যাইয়া রামের পাছুকা ছুইখানি সম্মুখে রাখিয়া রাজত্ব করিতে
 লাগিলেন ॥৩৯॥

এদিকে রাম পুনরায় পৌর-জানপদগণের আগমন আশঙ্কা করিয়া শরভঙ্গের
 আশ্রমে যাইবার জন্য মহাবনে প্রবেশ করিলেন ॥৪০॥

ক্রমে তিনি দণ্ডকারণ্যে প্রবেশপূর্বক শরভঙ্গের সংকার করিয়া মনোহর
 গোদাবরীনদীর তীরে বাস করিতে লাগিলেন ॥৪১॥

রামচন্দ্র সেইখানে বাস করিতে থাকিলে, শূর্ণগথা—জনস্থানবাসী ধরের সহিত
 তাহার গুরুতর শত্রুতা ঘটাইয়া দিল ॥৪২॥

তাহার পর ধর্মবৎসল রাম তপস্বিগণের রক্ষার জন্য ভূতলে চৌদ্দ হাজার
 রাক্ষস বধ করিলেন ॥৪৩॥

দূষণঞ্চ খরৈশ্চৈব নিহত্য স্তমহাবলৌ ।
 চক্রে ক্ষেমং পুনর্ধীমান্ ধর্ম্মারণ্যং স রাঘবঃ ॥৪৪॥
 হতেষু তেষু রক্ষঃসু ততঃ শূর্ণপথা পুনঃ ।
 যযৌ নিকৃন্তনাসৌষ্ঠী লঙ্কাং ভ্রাতুর্নিবেশনম্ ॥৪৫॥
 ততো রাবণমভ্যেত্য রাক্ষসী দুঃখমুচ্ছিতা ।
 পপাত পাদয়োভ্রাতুঃ সংশুঙ্করুধিরাননা ॥৪৬॥
 তাং তথা বিকৃতাং দৃষ্ট্বা রাবণঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ ।
 উৎপপতাসনাং ক্রুদ্ধো দন্তৈর্দন্তানুপস্পৃশন্ ॥৪৭॥
 স্থানমাত্যান্ বিসৃজ্যাথ বিবিক্তে তামুবাচ সঃ ।
 কেনাস্তেবং কৃত্য ভদ্রে ! মামচিন্ত্যাবমগ্না চ ॥৪৮॥
 কঃ শূলং তীক্ষ্ণমাসাণ্ড সর্বগাত্রৈর্নিষেবতে ।
 কঃ শিরস্তাগ্নিমাধায় বিশ্বস্তঃ স্বপতে স্তম্ ॥৪৯॥

ভারতকৌমুদী

রক্ষার্থমিতি । রাক্ষসান্ খরাসুচরান্ ॥৪৩॥
 দূষণমিতি । দূষণং খরসহায়ং রাক্ষসবিশেষম্ ॥৪৪॥
 হতেষু । নিকৃন্তৌ ছিন্নৌ নার্সৌষ্ঠৌ যন্তাঃ সা, ভ্রাতু রাবণস্ত ॥৪৫॥
 তত ইতি । সংশুঙ্কং কধিরং যন্ত তন্তাদৃশমানং যন্তাঃ সা ॥৪৬॥
 তামিতি । উৎপপাত উত্তস্থৌ । উপস্পৃশন্ সংঘর্ষন্ ॥৪৭॥
 স্থানিতি । স্থান্ নিজানপি । বিবিক্তে নিজ্ঞানে, “বিবিক্তৌ পুতবিজ্ঞনৌ” ইত্যমরঃ ॥৪৮॥
 ক ইতি । স্বপতে স্বপিত্তি । অদপমানং তীক্ষ্ণশূলনিষেবণাদিকমিবেতি ভাবঃ ॥৪৯॥

বুদ্ধিমান্ রামচন্দ্র পুনরায় অতিমহাবল খর ও দূষণকে বধ করিয়া সেই
 তপোবনকে মঙ্গলময় করিলেন ॥৪৪॥

সেই রাক্ষসেরা নিহত হইলে, তাহার পর ছিন্ননাসিকা ও ছিন্নৌষ্ঠী শূর্ণপথা
 পুনরায় রাবণের রাজধানী লঙ্কায় গেল ॥৪৫॥

তাহার পর দুঃখসমাকূলা ও শুকবদনা শূর্ণপথা রাবণের নিকট যাইয়া তাঁহার
 চরণযুগলে পতিত হইল ॥৪৬॥

তখন রাবণ শূর্ণপথাকে সেইরূপ বিকৃত দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দন্তদ্বারা দন্ত
 ঘর্ষণ করতঃ আসন হইতে গাত্রোখান করিলেন ॥৪৭॥

তদনন্তর রাবণ নিজের মন্ত্রীদিগকেও বিদায় দিয়া সেই নিজ্ঞানস্থানে শূর্ণপথাকে
 বলিলেন—“ভদ্রে ! কোন্ ব্যক্তি আমাকে স্মরণ না করিয়া বা অবজ্ঞা করিয়া
 তোমাকে এইরূপ করিয়া দিয়াছে ? ॥৪৮॥

আশীবিধং ঘোরতরং পাদেন স্পৃশতীহ কঃ ।
 সিংহং কেশরিণং কচ্চ দংষ্ট্রীয়াং স্পৃশ্য তিষ্ঠতি ॥৫০॥
 ইত্যেবং ক্রবতস্তস্মৈ নেত্রেভ্যস্তেজসোহর্জিষঃ ।
 নিশ্চেষ্টরুদ্রহত্যো রাত্রৌ বৃক্ষশ্চেব সরজ্ঞতঃ ॥৫১॥
 তস্মৈ তৎ সর্বমাচখ্যো ভগিনী রামবিক্রমম্ ।
 খরদূষণসংযুক্তং রাক্ষসানাং পরাভবম্ ॥৫২॥
 স নিশ্চিত্য ততঃ কৃত্যং স্বসারমুপমান্য চ ।
 উর্দ্ধমাচক্রমে রাজা বিধায় নগরে বিধিম্ ॥৫৩॥

ভারতকৌমুদী

আশীতি । কেশরিণং জটায়ুক্তম্ । স্পৃশ্য স্পৃষ্টা । পূর্ববদেব ভাবঃ ॥৫০॥
 ইতীতি । নেত্রেভ্যঃ দশাননগতবিশতিনয়নেভ্যঃ । দহত্যো দহমানস্ত ॥৫১॥
 তস্তেতি । ভগিনী শূর্ণগথা । খরদূষণসংযুক্তং খরদূষণপরাভবমহিতম্ ॥৫২॥
 স ইতি । কৃত্যমান্ননঃ কর্তব্যম্ । আচক্রমে উৎপপাত । বিধিং কার্যম্ ॥৫৩॥

ভারতভাবদীপঃ

বিদেহাপত্যস্বাং বৈদেহী ॥২৩॥ কালপর্যায়ধর্মণা মৃত্যুনা ॥৩০—৩৪॥ চারিভ্যং বিশোধ্যেদং
 কৈকেয়ৈব কৃত্য ন তু ময়েতি প্রদর্শ্য ॥৩৫—৪৩॥ সিংহং হিংস্রম্, কেশরিণং সটাবক্ষঃ শৃগ-
 রাজম্ ॥৫০॥ শ্রোতোভ্যশ্চক্ষুরাদিরক্রেভ্যঃ, তেজসোহর্জিবোহ্নেজ্জালাঃ ॥৫১॥ খরদূষণ-

কোন্ ব্যক্তি সমস্ত অঙ্গে তীক্ষ্ণশূল সংলগ্ন করিয়া রহিয়াছে, কোন্ ব্যক্তি মস্তকে
 অগ্নি স্থাপন করিয়া বিশ্বস্ত হইয়া স্নুখে নিজা যাইতেছে ॥৪৯॥

কোন্ ব্যক্তি চরণদ্বারা ভয়ঙ্কর বিষধর সর্পকে স্পর্শ করিয়াছে এবং কোন্ ব্যক্তি
 জটায়ুক্ত সিংহের দন্ত ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছে ? ॥৫০॥

রাবণ এইরূপ বলিতে লাগিলে, রাত্রিতে দহমান বৃক্ষের রন্ধ্র হইতে যেমন
 অগ্নির শিখা নির্গত হয়, সেইরূপ রাবণের নয়ন হইতে তেজের শিখা নির্গত হইতে
 লাগিল ॥৫১॥

তখন শূর্ণগথা রাবণের নিকটে রামের বিক্রম, খর-দূষণের পরাভব এবং অত্যাশ্র
 রাক্ষসের পরাভবপ্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই বলিল ॥৫২॥

তাহার পর রাবণ নিজের কর্তব্য স্থির করিয়া, শূর্ণগথাকে আশ্বাস দিয়া এবং
 লঙ্কানগরীর কর্তব্য বিষয়ে উপদেশ দিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন ॥৫৩॥

(৫১)....শ্রোতোভ্যস্তেজসোহর্জিষঃ—বা ব কা পি । (৫২) শ্লোকং পরম্ 'ততো জ্ঞাতিবধং
 জাত্বা রাবণঃ কালচোদিতঃ । রামস্ত বধমাকাঙ্ক্ষন মারীচং মনসাগমং'—পি.নি ।

ত্রিকূটং সমতিক্রম্য কালপৰ্বতমেব চ ।
 দদর্শ মকরাবাসং গম্ভীরোদং মহোদধিম্ ॥৫৪॥
 তমতীত্যাথ গোকৰ্ণমভ্যগচ্ছদশাননঃ ।
 দম্বিতং স্থানমব্যগ্রং শূলপাণেৰ্মহাত্মনঃ ॥৫৫॥
 তত্রাভ্যগচ্ছমারীচং পূৰ্ব্বামাত্যং দশাননঃ ।
 পুরা রামভয়াদেব তাপস্ত্রং সমুপাশ্রিতম্ ॥৫৬॥
 ইতি শ্রীমহাভারতে শতনান্দ্র্যস্য সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বনি
 দ্রৌপদীহরণে রামোপাখ্যানে রাবণগমনে একত্রিংশ-
 দধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ #

—:~:—

ভারতকৌমুদী

ত্রিকূটমিতি । মকরো জলজন্তুবিশেষঃ । গম্ভীরোদং গভীরজলম্ ॥৫৪॥
 তমিতি । গোকৰ্ণং তীৰ্থযাত্রাপ্রকরণোক্তং তীৰ্থবিশেষম্ । অব্যগ্রমভ্যগচ্ছ ॥৫৫॥
 তদ্রেতি । পুরা বিশ্বামিত্রযজ্ঞনাশোপক্রমসময়ে, তাপস্ত্রং তপস্বিত্বম্ ॥৫৬॥
 ইতি মহামহোপাখ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
 মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ বনপৰ্ব্বনি দ্রৌপদীহরণে
 একত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

ভারতভাবদীপঃ

সংযুক্তং তৎপরাভবসহিতম্ ॥৫২॥ বিধিং বক্ষ্যামি ॥৫৩॥ পুরা রামভয়াদিশ্বামিত্রযজ্ঞপ্রসঙ্গেন
 জাতাং ॥৫৪—৫৬॥
 ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বনি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২০১॥

—:~:—

তৎপরে তিনি ত্রিকূটপৰ্বত ও কালপৰ্বত অতিক্রম করিয়া মকরালয় ও
 গভীরজল মহাসমুদ্র দর্শন করিলেন ॥৫৪॥

তদনন্তর রাবণ সেই সমুদ্র অতিক্রম করিয়া স্নানভাবে মহাত্মা মহাদেবের প্রিয়-
 স্থান গোকৰ্ণতীর্থে গমন করিলেন ॥৫৫॥

রাবণেরই পূৰ্ব্বমন্ত্ৰী মারীচ পূৰ্বে রামের ভয়েই যেখানে তপস্বী হইয়া রহিয়া-
 ছিলেন, সেইখানে বাইয়া রাবণ সেই মারীচের নিকট উপস্থিত হইলেন” ॥৫৬॥

—:~:—

* ‘...চতুঃষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...ষট্শস্যধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...সপ্ত-
 সপ্ত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...অষ্টসপ্ত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—*—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

মারীচস্ত্বথ সম্ভ্রান্তো দৃষ্টু। রাবণমাগতম্ ।

পূজয়ামাস সৎকারৈঃ কলমূলাদিভিস্ততঃ ॥১॥

বিশ্রান্তকৈশন্যাসীনমগ্নাসীনঃ স রাক্ষসঃ ।

উবাচ প্রশ্নিতং বাক্যং বাক্যজ্ঞো বাক্যকোবিদম্ ॥২॥

ন তে প্রকৃতিমান্ বর্ণঃ কচ্চিৎ ক্ষেমং পুরে তব ।

কচ্চিৎ প্রকৃতয়ঃ সৰ্ব্বা ভজন্তে ত্বাং যথা পুরা ॥৩॥

কিমিহাগমনে চাপি কার্য্যং তে রাক্ষসেশ্বর ! ।

কৃতমিত্যেব তদ্বিক্ৰি যদ্যপি স্ত্রাৎ স্ত্রুত্বকরম্ ॥৪॥

শশংস রাবণস্তস্মৈ তৎ সৰ্ব্বং রামচেষ্টিতম্ ।

সমাসেনৈব কার্য্যাণি ক্রোধামৰ্ষসমন্বিতঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

মারীচ ইতি । সম্ভ্রান্তো ব্যস্তচিন্তঃ, আকস্মিকরাবণদৰ্শনাদেবেতি ভাবঃ ॥১॥

বিশ্রান্তমিতি । অগ্নাসীনঃ লক্ষ্যকৃত্য সমুখে উপবিষ্টঃ । প্রশ্নিতং প্রশ্নয়ান্বিতম্ ॥২॥

নেতি । প্রকৃতিমান্ স্বাভাবিকীসবদ্ব্যং প্রাপ্তঃ । প্রকৃতয়ঃ প্রজাঃ ॥৩॥

কিমিতি । ইহ অত্র স্থানে । কার্য্যং প্রয়োজনম্ । কৃতং ময়া, বিদ্বি জানীহি ॥৪॥

শশংসেতি । সমাসেনৈব সংক্ষেপেণৈব, কার্য্যাণি আত্মনঃ কর্তব্যানি ॥৫॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“তাহার পর মারীচ রাবণকে আগত দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া
প্রদ্বাপূর্ব্বক কলমূলাদিদ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করিল ॥১॥

তখন বাক্যবিৎ রাবণ উপবেশন করিয়া বিশ্রাম করিলে, বাক্যবিৎ মারীচ তাঁহার
সমুখে বসিয়া প্রশ্ন সহকারে বলিতে লাগিল—॥২॥

“মহারাজ ! আপনার শরীরের বর্ণ স্বাভাবিক নহে ; অতএব (জিজ্ঞাসা
করি—) আপনার পুরে মঙ্গল ত ? এবং প্রজারা পূর্ব্বের ত্রায় আপনার অমুরক্ত
আছে ত ? ॥৩॥

রাক্ষসরাজ ! আপনার এখানে আসিবার প্রয়োজন কি ? তাহা যদি অতি
দুষ্করও হয়, তথাপি আমি তাহা করিয়াছি বলিয়াই মনে করুন” ॥৪॥

(২)....উবাচ প্রশ্নতঃ বাক্যম্—বা ব কা, ...উবাচ প্রশ্নিতো বাক্যম্—পি ।

মারীচস্ত্বত্রবীচশ্ৰেষ্ঠা সমাসেনৈব রাবণম্ ।
 অলং তে রামমাসাং বীর্য্যজ্ঞো হস্মি তস্মৈ ॥৬॥
 বাণবেগং হি কস্তস্ম শক্তঃ সোঢ়ুং মহাত্মনঃ ।
 প্রত্ৰজ্যায়াম্ হি মে হেতুঃ স এব পুরুষৰ্ষভঃ ।
 বিনাশমুখমেতত্তে কেনাখ্যাতং তুরাত্মনা ॥৭॥
 তমুবাচাথ সক্রোধো রাবণঃ পরিভ্রংসয়ন্ ।
 অকুর্ব্বতোহস্মদ্বচনং শ্রাম্য ত্যুরপি তে ধ্রুবম্ ॥৮॥
 মারীচশ্চিস্তুর্য্যামাস বিশিষ্টান্মরণং বরম্ ।
 অবশ্যং মরণে প্রাপ্তে করিষ্যাম্যস্ত যন্নতম্ ॥৯॥
 ততস্তং প্রত্যুবাচাথ মারীচো রাক্ষসেশ্বরম্ ।
 কিং তে সাহ্যং ময়া কার্য্যং করিষ্যাম্যবশোহপি তৎ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

মারীচ ইতি । আসাং যুদায় প্রাপ্য অলম্ । “অলং থবোঃ—” ইত্যাদিনা ক্ৰা ॥৬॥
 বাণেতি । হেতুঃ, বিশামিজ্যজ্ঞে বাণবেগেন তেনৈব মে নিরসনাদিত্যাশয়ঃ । বিনাশমুখং
 মৃত্যুকারণম্ । বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৭॥
 তমিতি । অস্মদ্বচনমকুর্ব্বতোহপি তে ধ্রুবমেব মৃত্যুঃ শ্রাম্য, ময়া হননাদিত্যাশয়ঃ ॥৮॥
 মারীচ ইতি । বিশিষ্টাং উত্তমাং, তৎপূণ্যসংক্রমাদিতি ভাবঃ ॥৯॥

তখন রাবণ ক্রুদ্ধ ও অসহিষ্ণু হইয়া সংক্ষেপেই রামের সেই সমস্ত ব্যবহার এবং
 নিজের কর্তব্য বিষয় মারীচকে বলিলেন ॥৫॥

মারীচ তাহা শুনিয়া সংক্ষেপেই রাবণকে বলিল—“মহারাজ ! আপনি রামের
 নিকট যাইবেন না ; কারণ, আমি তাঁহার বিক্রম জানি ॥৬॥

কোন ব্যক্তি সেই মহাত্মার বাণবেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয় ? । সেই পুরুষ-
 শ্রেষ্ঠই আমার এই প্রত্ৰজ্যার কারণ ; ; অতএব কোন তুরাত্মা আপনার এই মৃত্যুর
 কারণ বলিয়া দিয়াছে !” ॥৭॥

তদনন্তর রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া ভৎসনাপূর্ব্বক মারীচকে বলিলেন—“আমার
 আদেশ পালন না করিলেও তোমার অবশ্যই মৃত্যু হইবে” ॥৮॥

তখন মারীচ চিন্তা করিল—‘অবশ্য মৃত্যু উপস্থিত হইলে, উত্তম ব্যক্তির হাতেই
 মৃত্যু ভাল ; অতএব রাবণের যে মত, তাহাই আমি করিব’ ॥৯॥

তাঁহার পর মারীচ রাবণকে বলিল—“আমি আপনার কি সাহায্য করিব বলুন ;
 আমি অসমর্থ হইলেও তাহা করিতে প্রবৃত্ত হইব” ॥১০॥

(১০)---কিং তে সহ্যং ময়া কার্য্যম্—বা ব কা পি ।

বন-২৮৬ (১১)

তমব্রবীদশগ্রীবো গচ্ছ সীতাং প্রলোভয় ।
 রত্নশৃঙ্গে যুগো ভূত্বা রত্নচিহ্নতনূরুহঃ ।
 ধ্রুবং সীতা সমালক্ষ্য ত্বাং রামং চোদদ্বিষ্যতি ॥১১॥
 অপক্রান্তে চ কাকুৎস্থে সীতা বশ্যা ভবিষ্যতি ।
 তামাদায়াপনেম্যামি ততঃ স ন ভবিষ্যতি ।
 ভার্য্যাবিয়োগাদুর্ভবুর্দ্বিরেতং সাহং কুরুষ মে ॥১২॥
 ইত্যেবমুক্তো মারীচঃ কুহোদকমথাত্মনঃ ।
 রাবণং পুরতো যান্তুমগচ্ছৎ সুদুঃখিতঃ ॥১৩॥
 ততস্তস্ত্রাশ্রমং গত্বা রামস্তাক্লিষ্টকৰ্ম্মণঃ ।
 চক্রতুস্ততথা সৰ্ব্বমুভৌ যৎ পূৰ্ব্বমস্ত্রিতম্ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । সাহং সাহায্যম্ । সাহায্যার্থে সাহস্ৰব্দঃ পূৰ্ব্বমপি বহুশঃ প্রযুক্তঃ ॥১০॥
 তমিতি । রত্নৈশ্চিহ্নাণি তনূরুহাণি লোমানি যন্ত সঃ । বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১১॥
 অপেতি । কাকুৎস্থে রামে । ন ভবিষ্যতি ন হ্যাস্ততি মরিষ্যতীত্যর্থঃ । অয়মপি বটপাদঃ
 শ্লোকঃ ॥১২॥
 ইতীতি । উদকমাত্মন এব তর্পণং জীবতো বৃষোৎসর্গবৎ, মরণনিশ্চয়াদিতি ভাবঃ ॥১৩॥
 তত ইতি । অক্লিষ্টং ক্লেশরহিতং কৰ্ম্ম যন্ত তস্ত সৰ্ব্বকৰ্ম্মনিপুণস্তেত্যর্থঃ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

মারীচ ইতি ॥১॥ প্রস্তুতঃ পুঙ্জন্যর্থবৎ ॥২—৫॥ রামমাসাত্মলং রামং নৈবাসাদয়েরিত্যর্থঃ ।
 “অলং খলোঃ প্রতিবেদ্যোঃ প্রাচাং ক্লে”তি নিষেধার্থকালংশবযোগে ক্লাম্রত্যয়ঃ ॥৬—১২॥

তখন রাবণ মারীচকে কহিলেন—“তুমি সেইখানে যাও, যাইয়া রত্নশৃঙ্গ এবং
 রত্নবিচিত্রলোমা হরিণ হইয়া সীতাকে প্রলুব্ধ কর ; তাহাতে সীতা তোমাকে দেখিয়া
 (তোমাকে ধরিবার জন্য) অবশ্যই রামকে প্রেরণ করিবে ॥১১॥

• তখন রাম আশ্রম হইতে চলিয়া গেলে, সীতা আমার বশীভূত হইবে । সেই
 সময়ে আমি সীতাকে ধরিয়া অপহরণ করিব ; সেই ভার্য্যাবিরহদুঃখেই রাম মরিয়া
 যাইবে । তুমি আমার এই সাহায্য কর” ॥১২॥

রাবণ এইরূপ বলিলে, মারীচ অভিভূত হইয়া নিজের তর্পণ করিয়া অগ্রগামী
 রাবণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল ॥১৩॥

তাহার পর রাবণ ও মারীচ দুই জনেই অক্লিষ্টকৰ্ম্মা রামের আশ্রমে যাইয়া পূৰ্ব্ব
 যেরূপ মন্ত্রণা করিয়াছিলেন, সেইরূপ সমস্ত কার্য্য করিলেন ॥১৪॥

রাবণস্ত যতিভূত্বা মুণ্ডঃ কুণ্ডী ত্রিদণ্ডধ্বক্ ।
 মৃগশ্চ ভূত্বা মারীচস্তং দেশমুপজগ্মতুঃ ॥১৫॥
 দৰ্শয়ামাস মারীচো বৈদেহীং মৃগরূপধ্বক্ ।
 চোদয়ামাস তস্তার্থে সা রামং বিধিচোদিতা ॥১৬॥
 রামস্তস্তাঃ প্রিয়ং কুৰ্ব্বন্ ধনুরাদায় সত্বরঃ ।
 রক্ষার্থে লক্ষ্মণং ন্যস্ত প্রযযৌ মৃগলিপ্সয়া ॥১৭॥
 স ধন্বী বদ্ধতুণীরঃ খড়্গগোধানুলিত্রবান্ ।
 অম্বধাবনৃগং রামো রুদ্রস্তারামৃগং যথা ॥১৮॥
 সৌহৃদ্বিহিতঃ পুনস্তস্য দৰ্শনং রাক্ষসো ব্রজন্ ।
 চকৰ্ষ মহদধ্বানং রামস্তং বুবুধে ততঃ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

রাবণ ইতি । যতির্জিতেন্দ্রিয়ঃ, মুণ্ডো মুণ্ডিতমস্তকঃ, কুণ্ডী কমণ্ডলুমান্, ত্রিদণ্ডধ্বক্ বাঘনঃ-
 কাম্যসংযমরূপদণ্ডত্ৰয়ধারী সন্ন্যাসিরূপধারীত্যর্থঃ ॥১৫॥

দৰ্শয়েতি । দৰ্শয়ামাস আত্মানমিতি শেষঃ । চোদয়ামাস প্রেরয়ামাস ॥১৬॥

রাম ইতি । রক্ষার্থে সীতার ইতি শেষঃ, ন্যস্ত আশ্রয় এব স্থাপয়িত্বা ॥১৭॥

স ইতি । খড়্গঃ গোধা জ্যাঘাতবারণম্ অঙ্গুলিত্রঞ্চাস্তীতি সঃ । তারাব্ধিস্তারাচিহ্নৈ-
 শিচিহ্নিতো মৃগস্তারামৃগস্তম্, মৃগীকূপধারিণীমাগ্নজাং ধ্বম্বিতুং মৃগরূপধারিণং ব্রহ্মাণমিবেত্যর্থঃ ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

উদকমৌর্দ্ধদেহিকম্ ॥১৩—১৭॥ গোধা জ্যাঘাতবারণম্ অঙ্গুলিত্রঞ্চ তদ্বান্ । তারামৃগং
 তারাকূপং মৃগম্, প্রজাপতিঃ স্থাং ছরিতরং মৃগো ভূত্বা জগাম তস্ত রুদ্রঃ শিরোহচ্ছিন্নহৃদদেহ-

রাবণ—জিতেন্দ্রিয়, মুণ্ডিতমস্তক ও কমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া
 এবং মারীচ হরিণ হইয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন ॥১৫॥

ক্রমে মৃগরূপধারী মারীচ সীতাকে আত্মদর্শন করাইলেন ; দৈবপ্রেরিত সীতাও
 তাহাকে ধরিবার জন্য রামকে পাঠাইলেন ॥১৬॥

রাম, সীতার প্রিয়কার্য্য করিবেন বলিয়া তাঁহার রক্ষার জন্য লক্ষ্মণকে আশ্রমে
 রাখিয়া, ধনু লইয়া, সেই হরিণকে ধরিবার ইচ্ছায় সত্বর প্রস্থান করিলেন ॥১৭॥

পূর্ব্বকালে মহাদেব যেমন বিচিত্র মৃগরূপধারী ব্রহ্মার পশ্চাৎ ধাবন করিয়াছিলেন,
 সেইরূপ রাম—ধনু, ভূণ, তরবারি, জ্যাঘাতবারণ ও অঙ্গুলিত্র ধারণ করিয়া মৃগ-
 রূপধারী মারীচের পশ্চাৎ ধাবন করিলেন ॥১৮॥

নিশাচরং বিদিত্বা তং রাঘবঃ প্রতিভানবান্ ।
 অমোঘং শরমাদায় জঘান যুগরুপিণম্ ॥২০॥
 স রামবাণাভিহতঃ কৃত্বা রামস্বরং তদা ।
 হা সীতে ! লক্ষ্মণেত্যেবং চুক্রোশার্ভকস্বরেণ হ ।
 শুশ্রাব তস্ত বৈদেহী ততস্তাং করুণাং গিরম্ ॥২১॥
 সা প্রাধাবদ্যতঃ শব্দস্তামুবাচাত লক্ষ্মণঃ ।
 অলং তে শঙ্কয়া ভীরু ! কো রামং গ্রহরিস্মৃতি ॥২২॥
 মুহূর্তাদ্ভ্রক্ষ্যসে রামং ভর্তারং স্বং শুচিস্মিতে ! ।
 ইত্যুক্তা সা প্ররুদতী পর্যশঙ্কত লক্ষ্মণম্ ॥২৩॥
 হতা বৈ স্ত্রীস্বভাবেন শুক্লচারিত্রভূষণম্ ।
 সা তং পরুষমারুকা বক্তুং সাধ্বী পতিব্রতা ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । রাক্ষসো মারীচঃ । মহামানং দূষণম্ । আকারাতাব আৰ্ঘ্যঃ ॥১৯॥
 নিশেতি । প্রতিভানবান্ প্রথববুদ্ধিঃ । যুগরুপিণং রাক্ষসম্ ॥২০॥
 স ইতি । রামস্বরং রামতুল্যকণ্ঠধ্বনিম্ । তত আশ্রমাদেব । বৃটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২১॥
 সেতি । যতঃ স্থানাৎ স শব্দ আগচ্ছন্তঃ প্রাধাবদিত্যর্থঃ ॥২২॥
 মুহূর্তাদিতি । পর্যশঙ্কত আশঙ্কামুক্তয়া সংশয়িতবতী ॥২৩॥
 হতেতি । শুক্লং নির্মলং চারিত্রসেব ভূষণং যস্ত তম্ । আরুকা প্রবৃত্তা ॥২৪॥

মারীচ তখন এক একবার অস্তহিত হইতে লাগিল, আবার রামের দৃষ্টিপথে পতিত হইতে থাকিল ; এইভাবে সে—রামকে বহু দূরে লইয়া গেল ; তখন রাম তাহাকে বুঝিতে পারিলেন ॥১৯॥

তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী রাম সেই হরিণকে রাক্ষস বুঝিয়া অব্যর্থ বাণ লইয়া তাহাকে আঘাত করিলেন ॥২০॥

মারীচ তখন রামের বাণে আহত হইয়া, রামের তুল্য কণ্ঠধ্বন করিয়া, “হা সীতে ! হা লক্ষ্মণ !” এইরূপ আর্দ্রস্বরে আহ্বান করিল ; সীতা আশ্রম হইতেই তাহার সেই করুণ বাক্য শুনিতে পাইলেন ॥২১॥

তাহার পর যে স্থান হইতে সেই শব্দ আসিয়াছিল, সেই দিকে সীতা ধাবিত হইলেন ; তখন লক্ষ্মণ তাহাকে বলিলেন—“ভয়শীলে । আপনি উদ্ভিন্ন হইবেন না ; কোন্ ব্যক্তি রামকে গ্রহণ করিতে পারে ? ॥২২॥

নির্মলহাসিনি । আপনি মুহূর্তমধ্যেই ভর্তা রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইবেন” । লক্ষ্মণ এইরূপ বলিলে, সীতা রোদন করিতে থাকিয়া লক্ষ্মণের উপরে আশঙ্কা করিলেন ॥২৩॥

নৈষ কামো ভবেন্মূঢ় ! যং স্বং প্রার্থয়সে ছদা ।
 অপ্যহং শত্ৰুবাদায় ইত্যামান্নানমাজ্জনা ॥২৫॥
 পতেয়ং গিরিশৃঙ্গায়া বিশেষং বা ছতশনম্ ।
 রামং ভর্তারমুৎসৃজ্য ন স্বহং স্বাং কথঞ্চন ।
 নিহীনমুপতিষ্ঠেয়ং শার্দ্ধলৌ ক্রৌঞ্চকুং যথা ॥২৬॥
 এতাদৃশং বচঃ শ্রুত্বা লক্ষণঃ প্রিয়রাঘবঃ ।
 পিধায় কর্ণো সদ্বৃত্তঃ প্রস্থিতো যেন রাঘবঃ ॥২৭॥
 স রামস্ত পদং গৃহ্য প্রসসার ধনুর্ধরঃ ।
 এতস্মিনস্তরে রক্ষো রাঘবঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥২৮॥
 অভব্যো ভব্যরূপেণ ভস্মচ্ছন্ন ইবানলঃ ।
 যতিবেশপ্রতিচ্ছনো জিহীষুস্তামনিন্দিতাম্ ॥২৯॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

নেতি । ভবেৎ সফল ইতি শেষঃ । ভংকারণমাহ—অগীতি ॥২৫॥
 পতেয়মিতি । নিহীনমপক্লষ্টম্ । ক্রৌঞ্চকুং শৃগালম্ । যটপাদোহং নোকঃ ॥২৬॥
 এতাদৃশমিতি । সদ্বৃত্তঃ সচরিত্রঃ । যেন পথা রাঘবো গন্তন্তেনৈব প্রস্থিত ইত্যর্থঃ ॥২৭॥
 স ইতি । পদং পদচিহ্নাবলীম্, গৃহ্য গৃহীত্বা । রক্ষো রাক্ষসঃ । অভব্যঃ অসাধুঃ, ভব্যরূপেণ
 সাধুরূপেণ । যতিবেশেন প্রতিচ্ছন্ন আবৃত্তরূপঃ ॥২৮—২৯॥

এবং সাধ্বী ও পতিব্রতা সীতা স্বীজাতির স্বভাবমূলভ লঘুতাবশতঃ নির্মলচরিত্র
 লক্ষণকে নির্ভর কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন—॥২৭॥

“মূঢ় ! তুমি মনে মনে বাহা প্রার্থনা করিতেছ, সে বিষয়ের অভিলাষ তোমার
 সফল হইবে না । কেন না, আমি অস্ত্র লইয়া নিজেই আত্মহত্যা করিব ॥২৫॥

নিকৃষ্ট ! আমি পর্বতশৃঙ্গ হইতে পতিত হইব, কিংবা অগ্নিতে প্রবেশ করিব ;
 কিন্তু ব্যাধী যেমন শৃগালের সেবা করে না, সেইরূপ আমি ভর্তা রামকে পরিত্যাগ
 করিয়া কোন প্রকারেই তোমার সেবা করিব না” ॥২৬॥

রামপ্রিয় ও সচরিত্র লক্ষণ সীতার এইরূপ উক্তি শুনিয়া কর্ণযুগল আবৃত্ত
 করিয়া—যে পথে রাম গিয়াছিলেন, সেই পথেই প্রস্থান করিলেন ॥২৭॥

ক্রমে ধনুর্ধর লক্ষণ রামের চরণচিহ্নশ্রেণী ধরিয়া গমন করিতে লাগিলেন ।

(২৫)....বিহীনমুপতিষ্ঠেয়ং—বা । (২৬) ক্রৌঞ্চ শৃগালং পদম্ ‘অদীক্ষ্যমণো বিদৌহঃ’
 প্রযয়ৌ লক্ষণশৃঙ্গা ইত্যদ্ব্যবধিকম্—বা ব বা নি ।

সা তমালক্ষ্য সংপ্রাপ্তং ধর্মজ্ঞা জনকাত্মজা ।
 নিমন্ত্রয়ামাস তদা ফলমূল্যাসনাদিভিঃ ॥৩০॥
 অবমন্ত্য ততঃ সর্বং স্বং রূপং প্রতিপত্ত চ ।
 সান্ত্বয়ামাস বৈদেহীমিতি রাক্ষসপুঙ্গবঃ ॥৩১॥
 সীতে ! রাক্ষসরাজোহং রাবণো নাম বিশ্রুতঃ ।
 মম লক্ষ্মা পুরী নাম্না রম্যা পারে মহোদধেঃ ॥৩২॥
 তত্র ত্বং বরনারীষু শোভিষ্যসি ময়া সহ ।
 ভার্য্যা মে ভব হুশ্রোগী ! তাপসং ত্যজ রাঘবম্ ॥৩৩॥
 এবমাদৌনি বাক্যানি শ্রুত্বা তস্তাথ জানকী ।
 পিধায় কর্ণো হুশ্রোগী মৈবমিত্যববীহচঃ ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

সেতি । আলক্ষ্য দৃষ্টে। সংপ্রাপ্তমাগতম্, ধর্মজ্ঞা আতিথ্যাদিধর্মবিৎ ॥৩০॥
 অবেতি । সর্বং সীতয়া দিৎসিতং ফলাদিকম্ । প্রতিপত্ত প্রাপ্য ॥৩১॥
 সীত ইতি । বিশ্রুতো জগদ্বিখ্যাতঃ । লঙ্কেতি নাম্না রম্যা পুরী মম ॥৩২॥
 তজ্জেতি । শোভনে শ্রোগী নিতর্যো যস্তাত্তৎসংবোধনম্ ॥৩৩॥
 এবমিতি । পিধায় হস্তাভ্যামাচ্ছাত, পাপশ্রবণেহপি পাপোদয়াদিতি ভাবঃ ॥৩৪॥

এই সময়ে দেখা গেল—ভস্মাবৃত অগ্নির গ্রায় সন্ধ্যাসিবেশে আবৃতত্বরূপ এবং অসাধু
 হইয়াও সাধুরূপী রাক্ষস রাবণ অনিন্দ্যসুন্দরী সীতাকে হরণ করিবার ইচ্ছায়
 সেইখানে উপস্থিত হইলেন ॥২৮—২৯॥

তখন ধর্মজ্ঞা সীতা তাঁহাকে আগত দেখিয়া ফল, মূল ও আসনপ্রভৃতিদ্বারা
 তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন ॥৩০॥

তদনন্তর রাবণ সে সকল অগ্রাহ করিয়া নিজের রূপ ধরিয়া এইভাবে সীতাকে
 প্রলুব্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—॥৩১॥

“সীতা ! আমি রাক্ষসদের রাজা জগদ্বিখ্যাত রাবণ এবং মহাসমুদ্রের ওপারে
 আমার লক্ষ্মানায়ী মনোহর নগরী রহিয়াছে ॥৩২॥

হুশ্রোগী ! তুমি সেইখানে উত্তম রমণীগণের মধ্যে আমার সহিত শোভা
 পাইবে ; অতএব তুমি তপস্বী রামকে ত্যাগ কর এবং আমার ভার্য্যা হও” ॥৩৩॥

সুনিভস্তা জানকী রাবণের এই জাতীয় অনেক বাক্য শুনিয়া কর্ণযুগল আবৃত
 করিয়া বলিলেন—“এরূপ আর বলিবেন না ॥৩৪॥

প্রপতেদুর্গোঃ সনক্ষত্রো পৃথিবী শকলীভবেৎ ।
 শৈত্যমগ্নিরিয়ান্নাহং ত্যজেয়ং রঘুনন্দনম্ ॥৩৫॥
 কথং হি ভিন্নকরটং পদ্মিনং বনগোচরম্ ।
 উপস্থায় মহানাগং করেণুঃ শূকরং স্পৃশেৎ ॥৩৬॥
 কথং হি পীত্বা মাধ্বীকং পীত্বা চ মাধুমাধবীম্ ।
 লোভং সৌবীরকে কুৰ্য্যামারী কাচিদিতি স্মরে ॥৩৭॥
 ইতি সা তং সমাভাষ্য প্রবিবেশাশ্রমং ততঃ ।
 ক্রোধাৎ প্রক্ষুরমার্গোষ্ঠী বিধুস্থানা করৌ মুহুঃ ॥৩৮॥
 তামভিভ্রত্য হুশ্রোণীং রাবণং প্রত্যেষেধয়ৎ ।
 ভৎসয়িত্বা চ রুক্মেণ স্বরেণ গতচেতনাম্ ।
 মূৰ্দ্ধজেযু নিজগ্রাহ উৰ্দ্ধমাচক্রমে ততঃ ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

... প্রেতি। তৌর্গগনম্। শকলীভবেৎ খণ্ডখণ্ডীভবেৎ। ইয়াৎ প্রাপ্তয়াৎ ॥৩৫॥
 কথমিতি। করেণুইন্তিনী, ভিন্নকরটং মদল্যবিগণ্ডম্, পদ্মিনং পদ্মমালাযুক্তম্, বনগোচরং
 বনচারণম্, মহানাগং মহাহস্তিনম্, উপস্থায় নিষেবা, কথং শূকরং স্পৃশেৎ, কথমপি নেত্যর্থঃ।
 মহাহস্তিনদৃশং রামমণহায় শূকরদৃশং হাং ন ভজ্যামীত্যশয়ঃ ॥৩৬॥
 কথমিতি। মাধ্বীকং পুষ্পজং মত্তম্, মাধুমাধবীং ক্ষৌদ্রজং মত্তম্, সৌবীরকে কাঞ্চিকে। ইতি
 স্মরে চিন্তয়ামি। রামাপেক্ষয়া স্বং সৰ্ব্বথা নিকৃষ্ট ইতি ভাবঃ ॥৩৭॥
 ইতীতি। প্রক্ষুরমার্গোষ্ঠী স্পন্দমানোষ্ঠধূলী, বিধুস্থানা কম্পবন্তী ॥৩৮॥

ভারতভাবদীপঃ

মৃগশীৰ্ষং নাম নক্ষত্রম্ ॥১৮—২২॥ পর্য্যশকত লক্ষণো মধ্যভিলাষবানিতি শঙ্কামকরোৎ ॥২৩—৩৫॥
 ভিন্নকরটং ভিন্নগণ্ডফলং মত্তং করেণুইন্তিনী ॥৩৬॥ মাধ্বীকং মধু পুষ্পজং মত্তম্, মাধুমাধবীং
 ক্ষৌদ্রজং হর্যাম্, সৌবীরং কাঞ্চিকম্ ॥৩৭—৪০॥
 ইতি ক্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ছাৰ্জিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৩২॥

যদি নক্ষত্রের সহিত আকাশ পড়িয়া যায়, কিংবা পৃথিবী খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়
 অথবা অগ্নি শীতল হয়, তথাপি আমি রামকে ত্যাগ করিব না ॥৩৫॥

কারণ, হস্তিনী—মদল্যাবী, পদ্মমালাধারী ও বনচারী মহাহস্তীর সেবা করিয়া কি
 প্রকারে শূকরকে স্পর্শ করিবে? ॥৩৬॥

কোন রমণী পুষ্পজাত মত্ত ও মধুজাত মত্ত পান করিয়া কি প্রকারে যে কাঁজীতে
 লোভ করে, ইহাই আমি চিন্তা করি” ॥৩৭॥

ক্রোধে কম্পিতাধরা সীতা বার বার হস্তযুগল সঞ্চালিত করিয়া এইভাবে
 রাবণকে বলিয়া সে স্থান হইতে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন ॥৩৮॥

তাং দদর্শ ততো গৃধো জটায়ুর্গিরিগোচরঃ ।

রুদ্রতীং রামরামেতি হ্রিয়মাণাং তপস্বিনীম্ ॥৪০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি

দ্রৌপদীহরণে রামোপাখ্যানেন সীতাহরণে

দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—ঃঃঃ—

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃঃঃ—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

সখা দশরথস্তাসৌজ্জটায়ুররুণাত্মজঃ ।

গৃধ্ররাজো মহাবীরঃ সম্পাতির্যস্য সোদরঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

ভামিতি । মূর্ধ্বেষু কেশেষু । আচক্রমে উৎপপাত । বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩২॥

ভামিতি । গিরিগোচরঃ পর্বতস্থঃ । তপস্বিনীং শোচনীয়াম্ ॥৪০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচর্চা-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি দ্রৌপদীহরণে

দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—ঃঃঃ—

সংখ্যেতি । অরুণস্ত গরুড়াগ্রজস্ত আত্মজঃ । গৃধ্রঃ পক্ষিবিশেষঃ ॥১॥

তখন রাবণ দ্রুত বাইরা সীতাকে নিষেধ করিলেন এবং মুচ্ছিতপ্রায়া সীতাকে
রুক্ষস্বরে ভৎসনা করিয়া তাঁহার কেশাকর্ষণ করিলেন, তাহার পর তাঁহাকে লইয়া
আকাশে উঠিলেন ॥৩২॥

তদনন্তর পর্বতস্থিত জটায়ুপক্ষী দেখিলেন—তপস্বিনী সীতা ‘রাম রাম’ বলিয়া
রোদন করিতেছেন এবং রাবণ তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া বাইতেছেন” ॥৪০॥

—ঃঃঃ—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“অরুণ যাঁহার পিতা এবং সম্পাতি যাঁহার সহোদর
ছিলেন, সেই মহাবীর গৃধ্ররাজ জটায়ু দশরথরাজার সখা ছিলেন ॥১॥

* ‘...পঞ্চষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...সপ্তসপ্তত্যাধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...অষ্ট-
সপ্তত্যাধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...একোনানীত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

স দদর্শ তদা সীতাং রাবণাক্ষগতাং স্মৃষাম্ ।
 সক্রোধোহিভ্যদ্রবৎ পক্ষী রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্ ॥২॥
 অর্থেনমব্রবীদুগ্ধো মুঞ্চ মুঞ্চোতি মৈথিলীম্ ।
 দ্বিয়মাণে ময়ি কথং হরিষ্যসি নিশাচর ! ॥৩॥
 নহি মে মোক্ষ্যসে জীবন্ যদি নোংসৃজসে বধূম্ ।
 উভৈবং রাক্ষসেশ্বরং তং চকর্ত নখরৈর্ভূষণম্ ॥৪॥
 পক্ষভুগুগ্রহারৈশ্চ বহুশো জর্জরীকৃতঃ ।
 চক্ষুর রুধিরং ভূরি গিরিঃ প্রস্রবণৈরিব ॥৫॥
 স বধ্যমানো গৃধ্রেণ রামপ্রিয়হিতৈষিণা ।
 খড়্গমাণ্যায় চিচ্ছেদ পক্ষৌ তস্মৈ পতন্ত্রিণঃ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । স্মৃষাম্ পুত্রবধূম্, দশরথস্ত সখিতয়া জটায়ুস্তৎস্থানপাতিত্বাদিতি ভাবঃ ॥২॥
 অশোভতি । এনং রাবণম্, গৃধ্রো জটায়ুঃ । দ্বিয়মাণে অবতিষ্ঠামানে ॥৩॥
 নহীতি । নোংসৃজসে ন ত্যজ্যসি । চকর্ত চিচ্ছেদ, নখরৈর্নখৈঃ ॥৪॥
 পক্ষোতি । চক্ষুর অঙ্গান্নিসারয়ায়াস । প্রস্রবণৈঃ প্রণালীভির্জলমিব ॥৫॥
 স ইতি । স রাবণঃ, বধ্যমানঃ প্রদ্বিয়মাণঃ । পতন্ত্রিণো জটায়ুঃ ॥৬॥

তিনি তখন দেখিলেন—পুত্রবধু সীতা রাবণের ক্রোড়ে রহিয়াছেন । তৎক্ষণাৎ তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসরাজ রাবণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥২॥

তাহার পর জটায়ু রাবণকে বলিলেন—“নিশাচর । তুই সীতাকে পরিত্যাগ কর পরিত্যাগ কর । কারণ, আমি থাকিতে তুই কি করিয়া উহাকে হরণ করিবি ? ॥৩॥

তুই যদি সীতাকে পরিত্যাগ না করিস, তবে জীবিত অবস্থায় আমার নিকট হইতে মুক্তি পাইবি না” । এই কথা বলিয়াই জটায়ু নখদ্বারা রাবণকে অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত করিলেন ॥৪॥

এবং তিনি পক্ষ ও চক্ষুগ্রহারদ্বারা রাবণের বহু অঙ্গ জর্জরীকৃত করিলেন । তখন পর্বত হইতে প্রণালীদ্বারা যেমন জল নির্গত হয়, সেইরূপ রাবণের গাত্র হইতে প্রচুর রক্ত নির্গত হইতে লাগিল ॥৫॥

রামের প্রিয় ও হিতৈষী জটায়ু যখন ঐরূপে গ্রহার করিতে লাগিলেন, তখন রাবণ খড়্গ ধারণ করিয়া জটায়ুর পক্ষদ্বয় ছেদন করিলেন ॥৬॥

(৩)---মুঞ্চ মুঞ্চ মৈথিলীম্—বা ব কা পি । (৫)---বহুশো জর্জরীকৃতম্—বা ব কা ।

নিহত্য গৃধ্ররাজং স ভিন্নাভ্রশিখরোপমম্ ।
 উদ্ধমাচক্রমে সীতাং গৃহীত্বাক্ষেন রাক্ষসঃ ॥৭॥
 যত্র যত্র তু বৈদেহী পশ্যত্যাব্রমমণ্ডলম্ ।
 সরো বা সরিত্তো বাপি তত্র মুঞ্চতি ভৃষণম্ ॥৮॥
 সা দদর্শ গিরিপ্রস্থে পঞ্চ বানরপুঙ্গবান্ ।
 তত্র বাসো মহদ্ব্যয়ুঃসসজ্জ মনস্বিনী ॥৯॥
 তন্ত্বেষাং বানরেন্দ্ৰাণাং নপাত পবনোদ্ধতম্ ।
 মধ্যে স্তপীভং পঞ্চানাং বিদ্যাম্বেবাস্তরে যথা ॥১০॥
 অচিরেণাতিচক্রাম খেচরঃ খে চরন্নিব ।
 দদর্শাথ পুরীং দ্রম্যাং বহুদ্বারাং মনোরমাম্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

নিহতোতি । ভিন্নানি বিদীর্ণানি অত্রাপি যেষা যেন তাদৃশং যচ্ছিখরং তদুপমম্ ॥৭॥
 যচ্ছোভি । মুঞ্চতি, রাম এতদ্ভূতঃ । যত্নাভ্যাসবাদং জ্ঞাতুং শরুয়াদিত্যাশয়েতি ভাবঃ ॥৮॥
 সেতি । গিরেঃ প্রস্থে সাহুদেশে সমতলভূমাবিতি যাবৎ । পূর্ববস্তাবঃ ॥৯॥
 তদিতি । পবনোদ্ধতঃ বায়ুচালিতঃ সঃ । স্তপীভং মনোহরপীতবর্ণম্ ॥১০॥
 অচিরেণেতি । অতিচক্রাম নাগরমিতি শেষঃ, খেচরো রাবণঃ । ইব বাক্যালঙ্কারে ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

সখ্যেতি ॥১—২॥ স্বমৈথিলীং বা চার্লো মৈথিলী চ বা আত্মীয়া নুবা মৈথিলহুতেত্যর্থঃ,
 দ্বিগুমাণে জীবতি সতি ॥৩॥ নখরৈর্নৈখন্তীকৈঃ ॥৪॥ চক্ষুর স্বপ্নাব ॥৫—৬॥ অকোনোৎসঙ্গেন
 ॥৭—৮॥ গিরিপ্রস্থে পর্বতশিখরে । “প্রস্থোহস্ত্রিয়াং মানভেদে সানাবত্যাচ্চবস্ত্রনি” ইতি

এইভাবে রাবণ, মেঘভেদী পর্বতশৃঙ্গের ন্যায় গৃধ্ররাজ জটায়ুকে বধ করিয়া
 সীতাকে ক্রোড়ে ধারণপূর্বক উপরের দিকে উঠিলেন ॥৭॥

তখন সীতা যেখানে যেখানে আশ্রম, জলাশয়, কিংবা নদী দেখিতে
 লাগিলেন, সেইখানে সেইখানেই নিজের এক একখানি অলঙ্কার ফেলিয়া দিতে
 থাকিলেন ॥৮॥

তাহার পর তিনি এক পর্বতের সমতলভূমিতে প্রধান পাঁচটা বানর দেখিলেন,
 তৎক্ষণাৎ সেখানে উত্তম ও বিশাল উত্তরীয় বস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন ॥৯॥

তখন মেঘের মধ্যে যেমন বিদ্যাৎ উপস্থিত হয়, সেইরূপ সেই পাঁচটা
 বানরের মধ্যে বায়ুচালিত হইয়া যাইয়া সেই সুন্দর ও পীতবর্ণ বস্ত্রখানা পতিত
 হইল ॥১০॥

তাহার পর রাবণ আকাশপথে গমন করিতে থাকিয়া অচিরকালমধ্যেই

প্রাকারবপ্রসংবাধাং নির্মিতাং বিশ্বকর্ষণা ।
 প্রবিবেশ পুরীং লক্ষ্মাং সসীতো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥১২॥
 এবং হতায়ান্ বৈদেহাং রামো হুত্বা মহামুগম্ ।
 নিবৃত্তো দদৃশে ধীমান্ ভ্রাতরং লক্ষ্মণং তদা ॥১৩॥
 কথমুৎসৃজ্য বৈদেহীং বনে রাক্ষসসেবিতৈ ।
 ইতি তং ভ্রাতরং দৃষ্ট্ৱা প্রাপ্তোহসীতি ব্যগর্হয়ৎ ॥১৪॥
 মুগরুপধরেণাথ রক্ষসা সোহপকর্ষণম্ ।
 ভ্রাতুরাগমনক্লেব চিন্তয়ন্ পর্য্যতপ্যত ॥১৫॥
 গর্হয়মেব রামস্ত হরিতস্তং সমাসদৎ ।
 অপি জীবতি বৈদেহী নেতি পশ্যামি লক্ষ্মণ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

প্রাকারেতি । প্রাকারৈরিটিকাবেষ্টনৈঃ বৈপ্রোক্তনৃলম্বমুক্তিকান্তুপৈশ্চ সংবাধাং ব্যাপ্তান্ ॥১২॥
 এবমিতি । নিবৃত্ত আশ্রমং প্রত্যগচ্ছন্, দদৃশে দর্শনং ॥১৩॥
 কথমিতি । বৈদেহীমুৎসৃজ্য কথং প্রাপ্তঃ অত্রাগতোহনীতি ব্যগর্হয়ত্ৱান্ ॥১৪॥
 মুগেতি । স রামঃ, অপকর্ষণম্ আত্মনো দূর আকর্ষণম্ ॥১৫॥
 গর্হয়মিতি । রামস্ত লক্ষ্মণং পূর্বোক্তপ্রকারং গর্হয়মেব, হে লক্ষ্মণ । বৈদেহী জীবতি তাং
 পশ্যামি, অপি কিম্, ইতি স্ববসেব তং লক্ষ্মণম্, সমাসদং প্রাপৎ ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

মেদিনী ৥২—১১॥ প্রাকারঃ পরিধিভিত্তিঃ, বপ্রোক্তবাৎসং বেগুন্নয়ং হুগং তাভ্যাং সংবাধাং
 চুগমাম্ । “বপ্রঃ স্থানে পুমানত্রী বেগুক্ষেত্রে চ পেটকে” ইতি মেদিনী ॥১২—১৩॥ কথং

সমুদ্র অতিক্রম করিলেন এবং বহুদারসমন্বিত ও চিন্তাকর্ষক একটা সুন্দর পুরী দর্শন
 করিলেন ॥১১॥

তৎপরে রাবণ সীতার সহিত সেই প্রাচীরবেষ্টিত বিশ্বকর্ষনির্মিত লক্ষ্মাপুরীতে
 যাইয়া প্রবেশ করিলেন ॥১২॥

এইভাবে সীতাকে হরণ করিয়া নিলে পর, ধীমান্ রাম মহামুগ বধ করিয়া
 ফিরিয়া আসিবার সময়ে পথে ভ্রাতা লক্ষ্মণকে দেখিলেন ॥১৩॥

তিনি লক্ষ্মণকে দেখিয়াই এই বলিয়া তাঁহাকে নিন্দা করিলেন যে—“তুমি
 রাক্ষসসেবিত বনে একাকিনী সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া কেন আসিলে ?” ॥১৪॥

তাহার পর রাম, মুগরুপধারি-রাক্ষসকর্তৃক নিজের দূরে আকর্ষণ এবং লক্ষ্মণের
 তথা হইতে আগমন—এই সমস্ত চিন্তা করিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন ॥১৫॥

এবং রাম উক্ত প্রকার নিন্দা করিয়াই “লক্ষ্মণ । সীতা জীবিত আছেন কি ?

তস্ত তৎ সৰ্বব্যাচখ্যো সীতায়া লক্ষ্মণো বচঃ ।
 যদুত্তবত্যাঙ্গদশং বৈদেহী পশ্চিমং বচঃ ॥১৭॥
 দহমানেন তু হৃদা রামোহভ্যপতদাশ্রমম্ ।
 স দদর্শ তদা গৃধ্রং নিহতং পৰ্ব্বতোপমম্ ॥১৮॥
 রাক্ষসং শঙ্কমানস্তং বিকৃণ্ব বলবদ্ধনুঃ ।
 অভ্যধাবত কাকুৎস্থস্ততস্তং সহলক্ষ্মণঃ ॥১৯॥
 স তবুবাচ তেজস্বী সহিতৌ রামলক্ষ্মণৌ ।
 গৃধ্ররাজোহস্মি ভদ্রং বাং সখা দশরথস্ত বৈ ॥২০॥
 তস্ত তদ্বচনং শ্রুত্বা সংগৃহ ধনুযৌ শুভে ।
 কোহয়ং পিতরমস্মাকং নাম্নাহেতুচতুষ্ট তৌ ॥২১॥
 ততো দদৃশুভুভৌ তং ছিন্নপদদ্বয়ং বগম্ ।
 তয়োঃ শশংস গৃধ্রস্ত সীতার্থে রাবণাদ্বদম্ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

ভজ্ঞেতি । তস্ত রামস্তাখ্যিকৈ । পশ্চিমং “নৈব কামঃ” ইত্যাদিকং শেষম্ ॥১৭॥
 দহেতি । দহমানেন সীতায়া দ্বিকল্পিতা সত্যাপেন চেতি ভাবঃ ॥১৮॥
 রাক্ষসমিতি । বলবৎ সাতিশয়ম্, বিকৃণ্ব আকৃণ্ব, তং হস্তমিত্যাশয়ঃ ॥১৯॥
 স ইতি । স চ্ছটায়ুঃ । বাং যুবয়োঃ, ভদ্রং মঙ্গলমিতি শেষঃ ॥২০॥
 ভজ্ঞেতি । সংগৃহ কেবলং ধৃষা । আহ ব্রবীতি । তৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥২১॥
 তত ইতি । গৃধ্রস্তয়োঃ সঙ্গীপে সীতার্থে রাবণাদাবানো বধং শশংস ॥২২॥

তাহাকে আরার দেখিতে পাইব কি ?” এইরূপ বলিতে বলিতে সফর লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥১৬॥

তখন সীতা প্রথমে বাহা বলিয়াছিলেন এবং শেষে যে অসঙ্গত কথা কহিয়াছিলেন, সে সমস্তই লক্ষ্মণ রামের নিকট বলিলেন ॥১৭॥

তখন রাম সমুপস্থিত আশ্রমে আগমন করিলেন এবং ভূপতিত পৰ্ব্বতপ্রমাণ একটা গৃধ্র দর্শন করিলেন ॥১৮॥

তৎপরে রাম ও লক্ষ্মণ দুই জনেই সেই গৃধ্রকে রাক্ষস মনে করিয়া সম্পূর্ণরূপে ধনু আকর্ষণপূর্বক তাহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥১৯॥

তখন সেই গৃধ্র রাম ও লক্ষ্মণকে বলিল—“আমি গৃধ্ররাজ ও দশরথের সখা ; তোমাদের মঙ্গল হউক” ॥২০॥

তখন রাম ও লক্ষ্মণ তাহার সেই কথা শুনিয়া মঙ্গলময় ধনু দুইখানা কেবল ধারণ করিয়া বলিলেন—“এ কে আমাদের পিতার নাম বলিতেছে ?” ॥২১॥

অপৃচ্ছদ্রোঘবো গৃধ্ৰং রাবণঃ কাং দিশং গতঃ ।
 তস্য গৃধ্ৰঃ শিরঃকম্পৈরাচচক্ষে মমার চ ॥২৩॥
 দক্ষিণামিতি কাকুৎস্থো বিদিস্বাহস্ত তদিক্ৰিতম্ ।
 সৎকারং লভুয়ামাস সখায়ং পূজয়ন্ পিতুঃ ॥২৪॥
 ততো দৃষ্ট্বাশ্রমপদং ব্যপবিদ্ধবৃষীকটম্ ।
 বিধবস্তকলসং শূন্তং গোমায়ুশতমঙ্কলম্ ॥২৫॥
 দুঃখশোকসমাবিক্টৌ বৈদেহীহরণাদিতৌ ।
 জগতুর্দণ্ডকারণ্যং দক্ষিণেন পরস্তপৌ ॥২৬॥ (যুগ্মকম্)
 বনে মহতি তস্মিন্শু রামঃ সৌমিত্ৰিণা সহ ।
 দদর্শ যুগযুথানি দ্ৰবমাণানি সর্ববশঃ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

অপৃচ্ছদিতি । শিরঃকম্পৈরাচচক্ষে, বচনোচ্চারণশক্তিলোপাদিত্যাশয়ঃ ॥২৩॥
 দক্ষিণামিতি । তদিক্ৰিতম্ তচ্ছিরঃকম্পস্থচিভাং দক্ষিণাং দিশম্ ॥২৪॥
 তত ইতি । ব্যপবিদ্ধাঃ সীতাহরণকালীনসংবর্ষণে বিশৃঙ্খলীকৃতা বৃদ্ধ ঋষীণামাসনানি কটা
 যত্র তং, শূন্তং সীতারহিতম্ । পরস্তপৌ রামলক্ষণৌ ॥২৫—২৬॥
 বন ইতি । দ্ৰবমাণানি ভয়েন পলায়মানানি, সর্ববশঃ সর্বাণি ॥২৭॥

তাহার পর তাঁহারা ছিন্নপক্ষ জটায়ুকে দেখিলেন এবং “সীতাকে রক্ষা করিতে
 যাওয়ায় রাবণ তাঁহাকে বধ করিয়াছে”—এই কথা জটায়ু তাঁহাদের নিকট
 বলিলেন ॥২২॥

তখন রাম জটায়ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, “রাবণ কোন্ দিকে গিয়াছে ?” ।
 পরে জটায়ু মস্তককম্পনদ্বারা তাহা জানাইলেন এবং প্রাণত্যাগ করিলেন ॥২৩॥

তখন রাম জটায়ুর ইঙ্গিতে দক্ষিণ দিক্ বুঝিতে পারিয়া, পিতার সখা বলিয়া
 জটায়ুর দাহসৎকার করিলেন ॥২৪॥

তৎপরে রাম ও লক্ষণ আশ্রমে বাইয়া দেখিলেন—ঋষিদের বসিবার আসনগুলি
 বিশৃঙ্খল হইয়া রহিয়াছে, জলের কলসগুলি ভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে, আশ্রমে কেহ
 নাই এবং অনেক শিয়াল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে । ইহা দেখিয়া পরস্তপ রাম ও লক্ষণ
 সীতাহরণের দুঃখে ও শোকে আকুল ও গীড়িত হইয়া দক্ষিণদিগ্‌বর্তী দণ্ডকারণ্যে
 গমন করিতে লাগিলেন ॥২৫—২৬॥

ক্রমে রাম ও লক্ষণ দেখিলেন—সেই মহারণ্যে সর্বপ্রকার পশুশ্রেণী পলায়ন
 করিতেছে ॥২৭॥

(২৫)...ব্যপবিদ্ধবৃষীকটম্—বা ব কা, ...ব্যপবিদ্ধ বৃষীকটম্—পি ।

শব্দঞ্চ ঘোরং সন্তানান্ দাবায়েরিব বর্দ্ধতঃ ।
 অপশ্যতাং মুহূর্ত্তাচ্চ কবন্ধং ঘোরদর্শনম্ ॥২৮॥
 মেঘপর্বতদক্ষাংশং শালস্কন্ধং মহাভুজম্ ।
 উরোগতিবিশালাক্ষং মহোদরমহামুখম্ ॥২৯॥ (যুগ্মকম্)
 যদৃচ্ছয়াহথ তদ্রক্ষঃ করে জগ্রাহ লক্ষ্মণম্ ।
 বিষাদমগমৎ সত্ৰঃ সৌমিত্রিরথ ভারত ! ॥৩০॥
 স রামমভিসংপ্ৰেক্ষ্য কৃষ্মতে বেন তনুশুম্ ।
 বিষল্গচ্চাত্রবীজ্রামং পশ্যাবস্থামিমাং মম ॥৩১॥
 হরণকৈব বৈদেহ্যা মম চায়মুপপ্লবঃ ।
 রাজ্যভ্রংশশ্চ ভবতস্তাতস্ত্য মরণং তথা ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

শব্দমিতি । অশৃণুতামিতি শেবঃ, সন্তানান্ প্রাণিনাম্ । কবন্ধং শিরঃশূন্তং দেহম্ । উরোগতে
 বন্ধস্থিতে বিশালে অক্ষিণী যন্ত তম্, মহত্যাধরে মহামুখং যন্ত তঞ্চ ॥২৮—২৯॥
 যদৃচ্ছয়েতি । যদৃচ্ছয়া লক্ষ্মণশূভাবেন, ন তু ভরণেচ্ছয়েত্যর্থঃ ॥৩০॥
 স ইতি । যেন দিগ্‌বিভাগেন তস্ত কবন্ধস্ত মুখমাসীৎ, তস্মিন্ দিগ্‌বিভাগে, তেন কবন্ধেন
 রামমভিসংপ্ৰেক্ষ্য স লক্ষ্মণঃ কৃষ্মতে স্ম । বিষল্গচ্চ লক্ষ্মণঃ ॥৩১॥
 হরণমিতি । উপপ্লবো মহতী বিপৎ । সর্বথা দুঃসময়োহয়মস্মাকমিতি ভাবঃ ॥৩২॥

এবং বর্দ্ধমান দাবাগ্নির জ্বায় জন্তুগণের ভয়ঙ্কর শব্দ হইতেছে । মুহূর্ত্ত
 পরেই তাঁহার দেখিলেন—মেঘপর্বতের জ্বায় ভয়ঙ্করাকৃতি একটা কবন্ধ
 আসিতেছে ; তাহার স্কন্ধযুগল শালবৃক্ষের জ্বায় উচ্চ, বাহুযুগল অতিবৃহৎ,
 বক্ষঃস্থলে প্রকাণ্ড নয়নযুগল এবং বিশাল উদরের উপরে বিশাল মুখ
 ছিল ॥২৮—২৯॥

ভরতনন্দন । তাহার পর সেই রাক্ষস যদৃচ্ছাক্রমে লক্ষ্মণের হস্ত ধারণ করিল ;
 তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণ বিষল হইয়া পড়িলেন ॥৩০॥

ক্রমে সেই কবন্ধ রামের দিকে চাহিয়া লক্ষ্মণকে নিজের মুখের দিকে টানিতে
 লাগিল । তখন লক্ষ্মণ বিষল হইয়া রামকে বলিলেন—“আমার এই অবস্থা
 দেখুন ॥৩১॥

সীতার হরণ, আমার এই বিপদ, আপনার রাজ্যভ্রংশ এবং পিতার মৃত্যু, (কি
 দুঃসময় দেখুন) ॥৩২॥

(২২) মেঘপর্বতদক্ষাংশম্—গি ।

নাহং ত্বাং সহ বৈদেহ্য সমেতং কোশলাগতম্ ।
 দ্রুপ্যামি পৃথিবীরাজ্যে পিতৃপৈতামহে স্থিতম্ ॥৩৩॥
 দ্রুপ্যাস্ত্যার্য্যাস্ত বন্যা যে কুশ-লাজ-শমী-জলৈঃ ।
 অভিবিক্তস্ত বদনং সোমং শান্তবনং বথা ॥৩৪॥
 এবং বহুবিধং ধীমান্ বিললাপ স লক্ষণঃ ।
 তমুবাচাথ কাকুৎস্থঃ সন্ত্রমেধপাসন্ত্রমঃ ॥৩৫॥
 মা বিদৌ নরব্যাত্ত ! নৈব কশ্চিৎস্মি স্থিতে ।
 ছিদ্ধ্যস্ত দক্ষিণং বাহুং ছিন্নং সর্বো ময়া ভূজঃ ॥৩৬॥
 ইত্যেবং বদতা তস্ত ভুজো রামেণ পাতিতঃ ।
 ঞ্চেৎগন ভূশতীক্লেদে নিকৃভস্তিলকাণ্ডবৎ ॥৩৭॥
 ততোহস্ত দক্ষিণং বাহুং ঞ্চেৎগনাজ্জিবান্ বনৌ ।
 সৌমিত্রিরপি সংপ্ৰেক্ষ্য ভ্রাতরং বাচবৎ স্থিতম্ ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । কোশলাগতম্ অযোধ্যাস্থিতম্ । ন দ্রুপ্যামি, ইদানীমেব মে স্বরণ্যং ॥৩৩॥
 দ্রুপ্যন্তীতি । কুশ-লাজ-শমীযুক্তানি জলানি তৈঃ । শান্তবনম্ অপকৃতমেধম্ ॥৩৪॥
 এবমিতি । সন্ত্রমেধপি ব্যক্ততাকালেধপি, অসন্ত্রমঃ অব্যক্তঃ ধীর ইত্যর্থঃ ॥৩৫॥
 মেতি । স্মি স্থিতে এষ ন কশ্চিৎ অকিঞ্চিৎকর ইত্যর্থঃ । সর্বো বাহুঃ ॥৩৬॥
 ইতিতি । নিকৃভস্থিঃ, তিলকাণ্ডবৎ তিলবৃক্ষশালাবৎ ॥৩৭॥

হায় ! আমি আর আপনাকে সীতার সহিত অযোধ্যানগরে পৈতৃক রাজত্বপদে
 অবস্থিত দেখি:ত পাইব না ॥৩৩॥

কুশ, লাজ (খই) ও শমীপত্রযুক্ত জলদ্বারা আপনি বধন রাজ্যে অভিবিক্ত
 হইবেন, তখন ষাঁহারা ধন্ত, তাঁহারা ই মেঘবিহীন চন্দ্রের স্তায় আপনার মুখমণ্ডল
 দর্শন করিবেন” ॥৩৪॥

বুদ্ধিমান্ লক্ষণ এইরূপ বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন । তখন, অধীরতার
 সময়েও অত্যন্ত ধীরস্বভাব রাম তাঁহাকে বলিলেন—॥৩৫॥

“পুরুষশ্রেষ্ঠ ! তুমি বিষন্ন হইও না । কারণ, আমি থাকিতে এ, কেহই নহে ।
 তুমি ইহার দক্ষিণ বাহু ছেদন কর, আর আমি ইহার বাম বাহু ছেদন
 করিয়াছি” ॥৩৬॥

এইরূপ বলিতে বলিতেই রাম অতিশীঘ্র ভরবারিদ্বারা তিলনালের স্তায় কবন্ধের
 বাম বাহু ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥৩৭॥

(৩৪)– কুশলাঃ পুণ্যকল্পিণঃ—প ।

পুনর্জীবান পার্শ্বে বৈ তদ্রক্ষ্যে লক্ষ্মণো ভূশন্ ।
 গতাশ্রয়পতদ্ভূমৌ কবক্ষঃ স্তমভাংস্ততঃ ॥৩৯॥
 তত্কা দেহাধিনিঃসৃত্য পুরুষো দিব্যদর্শনঃ ।
 দদৃশে দিব্যাস্ত্রায় দিব্য সূর্য্য ইব ভলন্ ॥৪০॥
 পপ্রচ্ছ রামস্তং বাগ্মী কস্তং প্রত্যহি পৃচ্ছতঃ ।
 কাময়া কিমিদং চিত্রমাশ্চর্য্যং প্রতীভাতি মে ॥৪১॥
 তস্তাচচক্ষে গন্ধর্ব্বো বিশ্বাবসুসহং নৃপ ! ।
 প্রাপ্তো ব্রাহ্মণশাপেন নোনিং রাক্ষসসৌদভান্ ॥৪২॥

ভারতবর্ষদীপ্য

তত ইতি । অলঙ্কিতান্ অলঙ্কিতান্ । রাক্ষসর্শনং সাহস্যাতিরিক্ত ইত্যাদিঃ ॥৩৯॥
 পুনরিত্তি । তং রক্ষঃ তং রাক্ষসম্ । গতাশ্রয়নিঃসৃত্যঃ ॥৪০॥
 তদ্রুতি । দদৃশে রামদৃশ্যাত্মানিত্যাদি, দিব্যাস্ত্রায় দিব্য ইতি শেখঃ ॥৪০॥
 পপ্রচ্ছতি । কাময়া যেচ্ছত্বেব, ইদং চিত্রং নৃপুংসং কিম্, এতচ্ছাস্ত্রায় মে প্রতীভাতি ॥৪১॥
 তদ্রুতি । আচচক্ষে স পুরুষ ইতি শেখঃ । বিশ্বাবসুর্দীপ্যঃ ॥৪২॥

ভারতভাবদীপ্য

প্রাপ্তোহনীতি । নৃপকঃ ১১৪—১২৭ বাঃ নৃপত্যাঃ ১২০১ । আহ ভলন্ ১২১—২৮১ । উঃসি
 নেত্রে উদরে মুখে চ যত দক্ষঃ স্বর্গস্থানঃ পুনান্ ১২২—১০১ । যেন দত্ততদ্ব্যং ততঃ দত্ততত্ত্ব
 ১০১—৩৪১ । এবং বহুবিশং রামদত্তদীপ্য, ‘অসমরমো দিগ্ভুতঃ ১০১—৩২১ । যিনিঃসৃত্য দিব্য-

তাহার পর বলবান লক্ষ্মণও, ভাতা রাম রহিয়াছেন দেখিয়া তরবারিদ্বারা কবক্ষের
 দক্ষিণবাহুর উপরে আঘাত করিলেন ॥৩৯॥

এবং লক্ষ্মণ সেই রাক্ষসের পার্শ্বদেশে পুনরায় গুরুতর আঘাত করিলেন :
 তাহাতেই সেই অতিবিশাল কবক্ষ গতানু হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥৩৯॥

তখন দিব্যমूर्তি একটি পুরুষ সেই কবক্ষের দেহ হইতে নির্গত হইয়া আকাশে
 উঠিয়া সূর্য্যের স্থায় দীপ্তি পাইতে লাগিল ; ইহা রাম ও লক্ষ্মণ দেখিলেন ॥৪০॥

পরে বাগ্মী রাম জিজ্ঞাসা করিলেন—“আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, বল, তুমি কে ?
 তুমি কি আপন ইচ্ছাতেই এই বিচিত্র শরীর ধারণ করিলে ? ইহা ত আমার
 আশ্চর্য্য বলিয়া ধারণা হইতেছে” ॥৪১॥

তখন সেই পুরুষ রামের নিকট বলিল—“রাজা ! আমি গন্ধর্ব্ব, আমার নাম
 ‘বিশ্বাবসু’ । আমি ব্রাহ্মণের শাপে রাক্ষস হইয়াছিলাম” ॥৪২॥

রাবণেন হৃত্য সীতা রাজ্ঞা লঙ্কানিবাসিনা ।
 স্নগ্ৰীবমভিগচ্ছ ত্বং স তে সাহায্যং করিস্ব্যতি ॥৪৩॥
 এষা পম্পা শিবজলা হংসকারণুবাবৃত্তা ।
 ঋগ্মুকশ্চ শৈলশ্চ সন্নিবর্ষে তড়াগিনী ॥৪৪॥
 বসতে তত্র স্নগ্ৰীবশ্চতুর্ভির্মান্বিতিঃ সহ ।
 ভ্রাতা বানররাজশ্চ বালিনো হেমমালিনঃ ॥৪৫॥
 তেন ত্বং সহ সঙ্গম্য দুঃখমূলং নিবেদয় ।
 সমানশীলো ভবতঃ সাহায্যং স করিস্ব্যতি ॥৪৬॥
 এতাবচ্ছক্যমস্মাভির্বক্তুং দ্রষ্টাসি জানকীম্ ।
 ক্রবৎ বানররাজশ্চ বিদিতো রাবণালয়ঃ ॥৪৭॥

ভারতকৌমুদী

রাবণেনেতি । সাহায্যং সীতোদ্ধারে সাহায্যম্ । সাহায্যকঃ সাহায্যার্থে যুনিষু রুচঃ ॥৪৩॥
 এবতি । পম্পা নাম, শিবং দেহোপকারিত্বায়ঙ্গলময়ং জলং যন্তাঃ সা ॥৪৪॥
 বসত ইতি । চতুর্ভিঃ—মৈন্দ-বিবিদ-হনুমজ্জাববন্তি, এবাসেব বক্ষ্যমাণত্বাৎ ॥৪৫॥
 তেনেতি । সমানঃ শীলং বৃত্তসবস্থা যন্ত সঃ, তস্তাপি রাজ্যনাশাৎ ॥৪৬॥
 এতাবমিতি । দ্রষ্টাসি জ্ঞাসি । বানররাজশ্চ স্নগ্ৰীবশ্চ ॥৪৭॥

ভারতভাবদীপঃ

দর্শনোচ্ছ্রুৎ, পুরুষঃ কবজদেহধারী, স চ দৃশ্যে দৃষ্টঃ ॥৪০॥ কামরা ইচ্ছয়া ॥৪১—৪৩॥ পম্পা
 নামভঃ, তড়াগিনী ময়লী ॥৪৪—৪৮॥
 ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রয়োদশদিক্‌বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৩৩॥

লঙ্কানিবাসী রাক্ষসরাজ রাবণ সীতাদেবীকে হরণ করিয়াছেন ; অতএব আপনি
 স্নগ্ৰীবের নিকট গমন করুন, তিনি আপনার সাহায্য করিবেন ॥৪৩॥

ঋগ্মুকপর্বতের নিকট নির্মল জল ও হংস-কারণুব-(খড়্‌হাঁস) যুক্ত এই পম্পা-
 সরোবর দেখা যাইতেছে ॥৪৪॥

স্বর্ণমালাধারী বানররাজ বালীর ভ্রাতা স্নগ্ৰীব চারি জন মঞ্জীর সহিত সেইখানে
 বাস করিতেছেন ॥৪৫॥

আপনি তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া আপনার দুঃখের কারণ তাঁহাকে
 জানান । তাঁহারও আপনার মতই অকছা ; সুতরাং তিনি আপনার সাহায্য
 করিবেন ॥৪৬॥

(৪৩)...রাজা লঙ্কানিবাসিনা—বা ব ক নি, ...সহায্য করিস্ব্যতি—বা ব ক পি । (৪৬)...
 সমানশীলো ভবতঃ—পি ।

ইত্য়াক্তান্তর্হিতো দিব্যঃ পুরুষঃ স মহাপ্রভঃ ।
 বিষয়ং জগৎশ্চোভৌ প্রবীরৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥৪৮॥
 ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি
 দ্রৌপদীহরণে রামোপাধ্যানে কবন্ধবধে ত্রয়স্ত্রিংশ-
 দধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:—

চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ততোহবিদুরে নলিনীং প্রভূতকমলোৎপলাম্ ।
 সীতাহরণদুঃখার্তঃ পম্পাং রামঃ সমাসদৎ ॥১॥
 মারুতেন স্মৃশীতেন স্মথেনামৃতগন্ধিনা ।
 সেব্যমানো বনে তস্মিন্ জগাম মনসা প্রিয়াম্ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি । বিষয়ং জগৎ, কবন্ধতৎপুরুষতদ্ব্যাপারদর্শনাদিত্যাশয়ঃ ॥৪৮॥
 ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাসীশতট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
 মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি দ্রৌপদীহরণে
 ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:—

তত ইতি । অবিদুরে অনধিকদূরে, প্রভূতানি কমলানি উৎপলানি কুমুদানি চ যন্তাং তাম্ ॥১॥
 মারুতেনেতি । স্মথেন স্মথস্পর্শেন, অমৃতগন্ধিনা স্মধাবৎ সৌরভশালিনা ॥২॥

আমি এইটুকু বলিতে পারি যে, আপনি সীতাদেবীকে দেখিতে পাইবেন ।
 কারণ, নিশ্চয়ই স্মৃগীণের রাবণের বাসস্থান জানা আছে” ॥৪৭॥
 এই কথাগুলি বলিয়াই সেই মহোজ্জল দিব্য পুরুষ অন্তর্হিত হইল । তখন
 মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ দুই জনই বিস্মিত হইলেন” ॥৪৮॥

—:—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“ভাহার পর সীতাহরণদুঃখার্ত রাম (ও লক্ষ্মণ) অনধিক
 দূরবর্তী প্রচুর পদ ও কুমুদসম্বিত পম্পাগরোবরে গমন করিলেন ॥১॥

তখন স্মৃশীতল, স্মথস্পর্শ ও অমৃতের জায় সৌরভশালী বায়ু আসিয়া

* ‘...বৃহৎত্যাধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...অষ্টদশত্যাধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...উনাব্দি-
 ত্যাধিকদ্বিশততমঃ...’—ক, ‘...অষ্টত্যাধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

বিললাপ স রাজেন্দ্রস্তত্র কান্তামনুশ্রয়ন্ ।
 কামবাণাভিসম্ভৃৎ সৌমিত্রিস্তমথাত্রবীৎ ॥৩॥
 ন ত্বামেবংবিধো ভাবঃ স্পষ্টমুদিত মানদ ! ।
 আত্মবস্তমিব ব্যাধিঃ পুরুষং বুদ্ধশীলিনম্ ॥৪॥
 প্রবৃত্তিরূপলক্ষ্য তে বৈদেহ্য রাবণস্ত চ ।
 তাং ত্বং পুরুষকারেণ বুদ্ধ্যা চৈবোপপাদয় ॥৫॥
 অভিগচ্ছাব স্ত্রীং শৈলহং হরিপুঙ্গবম্ ।
 ময়ি শিষ্যে চ ভৃত্যে চ সহায়ে চ সমাশ্বস ॥৬॥
 এবং বহুবৈবীক্যৈলক্ষ্মণেন স রাঘবঃ ।
 উক্তঃ প্রকৃতিমাপেদে কার্ষ্যে চানন্তরোহভবৎ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

বীতি । কামবাণাভিসম্ভৃৎ, তাৎপৰ্য্যায়োরুদৌপকৃৎসাদিত্তি ভাবঃ ॥৩॥
 নেতি । বুদ্ধশীলিনং বুদ্ধোপদেশগ্রাহিণং স্বাম্ । আত্মবস্তং স্বাস্থ্যং এতি বহুবচনম্ ॥৪॥
 প্রেতি । প্রবৃত্তিবার্তা, তে স্বহা । উপপাদয় সফলীকৃত ॥৫॥
 অভীতি । হরিপুঙ্গবং বানরশ্রেষ্ঠম্ । ময়ি স্থিতে সতি । সমাশ্বস সমাশ্বসিহি ॥৬॥
 এতমিতি । প্রকৃতিং স্বভাবম্ । অনন্তরঃ অবহিঃ প্রবৃত্ত ইত্যর্থঃ ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি । অবদূরে সমীপে, নলিনীং পুরুষগীম্ উপলানি কুহ্মানি ॥১॥ অমৃত-
 গন্ধিনাংমৃতসদৃশেন ॥২-৪॥ উপপাদয় সফলীকৃত ॥৫-৬॥ অনন্তরঃ সংলগ্নঃ ॥৭-৮॥

তঁাহাদিগকে স্পর্শ করিতে লাগিল ; তাহাতে রাম সেই বনের ভিতরেই সীতাকে
 স্মরণ করিতে লাগিলেন ॥২॥

তিনি সেখানে সীতাকে স্মরণ করিয়া কামবাণে অত্যন্ত সম্ভৃৎ হইয়া বিলাপ
 করিতে লাগিলেন । তখন লক্ষ্মণ তঁাহাকে বলিলেন—॥৩॥

“আর্য্য ! আপনি বৃদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করিয়াছেন ; সুতরাং স্বাস্থ্যের দিকে
 যত্নবান্ লোককে যেমন কোন ব্যাধি আসিয়া স্পর্শ করে না, তেমন আপনাকেও
 এইরূপ ভাব স্পর্শ করিতে পারে না ॥৪॥

তা’র পর আপনি, জ্ঞানকীর ও রাবণের সংবাদ পাইয়াছেন ; অতএব এখন
 বুদ্ধি ও পুরুষকারদ্বারা সেই বিষয়ে সফলতা লাভের চেষ্টা করুন ॥৫॥

চলুন—আমরা, পর্বতবাসী বানরশ্রেষ্ঠ স্ত্রীদিগের নিকট যাই । আমি
 আপনার শিষ্য, ভৃত্য ও সহায় : সুতরাং আমি আছি বলিয়া আপনি আশ্বস্ত
 হউন” ॥৬॥

নিষেব্য বারি পম্পায়ান্তর্পয়িত্বা পিতৃনপি ।
 প্রতস্থতুরূভৌ বীরৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥৮॥
 তারুশ্যমুকমতেত্য বহুমূলফলদ্রুমম্ ।
 গির্য্যগ্রে বানরান্ পঞ্চ বীরৌ দদৃশুস্তদা ॥৯॥
 স্ত্রীং প্রেষয়ামাস সচিবং বানরং তয়োঃ ।
 বুদ্ধিমন্তং হনুমন্তং হিমবন্তমিব স্থিতম্ ॥১০॥
 তেন সম্ভাষ্য পূর্বং তৌ স্ত্রীবমভিজগ্মতুঃ ।
 সখ্যং বানররাজেন চক্রে রামস্তদা নৃপ ! ॥১১॥
 তদ্বাসো দর্শয়ামাস্তস্তা কার্য্যে নিবেদিতে ।
 বানরাণাস্ত যৎ সীতা হ্রিয়মাণা ব্যপাস্থজৎ ॥১২॥
 তৎ প্রত্যয়করং লব্ধ্বা স্ত্রীং প্লবগাধিপম্ ।
 পৃথিব্যাং বনরৈশ্বর্য্যে স্বয়ং রামোহভ্যষেচয়ৎ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

নিষেব্যোতি । পম্পায়াঃ সরস্ভাঃ । প্রতস্থতুঃ ঋগ্মুকপর্বতে প্রস্থিতবস্তৌ ॥৮॥
 তাবিত্তি । বহবো মূলফলদ্রুমা যজ্ঞ তম্ । গির্য্যগ্রে ঋগ্মুকোপরি ॥৯॥
 স্ত্রীং ইতি । তয়োঃ পর্বতাধঃস্থিতয়ো রামলক্ষ্মণয়োঃস্থিতিকৈ ॥১০॥
 তেনেতি । তেন হনুমতা সহ, সম্ভাষ্য সম্ভাষণেন স্ত্রীবাবস্থামবগম্য ॥১১॥
 তদিত্তি । বাসো বস্ত্রম্, দর্শয়ামাস্তস্তে বানরাঃ, তস্ত রামস্ত ॥১২॥

লক্ষ্মণ এইরূপ নানাবিধ বাক্য বলিলে, রাম প্রকৃতিস্থ হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৭॥

মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতাই পম্পাসরোবরের জলে স্নান ও পিতৃতর্পণ করিয়া ঋগ্মুকপর্বতের দিকে প্রস্থান করিলেন ॥৮॥

ক্রমে তাঁহারা বহুতর ফল, মূল ও বৃক্ষসম্বিত ঋগ্মুকপর্বতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার উপরে পাঁচটা বানরকে দেখিতে পাইলেন ॥৯॥

তখন স্ত্রীং হিমালয়ের গ্রায় বিশালমূর্ত্তি ও বুদ্ধিমান বানরমঞ্জী হনুমান্কে রাম ও লক্ষ্মণের নিকট পাঠাইয়া দিলেন ॥১০॥

তখন তাঁহারা প্রথমে হনুমানের সহিত আলাপ করিয়া স্ত্রীংবের নিকট গমন করিলেন ; পরে রাম স্ত্রীংবের সহিত সখ্য স্থাপন করিলেন ॥১১॥

রাম নিজের কার্য্য জানাইলে, হরণকালীন সীতা বে বস্ত্রখানি বানরদের উপরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই বস্ত্রখানি বানরেরা রাম ও লক্ষ্মণকে দেখাইল ॥১২॥

প্রতিজ্ঞে চ কাকুৎস্থঃ সমরে বালিনো বধম্ ।
 সূত্রীবশ্চাপি বৈদেহ্যাঃ পুনরানয়নং নৃপ ! ॥১৪॥
 ইত্যুক্ত্বা। সময়ং কৃত্বা বিশ্বাস্ত চ পরস্পরম্ ।
 অভ্যেত্য সর্বের কিঙ্কিণ্যং তস্তুযুর্দ্ধাতিকাপ্তিক্ণঃ ॥১৫॥
 সূত্রীবস্ত ননাদৌচৈর্মহামেধৌঘনিম্বনঃ ।
 নাস্ত তন্ময়ম্বে বালী তারা তং প্রত্যযেধয়ৎ ॥১৬॥
 যথা নদতি সূত্রীবো বলবানেষ বানরঃ ।
 মন্ত্রে চাক্রয়বান্ প্রাপ্তো ন ত্বং নিজ্জাস্তুমহিসি ॥১৭॥
 হেমমালী ততো বালী তারা তারাধিপাননাম্ ।
 প্রোবাচ বচনং বাগ্মী তাং বানরপতিঃ পতিঃ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

তদ্বিতি । প্রত্যয়করণ বিশ্বাসজনকম্, তং বস্তুম্ । বানরৈখর্যে বানররাজস্ব ॥১৩॥
 প্রতীতি । কাকুৎস্থো রামঃ । পুনরানয়নং প্রতিজ্ঞা ইতি সম্বন্ধঃ ॥১৪॥
 ইতীতি । ইতি উক্তপ্রকারং বচসাপি উক্তা, সময়ং শপথম্, বিশ্বাস্ত সপ্ততালভেদাদিনা বিশ্বাসং
 জনয়িত্বা ॥১৫॥

সূত্রীব ইতি । ময়ম্বে লেহে । তারা নাম বালিত্যোগ্যা বানরী ॥১৬॥

কিমুক্তা প্রত্যযেধয়দিতিাহ—যথেনি । প্রাপ্ত আগতঃ, নিজ্জাস্তং নিজ্জমিতুম্ ॥১৭॥

রাম সেই বিশ্বাসজনক বস্তুরানি পাইয়া বানরশ্রেষ্ঠ সূত্রীবকে পৃথিবীর বানর-
 রাজস্ব নিজেই অভিষিক্ত করিলেন ॥১৩॥

আর রাম যুদ্ধে বালীকে বধ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং সূত্রীবও
 সীতাকে পুনরায় আনিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা দিলেন ॥১৪॥

এইরূপ বলিয়া শপথ করিয়া এবং পরস্পর বিশ্বাস জন্মাইয়া সকলেই কিঙ্কিণ্যয়
 আসিয়া যুদ্ধাভিলাষী হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥১৫॥

কিয়ৎপরে সূত্রীব মহামেঘসমূহের আয় গম্ভীর স্বরে উচ্চ সিংহনাদ করিয়া
 উঠিলেন ; বালী তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না ; কিন্তু তারা তাহাকে নিষেধ
 করিলেন (বলিলেন—) ॥১৬॥

“এই বলবান্ বানর সূত্রীব যেরূপ সিংহনাদ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়—
 তিনি আশ্রয় লাভ করিয়াই আসিয়াছেন ; অতএব আপনি নির্গত হইতে পারেন
 না” ॥১৭॥

তাহার পর স্বর্ণমালাধারী, বাগ্মী, তারার পতি ও বানররাজ বালী চন্দ্রবদনা
 তারাকে এই কথা বলিলেন— ॥১৮॥

(১৬) সূত্রীবঃ প্রাপ্য কিঙ্কিণ্যং ননাদৌঘনিম্বনঃ—বা ব কা নি ।

সর্বভূতরক্তজা ত্বং পশ্য বুদ্ধ্যা সমগ্নিতা ।
 কেন চাশ্রয়বান্ প্রাপ্তো মমৈষ ভাতৃগন্ধিকঃ ॥১৯॥
 চিন্তয়িত্বা মুহূর্ত্তস্ত তরা তরাধিপপ্রভা ।
 পতিমিত্যত্রবীৎ প্রাজ্ঞা শৃণু সর্বং কপীশ্বর ! ॥২০॥
 হৃতদারো মহাসত্ত্বো রামো দশরথাত্মজঃ ।
 তুল্যারিমিত্রতাং প্রাপ্তঃ সুগ্রীবোঃ ধনুর্দ্ধরঃ ॥২১॥
 ভ্রাতা চাস্ত্র মহাবাহুঃ সৌমিত্রিরপরাজিতঃ ।
 লক্ষ্মণো নাম মেধাবী স্থিতঃ কার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥২২॥
 মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চৈব হনুমাংশ্চান্নিতাত্মজঃ ।
 জাম্ববান্ধকরাজশ্চ সুগ্রীবসচিবাঃ স্থিতাঃ ॥২৩॥
 সর্ব এতে মহাত্মানো বুদ্ধিমন্তো মহাবলাঃ ।
 অলং তব বিনাশায় রামবীর্য্যবলাশ্রয়াৎ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

হেমেতি । তারাধিপশ্চ ইব আননং যস্তাস্তাম্ । পতিস্তারায়্য এব ॥১৮॥
 সর্বেতি । ভাতৃগন্ধিকঃ ভাতৃসম্বন্ধবান্ ॥১৯॥
 চিন্তয়িত্বেতি । তারাধিপস্ত চন্দ্রেণ প্রভা যস্তাঃ সা শুভবর্ণার্থঃ ॥২০॥
 হতেতি । মহাসত্ত্বো মহাবলঃ । তুল্যো অরিমিত্রে যয়োস্তৌ তদ্ব্যংগ সখ্যমিত্যর্থঃ ॥২১॥
 ভ্রাতেতি । মেধাবী বুদ্ধিমান্, কার্য্যার্থসিদ্ধয়ে সুগ্রীবকর্তব্যবিষয়নিষ্পত্তয়ে ॥২২॥
 মৈন্দ ইতি । মৈন্দাদীনী বানরনামানি । ধনুর্দ্ধরো ভল্লুকরাজ ॥২৩॥

“তার। তুমি সমস্ত প্রাণীরই রবের অর্থ জান এক অভাবতও বুদ্ধিমতী ;
 অতএব পর্যালোচনা করিয়া দেখ দেখি—আমার এই ভ্রাতা কাহাকে সহায় করিয়া
 আসিয়াছে” ॥১৯॥

তখন চন্দ্রের স্থায় শুভকাস্তি ও বুদ্ধিমতী তারা একটুকাল চিন্তা করিয়া বালীকে
 বলিলেন—“বানররাজ । সমস্তই শ্রবণ করুন—” ॥২০॥

মহাবল ও মহাধনুর্দ্ধর দশরথপুত্র রামের পত্নী সীতাকে রাবণ অপহরণ
 করিয়াছেন ; সেই জন্তই রাম আসিয়া সুগ্রীবের সহিত সখ্য স্থাপন
 করিয়াছেন ॥২১॥

আর রামের ভ্রাতা, সুমিত্রার পুত্র, মহাবাহু, অপরাজিত এবং বুদ্ধিমান লক্ষ্মণও
 সুগ্রীবের কার্য্যসিদ্ধির জন্ত প্রস্তুত রহিয়াছেন ॥২২॥

তার পর মৈন্দ, দ্বিবিদ, পবননন্দন হনুমান্ এবং ভল্লুকরাজ জাম্ববান্—এই
 চারি জন সুগ্রীবের মন্ত্রীও তাঁহার কার্য্য সাধনের জন্ত রহিয়াছেন ॥২৩॥

তস্মাস্তদাক্ষিপ্য বচো হিতমুক্তং কণীধরঃ ।
 পর্য্যশঙ্কত তামৌষ্যঃ স্ত্রীবগতমানসাম্ ॥২৫॥
 তারাং পরমমুক্তা তু নিজ্গাম গুহামুখাং ।
 স্থিতং মাল্যবতোহভ্যাসে স্ত্রীবং সোহভ্যভাষত ॥২৬॥
 অসকৃৎ ময়া পূৰ্ব্বং নিৰ্জ্জিতো জীবিতপ্রিয়ঃ ।
 মুক্তো জ্ঞাতিব্রিতি জ্ঞাত্বা কা হুয়া মরণে পুনঃ ॥২৭॥
 ইত্যুক্তঃ প্রাহ স্ত্রীবো ভ্রাতরং হেতুমদ্বচঃ ।
 প্রাপ্তকালমমিত্রেন্নো রামং সম্বোধয়ন্নিব ॥২৮॥
 হতরাজ্যস্ত মে রাজন্ ! হতভার্য্যস্ত চ হুয়া ।
 কিং নু জীবিতসামর্থ্যমিতি বিদ্ধি সমাগতম্ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

সৰ্ব্ব ইতি । অলং সমৰ্থাঃ । বীৰ্য্যং মানসিক শক্তিঃ, বলঃ দৈহিক শক্তিঃ ॥২৪॥
 ভস্তা ইতি । আক্ষিপ্য আকুশ্ণ নিবোধ্যত্যাৰ্থঃ । ঈষ্যুঃ স্ত্রীকং প্রতি ঈৰ্ষ্যাস্থিতঃ ॥২৫॥
 তারামিতি । পরমং নিষ্ঠুরম্ । মাল্যবতঃ পৰ্ব্বতস্ত, অভ্যাসে সমীপে ॥২৬॥
 অসকৃদ্বিতি । জীবিতপ্রিয় ইত্যনেন প্ৰায়শ্চয়ং স্মৃতিতম্ ॥২৭॥
 ইতীতি । সম্বোধয়ন্নিব হতদারাদিপ্রামাণ্যং জাপয়ন্নিব ॥২৮॥

ভারতভাবদীপঃ

ঋতুম্ভকং পৰ্ব্বতম্ ॥২—১৫॥ ওষো জলবৃন্দস্তম্নিতঃ যনো যন্ত সঃ, “ওষো বেগে জলস্ত চ । বৃন্দে
 পৰম্পরায় চ” ইতি যেদিনী ॥১৬॥ আশ্রয়বান্ পরবলাশ্রিতঃ ॥১৭—২৪॥ ঈৰ্ষুৰীৰ্ষ্যানুঃ ॥২৫—২৮॥

ইহারা সকলেই মহাত্মা, বুদ্ধিমান ও মহাবল ; সুতরাং ইহারা রামের বল-
 বীৰ্য্য অবলম্বন করিয়া আপনাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবেন” ॥২৪॥

তারার এই হিতবাক্যে বাধা দিয়া ঈৰ্ষ্যাস্থিত বালী তারাকে স্ত্রীবান্ধুরক্তা বলিয়া
 আশঙ্কা করিলেন ॥২৫॥

পরে বালী তারাকে অনেক নিষ্ঠুর কথা বলিয়া গুহাদ্বার হইতে নির্গত হইলেন
 এবং মাল্যবান্ পৰ্ব্বতের নিকটে স্থিত স্ত্রীবকে যাইয়া বলিলেন— ॥২৬॥

“স্ত্রীব । আমি পূৰ্বে তোকে বহুবার জয় করিয়াছি ; আবার তুই জীবনপ্রিয়
 ও জ্ঞাতি ইহা জানিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি ; কিন্তু এখন আবার মরণের ভয় তোর
 এত হুয়া কেন ?” ॥২৭॥

বালী এইরূপ বলিলে, ঐক্ৰহস্তা স্ত্রীব রামকে শুনাইতে থাকিয়াই যেন
 সময়োপযোগী ও যুক্তিযুক্ত এই কথা বালীকে বলিলেন— ॥২৮॥

(২৯) হতদারস্ত মে রাজন্ ! হতভার্য্যস্ত চ হুয়া—বা দ কা নি ।

এবমুক্ত্বা বহুবিধং ততস্তৌ সন্নিপেততুঃ ।
 সমরে বানিস্থগ্রীবৌ শালতালশিলায়ুধৌ ॥৩০॥
 উভৌ জহ্নতুরন্যোন্যুভৌ ভূমৌ নিপেততুঃ ।
 উভৌ ববল্লভুশ্চিত্রং মৃষ্টিভিষ্চ নিজহ্নতুঃ ॥৩১॥
 উভৌ রুধিরসংসিক্তৌ নখদন্তপরিষ্কর্তৌ ।
 শুশুভাতে তদা বীরৌ পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ ॥৩২॥
 ন বিশেষস্তয়োযুদ্ধে যদা কশ্চন দৃশ্যতে ।
 স্থগ্রীবশ্চ তদা মালাং হনুমান্ কণ্ঠ আসজৎ ॥৩৩॥
 স মালায়া তদা বীরঃ শুশুভে কণ্ঠসক্তয়া ।
 শ্রীমানিব মহাশৈলো মলয়ো মেঘমালায়া ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

ক্তেতি । জীবিতসামর্থ্যং জীবনসাক্ষ্যম্, ইতি হেতোর্মাং সমাগতং বিদ্ধি ॥২৯॥
 এবমিতি । সন্নিপেততুঃ সন্মিলিতৌ বভূবতুঃ ॥৩০॥
 উভাবিতি । চিত্রমাশ্চর্য্যম্, ববল্লভুঃ উৎপতনমবপতনঞ্চ চক্রতুঃ ॥৩১॥
 উভাবিতি । পুষ্পিতৌ সজ্জাতপুষ্পৌ, কিংশুকৌ বৃক্ষাবিব ॥৩২॥
 নেতি । বিশেষ আকৃতিবৈষম্যম্ । অতএব বানিনিশ্চয়াভাবাৎ প্রহারাসম্ভবঃ ॥৩৩॥
 স ইতি । স স্থগ্রীবঃ । মেঘমালায়া সন্ধ্যাকানীনয়া নানাবর্ণয়েতি ভাবঃ ॥৩৪॥

“রাজা ! আপনি আমার রাজ্য নিয়াছেন, ভাৰ্য্যাটীকেও হরণ করিয়াছেন ;
 সুতরাং আমার জীবনে আর ফল কি ; ইহা ভাবিয়াই আমি আসিয়াছি—
 জানিবেন” ॥২৯॥

এইরূপ নানাবিধ কথা বলিয়া শাল, তাল ও শিলারূপ অস্ত্রধারী সেই বালী ও
 স্থগ্রীব যুদ্ধে মিলিত হইলেন ॥৩০॥

দুই জনই পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন, দুই জনই ভূতলে পতিত হইতে
 থাকিলেন এবং দুই জনই আশ্চর্য্য উল্লস্কন-প্রলস্কন করিতে লাগিলেন ও মৃষ্টিদ্বারা
 প্রহার করিতে লাগিলেন ॥৩১॥

এবং দুই জনই নখে ও দন্তে পরিষ্কৃত ও রুধিরসিক্ত হইয়া পুষ্পিত কিংশুক-
 বৃক্ষদ্বয়ের স্থায় তখন শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৩২॥

যুদ্ধে যখন বালী ও স্থগ্রীবের কোন আকৃতিবৈষম্য দেখা যাইতে লাগিল না,
 তখন হনুমান্ স্থগ্রীবের কণ্ঠে এক ছড়া ফুলের মালা বুলাইয়া দিলেন ॥৩৩॥

তখন মেঘমালাদ্বারা স্তম্ভোদ্ভিত মহাপর্বত মলয়ের স্থায় স্থগ্রীব কণ্ঠলগ্ন মালাদ্বারা
 শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৩৪॥

কৃতচিহ্নস্ত স্ত্রীবাং রাসো দৃষ্টুঃ মহাধনুঃ ।
 বিচকৰ্ষ ধনুঃশ্ৰেষ্ঠং বালিমুদ্दिष्टं লক্ষ্যবিৎ ॥৩৫॥
 বিস্ফারন্তস্ত ধনুষো যন্ত্ৰশ্চেব তদা বভৌ ।
 বিতত্রাস তদা বালৌ শরেষাভিহতো হৃদি ॥৩৬॥
 স ভিন্নহৃদয়ো বালৌ বক্ত্রাচ্ছোণিতমুদমন্ ।
 দদর্শাবস্থিতং রামমারাং সৌমিত্রিণা সহ ॥৩৭॥
 গর্হয়িত্বা স কাকুৎস্থং পপাত ভূবি মুচ্ছিতঃ ।
 তারা দদর্শ তং ভূমৌ তারাপতিমিব চ্যুতম্ ॥৩৮॥
 হতে বালিনি স্ত্রীবাং কিঙ্কিঙ্ক্যাং প্রত্যপত্তত ।
 তাকং তারাপতিমুখৌ তারাং নিপতিতেধ্বরাম্ ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

কৃততি । মহাধনুঃ সঃ । বালিমিতি দর্শনাবালিশব্দ ইদন্তশ্চ মন্তব্যঃ ॥৩৫॥
 বীতি । বিস্ফারঃ শরক্ষেপকালীনঃ শব্দঃ । যন্ত বৃহৎগোনক্ষেপকবৃহন্নালীকন্ত । বভৌ সর্বত্র
 প্রচবাশে । বিতত্রাস বিশেষণ ভীতো বভূব ॥৩৬॥
 স ইতি । ভিন্নহৃদয়ো বিদৌর্গন্ধাঃ । আরাধদুয়ে, “আরাধদুসরীপয়োঃ” ইত্যমরঃ ॥৩৭॥
 গর্হয়িষ্যেতি । গর্হয়িত্বা গোপনেন বধাবিনিন্দ্য । তারাপতিঃ চন্দ্রম্, চ্যুতঃ গগনাৎ ॥৩৮॥
 হত ইতি । প্রত্যপত্তত প্রাপ্তোৎ । নিপতিতেধ্বরাম্ হতভর্তৃকাং তারাকং প্রত্যপত্তত ॥৩৯॥

তখন মহাধনুর্ধর ও লক্ষ্যবিৎ রামচন্দ্র স্ত্রীবাংকে কৃতচিহ্ন দেখিয়া বালীকে লক্ষ্য
 করিয়া নিজের মহাধনু আকর্ষণ করিলেন ॥৩৫॥

তখন কামানের শব্দের জ্বায় সেই ধনুর শব্দ হইল এবং বালী বাণদ্বারা বকে
 আহত হইয়া অভ্যন্ত ভীত হইলেন ॥৩৬॥

পরে বিদৌর্গন্ধদয় বালী মুখ হইতে রক্ত বমন করিতে থাকিয়া লক্ষ্মণের সহিত
 দূরে অবস্থিত রামকে দেখিতে পাইলেন ॥৩৭॥

তদনন্তর বালী রামকে নিন্দা করিয়া মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ।
 তখন তারা আসিয়া আকাশচ্যুত চন্দ্রের জ্বায় ভূপতিত বালীকে দর্শন করিলেন ॥৩৮॥

বালী নিহত হইলে, স্ত্রীবাং কিঙ্কিঙ্ক্যারাজধানী এবং হতভর্তৃকা ও চন্দ্রমুখী সেই
 তারাকে লাভ করিলেন ॥৩৯॥

(৩৭)---রামঃ ততঃ সৌমিত্রিণা সহ—বা ব কা নি । (৩৮)---তারাবিশপসমৌলম্—বা ব
 কা নি ।

রামস্ত চতুরো মাসান্ পৃষ্ঠে মাল্যবতঃ শুভে ।
 নিবাসমকরোদ্ধীমান্ স্ত্রীবেণাভ্যুপস্থিতঃ ॥৪০॥
 রাবণোহপি পুরীং গত্বা লঙ্কাং কামবলাহতঃ ।
 সীতাং নিবেশয়ামাস ভবনে নন্দনোপমে ॥৪১॥
 অশোকবনিকাভ্যাসে তাপসাত্মসম্মিভে ।
 ভৰ্তৃশ্রবণতনুদী তাপসীবেশধারিণী ॥৪২॥
 উপবাসতপঃশীলা তত্র সা পৃথুলেক্ষণা ।
 উবাস দুঃখবসতিং ফলমূলকুতাশনা ॥৪৩॥ (যুগ্মকম্)
 দিদেশ রাক্ষসীস্তত্র রক্ষণে রাক্ষসাধিপঃ ।
 প্রাসাদিশূলপরশু-মুদগরালাতধারিণীঃ ॥৪৪॥
 দ্যক্ষীং ত্র্যক্ষীং ললাটাক্ষীং দৌৰ্বজিহ্বামজিহ্বিকাম্ ।
 ত্রিস্তনৌমেকপাদাঞ্চ ত্রিজটৌমেকলোচনাম্ ॥৪৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

রাম ইতি । মাল্যবতঃ পৰ্ব্বতস্ত । অভ্যুপস্থিতঃ সৰ্ব্বথা সেবিতঃ ॥৪০॥
 রাবণ ইতি । নন্দনং নন্দনবনগতং ভবনং তদুপমে ॥৪১॥
 অশোকেতি । অশোকবনিকায়াঃ ক্ষুদ্রাশোকবনস্ত অভ্যাসে সমীপে । ভৰ্তৃঃ শ্রবণেন তদ্বক্ষী
 ক্ষীণগাত্রী । দুঃখবসতিং কুর্বাণেতি শেষঃ ॥৪২—৪৩॥
 দিদেশেতি । অলাতং জলংকাষ্ঠম্ । রাক্ষসীনামাকৃতীরাহ—দ্যক্ষীমিত্যাदि ॥৪৪—৪৫॥

রাম, মঙ্গলময় মাল্যবান্ পৰ্ব্বতের উপরে চারি মাস বাস করিলেন ; তৎকালে
 বুদ্ধিমান্ স্ত্রীবে সৰ্ব্বপ্রকারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতেন ॥৪০॥

ওদিকে কামার্ত রাবণও লঙ্কাপুরীতে বাইয়া নন্দনভবনতুল্য কোন ভবনে সীতা-
 দেবীকে রাখিলেন ॥৪১॥

ভৰ্তার শ্রবণে ক্ষীণদেহা, তাপসীবেশা, উপবাসনিরতা, কঁদাচিত্ত ফলমূলমাত্র-
 ভোজিনী ও বিশালনয়না সীতা, তপস্বীর আশ্রমের তুল্য সেই ক্ষুদ্র অশোকবনের
 নিকটে অতিদুঃখে বাস করিতে লাগিলেন ॥৪২—৪৩॥

রাবণ, সীতাকে রক্ষা করিবার জন্ত প্রাস, অসি, শূল, পরশু, মুদগর ও জলংকাষ্ঠ-
 ধারিণী কতকগুলি রাক্ষসীকে আদেশ করিলেন ; আর একনয়না, দ্বিনয়না, ত্রিনয়না,
 ললাটনয়না, দৌৰ্বজিহ্বা, জিহ্বাশূণ্ডা, ত্রিস্তনী, একচরণা ও ত্রিজটা—এইরূপ রাক্ষসী-
 গণকেও আজ্ঞা করিলেন ॥৪৪—৪৫॥

(৪১)---লঙ্কাং কামবলাং কৃতঃ—বা ব কা নি ।

এতাশ্চাত্মাশ্চ দীপ্তাক্ষাঃ করভোৎকটমূর্ছজাঃ ।
 পরিবার্যাসতে সীতাং দিব্যরাত্রিমতন্দ্রিতাঃ ॥৪৬॥
 তাস্তু তামায়তাপান্নীং পিশাচ্যো দারুণম্বরাঃ ।
 তর্জয়ন্তি সদা রোদ্রাঃ পরমব্যঞ্জনাঙ্করাঃ ॥৪৭॥
 খাদাম পাটয়াগ্নৈনাং তিলশঃ প্রবিভজ্যতাম্ ।
 যেন্নং ভর্তারমখ্যাকমবম্নোহ জীবতি ॥৪৮॥
 ইতোবৎ ভৎ স্ত্রমানা সা ত্রাস্ত্রমানা পুনঃ পুনঃ ।
 ভর্ভৃশোকসমাবিষ্টা নিশ্বস্তুদমুবাচ তাঃ ॥৪৯॥
 আৰ্য্যাঃ ! খাদত মাং শীঘ্রং ন মে জীবিতমৌপ্সিতম্ ।
 বিনা তং পুণ্ডরীকাকং নীলকুণ্ডিতমূর্ছজম্ ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

এতা ইতি । করভোৎকটমূর্ছজা উষ্ট্রকেশতুল্যবিকটকেশকলাপাঃ ॥৪৬॥
 তা ইতি । পিশাচ্যঃ পিশাচীভবঘৃণিতাঃ । পরমব্যঞ্জনাঙ্করা নির্ভুতাবিণীঃ ॥৪৭॥
 খাদায়েতি । প্রবিভজ্যতাং খণ্ডখণ্ডীকৃততাম্ । ভর্তারং স্বাম্যম্ ॥৪৮॥
 ইতি । সা সীতা, ত্রাস্ত্রমানা ভয়প্রদর্শনাকুলীকৃতমাশা ॥৪৯॥
 আৰ্য্যা ইতি । জীবিত জীবনম্, ন কৈশিক ন হস্তিতুসিষ্টম্, তং স্বাম্যম্ ॥৫০॥

এইরূপ রাক্ষসীরা এক উজ্জল নয়ন ও উষ্ট্রতুল্যবিকটকেশধারিণী অস্ত্রাত্ম
 রাক্ষসীরাও সতর্ক থাকিয়া দিব্যরাত্র সীতাদেবীকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতে
 লাগিল ॥৪৬॥

পিশাচীর স্থায় ঘৃণিতস্বভাবা, দারুণকণ্ঠম্বর, দারুণাকৃতি ও নির্ভুতাবিণী
 সেই রাক্ষসীরা সর্বদাই দোষনয়না সীতাকে ভৎসনা করিত ॥৪৭॥

“আমরা এটাকে খাইয়া ফেলিব বা কাড়িয়া ফেলিব ; কিংবা তোমরা এটাকে
 তিল তিল করিয়া খণ্ড খণ্ড কর ; যে এইটা আমাদের রাজাকে অবজ্ঞা করিয়া এখনও
 জীবিত রহিয়াছে” ॥৪৮॥

এইভাবে-সেই রাক্ষসীরা বার বার সীতাকে ভৎসনা করিত এবং ভয় দেখাইত ;
 তখন পতিশোকাকুলা সীতা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে এইরূপ
 বলিতেন—॥৪৯॥

“মাননীয়গণ । আপনারা সঘর আমাকে ভক্ষণ করুন ।; কারণ, সেই পল্লনয়ন
 ও কুণ্ডলকিত-কেশ রামচন্দ্র ব্যতীত আমি আমার জীবন রাখিতে ইচ্ছা করি
 না ॥৫০॥

(৪৯) ইতোবৎ পরিভৎসন্তীস্ত্রাস্ত্রমানা পুনঃ পুনঃ—বা ব ক, ---স্ত্রাস্ত্রমানা পুনঃ পুনঃ—নি ।

অপ্যেবাহং নিরাহারা জীবিতপ্রিয়বজ্জিতা ।
 শোষয়িষ্যামি গাত্রাণি ব্যালী তালগতা যথা ॥৫১॥
 ন ত্বন্যমভিগচ্ছেয়ং পুমাংসং রাঘবাদৃতে ।
 ইতি জানীত সত্যং মে ক্রিয়তাং যদনন্তরম্ ॥৫২॥
 তস্ত্রাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা রাক্ষসস্তাঃ খরশ্বনাঃ ।
 আখ্যাতুং রাক্ষসেন্দ্রায় জগ্মুস্তৎ সর্ববাদৃতাঃ ॥৫৩॥
 গতাস্ত তাস্ত সর্বাস্ত ত্রিজটা নাম রাক্ষসী ।
 সান্ত্বয়ামাস বৈদেহীং ধর্মজ্ঞা প্রিয়বাদিনী ॥৫৪॥
 সীতে ! বক্ষ্যামি তে কিঞ্চিদ্বিশ্বাসং কুরু মে সখি ! ।
 ভয়ং ত্বং ত্যজ বামোরু ! শৃণু চেদং বচো মম ॥৫৫॥
 অবিক্ষেপ্য নাম মেধাবী বুদ্ধো রাক্ষসপুঙ্গবঃ ।
 স রামস্ত হিতাশ্বেষী হৃদর্থে হি স মাহবদৎ ॥৫৬॥

ভারতকৌমুদী

তাভিরভক্ষণে কর্তব্যমাহ—অসীতি । জীবিতপ্রিয়ং রামেণ বজ্জিতা । ব্যালী সর্পী ॥৫১॥
 নেতি । অনন্তরং যৎ কর্তব্যং তৎ ক্রিয়তামিত্যর্থঃ ॥৫২॥
 তস্ত্রা ইতি । খরশ্বনাস্তত্রকণ্ঠধরাঃ । আদৃতাঃ সযত্নাঃ ॥৫৩॥
 গতাস্বিতি । নামেত্যনেন পূর্বোক্তেব ন বিকটরূপেতি স্থচিতম্ ॥৫৪॥
 সীত ইতি । বামৌ স্থন্দরৌ উরু যস্তাস্তৎসম্বোধনম্ ॥৫৫॥

(আপনারা যদি ভক্ষণ না করেন, তবে) পতিবিরহিণী আমি তালবৃক্ষস্থিত
 সর্পীর দ্বারা অনাহারে থাকিয়া অঙ্গ সকল শুষ্ক করিব ॥৫১॥

কিন্তু রামচন্দ্র ব্যতীত অন্য পুরুষের সংসর্গ করিব না—এই আমার সত্য প্রতিজ্ঞা
 শ্রবণ করুন এবং ইহার পরে আপনাদের যাহা কর্তব্য হয়, তাহা করুন ॥৫২॥

সীতার সেই কথা শুনিয়া সেই রাক্ষসেরা রাক্ষসীরা সেই সমস্ত রাবণের নিকট
 বলিবার জন্য যত্নসহকারে গমন করিল ॥৫৩॥

তাহারা সকলে চলিয়া গেলে, ধর্মজ্ঞা ও প্রিয়বাদিনী ‘ত্রিজটা’-নাম্নী এক
 রাক্ষসী সীতাকে আশ্বস্ত করিতে লাগিল—॥৫৪॥

“সখি ! সীতে ! আমি তোমার নিকট কিছু বলিব, তুমি আমাকে বিশ্বাস
 কর, ভয় ত্যাগ কর এবং আমার এই বাক্য শ্রবণ কর ॥৫৫॥

বুদ্ধিমান্ ও বুদ্ধ ‘অবিক্ষা’-নামে এক রাক্ষসশ্রেষ্ঠ আছেন, তিনি রামের
 হিতৈষী । যে হেতু, তিনি তোমার জন্য আমাকে বলিয়াছেন ॥৫৬॥

সীতা মদ্রচনাঙ্ঘাচ্যা সমাসাঙ প্রসাত্ চ ।
 ভৰ্তা তে কুশলৌ রামো লক্ষ্মণানুগতো বলৌ ॥৫৭॥
 সধ্যং বানররাজেন শক্রপ্রতিমতেজসা ।
 কৃতবান্ রাঘবঃ স্ত্রীমাংস্তুদৰ্থে চ সমুদ্রতঃ ॥৫৮॥
 মা চ তেহস্ত ভয়ং ভীৰু ! রাবণাল্লোকগর্হিতাং ।
 নলকুবরশাপেন রক্ষিতা হসি নন্দিনি ! ॥৫৯॥
 শপ্তো হ্রেষ পুরা পাপো বধুং রম্ভাং পরামুশন্ ।
 ন শক্নোত্যবশাং নারীমুপৈতুমজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৬০॥
 ক্ষিপ্ৰমেঘ্যতি তে ভৰ্তা স্ত্রীবেণাভিরক্ষিতঃ ।
 সৌমিত্রিসহিতো ধীমাংস্ত্রাঞ্জেতো মোক্ষয়িষ্যতি ॥৬১॥

ভারতকৌমুদী

অবিদ্যা ইতি । মেধাবী বুদ্ধিমান্ । মা মাম্, অবদৎ ॥৫৬॥
 সীতেতি । সমাসাঙ স্বয়মেব প্রাপ্য, ন তু ব্যত্যস্তরং প্রেক্ষ, প্রকাশসম্ভবাৎ ॥৫৭॥
 সধ্যমিতি । বানররাজেন স্ত্রীবেণ । স্বদৰ্থে স্বহৃদ্বার্যার্থে ॥৫৮॥
 মেতি । নলকুবরঃ তদাখ্যঃ কুবেরপুত্রস্ত্র শাপেন ॥৫৯॥
 অথ কথং তস্ত শাপ ইত্যাহ—শপ্ত ইতি । বধুং ভোগ্যাং ভার্য্যাম্ । অবশ্যামনধীনাম্ ॥৬০॥
 বিশেষণাখ্যাসরতি—ক্ষিপ্ৰমিতি । ইতো রাবণভবনাৎ ॥৬১॥

“ত্রিঙ্কটা ! তুমি আমার বাক্য অনুসারে নিজেই যাইয়া এবং প্রসন্ন করিয়া
 তাকে বলিবে যে, তোমার ভৰ্তা বলবান্ রাম, লক্ষ্মণের সহিত কুশলে আছেন ॥৫৭॥

আর স্ত্রীমান্ রাম, ইন্দ্রের তুল্য তেজস্বী বানররাজ স্ত্রীবেণের সহিত সখিত্ব
 করিয়াছেন এবং তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন ॥৫৮॥

ভীৰু ! ভুবননিন্দিত রাবণ হইতে তোমার যেন ভয় হয় না । কারণ, নন্দিনি !
 আমি নলকুবরের শাপেই রক্ষিত রহিয়াছি ॥৫৯॥

পূর্বে এই পাপাত্মা, নলকুবরের ভোগ্যা রম্ভাকে স্পর্শ করায় নলকুবর উহাকে
 প্রতিসম্পাত করিয়াছিলেন ; তাহাতেই ঐ অজিতেন্দ্রিয় রাবণ কোন অবশ্য নারীর
 সহিত বলপূর্বক সংসর্গ করিতে সমর্থ হয় না ॥৬০॥

তোমার বুদ্ধিমান্ ভৰ্তা স্ত্রীবেকর্জক রক্ষিত ও লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া
 সত্বরই আসিবেন এবং এস্থান হইতে তোমাকে মুক্ত করিবেন ॥৬১॥

(৫৭)....সমাসাঙ প্রসাত্ চ—বা ব কা নি । (৬০)....রম্ভাং পরামুশন্—বা কা পি ।

স্বপ্না হি স্মমহাবোরা দৃষ্টা মেহনিষ্টদর্শনাঃ ।
 বিনাশায়ান্ত্র দুৰ্বুদ্ধেঃ পৌলস্ত্যকুলঘাতিনঃ ॥৬২॥
 দারুণো হ্যেয দুষ্কৃত্যা ক্ষুদ্রকৰ্ম্মা নিশাচরঃ ।
 স্বভাবাচ্ছীলদোষেণ সৰ্ব্বেষাং ভয়বৰ্দ্ধনঃ ॥৬৩॥
 স্পর্ধতে সৰ্ব্বেদেবৈর্যঃ কালোপহতচেতনঃ ।
 ময়া বিনাশলিঙ্গানি স্বপ্নে দৃষ্টানি তস্মৈ বৈ ॥৬৪॥
 তৈলাবসিক্তো বিকচো মজ্জন্ পক্ষে দশাননঃ ।
 অসকৃৎ খরযুক্তে তু রথে নৃত্যমিব স্থিতঃ ॥৬৫॥
 কুস্তকর্ণাদয়শ্চেমৈ নগ্নাঃ পতিতমূৰ্দ্ধজাঃ ।
 গচ্ছন্তি দক্ষিণামাশাং রক্তমাল্যানুলেপনাঃ ॥৬৬॥
 শ্বেতাতপত্রঃ সোম্যৈষঃ শুক্লমাল্যানুলেপনঃ ।
 শ্বেতপৰ্ব্বতমারুঢ় এক এব বিভীষণঃ ॥৬৭॥

ভারতকৌমুদী

স্বপ্না ইতি । মে ময়া, অনিষ্টদর্শনা বিপৎসূচকাঃ ॥৬২॥
 দারুণ ইতি । এষ রাবণঃ । স্বভাবাদেব ক্ষুদ্রকৰ্ম্মেতি সধ্বজঃ ॥৬৩॥
 স্পর্ধতে ইতি । কালেন উপহতচেতনো নাশিতবুদ্ধিঃ । বিনাশস্ত্র লিঙ্গানি চিহ্নানি ॥৬৪॥
 তৈলেতি । বিকচঃ কেশহীনঃ । খরযুক্তে গর্দভযুক্তে । আসকৃৎ ত্যগ্নিতি সধ্বজঃ ॥৬৫॥
 কুস্তেতি । পতিতমূৰ্দ্ধজাঃ শ্লিতকেশাঃ । আশাং দিশম্ ॥৬৬॥
 শ্বেতেতি । শ্বেতাতপত্র উপরিবৃতশ্বেতচ্ছত্রঃ । শুভলক্ষণাত্মতানীতি ভাবঃ ॥৬৭॥

কারণ, এই দুৰ্বুদ্ধি পৌলস্ত্যকুলনাশক রাবণের বিনাশের জন্যই আমি অতি-
 দারুণ ও বিপৎসূচক অনেক স্বপ্ন দেখিয়াছি ॥৬২॥

ছুরাওয়া ও স্বভাবতঃ নিকৃষ্টকৰ্ম্মা এই ভয়ঙ্কর রাক্ষসটা (রাবণটা) স্বভাবের
 দোষেই সকলের ভয়বৰ্দ্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে ॥৬৩॥

কালে বুদ্ধি নষ্ট হওয়ায় যে রাবণ সকল দেবতার সহিত স্পর্ধা করিতেছে,
 আমি তাহার বিনাশের চিহ্ন সকল স্বপ্নে দেখিয়াছি ॥৬৪॥

রাবণ তৈলাক্তদেহে ও মুণ্ডিতমস্তকে কৰ্দমের ভিতরেই যেন মগ্ন হইতেছে এবং
 বার বার নৃত্য করতঃ গর্দভযুক্ত রথেই যেন রহিয়াছে ॥৬৫॥

আর এই কুস্তকর্ণপ্রভৃতি রাক্ষসেরাও যেন নগ্ন হইয়া, রক্তমাল্য ও রক্তানুলেপন
 ধারণ করিয়া মুণ্ডিতমস্তকে দক্ষিণদিকে গমন করিতেছে ॥৬৬॥

(৬৫) তৈলাভিষিক্তঃ—বাব কা নি ।

সচিবাশচাস্ত চহ্মারঃ শুক্লমাল্যানুলেপনাঃ ।

শ্বেতপর্বতমারুতাং যোক্ষ্যন্তেহশ্মান্মহাভয়াৎ ॥৬৮॥

রামশ্রান্তেন পৃথিবী পরিক্ষিপ্তা সদাগরাঃ ।

যশসা পৃথিবীং কৃৎস্নাং পূরয়িষ্যতি তে পতিঃ ॥৬৯॥

হস্তিসকৃথিসমারুতো ভুঞ্জানো মধুপায়সম্ ।

লক্ষ্মণশ্চ ময়া দৃষ্টৌ দিবক্ষুঃ সর্বতো দিশম্ ॥৭০॥

রুদতী রুধিরার্জ্যাস্রী ব্যাঞ্জন পরিরক্ষিতা ।

অসকৃৎ ময়া দৃষ্টা গচ্ছন্তী দিশমুত্তরাম্ ॥৭১॥

ভারতকৌমুদী

সচিবা ইতি । অস্ত্র বিভীষণস্ত । স্বপ্নে শ্বেতদর্শনমেব উত্তমূচকমিত্যাশয়ঃ ॥৬৮॥

রামশ্রান্তি । পরিক্ষিপ্তা পরিবেষ্টিতা স্বপ্নে দৃষ্টা । অতএবাহ—যশসেতি ॥৬৯॥

হস্তীতি । মধুনা যুক্ত পায়সং মধুপায়সং মধ্যপদলোপী সমাসঃ ॥৭০॥

রুদতীতি । দৃষ্টা দ্বয় ইত্যেব প্রকরণাৎ ॥৭১॥

ভারতভাবদীপঃ

জীবিতসামর্থ্যং জীবনস্ত প্রাণাচ্ছয়ঃ ॥২৮—৪৫॥ করতোংকটমূর্ছয় । উদ্বৃদ্ধদৃশকেশাঃ ॥৪৬॥

পুরুষব্যাধনব্রহ্মকাঃ শব্দা যাসাং তাঃ ॥৪৭—৫২॥ বধুং শ্রুতাম্ ॥৫৩—৬৮॥ পরিক্ষিপ্তা
ব্যাপ্তা ॥৬৯—৭৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে চতুর্বিংশদধিক-

দ্বিশততমোহ্যায়ঃ ॥২৩৪॥

কিন্তু একমাত্র বিভীষণই যেন শ্বেতচ্ছত্র, উষ্ণীব, শুক্লমাল্য ও শুক্লানুলেপন ধারণ করিয়া শ্বেতপর্বতে আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন ॥৬৭॥

আর বিভীষণের চারি জন মন্ত্রীও যেন শ্বেতমাল্য ও শ্বেতানুলেপন ধারণ করিয়া শ্বেতপর্বতে আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন ; সুতরাং তাঁহারাও এই মহাভয় হইতে মুক্ত হইবেন ॥৬৮॥

এবং রামের আশ্রয়ে যেন সদাগরা পৃথিবী পরিবেষ্টিত রহিয়াছে ; সুতরাং তোমার পতি যশস্কারী সমগ্র পৃথিবী পূর্ণ করিবেন ॥৬৯॥

আর আমি স্বপ্নে দেখিলাম—লক্ষ্মণ যেন হস্তীর উরুদেশে আরোহণ করিয়া মধু ও পায়স ভোজন করিতে থাকিয়া সকল দিক্ই দক্ষ করিবার ইচ্ছা করিতেছেন ॥৭০॥

আর তুমি ব্যাঘ্রকর্জুক পরিরক্ষিত হইয়া রক্তাক্তদেহে রোদন করিতে করিতে যেন উত্তরদিকে বাইতেছ, ইহা আমি অনেকবার স্বপ্নে দেখিয়াছি ॥৭১॥

(৭০) অস্থিসকৃথিসমারুত...বিবিধঃ সর্বতো দিশম্—বা ব কা পি ।

হর্ষমেঘাসি বৈদেহি ! ক্ষিপ্ৰং ভর্তা সমন্বিতা ।

রাঘবেণ সহ ভাত্ৰা সীতে ! ত্বমচিরাদিব ॥৭২॥

ইত্যেবং যুগশাবাকৌ তচ্শ্রুত্বা ত্রিজটাবচঃ ।

বভূবাম্ভাবতৌ বান। পুনর্ভর্তৃসমাগমে ॥৭৩॥

তাবদভ্যাগতা রৌদ্রাঃ পিশাচ্যস্তাঃ স্তদারুণাঃ ।

দদৃশুস্তাং ত্রিজটয়া সহাসীনাং যথা পুরা ॥৭৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি

দ্রৌপদৌহরণে রামোপাখ্যানে সীতাসান্ত্বনে চতুস্ত্রিংশ-

দধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

ভারতকৌমুদী

হর্ষমিতি । হর্ষমানন্দম্, এতাসি প্রাপ্যাসি । ইবশব্দো বাক্যালঙ্কারে ॥৭২॥

ইতীতি । যুগশাবস্ত হরিণশিশোরিব অক্ষিণী যন্তাঃ সা ॥৭৩॥

তাবদিতি । রৌদ্রা রৌদ্রমূর্তয়ঃ, স্তদারুণা অতিভয়ঙ্করম্ভাবান্ ॥৭৪॥

ইতি মহামহোপাখ্যায়-ভারতচর্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিবচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ঃ বনপর্বণি দ্রৌপদৌহরণে

চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

অতএব বিদেহনন্দিনি ! সীতে । তুমি সত্তরই ভর্তা ও দেবরের সহিত মিলিত
হইয়া আনন্দ লাভ করিবে” ॥৭২॥

এইরূপ সেই ত্রিজটীর বাক্য শুনিয়া হরিণশিশুনয়না সীতা পুনরায় ভর্তার সহিত
মেলনের বিষয়ে আশাবিত্ত হইলেন ॥৭৩॥

ইতোমধ্যেই সেই পিশাচীদের স্ত্রায় ঘৃণিতা, ভয়ঙ্করমূর্তি ও অতিভয়ঙ্করম্ভাবা
রাক্ষসীরা আসিয়া সীতাকে পূর্বের মতই ত্রিজটীর সহিত উপবিষ্ট দর্শন করিল ॥৭৪॥

—:~:—

(৭৪) যাবদভ্যাগতাঃ—বা ব কা সি । * ‘...সপ্তষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...একোনাশী-
ত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...অশীত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...একোনাশীত্যধিকদ্বিশততমঃ...’
—নি ।

পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ততস্তাং ভৰ্ভশোকার্ভাং দানীং মলিনবাসসম্ ।
 মণিশেখাভ্যলঙ্কারাং ক্রন্দতীক্ষ্ণ পতিব্রতাম্ ॥১॥
 রাক্ষসৌভিরূপান্তস্তীং সমাসীনাম্ শিলাতলে ।
 রাবণঃ কামবাণার্ভো দদর্শোপমসর্প চ ॥২॥ (যুগ্মকম্)
 দেবদানবগন্ধর্ব্ব-যক্ষকিম্পুরুষৈশ্চিহ্নৈঃ ।
 অজিতোহশোকবনিকাং যযৌ কন্দর্পগীড়িতঃ ॥৩॥
 দিব্যাস্ত্রধরঃ ক্রীমান্ স্তম্ভমগ্নিকুণ্ডলঃ ।
 বিচিত্রমাল্যমুকুটো বসন্ত ইব মূর্ত্তিমান্ ॥৪॥
 স কল্পবৃক্ষসদৃশো যত্নাদপি বিভূষিতঃ ।
 শ্মশানচৈত্যদ্রুমবহুধিতোহপি ভয়ঙ্করঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । মণিরেব শেষঃ অবশিষ্টঃ অভ্যলঙ্কারো যত্রাস্তাম্, অস্ত্রেবামলঙ্কারাণাং হরণকাল
 এব পরিভ্যাগাদিতি ভাবঃ । উপাস্তস্তীম্ উপাস্তমানাম্ ॥১—২॥
 মেবেতি । দেবাদিত্যিহাচিতোহপি কন্দর্পেণ গীড়িতো জিত ইতি বিরোধাত্মকঃ ॥৩॥
 দিব্যেতি । স্তম্ভে স্তম্ভপরিহৃত্তে মণিকুণ্ডলে যত্র সঃ । বসন্ত ইব রবাজেতি শেষঃ ॥৪॥
 স ইতি । স স্তম্ভাবল্লভ্যভূষণৈঃ কল্পবৃক্ষসদৃশোহপি তদানীং যত্নাবিভূষিতঃ । তথা বিভূষিতো-
 হপি চ শ্মশানচৈত্যদ্রুমবহুধিতোহপি ভয়ঙ্করঃ আসীৎ ॥৫॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“তাহার পর একদা ভৰ্ভশোকার্ভা, দানী, মলিনবাসনা,
 অবশিষ্ট মণিমাাত্রালঙ্কার, রোদননিরতা ও পতিব্রতা সীতা একখানা পাথরের উপরে
 বসিয়াছিলেন এবং রাক্ষসীরা তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছিল; এই সময়ে
 রাবণ কামার্ভ হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন ॥১—২॥

দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ এবং কিল্বেরাও বাঁহাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারেন
 নাই, সেই রাবণ তখন কামবিজিত হইয়া অশোকবনে গিয়াছিলেন ॥৩॥

রাবণ তখন দিব্য বস্ত্র, পরিসাজ্জিত মণিকুণ্ডল এবং বিচিত্র মাল্য ও মুকুট ধারণ
 করিয়া কাঙ্ক্ষশালী হইয়া মূর্ত্তিমান্ বসন্তের স্তায় শোভা পাইতেছিলেন ॥৪॥

বন-২২০ (১১)

স তন্ত্রাস্তনুমধ্যায়াঃ সমীপে রজনীচরঃ ।
 দদৃশে রোহিণীমেত্য শনৈশ্চর ইব গ্রহঃ ॥৬॥
 স তামামল্য হুশ্রোণীং পুষ্পকেতুশরাহতঃ ।
 ইদমিত্যব্রবীদ্ধাক্যং ত্রস্তাং রোহীমিবাবল্যাম্ ॥৭॥
 সীতে ! পর্যাপ্তমেতাবৎ কৃতো ভর্তুরুনুগ্রহঃ ।
 প্রসাদং কুরু তদ্বজ্রি ! ক্রিয়তাং পরিকল্প তে ॥৮॥
 ভজস্ব মাং বরারোহে ! মহারীভরণাম্বর্য ।
 ভব মে সর্বনারীণামুত্তমা বরবর্ণিনী ॥৯॥
 সন্তি মে দেবকন্ত্যশ্চ গন্ধর্ব্বাণাঞ্চ যোষিতঃ ।
 সন্তি দানবকন্ত্যশ্চ দৈত্যানাঞ্চাপি যোষিতঃ ॥১০॥
 চতুর্দশ পিশাচানাং কোট্যো মে বচনে স্থিতাঃ ।
 দ্বিস্তাবৎ পুরুষাদানাং রক্ষসাং ভীমকর্মাণাম্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । তনুমধ্যায়াঃ কৃশকটীদেশায়াঃ সীতায়ঃ । দদৃশে রাক্ষসীভিঃ ॥৬॥
 স ইতি । পুষ্পকেতুশরাহতঃ কামবাণতাড়িতঃ । রোহীং হরিণীম্ ॥৭॥
 সীত ইতি । পর্যাপ্তং যথেষ্টম্ । ক্রিয়তাং রাক্ষসীভিঃ, পরিকল্প প্রসাধনম্ ॥৮॥
 ভজস্ব ইতি । মহারীণি মহামূল্যানি আভরণানি অম্বরানি চ যন্তাঃ সা ॥৯॥
 অথ তে সর্বনারীঃ কা ইতাহ—সন্তীতি । সর্বত্র ভোগ্যা ইতি শেষঃ ॥১০॥

রাবণ স্বভাবতঃ নানা অলঙ্কারশোভায় কল্পবৃক্ষের তুল্য হইলেও তখন যত্ন-
 সহকারে অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন ; কিন্তু সেরূপ অলঙ্কৃত হইলেও শাসনায়তনস্থিত
 বৃক্ষের ছায় ভয়ঙ্করই ছিলেন ॥৫॥

রোহিণীর নিকটে শনিকে যেমন দেখা যায়, তৎকালে কৃশমধ্যা সীতার নিকটে
 রাবণকেও তেমনই দেখা যাইতে লাগিল ॥৬॥

তখন কামবাণাহত রাবণ, হরিণীর ছায় ত্রস্তা, দুর্ব্বলা ও সুনিতম্বা সীতাকে
 সম্বোধন করিয়া এই প্রকারে এই কথা বলিলেন—৥৭॥

“সীতে ! কৃশজি ! তুমি এতকাল পর্য্যন্ত ভর্তার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ
 করিয়াছ ; এখন আমার প্রতি অনুগ্রহ কর ; রাক্ষসীরা তোমার বেশভূষা করিয়া
 দিউক ॥৮॥

সুনিতম্বে । তুমি মহামূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান করিয়া আমাকে ভজন কর
 এবং আমার সমস্ত রমণীর মধ্যে প্রধানা হও ॥৯॥

দেবকন্তা, গন্ধর্ব্বরমণী, দানবকন্তা ও দৈত্যরমণীরা আমার ভোগ্যা রহিয়াছে ॥১০॥

ততো মে দ্বিগুণা যক্ষা য়ে মদ্বচনকারিণঃ ।

কেচিদেব ধনাধ্যক্ষং ভ্রাতরং মে সমাজিতাঃ ॥১২॥

গন্ধর্ব্বাপ্সরসো ভদ্রে ! মামাপানগতং সদা ।

উপতিষ্ঠন্তি বামোরু ! যথৈব ভ্রাতরং মম ॥১৩॥

পুত্রোহুহমপি বিপ্রার্থে সাক্ষাদ্বিশ্রবসো যুনেঃ ।

পঞ্চমো লোকপালানামিতি মে প্রথিতং যশঃ ॥১৪॥

দিব্যানি ভক্ষ্যভোজ্যানি পানানি বিবিধানি চ ।

যথৈব ত্রিদশেশস্য তথৈব মম ভাবিনি ! ॥১৫॥

ক্ষীয়তাং দুষ্কৃতং কৰ্ম্ম বনবাসকৃতং তব ।

ভার্যা মে ভব হুশ্রোণি ! যথা মন্দোদরী তথা ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

চতুর্দশেতি । দ্বিঃ স্যে কোটি, পুরুষাধান্যং নরভোজিনাম্ ॥১১॥

ভ্রাত ইতি । ধনাধ্যক্ষং কুবেরম্ । কুবেরাপেক্ষয়া মে প্রজ্ঞাসম্পদধিকৃতি ভাবঃ ॥১২॥

গন্ধর্বেতি । আপানগতং সুরাপানহানগতম্ । উপতিষ্ঠন্তি সেবন্তে ॥১৩॥

মাং নিরুহমপি বক্তুং ন শক্নোষীত্যাহ—পুত্র ইতি । পঞ্চমঃ—ইন্দ্রযমবরুণকুবেরাণাম্ ॥১৪॥

দিব্যানীতি । ভক্ষ্যানি চৰ্ভ্যানি ভোজ্যানি তদিতরাণি খাদ্যানীতি যথাকথঞ্চিদ্ভেদঃ ॥১৫॥

ক্ষীয়তামিতি । দুষ্কৃতং কৰ্ম্ম দুষ্কৃতকর্মেভ্যক দুঃখম্ ॥১৬॥

চৌদ্দ কোটি পিশাচ এবং নরভোজী ও ভীমকৰ্ম্মা দুই কোটি রাক্ষস আমার আদেশ পালন করে ॥১১॥

তাহা অপেক্ষাও দ্বিগুণ বক্ষ আমার রহিয়াছে, বাহারা আমার আদেশ পালন করে; কিন্তু কতিপয়মাত্র যক্ষই আমার ভ্রাতা কুবেরকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ॥১২॥

ভদ্রে । বামোরু । গন্ধর্ব্বগণ ও অঙ্গরোগণ আমার ভ্রাতা কুবেরের যেমন সেবা করে, তেমন আমি সুরাপানস্থানে থাকিলে, তাহারা সর্বদা আমারও সেবা করিয়া থাকে ॥১৩॥

আমিও—সাক্ষাৎ ব্রহ্মারি বিশ্বাবর পুত্র এবং আমি লোকপালদের মধ্যে পঞ্চম—এইরূপ আমার যশ বিখ্যাত হইয়াছে ॥১৪॥

ভাবিনি । ইন্দ্রের যেমন, আমারও তেমনই স্বর্গীয় নানাবিধ খাদ্য ও পয় উৎপাদিত হইয়া থাকে ॥১৫॥

সুনিজসে । মন্দোদরীর স্ত্রায় তুমি আমার ভার্যা হও ! তোমার পাপজাত বনবাসদুঃখ নষ্ট হউক ॥১৬॥

ইতু্যক্তা তেন বৈদেহী পরিত্যক্তা শুভাননা ।
 তৃণমন্তরতঃ কৃষ্ণা তমুবাচ নিশাচরম্ ॥১৭॥
 অশিবেনাভিরামোরুরজশ্রং নেত্রবারিণা ।
 স্তনাবপতিতো বালা সংহতাবভিবর্ষতী ।
 উবাচ বাক্যং তং ক্ষুদ্রং বৈদেহী পতিদেবতা ॥১৮॥
 অসকৃদ্বদতো বাক্যমীদৃশং রাক্ষসেশ্বর ! ।
 বিধাদযুক্তমেতত্তে ময়া শ্রুতমভাগ্যয়া ॥১৯॥
 তদ্বদ্রমুখ ! ভদ্রং তে মানসং বিনিবর্ত্যতাম্ ।
 পরদারাস্রলভ্যা চ সততঞ্চ পতিব্রতা ॥২০॥
 ন চৈবৌপয়িকৌ ভার্য্যা মানুধী কৃপণা তব ।
 বিবশাং ধ্বয়িত্বা চ কাং ত্বং প্রীতিমবাপ্যসি ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি । তৃণং জনান্তরস্থানীয়ম্, অন্তরতো মধ্যে কৃষ্ণা, অগ্ন্যখলাপনিবেধাৎ ॥১৭॥
 অশিবেনেতি । অশিবেন অমঙ্গলসূচকেন, অভিরামোরুঃ সুন্দরোরুগুলা । অপতিতো উন্নতো,
 সংহতো মিলিতো, অভিবর্ষতী সিঞ্চন্তী । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৮॥
 অসকৃদ্বদতি । বিধাদযুক্তং যথা শ্রুতধা ময়াপি শ্রুতম্ ॥১৯॥
 তদিতি । ভদ্রমুখ ! হে ভদ্রজনশ্রেষ্ঠ ! । পরদারেতি স্ত্রীত্বমেকত্বকার্ষম্ ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি । মণিরঙ্গলসুজগতঃ স এব শেবো যেবাং তে তৎসদৃশা অভ্যলঙ্কারা যন্তান্তাম্
 ॥১॥ উপাশ্রুতীমুপাশ্রমানাম্ ॥২-৬॥ রোহিৎ হরিণীম্ ॥৭॥ পরিকর্ম বস্ত্রাভরণাদিনা প্রসা-
 ধনম্ ॥৮-১৯॥ হে ভদ্রমুখ ! ভদ্রং কল্যাণার্থং মুখঃ যন্ত পারদার্থসুখং স্বকল্যাণাবহমিতি ভাবঃ ।

রাবণ এইরূপ বলিলে, শুভাননা সীতা ফিরিয়া বসিয়া মধ্যে একটি তৃণ রাখিয়া
 সেই রাক্ষসকে বলিলেন ॥১৭॥

সুন্দরোরুগুলা, বালিকা ও পতিব্রতা সীতা তখন অমঙ্গলসূচক নয়নজলে উন্নত
 ও মিলিত স্তন দুইটীকে অনবরত সিক্ত করিতে থাকিয়া সেই ক্ষুদ্রাশয় রাবণকে এই
 বাক্য বলিয়াছিলেন—॥১৮॥

“রাক্ষসরাজ । আপনি বহুবার এইরূপ বাক্য বলিয়াছেন, ভাগ্যহীনা আমিও
 বিষাদের সহিত ইহা শুনিয়াছি ॥১৯॥

অতএব ভদ্রশ্রেষ্ঠ । আপনি আপনার ভাল মনটীকে ফিরান । কারণ, আমি
 পরস্ত্রী ও পতিব্রতা ; সুতরাং সর্বদাই আপনার অলভ্য ॥২০॥

প্রজাপতিসমো বিপ্রো ব্রহ্মযোনিঃ । পতা তব ।
 ন চ পালয়সে ধর্মং লোকপালসমঃ কথম্ ॥২২॥
 ভাতরং রাজরাজানং মহেশ্বরসখং প্রভূম্ ।
 ধনেশ্বরং ব্যপদিশন্ কথং ত্বিহ ন লজ্জসে ॥২৩॥
 ইতুক্তো প্রারদ্ধং সীতা কম্পয়ন্তী পরোষরৌ ।
 শিরোধরাঞ্চ তদঙ্গী মুখং প্রচ্ছাণ্ত বাসসা ॥২৪॥
 তস্তা রুদত্যা ভাবিত্যা দীর্ঘবেলী হৃৎসংবতা ।
 দদৃশে স্বসিতা স্নিগ্ধা কালী ব্যালৌব সূৰ্দ্ধনি ॥২৫॥
 শ্রদ্ধা তদ্রাবণো বাক্যং সীতয়োক্তং হনিষ্ঠ রুম্ ।
 প্রত্যাখ্যাতোহপি তুর্মধাঃ পুনরেবাভবৌঘচঃ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । ঔগরিকী বনদানাদ্ব্যাপারলভ্যা । বিবশামযাযোনীম্ ॥২১॥
 প্রজোতি । প্রজাপতিসমো ব্রহ্মণ এব তুল্যঃ, ব্রহ্মযোনির ঙ্গ এব পুত্রচ ॥২২॥
 ভাতরমিতি । ভাতরং ব্যপদিশন্ ক্রবন্ । রাজরাজানং রাজরাজম্ ॥২৩॥
 ইতীতি । পরোষরৌ স্তনৌ, শিরোধরাং গ্রীবাঞ্চ কম্পয়ন্তী, তদঙ্গী কৃণাদী ॥২৪॥
 তস্তা ইতি । স্বসিতা অতীবকৃষ্ণবর্ণা, কালী কালবর্ণা, ব্যালৌব সর্পাব ॥২৫॥
 শ্রদ্ধোতি । তুর্মধা দুর্বৃদ্ধিঃ ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

বিনিবর্ত্যতাং যত ইতি শেক ॥২০॥ ঔগরিকী উপযোগার্থী ॥২১—২৩॥ শিরো মুখঞ্চ প্রচ্ছাণ্ত
 বরাং দদৃশেহপ্যিতি সর্বকঃ ॥২৪—৩০॥

ইতি ত্রীমহাভারতে বনপর্বেণ নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে পঞ্চত্রিংশদধিক-

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৩৫॥

তার পর, ক্ষুদ্রা মানুষী কোন উপায়েই আপনার ভাৰ্য্যা হইতে পারে না এবং
 পরাধীনাকে বলপূর্বক ধৰ্মণ করিয়াই বা আপনি কি আনন্দ লাভ করিবেন ॥২১॥

ব্রহ্মার পুত্র ও ব্রহ্মারই তুল্য ব্রাহ্মণ আপনার পিতা এবং আপনি লোকপালদের
 তুল্য ; তবে ধর্মরক্ষা করিতেছেন না কেন ? ॥২২॥

আর রাজাদের রাজা, শিবের সখা ও প্রভাবশালী কুবেরকে ভাতা বলিতেই বা
 আপনি লজ্জিত হইতেছেন না কেন ? ॥২৩॥

এই কথা বলিয়া সীতা, স্তনযুগল ও গ্রীবদেশে কম্পিত করিলা বহুবাহরা দুঃ
 আচ্ছাদনপূর্বক রোদন করিতে লাগিলেন ॥২৪॥

রোদন করিবার সময়ে পতিব্রতা সীতার নশ্তকে হৃদয়, অতিবৃষ্ণবর্ণা ও সিংহ
 দীর্ঘবেলীটা, কৃষ্ণবর্ণা সর্পার আয় দেখা যাইতে লাগিল ॥২৫॥

কামমঙ্গলানি মে সীতে ! দুনোতু মকরধ্বজঃ ।
 ন ত্বামকামাং স্ত্রোশোণি ! সমেষ্টে চারুহাসিনি ! ॥২৭॥
 কিন্ন শক্যং যয়া কর্তুং যত্নমত্যাপি মানুষম্ ।
 আহারভূতমশ্মাকং রামমেবানুরূধ্যসে ॥২৮॥
 ইতু্যক্তা তামনিন্দ্যাক্ষীং স রাক্ষসমহেশ্বরঃ ।
 তত্রৈবান্তর্হিতো ভূত্বা জগামাভিমতাং দিশম্ ॥২৯॥
 রাক্ষসীভিঃ পরিবৃতা বৈদেহী শোককষিতা ।
 সেব্যমানা ত্রিজটয়া তত্রৈব শ্রবসভদা ॥৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি

দ্রৌপদীহরণে রামোপাখ্যানেন সীতারাবণসংবাদে পঞ্চত্রিংশ-

দধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

কামমিতি । কামং পর্যাখ্যম্, দুনোতু সস্তাপয়তু । সমেষ্টে সঙ্গমিচ্ছামি ॥২৭॥
 কিমিতি । অনুরূধ্যসে কাময়সে । “অনৌ রূপ কামে” ইতি দৈবাদিকরূপঃপ্রয়োগঃ ॥২৮॥
 ইতীতি । অন্তর্হিতঃ প্রচ্ছন্নঃ । নলকুবরশাপাদেব বলান্ন ধ্বিতবানিতি ভাবঃ ॥২৯॥
 রাক্ষসীভিঃ পরিবৃতা । পরিবৃতা পরিবেষ্টিতা । ত্রিজটয়া পূর্বোক্তয়া সখীভূতয়া ॥৩০॥
 ইতি মহামহোপাখ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
 মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যাতাং বনপর্বণি দ্রৌপদীহরণে
 পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

দ্রুবুদ্ভি রাবণ সীতার সেই নিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াও পুনরায় এই
 কথা বলিলেন—॥২৬॥

“সীতে ! শুনিতবে । চারুহাসিনি ! কামদেব আমার অঙ্গ সকল অত্যন্ত
 সন্তপ্ত করুন ; তথাপি তুমি অকামা বলিয়া আমি তোমার সঙ্গম করিব না ॥২৭॥

আমি তোমার কি করিতে পারি ? যেহেতু তুমি এখনও আমাদের খাণ্ড,
 অথচ মানুষ সেই রামকেই কামনা করিতেছ” ॥২৮॥

রাক্ষসরাজ রাবণ অনিন্দ্যাক্ষী সীতাকে এইরূপ বলিয়া সেইখানেই লুকায়িত
 হইয়া অভিমত দিবে চলিয়া গেলেন ॥২৯॥

আর শোকার্ধা সীতা রাক্ষসীগণে পরিবেষ্টিত এবং ত্রিজটাকর্ষক সেবিত হইয়া
 সেই অশোকবনেই বাস করিতে লাগিলেন” ॥৩০॥

* ‘...অষ্টষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...অশীত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...একানীত্য-
 ধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...দ্বাশীত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

ষট্টিংশদধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ

—ঃ—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

রাঘবঃ সহস্রৌমিত্রিঃ স্ত্রীবেণাভিপালিতঃ ।

বসন্ মাল্যবতঃ পৃষ্ঠে দদর্শ বিমলং নভঃ ॥১॥

স দৃষ্ট্বা বিমলে ব্যোম্নি নির্মলং শশলক্ষণম্ ।

গ্রহনক্ষত্রতারাভিবলুযাতমিত্রহা ॥২॥

কুমুদোৎপলপদ্মানাং গন্ধমাদায় বায়ুনা ।

মহৌধবস্তঃ শীতেন সহসা প্রতিবোধিতঃ ॥৩॥ (যুগ্মকম্,

প্রভাতে লক্ষণং বীরমভ্যভাষত দুর্শনাঃ ।

সীতাং সংস্মৃত্য ধর্ম্মাত্মা রুদ্ধাং রাক্ষসবেশ্বরি ॥৪॥

গচ্ছ লক্ষণ ! জানোহি কিঙ্কিণীয়াং কপীশ্বরম্ ।

প্রসক্তং গ্রাম্যধর্ম্মেষু কৃতম্নং স্বার্থপণ্ডিতম্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

রাঘব ইতি । সৌমিত্রিণা সহস্রি সহস্রৌমিত্রিঃ । দদর্শ রাজ্যাবিতি ভাক ॥১॥

স ইতি । গ্রহা গ্রহভূতানি নক্ষত্রানি যদলাদীনি তারাক তদিতরাণি নক্ষত্রানি ভাঙিঃ ।

কুমুদানি শ্বেতোৎপলানি উৎপলানি তদিতরাণি সৌগন্ধিকাদীনি পদ্মানি চ তেষাম্ । প্রতিবোধিতঃ

সীতাং স্মরিত্য, উদ্দগদগদিত্যাশয়ঃ ॥২—৩॥

প্রভাত ইতি । দুর্শনা উৎকলিতচিত্তো দুঃখিতচিত্তঃ রামঃ ॥৪॥

গচ্ছতি । কপীশ্বরঃ স্ত্রীবন্ । গ্রাম্যধর্ম্মেষু রভেষু, স্বার্থপণ্ডিতঃ স্বার্থসাধনপটুন্ ॥৫॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“স্ত্রীবেণাভিপালিতঃ রামচন্দ্র মাল্যবান্ পর্বতের উপরে লক্ষ্মণের সহিত বাস করতঃ একদা রাত্রিতে নির্মল আকাশ দর্শন করিলেন ॥১॥

শক্রহস্তা রাম নির্মল আকাশে গ্রহ-নক্ষত্র-সমষ্টি নির্মল চন্দ্র দর্শন করতঃ পর্বতের উপরে বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে শ্বেতোৎপল, সাধারণোৎপল ও পদ্মের সৌরভ লইয়া শীতল বায়ু আসিয়া হঠাৎ তাঁহাকে সীতার স্মরণ করাইয়া দিল ॥২—৩॥

প্রভাতকালে দুঃখিতচিত্ত ধর্ম্মাত্মা রাম রাক্ষসগৃহে অবরুদ্ধা সীতাকে স্মরণ করিয়া বীর লক্ষ্মণকে বলিলেন— ॥৪॥

(৫)....গ্রামভ্যঃ গ্রাম্যধর্ম্মেষু—বা ব কা নি ।

যোহসৌ কুলাধমো মূঢ়ো ময়া রাজ্যেহভিষেচিতঃ ।

সর্ববানরগোপুচ্ছা যমুক্ষাশ্চ ভজন্তি বৈ ॥৬॥

যদর্থং নিহতো বালী ময়া রঘুকুলোদ্বহ ! ।

ত্বয়া সহ মহাবাহো ! কিঞ্চিক্ষ্যোপবনে তদা ॥৭॥

কৃতব্রং তমহং মন্যে বানরাপসদং ভূবি ।

যো মামেবংগতো মূঢ়ো ন জানীতেহত্ন লক্ষ্মণ ! ॥৮॥ (বিশেষকম্)

অসৌ মন্যে ন জানীতে সময়প্রতিপালনম্ ।

কৃতোপকারং মাং নুনমবমত্যান্নয়া ধিয়া ॥৯॥

যদি তাবদনুদযুক্তঃ শেতে কামমুখাত্মকঃ ।

নেতব্যো বালিমাগেণ সর্বভূতগতিং ত্বয়া ॥১০॥

অথাপি ঘটতেহস্মাকমর্থে বানরপুঙ্গবঃ ।

তমাদায়ৈব কাকুৎস্থ ! ত্বরান্ ভব মা চিরম্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

য ইতি । গোপুচ্ছা গোলাঙ্গলাখ্যা বানরবিশেষাঃ, যক্ষা ভল্লুকাঃ । ত্বয়া সহ স্থিছেতি শেষঃ ।
এবংগতো ভোগাসক্তঃ, অত্ন অত্যাপি, ন জানীতে ন স্মরতি ॥৬—৮॥

অসাবিতি । ন জানীতে ন স্মরতি, সময়প্রতিপালনং প্রতিজ্ঞারক্ষায়াঃ কর্তব্যতাম্ ॥৯॥

যদীতি । কামমুখম্ আত্মনি যত্ন সঃ । সর্বভূতগতিং মৃত্যুম্ ॥১০॥

অথেতি । ঘটতে চেষ্টতে । ত্বরান্ ভব, সীতোদ্ধার ইতি শেষঃ ॥১১॥

“লক্ষ্মণ । তুমি কিঞ্চিক্ষ্যায় যাও, যাইয়া জান যে, স্ত্রীসন্তোগাসক্ত, কৃতব্রং ও স্বার্থসাধননিপুণ সুগ্রীব কি করিতেছে ॥৫॥

ঐ যে মূর্থ বানরকুলাধমকে আমি রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলাম এবং গোলাঙ্গলগণ, অত্নাত্ত বানরগণ ও ভল্লুকগণ যাহার সেবা করিতেছে, আর রঘুকুলশ্রেষ্ঠ মহাবাহু ! তোমার সহিত থাকিয়া আমি যাহার জন্ত তখন কিঞ্চিক্ষ্যার উত্তানে বালীকে বধ করিয়াছিলাম, সেই বানরাধমকে আমি পৃথিবীতে কৃতব্র বলিয়া মনে করিতেছি । কারণ, লক্ষ্মণ ! যে মূর্থ ও ভোগাসক্ত বানর আমাকে অত্যাপি স্মরণ করিতেছে না ॥৬—৮॥

আমি উপকার করিয়া থাকিলেও, বোধ হয়—সুগ্রীব অল্পবুদ্ধিবশতঃ নিশ্চয়ই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া প্রতিজ্ঞারক্ষা যে কর্তব্য, তাহা আর মনে করিতেছে না ॥৯॥

যদি সে—বস্তুতই কামমুখে লিপ্ত থাকায় অনুদযোগী হইয়া নিষ্ক্রিয়ই থাকে, তবে তুমি তাহাকে বালীর পথে যমালয়েই পাঠাইবে ॥১০॥

ইত্যুক্তো লক্ষ্মণো ভাত্রা গুরুবাক্যহিতে বতঃ ।
 প্রত্যস্থে রুচিরং গৃহ সমার্গগুণং ধনুঃ ॥১২॥
 কিঙ্কিদ্ধাদ্বারমাসাশ্রয় প্রবিবেশানিবারিতঃ ।
 সক্রোধ ইতি জ্বং মহা রাজা প্রত্যাধ্যমৌ হরিঃ ॥১৩॥
 তং সদারো বিনীতান্না স্ত্রীবঃ প্লবগাধিপঃ ।
 পূজয়া প্রতিজ্ঞগ্রাহ প্রীরমাণস্তদহয়া ॥১৪॥
 তমব্রবীদ্রামবচঃ সৌমিত্রিরকুতোভয়ঃ ।
 স তং সর্বমশেষেণ শ্রুত্বা গ্রহঃ কৃতাজ্জলিঃ ॥১৫॥
 স ভৃত্যদারো রাজেন্দ্র ! স্ত্রীবো বানরাধিপঃ ।
 ইদমাহ বচঃ প্রীতো লক্ষ্মণং নরকুঞ্জরম্ ॥১৬॥ (মুখ্যকম্)

ভারতকৌমুদী

ইতি । গৃহ গৃহীত্বা, সমার্গগুণং সমগ্র সম্বন্ধ ॥১২॥
 কিঙ্কিদ্ধতি । অনিবারিতো দ্বারপালৈঃ । হরিবানয়ঃ স্ত্রীবঃ ॥১৩॥
 ভমিতি । সদারঃ সত্যার্থঃ । তদহয়া তৎপূজ্যৈব প্রীরমাণঃ সন্ ॥১৪॥
 ভমিতি । গ্রহঃ অবনতঃ সন্ । নরকুঞ্জরং মাংসখণ্ডম্ ॥১৫—১৬॥

ককুৎস্থনন্দন । আর যদি স্ত্রীব আমাদের কার্যোদ্ধারের জন্য সচেষ্ট থাকেন,
 তবে তুমি তাঁহাকে লইয়াই সেই জগৎ সমগ্র হও, বিলম্ব করিও না ॥১১॥

রাম এইরূপ বলিলে, তাঁহার আদেশে ও হিতে নিরত লক্ষ্মণ বাণ ও গুলের
 সহিত মনোহর ধনু লইয়া প্রস্থান করিলেন ॥১২॥

তিনি কিঙ্কিদ্ধানগরীর দ্বারে যাইয়া অনিবারিত অবস্থাতেই ভিতরে প্রবেশ
 করিলেন; তখন বানররাজ স্ত্রীব তাঁহাকে ক্রুদ্ধ মনে করিয়া প্রত্যাগমন
 করিলেন ॥১৩॥

এবং বানররাজ স্ত্রীব আপন ভাৰ্য্যার সহিত মিলিত হইয়া বিনীতভাবে এক
 গৌরব করিতে পারায় সন্তুষ্টচিত্তে আদরের সহিত লক্ষ্মণকে গ্রহণ করিলেন ॥১৪॥

তখন লক্ষ্মণ অকুতোভয়ে রামের উক্তিগুলি স্ত্রীবকে বলিলেন । রাজশ্রেষ্ঠ !
 সেই সমস্ত কথা শুনিয়া বানররাজ স্ত্রীব অবনত ও কৃতাজলি হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে
 ভাৰ্য্যা ও ভৃত্যদের সহিত, নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন— ॥১৫—১৬॥

নাস্মি লক্ষ্মণ ! দুর্গেধা নাকৃতজ্ঞো ন নির্ঘৃণঃ ।
 শ্রায়তাং যঃ প্রযত্নো মে সীতাপর্যেষণে কৃতঃ ॥১৭॥
 দিশঃ প্রস্থাপিতাঃ সর্বে বিনীতা হরয়ো যয়া ।
 সর্বেষাঞ্চ কৃতঃ কালো মাসেহভ্যাগমনে পুনঃ ॥১৮॥
 যৈরিয়ং সবনা সাদ্রিঃ সপুত্রা সাগরাম্বরা ।
 বিচেতব্যা মহাবীর ! সগ্রামনগরাকরা ॥১৯॥
 সমাসঃ পঞ্চরাত্রেণ পূর্ণো ভবিতুমর্হতি ।
 ততঃ শ্রোয়সি রামেণ সহিতঃ স্তমহং প্রিয়ম্ ॥২০॥
 ইতু্যন্তো লক্ষ্মণন্তেন বানরেন্দ্রেণ ধীমতা ॥১৭॥
 ত্যক্ত্বা রোষমদীনাত্মা স্ত্রীং প্রত্যপূজয়ৎ ॥২১॥
 স রামং সহস্রগ্রীবো মাল্যবৎ পৃষ্ঠমাস্থিতম্ ।
 অভিগম্যোদয়ং তস্য কার্য্যস্য প্রত্যবেদয়ৎ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । দুর্গেধা দুর্গবৃদ্ধিঃ । নির্ঘৃণো নির্দয়ঃ । সীতায়ঃ পর্যেষণে অন্বেষণে ॥১৭॥
 দিশ ইতি । দিশঃ প্রাপ্য দিক্শিত্যর্থঃ । বিনীতাঃ শিক্ষিতাঃ সর্বস্থানজ্ঞা ইত্যর্থঃ, হরয়ো বানরাঃ । কালো নিয়মঃ, “...মহর্ষে নিয়মে তথা । কালশব্দঃ...” ইত্যনেকার্থধ্বনিমঞ্জরী ॥১৮॥
 যৈরিতি । বনেন সহতি সবনা । সাগরাম্বরা পৃথিবী । বিচেতব্যা অর্থেষ্টব্য ॥১৯॥
 স ইতি । পঞ্চরাত্রেণ অহোরাত্রপঞ্চকেন । রামেণ সহিতস্তম্ ॥২০॥
 ইতীতি । অদীনাত্মা অকাভরচিত্তঃ । প্রত্যপূজয়ৎ, কার্য্যে সচেষ্টাৎ ॥২১॥

“লক্ষ্মণ । আমি দুর্বৃদ্ধি নহি, অকৃতজ্ঞ নহি এবং নির্দয়ও নহি । কেন না, আমি সীতার অন্বেষণসম্বন্ধে যে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর ॥১৭॥

আমি, স্থানজ্ঞ সকল বানরকে সকল দিকে প্রেরণ করিয়াছি এবং সকলের সম্বন্ধেই একমাস পূর্ণ হইবার পূর্বে পুনরায় আসিবার জন্ত নিয়ম করিয়া দিয়াছি ॥১৮॥
 মহাবীর । যাহারা বন, পর্বত, পুর, গ্রাম, নগর ও আকরের সহিত এই সমগ্র পৃথিবীটাতেই অন্বেষণ করিবে ॥১৯॥

আর পাঁচ দিনে সেই মাস পূর্ণ হইবে । তাহার পর তুমি রামের সহিত অতি-মহাপ্রিয় সংবাদ শুনিতে পাইবে” ॥২০॥

বুদ্ধিমান্ স্ত্রীং এইরূপ বলিলে, লক্ষ্মণ ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া প্রফুল্লচিত্ত হইয়া স্ত্রীংবের সম্মান করিলেন ॥২১॥

ইত্যেবং বানরেস্তান্তে সমাজগ্নুঃ সহস্রশঃ ।
 দিশস্তিস্ত্রো বিচিত্রাখং ন তু যে দক্ষিণাং গতাঃ ॥২৩॥
 আচখ্যন্তে রামায় মহীং সাংগরমেখলাম্ ।
 বিচিত্রাং ন তু বৈদেহা দর্শনং রাবণস্ত বা ॥২৪॥
 গতান্ত দক্ষিণামাশাং যে বৈ বানরপুঙ্গবাঃ ।
 আশাবান্তেষু কাকুৎস্থঃ প্রাণানার্ভোহপ্যধারয়ৎ ॥২৫॥
 দ্বিমাসোপরমে কালে ব্যতীতে প্লবগান্ততঃ ।
 স্ত্রীষমভিগম্যেদং ছরিতা বাক্যমব্রবন্ ॥২৬॥
 রক্ষিতং বালিনা যন্তং স্বকীতং মধুবনং মহৎ ।
 ছয়া চ প্লবগশ্চেষ্ট ! তদুত্তুং পবনাত্মজঃ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । স লক্ষণঃ স্ত্রীবেশং সহতি নহস্ত্রীকঃ । উদয়বারভম্ ॥২২॥
 ইতি । তিস্রঃ পূর্বোত্তরপশ্চিমাঃ, বিচিত্রা অবিষ্ণু ॥২৩॥
 আচখ্যমিতি । বিচিত্রামিষ্টাম্ । কিন্তু বৈদেহা রাবণস্ত বা দর্শনং প্রাপ্তং নাচখ্যঃ ॥২৪॥
 গতা ইতি । কাকুৎস্থো রামন্তেষু আশাবান্, অভ্যবোত্তোহপি প্রাণানধারয়ৎ ॥২৫॥
 দ্বীতি । যদ্যোযাসরোরপরকঃ সন্নাস্তির্ভজ তস্মিন্ । প্লবগা মধুবনরক্ষকাঃ ॥২৬॥
 রক্ষিতমিতি । বালিনা যদা চ রক্ষিতমিতি সম্বন্ধঃ । স্বকীতং গৃহম্ ॥২৭॥

তাহার পর লক্ষণ স্ত্রীবেশ সহিত মিলিত হইয়া মাল্যবানপর্বতের উপরিস্থিত
 রামচন্দ্রের নিকট বাইয়া সেই কার্য্যারম্ভের বিষয় জানাইলেন ॥২২॥

এইভাবে সেই সহস্র সহস্র বানরশ্রেষ্ঠেরা পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম দিক্ অন্বেষণ
 করিয়া আগমন করিল; কিন্তু বাহারা দক্ষিণদিকে গিয়াছিল, তাহারা আসিল
 না ॥২৩॥

তখন সেই আগত বানরেরা রামের নিকট বলিল যে, তাহারা সমুদ্রবেষ্টিত
 সমগ্র পৃথিবী অন্বেষণ করিয়াছে; কিন্তু সীতা বা রাবণের দেখা পায় নাই ॥২৪॥

কিন্তু যে সকল বানরশ্রেষ্ঠ দক্ষিণদিকে গিয়াছিল, তাহাদের উপরে রামের আশা
 ছিল; তাই তিনি শোকাক্ত হইয়াও প্রাণধারণ করিয়াছিলেন ॥২৫॥

তাহার পর দুইমাস অতীত হইলে, একদা মধুবনরক্ষক বানরেরা ক্রুত আসিয়া
 স্ত্রীবেশের নিকট এই কথা বলিল— ॥২৬॥

বালিপুত্রোহঙ্গদশৈব যে চান্তো গ্লবগর্ষভাঃ ।
 বিচেতুং দক্ষিণামাশাং রাজন্ ! প্রস্থাপিতাস্তুয়া ॥২৮॥
 তেষাং তৎ প্রণয়ং শ্রদ্ধা মেনে স কৃতকৃত্যতাম্ ।
 কৃতার্থানাং হি ভৃত্যানামেতদ্ভবতি চেষ্টিতম্ ॥২৯॥
 স তদ্ভ্রামায় মেধাবী শশংস গ্লবগর্ষভঃ ।
 রামশ্চাপ্যনুমানেন মেনে দৃষ্টাস্ত মৈথিলীম্ ॥৩০॥
 হনুমৎপ্রমুখাশ্চাপি বিশ্রান্তাস্তে গ্লবঙ্গমাঃ ।
 অভিজগ্মু হরীন্দ্রং তং রামলক্ষ্মণসন্নিধৌ ॥৩১॥
 গতিঞ্চ মুখবর্ণঞ্চ দৃষ্ট্বা রামো হনুমতঃ ।
 অগমৎ প্রত্যয়ং ভূয়ো দৃষ্টা সীতেতি ভারত ! ॥৩২॥
 হনুমৎপ্রমুখাস্তে তু বানরাঃ পূর্ণমানসাঃ ।
 প্রণেমুর্বিধিবদ্ভ্রামং সুগ্রীবং লক্ষ্মণং তথা ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

বালীতি । আশাং দিশম্ । তেহপি তন্নধুবনং ভুক্তত ইত্যর্থঃ ॥২৮॥
 তেষামিতি । প্রণয়ং প্রসরমাঙ্গদামিত্যর্থঃ । তদিত্তি ক্লীবত্বমার্থম্ ॥২৯॥
 স ইতি । স সুগ্রীবঃ, মেধাবী বুদ্ধিমান্ । মেনে বুধে ॥৩০॥
 হনুমদ্বিতি । হরীন্দ্রং বানররাজম্, তং সুগ্রীবম্ ॥৩১॥
 গতিমিতি । গতিং গমনভঙ্গীম্ । ভূয়ো বহুলং যথা শ্রান্তথা, প্রত্যয়ং বিশ্রামম্ ॥৩২॥

“বানরশ্রেষ্ঠ ! আপনি ও বালী যে ক্রমিকপুষ্ঠ ও বিশাল মধুবন রক্ষা করিয়া-
 ছিলেন, তাহা হনুমান্ ভক্ষণ করিতেছেন ॥২৭॥

আর রাজা ! আপনি সীতার অব্বেষণের জন্য অন্য যে সকল বানরশ্রেষ্ঠকে
 দক্ষিণদিকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহারাও এবং বালিপুত্র অঙ্গদও সেই মধুবন ভক্ষণ
 করিতেছেন” ॥২৮॥

তাহাদের সেই আশ্পদ্বার কথা শুনিয়া সুগ্রীব তাহাদের কৃতকার্যতার বিষয়
 অনুমান করিলেন । কারণ, কৃতকার্য ভৃত্যগণেরই এইরূপ ব্যবহার হইয়া
 থাকে ॥২৯॥

তখন বুদ্ধিমান বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব সেই ঘটনা রামের নিকট বলিলেন ; তাহাতে
 রামও অনুমানদ্বারা বুঝিলেন যে, তাহারা সীতার দর্শন পাইয়াছে ॥৩০॥

হনুমান্প্রভৃতি সেই বানরেরাও বিশ্রাম করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের সন্নিহিত
 সুগ্রীবের নিকটে আগমন করিতে লাগিলেন ॥৩১॥

ভরতনন্দন । তখন রামচন্দ্র হনুমানের গমনের ভঙ্গী ও মুখের বর্ণ দেখিয়া তিনি
 যে সীতাকে দেখিয়াছেন—ইহা অধিক পরিমাণে বিশ্বাস করিলেন ॥৩২॥

তানুবাচাগতান্ রামঃ প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ ।
 অপি মাং জীবয়িষ্যধ্বমপি বঃ কৃতকৃত্যতা ॥৩৪॥
 অপি বাসমযোধায়াং কারয়িষ্যাম্যহং পুনঃ ।
 নিহত্য সমরে শক্রনাহত্য জনকান্নজাম্ ॥৩৫॥
 অমোক্শয়িত্বা বৈদেহীমহস্তা চ রণে রিপুন্ ।
 হতদারোহবধূতশ্চ নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥৩৬॥
 ইত্যুক্তবচনং রামং প্রভুবাচানিলাশ্রজঃ ।
 প্রিয়মাখ্যামি তে রাম ! দৃষ্টা সা জানকী ময়া ॥৩৭॥
 বিচিন্ত্য দক্ষিণামাশাং সপর্ষতবনাকরাম্ ।
 শ্রান্তাঃ কালে ব্যতীতে অ দৃষ্টবস্তো মহাগুহ্যম্ ॥৩৮॥

ভারতকোমুদী

হনুমতি । পূর্বমানসাঃ সীতাদর্শনাৎ সফলমনোরথাঃ ॥৩৩॥
 তানিতি । সশরধনুঃ ইংস সীতাদর্শনাশ্রান্তিবশে আশ্রহত্যার্থম্ ॥৩৪॥
 অঙ্গীতি । কারয়িষ্যামি আখ্যানমিতি শেবঃ ॥৩৫॥
 অমোক্শয়িত্বা । অবধূতঃ সর্করেবাবজাতঃ । উৎসহে শক্রোমি ॥৩৬॥
 ইতীতি । ইতি ইখম্ উক্তং বচনং যেন তম্ । আখ্যামি ব্রবীমি ॥৩৭॥
 বিচিন্তোতি । বিচিন্ত্য অবিষ্ট, আশাং বিশম্ । কালে কিমিতি ॥৩৮॥

ভারতভাবদীপঃ

রাঘব ইতি ॥১—৪॥ গ্রাম্যধর্মেনু সৈবুনাধিবু নিমিত্তভূতেনু, প্রমত্তমসাবধানম্ ॥৫—১১॥
 গুরোর্বাক্যে হিতে চ রতস্তৎপরঃ ॥১২—২৫॥ অরোহীশরোকর্ণরমঃ সমাপ্তির্বিশ্বস্তম্ কালে

পূর্বমনোরথ হনুমান্ প্রভৃতি সেই বানরেরা আসিয়া বধাবিধানে রাম, সুগ্রীব ও
 লক্ষ্মণকে প্রণাম করিলেন ॥৩৩॥

তখন রাম ধনু ও বাণ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন—“তোমরা কৃতকার্য
 হইতে পারিয়াছ কি ? আমাকে বাঁচাইতে পারিবে কি ? ॥৩৪॥

আমি যুদ্ধে শক্রগণকে সংহার করিয়া এবং জনকনন্দিনীকে আনয়ন করিয়া
 আবার অযোধ্যানগরে বাস করিতে পারিব কি ? ॥৩৫॥

যুদ্ধে শক্রগণকে সংহার না করিয়া এক জানকীকে মুক্ত না করিয়া হতদার ও
 অবজ্ঞাত অবস্থায় আমি জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব না ॥৩৬॥

রাম এইরূপ বলিলে, হনুমান্ প্রভৃতির করিলেন—“রঘুনাথ ! আমি আপনার
 প্রিয়সংবাদ বলিতেছি, আমি সীতাকে দেখিয়াছি ॥৩৭॥

(৩৫) অপি রাজ্যমযোধায়াম্—বা ব কা নি ।

প্রবিশ্যামো বয়ং তাং তু বহুবোজনমায়তাম্ ।
 অন্ধকারাং হ্রবিপুলাং গহনাং কীটসেবিতাম্ ॥৩৯॥
 গন্তা হুমহদধ্বানমাদিত্যশ্চ প্রভাং ততঃ ।
 দৃষ্টবন্তঃ স্ম তত্রৈব ভবনং দিব্যমন্তরা ॥৪০॥
 ময়শ্চ কিল দৈত্যশ্চ তদাসীদেশ্য রাঘব ! ।
 তত্র প্রভাবতী নাম তপোহতপ্যত তাপসী ॥৪১॥
 তয়াঃদত্তানি ভোজ্যানি পানানি বিবিধানি চ ।
 ভুক্ত্বা লব্ধবলাঃ সন্তুস্তয়োক্তেন পথা ততঃ ॥৪২॥
 নির্ধায় তস্মাদ্ভূদেশাং পশ্যামো লবণান্তসং ।
 সমৌপে সহমলয়ৌ দর্দুরঞ্চ মহার্গি রম্ ॥৪৩॥ (যুগ্মকম)
 ততো মলয়মারুহ পশান্তো বরুণালয়ম্ ।
 বিষগ্না ব্যথিতাঃ খিন্না নিরাশা জীবিতে ভৃশম্ ॥৪৪॥

ভারতকৌমুদী

প্ৰেতি । অন্ধকারাম্ অন্ধকারাচ্ছনাম্, গহনাং দুর্গমাম্ ॥৩৯॥
 গচ্ছেতি । হুমহমিত্যাকারাবাব আধঃ । তত্রৈব গুহায়াম্, অন্তরা মধ্যে ॥৪০॥
 ময়ন্তেতি । ময়শ্চ ময়নামকস্ত । বেষ্ম ভবনম্ ॥৪১॥
 তয়েতি । পীয়ন্ত ইতি পানানি জলাদীনি । লবণান্তসো লবণসমুদ্ভূত ॥৪২—৪৩॥

আমরা—পর্বত, বন ও আকরের সহিত সমস্ত দক্ষিণদিক্ অন্বেষণ করিয়া
 পরিশ্রান্ত হইয়া কিছুকাল অতীত হইলে একটা বিশাল গুহা দেখিলাম ॥৩৯॥

ক্রমে আমরা তাহার ভিতরে প্রবেশ করিলাম ; সে গুহাটা অতিবিস্তৃত,
 বহু যোজনদীর্ঘ, অন্ধকারাবৃত, দুর্গম ও কীটসেবিত ছিল ॥৩৯॥

তৎপরে আমরা অনেক দূর যাইয়া তাহার ভিতরেই সূর্য্যের কিরণ ও সুন্দর
 একটা বাড়ী দেখিতে পাইলাম ॥৪০॥

রঘুনন্দন ! সে বাড়ীটা ময়দানবের ছিল ; কিন্তু তাহাতে তখন ‘প্রভাবতী’-নাম্নী
 এক তাপসী তপস্শা করিতেন ॥৪১॥

তিনি আমাদের নানাবিধ খাদ্য ও পেয় বস্তু দান করিলেন ; আমরা তাহা
 ভোজন ও পান করিয়া লব্ধবল হইয়া তাহারই নির্দিষ্ট পথে সে স্থান হইতে নির্গত
 হইয়া লবণসমুদ্ভের নিকটে ‘সহ’, ‘মলয়’ ও ‘দর্দুর’-নামক তিনটা মহাপর্বত দর্শন
 করিলাম ॥৪২—৪৩॥

তাহার পর আমরা মলয়পর্বতে আরোহণ করিয়া অনেক শতযোজনবিস্তৃত,

অনেকশতবিস্তীর্ণং যোজনানাং মহোদধিম্ ।

তিমি-নক্র-বধাবাসং চিন্তয়ন্তঃ স্তম্ভাধিতাঃ ॥৪৫॥ (যুগ্মকম্);

তত্রানশনসঙ্কল্পং কুত্বাসীনা বয়ং তদা ।

ততঃ কথাস্তে গৃহস্ত জটায়োরভবৎ কথা ॥৪৬॥

ততঃ পর্বতশৃঙ্গাভং ঘোররূপং ভয়াবহম্ ।

পাক্ষিণং দৃষ্টবন্তঃ স্ম বৈনতেয়মিবাপরম্ ।

সৌহৃদ্যানতকর্যন্তোক্তুমখাত্যোত্য বচোহব্রবৌ ॥৪৭॥

তোঃ ! ক এষ মম ভ্রাতুর্জটায়োঃ কুরুতে কথাম্ ।

সম্পাতির্নাম তস্তাহং জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা ঋগাধিপঃ ॥৪৮॥

অন্তোম্পর্দয়াক্রূঢ়াবাবাদিত্যসংপদম্ ।

ততো দন্ধাবিমৌ পক্ষৌ ন দন্ধৌ তু জটায়ুযঃ ॥৪৯॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । থিমাঃ ভ্রাতাঃ । নক্রঃ কুস্তীরঃ, বধো মৎস্তঃ ॥৪৫— ৪৬॥

অব্রবীতি । অনশনসঙ্কল্পম্ অনশনেন মৃত্যুপঙ্কল্পম্, তৎপরং গন্তব্যশক্ত্যাব্যং ॥৪৬॥

তত ইতি । বৈনতেয়ং গলভম্ । অতর্কয়ৎ ঐচ্ছৎ । যট্টপাদোহিঃ প্লোকঃ ॥৪৭॥

তো ইতি । “জটায়ুক জটায়ুযা” ইতি দ্বিগুপকোবাধৈক্যস্যম্ভ ॥৪৮॥

ব্রহ্মশাপায় এবং তিমি, কুস্তীর ও মৎস্তের আবাসস্থান মহাসমুদ্র দর্শন করিয়া এক তাহার ভীষণত্ব ভাবিয়া অতি চুঃখিত, বিষম, ব্যথিত, ক্লান্ত ও জীবনের প্রতি অভ্যস্ত নিরাশ হইয়া পড়িলাম ॥৪৪—৪৫॥

আমরা তখন সেইখানেই অনাহারে মরিবার সঙ্কল্প করিয়া উপবেশন করিলাম ; তখন নানা আলোচনার মধ্যে জটায়ুর আলোচনাও হইল ॥৪৬॥

তাহার পর আমরা—পর্বতশৃঙ্গের স্থায় বিশাল, ভয়ঙ্কর মূর্তি ও ভয়ঙ্কর স্বভাব দ্বিতীয় গরুড়ের মত একটা পক্ষীকে দেখিতে পাইলাম ; সে—আমাদিগকে ভক্ষণ করিবে বলিয়া ভাবিয়াছিল ; কিন্তু নিকটে আসিয়া এই কথা বলিল—॥৪৭॥

“ওহে ! কে এই আমার ভ্রাতা জটায়ুর আলোচনা করিল ? আমার নাম ‘সম্পাতি’, আমি সেই জটায়ুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা ॥৪৮॥

আমরা একদা পরস্পর স্পর্ধা করিয়া সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত উঠিয়াছিলাম ; তাহাতে আমার এই পক্ষ্যুগল দৃষ্ট হইয়াছিল ; কিন্তু জটায়ুর পক্ষ্যুগল দৃষ্ট হয় নাই ॥৪৯॥

তদা মে চিরদূর্যঃ স ভ্রাতা গৃধ্রপতিঃ প্রিয়ঃ ।
 নির্দগ্ধপক্ষঃ পতিতো হৃহমগ্নিন্ মহাগিরৌ ॥৫০॥
 তন্ত্ৰৈবং বদতোহস্মাভির্হতো ভ্রাতা নিবেদিতঃ ।
 ব্যসনং ভবতশ্চেদং সংক্ষেপাদৈ নিবেদিতম্ ॥৫১॥
 স সম্পাতিস্তদা রাজন্ ! শ্রদ্ধা স্তমহদপ্রিয়ম্ ।
 বিষলচেতাঃ পশ্রচ্ছ পুনরস্মানরিন্দম ! ॥৫২॥
 কঃ স রামঃ কথং সীতা জটায়ুশ্চ কথং হতঃ ।
 ইচ্ছামি সৰ্ব্বমেবৈতচ্ছ্রীতুং প্লবগসত্তমাঃ ! ॥৫৩॥
 তস্মাহং সৰ্ব্বমেবৈতদ্ভবতো ব্যসনাগমম্ ।
 প্রায়োপবেশনে চৈব হেতুং বিস্তরতোহব্রবম্ ॥৫৪॥
 সোহস্মানুখাপয়ামাস বাকেয়ানেনঃ পক্ষিরাট্ ।
 রাবণো বিদিতো মহং লক্ষা চাস্ত মহাপুরী ॥৫৫॥

ভারতকৌমুদী

অন্তোন্তেতি । আবামাদিতাস্ত সংপদমুত্তমস্থানমাক্রোট । ইমৌ নদীয়ো ॥৪৯॥
 তদেতি । মে ময়া, স জটায়ুঃ, তদা চিরদূর্যঃ ॥৫০॥
 তন্ত্ৰেতি । তস্ত সম্পাতেরন্তিকে । ব্যসনং স্ত্রীহরণরূপা বিপৎ ॥৫১॥
 স ইতি । অগ্নিগ্নং ভ্রাতৃমরণনিবেদনবাক্যম্ ॥৫২॥
 ক ইতি । কথং কেতর্যঃ । হে প্লবগসত্তমাঃ । বানরশ্রেষ্ঠাঃ ॥৫৩॥
 তন্ত্ৰেতি । ব্যসনাগমং বিপদুপস্থিতম্ । এতৎ সৰ্ব্বমব্রবম্ ॥৫৪॥

আমি সেই বহু পূর্বে প্রিয়ভ্রাতা পক্ষিরাজ জটায়ুকে দেখিয়াছিলাম । কারণ, পক্ষয়ুগল দগ্ধ হওয়ায় আমি এই মহাপর্বতে পতিত হইয়াছিলাম” ॥৫০॥

তিনি এইরূপ বলিতেছিলেন, সেই সময়ে আমরা তাঁহার ভ্রাতা জটায়ুর বধসংবাদ জানাইলাম এবং সংক্ষেপে আপনার এই বিপদের সংবাদও বলিলাম ॥৫১॥

অরিন্দম রাজা ! তখন সেই সম্পাতি সেই গুরুতর অপ্রিয় সংবাদ শুনিয়া বিষল-
 চিত্ত হইয়া পুনরায় আমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন— ॥৫২॥

“বানরশ্রেষ্ঠগণ ! সেই রাম কে ? সীতাই বা কে ? জটায়ুই বা কি জন্ত নিহত হইল ? এই সমস্ত বিষয়ই আমি শুনিতে ইচ্ছা করি” ॥৫৩॥

তখন আপনার বিপদের উপস্থিতি এবং আমাদের প্রায়োপবেশনের কারণ ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই আমি বিস্তরক্রমে তাঁহার নিকট বলিলাম ॥৫৪॥

পরে পক্ষিরাজ সম্পাতি এই কথা বলিয়া আমাদের উঠাইলেন—

দৃষ্টা প্যরে সমুদ্রেস্ত ত্রিকূটগিরিকন্দরে ।

ভবিত্রী তত্র বৈদেহী ন মেহস্ত্যত্রে বিচারণা ॥৫৬॥ (যুগ্মকয়)

ইতি তস্ত বচঃ শ্রুত্বা বয়মুখায় সঙ্করাঃ ।

সাগরক্রমণে মন্ত্রং মন্ত্রয়ামঃ পরম্পরম্ ॥৫৭॥

নাধ্যবাস্ত্রদ্যদা কশ্চিৎ সাগরস্ত বিলজ্জ্বনে ।

তন্তঃ পিতরমাবিশ্য পুঙ্গু বেহহং মহানবম্ ।

শতযোজনবিস্তীর্ণং নিহত্য জলরাক্ষসীম্ ॥৫৮॥

তত্র সীতা ময়া দৃষ্টা রাবণাস্তঃপুরে সতী ।

উপবাসতপঃশীলা ভর্তৃদর্শনলালসা ।

জটীলা মলদিগ্ধাঙ্গী কৃশা দীনাতপস্বিনী ॥৫৯॥

নিমিত্তৈস্ত্যমহং সীতামুপলভ্য পৃথগ্বিধৈঃ ।

উপস্থত্যাশ্রবণার্থ্যামভিবাদ্য রহোগতাম্ ॥৬০॥

ভারতকৌমুদী

ন ইতি । মন্ত্রং মম । ভবিত্রী স্বাতী তিষ্ঠেদিত্যর্থঃ ॥৫৫—৫৬॥

ইতিতি । সাগরস্ত ক্রমণে লজ্জনে, মন্ত্রয়ামঃ কুর্ধ্যঃ ॥৫৭॥

নেতি । নাধ্যবাস্ত্রং অধ্যাবসায়ং ন কৃতবান্ । পিতরং বাহুম্ । যটপাদোহহং শ্লোকঃ ॥৫৮॥

তদ্রুতি । মলদিগ্ধাঙ্গী, স্তানাত্তঙ্গসংস্কারাভাবাৎ, তপস্বিনী শোণ্যা । যটপাদঃ শ্লোকঃ ॥৫৯॥

নিমিত্তৈয়িতি । নিমিত্তৈঃ অনন্তসম্ভবৈস্তৈরেব নিদৈঃ । রহোগতাং নিচ্ছিন্নহাস্ ॥৬০॥

“আমি রাবণকে জানি এবং সমুদ্রের পারে ত্রিকূটপর্বতের গুহার তাহার যে মহা-
নগরী লক্ষা আছে, তাহাও দেখিয়াছি ; সীতাদেবী সেইখানেই আছেন, এ বিষয়ে
কোন সন্দেহ নাই” ॥৫৫—৫৬॥

সম্প্রতি সেই কথা শুনিয়া সত্বর উঠিয়া আমরা সমুদ্রলজ্জনের বিষয়ে পরস্পর
মন্ত্রণা করিলাম ॥৫৭॥

যখন কেহই সমুদ্রলজ্জনে সাহস করিল না, তখন আমি পিতা পবনদেবকে
আশ্রয় করিয়া এবং জলরাক্ষসীকে বধ করিয়া শতযোজনবিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র লজ্জনে
করিলাম ॥৫৮॥

তাহার পর আমি লক্ষানগরীতে বাইয়া রাবণের অন্তঃপুরে সতী, উপবাসনিরতা,
ভর্তৃদর্শনলোলুপা, জটধারিণী, মলদিগ্ধাঙ্গী, কৃশা, কাতরা ও শোচনীয় সীতাদেবীকে
দর্শন করিলাম ॥৫৯॥

(৫৭) মন্ত্রয়ামঃ পরস্তপ । - বা ব ক নি ।

বন-২২২ (১১)

সীতে ! রামস্ত দূতোহং বানরো মারুতান্নজঃ ।
 ত্বদর্শনমভিপ্রেপ্সুরিহ প্রাপ্তো বিহারসা ॥৬১॥
 রাজপুত্রো কুশলিনো ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ ।
 সর্বশাখায়ুগেজ্জেন স্ত্রীবেণাভিপালিতৌ ॥৬২॥
 কুশলং হ্যহব্রবৌজামঃ সীতে ! সৌমিত্রিণা সহ ।
 সখিভাবাচ্চ স্ত্রীবঃ কুশলং হ্যানুপৃচ্ছতি ॥৬৩॥
 ক্ষিপ্ৰমেয়তি তে ভর্তা সর্বশাখায়ুগৈঃ সহ ।
 প্রত্যয়ং কুরু মে দেবি ! বানরোহস্মি ন রাক্ষসঃ ॥৬৪॥
 মুহূর্তমিব চ ধ্যাত্বা সীতা মাং প্রভুবাচ হ ।
 জানামি হ্যং হনুমন্তমবিষ্কাবচনাদহম্ ॥৬৫॥
 অবিক্লেয়া হি মহাবাহো ! রাক্ষসো বৃদ্ধসম্মতঃ ।
 কথিতন্তেন স্ত্রীবস্তৃষিধৈঃ সচিবৈর্বৃতঃ ॥৬৬॥

ভারতকৌমুদী

সীত ইতি । বিহারসেতানেনাত্মন আগমনাসম্ভবং নিরাকৃতম্ ॥৬১॥
 রাজেতি । সর্বেষাং শাখায়ুগাণাং বানরাণামিচ্ছেন শ্রেষ্ঠেন ॥৬২॥
 কুশলমিতি । স্বা স্বাম্, অত্রবীৰপৃচ্ছং । সখিভাবাং রামস্ত । স্বা স্বাম্ ॥৬৩॥
 ক্ষিপ্ৰমিতি । সর্বশাখায়ুগৈঃ সর্ববানরৈঃ । প্রত্যয়ং বিশ্বাসম্ ॥৬৪॥
 মুহূর্তমিতি । ধ্যাত্বা ত্রিঙ্গটাবাক্যং শৃণ্ব । অবিক্লেয়া ত্রিঙ্গটৌক্তরাক্ষসস্ত বচনাৎ ॥৬৫॥

তদনন্তর আমি, উক্ত নানাবিধ কারণে সেই নির্জনস্থ দেবীকেই সীতা নিরূপণ করিয়া, নিকটে বাইয়া, নমস্কার করিয়া বলিলাম—॥৬০॥

“জনকনন্দিনি । আমি রামচন্দ্রের দূত, জাতিতে বানর এবং বায়ুর পুত্র । আমি আপনাকে দেখিবার ইচ্ছায় আকাশপথে এইখানে আসিয়াছি ॥৬১॥

রাজপুত্র রাম ও লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতাই কুশলে আছেন এবং সর্ববানরশ্রেষ্ঠ স্ত্রীও ভ্রাতৃদ্বয়কে সর্বতোভাবে রক্ষা করিতেছেন ॥৬২॥

জনকনন্দিনি । লক্ষ্মণের সহিত রামচন্দ্র আপনার মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং রামের সহিত সখিবনিবন্ধন স্ত্রীও আপনার মঙ্গলপ্রশ্ন করিয়াছেন ॥৬৩॥

দেবি ! আপনার স্বামী সমস্ত বানরের সহিত সম্বরই এখানে আসিবেন । আপনি আমার উপরে বিশ্বাস করুন ; আমি বানর, রাক্ষস নহি” ॥৬৪॥

তখন সীতাদেবী কিছুকাল চিন্তা করিয়া আমাকে বলিলেন—“আমি অবিক্লেয় বচন অনুসারে তোমাকে হনুমান্ বলিয়াই বুঝিতেছি ॥৬৫॥

গম্যতামিতি চোক্ত্বা মাং সীতা প্রাদাদিমং মণিम् ।

ধারিতা যেন বৈদেহী কালমেতমনিন্দিতা ॥৬৭॥

প্রত্যয়ার্থং কথাক্ষেমাং কথয়ামাস জানকী ।

ক্ষিপ্তামিষীকাং কাকায় চিত্রকূটে মহাগিরৌ ।

ভবতা পুরুষব্যাঘ্র ! প্রত্যভিজ্ঞানকারণাৎ ॥৬৮॥

গ্রাহয়িত্বাহমাত্মনং ততো দধ্মুঃ চ তাং পুরীম্ ।

সংপ্রাপ্ত ইতি তং রামঃ প্রিয়বাদিনমার্চয়ৎ ॥৬৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বনি

দ্রোপদৌহরণে রামোপাখ্যানেন হনুমৎপ্রত্যাগমনেন ষট্‌ত্রিংশদধিক-

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

ভারতকৌমুদী

অবিদ্যা ইতি । বৃদ্ধচাক্ষুঃ সম্বতো লোকপ্রিয়চেতি সঃ ॥৬৬॥

গম্যতামিতি । প্রাদাৎ ভবতো বিশ্বাসার্থং সমাপিতবত্য । যেন মণিনা, অনিন্দিতা বৈদেহী, এতমেতাবজ্ঞঃ কালম্, ধারিতা বগুণেনৈব জীবনং প্রাপিতা ॥৬৭॥

প্রত্যয়েতি । হে পুরুষব্যাঘ্র ! জানকী, প্রত্যয়ার্থং ময়ি ভবতো বিশ্বাসার্থম্, প্রত্যভিজ্ঞান-কারণাৎ এতৎকৃত্য নীতমেতি জ্ঞানহেতোশ্চ, চিত্রকূটে মহাগিরৌ, ভবতা কাকায় ক্ষিপ্তাম্, ইষীকাং তৃণবিশেষবিষয়িকাম্, ইমামনন্তবিদিতাং কথাক্ষ কথয়ামাস । ইতুক্ষ্মা হনুমানপি তাং বাসায়থোক্তাং কথামকথয়াদিতি ভাবঃ । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৬৮॥

ভারতভাবদীপঃ

৥২৬-৩৪॥ কাশ্মিরায়ামি শ্বর্ষে শিচ্ ॥৩৫-৪৮॥ সংপদং গতবন্তাবিতি শেষঃ ॥৪৯-৬৬॥

ধারিতা জীবনং প্রাপ্তা, ইদানীমেতদ্বিযোগাদত্যন্তং ব্যাকুলানন্তস্তা লাভার্থং শীঘ্রং যতিতব্যমিতি ভাবঃ ॥৬৭-৬৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বনি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষট্‌ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৩৬॥

মহাবাহু । এখানে বৃদ্ধ ও লোকপ্রিয় ‘অবিদ্যা’-নামে এক রাক্ষস আছে; তিনি বলিয়াছেন যে, সুগ্রীব তোমারই তুল্য মন্ত্রিগণে পরিবেষ্টিত থাকেন ॥৬৬॥

তুমি এখন যাও” এই কথা বলিয়া সীতাদেবী আমার নিকট এই মণিটা দিলেন; যে মণিটা এতকাল যাবৎ অনিন্দিতা সীতাদেবীকে জীবিত রাখিয়াছিল ॥৬৭॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ । আমার উপরে আপনার বিশ্বাসের জন্য এক সীতাই ইহা

* ‘...অষ্টষট্‌ত্রিংশদধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...একাদশীত্যাধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...দ্বাদশীত্যাধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...ত্রয়োদশীত্যাধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

ষট্টিত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃ*ঃ—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ততস্তত্রৈব রামস্ত সমাসীনস্ত তৈঃ সহ ।

সমাজগ্নুঃ কপিশ্রেষ্ঠাঃ স্ত্রীণীবচনান্তদা ॥১॥

বৃত্তঃ কোটিমহশ্ৰেণ বানরাণাং তরস্বিনাম্ ।

শ্বশুরো বালিনঃ শ্রীমান্ স্ত্রুষণো রামমভয়াৎ ॥২॥

কোটিশতবৃত্তৌ চাপি গয়ো গবয় এব চ ।

বানরেন্দ্রৌ মহাবীৰ্য্যৌ পৃথক্ পৃথগদৃশ্যতাম্ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

গ্রাহেতি । ততঃ আহমাত্মানং গ্রাহয়িত্বা রাক্ষসৈর্ধারয়িত্বা, তাং লঙ্কাং পুরীঞ্চ দক্ষ্য, সংপ্রাপ্ত
আগত ইতি । রামস্ত প্রিয়বাদিনং তমার্চয়ং সাদ্রিয়ত ॥৬৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায় বনপর্বণি দ্রোণদীহরণে

ষট্টিত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—ঃ*ঃ—

তত ইতি । তত্রৈব মাল্যবতঃ পৃষ্ঠ এব, সমাসীনস্ত অবতিষ্ঠমানস্ত সমীপে ॥১॥

বৃত্ত ইতি । এষু কোটিাদয়ঃ সংখ্যাশব্দা বহুহমাজবোধনার্থাঃ । তরস্বিনাং বলবতাম্ ॥২॥

বলিয়াছেন—এইরূপ আপনার ধারণার জন্ত, সীতাদেবী এই উপাখ্যানটীও আমার
নিকট বলিয়া দিয়াছেন যে, আপনি চিত্রকূটপর্বতে একটা কাকের উপরে একটা
ইষীকা (তুণবিশেষ) নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ॥৬৮॥

তাহার পর আমি রাক্ষসগণের নিকট আপনাকে ধরা দিয়া এবং সেই
লঙ্কাপুরীটাকে দক্ষ করিয়া আসিয়াছি” । ইহার পর রাম সেই প্রিয়বাদী হনুমানের
বখেষ্ট আদর করিলেন” ॥৬৯॥

—ঃ*ঃ—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“তাহার পর লক্ষ্মণপ্রভৃতির সহিত রাম যখন সেই
মাল্যবান্‌পর্বতেই অবস্থান করিতেছিলেন, তখন স্ত্রীণীবের আদেশ অনুসারে প্রধান
প্রধান বহুতর বানর আগমন করিল ॥১॥

বালীর শ্বশুর উজ্জলবেশধারী স্ত্রুষণ বলবান্‌ বহুতর বানরে পরিবেষ্টিত হইয়া
রামের নিকট আগমন করিল ॥২॥

(৩)....গজো গবয় এব চ—বা ব কা নি ।

ষষ্টিকোটীসহস্রাণি প্রকর্ষন্ প্রত্যদৃশ্যত ।
 গোলাঙ্গুলো মহারাজ ! গবাক্ষো ভৌমদর্শনঃ ॥৪॥
 গন্ধমাদনবাসৌ তু প্রথিতো গন্ধমাদনঃ ।
 কোটীশতসহস্রাণি হরীণাং সমকর্ষত ॥৫॥
 পনসো নাম মেধাবী বানরঃ স্তম্ভাবলঃ ।
 কোটীদশ দ্বাদশ চ ত্রিংশৎ পঞ্চ প্রকর্ষতি ॥৬॥
 ত্রীমান্ দধিমুখো নাম হরিবুদ্ধোহতিবীৰ্য্যবান্ ।
 প্রচকর্ষ মহাসৈন্যং হরীণাং ভীমতেজসাম্ ॥৭॥
 কৃষ্ণাণাং মুখপুণ্ড্রাণামৃক্ষাণাং ভীমকর্ণণাম্ ।
 কোটীশতসহস্রাণি জাম্ববান্ প্রত্যদৃশ্যত ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

কোটীতি । অদৃশ্যতাম্ অদৃশ্যতান্, তত্রৈত্যর্থজৈরिति শেষঃ ॥৩॥
 বষ্টীতি । ষষ্টিকোটীসহস্রাণি বানরাণামেব । গোলাঙ্গুলন্তজ্জাতীয়ঃ ॥৪॥
 গন্ধেতি । গন্ধমাদনঃ পর্বতজম্বাসী । হরীণাং বানরাণাম্ ॥৫॥
 পনস ইতি । প্রকর্ষতি প্রকৃষ্টানয়তি য় ॥৬॥
 ত্রীমানিতি । হরিবুদ্ধো বুদ্ধো বানরঃ । মহাসৈন্যং বিশালাং চম্ব ॥৭॥
 কৃষ্ণানামিতি । মুখে মুখৈকদেশে ললাটে পুণ্ড্রাণি পুণ্ড্রাকারথেতলোমানি যেষাং তেষাম্ ॥৮॥

বানরশ্রেষ্ঠ ও মহাবল গয় এবং গবয়কে পৃথক্ পৃথক্ বহুসংখ্যক বানরে পরিবৃত্ত
 অবস্থায় উপস্থিত হইতে দেখা গেল ॥৩॥

মহারাজ ! তৎপরে গোলাঙ্গুল ও ভয়ঙ্করমূর্ত্তি গবাক্ষকে অসংখ্য বানর লইয়া
 আসিতে দেখা গেল ॥৪॥

গন্ধমাদনপর্বতবাসী বিখ্যাত গন্ধমাদন বহুতর বানরসৈন্য লইয়া উপস্থিত
 হইল ॥৫॥

বুদ্ধিমান ও অত্যন্ত বলবান্ 'পনস'-নামক বানর প্রচুর বানরসৈনিক লইয়া
 আগমন করিল ॥৬॥

উজ্জলবেশধারী, অত্যন্ত বলবান্ ও বুদ্ধ দধিমুখ মহাবল বিশাল বানরসৈন্যের
 সহিত উপস্থিত হইল ॥৭॥

কৃষ্ণবর্ণ, ললাটে ষ্ঠেতচ্ছিশালী ও ভীমকর্ণা অসংখ্য ভল্লুকের সহিত জাম্ববান্-
 কেও দেখা গেল ॥৮॥

এতে চান্দ্রে চ বহবো হরিযুথপযুথপাঃ ।

অসংখ্যো মহারাজ ! সমীযু রামকারণাৎ ॥১০॥

গিরিকূটনিভাঙ্গানাং সিংহানামিব গজ্জতাম্ ।

শ্রয়তে তুমুলঃ শব্দস্তত্র তত্র প্রধাবতাম্ ॥১০॥

গিরিকূটনিভাঃ কেচিৎ কেচিন্মহিষসন্নিভাঃ ।

শরদভ্রপ্রতীকাশাঃ কেচিদ্ধিশূলকাননাঃ ॥১১॥

উৎপতন্তুঃ পতন্তুশ্চ প্লবনানাশ্চ বানরাঃ ।

উদ্ধুগন্তোহপরে রেণুন্ সমাজগ্মুঃ সমন্ততঃ ॥১২॥

স বানরমহাসৈন্যঃ পূর্ণসাগরসন্নিভঃ ।

নিবেশমকরোত্তর স্ত্রীবানুমতে তদা ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

এত ইতি । হরীণাং বানরাণাং যুথং সমূহং পাশ্চি রক্ষস্খীতি তেবামপি যুথপাঃ ॥১০॥

গিরীতি । গিরিকূটনিভাঙ্গানাং পর্বতশৃঙ্গসদৃশদৃঢ়গাত্রাণাম্ । শব্দঃ কোলাহলঃ ॥১০॥

গিরীতি । গিরিকূটনিভাঃ পর্বতশৃঙ্গতুল্যা বৃহতঃ । শরদভ্রপ্রতীকাশাঃ শরমেঘতুল্যভ্রবর্ণাঃ, হিঙ্গুলকবৎ আননং রক্তবর্ণং যুথং যেষাং তে ॥১১॥

উদ্বিতি । উদ্ধুগন্ত উৎক্ষিপন্তঃ, রেণুন্ ধূলীঃ ॥১২॥

স ইতি । পূর্ণসাগরসন্নিভো বিশালতায়ামিতি ভাবঃ ॥১৩॥

মহারাজ ! ইহারা এবং অত্যাশ্রয় বহুতর বানরশ্রেষ্ঠ রামের জন্ত সেখানে উপস্থিত হইল ॥১০॥

ক্রমে পর্বতশৃঙ্গের আয় দৃঢ়শরীর ও সিংহের আয় গজ্জনকারী বানরগণ দৌড়াইতে লাগিল ; তখন সেই সেই স্থানে তাহাদের তুমুল কোলাহল শুনা বাইতে থাকিল ॥১০॥

সেই বানরদের মধ্যে কতকগুলি পর্বতশৃঙ্গের আয় বিশাল, কতকগুলি মহিষের আয় ধূসরবর্ণ, কতকগুলি শরৎকালের মেঘের আয় শুভ্রবর্ণ এবং কতকগুলি হিঙ্গুলের আয় রক্তমুখ ছিল ॥১১॥

কতকগুলি বানর উল্লঙ্ঘন-প্রলঙ্ঘন করিতে করিতে এবং অপর কতকগুলি বানর ধূলি উড়াইতে উড়াইতে সকল দিক্ হইতে আগমন করিল ॥১২॥

পূর্ণ সাগরের তুল্য সেই বিশাল বানরসৈন্য আসিয়া তখন স্ত্রীবীরের অনুমতি অনুসারে সেই স্থানেই শিবির সন্নিবেশ করিল ॥১৩॥

ততস্তেষু হরীক্ষেষু সমাবৃত্তেষু সৰ্কশঃ ।

তিথৌ প্রশস্তে নক্ষত্রে মুহূর্তে চাভিপূজিতে ॥১৪॥

তেন ব্যাচেন সৈন্তেন লোকানুবর্তয়ামি ।

প্রযযৌ বাঘবঃ শ্রীমান্ স্ত্রীবসহিতস্তদা ॥১৫॥ (যুগ্মকম্)

মুখমাসীভু সৈন্তস্ত হনুমান্ মারুতান্বজঃ ।

জঘনং পালয়ামাস সৌমিত্রিরকুতোভয়ঃ ॥১৬॥

বদ্ধগোধানুলিঙ্গাণৌ বাঘবৌ তত্র জগতুঃ ।

যুতো হরিমহামাত্রৈশ্চন্দ্রসূর্য্যৌ গ্রহৈরিব ॥১৭॥

প্রবভৌ হরিসৈন্ত্যং তৎ সালতালশিলায়ুধম্ ।

ভুমহচ্ছালিভবনং যথা সূর্য্যোদয়ঃ প্রতি ॥১৮॥

নলনৌলাঙ্গদক্রাণ্ড-মৈন্দদ্বিবিদপালিতা ।

যযৌ স্তমহতী সেনা বাঘবস্ত্রার্থসিদ্ধয়ে ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । হরীক্ষেষু বানরক্ষেত্রেষু, সৰ্কশঃ সর্কাত্যাঃ দিগ্ভ্যঃ, সমাবৃত্তেষু আগতেষু সংস্থে ।
ব্যাচেন যচিতব্যুৎপাদেন, উবর্তয়ন্ অধিকৌ কুৰ্বন্ ॥১৪—১৫॥

মুখমিতি । মুখং সর্কাত্যবর্তী । জঘনং পশ্চাচ্চাগম্ ॥১৬॥

বদ্ধেতি । বদ্ধে ধৃতো গোধা জ্যাঘাতাবরণমুলিঙ্গাণকং তে বাভ্যাং ভৌ । হরিমহামাত্রৈর্দেবানর-
প্রধানৈঃ । “গোধা গোণিবিশেষে ত্র্যং জ্যাঘাতস্ত চ বাঘবঃ” ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥১৭॥

প্রোতি । শালিভবনং শীতকালে শোষণায় নিরাবরণীকৃতং পক্ষধাতুসূহম্ ॥১৮॥

নলেতি । নলাদয়ঃ প্রধানবানরাঃ । অর্থসিদ্ধয়ে প্রয়োজননিষ্পত্তয়ে ॥১৯॥

সকল দিক্ হইতে সেই সমস্ত প্রধান বানর উপস্থিত হইলে, তাহার পর শ্রীমান্
রামচন্দ্র স্ত্রীবেব সহিত মিলিত হইয়া সেই ব্যূহবদ্ধ সৈন্তদ্বারা আরও কতকগুলি
ভূবন উদ্ধৃত্ত (অতিরিক্ত) করিতে থাকিয়াই যেন প্রশস্ত তিথিতে, শুভ নক্ষত্রে ও
উত্তম লগ্নে যুদ্ধযাত্রা করিলেন ॥১৪—১৫॥

পবননন্দন হনুমান্ সেই সৈন্তের সম্মুখভাগে রহিলেন এবং নির্ভয়চিত্ত লক্ষ্য
তাহার পশ্চাচ্চাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥১৬॥

রাম ও লক্ষ্মণ জ্যাঘাতাবরণ ও অঙ্গুলিগ্র ধারণ করিয়া এবং প্রধান প্রধান বানরে
পরিবেষ্টিত হইয়া, গ্রহগণপরিবেষ্টিত চন্দ্র ও সূর্যের ত্রায় গমন করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

সাল, তাল ও শিলারূপ অস্ত্রধারী সেই বানরসৈন্ত, সূর্য্যোদয়ের সময়ে আচ্ছাদন-
শূন্ত অতিবৃহৎ পক্ষধাতুর গৃহের ত্রায় শোভা পাইতে থাকিল ॥১৮॥

বিবিধেষু প্রশস্তেষু বহুলফলেষু চ ।

প্রভূতমধুমাংসেষু বারিমৎসু শিবেষু চ ॥২০॥

নিবসন্তৌ নিরাবাধা তথৈব গিরিসানুযু ।

উপায়াকুরিসেনা সা ক্ষারোদমথ সাগরম্ ॥২১॥ (যুগ্মকম্)

দ্বিতীয়সাগরনিভং তদ্বলং বহুলধ্বজম্ ।

বেলাবনং সমাসাশ্রয় নিবাসমকরোত্তমা ॥২২॥

ততো দাশরথিঃ শ্রীমান্ সুগ্রীবং প্রত্যভাষত ।

মধ্যে বানরমুখ্যানাং প্রাপ্তকালমিদং বচঃ ॥২৩॥

উপায়ঃ কো নু ভবতাং মতঃ সাগরলঙ্ঘনে ।

ইয়ং হি মহতী সেনা সাগরশ্চাঁতিচুস্তরঃ ॥২৪॥

তত্রান্যে ব্যাহরন্তি স্য বানরাঃ পটুমানিনঃ ।

সমর্থী লঙ্ঘনে সিংহোর্ন তু তৎ কৃৎস্নকারকম্ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

বিবিধেষু। বহুনি বুলফলানি যেষু তেষু প্রভূতানি প্রচুরাণি মধুনি পুষ্পরসা মাংসানি চ যেষু তেষু, শিবেষু মঙ্গলময়েষু স্থানেষু। ক্ষারোদং লবণজলম্ ॥২০-২১॥

দ্বিতীয়েতি। বেলাবনং লবণসমুদ্রতীরস্বরূপম্ ॥২২॥

তত ইতি। দাশরথিঃ রামঃ। প্রাপ্ত উপস্থিতঃ কালো যন্ত তৎ ॥২৩॥

উপায় ইতি। মহতী অতিবহুলজনঘটিতা ॥২৪॥

নল, নীল, অঙ্গদ, ক্রাথ, মৈন্দ ও দ্বিবিদ-রক্ষিত সেই বিশাল বানরবাহিনী রামচন্দ্রের কার্য্যসিদ্ধির জন্য গমন করিতে লাগিল ॥১৯॥

যে যে স্থানে প্রচুর ফল, মূল, মধু, মাংস ও জল ছিল, সেই সকল প্রশস্ত ও মঙ্গলময় নানাবিধ স্থানে এবং পর্ব্বতের সমতল ভূমিতে বাস করিতে থাকিয়া ক্রমে সেই বানরসেনা নির্বিঘ্নে লবণসমুদ্রের তীরে যাইয়া উপস্থিত হইল ॥২০-২১॥

পরে দ্বিতীয়সমুদ্রতুল্য ও বহুতর ধ্বজসম্বিত সেই সৈন্য সমুদ্রের তীরবর্তী বনে যাইয়া তখন অবস্থান করিল ॥২২॥

তাহার পর শ্রীমান্ রামচন্দ্র প্রধান প্রধান বানরগণের মধ্যে সুগ্রীবের নিকট তৎকালোচিত এই কথা বলিলেন—॥২৩॥

“বীরগণ। সমুদ্রলঙ্ঘনের বিষয়ে কোন উপায় তোমাদের অভিমত? এই বাহিনীও বিশাল, সমুদ্রও অতিচুস্তর ॥২৪॥

(২১)---ক্ষারোদ ইব সাগরঃ—পি। (২৫)---বানরা বহমানিনঃ—বা ব কা।

কেচিমৌভিব্যবস্ত্তি কেচিচ্চ বিবিধৈঃ প্রবৈঃ ।

নেতি রামস্ত তান্ সর্বান্ সাস্ত্বয়ন্ প্রত্যভাষত ॥২৬॥

শতযোজনবিস্তারং ন শক্তাঃ সর্ববানরাঃ ।

ক্রাস্তং তোয়নিধিং বৌরাঃ । নৈষা বো নৈষ্ঠিকী মতিঃ ॥২৭॥

নাবো ন সস্তি সেনায়া বহ্যাস্তারয়িতুং তথা ।

বণিজ্যমুপঘাতঞ্চ কথমশ্রাদ্ধশচরেৎ ॥২৮॥

বিস্তীর্ণৈকৈবদ্ভূনঃ সৈন্তং হস্তাচ্ছিন্নদ্রেণ বৈ পরঃ ।

প্রবোদ্ধুপপ্রতারশ্চ নৈবাক্রৈ মম রোচতে ॥২৯॥

অহং ভিমং জলনিধিং সমারপ্যাম্যুপায়তঃ ।

প্রতিশেষান্ন্যাপবদন্ দর্শয়িষ্যতি মাং ততঃ ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

অজ্ঞেতি । পটুন্ যবননিপুণান্ আত্মনো মনস্ত ইতি পটুমানিনঃ, অজ্ঞে বানরাঃ, ব্যাহরতি ক্রবন্তি য়; বয়ং নিষ্কোল্লভ্যেন সমর্থ্যঃ; কিন্তু তদ্ব্যাকং লজ্জনম্, ন কৃত্বত সর্বসৈন্তলজ্জনস্ত কারকম্ । তদ্ব্যাকং লজ্জনং নিরর্থকমিতি ভাবঃ ॥২৫॥

কেচিহিতি । ব্যবস্ত্তি তরীভূং যতস্তে য় । প্রবৈ উদ্ভূতৈঃ ॥২৬॥

শজেতি । ক্রাস্তং নৌতিঃ প্রবৈবা লজ্জয়িতুন্ । নৈষ্ঠিকী সম্পূর্ণকার্যনির্বাহিকা ॥২৭॥

নাব ইতি । নাবঃ প্রবাস্চ । অথ বণিজ্যং নাব আচ্ছিত্ত লজ্জ্যভ্যাসিত্যাহ—বণিজ্যমিতি ॥২৮॥

বিস্তীর্ণমিতি । ছিন্নদ্রেণ প্রবোদ্ধুপাত্যাং তরণরূপক্ৰেণ । কদলীস্তভাদিরচিত্ত তরণসামনং পূবঃ, ক্ষুদ্রনৌকা চোদ্ধুপ তভ্যায় প্রভারঃ সমুদ্রতরণম্ ॥২৯॥

তখন আত্মনৈপুণ্যভিমানী কতকগুলি বানর বলিল—“আমরা সমুদ্রলজ্জনে সমর্থ বটি; কিন্তু তাহা ত সকলের লজ্জননির্বাহক হইবে না” ॥২৫॥

কেহ কেহ নৌকাদ্বারা লজ্জনের কথা বলিল; অপর কেহ কেহ নানাবিধ ভেলাদ্বারা পার হইবার কথা জানাইল; কিন্তু রাম কোমল বাক্যদ্বারা তাহাদের সকলকেই বলিলেন যে, “উহার কোনটাই হইতে পারে না ॥২৬॥

কারণ, সকল বানর নৌকা বা ভেলাদ্বারা শতযোজনবিস্তীর্ণ সমুদ্র পার হইতে পারে না; সুতরাং তোমাদের এ বুদ্ধি সম্পূর্ণ কার্যনির্বাহক নহে ॥২৭॥

তার পর, আমাদের সৈন্তদের পার হইবার উপযোগী বহুতর নৌকা বা ভেলাও নাই; আবার আমাদের মত লোক কিপ্রকারেই বা বণিকদিগের কার্যের ব্যাঘাত করিতে পারে? ॥২৮॥

বিশেষতঃ, শত্রুপক্ষ কোন কীক পাইলেই তখন আমাদের বিস্তৃত সৈন্ত নষ্ট করিয়া ফেলিবে। এই জন্যই ভেলা বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকাদ্বারা সমুদ্রতরণের চেষ্টা করা আমার অভিপ্রেত নহে ॥২৯॥

ন চৈদর্শয়িতা মার্গং ধক্ষ্যাম্যেনমহং ততঃ ।
 মহাস্তৈরপ্রতিহতৈরত্যাগিপবনোজ্জ্বলৈঃ ॥৩১॥
 ইত্যুক্ত্বা সহসৌমিত্রিরূপস্পৃশ্যথ রাঘবঃ ।
 প্রতিশিশ্চে জলনিধিং বিবিধং কুশসংস্তরে ॥৩২॥
 সাগরস্ত ততঃ স্বপ্নে দর্শয়ামাস রাঘবম্ ।
 দেবো নদনদীভর্তা শ্রীমান্ যাদোগগৈর্বৃতঃ ॥৩৩॥
 কোশল্যামাতরিত্যেবমাতাষ্ম মধুরং বচঃ ।
 ইদমিত্যাহ রত্নানামাকরৈঃ শতশো বৃতঃ ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

অহমিতি । উপায়তঃ অন্ত্রেনোপায়েন, সমারপ্যামি আরাধ্যামারপ্যো । প্রতি সমুদ্রং লক্ষ্যী-
 কৃত্য শেস্তামি শয়িয়ে, দর্শয়িষ্যতি মার্গমিতি শেষঃ ॥৩০॥

নেতি । অগ্নিপবনাবতিকাভানীতি অত্যাগিবনানি তানি চ তানি উজ্জ্বলানি চেতি তৈঃ ॥৩১॥

ইতীতি । উপস্পৃশ্য আচম্য । জলনিধিং প্রতি লক্ষ্যীকৃত্য শিশ্চে ॥৩২॥

সাগর ইতি । দর্শয়ামাস আত্মানমিতি শেষঃ । যাদোগগৈর্জলজন্তুগণৈঃ ॥৩৩॥

কৌশল্যোতি । কোশল্যা মাতা যন্তু তৎসম্বোধনম্ । আকরৈঃ ধনিভিঃ ॥৩৪॥

ভারতভাবদীপঃ

ততস্তত্রৈবেতি ॥১—৭॥ মুখে পুণ্ড্রস্তিলকং যেষাং তে ললাটে উর্দ্ধপুণ্ড্রাকারেণ চিহ্নেন
 চিহ্নিতানাম্ ॥৮—১৭॥ শালিভিত্তীতি শালিভং তচ্চ তদ্বনং পক্ষশালিভবনং তৎপীতবর্ণ-
 মিত্যর্থঃ ॥১৮—২৮॥ প্রবঃ অলাবুঘটাদিময়ং তরণসাধনম্, উদ্ভূপং ক্ষুদ্রনৌকা, তাভ্যাং
 প্রতারস্তরণম্ ॥২৯॥ সমারপ্যামি আরাধয়িষ্যামি ॥৩০—৩৩॥ মধুরং বচ ইদং শৃণ্বিত্যাহেতি

তবে, আমি অত্র কোন উপায়ে সমুদ্রের আরাধনা আরম্ভ করিব । আমি
 উপবাসী থাকিয়া সমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া শয়ন করিব (ধন্য দিব) ; তাহা হইলেই
 সমুদ্র আমাকে পথ দেখাইয়া দিবেন ॥৩০॥

যদি পথ দেখাইয়া না দেন, তবে অগ্নি ও বায়ু অপেক্ষাও প্রবল এবং উজ্জল ও
 অপ্রতিহত মহাস্ত্রদ্বারা সমুদ্রকে আমি দগ্ধ করিয়া ফেলিব” ॥৩১॥

এই কথা বলিয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া
 আচমনপূর্বক যথাবিধানে কুশশয্যায় শয়ন করিলেন ॥৩২॥

তাহার পর নদ ও নদীগণের ভর্তা এবং উজ্জলমূর্ত্তি সমুদ্রদেব জলজন্তুগণে পরি-
 বেষ্টিত হইয়া আসিয়া স্বপ্নে রামচন্দ্রকে দর্শন দান করিলেন ॥৩৩॥

এবং “কৌশল্যানন্দন !” এইরূপ মধুর বাক্য বলিয়া শত শত রত্নখনির্ভর
 পরিবেষ্টিত থাকিয়া এইভাবে এই কথা বলিলেন—॥৩৪॥

ক্রহি কিং তে করোম্যত্র সাহায্যং পুরুষর্বভ ! ।
 ঐক্ষাকো হস্মি তে জ্ঞাতীরতি রামস্তমব্রবৌ ॥৩৫॥
 মার্গমিচ্ছামি সৈন্তস্য দত্তং নদনদীপতে ! ।
 যেন গন্তা দশগ্রীবং হস্তাং পৌলস্ত্যপাংসনম্ ॥৩৬॥
 যত্তেবং যাচতো মার্গং ন প্রদাস্ততি মে ভবান্ ।
 শরৈস্ত্বাং শোধয়িষ্যামি দিব্যাস্ত্রপ্রতিমদ্বিভৈঃ ॥৩৭॥
 ইত্যেবং ব্রুবতঃ শ্রুত্বা রামস্য বরুণালয়ঃ ।
 উবাচ ব্যথিতো বাক্যমিতি বদ্ধাঞ্জলিঃ স্থিতঃ ॥৩৮॥
 নেচ্ছামি প্রতিঘাতং তে নাস্মি বিস্করন্তব ।
 শৃণু চেনং বেচো রাম ! শ্রুত্বা কর্তব্যমাচর ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

ক্রহীতি । জ্ঞাতীরসি সগরপুত্রৈর্নির্ধিতবাদিত্যাশয়ঃ ॥৩৫॥
 মার্গমিতি । দত্তং ভবতেতি শেবঃ । পৌলস্ত্যপাংসনং পুণ্ড্রকুলদ্বন্দ্বকম্ ॥৩৬॥
 যবীতি । দিব্যাস্ত্রপ্রতিমদ্বিভৈঃ শরীয়াস্ত্রমণ্ডপাতিমদ্বিভৈঃ ॥৩৭॥
 ইতীতি । বরুণালয়ঃ সমুদ্রঃ । ব্যথিতঃ, পক্ষাঙ্করে শাসনপ্রবণঃ ॥৩৮॥
 নেতি । প্রতিঘাতমনিষ্টং কর্তব্যম্ । কর্তব্যম্ আচর কৃত্ব ॥৩৯॥

“পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আমি ইক্ষাকুবংশীয়; সুতরাং আপনার জ্ঞাতি; অতএব
 বলুন—আমি এখন আপনার কি সাহায্য করিব”। রাম তখন তাঁহাকে
 বলিলেন—॥৩৫॥

“সমুদ্র ! আপনি আমার সৈন্তের পথ দান করেন, ইহা আমি ইচ্ছা
 করি, যাহার উপর দিয়া যাইয়া আমি পুণ্ড্রকুলদ্বন্দ্বক রাবণকে বধ করিতে
 পারি ॥৩৬॥

আমি এইরূপ প্রার্থনা করায়ও আপনি যদি পথ প্রদান না করেন, তবে আমি
 দিব্যাস্ত্রমন্ত্রে অতিমজ্জিত বাণদ্বারা আপনাকে গুড় করিব” ॥৩৭॥

রাম এইরূপ বলিলে, সমুদ্র তাহা শুনিয়া কৃতান্তলি হইয়া দাঁড়াইয়া ছুঁষিতচিহ্নে
 এই কথা বলিলেন—॥৩৮॥

“রাম ! আমি আপনার অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না এক আপনার
 বিস্করারীও নহি; সুতরাং এই বাক্য শ্রবণ করুন এক শ্রবণ করিয়া কর্তব্য কার্য্য
 করুন ॥৩৯॥

(৩৫)....ঐক্ষাকুবংশি—বা কা, ...ইক্ষাকুবংশি—পি ।

যদি দাস্তামি তে মার্গং সৈন্ত্যস্ত ব্রজতো জয়া ।
 অত্রেহপ্যাজ্ঞাপয়িষ্যন্তি মামেবং ধনুষো বলাৎ ॥৪০॥
 অস্তি ত্বত্র নলো নাম বানরঃ শিল্লিসম্মতঃ ।
 ত্বর্কুর্দেবস্ত তনয়ো বলবান্ বিশ্বকর্ষণঃ ॥৪১॥
 স যৎ কাষ্ঠং তৃণং বাপি শিলাং বা ক্ষেপ্যতে ময়ি ।
 সর্বং তদ্ধারয়িষ্যামি স তে সেতুর্ভবিষ্যতি ॥৪২॥
 ইত্যুক্ত্বাস্তুর্হিতৈঃ তস্মিন্ রামো নলমুবাচ হ ।
 কুরু সেতুং সমুদ্রে ত্বং শক্ভো হৃসি মতো মম ॥৪৩॥
 তেনোপায়েন কাকুৎস্থঃ সেতুবন্ধমকারয়ৎ ।
 দশযোজনবিস্তারমায়তং শতযোজনম্ ॥৪৪॥
 নলসেতুরিতি খ্যাতো যোহতাপি প্রথিতো ভুবি ।
 রামস্তাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য নির্মিতো গিরিসম্নিভঃ ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

যদীতি । জয়া আজয়া । অত্রেহপি ধনুষস্তঃ ॥৪০॥
 অস্তীতি । অত্র তব সেনায়াম্ । ত্বর্কুর্দেবকিছুতস্ত ॥৪১॥
 স ইতি । ধারয়িষ্যামি, ন তু শ্রোতসা হরিষ্যামি নবা তলং নেত্রায়ীতি ভাবঃ ॥৪২॥
 ইতীতি । তস্মিন্ সমুদ্রপুরুষে । শক্ভঃ, বিশ্বকর্ষণঃ পুত্রহাদিত্যাশয়ঃ ॥৪৩॥
 তেনেতি । তেন শিলাকাষ্ঠাদিনিক্ষেপরূপেণ । আয়তং দীর্ঘম্ ॥৪৪॥
 নলেতি । স চ নলসেতুরিতি খ্যাতোহভূৎ, নলেন নির্মাণাৎ ॥৪৫॥

আমি যদি আপনার আদেশেই আপনার সৈন্তের পথ প্রদান করি, তবে অত্র ধনুর্ধররাও ধনুর বলে আমাকে এইরূপ আদেশ করিবেন ॥৪০॥

তবে, আপনার এই সৈন্তের মধ্যে দেবশিল্লী বিশ্বকর্ষদেবের পুত্র বলবান্ ও বিশেষশিল্লী 'নল'-নামে এক বানর আছেন ॥৪১॥

তিনি যে কাষ্ঠ, তৃণ বা শিলা আমার উপরে নিক্ষেপ করিবেন, সে সমস্তই আমি ধারণ করিব ; সুতরাং তাহাই আপনার সেতু হইবে" ॥৪২॥

এই কথা বলিয়া সমুদ্র অন্তর্হিত হইলে, রাম নলকে বলিলেন—“নল । তুমি সমুদ্রবন্ধনে সমর্থ—ইহাই আমার ধারণা ; অতএব তুমি সমুদ্রে সেতুবন্ধন কর” ॥৪৩॥

তাহার পর রাম নলদ্বারা সমুদ্রনির্দিষ্ট উপায়ে দশযোজনবিস্তৃত এবং শতযোজন-দীর্ঘ সেতু বন্ধন করাইলেন ॥৪৪॥

(৪৫)---নির্মাণাতো গিরিসম্নিভঃ—বা ব কা, ...ধার্যতে গিরিসম্নিভঃ—নি ।

তত্রস্থং স তু ধৰ্ম্মাত্মা সমাগচ্ছদ্বিভীষণঃ ।
 ভ্রাতা বৈ রাক্ষসেন্দ্রস্ত চতুর্ভিঃ সচিবৈঃ সহ ॥৪৬॥
 প্রতিজ্ঞগ্রাহ রামস্তঃ স্বাগতেন মহামনাঃ ।
 সূত্রীবস্তু তু শঙ্কাত্মং প্রণিধিঃ স্মাদিতি স্ম হ ॥৪৭॥
 রাঘবঃ সত্যচেষ্টাভিঃ সম্যক্শুচরিতৈর্জিতৈঃ ।
 যদা তন্ত্বেন তুর্কৌহভূতত এনমপূজয়ৎ ॥৪৮॥
 সর্ববরাক্ষসরাজ্যে চাপ্যভ্যাবিকল্পিতভীষণম্ ।
 চক্রে চ মন্ত্রসচিবং সূত্রদং লক্ষণস্ত চ ॥৪৯॥
 বিভীষণমতেনৈব সোহত্যক্রামান্নাহারবম্ ।
 সৈন্যঃ সেতুনা তেন আসেনৈব নরাধিপ ! ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

ভজোতি । তত্রস্থং সমুদ্রোত্তরতীরস্থমেব রামম্ । রাক্ষসেন্দ্রস্ত রাবণস্ত ॥৪৬॥
 প্রণীতি । শঙ্কান্দ্রঃ । প্রণিধিঃ, রাবণস্তৈব চরঃ ॥৪৭॥
 রাঘব ইতি । তন্ত্বেন যথার্থেন । এনং বিভীষণম্, অপূজয়ৎ সূত্রীবঃ ॥৪৮॥
 সর্বেতি । অভ্যাবিক্ণং, রাম ইতি শেষঃ ॥৪৯॥

ভারতভাবদীপঃ

শেষেণ যোজ্যম্ ॥৪৪—৪৯॥ আভ্যয়েতি ছেদঃ, পূর্বরূপমার্যম্ ॥৪০—৪৩॥ প্রণিধিচ্ছল-

নল রামের আদেশ অনুসারে পর্বতপ্রমাণ সেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন ;
 তাই তাহা 'নলসেতু'—নামে বিখ্যাত হইয়াছিল ; বাহা অজ্ঞাপি পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ
 রহিয়াছে ॥৪৫॥

তদনন্তর রাবণের ভ্রাতা ও ধৰ্ম্মাত্মা বিভীষণ চারি জন মন্ত্রীর সহিত সেইখানেই
 রামের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥৪৬॥

মহামনা রাম তখন স্বাগতসম্ভাবণপূর্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন ; কিন্তু রাবণের
 চর বলিয়া বিভীষণের উপরে সূত্রীবের আশঙ্কা জন্মিল ॥৪৭॥

তার পর, বিভীষণের সভ্য ব্যবহার এক ভায়সমস্ত কার্য্য ও ইঙ্গিত দেখিয়া রাম
 যখন তাঁহার উপরে যথার্থই সন্দেহ হইলেন, তদবধি সূত্রীবও তাঁহার সন্মান করিতে
 থাকিলেন ॥৪৮॥

ক্রমে রাম বিভীষণকে সমগ্র রাক্ষসরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এক তাঁহাকে
 লক্ষণের মন্ত্রণাসচিব ও সখা করিয়া দিলেন ॥৪৯॥

রাজা ! রামচন্দ্র বিভীষণের মত অনুসারেই সৈন্তগণের সহিত সেই সেতুপথে
 একমাসে মহাসমুদ্র অতিক্রম করিলেন ॥৫০॥

ততো গত্ত্বা সমাসাচ্চ লঙ্কোত্তানানি ভাগশঃ ।
 ভেদয়ামাস কপিভির্মহান্তি চ বহুনি চ ॥৫১॥
 তত্রস্থৌ রাবণামাতৌ রাক্ষসৌ শুকসারণৌ ।
 চরৌ বানররূপেণ তৌ জগ্ৰাহ বিভীষণঃ ॥৫২॥
 প্রতিপন্নৌ যদা রূপং রাক্ষসং তৌ নিশাচরৌ ।
 দর্শয়িত্বা ততঃ সৈন্যং রামঃ পশ্চাদবাস্থজং ॥৫৩॥
 নিবেশ্যোপবনে সৈন্যং তং পুরঃ প্রাজ্ঞবানরম্ ।
 প্রেষয়ামাস দৌত্যেন রাবণস্ত ততোহঙ্গদম্ ॥৫৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি
 দ্রৌপদৌহরণে রামোপাখ্যানেন সেতুবন্ধনে সপ্তত্রিংশদধিক-
 দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—ঃ*ঃ—

ভারতকৌমুদী

বিভীষণেতি । স রামঃ, মাসেনৈব অভ্যক্রামদিতি সম্বন্ধঃ ॥৫০॥
 তত ইতি । ভাগশো ভাগে ভাগে স্থিতানি । ভেদয়ামাস ভঙ্গয়ামাস ॥৫১॥
 তত্রেষু । তত্র রামসেনায়াং তিষ্ঠত ইতি তত্রস্থৌ আস্তামিতি শেষঃ ॥৫২॥
 প্রতিতি । প্রতিপন্নৌ প্রাপ্তৌ । ততস্তদা । অবাস্থজং চরত্বেনামুজং ॥৫৩॥
 নিবেশ্যেতি । পুরৌ লঙ্কায়ঃ । দৌত্যেন হেতুনা, রাবণস্ত সমীপে ॥৫৪॥
 ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্যবিরচিতায়াং
 মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীশাখায়াং বনপর্বণি দ্রৌপদৌহরণে
 সপ্তত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

কৃৎপুচ্চারো বা, “প্রাণিধির্না খলে চরে” ইতি মেদিনী ॥৪৭—৫০॥ দৌত্যেন হেতুনা ॥৫৪॥
 ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তত্রিংশদধিক-
 দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৩৭॥

তাহার পর রাম লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া তাহার ভাগে ভাগে অবস্থিত বৃহৎ ও
 বহুতর উত্তানসমূহকে বানরগণদ্বারা ভগ্ন করাইলেন ॥৫১॥

তখন রাবণের মন্ত্রী রাক্ষস শুক ও সারণ বানররূপ ধারণ করিয়া চররূপে
 রামের সৈন্যমধ্যে অবস্থান করিতেছিল ; কিন্তু বিভীষণ তাহাদিগকে ধরিয়া
 ফেলিলেন ॥৫২॥

সেই রাক্ষস শুক ও সারণ যখন রাক্ষসরূপই ধারণ করিল, তখন রাম
 তাহাদিগকে নিজের সৈন্য দেখাইয়া পরে ছাড়িয়া দিলেন ॥৫৩॥

(৫১)...লঙ্কোত্তানানিভাগশঃ—বা ব কা নি । (৫২)...মহিণৌ শুকসারণৌ—বা ব কা পি ।

* ‘...উনসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...দ্ব্যশীত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব; ‘...ত্র্যশীত্য-
 ধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...চতুরশীত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

অষ্টত্রিংশাদধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ

—:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

প্রভৃত্যমোদকে তস্মিন্ বহুমূলফলে বনে ।
সেনাং নিবেশ্য কাকুৎস্থো বিধিবৎ পর্য্যব্রজত ॥১॥
রাবণশ্চ বিধিং চক্রে লঙ্কায়াং শত্ৰুনিশ্চিতম্ ।
প্রকৃত্যেব দুরাধৰ্ষা দৃঢ়প্রাকারতোরণা ॥২॥
অগাধতোয়াঃ পরিধা মীননক্সমাকুলাঃ ।
বভূবুঃ সপ্ত দুর্ধৰ্ষাঃ খাদিরৈঃ শত্ৰুভিশ্চিতাঃ ॥৩॥
কপাটযন্ত্রদুর্ধৰ্ষা বভূবুঃ সন্তোষপলাঃ ।
সানীবিষবটায়োধাঃ সমজ্জ্বরসপাংশবঃ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

প্রভৃতেতি । প্রভৃতানি অন্নানি খাদ্যানি উৎকানি চ বহু তস্মিন ॥১॥
রাবণ ইতি । বিধিং রক্ষাবিধানম্ । লঙ্কা কৌমুদীত্যাহ—প্রকৃত্যেতি । প্রকৃত্যা স্বভাবেনৈব,
দুরাধৰ্ষা শব্দাঃ দুৰাজ্ঞয়া । ভজ্য হেতুয়াহ—দৃঢ়েতি ॥২॥
অগাধেতি । অগাধতোয়তয়া পদ্মাং তরপাশক্যবৎ, মীননক্সমাকুলতয়া গ্রনাসম্ভবক্য,
খাদিরৈঃ শত্ৰুভির্ঘাত্তয়া চ দেহবিহারপাশক্যং দর্শিতম্ ॥৩॥

তাহার পর রাম লঙ্কার উজ্জানসমূহে নিজের সেই সৈন্য স্থাপন করিয়া রাবণের
নিকটে দূতরূপে বৃদ্ধিমান্ বানর অঙ্গদকে পাঠাইয়া দিলেন” ॥৫৪॥

—:—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“এদিকে প্রচুর খাদ্য, পেষ, ফল ও মূলসমবিত সেই বনে
সেনা সন্নিবেশিত করিয়া রামচন্দ্রই যথাবিধানে তাহা রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥১॥

ওদিকে রাবণও অস্ত্রদ্বারা লঙ্কানগরীর রক্ষাবিধান করিলেন । লঙ্কানগরী
স্বভাবতই দুর্ধৰ্ষ ছিল । কারণ তাহার সকল দিকেই দৃঢ় প্রাচীর ও তোরণ
ছিল ॥২॥

এবং সেই লঙ্কানগরীর সকলদিকেই দুর্ধৰ্ষ গাতটা করিয়া পরিধা ছিল ; সেই
পরিধাগুলির জল অতলস্পর্শ, ভীষণ মংগ ও কুস্তীরে পরিপূর্ণ এবং খদিরকাষ্ঠনির্মিত
শঙ্খ-পোরক দ্বারা ব্যাপ্ত ছিল ॥৩॥

(২) রাবণঃ সবিধিং চক্রে—বা ব কা, রাবণঃ কবিধং চক্রে—নি । (৫)—সন্তোষপলাঃ—
বা ব কা নি ।

মুঘলালাতনারাচ-তোমরাসিপরশ্বধেঃ ।

অগ্নিতাশ্চ শতদ্বীভিঃ সমধ্বচ্ছিষ্মদুদগরাঃ ॥৫॥ (যুগ্মকম্)

পুরদ্বারেষু সর্বেষু গুল্মাঃ শ্বাবরজঙ্গমাঃ ।

বভ্রুঃ পত্তিবহ্নাঃ প্রভূতগজবাজিনঃ ॥৬॥

অঙ্গদস্তথ লঙ্কায়া দ্বারদেশমুপাগতঃ ।

বিদিতো রাক্ষসেন্দ্রশ্চ প্রবিবেশ গতব্যথঃ ॥৭॥

মধ্যে রাক্ষসকোটীনাং বহ্নীনাং স্তমহাবলঃ ।

শুশুভে মেঘমালাভিরাদিত্য ইব সংবৃতঃ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

প্রত্যেকপরিখাতীরস্থপ্রাচীরদ্বারস্থিতলৌহময়ঃ কপাটেতি। কপাটে প্রত্যেকপরিখাতীরস্থপ্রাচীরদ্বারস্থিতলৌহময়ঃ কপাটেঃ যন্তেবৃহৎগোলকনিক্ষেপসাধনৈশ্চ দুর্দৰ্শা দুরাক্রমাঃ। গুল্মোপলৈঃ ভল্লদ্বন্দ্বনিক্ষেপ্যৈঃ পাষণগোলকৈঃ সহেতি গুল্মোপলৈঃ। অগ্নী-
বিষমটাভিঃ তীক্ষ্ণবিষমর্পণমূহৈঃ যোদ্ধৈর্ভট্টৈশ্চ সহেতি তাঃ। সজ্জব্রহ্মপাণ্ডুভির্ধূপচূর্ণরাশিভিঃ
সহেতি তাঃ। যেনাগ্নিপ্রদানমাজ্ঞেণৈব সমাগতশক্রনাশঃ সাদৃশ্যে ভাবঃ। শতদ্বীভিঃ বৃহৎ-
গোলকক্ষেপকযন্তৈঃ। সমধ্বচ্ছিষ্টা দ্বারগলোকর্ষার্থং সিক্ধকলিগুপ্তিদেশা মুদগরা বাহু তাশ্চ ॥৫—৬॥

পুৱেতি। শ্বাবরা গুল্মাঃ প্রাপ্তবৃহৎগোলকক্ষেপকযন্তস্থাপনায় উচ্যম্যন্তুপাঃ, জঙ্গমা গুল্মাশ্চ
সৈন্তাঃ, “গুল্মঃ সেনা ঘট্টাভিদোঃ সৈন্তরক্ষণকগ্ভিদোঃ” ইত্যাদি মেদিনী। জঙ্গমগুহ্মান্ বিশিনষ্টি
—পত্নীত্যাदि ॥৬॥

অঙ্গদ ইতি। বিদিতো দৌবারিকৈর্জগপনাং। গতব্যথো ভয়াভাবান্মনোবেদনাশ্চ ॥৭॥

আর তীরস্থিত প্রাচীরের দ্বারসংলগ্ন লৌহময় কপাট এবং যন্তু-(কামান) দ্বারা
সেই পরিখাগুলি দুর্দর্শ ছিল, প্রত্যেক যন্ত্রের নিকটে রাশীকৃত পাথরের গোলা ছিল
এবং যথাস্থানে তীক্ষ্ণবিষ মর্প, যোদ্ধা ও রাশীকৃত ধূপচূর্ণ ছিল। আর মুঘল,
অলাভ, নারাচ, তোমর, তরবারি, পরশু, বৃহৎ কামান ও মুষ্টিদেশে মোম মাখান
মুদগর ছিল ॥৫—৬॥

আর নগরের সকল দ্বারেই কামান রাখিবার উপযোগী যন্ত্রিকার স্তূপ ছিল এবং
প্রচুর পদাতি, হস্তী ও অশ্বসৈন্তের নিবাস ছিল ॥৬॥

তৎপরে অঙ্গদ যাইয়া লঙ্কার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে, দৌবারিকেরা সে বিষয়
রাবণকে জানাইল; তখন রাবণের অনুমতিক্রমে অঙ্গদ নির্ভয়চিত্তে প্রবেশ
করিলেন ॥৭॥

তৎকালে অতিমহাবল রাবণ—মেঘমালাপরিবেষ্টিত সূর্য্যের স্থায় বহু কোটি
রাক্ষসের মধ্যে বিরাজ করিতেছিলেন ॥৮॥

স সমাসাশ্চ পৌলস্ত্যমমাতৈরভিসংবৃতম্ ।
 রামসন্দেশমামন্ত্র্য বাগ্মী বক্তুং প্রচক্রমে ॥৯॥
 আহ ত্বাং রাঘবো রাজন্ ! কোশলেন্দ্রো মহাযশাঃ ।
 প্রাপ্তকালমিদং বাক্যং তদাদৎস্ব কুরুষ চ ॥১০॥
 অকৃতাত্মানমাসাশ্চ রাজানমনয়ে বতম্ ।
 বিনশ্যন্ত্যনয়্যবিষ্ঠা দেশাশ্চ নগরানি চ ॥১১॥
 ত্বয়ৈকেনাপরাক্ষং মে সীতামাহরতা বলাৎ ।
 বধায়ানপরাক্ষানামন্তেষাং তদ্বিক্রতি ॥১২॥
 যে ত্বয়া বলদর্পাভ্যামাবিক্টেন বনেচরাঃ ।
 ধ্বয়ো হিংসিতাঃ পূর্বং দেবাস্তাপ্যবমানিতাঃ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

মধ্য ইতি । জয়হাবলো রাবণঃ । সংবৃত্তঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥৮॥
 স ইতি । সঃ অদ্ভুতঃ, পৌলস্ত্যঃ রাবণম্ । রামস্ত সন্দেশং বাচিকম্ ॥৯॥
 আহেতি । প্রাপ্তকালং কালোচিতম্, আদৎস্ব গৃহাণ শৃণুত্যর্থঃ ॥১০॥
 অকৃতোতি । অকৃতাত্মানমশিক্ষিতচিত্তম্, অনয়ে অস্ত্রাঘ্যকার্যে ॥১১॥
 ত্বয়েতি । আহবতা অপহরতা । ত্বং আহরণম্ ॥১২॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রভৃতেতি ॥১॥ সযবিধং সমাগবিদ্যন্ত্যনয়া ত্বাং বাজাদিনস্পত্তিম্ ॥২-৩॥ কপাটৈর্বন্ধেত
 গোলাদ্রাঘক্ষণশাখনৈর্নৃকর্ষাঃ, পরিখাঃ সঙ্কড়াঃ সোপলাশ্চ, হুড়ং যুক্রাধ্যৎসম্ভর্নার্থং
 শৃঙ্গম্, উপলাঃ প্রক্ষেপ্যাঃ গোলকাঃ ॥৪॥ সমুচ্ছিষ্টং দ্বন্দ্বাঃ সমুচ্ছিষ্টে কোদ্রং নম্রং, যজ্ঞাদি-
 ব্যাবৃত্তার্থমুচ্ছিষ্টপদম্ ॥৫॥ শুক্লা শুক্লোপবেশনস্থানানি বৃক্ষজাখ্যা মহান্তভাঃ, স্বাবদগুণাঃ
 অঙ্গমাঃ, শুক্লাঃ সেনাভাঃ অলঙ্কার ইত্যভিহিতাঃ ॥৬॥ গন্তব্যার্থে নির্ভরঃ ॥৭-৮॥ আমন্ত্র্য

এই সময়ে বাগ্মী অদ্ভুত যাইয়া, মন্ত্রিগরিবেষ্টিত রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া,
 তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া রামের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন—॥৯॥

“রাক্ষসরাজ ! অযোধ্যাদ্বিপতি মহাযশা রাম আপনাকে বলিতেছেন ;
 আপনি তাঁহার এই কালোচিত বাক্য শ্রবণ করুন এবং তদনুসারে কার্য
 করুন ॥১০॥

দেশবাসী ও পুরবাসী লোকেরা, অশিক্ষিত এক অস্ত্রায়নিরত রাজাকে পাইয়া
 নিজেরাও অস্ত্রায়পরায়ণ হইয়া বিনষ্ট হয় ॥১১॥

বলপূর্বক সীতাকে হরণ করিয়া এক ভূমিই আমার নিকট অপরাধী
 হইয়াছে ; কিন্তু সেই সীতাহরণই অস্ত্র নিরপরাধ লোকদিগেরও বধের কারণ
 হইবে ॥১২॥

রাজর্ষয়শ্চ নিহতা রুদতশ্চ হতাঃ স্ত্রিয়ঃ ।
 তদিদং সমনুপ্রাপ্তং ফলং তস্তানয়স্ত তে ॥১৪॥ (যুগ্মকম)
 হস্তাশ্চি ত্বাং সহামাতৈর্ঘৃধ্যস্ত পুরুষো ভব ।
 পশ্য মে ধনুষো বীর্য্যং মানুষস্ত নিশাচর ! ॥১৫॥
 মুচ্যতাং জানকৌ সীতা ন মে মোক্ষ্যসি কর্হিচিৎ ।
 অরাক্ষসমিমং লোকং কর্ত্তাশ্চি নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥১৬॥
 ইতি তস্ত ব্রহ্মাণস্ত দূতস্ত পরুষং বচঃ ।
 শ্রুত্বা ন ময়ুধে রাজা রাবণঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ ॥১৭॥
 ইঙ্গিতস্তান্ততো ভর্ত্তুশ্চত্বারো রজনীচরাঃ ।
 চতুষ্পদৈষু জগৃহুঃ শার্দূলমিব পক্ষিণঃ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

য ইতি । বনেচরা ইত্যনেন ঋষীণাং নিরপরাধস্ত্বং সূচিতম্ । তৎ প্রসিদ্ধম্ ॥১৩—১৪॥
 কিং তৎ ফলমিত্যাহ—হস্তেতি । হস্তাশ্চি হনিয়াসি । এতদ্বননমেব তৎ ফলমিতি ভাবঃ ॥১৫॥
 অতএব ব্রবীম্যেত্যাহ—মুচ্যতামিতি । মোচনাভাবে ফলমাহ—নেত্যাদি ॥১৬॥
 ইতীতি । দূতস্ত দূতীভূতস্ত অঙ্গদস্ত । ন ময়ুধে ন চক্ষুসে ॥১৭॥
 ইঙ্গিতেতি । ভর্ত্তুঃ রাবণস্ত । চতুষ্পদৈষু হস্তদ্বয়ে পাদদ্বয়ে চ ॥১৮॥

তুমি বলদর্পিত হইয়া পূর্ব্বে যে সকল বনবাসী ঋষির হিংসা করিয়াছ, দেবগণের অপমান করিয়াছ, রাজর্ষিগণকে বধ করিয়াছ এবং রোহুতমানা নারীদিগকে হরণ করিয়াছ, তোমার সেই সকল অত্যাচার্য্যের এই ফল হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে ॥১৩—১৪॥

রাক্ষস । আমি তোমাকে তোমার মন্ত্রিবর্গের সহিত বধ করিব, যুদ্ধ কর, পুরুষ হও । আমি মানুষ, আমার ধনুর শক্তি দেখ ॥১৫॥

অথবা জনকনন্দিনী সীতাকে ছাড়িয়া দাও ; না হইলে, আমার হাত হইতে কখনও মুক্তি পাইবে না । আমি নিশিত বাণদ্বারা এই জগৎটাকেই রাক্ষসশূন্য করিব ॥১৬॥

অঙ্গদ এইরূপ নির্ভুর কথা বলিতেছিলেন, তাহা শুনিয়া রাবণ অত্যন্ত ভ্রুক হইয়া আর সহ্য করিলেন না ॥১৭॥

তাহার পর পক্ষীরা যেমন ব্যাঘ্রকে ধারণ করে, সেইরূপ রাবণের ইঙ্গিত অনুসারে চারিটা রাক্ষস আসিয়া অঙ্গদের হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় ধারণ করিল ॥১৮॥

তাংস্তথাস্থে সংসক্তানঙ্গদো রজনীচরান্ ।
 আদায়ৈব ধ্বংপত্য প্রাসাদতলমাবিশৎ ॥১৯॥
 বেগেনোৎপত্তস্তস্ত পৈতুষ্তে রজনীচরাঃ ।
 ভুবি সংভিন্নহৃদয়াঃ প্রহারবরগীড়িতাঃ ॥২০॥
 স যুক্তো হর্ম্যশিখরাত্ম্যং পুনরবাপত্যৎ ।
 লজ্জয়িত্বা পুরীং লক্ষ্যং স্ববলস্ত সমীপতঃ ॥২১॥
 কোশলেন্দ্রমথাগম্য সর্বমাবেদ্য বানরঃ ।
 বিশ্রাম্য স তেজস্বী রাববেণাভিনন্দিতঃ ॥২২॥
 ততঃ সর্বাভিসারেণ হরীণাং বাতরংহসাম্ ।
 ভেদয়ামাস লক্ষ্যায়ঃ প্রাকারং রঘুনন্দনঃ ॥২৩॥
 বিভীষণক্ষাধিপত্যৌ পুরস্কৃত্যাপ্য লক্ষ্যণঃ ।
 দক্ষিণং নগরদ্বারমবায়ুদ্দাদুহরাসদম্ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

তানিতি । প্রাসাদস্ত তলমুপরিদেশন, আবিশৎ অধ্যতিষ্ঠৎ ॥১৯॥
 বেগেনেতি । প্রহারবররক্ষত মুষ্টিভিঃ গীড়িতাঃ অতএব সংভিন্নহৃদয়াঃ ॥২০॥
 স ইতি । সঃ অঙ্গদঃ । স্ববলস্ত সমীপতঃ পুনরবাপত্যতি সম্বন্ধঃ ॥২১॥
 কোশলেনেতি । কোশলেন্দ্রং রামম্ । বানরঃ অঙ্গদঃ । অভিনন্দিতঃ স্তুতঃ ॥২২॥
 তত ইতি । সর্গীহৃ দিক্ অভিনায়েণ প্রেরণেন, হরীণাং বানরগণাম্ ॥২৩॥
 বাতি । বিভীষণস্ত ঋক্ষাধিপত্যৌর্জাবাস্ত তৌ । অবায়ুদ্দাৎ ভগবান্ ॥২৪॥

তখন অঙ্গদ গাত্রসংলগ্ন সেই চারিটা রাক্ষসকে লইয়াই লাক দিয়া আকাশে উঠিয়া অট্টালিকার ছাদের উপরে পড়িলেন ॥১৯॥

অঙ্গদ যখন বেগে উঠিতেছিলেন, সেই সময়েই তিনি সেই রাক্ষসদের প্রত্যেকের বুকের উপরে দ্বারুণ মুষ্টিপ্রহার করিলেন ; তাহাতে সেই রাক্ষসেরা বিদীর্ণহৃদয় হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥২০॥

তখন অঙ্গদ মুক্ত হইয়া সেই অট্টালিকার ছাদ হইতে লক্ষ্যপূরী লক্ষ্যন করিয়া আশিয়া আবার আপন সৈন্তগণের নিকটে পতিত লইলেন ॥২১॥

তাহার পর তেজস্বী অঙ্গদ রামচন্দ্রের নিকট বাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া এক তৎকর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন ॥২২॥

তদনন্তর রাম, বায়ুর ত্রায় বেগবান্ বানরগণকে সকল দিকে প্রেরণ করিয়া লক্ষ্য প্রাচীর ভগ্ন করাইলেন ॥২৩॥

(২১) সসজ্জো হর্ম্য—বা ব কা নি, ...স্ববলস্ত সমীপতঃ—বা নি ।

ঘোরদংষ্ট্রাক্ষাশ্কাণাং হরীণাং যুদ্ধশালিনাম্ ।
 কোটীশতসহস্রৈঃ লক্ষ্যমভ্যপততদা ॥২৫॥
 প্রলম্ববাহুরুহর জজ্ঞাস্তুরবিলম্বিনাম্ ।
 ঋক্ষাণাং ধূম্রবর্ণানাং তিশ্রঃ কোট্যো ব্যবস্থিতাঃ ॥২৬॥
 উৎপতন্তিঃ পতন্তিঃচ নিপতন্তিঃচ বানরৈঃ ।
 নাদৃশ্যত তদা সূর্যো রজসা নাশিতপ্রভঃ ॥২৭॥
 শালিপ্রসূনসদৃশৈঃ শিরীষকুসুমপ্রভৈঃ ।
 তরুণাদিত্যসদৃশৈঃ শশিগৌরৈশ্চ বানরৈঃ ॥২৮॥
 প্রাকারং দদৃশুস্তে তু সমস্তাং কপিলীকৃতম্ ।
 রাক্ষসা বিস্মিতা রাজন্ ! সস্ত্রীযুদ্ধাঃ সমস্ততঃ ॥২৯॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

ঘোরেতি । যুদ্ধশালিনাং যুদ্ধোৎসাহক্যযুক্তানাম্ । অভ্যপতৎ রাম ইতি শেষঃ ॥২৫॥
 প্রেতি । প্রলম্বা দীর্ঘা বাহুরুহরা যেষাং তে চ তে জজ্ঞাস্তুরাণি বিলম্বীনি দীর্ঘাণি যेषাং তে
 চেতি তেষাম্ । ঋক্ষাণাং ভল্লুকানাম্ । ব্যবস্থিতা যুদ্ধায় ॥২৬॥
 উদিতি । পতন্তিঃ অবপতন্তিঃ, নিপতন্তিঃ তির্য্যগ্গচ্ছন্তিঃ । রজসা ধূলিজালেন ॥২৭॥
 শালীতি । তরুণাদিত্যসদৃশৈঃ উদয়মানসূর্য্যবদরূপৈঃ । সমস্তাং সর্ব্বতঃ ॥২৮—২৯॥

ভারতভাবদীপঃ

হে রাবণ ! ইতি সঙ্ঘোধ্য ৥২—২২॥ সর্ব্বাভিসারো যুগপৎসর্কেবামভিসারো যত্নস্তেন ।
 শূলতানত্রবা ইতি শ্লেচ্ছপ্রসিদ্ধেন ॥২৩॥ ঋক্ষাধিপতির্জাঘবান্ ॥২৪॥ করতো মণিবন্ধাদিক-
 নিষ্ঠান্তং হস্তপ্রদেশস্তদ্বদরূপাণ্ডুরঃ শ্বেতারুণাঃ ॥২৫—২৭॥ শণো গোবীশ্বজ্যোপাদান-

তৎপরে লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও জাঘবান্কে অগ্রবর্ত্তী করিয়া যাইয়া লঙ্কানগরীর
 দুর্দ্বর্ষ দক্ষিণদ্বার ভগ্ন করিলেন ॥২৪॥

সেই সময়ে রামও ভীষণদন্ত, রক্তনয়ন ও সমরোৎসুক অসংখ্য বানরের সহিত
 লঙ্কার দিকে ধাবিত হইলেন ॥২৫॥

আর যাহাদের বাহু, উরু, হস্ত ও জজ্ঞবা দীর্ঘ, সেই ধূম্রবর্ণ তিন কোটী ভল্লুক
 যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল ॥২৬॥

তখন বানরগণের উত্তরণ, অবতরণ ও তির্য্যক্ গমনে ধূলি উত্থত হইতে থাকায়
 সূর্য্যের কিরণ তিরোহিত হইয়া গেল এবং সূর্য্যকে দেখা যাইতে লাগিল
 না ॥২৭॥

রাজা ! ধাত্তপুষ্পের ত্রায় গীতবর্ণ, শিরীষপুষ্পের ত্রায় পাণ্ডুবর্ণ, উদয়মান

(২৫) করতারুণাণ্ডুনাং হরীণাম্—বা ব কা । (২৮)....শগৌরৈশ্চ বানরৈঃ—বা ব
 কা নি ।

বিভিত্তস্তে মণিস্তন্তান্ কর্ণাটশিখরাণি চ ।
 ভগ্নোন্মথিতশৃঙ্গাণি যন্ত্ৰাণি চ বিচিকিণ্ণুঃ ॥৩০॥
 পরিগৃহ্য শতরীশ্চ সচক্রাঃ সগুড়োগলাঃ ।
 চিকিণ্ডুর্জবেগেন লঙ্কামধ্যে মহাশ্বনাঃ ॥৩১॥
 প্রাকারস্থান্চ যে কেচিন্নিশাচরণাস্তথা ।
 প্রতুঙ্গবুস্তে শতশঃ কপিভিঃ সমভিক্রতাঃ ॥৩২॥
 ততস্ত রাজবচনাদ্রাক্ষসাঃ কামরূপিণঃ ।
 নির্যযুর্বিবৃতাকারীঃ সহস্রশতসংঘশঃ ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

বিভিত্তরিত্তি । তে বানরাঃ, মণিস্তন্তান্ বেশজয়াদিহচকান্ মণিনির্মিতস্তন্তান্, কর্ণাটী
 দ্বন্দ্বনির্ভাঃ নির্মিতা অভ্যুচ্চগৃহ্যভেবাঃ শিখরাণি চূড়াশ্চ বিভিত্ত্বভঙ্গঃ । তথা আর্দ্রো ভগ্নানি
 পচাত্তম্মথিতানি চূর্ণাকৃতানি শৃঙ্গাণি গোলকক্ষেপকনালানি যেষাং তানি যন্ত্ৰাণি প্রাপ্তরূপরিধা-
 তীরাদিহ্মাপিতগোলকক্ষেপশাখানাঙ্কাণি চ বিচিকিণ্ণুঃ ॥৩০॥

পরীতি । চক্রৈঃ বৃহত্তরা বহনাশক্যং স্বানাস্তরপ্রাপণার্থে নির্মলয়ে বধার্থেঃ সহতি সচক্রাঃ,
 জড়োপনৈর্নালান্তরপ্রবেশিতপাষণগোলকৈঃ পার্শ্বতুঙ্গীকৃতপাষণগোলকৈর্বা সহতি সগুড়োগলাঃ,
 মহাশ্বনা গোলকক্ষেপকালে মহাশবকারিণীশ্চ, শতরীঃ বৃহৎশ্রীণি চ, পরিগৃহ্য বৃষা বৃষা, ভুজবেগেন,
 লঙ্কামধ্যে, চিকিণ্ডুঃ প্রাচীরাদিত্যো নিপাত্তরায়ঃ, তে বানরা ইত্যম্বুক্তিঃ । অহো ! ইধানীন্তন-
 বৈজ্ঞানিকান্ তদানীং নাস্মিতি যে স্বভাভিদেশ্যবিশিষ্টো বহন্তি, তেষাং মূখপিতানবৈতদ্বর্নম্ ॥৩১॥

প্রাকারেতি । প্রতুঙ্গবুঃ গলায়াক্রিরে, সমভিক্রতাঃ সর্বধাক্রান্তাঃ ॥৩২॥

তত ইতি । রাজো রাবণস্ত বচনাদ্রাক্ষসঃ । নির্যযুর্বিবৃতাকার্যম্ ॥৩৩॥

সূর্যের দ্বার অরুণবর্ণ এক চন্দ্রের দ্বার শুভ্রবর্ণ বানরগণ বাইরা প্রাচীরের
 উপরে উত্তীর্ণ হওয়ায় সকল দিকের প্রাচীরই কপিলবর্ণ হইয়া গেল ; তখন
 জী ও বৃদ্ধদের সহিত রাক্ষসেরা বিস্ত্রিত হইয়া সকল দিক হইতে তাহা দেখিতে
 লাগিল ॥২৮—২৯॥

ক্রমে সেই বানরেরা মণিস্তন্তগুলিকে ও অভ্যুচ্চ গৃহ-মন্ডপের সমূহের চূড়া-
 গুলিতে ভগ্ন করিল এবং কামানসমূহের নালগুলিকে ভাঙ্গিয়া ও চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া সে
 কামানগুলিকে দূরে নিক্ষেপ করিল ॥৩০॥

এবং চক্রসংযুক্ত, গোলকপূর্ণ ও মহাশবকারী বৃহৎ কামানগুলিকে ধরিয়া
 ধরিয়া বানরেরা বাহবেগে লঙ্কার মধ্যে নিক্ষেপ করিল ॥৩১॥

যে সকল রাক্ষস প্রাচীরের উপরে ছিল, তাহারা বানরগণকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া
 পলায়ন করিল ॥৩২॥

শস্ত্রবর্ষাণি বর্ষন্তো দ্রাবয়ন্তো বনৌকসঃ ।
 প্রাকারং শোভয়ন্তস্তে পরং বিক্রমমাস্থিতাঃ ॥৩৪॥
 স মাঘরাশিসদৃশৈর্বভূব ক্ষণদাচরৈঃ ।
 ক্রতো নির্বানরো ভূয়ঃ প্রাকারো ভীমদর্শনৈঃ ॥৩৫॥
 পেতুঃ শূলবিভিন্নাঙ্গা বহবো বানরর্ষভাঃ ।
 স্তম্ভতোরণভয়াশ্চ পেতুস্তত্র নিশাচরাঃ ॥৩৬॥
 কেশাকেশ্যভবদুষ্কঃ রক্ষসাং বানরৈঃ সহ ।
 নৈখৈর্দৈত্যৈশ্চ বীরাণাং খাদতাং বৈ পরম্পরম্ ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

শস্ত্রেতি । দ্রাবয়ন্তঃ অপসারয়ন্তঃ, বনৌকসো বানরান্ । আস্থিতা আশ্রিতাঃ ॥৩৪॥
 স ইতি । মাঘরাশিসদৃশৈর্ধূমরবর্ণৈরিত্যর্থঃ, ক্ষণদাচরৈ রাক্ষসৈঃ ॥৩৫॥
 পেতুরিতি । স্তম্ভত আশ্রিতস্তম্ভোপরিদেশেভ্যঃ, রণভয়া যুদ্ধে পরাজিতাঃ ॥৩৬॥
 কেশেতি । কেশেষু কেশেষু চ গৃহীত্বা কৃতমিতি কেশাকেশি ॥৩৭॥

ভারতভাবদীপঃ

বীৰ্য্যং ॥২৮—২৯॥ যা তৈর্দুর্গরক্ষণার্থং সার্মগ্ৰী কৃত্য সৈব তেভ্যং নগরনাশাভ্যুদিত্যাহ—
 বিভিন্নস্তে ইত্যাদিনা । কর্ণস্তির্ঘ্যগ্ধানং তেন প্রকারেণ যৎপাৰ্শ্বাণ্যদিস্তরেণ ক্রিয়তে
 তত্তদগৃহবিশেষং কর্ণাটমিতি বদন্তি, তন্নি দিকোণশ্চ চতুরশ্রতোপরি বিদিকোণং
 চতুরশ্রং তদুপরি দিকোণং তদুপরি পুনবিদিকোণমিত্যেব ক্রমেণোত্তরমঙ্গ-
 প্রমাণৈশ্চতুরশ্রৈঃ সমাপ্যত ইতি প্রসিদ্ধম্ ॥৩০—৩৫॥ স্তম্ভতঃ স্তম্ভেধীনরোপাগতৈঃ,

তাহার পর রাবণের আদেশে কামরূপী ও বিকৃতাকার রাক্ষসেরা শতসহস্র দলে
 নির্গত হইল ॥৩৩॥

সেই রাক্ষসেরা অত্যন্ত বিক্রম অবলম্বনপূর্বক অস্ত্র বর্ষণ করিতে থাকিয়া বানর-
 গণকে তাড়াইয়া দিয়া পূর্বের স্থায় প্রাচীরের শোভা জন্মাইল ॥৩৪॥

এক মাঘরাশির স্থায় ধূমরবর্ণ ও ভীষণমূর্তি সেই রাক্ষসেরা এইভাবে পুনরায়
 সেই প্রাচীরটাকে বানরশূন্য করিল ॥৩৫॥

তখন বহুতর শ্রেষ্ঠ বানর শূলবিদৌর্গ হইয়া পতিত হইল এবং অনেক রাক্ষসও
 যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্তম্ভ হইতে পড়িয়া গেল ॥৩৬॥

কোন স্থানে বানরগণের সহিত রাক্ষসগণের কেশাকেশি, নখানখি ও
 দস্তাদস্তি যুদ্ধ হইতে লাগিল এবং সেই বীরেরা পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিতে
 থাকিল ॥৩৭॥

নিষ্টনস্তো হ্যভয়তন্ত্র বানররাক্ষসাঃ ।
 হতা নিপতিতা ভূমৌ ন মুঞ্চন্তি পরম্পরম্ ॥৩৮॥
 রামস্ত শরজালানি ববর্ষ জলদো যথা ।
 তানি লক্ষাং সমাসাশ্ব জম্বুস্তান্ বজনৌচরান্ ॥৩৯॥
 সৌমিত্রিরপি নারীচৈর্দৃঢ়মা জিতরুমঃ ।
 আদিশ্যাদিশু দুর্গস্থান্ পাতয়ামাস রাক্ষসান্ ॥৪০॥
 ততঃ প্রত্যবহারোহভূৎ সৈন্যানাং বাঘবাজরা ।
 কৃতে বিমর্দে লক্ষায়াং লক্ষলক্ষ্যো জয়োত্তরঃ ॥৪১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াকিক্যাং বনপর্বনি
 দ্রৌপদৌহরণে রামোপাখ্যানে রামলক্ষাপ্রবেশে অষ্টত্রিংশ-
 দধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ #

—:~:—

ভারতকৌমুদী

নীতি । নিষ্টনস্তঃ শব্দায়মানাঃ । ভূমৌ নিপতিতা হতাশাপি পরম্পরং ন মুঞ্চন্তি স্ব ॥৩৮॥
 বাঘ ইতি । তানি শরজালানি, নরাস্ত গবা ॥৩৯॥
 সৌমিত্রিরিতি । আদিশ্যাদিশু স্বনাম উল্লিখ্য উল্লিখ্য ॥৪০॥

ভারতভাবদীপঃ

রামে তয়া বণভয়াঃ ॥৩৮॥ কেশাবেশি অস্ত্রোস্ত্রং কেশে গৃহীত্বা ॥৩৯॥ নিষ্টনস্তঃ শব্দং
 কুর্কন্তঃ ॥৩৮—৩৯॥ আদিশু লম্বুখীকৃত্যত্যর্থঃ ॥৪০॥ প্রত্যবহারঃ শিবিরং প্রতি গমনং
 লক্ষা আয়ুধৈঃ প্রাপ্তা লক্ষ্যা বেধ্যা যশ্চিবাক্যপ্রহার ইতি যাবৎ, জয়োত্তরো জয়োৎবর্ষবান্ ॥৪১॥
 ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বনি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে অষ্টত্রিংশদধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৩৮॥

তখন বানরগণ ও রাক্ষসগণ—দুই পক্ষই শব্দ করিতে থাকিয়া ভূতলে পতিত
 এবং নিহত হইয়াও পরস্পর পরস্পরকে ছাড়িল না ॥৩৮॥

এই সময়ে মেঘ যেমন বারি বর্ষণ করে, রামও সেইরূপ বাঘ বর্ষণ করিতে
 লাগিলেন ; সুতরাং সেই বাঘগুলি লক্ষায় যাইয়া সেই রাক্ষসগণকে বধ করিতে
 থাকিল ॥৩৯॥

দৃঢ়মা এবং জম্বুস্তান লক্ষণও নিজের নাম শুনাইয়া শুনাইয়া নারীচকারা দুর্গস্থিত
 রাক্ষসগণকে নিপাত করিলেন ॥৪০॥

এইভাবে লক্ষার বিশেষ মর্দন হইলে, তাহার পর রামচন্দ্রের আদেশে

(৪১)....কৃতে বিমর্দে লক্ষায়—বা ব বা নি । * ‘...সম্ভব্যধিকবিশততমঃ...’—পি,
 ‘...ত্রাশীত্যধিকবিশততমঃ...’—বা ব, ‘...চতুর্শীত্যধিকবিশততমঃ...’—কা, ‘...পঞ্চাশীত্যধিক-
 বিশততমঃ...’—নি ।

উনচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ততো নিবিশমানাংস্তান্ সৈনিকান্ রাবণানুগাঃ ।

অভিজগ্মুর্গণা নৈকে পিশাচক্ষুদ্ররক্ষসাম্ ॥১॥

পর্বণং পতনো জম্বুঃ খরঃ ক্রোধবশো হরিঃ ।

প্ররুজ্জচারুজশ্চৈব প্রঘসশ্চৈবমাদয়ঃ ॥২॥ (যুগ্মকম্)

ততোহভিপততাং তেষামদৃশ্যানাং দুরাত্মনাম্ ।

অন্তর্দ্বানবধং তজ্জ্ঞশ্চকার স বিভীষণঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । বিমর্দে বিশেষমথনে । লঙ্কানি লক্ষ্যাণি যজ্ঞ সং, জয় উত্তরঃ পরিণামকলং যজ্ঞ
ন তাদৃশ্য প্রত্যবহারঃ তদ্বিকসীযযুদ্ধসমাপ্তিরভূৎ ॥৪১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিকান্তবাসীশতট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি দ্রোণদীহরণে

অষ্টত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:—

তত ইতি । নিবিশমানান্ লঙ্কাভ্যন্তরে প্রবিশতঃ, সৈনিকান্ বানরসৈন্তান্ । নৈকে অনেকে ।
অথ কানি তেষাং গণানাং নামানীত্যাহ—পর্বণ ইত্যাদি ॥১—২॥

তত ইতি । অন্তর্দ্বানবধম্ অদৃশ্যতাশক্তের্নাশম্, তজ্জ্ঞঃ অন্তর্দ্বানবধন্তঃ ॥৩॥

সেদিনের যুদ্ধ সমাপ্ত হইল । সেদিনের যুদ্ধে রামের পক্ষ লক্ষ্য পাইয়াছিল এবং
পরিণামে জয়লাভ করিয়াছিল” ॥৪১॥

—:~:—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“তাহার পর সেই বানরসৈন্তেরা লঙ্কার ভিতরে প্রবেশ
করিতে লাগিলে, রাবণের অনুচর পর্বণ, পতন, জম্বু, খর, ক্রোধবশ, হরি, প্ররুজ,
অরুজ এবং প্রঘসপ্রভৃতি পিশাচ ও ক্ষুদ্র রাক্ষসদের অনেক দল আসিয়া সেই বানর-
গণের অভিমুখে বাবিত হইল ॥১—২॥

তৎপরে সেই দুরাত্মারা অদৃশ্য থাকিয়া আক্রমণ করিতে আসিতে লাগিল;
কিন্তু বিভীষণ তাহাদের সেই অদৃশ্য থাকার বিষয় জানিতেন; তাই তিনি তাহাদের
সে শক্তি নষ্ট করিয়া দিলেন ॥৩॥

(২) পর্বণঃ পতনো জম্বুঃ—পি ।

তে দৃশ্যমানা হরিভির্বলিভির্দূরপাতিভিঃ ।
 নিহতাঃ সর্ববশো রাজন্ ! মহীং জয়ুর্গতাসবঃ ॥৪॥
 অমৃগমাগঃ সবলো রাবণো নির্যযাবথ ।
 রাক্ষসানাং বলৈর্ঘোরৈঃ পিশাচানাঞ্চ সংবৃতঃ ॥৫॥
 যুদ্ধশাস্ত্রবিধানস্ত উশনা ইব চাপরঃ ।
 ব্যুহ চৌশনসং ব্যুহং হরান্ সর্বানহারয়ৎ ॥৬॥
 রাঘবস্ত বিনির্যাস্তং ব্যুতানীকং দশাননম্ ।
 বাহুস্পত্যং বিধিং কৃৎস্না প্রত্যব্যাহনিশাচরম্ ॥৭॥
 সমেত্য যুযুধে তত্র ততো রামেণ রাবণঃ ।
 যুযুধে লক্ষ্মণশচাপি তথৈবেন্দ্রজিতা সহ ॥৮॥
 বিরূপাক্ষেণ হুগ্রীবশ্চারেণ চ নিখবটঃ ।
 কুণ্ডেন চ নলস্তত্র পটুশঃ পনসেন চ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি । দৃশ্যমানা অনন্তহিতাশ্চ তে গণাঃ, হরিভির্বানরৈঃ । গতাসবো মৃত্যুঃ ॥৪॥
 অমৃগমাগে । অমৃগমাগো রাক্ষসবধমসহমানঃ, সবলঃ শক্তিয়ান্ ॥৫॥
 যুদ্ধেতি । উশনা স্তম্ভঃ । ব্যুহং বিধায় । অহারয়ৎ বেষ্টিতুমৈচ্ছৎ ॥৬॥
 রাঘব ইতি । ব্যুহং ব্যুহভাবেন রচিতম্ অনীকং সৈন্যং যেন তম্ ॥৭॥
 সমেত্যেতি । রামেণ সহৈতি পরোপাধায়ঃ ॥৮॥

রাজা । তখন তাহারা দৃষ্টিগোচর হইয়া পড়িল । অমান দূরগামী বলবান্ বানরেরা বাইয়া তাহাদের সকলকেই সংহার করিল ; তাই তাহারা ধরাশায়ী হইল ॥৪॥

অনন্তর শক্তিশালী রাবণ অমুচরগণের বধ সহ করিতে না পারিয়া ভয়ঙ্কর রাক্ষস ও পিশাচগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নির্গত হইলেন ॥৫॥

রাবণ, অপর শুক্রাচার্য্যের তুল্যই যুদ্ধশাস্ত্র জানিতেন । তাই তিনি শুক্রাচার্য্যের প্রণালী অনুসারে ব্যুহ রচনা করিয়া সমস্ত বানরকে বেঁটন করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥৬॥

রাবণকে ব্যুহরচনাপূর্ব্বক নির্গত হইতে দেখিয়া রামও বৃহস্পতির প্রণালী অনুসারে প্রতিব্যুহ রচনা করিলেন ॥৭॥

তাহার পর রাবণ আসিয়া রামের সহিত এক ইন্দ্রজিৎ আসিয়া লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥৮॥

(৯)---কুণ্ডেন চ নলস্তত্র—বা ব ক ।

বন-২২৫ (১১)

বিসহং যং হি যো মেনে স তেনৈব সমেধিবান্ ।

যুযুধে যুদ্ধবেলায়াং স্ববাহুবলমাপ্তিতঃ ॥১০॥

স সম্প্রহারো বরুধে ভীরুণাং ভয়বর্দ্ধনঃ ।

লোমসংহর্ষণো ঘোরঃ পুরা দেবাস্থরে যথা ॥১১॥

রাবণো রামমানচ্ছ শক্তিশূলাসিহুষ্টিভিঃ ।

নিশিতৈরায়সৈস্তীক্ণৈ রাবণঞ্চাপি রাঘবঃ ॥১২॥

তথৈবেন্দ্রজিতং যন্তং লক্ষ্মণো মর্শ্মভেদিতভিঃ ।

ইন্দ্রজিচ্চাপি সৌমিত্রিং বিভেদঃ বহুভিঃ শরৈঃ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

বিরূপেতি । সহ যুযুধে ইতি পূর্বস্বাদয়বৃত্তিঃ ॥১০॥

বীতি । বিসহং বোধুং শক্যম্ । সমেধিবান্ সম্মিলিতঃ সন্ ॥১০॥

স ইতি । সম্প্রহারঃ সম্যক পীড়নম্ । দেবাস্থরে দেবাস্থরসম্বন্ধিনি যুদ্ধে ॥১১॥

রাবণ ইতি । আনচ্ছ আচ্ছাদয়ামাস । আয়সৈলৌহময়ৈঃ শরাভিঃ ॥১২॥

তথেনি । যন্তং জয়াম যন্তবন্তম্ । শরৈরিত্যন্ত উভয়ত্রাপি সম্বন্ধঃ ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

উক্ত ইতি । গণা অনেকে ইতি ছেদঃ ॥১—২॥ অন্তর্দানবধমন্তর্দানশক্তের্নাশম্ ॥৩—৫॥
হরীম্ বানরান্ । অভ্যবহারয়দ্যবেষ্টিতবান্ ॥৬—১১॥ আনচ্ছ দপীড়য় ॥১২—১৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্কনি নৈসর্গীয়ে ভারতভাবদীপে উনচত্বারিংশদধিক-

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৩৩॥

শুগ্রীব বিরূপাক্ষের সহিত, নিখর্বট (বানর) চারের সহিত, নল কুণ্ডের সহিত
এবং পনস পটুশের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥৯॥

যে যাহাকে আপনার সমকক্ষ মনে করিল, সে তাহার সহিত মিলিত হইয়া
আপন বাহুবল অবলম্বন করিয়া যুদ্ধের সময় যুদ্ধ করিতে থাকিল ॥১০॥

পূর্বে দেবাস্থরযুদ্ধে সম্প্রহার যেরূপ বুদ্ধি পাইয়াছিল, সেইরূপ সেই
ভীরুগণের ভয়বর্দ্ধক ও লোমহর্ষণ ভয়ঙ্কর সম্প্রহার ক্রমে বুদ্ধি পাইতে লাগিল ॥১১॥

রাবণ শক্তি, শূল ও অসিহুষ্টিদ্বারা রামকে আচ্ছাদন করিলেন ; আবার রামও
নিশিত ও তীক্ষ্ণ লৌহময় বাণপ্রভৃতিদ্বারা রাবণকে আবৃত করিলেন ॥১২॥

আর, লক্ষ্মণ মর্শ্মভেদী বাণদ্বারা যন্তুবান্ ইন্দ্রজিৎকে এবং ইন্দ্রজিৎও বহুতর
বাণদ্বারা লক্ষ্মণকে বিদীর্ণ করিতে থাকিলেন ॥১৩॥

(১২) রাবণো রামমানচ্ছ—রা ব কা নি ।

বিভীষণঃ প্রহস্তক প্রহস্তস্ত বিভীষণম্ ।

খগপত্রেঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈরভ্যবর্ষদগন্তব্যথাঃ ॥১৪॥

তেবাং বলবতামাসীন্মহাজ্ঞাণাং সমাগমঃ ।

বিব্যাথুঃ সকলা যেন ত্রয়ো লোকাশ্চরাচরাঃ ॥১৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি

দ্রৌপদীহরণে রামোপাখ্যানে রামরাবণদ্বন্দ্বযুদ্ধে উনচত্বারিংশ-

দধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

—:~:—

চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ততঃ প্রহস্তঃ সহসা সমভ্যেত্য বিভীষণম্ ।

গদয়া তাড়য়ামাস বিনগ্ন রণকর্কশঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

বিভীষণ ইতি । খগানাং পক্ষিণাং পক্ষাণি যেষু তৈঃ । গন্তব্যথো নির্ভয়ঃ ॥১৪॥

তেবামিতি । মহাশক্তি অস্তাণি যেষাং তেবাম্, সমাগমো যুদ্ধে মেলনম্ ॥১৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচর্চা-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে

উনচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:~:—

তত ইতি । বিনগ্ন সিংহনাম কুশা, রণকর্কশো যুদ্ধে নিষ্ঠুরঃ ॥১॥

নির্ভয়চিন্তা বিভীষণ প্রহস্তের উপরে এক নির্ভয়চিন্তা প্রহস্তঃ বিভীষণের উপরে
কল্পগ্রযুক্ত তীক্ষ্ণ বাণ সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥১৪॥

ক্রমে বলবান্ ও মহাজ্ঞধারী দুইপক্ষেরই এমন যুদ্ধমেলন হইল, যাহাতে
স্বাবরজস্রম সমস্ত ত্রিভুবনই ব্যথিত হইয়া পড়িল ॥১৫॥

—:~:—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“ভাহার পর রণকর্কশ প্রহস্ত নিকটবর্ত্তী হইয়া সিংহনাদ
করিয়া গদাঘাতা বিভীষণকে আঘাত করিল ॥১॥

* ‘...একমুদ্রত্যাধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...চতুর্দশত্যাধিকদ্বিশততমঃ...’—বা, ব,
‘...পঞ্চাশত্যাধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...ষড়্শত্যাধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

স তথাভিহতো ধীমান্ গদয়া ভীমবেগয়া ।
 নাকম্পত মহাবাহুর্হিমবানিব স্তম্ভিরঃ ॥২॥
 ততঃ প্রগৃহ্য বিপুলাং শতঘটাং বিভীষণঃ ।
 তনুমন্ত্য মহাশক্তিং চিক্ষেপাস্ত্র শিরঃ প্রতি ॥৩॥
 পতন্ত্যা স তয়া বেগাদ্রাক্ষসোহশনিবেগয়া ।
 হতোভ্রমাক্ষো দদৃশে বাতরুগ্ণ ইব ভ্রমঃ ॥৪॥
 তং দৃষ্ট্বা নিহতং সংখ্যে প্রহস্তং ক্ষণদাচরম্ ।
 অভিহুত্বোব ধূম্রাক্ষো বেগেন মহতা কপীন ॥৫॥
 তস্তা মেঘোপমং সৈন্তমাপতন্তীমদর্শনম্ ।
 দৃষ্টেব সহসা দীর্ণা রণে বানরপুঙ্গবাঃ ॥৬॥
 ততস্তান্ সহসা দীর্ণান্ দৃষ্ট্বা বানরপুঙ্গবান্ ।
 নিবার্য্য কপিশাঙ্গদুলো হনুমান্ পর্য্যবস্থিতঃ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । স বিভীষণঃ । অপি তু হিমবান্ পর্বত ইব স্তম্ভির এবাসীৎ ॥২॥
 তত ইতি । অহুমন্ত্য মহাস্তমন্ত্যোভিমন্ত্য । অস্ত্র প্রহস্তস্ত ॥৩॥
 পতন্ত্যেতি । হতম্ উভয়মাক্ষং মস্তকং যস্ত সঃ, বাতরুগ্ণো বায়ুভগ্নঃ ॥৪॥
 তমিতি । সংখ্যে যুদ্ধে, ক্ষণদাচরং রাক্ষসম্ । ধূম্রাক্ষো নাম রাক্ষসঃ ॥৫॥
 তস্তেতি । আপতং আগচ্ছৎ । দীর্ণা ভগ্নাঃ পলায়িতা ইত্যর্থঃ ॥৬॥

বুদ্ধিমান্ ও মহাবাহু বিভীষণ ভয়ঙ্করবেগশালী গদাধারা সেইরূপ আহত হইয়াও
 কম্পিত হইলেন না ; কিন্তু হিমালয়পর্বতের তুল্যই স্তম্ভির থাকিলেন ॥২॥

তদনন্তর বিভীষণ শতঘণ্টাযুক্ত বিশাল মহাশক্তি গ্রহণপূর্বক অভিমন্ত্রিত করিয়া
 তাহা প্রহস্তের মস্তকের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ॥৩॥

তখন দেখা গেল—বজ্রের তুল্য বেগশালী সেই মহাশক্তি যাইয়া প্রহস্তের
 মস্তক ছেদন করিল এবং বায়ুভগ্ন যুদ্ধের স্যায় প্রহস্ত ভূতলে পতিত হইল ॥৪॥

যুদ্ধে প্রহস্তরাক্ষসকে নিহত দেখিয়া ধূম্রাক্ষ মহাবেগে বানরগণের দিকে ধাবিত
 হইল ॥৫॥

তখন বানরশ্রেষ্ঠেরা মেঘের তুল্য ভয়ঙ্করমূর্তি ধূম্রাক্ষের সৈন্তগণকে আসিতে
 দেখিয়াই ভৎক্ষণাৎ যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিতে লাগিল ॥৬॥

তখন বানরপুঙ্গবদিগকে হঠাৎ পলায়ন করিতে দেখিয়া তাহাদিগকে বারণ
 করিয়া বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান যুদ্ধের জন্ত অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৭॥

তং দৃষ্টবাস্থিতং সংখ্যে হরয়ঃ পবনান্বজম্ ।
 মহত্যা ত্বরয়া রাজন্ ! সম্যবৰ্ত্তন্ত সৰ্ববশঃ ॥৮॥
 ততঃ শব্দো মহানাসৌভুগুলো লোমহৰ্ষণঃ ।
 রামরাবণসৈন্তানামন্তোন্তমভিধাবতাম্ ॥৯॥
 তস্মিন্ প্রবৃত্তে সংগ্রামে ঘোরে রুধিরকর্দমে ।
 ধূম্রাক্ষঃ কপিসৈন্তং তদ্রোবয়ামাস পত্রিভিঃ ॥১০॥
 তং রাক্ষসমহামাত্রমাপতন্তুং সপত্নজিৎ ।
 প্রতিজ্ঞগ্রাহ হনুমান্তরসা পবনান্বজঃ ॥১১॥
 তয়োযুদ্ধমভূদঘোরং হরিরাক্ষসবীরয়োঃ ।
 জিগীষতোষুধাতোন্তমিদ্ৰপ্রহ্লাদয়োৰিব ॥১২॥
 গদাভিঃ পরিঘেষ্টেচ রাক্ষসো জঘ্ৰিবান্ কপিম্ ।
 কপিঞ্চ জঘ্ৰিবান্ রক্ষঃ সঙ্কল্পবিটপৈক্রমৈঃ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

ভূত ইতি । নির্বাধ্য পলায়নে নিবিধ্য । পর্যাবস্থিতো যোদ্ধুমিতি শেবঃ ॥৭॥
 তমিতি । হরয়ঃ পলায়মানা বানরাঃ । সম্যবৰ্ত্তন্ত যোদ্ধুমেব প্রত্যাবৰ্ত্তন্ত ॥৮॥
 তত ইতি । অন্তোন্তং পরস্পরম্, অস্তি লক্ষ্যকৃত্য ধাবতাম্ ॥৯॥
 তস্মিন্মিতি । রুধিরৈঃ কৰ্দ্দমো যত্র তস্মিন্ । দ্রাবয়ামাস পীড়য়ামাস ॥১০॥
 তমিতি । রাক্ষসমহামাক্ষে রাক্ষসশ্রেষ্ঠম্ । সপত্নজিৎ শত্রুবিজয়ী । তরসা বেগেন ॥১১॥
 তয়োৰিতি । যুধা যুদ্ধেন, অন্তোন্তম্, জিগীষতোর্জেক্তুমিচ্ছতোঃ ॥১২॥
 গদাভিৰিতি । রাক্ষসো ধূম্রাক্ষঃ, কপিং হনুমন্তম্ । রক্ষো ধূম্রাক্ষ রাক্ষসম্ ॥১৩॥

রাজা ! পবননন্দন হনুমানকে যুদ্ধে অবস্থিত দেখিয়া বানরেরা সকল দিক্ হইতে
 অতি সত্বর প্রত্যাবর্ত্তন করিল ॥৮॥

তাহার পর রাম ও রাবণের সৈন্তেরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইল ;
 তখন ভূমূল ও লোমহর্ষণ মহাকোলাহল উখিত হইল ॥৯॥

সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, রক্তের স্রোতে মৃত্যুকা কৰ্দ্দমে পরিণত হইল
 এবং ধূম্রাক্ষ বাণদ্বারা বানরগণদিগকে মর্দন করিতে লাগিল ॥১০॥

তখন শত্রুবিজয়ী পবননন্দন হনুমান্ বেগে যাইয়া আগমনশীল মহারাক্ষস
 ধূম্রাক্ষকে গ্রহণ করিলেন ॥১১॥

তদনন্তর ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ত্রায় পরস্পর যুদ্ধজয়াভিলাষী বানরবীর হনুমান্ ও
 রাক্ষসবীর ধূম্রাক্ষের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥১২॥

(১১) তং স রক্ষোমহামাত্রম্—পি নি ।

ততস্তমতিকোপেন সাংখ্য সরথসারথিযু ।
 ধৃত্রাঙ্কমবধৌ ক্রুদ্ধো হনুমান্ মারুতাঽজঃ ॥১৪॥
 ততস্তং নিহতং দৃষ্ট্বা ধৃত্রাঙ্কং রাক্ষসোত্তমযু ।
 হরয়ো জাতবিশ্রস্তা জম্বুবৃন্তে চ সৈনিকান্ ॥১৫॥
 তে বধ্যমানা হরিঃ ভবনিভিজিতকাশিভিঃ ।
 রাক্ষসা ভগ্নসঙ্কল্পা লঙ্কামভ্যপতন্ ভয়াৎ ॥১৬॥
 তেহভিপত্য পুরং ভগ্না হতশেষা নিশাচরাঃ ।
 সর্বং রাজ্ঞে যথাবৃন্তং রাবণায় নৃবেদয়ন্ ॥১৭॥
 শ্রুত্বা তু রাবণস্তেভ্যঃ প্রহস্তং নিহতং যুধি ।
 ধৃত্রাঙ্কঞ্চ মহেষাসং সসৈন্যং বানরবর্তৈঃ ॥১৮॥
 স্নদৌর্যমিব নিশ্বস্ত্য সমুৎপত্য বরাসনাৎ ।
 উবাচ কুন্তকর্ণশ্চ কৰ্ম্মকালোহয়মাগতঃ ॥১৯॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । পূৰ্ব্বত এব ক্রুদ্ধঃ, তদানীন্তনিকোপেনেত্যপোনক্কল্যম্ ॥১৪॥
 তত ইতি । জাতবিশ্রস্তা হনুমতো বলে জাতবিশ্বাসাঃ । সৈনিকান্ রাক্ষসসৈন্যান্ ॥১৫॥
 ত ইতি । জিভেন ধৃত্রাঙ্কজয়েন কাশস্তে দীপ্যন্ত ইতি জিতকাশিনীভ্যঃ ॥১৬॥
 ত ইতি । অভিপত্য গতা, ভগ্নাঃ পরাজিতাঃ ॥১৭॥
 শ্রুত্ব ইতি । বানরবর্তৈর্নিহতং ধৃত্রাঙ্কম্ । সমুৎপত্য উত্থায় ॥১৮—১৯॥

তখন ধৃত্রাঙ্ক গদা ও পরিষদ্বারা হনুমান্কে আঘাত করিতে থাকিল ; আবার
 হনুমান্ ও স্কন্ধ ও শাখাযুক্ত বৃক্ষদ্বারা ধৃত্রাঙ্ককে প্রহার করিতে লাগিলেন ॥১৪॥

তৎপরে ক্রুদ্ধ পবননন্দন হনুমান্ অতিক্রুদ্ধ হইয়া অশ্ব, রথ ও সারথির সহিত
 ধৃত্রাঙ্ককে বধ করিলেন ॥১৫॥

তাহার পর অন্ত্যাত্ম বানরেরা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ধৃত্রাঙ্ককে নিহত দেখিয়া হনুমানের
 বলে বিশ্বাস করিয়া রাক্ষসসৈন্য সংহার করিতে লাগিল ॥১৬॥

বলবান্ ও বিজয়শোভী বানরেরা বধ করিতে লাগিলে, সেই রাক্ষসেরা ভগ্নসঙ্কল্প
 হইয়া ভয়ে লঙ্কার ভিতরে প্রবেশ করিল ॥১৭॥

পরাজিত ও হতাবশিষ্ট সেই রাক্ষসেরা লঙ্কার ভিতরে যাইয়া রাজা রাবণের
 নিকট যথাবদবৃত্তান্ত সমস্ত জানাইল ॥১৮॥

যুদ্ধে প্রহস্ত নিহত হইয়াছে এবং প্রধান বানরেরা সৈন্যগণের সহিত
 মহাধনুর্ধর ধৃত্রাঙ্ককেও বধ করিয়াছে—ইহা তাহাদের নিকট শুনিয়া রাবণ

ইত্যেবমুক্তা। বিধিধৈর্বাদিত্রৈঃ স্তম্বশাসনৈঃ ।
 শয়ানমতিনিদ্রাঞ্চ কুন্তকর্ণমবোধয়ৎ ॥২০॥
 প্রবোধ্য মহতা চৈনং যত্নেনাগতসাধকসঃ ।
 স্বস্থমাসীনমব্যগ্রং বিনিদ্রং রাক্ষসাধিপঃ ।
 ততোহত্রবৌদ্ধশত্রীবঃ কুন্তকর্ণং মহাবলম্ ॥২১॥
 ধনোহসি যন্ত তে নিদ্রা কুন্তকর্ণেয়মৌদীনী ।
 য ইদং দারুণাকারং ন জানীযে মহাভয়ম্ ॥২২॥
 এষ তৌহ্মার্হবং রামঃ সেতুনা হরিভিঃ সহ ।
 অবমনোহ নঃ সর্বান করোতি কদনং মহৎ ॥২৩॥
 ময়া ত্বপহতা ভার্য্যা সীতা নামাস্ত্র জানকী ।
 তাং নেতুং স ইহায়াতো বন্ধা সেতুং মহার্ঘবে ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

ইত্যতি। অবোধয়ৎ আগরিভবান্ রাবণ ইত্যম্বুক্তঃ ॥২০॥
 প্রবোধ্যেতি। আগতসাধক উপস্থিতলক্ষ্যঃ, কুন্তকর্ণং বিনা জয়লাভাৎ। বহুগাধোহগ্র
 যোক্তা ॥২১॥
 যন্ত ইতি। ধনোহসীতি লোহর্ধনোক্তিঃ। তৎকারণমাহ—যন্তেত্যাদি ॥২২॥
 এষ ইতি। হরিভির্দ্বানরৈঃ। নঃ অম্বান্। কদনং সর্বনম্ ॥২৩॥
 রামঃ কবং ক্রমং কদোজীতাহ—ময়েতি। জানকী জনকরাজকন্যা ॥২৪॥

ভারতভাবদীপঃ

ততঃ প্রবৃত্ত ইতি ॥১—১০॥ রাক্ষসহামাত্র রাক্ষসশ্রেষ্ঠম্ ॥১১—২০॥ আগতসাধকো
 জাতভয়ঃ ॥২১—২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বি নৈলকণ্ঠে ভারতভাবদীপে চত্বারিংশদধিক-

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৪০॥

মুদীর্ঘ নিশ্বাসই যেন ত্যাগ করিয়া উত্তম আসন হইতে উখিত হইয়া বলিলেন—
 ‘কুন্তকর্ণের কার্যকাল এই উপস্থিত হইয়াছে’ ॥১৮—১৯॥

এইরূপ বলিয়া যাইয়া রাবণ, মহাশঙ্ককারী নানাবিধ বাতচার্য্য শয়িত এক
 অতিনিদ্রাঙ্ক কুন্তকর্ণকে আগরিত করিলেন ॥২০॥

গুরুতর চেষ্টা করিয়া কুন্তকর্ণের নিজাভঙ্গ করার পরে রাবণের লজ্জা উপস্থিত
 হইল; এদিকে মহাবল কুন্তকর্ণও সচেতন ও মুক্ত হইয়া উপবেশন করিলেন; তাহার
 পর রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—॥২১॥

‘কুন্তকর্ণ। তুমি যন্ত বট। যে তোমার নিজা এইরূপ এক হে তুমি এখনও
 এই দারুণাকার মহাভয়ের বিবরণ জান না ॥২২॥

এই রাম বানরগণের সহিত সেতুপথে সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া আমাদের
 সকলকে অবরুদ্ধ করিয়া লঙ্কানগরীর গুরুতর ক্ষতি করিতেছে ॥২৩॥

তেন চৈবঃপ্রহস্তাদির্মহান্ নঃ স্বজনো হতঃ ।

তস্ত নান্যো নিহস্তান্তি স্বদৃতে শত্রুকর্ষণ ! ॥২৫॥

স দংশিতোহভিনির্ধ্যায়ঃস্বমদ্র বলিনাং বর ! ।

রামাদীনু সমরে সর্বান্ জহি শত্রেনবিন্দম ! ॥২৬॥

দুষণাবরজৌ চৈব বজ্রবেগপ্রমাথিনৌ ।

তৌ জ্বাং বলেন মহতা সহিতাবনুযাস্ততঃ ॥২৭॥

ইত্যুক্ত্বা রাক্ষসপতিঃ কুন্তকর্ণং তরস্বিনম্ ।

সন্নিদেশেতিকর্তব্যং বজ্রবেগপ্রমাথিনৌ ॥২৮॥

তথৈত্যুক্ত্বা তু তৌ ধীরৌ রাবণং দুষণানুজৌ ।

কুন্তকর্ণং পুরস্কৃত্য তূর্ণং নির্যম্যতুঃ পূবাং ॥২৯॥

ইতি ক্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি

দ্রৌপদৌহরণে রামোপাখ্যানে কুন্তকর্ণরণগমনে চত্বারিংশদধিক-

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥ *

ভারতকৌমুদী

ভেনেতি । মহান্ প্রধানঃ । স্বদৃতে জ্বাং বিনা ॥২৫॥

স ইতি । দংশিতো যুদ্ধায় সন্নতঃ ॥২৬॥

দুষণেতি । দুষণস্ত প্রাণকৃত্ত রাক্ষসস্ত অবরজৌ কনিষ্ঠভ্রাতরৌ ॥২৭॥

ইতীতি । তরস্বিনং বলবন্তম্ । সন্নিদেশ উপবিদেশ, ইতিকর্তব্যং যুদ্ধপরিণাটম্ ॥২৮॥

আমি, উহার ভাৰ্য্যা জনকনন্দিনী সীতাকে অপহরণ করিয়াছি। তাই
সে, সীতাকে লইয়া যাইবার জন্য মহাসমুদ্রে সেতু বন্ধন করিয়া এখানে
আসিয়াছে ॥২৪॥

এক সেই রাম, আমাদের স্বজন প্রহস্তপ্রভৃতি প্রধান ব্যক্তিদিগকে বধ করিয়াছে ;
অতএব শত্রুকর্ষণ ! তুমি ভিন্ন তাহার নিহস্তা অন্য কেহ নাই ॥২৫॥

অতএব বলিষ্ঠেষ্ঠ অরিন্দম । তুমি আজ সুসজ্জিত ও নির্গত হইয়া যুদ্ধে রাম-
প্রভৃতি সকল শত্রুকে সংহার কর ॥২৬॥

দুষণের কনিষ্ঠভ্রাতা সেই বজ্রবেগ ও প্রমাথী বিশাল বাহিনীর সহিত তোমার
অনুগমন করিবে ॥২৭॥

রাবণ, বলবান্ কুন্তকর্ণকে এইরূপ বলিয়া বজ্রবেগ ও প্রমাথীকে যুদ্ধের ইতি-
কর্তব্য বলিয়া দিলেন ॥২৮॥

* ‘...দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ...’—পি, ‘...পঞ্চাশততমোহধ্যায়ঃ...’—বা ব, ‘...ষট্শততমোহধ্যায়ঃ...’—কা, ‘...পঞ্চাশততমোহধ্যায়ঃ...’—নি ।

একচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ততো নির্ধায় স্বপুরাং কুস্তকৰ্ণঃ স্হানুগঃ ।
অপশ্যৎ কপি সৈন্যং তজ্জিতকাশ্যগ্রতঃ স্থিতম্ ॥১॥
স বৌদ্ধমাগন্তং সৈন্যং রামদর্শনকাজ্জয়া ।
অপশ্যচ্চাপি সৌমিত্রিং ধনুষ্পাণিং ব্যবস্থিতম্ ॥২॥
তমভ্যেত্যাশু হরয়ঃ পরিবব্রুঃ সমন্ততঃ ।
অভ্যস্লংশ্চ মহাকায়ৈর্বহুভির্জগতীকুহৈঃ ।
করজৈরতুদংশচান্যে বিহায় ভয়মুভ্রমম্ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

গুণেতি । তৌ বজ্রবেগপ্রমাথিনৌ । পুরস্কৃত্য অগ্রবর্তীকৃত্য ॥২॥
মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি দ্রৌপদীহরণে
চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:—

তত ইতি । জ্বিতেন প্রহস্তাদীনাং জয়েন কাশতে দীপ্যত ইতি জ্বিতকাশি ॥১॥
ইতি । রামদর্শনকাজ্জয়া তদাক্রমণেচ্ছয়েবেতি ভাবঃ ॥২॥
তমিতি । জগতীকুহৈবৃ কৈঃ । করজৈন কৈঃ, অতুদন্ অব্যর্থন । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩॥

দুষণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বীর বজ্রবেগ ও প্রমাথী 'তাহাই হইবে' এই কথা রাবণকে
য়া কুস্তকৰ্ণকে অগ্রবর্তী করিয়া সত্বর লঙ্কা হইতে নির্গত হইল" ॥২॥

—:~:—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“তাহার পর কুস্তকৰ্ণ অমুচরবর্গের সহিত লঙ্কা হইতে
তি হইয়া সম্মুখস্থিত বিজয়শোভা সেই বানরসৈন্য দর্শন করিলেন ॥১॥
তিনি রামকে দেখিবার ইচ্ছায় সেই সৈন্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকিয়া ধনুহস্তে
স্থিত লঙ্কণকে দর্শন করিলেন ॥২॥

তখন বানরগণ সত্বর যাইয়া সকল দিক্ হইতে কুস্তকৰ্ণকে পরিবেষ্টন করিল এবং
গালাকুতি বহুতর বৃক্ষদ্বারা আঘাত করিতে থাকিল ; আর অগ্নি বানরেরা ভয়
রিত্যাগ করিয়া নখদ্বারা গুরুতর প্রহার করিতে লাগিল ॥৩॥

বহুধা যুধ্যমানাস্তে যুদ্ধমার্গৈঃ প্লবঙ্গমাঃ ।
 নানা প্রহরণৈর্ভীমৈ রাক্ষসেন্দ্রমতাড়য়ন্ ॥৪॥
 স তাড়্যমানঃ প্রহসন্ ভক্ষয়ামাস বানরান্ ।
 বলং চণ্ডবলাখ্যঞ্চ বজ্রবাহুঞ্চ বানরম্ ॥৫॥
 তদদৃষ্ট্বা ব্যাথনং কৰ্ম্ম কুন্তকর্ণশ্চ রক্ষসঃ ।
 উদক্রোশন্ পরিত্রস্তাস্তাবপ্রভৃতয়স্তদা ॥৬॥
 তানুচ্চৈঃ ক্রোশতঃ সৈন্যান্ শ্রুত্বা স হরিষৃথপান্ ।
 অভিহুত্বোব স্ত্রীণ্যেব কুন্তকর্ণমপেততীঃ ॥৭॥
 ততোহভিপত্য বেগেন কুন্তকর্ণং মহামনাঃ ।
 শালেনাজঘ্ৰিবান্ মুৰ্দ্ধি বালেন কপিকুঞ্জরঃ ॥৮॥
 স মহাত্মা মহাবেগঃ কুন্তকর্ণশ্চ মুৰ্দ্ধনি ।
 বিভেদ শালং স্ত্রীণ্যেব নৈচৈবাব্যথয়ৎ কপিঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

বহুধেতি । বহুধা যুদ্ধমার্গৈর্যুদ্ধপদ্ধতিভিঃ । রাক্ষসেন্দ্রং কুন্তকর্ণম্ ॥৪॥
 স ইতি । বলাদিনামকং প্রধানং বানরঞ্চ ভক্ষয়ামাসেতি সঙ্কটঃ ॥৫॥
 তদিত্তি । ব্যাথনং স্বপকপীড়াজনকম্ । তারপ্রভৃতয়ো বানরাঃ ॥৬॥
 তানিতি । হরিষৃথপান্ বানরসমূহশ্রেষ্ঠান্ । অপেততীনির্ভয়ঃ ॥৭॥
 তত ইতি । শালেন কৃক্ষেণ । কপিকুঞ্জরঃ স্ত্রীণ্যেব ॥৮॥

ক্রমে সেই বানরেরা নানাবিধ প্রণালীতে যুদ্ধ করিতে থাকিয়া নানাবিধ ভয়ঙ্কর
 অস্ত্রদ্বারা কুন্তকর্ণকে তাড়ন করিতে থাকিল ॥৪॥

তখন কুন্তকর্ণ প্রহৃত হইতে থাকিয়াও হস্ত করতঃ বহুতর ক্ষুদ্র বানরকে এবং
 বল, চণ্ডবল ও বজ্রবাহনামক প্রধান তিনটা বানরকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন ॥৫॥

তখন কুন্তকর্ণের সেই দারুণ কার্য্য দেখিয়া তারপ্রভৃতি বানরেরা অত্যন্ত ভীত
 হইয়া উচ্চস্বরে আর্তনাদ করিয়া উঠিল ॥৬॥

প্রধান বানরসৈন্যগণের সেই উচ্চ আর্তনাদ শুনিয়া স্ত্রীণ্যেব নির্ভয়চিত্তে কুন্তকর্ণের
 দিকে ধাবিত হইলেন ॥৭॥

তাহার পর মহামানা বানরশ্রেষ্ঠ স্ত্রীণ্যেব বেগে যাইয়া শালবৃক্ষদ্বারা বলপূর্ব্বক
 কুন্তকর্ণের মস্তকে আঘাত করিলেন ॥৮॥

মহাত্মা ও মহাবেগশালী স্ত্রীণ্যেব কুন্তকর্ণের মস্তকে সেই শালবৃক্ষটাকে ভাঙ্গিয়া
 ফেলিলেন, তথাপি তাঁহাকে ব্যথিত করিতে পারিলেন না ॥৯॥

ততো বিনত্ৰ সহসা শালম্পর্শবিবোধিতঃ ।
 দৌর্ভ্যামাদায় স্ত্রীং কুন্তকর্ণোহরদ্বনাং ॥১০॥
 হ্রিয়মাণস্ত স্ত্রীং কুন্তকর্ণেন রক্ষসা ।
 অবেক্যভ্যদ্রবদ্বীরঃ সৌমিত্রিমিত্রেনন্দনঃ ॥১১॥
 সোহভিপত্য মহাবেগং কল্পপুঙ্খং মহাশরম্ ।
 গ্রাহিণোং কুন্তকর্ণায় লক্ষণঃ পরবীরহা ॥১২॥
 স তস্ম দেহাবরণং ভিত্ত্ব দেহকং সায়কঃ ।
 জগাম দারয়ন্ ভূমিং কধিরেণ সমুক্ষিতঃ ॥১৩॥
 তথা স ভিন্নহৃদয়ঃ সমুৎপজ্য কপীশ্বরম্ ।
 কুন্তকর্ণো মহেশ্বাসঃ প্রগৃহীতশিলায়ুধঃ ।
 অভিহুত্বা সৌমিত্রিমুগ্ধম্য মহতীং শিলাম্ ॥১৪॥
 তস্মাভিপততস্তূর্ণং ক্ষুরাভ্যামুচ্ছিতৌ করৌ ।
 চিচ্ছেদ নিশিতাগ্রাভ্যাং স বভূব চতুভুজঃ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । বিভেদ বজ্র । কিন্তু তথাপি নচ অবায়বঃ কুন্তকর্ণং বাধ্যয়িতুমশক্যোং ॥১০॥
 তত ইতি । শালম্পর্শেন বিবোধিতঃ প্রহরতীতি জ্ঞাপিতঃ । দৃঢ়াক্ষং সূচিতম্ ॥১১॥
 হ্রিয়মাণমিতি । অভ্যদ্রবঃ কুন্তকর্ণং প্রভাব্যবঃ । সিজাগাং নন্দন আনন্দকরঃ ॥১১॥
 স ইতি । কল্পপুঙ্খং স্বর্ণখচিতমুখম্ । পরবীরহা শক্রবীরহস্তা ॥১২॥
 স ইতি । দেহাবরণং বর্ম । সমুক্ষিতঃ সংসিক্তঃ ॥১৩॥
 তথ্যেতি । কপীশ্বরং স্ত্রীং । মহেশ্বাসো মহাধনুর্ধরঃ । বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৪॥

তদনন্তর কুন্তকর্ণ সেই শালবৃক্ষস্পর্শে সচেতন হইয়া, সিংহনাদ করিয়া,
 বাহুযুগলদ্বারা বলপূর্বক তৎক্ষণাৎ স্ত্রীবকে উঠাইয়া লইয়া হরণ করিতে
 লাগিলেন ॥১০॥

কুন্তকর্ণ স্ত্রীবকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন দেখিয়া মহাবীর ও বন্ধুজনের
 আনন্দজনক লক্ষণ তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥১১॥

এবং শক্রবীরহস্তা লক্ষণ উপস্থিত হইয়া মহাবেগশালী ও স্বর্ণখচিত একটা ভয়ঙ্কর
 বাণ কুন্তকর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ॥১২॥

সেই বাণ কুন্তকর্ণের বর্ম ও দেহ ভেদ করিয়া কধিরসিক্ত হইয়া ভূমি বিদারণ-
 পূর্বক চলিয়া গেল ॥১৩॥

তখন মহাধনুর্ধর ও শিলায়ুধধারী কুন্তকর্ণ সেইভাবে বিদৌর্হৃদয় হইয়া, স্ত্রীবকে
 ছাড়িয়া দিয়া, একটা বিশাল শিলা উত্তোলন করিয়া লক্ষণের দিকে ধাবিত
 হইলেন ॥১৪॥

তানপ্যস্ত ভুজান্ সর্বান্ প্রগৃহীতশিলাযুধান্ ।
 ক্ষুরৈশ্চিচ্ছেদ লঘুস্তং সৌমিত্রিঃ প্রতিদর্শয়ন্ ॥১৬॥
 স বভূবাতিকায়শ্চ বহুপাদশিরোভুজঃ ।
 তং ব্রহ্মাস্ত্রেণ সৌমিত্রির্দারাদ্রিচয়োপমম্ ॥১৭॥
 স পপাত মহাবীর্যো দিব্যাস্ত্রাভিহতো রণে ।
 মহাশনিবিনির্দগ্নঃ পাদপোহক্ষুরবানিব ॥ ৮॥
 তং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মসঙ্কশং কুন্তকর্ণং তরশ্বিনম্ ।
 গতাস্ত্ৰং পতিতং ভূমৌ রাক্ষসাঃ প্রাদ্ৰবন্ ভয়াৎ ॥১৯॥
 তথা তান্ দ্রবতো ঘোধান্ দৃষ্ট্বা তৌ দৃষণানুজৌ ।
 অবস্থাপ্যাথ সৌমিত্রিঃ সংক্রুদ্ধাবভ্যধাবতাম্ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

তস্মেতি । উচ্ছ্রিতৌ উন্নতৌ । তদা স কুন্তকর্ণশ্চতুর্ভুজো বভূব, কামরূপস্থানং ॥১৬॥
 তানিতি । অস্ত্র কুন্তকর্ণশ্চ । লঘুস্তম্ অগ্নিনিষ্ক্ষেপে লঘুহস্ততাম্ ॥১৬॥
 স ইতি । অতিকায়ো বিশালদেহঃ । অদ্রিচয়োপমং মিলিতপর্বতসমূহতুল্যম্ ॥১৭॥
 স ইতি । অক্ষুরবান্ অঙ্গগতশাখানামিত্যর্থঃ । বহুভুজাদিসাদৃশ্যার্থসিদ্ধম্ ॥১৮॥
 তমিতি । তরশ্বিনং বলবন্তম্ । রামায়ণে রাঘবে নিহতঃ কুন্তকর্ণঃ, অত্র তু লক্ষ্মণেনেতি
 বিরোধস্ত্ব কল্পভেদে কর্তৃত্বদ্বাদ্বৈকারেণ পরিহার্য্যঃ । অগ্ন্যত্রাপোবম্ ॥১৯॥
 তথেনিতি । অবস্থাপ্য তিষ্ঠ তিষ্ঠত্বাক্ত্যা পলায়নং নিষিধ্যত্যার্থঃ ॥২০॥

কুন্তকর্ণ হস্তযুগল উত্তোলন করিয়া আসিতেছিলেন ; এই সময়ে লক্ষ্মণ নিশিত
 দুইটা ক্ষুরাশ্রদ্ধারা তাহার বাহুযুগল ছেদন করিলেন ; কুন্তকর্ণ তৎক্ষণাৎ চতুর্ভুজ
 হইলেন ॥১৬॥

তখন লক্ষ্মণ লঘুহস্ততা দেখাইতে থাকিয়া ক্ষুরাশ্রদ্ধারা তাঁহার সেই সকল
 শিলাধারী বাহুগুলিকেও ছেদন করিলেন ॥১৬॥

কুন্তকর্ণও তৎক্ষণাৎ বিশাল দেহ, বহু চরণ, বহু মস্তক ও বহু বাহু হইলেন ;
 লক্ষ্মণও অমনি ব্রহ্মাশ্রদ্ধারা পর্বতসমূহতুল্য সেই কুন্তকর্ণকে বিদীর্ণ করিলেন ॥১৭॥

তখন মহাবজ্রদগ্ধ শাখাসমন্বিত বৃক্ষের আয় মহাবীর কুন্তকর্ণ ব্রহ্মাস্ত্রে আহত
 হইয়া যুদ্ধে নিপতিত হইলেন ॥১৮॥

ব্রহ্মাসুরের আয় মহাবীর কুন্তকর্ণকে গতাস্ত্র ও ভূপতিত দেখিয়া রাক্ষসেরা ভয়ে
 পলায়ন করিতে লাগিল ॥১৯॥

তাবাদবন্তৌ সংক্রুদ্ধৌ বজ্রবেগপ্রমাথিনৌ।
 প্রতিজ্ঞগ্রাহ সৌমিত্রির্বিনতোভৌ পতত্রিভিঃ ॥২১॥
 ততঃ স্তুতুমলং যুদ্ধমভবল্লোমহর্ষণম্।
 দূষণানুজয়োঃ পার্শ্ব! লক্ষণস্ত চ ধীমতঃ ॥২২॥
 মহতা শরবর্ষণে রাক্ষসৌ সোহভ্যবর্ষত।
 তৌ চাপি বীরৌ সংক্রুদ্ধাবুভৌ তং সমবর্ষতাম্ ॥২৩॥
 যুতুর্ভমেবমভবদ্বজ্রবেগপ্রমাথিনোঃ।
 সৌমিত্রেণ মহাবাহোঃ সপ্তাহারঃ সূদারুণঃ ॥২৪॥
 অথাদ্রিশৃঙ্গমাদায় হনুমান্ মারুতানুজঃ।
 অভিদ্রুত্যাদগে প্রাণান্ বজ্রবেগস্ত রক্ষসঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

তাংহি। আভবন্তৌ অভিধাকন্তৌ। বিনন্ত সিংহনাং কৃষ্ণা, পতত্রিভির্বাণৈঃ ॥২১॥
 তত ইতি। দূষণানুজয়োঃ বজ্রবেগপ্রমাথিনোঃ। পার্থেতি যুধিষ্ঠিরমধোবনম্ ॥২২॥
 মহতেতি। স লক্ষণঃ। তৌ বজ্রবেগপ্রমাথিনৌ। তং লক্ষণম্ ॥২৩॥
 যুতুর্মিতি। যুতুর্ভং কিয়ন্ত কালমিত্যর্থঃ। সপ্তাহারঃ সমরঃ ॥২৪॥
 অথেনি। প্রাণান্ আদয়ে, তদ্রিশৃঙ্গাভ্যভেনেতি শেখঃ ॥২৫॥

সেই যোদ্ধাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া দুষণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বজ্রবেগ ও
 প্রমাথী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া 'থাক্ থাক্' বলিয়া লক্ষণের দিকে ধাবিত হইল ॥২০॥
 অত্যন্ত ক্রুদ্ধ অবস্থায় বজ্রবেগ ও প্রমাথীকে আসিতে দেখিয়া লক্ষণ সিংহনাদ
 করিয়া বাণদ্বারা তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন ॥২১॥
 যুধিষ্ঠির। তাহার পর বজ্রবেগ ও প্রমাথীর এক বৃদ্ধিমান্ লক্ষণের অতিতুমুল ও
 লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥২২॥
 তখন লক্ষণ, বজ্রবেগ ও প্রমাথীর উপরে বিশাল শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন;
 সেই বীরেরা দুই জনও ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষণের উপরে শরবর্ষণ করিতে থাকিল ॥২৩॥
 এইভাবে কিছু কাল বজ্রবেগ ও প্রমাথীর এক মহাবাহু লক্ষণের অভিদারুণ যুদ্ধ
 হইল ॥২৪॥
 তাহার পর পবনন্দন হনুমান্ একটা পর্বতশৃঙ্গ লইয়া দ্রুত বাহিয়া তাহার
 আঘাতে রাক্ষস বজ্রবেগের প্রাণ গ্রহণ করিলেন ॥২৫॥

নীলশ্চ মহতা গ্রাবু। দুষণাবরজং হরিঃ ।
 প্রমাথিনমভিদ্ভত্য প্রমাথ মহাবলঃ ॥২৬॥
 ততঃ প্রাবর্তত পুনঃ সংগ্রামঃ কটুকোদয়ঃ ।
 রামরাবণসৈন্যানামন্যোন্মত্তমভিধাবতাম্ ॥২৭॥
 শতশো নৈখাতান্ বজ্রা জঘ্নুব্যাংশ্চ নৈখাতাঃ ।
 নৈখাতাস্ত্রে বধ্যন্তে প্রায়েণ ন তু বানরাঃ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি
 দ্রৌপদীহরণে রামোপাখ্যানেন কুন্তকর্ণাদিবধে একচত্বারিংশ-
 দধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

—:~:—

ভারতকৌমুদী

নীল ইতি । নীলো নাম হরিবানরঃ, গ্রাবু। প্রস্তরেণ ॥২৬॥
 তত ইতি । কটুকো দ্বুঃখকর উদয় আবির্ভাবো যস্য সং, বহুপ্রাণিনাশাৎ ॥২৭॥
 শতশ ইতি । নৈখাতান্ রাক্ষসান্, বজ্রা বানরাঃ । প্রায়েণ বাহুল্যেন ॥২৮॥
 ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচর্চা-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
 মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি দ্রৌপদীহরণে
 একচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:~:—

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি । জিতকাশি দৃঢ়মুষ্টি । “কাশিমুষ্টিঃ প্রকাশনাং” ইতি যাদবঃ ॥১—২৭॥ বজ্রা
 বনেচরা বানরাঃ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে একচত্বারিংশদধিক-

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৪১॥

—:~:—

এবং মহাবল নীলও ক্রুত যাইয়া বিশাল প্রস্তরের আঘাতে দুষণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা
 প্রমাথীকে মথিত করিলেন ॥২৬॥

তদনন্তর রামের সৈন্য ও রাবণের সৈন্যেরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি ধাবিত
 হইল ; তখন পুনরায় দারুণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল ॥২৭॥

সেই যুদ্ধে বানরেরা শত শত রাক্ষসকে এবং রাক্ষসেরাও শত শত বানরকে বধ
 করিল । তবে তাহাতে রাক্ষসেরাই অধিক নিহত হইল ; কিন্তু বানরেরা নহে” ॥২৮॥

—:~:—

* ‘...ত্রিসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...ষড়শীত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...সপ্তাশী-
 ত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...অষ্টাশীত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

দ্বিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃ—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ততঃ শ্রদ্ধা হতং সংখ্যে কুন্তকর্ণং সহানুগম্ ।

প্রহস্তঞ্চ মহেশ্বাসং ধূম্রাক্ষধাতিতেজসম্ ।

পুত্রমিন্দ্রজিতং বীরং রাবণঃ প্রাত্যভাষত ॥১॥

জহি রামমমিত্রৈয় ! সুগ্রীবঞ্চ সলক্ষ্মণম্ ।

তুয়া হি মম সৎপুত্র ! যশো দীপ্তমুপার্জিতম্ ।

জিত্বা বজ্রধরং সংখ্যে সহস্রাক্ষং শচীপতিম্ ॥২॥

অন্তর্হিতঃ প্রকাশো বা দিব্যৈর্দত্তবরৈঃ শরৈঃ ।

জহি শক্রনমিত্রৈয় ! মম শস্ত্রভূতাং বর ! ॥৩॥

রামলক্ষ্মণসুগ্রীবাঃ শরম্পর্শং ন তেহনঘ ! ।

সমর্থ্যঃ প্রতিসোচ্চুঞ্চ কুতস্তদনুযায়িনঃ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । সংখ্যে যুদ্ধে । সহানুগং সানুচরম্ । বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১॥

জহীতি । হে অমিত্রৈয় ! শক্রহন্তঃ । দীপ্তমুজ্জলম্ । অয়মপি বটপাদঃ শ্লোকঃ ॥২॥

অন্তরিত্তি । দিব্যৈঃ বর্গ্যৈর্দত্তো বরো যেষু ভৈঃ । মম শক্রনিতি সম্বন্ধঃ ॥৩॥

সামেতি । তদনুযায়িনো হনুমদাদয়ঃ, কৃতঃ কুতোহপি ন সমর্থ্য ইত্যর্থঃ ॥৪॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন—“তাহার পর অনুচরগণের সহিত কুন্তকর্ণ, মহাধনুর্ধর প্রহস্ত ও অতিতেজা ধূম্রাক্ষকে যুদ্ধে নিহত গুনিয়া রাবণ, বীরপুত্র ইন্দ্রজিতকে বলিলেন ॥১॥

“শক্রনাশক সৎপুত্র ! তুমি, লক্ষ্মণের সহিত রামকে এবং সুগ্রীবকে বধ কর । কারণ, তুমি যুদ্ধে বজ্রধারী ও সহস্রনয়ন ইন্দ্রকে জয় করিয়া আমার উজ্জল যশ উৎপাদন করিয়াছ ॥২॥

শক্রনাশক শস্ত্রধারিত্রৈষ্ঠ ! তুমি গুপ্ত বা প্রকাশিত থাকিয়া দেবতাদের বরলব্ধ বাণদ্বারা শত্রুগণকে সংহার কর ॥৩॥

হে নিম্পাপ ! রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব—ইহারা ই তোমার শরাস্রাঘাত সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না ; তাহাদের অনুচরেরা আর সমর্থ হইবে কিরূপে ? ॥৪॥

ন গতা যা প্রহস্তেন কুস্তকর্ণেন চানঘ ! ।
 বৈরস্ত্যাপচিতিঃ সংখ্যে তাং গচ্ছ ত্বং মহাভূজ ! ॥৫॥
 ত্রয়ম্ নিশিতৈর্বাণৈর্হস্তা শক্রন্ সসৈনিকান্ ।
 প্রতিনন্দয় মাং পুত্র ! পুরা জিত্বেব বাসবম্ ॥৬॥
 ইত্যুক্তঃ স তথৈত্যুক্ত্য রথমাস্থায় দংশিতঃ ।
 প্রযবাবিল্লজিদ্ভোজন্ ! তূর্ণমায়োধনং প্রতি ॥৭॥
 ততো বিশ্রাব্য বিস্পর্কং নাম রাক্ষসপুঙ্গবঃ ।
 আহবয়ামাস সমরে লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্ ॥৮॥
 তং লক্ষ্মণোহপ্যধাবচ্চ প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ ।
 ত্রাসয়ন্তলঘোষণে সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগং যথা ॥৯॥
 তয়োঃ সমভবদ্যুদ্ধঃ স্তমহজ্জয়গৃহ্মিনোঃ ।
 দিব্যাস্ত্রবিদ্বষোস্তৌত্রমন্তোন্মস্পর্কিনোস্তুদা ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । অপচিতির্নিষ্কৃতিঃ, “ভবেদপচিতিঃ পূজাক্ষয়হানিষু নিষ্কৃতো” ইতি বিশ্বঃ ॥৫॥
 অমিতি । প্রতিনন্দয় আনন্দয় । বাসবমিল্লম্ ॥৬॥
 ইতীতি । আস্থায় আক্ৰম্য, দংশিতঃ সমকঃ । আয়োধনং যুদ্ধস্থানম্ ॥৭॥
 তত ইতি । নাম আয়ুনো নামধেয়ম্ । আহবয়ামাস আজ্জহাব ॥৮॥
 তমিতি । তলঘোষণে জ্যাঘাতবারণশব্দেন ॥৯॥
 তয়োঃ ইতি । জয়গৃহ্মিনোর্জয়াভিলাষিণোঃ ॥১০॥

নিষ্পাপ মহাবাহু । প্রহস্ত ও কুস্তকর্ণ যে শক্রতার প্রতিশোধ লইতে পারেন
 নাই, তুমি যুদ্ধে যাইয়া সেই শক্রতার প্রতিশোধ লও ॥৫॥

পুত্র । তুমি পূর্বে যেমন ইন্দ্রকে জয় করিয়া আমাকে আনন্দিত করিয়াছিলে,
 তেমন আজ নিশিত বাণদ্বারা সৈন্যগণের সহিত শক্রগণকে সংহার করিয়া আমাকে
 আনন্দিত কর ॥৬॥

রাজা । রাবণ এইরূপ বলিলে, ‘তাহাই হইবে’ এই কথা বলিয়া যুদ্ধসজ্জা
 করিয়া ইন্দ্রজিৎ রথে আরোহণপূর্বক সত্তর যুদ্ধস্থানে গমন করিলেন ॥৭॥

তাহার পর রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ সুস্পষ্টরূপে নিজের নাম শুনাইয়া শুভলক্ষণযুক্ত
 লক্ষ্মণকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন ॥৮॥

তখন লক্ষ্মণও ধনু এবং বাণ ধারণ করিয়া তলশব্দে ভয় জন্মাইতে থাকিয়া—
 সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগের প্রতি ধাবিত হয়, সেইরূপ ইন্দ্রজিতের প্রতি ধাবিত
 হইলেন ॥৯॥

রাবণিহস্ত যদা নৈনং বিশেষয়তি সায়কৈঃ ।
 ততো গুরুতরং যত্নমাত্তিষ্ঠমলিনাং বরঃ ॥১১॥
 তত এনং মহাবেগৈর্গদয়াস তোমরৈঃ ।
 তানাগতান্ স চিচ্ছেদ সৌমিত্রির্নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
 তে নিকৃতাঃ শরৈস্তৌহ্মৈস্ত পতন্ বহুধাতলে ॥১২॥
 তমঙ্গদো বালিহস্তঃ শ্রীমানুত্তম্য পাদপম্ ।
 অভিজিত্য মহাবেগস্তাডয়াস মূর্ধনি ॥১৩॥
 তশ্চৈবজিহ্বাসংক্রান্তঃ প্রাসেনোরসি বীৰ্যবান্ ।
 প্রহর্তুমৈচ্ছন্তু কাস্ত প্রাসং চিচ্ছেদ লক্ষণঃ ॥১৪॥
 তমভ্যাসগতং বীরমঙ্গদং রাবণাস্বজঃ ।
 গদয়াহতাত্তরং সব্যে পার্শ্বে বানরপুংসবম্ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

রাবণিহস্তি । রাবণিহস্তিঃ, বিশেষয়তি অভিজাততি ॥১১॥
 তত ইতি । অর্দ্ধরাস রাবণিহস্তবর্ততে । তন্ তোমরান্ ॥১২॥
 তমিতি । ত রাবণম্ । তাডয়াস তেন পাদপেনেতি শেবঃ ॥১৩॥
 ততোতি । অসংক্রান্তঃ পাদপতাত্তনেনাপি অনাহুতঃ, উরসি বহুসি ॥১৪॥

তখন জয়ভিলাষী, দিব্যাস্ত্রবেত্তা ও পরস্পর স্পর্ধাকারী লক্ষণ ও ইন্দ্রজিতের
 অতিগুরুতর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥১০॥

যখন বলিশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ বাণদ্বারা লক্ষণকে অভিক্রম করিতে পারিলেন না, তখন
 তিনি জয়ের জন্য গুরুতর যত্ন অবলম্বন করিলেন ॥১১॥

তাহার পর ইন্দ্রজিৎ মহাবেগশালী তোমরদ্বারা লক্ষণকে গীড়ন করিবার
 উপক্রম করিলেন; লক্ষণও নিশিত বাণদ্বারা আগমনমাত্রেই সে তোমরগুলিকে
 ছেদন করিলেন। তখন তীক্ষ্ণবাণে ছিন্ন হইয়া সে তোমরগুলি ভূতলে পতিত
 হইল ॥১২॥

তদনন্তর বালীর পুত্র শ্রীমান্ অঙ্গদ একটা বৃক্ষ উন্মুলন করিয়া মহাবেগে যাইয়া
 ইন্দ্রজিতের মস্তকে আঘাত করিলেন ॥১৩॥

বলবান্ ইন্দ্রজিৎ সে আঘাতে বিহ্বল না হইয়া প্রাসদ্বারা অঙ্গদের বক্ষে
 প্রহার করিবার ইচ্ছা করিলেন; অমনি লক্ষণ তাহার সেই প্রাস ছেদন করিয়া
 ফেলিলেন ॥১৪॥

তখন ইন্দ্রজিৎ নিকটবর্তী বানরশ্রেষ্ঠ বীর অঙ্গদের বামপার্শ্বে গদাঘাত
 করিলেন ॥১৫॥

তমচিন্ত্য প্রহারং স বলবান্ বালিনঃ স্ততঃ ।
 সমজ্জ্বলিতঃ ক্রোধাৎ শালবৃক্ষং তথাস্তদঃ ॥১৬॥
 সোহঙ্গদেন রুমোৎসৃষ্টো বধায়ৈল্লজিতস্তরুঃ ।
 জ্বানৈল্লজিতঃ পার্থ ! রথং সাশ্বং সমারথিম্ ॥১৭॥
 ততো হতাস্থাৎ প্রস্কন্য রথাৎ স হতসারথিঃ ।
 তত্রৈবাস্তদধৌ রাজন্ ! মায়য়া রাবণাভ্রজঃ ॥১৮॥
 অন্তর্হিতং বিদিত্বা তং বহুমায়ঞ্চ রাক্ষসম্ ।
 রামস্তং দেশমাগত্য তং সৈন্যং পর্য্যরক্ষত ॥১৯॥
 স রামমুদ্दिশ্য শরৈস্ততো দত্তবরৈস্তদা ।
 বিব্যাধ সর্বগাত্রেষু লক্ষণঞ্চ মহাবলম্ ॥২০॥
 তদদৃশ্যং শরৈঃ শূরো মায়য়াস্তর্হিতং তদা ।
 যোধয়ামাসতুরূভৌ রাবণিং রামলক্ষ্মণৌ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । অভ্যাসগতং নিকটস্থিতম্ । সব্যো বামে ॥১৫॥
 তমিতি । অচিন্ত্য অবজ্ঞায় । সমজ্জ্বলিতঃ, ইল্লজিত উপরি ॥১৬॥
 স ইতি । ক্রোধোৎসর্গে, উৎসৃষ্টো নিক্ষিপ্তঃ স তরুঃ ॥১৭॥
 তত ইতি । প্রস্কন্য অবতীর্ণ্য ॥১৮॥
 অন্তরিত্য । বহুমায়া কুটকৌশলং যন্ত তম্, রাক্ষসমিল্লজিতম্ ॥১৯॥
 স ইতি । স ইল্লজিৎ । দত্তো বরো যেষু তৈর্দেববরলব্ধৈরিত্যর্থঃ ॥২০॥
 তমিতি । অন্তর্হিতম্, অতএবাদৃশম্ । যোধয়ামাসতুঃ প্রজহতুঃ ॥২১॥

বলবান্ বালিনন্দন অঙ্গদ সে গদাঘাত অগ্রাহ্য করিয়া ক্রোধবশতঃ ইল্লজিতের উপরে একটা শালবৃক্ষ নিক্ষেপ করিলেন ॥১৬॥

পৃথানন্দন । ইল্লজিতের বধের জন্য অঙ্গদ-নিক্ষিপ্ত সেই বৃক্ষটা যাইয়া অশ্ব ও সারথির সহিত ইল্লজিতের রথখানাকে বিধ্বস্ত করিল ॥১৭॥

রাজা ! অশ্ব ও সারথি নিহত হইলে, ইল্লজিৎ সেই ভগ্ন রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া সেইখানেই অন্তর্হিত হইলেন ॥১৮॥

বহুমায়ালী সেই রাক্ষসকে অন্তর্হিত জানিয়া রামচন্দ্র সেই স্থানে আসিয়া আপন সৈন্য রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥১৯॥

তখন ইল্লজিৎ, মহাবল রাম ও লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া দেববরলব্ধ বাণদ্বারা তাঁহাদের সমস্ত অঙ্গে তাড়ন করিতে লাগিলেন ॥২০॥

স রুধা সর্বগাংস্ত্রেষু তয়োঃ পুরুষসিংহয়োঃ ।

ব্যস্জৎ সায়কান্ ভূয়ঃ শতশোইথ সহস্রশঃ ॥২২॥

তমদৃশ্যং বিচিস্তন্তঃ স্জন্তুমানিশং শরান্ ।

হরয়ো বিবিণ্ডুর্ব্যোম প্রগৃহ্ম মহতৌ শিলাঃ ।

তাংশ্চ তৌ চাপ্যদৃশ্যঃ স শরৈর্বিব্যাধ রাক্ষসঃ ॥২৩॥

স ভূশং তাড়য়ামাস রাবণির্মায়ায়া কৃতঃ ।

তৌ শরৈরাচিঁতো বীরৌ ভাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ ।

পেতভূগর্গনাভূমিং সূর্য্যাচক্ষ্রমসাবিব ॥২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি

দ্রোণদ্বীপেণে নামোপাখ্যানে ইন্দ্রজিৎসংগ্রামে দ্বিচত্বারিংশদধিক-

বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩॥ *

ভারতকৌমুদী

স ইতি । স রাবণিঃ । ব্যস্জৎ তক্ষিণঃ । ভূয়ঃ পুনরপি ॥২২॥

তমিতি । বিচিস্তন্তঃ অধিগন্তঃ । ব্যোম আকাশং । তৌ রামলক্ষ্মণৌ । ষট্‌পাদোহয়ং
শ্লোকঃ ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ১১—১৭। সমর্জ উৎস্টবান্ । মহাশালবদ্ধ তক্ষ্ম ১১৬—২২। তান্ হরান্, তৌ চ
রামলক্ষ্মণৌ ॥২৩—২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠে ভারতভাবদীপে দ্বিচত্বারিংশদধিক-

বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৪ঃ॥

তখন মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ দুই জনই মায়াদ্বারা অন্তর্হিত ও অদৃশ্য ইন্দ্রজিৎকে
বাণদ্বারা গ্রহণ করিতে থাকিলেন ॥২১॥

পরে ইন্দ্রজিৎ ক্রোধবশতঃ পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণের সমস্ত আঙ্গে পুনরায় শত
শত ও সহস্র সহস্র বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥২২॥

ইন্দ্রজিৎ এইভাবে অদৃশ্য থাকিয়া অনবরত বাণক্ষেপ করিতে লাগিলেন ; তখন
বহুতর বানর বিশাল বিশাল প্রস্তর লইয়া ইন্দ্রজিৎের অবেষণে আকাশে উঠিল ;
তখন ইন্দ্রজিৎ অদৃশ্য থাকিয়াই বাণদ্বারা সেই বানরগণকে এক রাম-লক্ষ্মণকে বিদ্ধ
করিতে থাকিলেন ॥২৩॥

মায়াবৃত ইন্দ্রজিৎ এইভাবে রাম ও লক্ষ্মণকে অভ্যন্ত বিদ্ধ করিলেন ;

* ‘...চতুঃসপ্তত্যধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ’—নি, ‘...সপ্তাষ্ট্রত্যধিকাবিশততমঃ...’—বা, ব,
‘...চতুঃসপ্তত্যধিকাবিশততমঃ...’—কা, ‘...একোদশত্যধিকাবিশততমঃ...’—নি ।

ত্রিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃঃ—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

তাবুভৌ পতিতৌ দৃষ্ট্ৱ। ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ ।
ববন্ধ রাবণিভূয়ঃ শরৈর্দত্তবরৈস্তদা ॥১॥
তৌ বীরৌ শরবন্ধেন বন্ধাবিন্দ্ৰজিতা রণে ।
যেজতুঃ পুরুষব্যাস্ত্রৌ শকুন্তাবিব পঞ্জরে ॥২॥
তৌ দৃষ্ট্ৱ। পতিতৌ ভূমৌ শতশঃ সায়কৈশ্চিচৌ ।
সুগ্রীবঃ কপিভিঃ সার্কং পরিবার্য ততঃ স্থিতঃ ॥৩॥
স্বষণ-মৈন্দ-দ্বিবিদৈঃ কুমুদেনাস্তদেন চ ।
হনুমন্নীলতারৈশ্চ নলেন চ কপীশ্বরঃ ॥৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

স ইতি । আচিতে ব্যাপ্তদেহৌ । গগনাৎ সূর্য্যচক্রমলাবিব । অয়মপি ষট্‌পাদঃ
শ্লোকঃ ॥২৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে
ত্রিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—ঃঃ—

তাবিতি । দত্তবরৈর্দেববরলকৈরিত্যর্থঃ, শরৈর্নাগপাশক্ৰূপৈঃ ॥১॥

তাবিতি । শরবন্ধেন নাগপাশেন । শকুন্তৌ বৌ পক্ষিণৌ ॥২॥

তাবিতি । চিতৌ ব্যাপ্তদেহৌ । তত্তন্তজ । কপিভিঃ কৈরিত্যাহ—স্বষণেত্যাদি ॥৩—৪॥

তাহাতে মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতাই বাণব্যাপ্তদেহ হইয়া, আকাশ হইতে চক্র
ও সূর্য্যের স্থায় ভূতলে পতিত হইলেন” ॥২৪॥

—ঃঃ—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“তখন ইন্দ্রজিৎ, রাম ও লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতাকেই পতিত
দেখিয়া দেববরলক নাগপাশদ্বারা পুনরায় তাঁহাদিগকে বন্ধন করিলেন ॥১॥

যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎকর্তৃক নাগপাশবদ্ধ সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরেরা তখন পঞ্জরবদ্ধ দুইটি
পক্ষীর স্থায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥২॥

বানররাজ সুগ্রীব, রাম ও লক্ষ্মণকে বাণব্যাপ্ত ও ভূতলপতিত দেখিয়া

ততস্তং দেশমাগম্য কৃতকৰ্ম্মা বিভীষণঃ ।
 বোধয়ামাস তৌ বীরৌ প্রজ্ঞাস্ত্রেণ প্রমোহিতৌ ॥৫॥
 বিশল্যো চাপি স্ত্রীষঃ ক্ৰণেনৈতৌ চকার হ ।
 বিশল্যয়া মহৌষধ্যা দিব্যমন্ত্রপ্রযুক্তয়া ॥৬॥
 তৌ লব্ধসংজ্ঞৌ নৃবরৌ বিশল্যাবুদতিষ্ঠতাম্ ।
 গততন্ত্রীক্ৰমৌ চাপি ক্ৰণেনৈতৌ মহারথৌ ॥৭॥
 ততো বিভীষণঃ পার্থ ! রামমিক্ষুকুনন্দনম্ ।
 উবাচ বিজ্বরং দৃষ্ট্বা কৃতাজ্জলিরিদং বচঃ ॥৮॥
 ইদমন্তো গৃহীত্বাশু রাজরাজশ্চ শাসনাৎ ।
 গুহ্যকোহভ্যাগতঃ শ্বেতাভুৎসকামরিন্দম ! ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । কৃত কৰ্ম্ম কুবেরায় তদবস্থান্তবিজ্ঞাপনকার্য্যং যেন সঃ ॥৫॥
 বিশল্যাবিতি । বিশল্যো উদ্ধতবাণাথো । বিশল্যয়া তদাখয়া ॥৬॥
 তাবিতি । গতৌ তিরোহিতৌ তন্ত্রীক্ৰমৌ মোহশ্রমৌ যয়োন্তৌ ॥৭॥
 তত ইতি । বিজ্বরং মহৌষধ্যাদিপ্রয়োগাৎ সস্তাপবিহীনম্ ॥৮॥
 ইদমিতি । রাজরাজশ্চ কুবেরশ্চ । গুহ্যকঃ কচ্চিদ্বক্ষঃ, শ্বেতাৎ কৈলাসপর্বতাৎ ॥৯॥

শ্রবেণ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, কুমুদ, অঙ্গদ, হনুমান্, নীল, তার ও নলের সহিত মিলিত হইয়া
 রাম ও লক্ষ্মণকে পরিবেষ্টন করিয়া সেইখানেই রহিলেন ॥৩—৪॥

তাহার পর বিভীষণ কর্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া সেই স্থানে আসিয়া প্রজ্ঞাস্ত্র-
 দ্বারা মুচ্ছিত রাম ও লক্ষ্মণের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন ॥৫॥

এবং স্ত্রীষ দিব্যমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত ‘বিশল্যা’-নাম্নী মহৌষধিদ্বারা ক্ৰণকালमध्येই
 রাম ও লক্ষ্মণকে শল্যবিহীন করিলেন ॥৬॥

তখন নরশ্রেষ্ঠ ও মহারথ রাম এবং লক্ষ্মণ ক্ৰণকালमध्येই শল্যবিহীন হইয়া এবং
 সংজ্ঞালাভ করিয়া গাত্রোথান করিলেন ; তখন তাঁহাদের আর তন্দ্রা বা ক্লান্তিও
 থাকিল না ॥৭॥

পৃথানন্দন । তাহার পর বিভীষণ ইক্ষুকুনন্দন রামচন্দ্রকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখিয়া
 কৃতাজ্জলি হইয়া এই কথা বলিলেন— ॥৮॥

“অরিন্দম ! কুবেরের আদেশে একজন যক্ষ এই জল লইয়া কৈলাসপর্বত
 হইতে সস্তর আপনার নিকট আসিয়াছে ॥৯॥

ইদমন্তঃ কুবেরন্তে মহারাজঃ প্রয়চ্ছতি ।
 অন্তর্হিতানাং ভূতানাং দর্শনার্থং পরন্তপ ! ॥১০॥
 অনেন মুচ্যনয়নো ভূতান্ত্তর্হিতানি তু ।
 ভবান্ দ্রক্ষ্যতি যস্মৈ চ ভবানেতৎ প্রদাশ্চতি ॥১১॥
 তথ্যেতি রামস্তদ্বারি প্রতিগৃহ্যভিসংস্কৃতম্ ।
 চকার নেত্রয়োঃ শৌচং লক্ষ্মণশ্চ মহামনাঃ ॥১২॥
 স্ত্রগ্রীবজাম্ববন্তৌ চ হনুমানঙ্গদন্তথা ।
 মৈন্দদ্বিবিদনীলাশ্চ প্রায়ঃ প্লবঙ্গসত্তমাঃ ॥১৩॥
 তথা সমভবচ্চাপি যদুবাচ বিভীষণঃ ।
 ক্ষণেনাতীন্দ্রিয়ান্যেবাং চক্ষুংস্থ্যাসন্ মুধিষ্ঠির ! ॥১৪॥
 ইন্দ্রজিৎ কৃতকর্মা তু পিত্রে কৰ্ম্ম তদাঙ্গনঃ ।
 নিবেগ্ত পুনরাগচ্ছত্বরয়াজিশিরঃ প্রতি ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

ইদমিতি । অন্তর্হিতানাং দৃষ্টানাম্, ভূতানাং প্রাণিনাম্ ॥১০॥
 অনেনেতি । অনেন অন্তসা, যুগ্মে প্রক্ষালিতে নয়নে যেন সঃ ॥১১॥
 তথ্যেতি । অভিসংস্কৃতঃ স্ত্রপুতম্ । শৌচং প্রক্ষালনম্ ॥১২॥
 স্ত্রগ্রীবতি । প্রায়ো বাহুল্যেন । নেত্রয়োঃ শৌচং চতুরিত্যন্বয়ন্তিঃ ॥১৩॥
 তথ্যেতি । অতীন্দ্রিয়ানি অদৃষ্টদর্শনশক্তানি, দেবপ্রভাবাদিতি ভাবঃ ॥১৪॥
 ইন্দ্রেতি । কৃতকর্মা, রামলক্ষ্মণয়োর্বন্ধনাদিতি ভাবঃ । আজিশিরঃ যুদ্ধসমুৎথম্ ॥১৫॥

পরন্তপ ! অদৃষ্ট প্রাণিগণকে দেখিবার জন্য মহারাজ কুবের আপনাকে এই জল পাঠাইয়া দিয়াছেন ॥১০॥

আপনি এই জলদ্বারা নয়ন প্রক্ষালন করিয়া অদৃষ্ট প্রাণিগণকেও দেখিতে পাইবেন এবং আপনি ইহা যাঁহাকে দিবেন, তিনিও দেখিতে পাইবেন” ॥১১॥

‘তাহাই হউক’ এই কথা বলিয়া মহামনা রাম ও লক্ষ্মণ সেই মন্ত্রপুত জল গ্রহণ করিয়া নয়নযুগল প্রক্ষালন করিলেন ॥১২॥

আর স্ত্রগ্রীব, জাম্ববান, হনুমান, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল এবং অস্ত্রান্ত প্রায় প্রধান বানরেরাও সেই জলদ্বারা নয়ন প্রক্ষালন করিলেন ॥১৩॥

মুধিষ্ঠির । তখন—বিভীষণ যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই হইল ; অর্থাৎ তাঁহাদের নয়নগুলি ক্ষণকালমধ্যেই অদৃষ্ট বস্তু দেখিতে সমর্থ হইল ॥১৪॥

(১১)....ভূতান্ত্তর্হিতান্যত—বা ব কা নি, যস্মৈ চ প্রদাশ্চতি নয়ঃ স তু—বা ব কা ।

তমাপতন্তং সংক্রুদ্ধং পুনরেন যুযুৎসয়া ।
 অভিহুত্বাৰ সৌমিত্রিবিভীষণমতে স্থিতঃ ॥১৬॥
 অকৃতাত্মিকমোবৈনং জিবাংস্রজিতকাশিনম্ ।
 শরৈর্জধান সংক্রুদ্ধঃ কৃতসংজ্ঞোহথ লক্ষণঃ ॥১৭॥
 তয়োঃ সমভবদ্বন্দ্বং তদাত্মোক্তং জিগীষতোঃ ।
 অতীব চিত্রমাশ্চর্য্যং শত্রুগ্রহ্লাদয়োৰিব ॥১৮॥
 অবিধ্যাদিত্তজিতৌক্লেঃ সৌমিত্রিং মৰ্ম্মভেদিভিঃ ।
 সৌমিত্রিশ্চানলস্পর্শৈরবিধ্যাদ্রাবণি শরৈঃ ॥১৯॥
 সৌমিত্রিশরসংস্পর্শাদ্রাবণিঃ ক্রোধয়ুচ্ছিতঃ ।
 অন্বজল্লগ্নগায়াযৌ শরানানীবিষোপমান্ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । আপতন্তমাগচ্ছন্তম্ । যুযুৎসয়া যোদ্ধুমিচ্ছয়া ॥১৬॥

অকৃতোতি । অথ সংক্রুদ্ধো লক্ষণঃ, কৃতসংজ্ঞো হননায় বিভীষণেন দত্তসংজ্ঞঃ, অতএব
 অকৃতাত্মিকমেব অসংসাদিতাত্মিকলক্ষণমেব, এনমিত্রজিতম্, জিবাংস্রঃ সন, আত্মিকলক্ষণসংসাদনে তু
 হননানন্তবাদিতি ভাবঃ, শরৈঃ জিতকাশিনং বিজয়শোভিনসেনা অধান ॥১৭॥

তয়োৰিতি । জিগীষতোর্জ্যেতুমিচ্ছতোঃ । চিত্রং নানাবিধম্ ॥১৮॥

অবিধ্যাদিতি । তৌক্লেঃ শরৈরিতি লব্ধঃ । অনলস্তেব স্পর্শো যেষাং তৈঃ ॥১৯॥

সৌমিত্রীতি । অন্বজং স্তম্ভিপং । আনীবিষোপমান্ সর্পসদৃশান্ ॥২০॥

ওদিকে ইন্দ্রজিৎ কৃতকার্য্য হইয়া বাইরা পিতার নিকট নিজের সেই কার্য্যের
 বিষয় জানাইয়া পুনরায় নব্বয় বৃদ্ধসম্মুখে আগমন করিলেন ॥১৫॥

তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় বৃদ্ধ করিবার ইচ্ছায় আসিতে থাকিলে, লক্ষণ
 বিভীষণের মতে থাকিয়া তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন ॥১৬॥

তাঁহার পর বিভীষণ ইজিত করিলে, লক্ষণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অকৃতাত্মিক
 অবস্থাতেই ইন্দ্রজিৎকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া বাণদ্বারা সেই বিজয়শোভী
 ইন্দ্রজিৎকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন ॥১৭॥

তখন পরস্পর জয়াভিলাষী লক্ষণ ও ইন্দ্রজিৎয়ের ইন্দ্র ও গ্রহ্লাদের দ্বায় অতি-
 বিচিত্র ও আশ্চর্য্য বৃদ্ধ হইতে লাগিল ॥১৮॥

ইন্দ্রজিৎ মৰ্ম্মভেদী তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা লক্ষণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং লক্ষণও
 অগ্নিসম্পর্শ বাণদ্বারা ইন্দ্রজিৎকে বিদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥১৯॥

ক্রমে ইন্দ্রজিৎ লক্ষণের বাণপ্রহারে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষণের উপরে
 সর্পভূত্যা আটটা বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥২০॥

তস্মাসূন্ পাবকম্পর্শৈঃ সৌমিত্রিঃ পত্রিভিত্তিভিঃ ।
 যথা নিরহরদ্বীরস্তম্বে নিগদতঃ শৃণু ॥২১॥
 একেনাস্ত্র ধনুস্তম্বে বাহুং দেহাদপাতয়ৎ ।
 দ্বিতীয়েন সনারাচং ভুজং ভূমৌ নৃপাতয়ৎ ॥২২॥
 তৃতীয়েন তু বাণেন পৃথুধারেণ ভাস্বতা ।
 জহার স্তনসং চারু শিরো জ্বলিতকুণ্ডলম্ ॥২৩॥
 বিনিকৃতভুজস্কন্ধং কবন্ধং ভীষদর্শনম্ ।
 তং হস্তা সূতমপ্যষ্টৈর্জঘান বলিনাং বরঃ ॥২৪॥
 লঙ্কাং প্রবেশয়ামাস্তস্তং রথং বাজিনস্তদা ।
 দদর্শ রাবণস্তঞ্চ রথং পুত্রবিনাকৃতম্ ॥২৫॥
 স পুত্রং নিহতং দৃষ্ট্বা ত্রাসাৎ সম্ভ্রান্তমানসঃ ।
 রাবণঃ শোকমোহান্তো বৈদেহীং হস্তমুদ্রতঃ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

তস্মেতি । তস্ম ইন্দ্রজিতঃ, অস্বনু প্রাণান্ । পত্রিভির্বাণৈঃ ॥২১॥
 একেনেতি । বাহুং বামম্, ধনুস্তম্ভাৎ । ভুজং দক্ষিণম্, সনারাচত্যাৎ ॥২২॥
 তৃতীয়েনেতি । পৃথী মহতী ধারা যস্ত তেন । স্তনসং শোভননাসাযুক্তম্ ॥২৩॥
 বীতি । বিনিকৃতা বিচ্ছিন্না ভূজো স্কন্ধশ্চ যস্ত তম্ । হস্তা কৃত্তেত্যর্থঃ কবন্ধস্তাহননাৎ ॥২৪॥
 লঙ্কামিতি । প্রবেশয়ামাস্তঃ, চিত্রাভাসাদিতি ভাবঃ । পুত্রেণ বিনাকৃতং রহিতম্ ॥২৫॥
 স ইতি । সম্ভ্রান্তমানস আকুলচিত্তঃ । উদ্রতঃ, অভবদ্বিতি শেষঃ ॥২৬॥

যুধিষ্ঠির । তখন মহাবীর লক্ষ্মণ অগ্নিসম্পর্শ তিনটা বাণদ্বারা যেভাবে ইন্দ্র-
 জিতের প্রাণ হরণ করিলেন, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥২১॥

লক্ষ্মণ একবাণে ইন্দ্রজিতের কাম্বুকযুক্ত বাম বাহু এবং দ্বিতীয় বাণে
 তাঁহার নারাচধারী দক্ষিণ বাহু ছেদন করিয়া দেহ হইতে ভুতলে নিপাতিত
 করিলেন ॥২২॥

আর লক্ষ্মণ সুধার ও উজ্জল তৃতীয় বাণে ইন্দ্রজিতের সুন্দর নাসিকা ও উজ্জল
 কুণ্ডলযুক্ত মনোহর মস্তকটী ছেদন করিলেন ॥২৩॥

বলিশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ এইভাবে ইন্দ্রজিতের বাহুযুগল ও স্কন্ধ ছেদনপূর্বক দেহটাকে
 ভীষণাকৃতি কবন্ধ করিয়া অস্ত্রদ্বারা সারথিকেও বধ করিলেন ॥২৪॥

তখন ঘোড়াগুলি সেই রথখানাকে নিয়া লঙ্কার ভিতরে প্রবেশ করাইল ; রাবণও
 পুত্রবিহীন সেই রথখানাকে দর্শন করিলেন ॥২৫॥

(২৩)...জহার স্তনসংগপি শিরো বাজিস্কুকুণ্ডলম্—বা ব কা নি ।

অশোকবনিকাস্থাং তাং রামদর্শনলালসাম্ ।
 খড়্গমাদায় দুষ্কৃত্যা জবেনাভিপপাত হ ॥২৭॥
 তং বুদ্ধা তস্য দুর্বুদ্ধেরবিদ্যায় পাপনিশ্চয়ম্ ।
 শময়ামাস সংক্ৰুদ্ধং শ্রয়তাং যেন হেতুনা ॥২৮॥
 মহারাজ্যে স্থিতো দীপ্তে ন দ্বিয়ং হস্তমর্হসি ।
 হতৈর্বৈষা যদা স্ত্রী চ বন্ধনস্থা চ তে বশে ॥২৯॥
 ন চৈষা দেহভেদেন হতা স্মাদিতি মে মতিঃ ।
 জহি ভর্তারমেবাস্থা হতে তস্মিন্ হতা ভবেৎ ॥৩০॥
 নহি তে বিক্রমে তুল্যঃ সাক্ষাদপি শতক্রতুঃ ।
 অসকৃদ্ধি ত্বয়া সেন্দ্রাজ্ঞাসিতান্দিদশা যুধি ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

অশোকেতি । দুষ্কৃত্যা রাবণঃ, জবেন বেগেন, অভিপপাত অভিজগাম ॥২৭॥
 তমিতি । অবিক্রো নাম প্রাক্তো বৃদ্ধরাক্ষসঃ । হেতুনা প্রকারেণ ॥২৮॥
 মহেতি । মহারাজ্যে মহারাজপদে । মহারাজস্য অসাধারণবীরস্য ক্ষুদ্রজীহত্য অতীব-
 ঘণিতেতি ভাবঃ । কিঞ্চ, এষা হতৈবাস্তে, অকিঞ্চিংকরবাদিত্যাশয়ঃ । যদা যতঃ ॥২৯॥
 নেতি । দেহভেদেন শরীরনাশমাত্রাং হতা ন স্মাৎ, চিরযাতনায় অতোগাৎ; কিন্তু অস্তা
 ভর্তারমেব জহি, তর্হুর্ননেন বৈধব্যোপগমাৎ চিরযাতনাতোগসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥৩০॥

ক্রমে রাবণ পুত্রকে নিহত দেখিয়া ভয়ে আকুল এবং শোকে ও মোহে পীড়িত
 হইয়া সীতাকে বধ করিতে উদ্বৃত্ত হইলেন ॥২৬॥

দুষ্টচিত্ত রাবণ খড়্গ লইয়া বেগে অশোকবনস্থিত ও রামদর্শনাভিলাষিণী সীতার
 নিকট গমন করিলেন ॥২৭॥

যুধিষ্ঠির । তখন অবিক্রম সেই দুর্বুদ্ধি রাবণের সেই পাপমতি বৃত্তিতে পারিয়া
 যে প্রকারে তাঁহাকে শাস্ত করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর ॥২৮॥

“আপনি উজ্জ্বল মহারাজপদে রহিয়াছেন; সুতরাং জীহত্য করা আপনার
 উচিত নহে । বিশেষতঃ, এ—যখন স্ত্রী এবং বদ্ধ অবস্থায় আপনার বশে রহিয়াছে,
 তখন ত হতই আছে ॥২৯॥

তাঁর পর শরীর নষ্ট করিলে, এ—সেক্ষেপ হত হইবে বলিয়া আমার ধারণা হয়
 না; অতএব আপনি ইহার ভর্তাকেই বধ করুন, তিনি হত হইলেই এ বাস্তবিক
 হত হইবে ॥৩০॥

সাক্ষাৎ ইন্দ্রও ত বিক্রমে আপনার সমান নহেন । কারণ, আপনি যুদ্ধে বহুবীর
 ইন্দের সহিত সমস্ত দেবতাকে ত্রাসিত করিয়াছেন” ॥৩১॥

এবং বহুবৈধৈর্বাক্যৈরবিস্কোয়া রাবণং তদা ।

ক্রুদ্ধং সংশয়ামাস জগৃহে চ স তদ্রচঃ ॥৩২॥

নির্ধাণে স মতিং কৃত্বা নিধায়াসিং ক্ষপাচরঃ ।

আজ্ঞাপয়ামাস তদা রথো মে কল্ল্যতামিতি ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি
দ্রোপদীহরণে রামোপাধ্যানে ইন্দ্রজিহ্মধে ত্রিচছারিংশ-
দধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ । ৩ ॥ *

—:~:—

ভারতকৌমুদী

অথ কথমশ্রু বীরং ভর্তারং হস্তমর্হামীত্যাহ—নহীতি । অসক্লং বহুবীরম্ ॥৩১॥

এবমিতি । জগৃহে যুক্তযুক্ততয়া জগ্রাহ, স রাবণঃ ॥৩২॥

নিরিতি । নির্ধাণে যুদ্ধপ্রাণে । অসিং সীতাহত্যার্থং গৃহীতং খড়্গম্ ॥৩৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিকান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায় বনপর্বণি দ্রোপদীহরণে
ত্রিচছারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩॥

—:~:—

ভারতভাবদীপঃ

ভাবিতি ॥১—১৩॥ অতীন্দ্রিয়াণ্যতীন্দ্রিয়ার্থগ্রাহকাণি ॥১৪—১৬॥ ক্রুদ্ধসংজ্ঞা বিভীষণেন
সংকেতিতঃ ॥১৭—৩২॥ নিধায় বদ্ধা, অসিং খড়্গম্ ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রিচছারিংশদধিক-

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৪৩॥

—:~:—

এইরূপ নানাবিধ বাক্যদ্বারা অবিস্কৃত তখন ক্রুদ্ধ রাবণকে শাস্ত করিলেন;
রাবণও তাঁহার বাক্য গ্রহণ করিলেন ॥৩২॥

তখন রাবণ খড়্গ পরিত্যাগপূর্বক যুদ্ধযাত্রারই ইচ্ছা করিয়া ভৃত্যগণকে আদেশ
করিলেন যে, “আমার রথ সজ্জিত কর” ॥৩৩॥

—:~:—

* ‘...পঞ্চমস্ত্যাদিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...অষ্টাশীত্যাদিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...উন-
নবত্যাদিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...নবত্যাদিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—॥—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ততঃ ক্রুদ্ধো দশগ্রীবঃ প্রিয়ে পুত্রে নিপাতিতে ।

নির্যমৌ রথমাস্থায় হেমরত্নবিভূষিতম্ ॥১॥

সংব্রতো রাক্ষসৈর্বোরেবিবিধায়ুধপাণিভিঃ ।

অভিভূত্বাৰ রামং স বোধয়ন্ হরিযুধপান্ ॥২॥

তমাদ্বেবন্তং সংক্রুদ্ধং মৈন্দ-নীল-নলাঙ্গদাঃ ।

হনুমান্ জাম্ববংশৈশ্চ ব সৈন্তাঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥৩॥

তে দশগ্রীবসৈন্ত্যং তং সর্বৈ বানরযুধপাঃ ।

ক্রমৈবিধ্বংসয়াক্রুদ্ধদশগ্রীবস্ত পশ্যতঃ ॥৪॥

ততঃ স্বসৈন্তমালোক্য বধ্যমানমরাতিভিঃ ।

মায়াবৌ চান্ধজম্মারাং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । প্রিয়ে পুত্রে ইন্দ্রজিতি । জাহ্নব আক্ৰম ॥১॥

সংব্রত ইতি । বোধয়ন্ গ্রহয়ন্, হরিযুধপান্ বানরসমুচ্ছেদান্ ॥২॥

ভমিতি । আদ্রবন্তং রামমভিধাবন্তম্ । পর্য্যবারয়ন্ পর্য্যবেষ্টন্ত ॥৩॥

ত ইতি । পশ্যতো দশগ্রীবস্ত পশ্যন্ত রাবণমনাদৃত্যতর্কঃ ॥৪॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“তদনন্তর প্রিয়পুত্র ইন্দ্রজিৎ নিহত হইলে, রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া স্বর্ণ-রত্নভূষিত রথে আরোহণ করিয়া নির্গত হইলেন ॥১॥

তিনি নানাবিধ অস্ত্রধারী ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বানরশ্রেষ্ঠগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে রামের দিকে ধাবিত হইলেন ॥২॥

তখন মৈন্দ, নীল, নল, অঙ্গদ, হনুমান্ ও জাম্ববান্ অন্যান্য বানরসৈন্তের সহিত আসিয়া ধাবনশীল রাবণকে পরিবেষ্টন করিলেন ॥৩॥

এবং সেই বানরযুধপতিরী সকলে বৃক্ষদ্বারা রাবণের সাক্ষাতেই তাঁহার সৈন্তগণকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥৪॥

শক্ররা নিজের সৈন্ত সংহার করিতেছে দেখিয়া মায়াবৌ রাক্ষসরাজ রাবণ মায়ামৃষ্টি করিলেন ॥৫॥

(৫)....তদুবানরপুলবঃ—বা ব কা নি ।

তস্ম দেহবিনিক্ষান্তাঃ শতশোহথ সহস্রশঃ ।
 রাক্ষসাঃ প্রত্যদৃশ্যন্ত শরশত্ৰুষ্টিপাণয়ঃ ॥৬॥
 তান্ রামো জঘ্রিবান্ সর্বান্ দিব্যেনাদ্বেশেণ রাক্ষসান্ ।
 অথ ভূয়োহপি মায়ান্ স ব্যদধাদ্রাক্ষসাধিপঃ ॥৭॥
 কৃত্বা রামস্ত রূপানি লক্ষণস্ত চ ভারত ! ।
 অভিহুত্বা ব রামঞ্চ লক্ষণঞ্চ দশাননঃ ॥৮॥
 ততস্তে রামমাচ্ছন্তো লক্ষণঞ্চ ক্ষপাচরাঃ ।
 অভিপেতুস্তদা রাজন্ ! প্রগৃহীতশরাসনাঃ ॥৯॥
 তাং দৃষ্ট্বা রাক্ষসেন্দ্রস্ত মারামিক্ষ্বাকুনন্দনঃ ।
 উবাচ রামং সৌমিত্রিরসস্ত্রান্তো বৃহদ্রচঃ ॥১০॥
 জহীমান্ রাক্ষসান্ পাণানান্ননঃ প্রতিরূপকান্ ।
 জঘান রামস্তাংশ্চান্নানান্ননঃ প্রতিরূপকান্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

ভত ইতি । অস্বাতিভিবানরৈঃ । অহস্রং আবিকৃতবান্ ॥৬॥
 তস্মতি । প্রত্যদৃশ্যন্ত, বপক্ষবিপক্ষৈরিত্তি শেষঃ ॥৬॥
 তানিতি । জঘ্রিবান্ নিহতবান্ । ভূয়োহপি পুনরপি ॥৭॥
 কৃত্বতি । রূপানি অল্পরূপাকারান্ । অভিহুত্বা অভিধাবতি স্ব ॥৮॥
 তত ইতি । আচ্ছন্তঃ পীড়য়ন্তঃ । আচ্ছ'পীড়য়ামিত্যারো ধাতুর্ধন্তব্যঃ ॥৯॥
 তামিতি । অসস্ত্রান্তঃ অব্যস্তচিত্তঃ, বৃহদ্রচঃ সারমিত্যর্থঃ ॥১০॥
 জহীতি । ইমান্ মায়াসভূতান্ । জঘান্ লক্ষণস্ত প্রতিরূপকান্ ॥১১॥

তখন দেখা গেল—শত শত ও সহস্র সহস্র রাক্ষস শর, শক্তি ও ঐশ্টি ধারণ
 করিয়া রাবণের শরীর হইতে নির্গত হইল ॥৬॥

এই সময়ে রাম দিব্য অস্ত্রদ্বারা সেই সকল রাক্ষসকে বধ করিলেন । তাহার
 পর রাবণ আবার মায়াসৃষ্টি করিলেন ॥৭॥

ভরতনন্দন । রাবণ তখন রামের ও লক্ষণের রূপ ধারণ করিয়া রামের ও
 ও লক্ষণের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥৮॥

রাজা । তাহার পর সেই রাক্ষসেরা ধনু ধারণ করিয়া রাম ও লক্ষণকে পীড়ন
 করিতে করিতে ধাবিত হইল ॥৯॥

রাবণের সেই মায়াদেখিয়া ইক্ষ্বাকুনন্দন লক্ষণ ধীরচিন্তে রামকে এই সার কথা
 বলিলেন—॥১০॥

(১)...অভিপেতুস্তদা রাম—বা ব ক নি ।

ততো হর্যশ্বযুজেন বথেনাদিত্যবর্জসা ।

উপত্যসে রণে রামঃ মাতলিঃ শক্রসারথিঃ ॥১২॥

মাতলিরূবাচ ।

অয়ং হর্যশ্বযুগ্জৈত্রো মথোনঃ শ্রুদনোভমঃ ।

অনেন শক্রঃ কাকুৎস্থ ! সমরে দৈত্যদানবান্ ।

শতশঃ পুরুষব্যাঘ্র ! রথোদারেষু জয়িবান্ ॥১৩॥

তদনেন নরব্যাঘ্র ! ময়া যত্নেন সংযুগে ।

শ্রুদনেন জহি ক্ষিপ্ৰং রাবণং মা চিরং কুখাঃ ॥১৪॥

ইত্যুক্তোঃ রাঘবস্তথ্যং বচোহশঙ্কত মাতলেঃ ॥

মারৈষা রাক্ষসশ্রেতি তমুবাচ বিভীষণঃ ॥১৫॥

নেয়ং ময়া নরব্যাঘ্র ! রাবণস্তু হুরাঙ্গনঃ ।

তদাতিষ্ঠ রথঃ শীঘ্রমিমমৈন্দ্রে মহাত্ম্যতে ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । হর্যশ্বঃ কপিলবর্ণবৈষ্ণবেন, “হরিনী কপিলে জিহ্ব” ইত্যসরঃ ॥১২॥

অয়মিতি । জৈত্রো জয়শীলঃ, মথোন ইন্দ্রস্ত, শ্রুদনোভমো বথশ্রেষ্ঠঃ । বটপাদোহয়ং
লোকঃ ॥১৩॥

তদ্বিতি । যত্নেন যত্নপূর্বকযত্নেন, সংযুগে অগ্নি যুদ্ধে । শ্রুদনেন বথেন ॥১৪॥

ইতীতি । তথ্যং সত্যমপি মাতলেবচঃ, এষা রাক্ষসস্ত মাত্রেভ্যশক্যভেতি সম্বন্ধঃ ॥১৫॥

“আর্য্য । আপনার প্রতিরূপ এই পাপিষ্ঠ রাক্ষসগুলিকে আপনি সহ্য করুন ।” রাম তখন নিজের ও লক্ষ্মণের প্রতিরূপ সেই রাক্ষসদিগকে বধ করিলেন ॥১১॥

তাহার পর ইন্দ্রের সারথি মাতলি, কপিলবর্ণ-ঘোটক-যুক্ত এক সূর্য্যের তুল্য তেজস্বী একথানা রথ লইয়া যুদ্ধমাধ্যে রামের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥১২॥

মাতলি বলিলেন—“পুরুষশ্রেষ্ঠ ককুৎস্থনন্দন । কপিলবর্ণ-ঘোটক-যুক্ত এই বিজয়ী উত্তম রথখানা ইন্দ্রের ; ইন্দ্র এই উত্তম রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধে শত শত দৈত্য ও দানবকে বধ করিয়াছিলেন ॥১৩॥

অতএব নরশ্রেষ্ঠ ! মৎপরিচালিত এই রথে আরোহণ করিয়া আপনি যুদ্ধে সম্বর রাবণকে বধ করুন ; বিলম্ব করিবেন না” ॥১৪॥

মাতলি এইরূপ বলিলে, রাম মাতলির সেই সত্যবাক্যকেও ‘এটা রাক্ষসের মায়ী’ বলিয়া আশঙ্কা করিলেন । তখন বিভীষণ তাঁহাকে বলিলেন—॥১৫॥

ততঃ প্রহৃষ্টঃ কাকুৎস্থস্তথৈতু্যক্ত্বা। বিভীষণম্ ।
 রথেনাভিপপাতাত্ দশগ্রীবং রুঘান্বিতঃ ॥১৭॥
 হাহাকৃতানি ভূতানি রাবণে সমভিজ্ঞতে ।
 সিংহনাদাঃ সপটহা দিবি দিব্যাস্তথাহনদন্ ॥১৮॥
 স রামায় মহাবোরং বিসমজ্জ নিশাচরঃ ।
 শূলমিদ্রাশনিপ্রখ্যং ব্রহ্মদণ্ডমিবোত্তমম্ ॥১৯॥
 তচ্ছূলং সত্ত্বরং রামশিচ্ছেদ নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
 তদদৃষ্ট্বা দুষ্করং কৰ্ম্ম রাবণং ভয়মাবিশৎ ॥২০॥
 ততঃ ক্রুদ্ধঃ সসজ্জাশু দশগ্রীবঃ শিতান্ শরান্ ।
 সহস্রায়ুতশো রামে শস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । আতিষ্ঠ আরোহ, সৰ্ব্বথা মে তত্ত্বাবগতিনহাদিত্যাশয়ঃ ॥১৬॥
 তত ইতি । কাকুৎস্থো রামঃ । অভিপপাত অভিধাব ॥১৭॥
 হাহেতি । ভূতানি রাবণপক্ষগতাঃ প্রাণিনঃ, সমভিজ্ঞতে রামেণাক্রান্তে ॥১৮॥
 স ইতি । উত্তমং মহাপাপিশাসনায় উত্তোলিতম্, ব্রহ্মণঃ স্তূৰ্ণদণ্ডমিব ॥১৯॥
 তদिति । ছেদনমত্র বিমুখীকরণেন ব্যর্থীকরণং বোধ্যম্ । এতচ্ছূয়াপি ॥২০॥

“নরশ্রেষ্ঠ ! এটা ছুরাআ রাবণের মায়া নহে ; অতএব মহাতেজা । আপনি
 সত্ত্বর এই ঐন্দ্ররথে আরোহণ করুন” ॥১৬॥

তাহার পর রাম ‘তাহাই হউক’ এই কথা বিভীষণকে বলিয়া আনন্দিত হইয়া
 সেই রথে আরোহণ করিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে রাবণের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥১৭॥

তিনি রাবণের প্রতি ধাবিত হইলে, রাবণের সৈন্তেরা হাহাকার করিয়া উঠিল
 এবং আকাশে স্বর্গীয় সিংহনাদ ও পটহধ্বনি হইতে লাগিল ॥১৮॥

তখন রাবণ, ইন্দ্রের বজ্রের তুল্য এবং উত্তোলিত ব্রহ্মদণ্ডের সদৃশ একটা মহা-
 ভীষণ শূল রামের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ॥১৯॥

রাম সত্ত্বরই নিশিত শরসমূহদ্বারা সেই শূলটাকে ছেদন করিলেন । তখন রামের
 সেই দুষ্কর কার্য্য দেখিয়া রাবণের ভয় জন্মিল ॥২০॥

তাহার পর রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া সত্ত্বর রামের প্রতি বহুতর নিশিত শর ও নানাবিধ
 অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন ॥২১॥

(১৮) শ্লোকাৎ পরম্ “দশকক্ষররাজহৃদোস্তদা যুদ্ধমভ্যুদয়ং । অলকৌপমমগ্ন্য তয়োরেব
 তথাহভবৎ ॥” অয়মধিকঃ শ্লোকঃ—বা ব কা ।

ততো ভূবুধীঃ শূলানি মুষলানি পরশ্বান্ ।
 শক্তীশ্চ বিবিধাকারঃ শতশ্লীশ্চ শিতান্ ক্ষুরান্ ॥২২॥
 তাং মায়াং বিকৃতাং দৃষ্ট্ৱা দশদ্রৌবস্ত বক্ষসঃ ।
 ভয়াৎ প্রতুঙ্গবুঃ সর্বে বানরাঃ সর্বতো দিশম্ ॥২৩॥
 ততঃ স্পঞ্জং স্তম্ভং হেমপুঙ্খং শরোভমম্ ।
 তুণাদাদায় কাকুৎস্থো ব্রহ্মাস্ত্রেণ যুবোজ হ ॥২৪॥
 তং বাণবর্ষ্যং রামেণ ব্রহ্মাস্ত্রেণানুমজ্জিতম্ ।
 জহবৃন্দে বগন্ধর্বা দৃষ্ট্ৱা শক্রপুরোগমাঃ ॥২৫॥
 অগ্নাবশেষমায়ুশ্চ ততোহমমৃত বক্ষসঃ ।
 ব্রহ্মাস্ত্রোদীরণাচ্ছত্রোদে বদানবকিন্নরাঃ ॥২৬॥
 ততঃ সমজ্জ তং রামঃ শরমপ্রতিমোজসম্ ।
 রাবণাস্তকরং ধোরং ব্রহ্মদণ্ডমিবোদাতম্ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । সমজ্জ চিক্কেপে । শিতান্ পাশাণে স্বর্ণেন হারীকতান্ ॥২১॥
 তত ইতি । দশদ্রৌকঃ সসজ্জ ইতি পূর্ব্বস্বামহুভিঃ ॥২২॥
 তমিতি । বিকৃতাং পূর্ব্বতোহন্তর্ধাতাং যুগপদনেকান্তনিক্ষেপরূপাম্ ॥২৩॥
 তত ইতি । স্পঞ্জং শোভনককপক্ষুতম্ । ব্রহ্মাস্ত্রেণ ব্রহ্মাস্ত্রমস্ত্রেণ ॥২৪॥
 তমিতি । অগ্নি ব্রহ্মাস্ত্রেণ তম্রস্ত্রেণ । জহবৃঃ আনন্দম্ ॥২৫॥
 অগ্নেতি । বক্ষসো রাবণস্ত । ব্রহ্মাস্ত্রস্ত তম্রস্ত্রস্ত উদীরণাচ্ছত্রোদায় ॥২৬॥

তৎপরে আবার রাবণ বহুতর ভূবুধী, শূল, মুষল, পরশু, শক্তি, নানাপ্রকার
 শতশ্লী ও বহুতর নিশিত ক্ষুর নিক্ষেপ করিলেন ॥২২॥

রাবণের সেই অস্ত্রপ্রকার মায়া দেখিয়া সকল বানরই ভয়ে সকল দিকে পলায়ন
 করিতে লাগিল ॥২৩॥

তদনন্তর রাম তুণ হইতে সুনন্দর কঙ্কপত্র-যুক্ত, সুনন্দরমুখ ও স্বর্ণপুঙ্খ একটা উত্তম
 বাণ উত্তোলন করিয়া সেটাকে ব্রহ্মাস্ত্রমস্ত্রে অভিমজ্জিত করিলেন ॥২৪॥

রাম সেই উত্তম বাণটাকে ব্রহ্মাস্ত্রমস্ত্রে অভিমজ্জিত করিলেন দেখিয়া ইন্দ্রপ্রভৃতি
 দেবতার ও গন্ধর্ব্বেরা আনন্দিত হইলেন ॥২৫॥

রাম ব্রহ্মাস্ত্রমস্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন জানিয়া দেবগণ, দানবগণ ও কিন্নরগণ মনে
 করিলেন যে, জগন্ধরী রাবণের আয়ু অল্পই অবশিষ্ট আছে ॥২৬॥

তাহার পর রাম, উত্তোলিত ব্রহ্মদণ্ডের চায় ভীষণ এক অসাধারণ তেজস্বী সেই
 রাবণাস্তকর বাণটাকে নিক্ষেপ করিলেন ॥২৭॥

যুক্তমাত্রেণ রামেণ দূরাকৃষ্টেন ভারত !।

স তেন রাক্ষসশ্রেষ্ঠঃ সরথঃ শাস্তসারথিঃ ।

প্রজ্জ্বাল মহাজ্বালেনাগ্নিনাভিপরিপ্লুতঃ ॥২৮॥

ততঃ প্রহৃষ্টাঙ্গিদ্ভিশাঃ সহগন্ধর্বচারণাঃ ।

নিহতং রাবণং দৃষ্ট্বা রামেণাক্লিষ্টকর্শ্মণা ॥২৯॥

ততাজ্জুপ্তং মহাভাগং পঞ্চভূতানি রাবণম্ ।

ভ্রংশিতঃ সর্বলোকৈভ্যঃ স হি ব্রহ্মাস্ত্রতেজসা ॥৩০॥

শরীরধাতবো হস্ত মাংসং রুধিরমেব চ ।

নেশু ব্রহ্মাস্ত্রনির্দগ্ধা ন চ ভস্মাপ্যদৃশ্যত ॥৩১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি
দ্রৌপদৌহরণে রামোপাখ্যানেন রাবণবধে চতুঃসংসারিংশদধিক-
দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । সসজ্জ চিক্বেপ । অপ্রতিমোজসম্ অসাধারণতেজসম্ ॥২৭॥

যুক্তেতি । মহতী জ্বালা শিখা যন্ত তেন, অতিপরিপ্লুতঃ সর্বতো ব্যাপ্তঃ । ঘটপাদৌহরং
শ্লোকঃ ॥২৮॥

তত ইতি । ন বিদ্যতে ক্লিষ্টঃ ক্লেশো যত্র তত্রাদৃশং কৰ্ম যন্ত তেন ॥২৯॥

ততাজ্জুপ্তি । পঞ্চ ভূতানি ক্ষিতাদীনি, রাবণং তদাত্মানম্ ॥৩০॥

ভারতভাবদীপঃ

ততঃ ক্রুদ্ধ ইতি ॥১—৭॥ রামস্ত রূপং কৃৎস্না লক্ষণমভিহৃত্যাব লক্ষণস্ত রূপং কৃৎস্না রামমিতি
যোজন্য ॥৮—২২॥ বিকৃত্যং ভীষণম্ ॥২৩—২৯॥ পঞ্চভূতানি ততাজ্জুপ্ত ইত্যর্থঃ ॥৩০—৩১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে চতুঃসংসারিংশদধিক-

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৪৪॥

ভরতনন্দন ! রাম কর্ণপর্য্যন্ত ধনু আকর্ষণ করিয়া সেই বাণটাকে নিক্ষেপ
করিবামাত্র, মহাশিখাসমন্বিত-বহ্নিময় সেই বাণটা যাইয়া রাবণকে ব্যাপ্ত করিল;
তখন রথ, অশ্ব ও সারথির সহিত তাহার দেহটা জ্বলিয়া উঠিল ॥২৮॥

তখন অনায়াসে কার্য্যকারী রাম রাবণকে বধ করিয়াছেন- ইহা দেখিয়া গন্ধর্ব্ব
ও চারণগণের সহিত দেবতারা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ॥২৯॥

ক্রমে পঞ্চভূত ভাগ্যবান্ রাবণের আত্মাকে ত্যাগ করিল এবং ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ
রাবণকে সমস্ত জগৎ হইতে বিচ্যুত করিল ॥৩০॥

(৩০)...ভ্রংশিতঃ সর্বলোকৈব—বা ব কা নি । * ‘...ঘটনপ্ৰত্যয়িকবিশততমঃ...’—পি,
‘...একোনবত্যয়িকবিশততমঃ...’—বা ব, ‘...নবত্যয়িকবিশততমঃ...’—কা, ‘...একনবত্যয়িক-
বিশততমঃ...’—নি ।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—❦—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

স হস্তা রাবণং ক্ষুদ্রং রাক্ষসেন্দ্রং সুরদ্বিষম্ ।
বভূব হৃদ্যঃ সন্তুহদ্রোমঃ সৌমিত্রিণা সহ ॥১॥
ততো হতে দশগ্রীবো দেবাঃ সর্ষপুরোগমাঃ ।
আশীর্ভির্জয়যুক্তাভিরানর্চুস্তু মহাভুজম্ ॥২॥
রামং কমলপত্রাক্ষং তুষ্টবুঃ সর্বদেবতাঃ ।
গন্ধর্ব্বাঃ পুষ্পবর্ষৈশ্চ বাগ্ ভিশ্চ ত্রিদশালয়াঃ ॥৩॥
পূজয়িত্বা তথা রামং প্রতিজ্ঞম্বুর্ধ্বথাগতম্ ।
তন্মহোৎসবসঙ্ক্কাশমাসীদাকামচ্যুত ! ॥৪॥

ভারতকৌয়ুদী

শরীরেতি । শরীরধাতুক উক্তাদয়ঃ । তন্মাপি চ নাদৃত্ত, ব্রহ্মাশ্রয়তাবাৎ ॥৩১॥
উ মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাসীশতট্টাচার্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌয়ুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে
চতুশ্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—❦—

ন ইতি । ক্ষুদ্রং নিকৃষ্টপ্রকৃতিম্ । হৃদ্যঃ স্ত্রীবাচ্যিতিঃ সহতি সম্বন্ধঃ ॥১॥
তত ইতি । সর্ষপ ঋষিভিঃ সহিতাশ্চ তে পুরোগমাক্রোতি তে । আনর্চুঃ পূজয়ামাস্ ॥২॥
রামমিতি । ত্রিদশালয়াঃ স্বর্গবাসিনো দেবর্ষ্যাদয়ঃ ॥৩॥

আর সেই ব্রহ্মাশ্রয় রাবণের রক্ত, মাংস ও শরীরের সমস্ত খাত্তকে দক্ষ করিয়া
ফলিল ; এমন কি, তাহার ভঙ্গ্য পর্য্যন্ত দেখা গেল না” ॥৩১॥

—❦—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“নিকৃষ্টপ্রকৃতিব ও দেবদেবী রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করিয়া
রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও অশ্বাশ্রয় সুহৃদ্বর্গের সহিত আনন্দিত হইলেন ॥১॥
এক রাবণ নিহত হইলে; দেবতারা ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া জয়ধ্বনিযুক্ত
আশীর্ব্বাদদ্বারা মহাবাহু রামচন্দ্রের পূজা করিলেন ॥২॥
আর দেবতারা ও স্বর্গবাসী ঋষিরা বাক্যদ্বারা কমলনয়ন রামের স্তব করিলেন
এবং গন্ধর্ব্বেরা পুষ্পবাষ্টি করিলেন ॥৩॥

(৪) পূজয়িত্বা যথা রামম্—বা ব কা, পূজয়িত্বা যথৈ রামম্—নি ।

বন-২২২ (১১)

ততস্তে হরয়ঃ সৰ্ব্বে তচ্শ্রদ্ধা রামভাষিতম্ ।
 গতাস্থকল্পা নিশ্চেষ্টা বভূবুঃ সহলক্ষ্মণাঃ ॥১৫॥
 ততো দেবো বিগুহ্বাত্মা বিমানেন চতুৰ্ম্মুখঃ ।
 পদ্মযোনির্জগৎশ্রষ্টা দৰ্শয়ামাস রাঘবম্ ॥১৬॥
 শক্রশ্চাগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ যমো বরুণ এব চ ।
 যক্ষাধিপশ্চ ভগবাংস্তথা সপ্তর্ষয়োহমলাঃ ॥১৭॥
 রাজা দশরথশ্চৈব দিব্যভাস্বরমূর্তিমান্ ।
 বিমানেন মহার্হেণ হংসযুক্তেন ভাস্বতা ॥১৮॥ (বিশেষকম্)
 ততোহন্তরীক্ষং তৎ সৰ্ব্বং দেবগন্ধর্বসঙ্কুলম্ ।
 শুশুভে তারকাচিত্রং শরদীব নভস্তলম্ ॥১৯॥
 তত উথায় বৈদেহী তেমাং মধ্যে যশস্বিনী ।
 উবাচ বাক্যং কল্যাণী রামং পৃথুলবক্ষসম্ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । হরয়ো বানরাঃ । গতাস্থকল্পা মৃততুল্যাঃ ॥১৫॥
 তত ইতি । বিগুহ্বাত্মা রাগদেবাত্তভাবান্নিস্কলচিত্তঃ । দৰ্শয়ামাস আত্মানমিতি শেবঃ । অমলা
 নিষ্পাপাঃ । মহার্হেণ মহামূল্যেন । দৰ্শয়ামাসেতি সম্বন্ধঃ ॥১৬—১৮॥
 তত ইতি । দেবগন্ধর্বৈঃ সঙ্কুলং ব্যাপ্তম্ । তারকাভিশ্চিত্রং বিচিত্রীকৃতম্ ॥১৯॥
 তত ইতি । উথায় ভূতলাদিতি শেবঃ । পৃথুলবক্ষসং বিশালোরক্ষম্ ॥২০॥

এবং আনন্দে তাঁহার যে মুখের প্রফুল্লতা হইয়াছিল, তাহা—নিশ্বাস হওয়ার
 পরে দর্পণপতিত মুখরাগের আয় পুনরায় ক্ষণকালমধ্যেই নষ্ট হইয়া গেল ॥১৪॥

তখন লক্ষ্মণের সহিত সেই বানরেরা সকলেই রামের সেই উক্তি শুনিয়া মৃতের
 'আয় নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল ॥১৫॥

তাহার পর নিৰ্ম্মলচিত্ত, পদ্মযোনি ও জগৎশ্রষ্টা ব্রহ্মা, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, যম, বরুণ,
 ভগবান্ কুবের এবং নিষ্পাপ সপ্তর্ষিগণ যথাসম্ভব বিমানে আসিয়া রামচন্দ্রকে দেখা
 দিলেন ; আর দিব্য ও উজ্জ্বল মূর্তি রাজা দশরথ উজ্জ্বল, মহামূল্য ও হংসযুক্ত বিমানে
 আসিয়া দর্শন দান করিলেন ॥১৬—১৮॥

তখন দেবগণ ও গন্ধর্বগণে পরিপূর্ণ সেই সমগ্র আকাশটাই শরৎকালে নক্ষত্র-
 ভূষিত আকাশের আয় শোভা পাইতে লাগিল ॥১৯॥

রাজপুত্র ! ন তে কোপং করোমি বিদিতা হি মে ।
 গতিঃ স্ত্রীণাং নরাণাঞ্চ শৃণু চেদং বচো মম ॥২১॥
 অন্তঃচরতি ভূতানাং মাতরিখা সদাগতিঃ ।
 স মে বিমুক্তু প্রাণান্ যদি পাপং চরাম্যহম্ ॥২২॥
 অগ্নিরাপস্তথাকাশং পৃথিবী বায়ুরেব চ ।
 বিমুক্তস্ত মম প্রাণান্ যদি পাপং চরাম্যহম্ ॥২৩॥
 যথাহং হৃদতে বীর ! নান্যং স্বপ্নেহপ্যচিন্তয়ম্ ।
 তথা মে দেবনির্দিষ্টম্ভবেব হি পতির্ভব ॥২৪॥
 ততোহন্তরীক্ষে বাগাসীং হুভগা লোকসাক্ষিনী ।
 পুণ্য সংহর্ষনী তেষাং বানরাণাং মহাত্মনাম্ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

রাজ্যেতি । গতিরবস্থা । পরহস্তগতস্তে দ্বিয়ো হস্তস্তি পুরুষা নেতি জানামীত্যর্থঃ ॥২১॥
 অন্তরীতি । মাতরিখা বায়ুঃ । প্রাণান্ প্রাণরূপতাম্ । চরামীত্যভীতসামীপ্যে বর্তমানা ॥২২॥
 দেহারন্তকাণি পঞ্চ ভূতাত্ত্বেবাশ্রিত্য শপতে—অগ্নিরিতি । আপো জনম্ ॥২৩॥
 যথেতি । যথা যদি, হৃদতে স্বাং বিনা । দেবনির্দিষ্টো বিধাতৃনিরূপিতঃ ॥২৪॥

তদনন্তর কল্যাণী ও যশস্বিনী সীতাদেবী ভূতল হইতে গাত্রোত্থান করিয়া
 তাঁহাদের মধ্যে বিশালবক্ষা রামচন্দ্রকে এই কথা বলিলেন—॥২০॥

“রাজপুত্র ! আমি আপনার উপরে ক্রোধ করি না । কারণ, স্ত্রীলোক ও
 পুরুষলোকের অবস্থা আমার জানা আছে । তবে আপনি আমার এই কথা
 শুনুন—॥২১॥

“আমি যদি পাপ করিয়া থাকি, তাহা হইলে প্রাণিগণের অন্তরচারী সর্বদা
 গমনশীল বায়ু আমার প্রাণরূপ পরিত্যাগ করুন ॥২২॥

এবং আমি যদি পাপ করিয়া থাকি, তাহা হইলে অগ্নি, জন, আকাশ, পৃথিবী
 ও বায়ু আমার প্রাণসম্পর্ক পরিত্যাগ করুন ॥২৩॥

আর বীর ! আমি যদি আপনি ভিন্ন অন্য পুরুষকে স্বপ্নেও চিন্তা না
 করিয়া থাকি, তবে বিধাতার নির্দেশ অনুসারে আপনিই আমার পতি
 থাকুন” ॥২৪॥

তাহার পর সীতার সৌভাগ্যশূচক, জগতে সাক্ষিস্বরূপ, পবিত্র এবং সেই
 উদারচেতা বানরগণের আনন্দজনক বাক্য সকল আকাশে প্রকাশ পাইল ॥২৫॥

(২১) রাজপুত্র ! ন তে দোষম্—বা ব কা । (২৫)---বাগাসীং সর্বা বিশ্বাবয়ন্ দিশঃ—পি ।

বায়ুরূবাচ ।

ভো ভো রাঘব ! সত্যং বৈ বায়ুরগ্নি সদাগতিঃ ।
অপাপা মৈথিলী রাজন্ ! সঙ্গচ্ছ সহ ভার্যয়া ॥২৬॥

অগ্নিরূবাচ ।

অহমন্তঃশরীরস্থো ভূতানাং রঘুনন্দন ! ।
অসুস্মমপি কাকুৎস্থ ! মৈথিলী নাপরাধ্যতি ॥২৭॥

বরুণ উবাচ ।

রসা বৈ মৎপ্রসূতা হি ভূতদেহেষু রাঘব ! ।
অহং বৈ ত্বাং প্রব্রবীমি মৈথিলী প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥২৮॥

ব্রহ্মোবাচ ।

পুত্র ! নৈতদিহাশ্চর্য্যং ত্বয়ি রাজর্ষিধর্ম্মিণি ।
সার্থো সদব্রতমার্গস্থে শৃণু চেদং বচো মম ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

ভূত ইতি । স্বভগা সীতায়্যঃ সৌভাগ্যচিকা, লোকেষু সাক্ষিণী প্রমাণভূতা ॥২৫॥
ভো ইতি । সর্দৈব সর্বত্র গতির্ভূত সঃ । সঙ্গচ্ছ সন্মিলিতো ভব ॥২৬॥
অহমিতি । অন্তঃশরীরস্থঃ পাচকারিকপেণ । অসুস্মমপি অত্যল্পমপি ॥২৭॥
রসা ইতি । রসান্তরলপদার্থাঃ, সংপ্রসূতা মজ্জনিতাঃ । প্রতিগৃহ্যতাং নির্দোষত্বাৎ ॥২৮॥
পুত্রোক্তি । হে পুত্র ! রাজর্ষিধর্ম্মিণি, সার্থো সংস্রভাবে, সদব্রতমার্গস্থে সচ্চরিত্রে সংপথবর্ত্তিনি
চ ত্বয়ি, এতৎ পশ্চ্যাঃ প্রত্যাখ্যানম্, ইহ নাশ্চর্য্যম্ । অপি তু পরপুরুষসংসর্গাশঙ্কাবশাৎ সঙ্গবপ-
নম্বেতি ভাবঃ । তথাপি ইদং মম বচঃ শৃণু ॥২৯॥

বায়ু বলিলেন—“রঘুনন্দন ! আমি যথার্থই সর্বদা গমনশীল বায়ু । (আমি বলিতেছি—) সীতার কোন পাপ নাই ; সুতরাং আপনি ঐ ভার্য্যার সহিত মিলিত হউন” ॥২৬॥

অগ্নি বলিলেন—“রঘুনন্দন ! আমি প্রাণিগণের শরীরের ভিতরে থাকি । (অতএব আমি বলিতেছি—) সীতা অত্যল্প অপরাধও করেন নাই” ॥২৭॥

বরুণ বলিলেন—“রঘুনন্দন ! প্রাণিগণের দেহের রসগুলি আমারই উৎপাদিত ; সুতরাং আমি আপনাকে বলিতেছি—আপনি সীতাকে গ্রহণ করুন” ॥২৮॥

ব্রহ্মা বলিলেন—“পুত্র ! তুমি রাজর্ষি, সংস্রভাবসম্পন্ন, সচ্চরিত্র এবং সংপথবর্ত্তী ; সুতরাং তোমার পক্ষে এখন এই পত্নীপরিত্যাগ আশ্চর্য্য নহে । তবে আমার এই কথা শোন—৥২৯॥

(২৯)....সার্থো সদব্রত । কাকুৎস্থ ।—বা ব কা নি ।

শত্রুবেশে ভয়া বীর ! দেবগন্ধর্বভোগিনাম্ ।
 যক্ষাণাং দানবানাঞ্চ দেবর্ষীণাঞ্চ পাজিতঃ ॥৩০॥
 অবধ্যঃ সর্বভূতানাং মৎপ্রসাদাৎ পুরাভবৎ ।
 কস্মাচিৎ কারণাৎ পাপঃ কঞ্চিৎ কালমুপেক্ষিতঃ ॥৩১॥
 বধার্থমাত্মনস্তেন হতা সীতা দুরাশ্বনা ।
 নলকুবরশাপেন রক্ষা চাস্মাঃ কৃতা যয়া ॥৩২॥
 যদি হকানামাসেবেৎ দ্বিয়মত্মমপি ক্রবন্ ।
 শতদাহন্ত ক্ষুণ্টেমূর্ছা ইত্যুক্তঃ সোহভবৎ পুরা ॥৩৩॥
 নাত্র শঙ্কা ভয়া কার্য্যা প্রতীচ্ছমাং মহাহ্মতে ! ।
 কৃতং ভয়া মহৎ কার্য্যং দেবানামমরপ্রভ ! ॥৩৪॥

দশমথ উবাচ ।

প্রীতোহস্মি বৎস ! ভদ্রং তে পিতা দশমথোহস্মি তে ।
 অনুজানামি রাজ্যঞ্চ প্রশাধি পুরুষোত্তম ! ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

লগ্নহৃৎকারকরণং ত্যোতি--শক্রয়িতি । তোগিনো নাগাঃ । পাজিতো নিহন্তঃ ॥৩০॥
 অবধ্য ইতি । কস্মাচ্চিৎ কারণাৎ ঘণাবিতীৰ্ণপুষ্ট্যদেবগন্ধর্বীয়মাং । পাপো রাবণঃ ॥৩১॥
 বধেতি । তেন রাবণেন । নলকুবরঃ কুবেরপুত্রঃ । তচ্ছাপকারণন্ত প্রাগেবোক্তম্ ॥৩২॥
 কোহস্মি শাপ ইত্যাহ--যদীতি । ক্রবনকাম্যিতি সন্ধঃ । ক্ষুণ্টেদ্বিধীর্ণো ভবেৎ ॥৩৩॥
 নেতি । অত্র সীতারাম্ । মহাকাব্যকরণানন্তরমকাব্যকরণন্যাত্তমহাচরিতমিতি তাক ॥৩৪॥

বীর । তুমি—দেবতা, গন্ধর্ব, নাগ, যক্ষ, দানব ও দেবর্ষীগণের শত্রু এই রাবণকে
 বধ করিয়াছ ॥৩০॥

এই রাবণ আমারই অন্তর্গত পূর্বের সমস্ত প্রাণীর অবধ্য হইয়াছিল এবং আমিও
 কোন কারণে কিছুকাল এই পাগাছাকে উপেক্ষা করিয়াছিলাম ॥৩১॥

তার পর, সেই দুরাশ্বা নিজেরই বধের জন্য সীতাকে হরণ করিয়াছিল ; কিন্তু
 আমি তখন নলকুবরের অভিশাপদ্বারা ইহাকে রক্ষা করিয়াছিলাম ॥৩২॥

পূর্বের নলকুবর রাবণসম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, ‘রাবণ যদি বাস্তবিক অকামা
 পরজ্ঞীকে ধর্ষণ করে, তবে উহার মস্তক শতভাগে বিদীর্ণ হইবে’ ॥৩৩॥

অতএব হে দেবতুল্য মহাতেজা ! তুমি দেবগণের মহৎ কার্য্য সম্পাদন
 করিয়াছ ; সুতরাং এখন ইহার প্রীতি আশঙ্কা করিও না, ইহাকে গ্রহণ কর’ ॥৩৪॥

(৩৩)---শতদাহন্ত ক্ষেয়মূর্ছা—বা ব ক নি ।

রাম উবাচ ।

অভিবাদয়ে ত্বাং রাজেন্দ্র ! যদি ত্বং জনকো মম ।

গমিষ্যামি পুরীং ব্রম্যামযোধ্যাং শাসনাত্তব ॥৩৬॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

তমুবাচ পিতা ভূয়ঃ প্রহৃষ্টো ভরতর্ষভ ! !

গচ্ছাযোধ্যাং প্রশাধীতি রামং রক্তান্তলোচনম্ ।

সম্পূর্ণানীহ বর্ষানি চতুর্দশ মহাত্ম্যতে ! ॥৩৭॥

ততো দেবান্ নমস্কৃত্য স্নহস্তিরভিনন্দিতঃ ।

মহেন্দ্র ইব পৌলোম্যা ভার্যয়া স সমেধিবান্ ॥৩৮॥

ততো বরং দদৌ তস্মৈ হবিস্ক্যায় পরম্পরঃ ।

ত্রিজটাপ্ধার্থমানাত্যাং যোজয়ামাস ব্রাক্ষসীম্ ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

শ্রীত ইতি । রাজ্যঞ্চ প্রশাধীতি চকারেণ সীতাং গ্রহণেতি সমুচ্যীয়তে । এতেন পিতৃহুমতি বিনা তদীয়রাজ্যশাসনমসঙ্গতমিতি দোষঃ পরিস্কৃতঃ ॥৩৫॥

অভীতি । প্রথমপাদে অক্ষরাধিক্যমার্ষম্ । শাসনাদাদেশাৎ ॥৩৬॥

তমিতি । চতুর্দশ বর্ষানি সম্পূর্ণানীতি সংপূর্ণাদেশোহপি রক্ষিত ইতি ভাবঃ । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩৭॥

তত ইতি । পৌলোম্যা শচীদেব্যো । সমেধিবান্ সম্মিলিতো বভূব ॥৩৮॥

তত ইতি । বরং তদ্বিচ্ছাহরুপম্ । পরম্পরো রামঃ ॥৩৯॥

দশরথ বলিলেন—“বৎস ! আমি তোমার পিতা দশরথ ; আমি তোমার উপরে সন্তুষ্ট হইয়াছি ; সুতরাং তোমার মঙ্গল হউক । আর আমিও তোমাকে অনুমতি করিতেছি যে, তুমি—মা জানকীকে গ্রহণ কর এবং দেশে যাইয়া রাজ্য শাসন কর” ॥৩৫॥

রাম বলিলেন—“রাজশ্রেষ্ঠ ! আমি আপনাকে অভিবাদন করি । আপনি যদি আমার পিতাই হন, তবে আপনার আদেশে আমি মনোহর অযোধ্যানগরীতেই যাইব” ॥৩৬॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“ভরতশ্রেষ্ঠ ! পিতা দশরথ সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় রক্তপ্রান্ত-নয়ন রামচন্দ্রকে বলিলেন—“মহাতেজা ! এখন সেই চতুর্দশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে ; সুতরাং যাও, যাইয়া অযোধ্যা শাসন কর” ॥৩৭॥

তাহার পর রামচন্দ্র দেবগণকে নমস্কার করিয়া এবং স্নহদৃগণকর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া, শচীর সহিত ইন্দ্রের ছায় সীতার সহিত মিলিত হইলেন ॥৩৮॥

তম্বাচ ততো ব্রহ্মা দেবৈঃ শক্রপুৰোগমৈঃ ।
 কৌশল্যামাতরিষ্ঠাংস্তে বরানশ্চ দদানি কান্ ॥৪০॥
 বত্রে রামঃ স্থিতিং ধৰ্ম্মে শক্রভিষ্চাপরাজয়ম্ ।
 রাক্ষসৈর্নিহতানাঞ্চ বানরাণাং সমুদ্ভবম্ ॥৪১॥
 ততস্তে ব্রহ্মণা প্রোক্তে তথৈতি বচনে তদা ।
 সমুদ্ভূতমহারাজ ! বানরা লব্ধচেতসঃ ॥৪২॥
 সীতা চাপি মহাভাগা বরং হনুমতে দদৌ ।
 রামকীর্ত্যা সমং পুত্র ! জীবিতং তে ভবিষ্যতি ॥৪৩॥
 দিব্যাস্ত্রানুপভোগীশ্চ মৎপ্রসাদকৃতাঃ সদা ।
 উপহাস্তস্তি হনুমন্নিতি স্ম হরিলোচন ! ॥৪৪॥ (মুখ্যকম্)
 ততস্তে প্রেক্ষমাণানাং তেষামক্লিষ্টকৰ্ম্মণাম্ ।
 অস্তুর্দ্ধানং সমুর্দেবাঃ সর্বৈঃ শক্রপুৰোগমৈঃ ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

অমিতি । কৌশল্যা মাতা যত তৎসম্বোধনম্ । ইষ্টান্ অভিলষিতান্ ॥৪০॥
 বর ইতি । প্রথমার্ধে আশ্বিন ইতি শেষঃ । সমুদ্ভব পুনর্জীবনম্ ॥৪১॥
 তত ইতি । লব্ধচেতসঃ প্রাপ্তচেতনাঃ ॥৪২॥
 সীতেতি । অতএব বিবিধপ্রয়োগাং হনুমচ্ছত্র স্তম্বোকাববন্ধ দীর্ঘোকাববন্ধ জেহম্ ।
 তেন চ “হনুমান্ হনুমানপি” ইতি শব্দভেদপ্রকাশেহপ্যুক্তম্ । সমং সমানম্ । দিব্যা উত্তমাঃ ।
 উপহাস্তস্তি ষষ্ঠোঃ বিনাপি । হে হরিলোচন ! পিঙ্গলনয়ন ! ॥৪৩—৪৪॥

তদনন্তর রাম সেই অবিস্কারাক্ষসকে তাহার অভীষ্ট বর দান করিলেন এবং
 ত্রিজটীরাক্ষসীকে ধন-মানদ্বারা সম্মানিত করিলেন ॥৩৯॥

তৎপরে ব্রহ্মা ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণের সহিত বলিলেন—“রাম ! আজ আমি
 তোমাকে কোন্ কোন্ অভীষ্ট বর দান করিব ?” ॥৪০॥

তখন রাম—নিজের ধৰ্ম্মে স্থিতি এবং শত্রুকর্তৃক অপরাজয়, আর রাক্ষসনিহত
 বানরগণের পুনর্জীবন বর গ্রহণ করিলেন ॥৪১॥

মহারাজ ! তাহার পর ব্রহ্মা ‘তাহাই হউক’ এই কথা বলিলেন, তখনই সেই
 বৃত্ত বানরেরা চৈতন্ত লাভ করিয়া গাত্রোথান করিল ॥৪২॥

মহাভাগা সীতাও হনুমানকে এই বর দিলেন যে, “পিঙ্গলনয়ন পুত্র হনুমন !
 রামের কীর্ত্তি যতকাল থাকিবে, তোমার জীবনও ততকাল থাকিবে এবং আমার
 অনুরোধে সর্বদাই উত্তম ভোগ্য বস্তু সকল আপনা হইতেই তোমার নিকটে উপস্থিত
 হইবে” ॥৪৩—৪৪॥

দৃষ্ট্বা রামস্ত জানক্যা সঙ্গতং শক্রসারথিঃ ।
 উবাচ পরমপ্ৰীতঃ স্তম্ভন্য ইদং বচঃ ॥৪৬॥
 দেবগন্ধর্বযক্ষাণাং মানুষাসুরভোগিনাম্ ।
 অপনীতং ত্বয়া দুঃখমিদং সত্যপরাক্রম ! ॥৪৭॥
 সদেবাসুরগন্ধর্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ ।
 কথয়িষ্যন্তি লোকাস্তাং যাবদ্বুমিধঁ রিষ্যতি ॥৪৮॥
 ইত্যেবমুক্ত্বানুজ্ঞাপ্য রামং শত্রুভূতাং বরম্ ।
 সম্পূজ্যাপাক্রমন্তেন রথেনাদিত্যবর্চসা ॥৪৯॥
 ততঃ সীতাং পুরস্কৃত্য রামঃ সৌমিত্রিণা সহ ।
 স্ত্রীষু প্রমুখৈশ্চৈব সহিতঃ সর্ববানরৈঃ ॥৫০॥
 বিধায় রক্ষাং লঙ্কায়াং বিভীষণপুরস্কৃতঃ ।
 সন্ততার পুনস্তেন সেতুনা মকরালয়ম্ ॥৫১॥
 পুষ্পকেণ বিমানেন খেচরেণ বিরাজতা ।
 কামংগেন যথামুখ্যৈরযাঠৈঃ সংব্রতো বশী ॥৫২॥ (বিশেষকম)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । তেবাং রামাদীনাম্ । যযুঃ প্রাপুঃ ॥৪৫॥
 দৃষ্টেতি । সঙ্গতং সম্মিলিতম্, শক্রসারথির্মাতিঃ ॥৪৬॥
 দেবেতি । ভোগিনো নাগাঃ । অপনীতং দূরীকৃতম্, রাবণবধাদিভি ভাবঃ ॥৪৭॥
 সেতি । ধরিষ্যতি স্থাত্ততি ॥৪৮॥
 ইতীতি । অনুজ্ঞাপ্য স্বগমনানুজ্ঞাং কারয়িত্বা । অপাক্রমং প্রাতিষ্ঠত মাতিঃ ॥৪৯॥

তাহার পর অক্লিষ্টকর্মা রামপ্রভৃতি দর্শন করিতেছিলেন, এই অবস্থাতেই সেই ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতারা সকলে অন্তর্হিত হইলেন ॥৪৫॥

পরে, রাম সীতার সহিত মিলিত হইয়াছেন দেখিয়া মাতলি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া স্তম্ভদৃগণের মধ্যে এই কথা বলিলেন—॥৪৬॥

“হে সত্যপরাক্রম ! আপনি রাবণকে বধ করিয়া দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, মানুষ, অসুর ও নাগদিগের দুঃখ দূর করিয়াছেন ॥৪৭॥

এবং যতকাল পৃথিবী থাকিবে, তত কাল দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও নাগদিগের সহিত সমস্ত লোক আপনার কীর্জন করিবে” ॥৪৮॥

মাতলি এইরূপ বলিয়া রামের অনুমতি লইয়া এবং অস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ রামকে পূজা করিয়া সেই সূর্য্যতুল্য উজ্জ্বল রথেই চলিয়া গেলেন ॥৪৯॥

তাহার পর জিতেন্দ্রিয় রাম—লঙ্কানগরীকে সুরক্ষিত করিয়া, লঙ্কণ,

ততস্তীয়ে সমুদ্রস্তঃ যত্র শিশ্ণৌ স পার্শ্বিবঃ ।

তত্রৈবোবাস ঋত্বাত্মা সহিতঃ সর্ববানরৈঃ ॥৫৩॥

অর্থেনান্ বাধবঃ কালে সমানীয়াভিপূজ্য চ ।

বিসর্জয়ামাস তদা রত্নৈঃ সন্তোষ্য সর্ববশঃ ॥৫৪॥

গন্তেযু বানরেভ্যেযু গোপূচ্ছকেষু তেষু চ ।

সুগ্রীবসহিতো রামঃ কিঙ্কিঙ্কায় পুনরাবিশৎ ॥৫৫॥

বিভীষণেনানুগতঃ সুগ্রীবসহিতস্তদা ।

পুষ্পকেণ বিমানেন বৈদেহা দর্শয়ন্ বনম্ ॥৫৬॥

কিঙ্কিঙ্কায় সমাসান্ন রামঃ প্রহরতাং বরঃ ।

অঙ্গমং কৃতকর্ণাণং যৌবরাজ্যোহভ্যষেচয়ৎ ॥৫৭॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । পূর্ববৃত্তান্তে সচরীকৃত্য । তেন সেতুনা তদুপাধাশপনেন । বশী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
বনরাজ্যং সন্তোষ্য সন্ততার অভিজ্ঞান ॥৫০—৫২॥

তত ইতি । শিশ্ণৌ সেতুবন্ধনাং পূর্বং সমুদ্রাধনাং শয়িতবান্ ॥৫৩॥

অর্থেনা । এনান্ বানরাদীন, সমানীয় সমীপমিতি শেবঃ ॥৫৪॥

গন্তেযিতি । গোপূচ্ছা বানরবিশেষাচ্ স্বক্কা ভ্রুক্কাচ্ তেষু ॥৫৫॥

বিভীষণেনি । বনং কিঙ্কিঙ্কায়সম্মিহিতম্ । কৃতকর্ণাণং যুগ্মে কৃতোপকারম্ ॥৫৬—৫৭॥

সুগ্রীবপ্রভৃতি সমস্ত বানর, বিভীষণ এক প্রধান প্রধান রাক্ষস ভয়াভ্যগণে
পরিবেষ্টিত হইয়া, আকাশচারী, কামগামী ও উজ্জল পুষ্পকবিমানে আরোহণ-
পূর্বক সেই সেতুপথের উপর দিয়া পুনরায় সমুদ্র পার হইয়া আসিলেন ॥৫০—৫২॥

তৎপরে ঋত্বাত্মা রাজা রাম পূর্বের সমুদ্রতীরের যে স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন,
সেই স্থানেই সকল বানরের সহিত কিছুকাল বাস করিলেন ॥৫৩॥

তদনন্তর একদা রাম সকল বানরকে আনয়নপূর্বক তাহাদিগকে সর্বপ্রকার রত্ন
দানে সন্তুষ্ট ও সন্মানিত করিয়া বিদায় দিলেন ॥৫৪॥

সেই বানরগণ, গোপূচ্ছগণ ও ভ্রুকগণ চলিয়া গেলে, রাম সুগ্রীবের সহিত
পুনরায় কিঙ্কিঙ্কায় প্রবেশ করিলেন ॥৫৫॥

যোদ্ধশ্রেষ্ঠ রাম বিভীষণ ও সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইয়া, পুষ্পকবিমানে
আরোহণ করিয়া সীতাদেবীকে বন দর্শন করাইয়া, পুনরায় কিঙ্কিঙ্কায় আসিয়া,
কৃতকর্ণা অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ॥৫৬—৫৭॥

ততস্তৈবেব সহিতো রামঃ সৌমিত্রিণা সহ ।
 যথাগতেন মার্গেন প্রযযৌ স্বপুরুং প্রতি ॥৫৮॥
 অযোধ্যাং স সমাসাত্ত পুরীং রাষ্ট্রপতিস্তুতঃ ।
 ভরতায় হনুমন্তং দূতং প্রাহ্যাপয়ন্তদা ॥৫৯॥
 লক্ষয়িষ্যন্তিৎ সর্বং প্রিয়ং তস্মৈ নিবেত্ত বৈ ।
 বায়ুপুত্রে পুনঃ প্রাপ্তে নন্দিগ্রামস্থগমং ॥৬০॥
 স তত্র মলদিদ্ধাক্ষঃ ভরতং চৌরবাসসম্ ।
 অগ্রতঃ পাতুকে কৃৎস্নাঃ দদর্শাসৌনম্যাসনে ॥৬১॥
 সঙ্গত্য ভরতেনাথ শত্রুস্মেন চ বীর্যবান্ ।
 রাঘবঃ সহসৌমিত্রিমুগ্ধদে ভরতর্ষভ ! ॥৬২॥
 ততো ভরতশত্রুস্মৌ সমেতো গুরুণা তদা ।
 বৈদেহ্য দর্শনেনোভৌ প্রহর্যং সম্বাপতুঃ ॥৬৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । তৈঃ সূত্রীবাদিভিঃ । স্বপুরুমযোধ্যাম্ ॥৫৮॥
 অযোধ্যামিতি । রাষ্ট্রপতিঃ রাজ্যাধিপতিঃ । ভরতায় নন্দিগ্রামস্থায় ॥৫৯॥
 লক্ষয়িষ্যতি । ইঙ্গিতং ভরতস্ত চেষ্টিতম্, প্রিয়ং রামাগমনাদিকম্ ॥৬০॥
 স ইতি । মলদিদ্ধাক্ষং স্নানান্তভাবাক্ষূল্যাদিলিপ্তাক্ষম্, চৌরবাসসং কৌপীনবস্ত্রম্ ॥৬১॥
 সঙ্গতেতি । সঙ্গত্য মিলিত্বা । সহসৌমিত্রিঃ সলক্ষণঃ ॥৬২॥
 তত ইতি । গুরুণা জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামেণ, সমেতো মিলিতো সন্তো ॥৬৩॥

তাহার পর রামচন্দ্র যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই লক্ষণ ও সূত্রীব-
 প্রভৃতির সহিত অযোধ্যায় গমন করিলেন ॥৫৮॥

তিনি অযোধ্যায় যাইয়া নন্দিগ্রামে ভরতের নিকটে হনুমানকে দূত করিয়া
 পাঠাইলেন ॥৫৯॥

হনুমান্ যাইয়া ভরতের সমস্ত ব্যবহার দেখিয়া এবং তাঁহাকে প্রিয়সংবাদ
 জানাইয়া পুনরায় আগমন করিলে, রাম নন্দিগ্রামে গমন করিলেন ॥৬০॥

রাম সেখানে যাইয়া দেখিলেন—মলিনদেহ ও কৌপীনধারী ভরত তাঁহারই
 পাতুকা ছুইখানি সম্মুখে রাখিয়া আসনে বসিয়া আছেন ॥৬১॥

ভরতশ্রেষ্ঠ । বলবান্ রাম ও লক্ষণ, ভরত ও শত্রুস্মের সহিত মিলিত হইয়া পরম
 আনন্দ লাভ করিলেন ॥৬২॥

(৬২) সঙ্গতো ভরতেনাথ—বা ব কা, সমেতো ভরতেনাথ—পি ।

তস্মৈ তদ্বরতো রাজ্যমাগতায়াদিসংকৃতম্ ।
 ত্যাসং নির্ধাতয়ামাস যুক্তঃ পরময়া মুদা ॥৬৪॥
 ততস্তং বৈষ্ণবে শূরং নক্ষত্রেহভিজিতেহহনি ।
 বশিতো বামদেবশ্চ সহিতাবভ্যধিকৃতাম্ ॥৬৫॥
 মোহভিষিক্তঃ কপিশ্রেষ্ঠঃ সূত্রীবং সমুহজ্জনম্ ।
 বিভীষণক পৌলস্ত্যমগজানাদগৃহান্ প্রতি ॥৬৬॥
 অভ্যর্চ্য বিবিধৈ রত্নৈঃ শ্রীতিযুক্তো মুদা যুতো ।
 সমাধায়েতিকর্তব্যং হুঃশ্বেন বিসমর্জ্য হ ॥৬৭॥
 পুষ্পকঞ্চ বিমানং তৎ পূজয়িত্বা স বাববঃ ।
 প্রাদার্ষৈশ্চবর্ণায়ৈব শ্রীত্যা স রঘুনন্দনঃ ॥৬৮॥

ভারতকৌমুদী

তস্মা ইতি। তস্মৈ রামায়। ত্যাসং নির্ধাতয়ামাস-মুদা ॥৬৪॥
 তত ইতি। ততো বশিতো বামদেবকর্তো ঋষী, সহিতো মিলিতো সন্তো, বৈষ্ণবে বিষ্ণু-
 দেবতাকে অবধায়ে নক্ষত্রে, হুতে অহনি, অভিজিতে অষ্টমে যুগ্মর্কে, শূরং উভ্যধিকৃতাম্ ॥৬৫॥
 স ইতি। গৃহান্ প্রতি গন্তমিতি শেষঃ ॥৬৬॥
 অভ্যর্চ্যোক্তি। সমাধায় উপদিষ্ট, ইতিকর্তব্যং বাচ্যাদীনাম্ ॥৬৭॥

ভারতভাবদীপঃ

স হযেতি ১-২। ত্রিংশদধিকঃ বর্গতৎসংখ্যাঃ ১০-৫২। যত্র শিষ্টে পূর্বে সমুদ্রপ্রাচীনান্য
 শয়নং কৃতবান্ ১০-৬২। শুকরাণাং তানেষ ১০-৬৪। বৈষ্ণবে নক্ষত্রে অবধে ১০-৬৫।

ভরত এবং শক্রকুণ্ড, জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামের সহিত মিলিত হইয়া এবং সীতাকে
 দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ॥৬৩॥

তাহার পর ভরত জ্যেষ্ঠ আনন্দিত হইয়া বিশেষ আদর সহকারে সেই গচ্ছিত
 রাজ্যটিকে রামচন্দ্রের হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন ॥৬৪॥

তাহার পর বশিষ্ঠ ও বামদেব ঋষি মিলিত হইয়া শুভদিনে অবধানক্ষত্রে অষ্টম-
 যুগ্মর্কের সময়ে মহাবীর রামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ॥৬৫॥

রামচন্দ্র রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া বানরশ্রেষ্ঠ সূত্রীবকে এক পুণস্ত্যকশজাত
 বিভীষণকে বন্ধুবর্গের সহিত বাড়ী ফাইবার অল্পমতি দিলেন ॥৬৬॥

তাহার পর তিনি নানাবিধ রত্ন দানদ্বারা সম্মানিত করিয়া এক কর্তব্য বিষয়ের
 উপদেশ দিয়া হুঃশ্বসহকারে প্রণয়ী ও আনন্দিত সূত্রীব ও বিভীষণকে বিদায়
 দিলেন ॥৬৭॥

(৬৭) অভ্যর্চ্য বিবিধতোটগঃ—বা ব কা।

ততো দেবর্ষিসহিতঃ সরিতং গোমতীমনু ।

দশাশ্বমেধানাজহ্রে জারুধ্যান্ স নিরর্গলান্ ॥৬৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি

দ্রৌপদীহরণে রামোপাখ্যানে রামরাজ্যাভিষেকে পঞ্চচত্বারিংশ-

দধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥ *

—:~:—

ভারতকৌমুদী

পুষ্পকমিতি । পুজয়িত্বা বৈশ্রবণমেব । বৈশ্রবণায়ৈব কুবেরায়ৈব ॥৬৮॥

তত ইতি । ততঃ স রামঃ, দেবাশ্চ ঋষশ্চ তৈঃ সহিতঃ সন, গোমতীং নাম সরিতং অহু
লক্ষ্যাকৃত্য ততাস্তীর ইত্যর্থঃ, জরুধ্যাভূতবস্তৃপূর্ণানিতি জারুধ্যান্ প্রশস্তান্ বা, নিরর্গলান্
নির্বাধাংশ্চ, দশ অশ্বমেধান্, আজহ্রে অহুষ্টিতবান্ ॥৬৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায় বনপর্বণি দ্রৌপদীহরণে

পঞ্চচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:—

ভারতভাবদীপঃ

জারুধ্যান্ ত্রিগুণদক্ষিণানিত্যর্জুনমিশ্রঃ । জুবৃত্যমুখরিতুণাদিত্যে জরুধ্যং মাংসমিতি শাবিকাঃ ।
তথা মাংসময়ান্ মাংসাদিধানপ্রধানান্ পুটানিত্যর্থঃ । নিরর্গলান্ অন্নাত্তর্ষিণামনাবৃতবারান্ ।
“জরুধ্যোহুষ্ণবিশেষঃ” ইতি বেদভাষ্যম্ । “জরুধ্যং হনু যক্ষি রায়ে পুরাক্ষি”মিতি মন্ত্রবর্ণাং ।
“জরুধ্যং গরুধ্যং গুণাতে”রিত্তি যাক্ষবচনাচ্চ জরুধ্যং স্তোত্রম্, তথা চাম্রং মন্ত্রো নিক্রান্তভাষ্যে ব্যাখ্যাতঃ
—“হেহগ্রে ত্বাং পুরাক্ষি মহাত্মা সমিধানঃ সন্ধ্যাপয়নু বসিষ্ঠো মুনী রায়ে ধনপ্রাপ্তয়ে জরুধ্যং
স্তোত্রং হনু গময়নু যক্ষি যজতি ।” অত্র জবতে: স্তুত্যর্থস্ত শব্দলারুপ্যাদর্থাবিরোধাত জরুধ্যং
স্তোত্রমিভূতম্ ইতি জারুধ্যান্ স্তোত্রার্থানিত্যর্থঃ ॥৬৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে পঞ্চচত্বারিংশদধিক-

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৪৫॥

—:~:—

তদনন্তর রাম কুবেরের সম্মান করিয়া শ্রীতিসহকারে সেই পুষ্পকবিমান
কুবেরকেই সমর্পণ করিলেন ॥৬৮॥

তৎপরে রামচন্দ্র দেবগণ ও ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া গোমতীনদীর তীরে
মহাভূষণের ও নির্বিঘ্নে দশটী অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন” ॥৬৯॥

—:~:—

* ‘...সপ্তসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...নবত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...একনব-
ত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...দ্বিনবত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

ষট্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃ*ঃ—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

এবমেতস্মাহাবাহো ! রাণেশামিতভজসা ।
 প্রাপ্তং ব্যসনমতুগ্ৰেণ বনবাসকৃত্য পুরা ॥১॥
 মা শুচঃ পুরুষব্যাজ ! ক্ষত্রিয়োহসি পরন্তপ ! ।
 বাহুবীৰ্য্যাজিতে মার্গে বর্তসে দৌণ্ডনির্ণয়ে ॥২॥
 নহি তে বৃজিনং কিঞ্চিদ্বর্ততে পরমর্থগি ।
 অগ্নিন্ মার্গে নিবোধেয়ঃ সেন্দ্রা অপি সুরাস্বরাঃ ॥৩॥
 সংহত্য নিহতো বুরো মরুস্তিৰ্বজ্জ পাণিনা ।
 নমুচিশ্চৈব তুর্দ্ধৰ্ষো দৌৰ্ঘজিহ্বা চ রাক্ষসী ॥৪॥
 সহায়বতি সৰ্বার্থাঃ সন্তুষ্ঠন্তাই সৰ্বশঃ ।
 কিম্ তস্ত্যাজিতং সংখ্যে যন্ত ভ্রাতা ধনঞ্জয়ঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । ব্যসনং বিপং । বনবাসকৃত্য বনবাসকালীনসীতাহরণাদিষট্টিতম্ ॥১॥
 মেতি । দীপ্তঃ সশরলেশস্তাপ্যভাবাদৃক্ষকঃ নির্ভ্রো জয়নিশ্চয়ে ক্রব তস্মিন্ ॥২॥
 নহীতি । বৃজিনং পাণম্ । অথপি অন্নমপি । নিবোধেয়ং তিষ্ঠেৎ ॥৩॥
 সংহত্যেতি । সংহত্য মিলিত্বা । মরুস্তিৰ্ভৈবৈঃ ॥৪॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমেতদ্বিতি ॥১॥ দৌণ্ডনির্ণয়ে অসন্ধিহে প্রত্যক্ষকলে ॥২—১৪॥
 ইতি ত্রিমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে ষট্চত্বারিংশদধিক-
 দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৪৬॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“মহাবাহু যুধিষ্ঠির ! পূর্বকালে অমিতভজা রামচন্দ্র
 বনবাসকালে এইরূপ অতিদারুণ বিপং সকল ভোগ করিয়াছিলেন ॥১॥

অতএব নরশ্রেষ্ঠ পরন্তপ । তুমি শোক করিও না । কারণ, তুমি ক্ষত্রিয় এবং
 যাহাতে জয়নিশ্চয় ক্রব, সেই বাহুবল্যাজিত গকে তুমি রহিয়াছ ॥২॥

তার পর, তোমার কোন ক্ষুদ্র পাণও নাই । বিশেষতঃ, এই পথে ইন্দ্রপ্রভৃতি
 দেবগণ এবং অশুরগণও অবস্থান করিয়া থাকেন ॥৩॥

ইন্দ্র, দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া তুর্দ্ধৰ্ষ ব্রাহ্মণ, নমুচিদানব এবং দৌৰ্ঘজিহ্বা
 রাক্ষসীকে বধ করিয়াছিলেন ॥৪॥

অয়ঞ্চ বলিনাং শ্রেষ্ঠো ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ।
 যুবানো চ মহেশ্বাসো বীরো মাদ্রবতীমূর্তো ॥৬॥
 এতিঃ সহায়ৈঃ কস্মাত্ৰং বিষীদসি পরস্তপ ! ।
 য ইমে বজ্রিণঃ সেনাং জয়েয়ুঃ সমরুদগ্গণাম্ ॥৭॥
 ত্রমপ্যেভির্মহেশ্বাসৈঃ সহায়ৈর্দেবরূপিভিঃ ।
 বিজেয়সি রণে সর্বানমিত্রান্ ভরতর্ষভ ! ॥৮॥
 ইতশ্চ ত্রিমিমাং পশ্য সৈন্ধবেন দুরাত্মনা ।
 বলিনা বীর্যমত্তেন হৃতামেভির্মহাত্মভিঃ ॥৯॥
 আনীতাং দ্রৌপদীং কৃষ্ণাং কৃত্বা কৰ্ম্ম সুদুষ্করম্ ।
 জয়দ্রথঞ্চ রাজানং বিজিতং বশমাগতম্ ॥১০॥ (যুগ্মকম্)
 অসহায়েন রামেণ বৈদেহী পুনরাহতা ।
 হত্বা সংখ্যে দশগ্রীবাং রাক্ষসং ভীমবিক্রমম্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

সহায়ৈতি । সহায়বতি জনে, স্তিষ্ঠন্তি সম্প্রস্তু । সংখ্যে যুদ্ধে ॥৫॥
 অয়মিতি । মহেশ্বাসো মহাহুর্ধরো । এতে বিজন্ত ইতি শেষঃ ॥৬॥
 এভিরিতি । এতিঃ সহায়ৈঃ সম্প্রস্নোহপীতি শেষঃ । বজ্রিণ ইন্দ্রস্তাপি ॥৭॥
 ত্রমিতি । মহেশ্বাসৈর্মহাধনুর্ধরৈর্ভ্রাতৃভিঃ । অমিত্রান্ শত্রুন্ ॥৮॥
 উক্তার্থে নিদর্শনমাহ—ইত ইতি । সৈন্ধবেন জয়দ্রথেন । কৰ্ম্ম যুদ্ধম্ ॥৯—১০॥
 অসহায়েনেতি । অসহায়েন তন্তুল্যসহায়শূন্তেন । সংখ্যে যুদ্ধে ॥১১॥

সুতরাং সহায়শালী লোকের সমস্ত বিষয়ই সর্বপ্রকারে সম্পন্ন হইয়া থাকে ।
 যাহার ভ্রাতা অর্জুন, যুদ্ধে তাঁহার কোন বস্তু অজিত থাকিতে পারে ? ॥৫॥
 তা'র পর, এই বলিশ্রেষ্ঠ ও ভীমপরাক্রম ভীমসেন এবং যুবক, মহাধনুর্ধর ও
 বীর মাদ্রীপুত্রেরা রহিয়াছেন ॥৬॥
 অতএব পরস্তপ যুধিষ্ঠির ! এতগুলি সহায় থাকিতে তুমি কেন বিষন্ন হইতেছ ?
 যাহারা দেবগণের সহিত ইন্দ্রের সেনাকেও জয় করিতে পারেন ॥৭॥
 ভরতশ্রেষ্ঠ ! তুমিও এই সকল দেবতুল্য মহাধনুর্ধর সহায়দ্বারা যুদ্ধে সকল
 শত্রুকে জয় করিতে পারিবে ॥৮॥
 তুমি এই দিকে দেখ—বলবান্ ও বলমত্ত দুরাত্মা জয়দ্রথই এই দ্রৌপদীকে হরণ
 করিয়াছিল ; আবার এই মহাত্মারাই অতিদুষ্কর কার্য্য করিয়া তাঁহাকে আনয়ন
 করিয়াছেন এবং জয়দ্রথরাজকে বশীভূত করিয়াছিলেন ॥৯—১০॥

যন্ত শাখায়ুগা মিত্রাণ্যক্ষাঃ কালমুখান্তথা ।

জাত্যন্তরগতা রাজন্ ! এতদ্ব্যাক্ষুচিন্তয় ॥১২॥

তস্মাত্ত্বং কুরুশাৰ্দূল ! মা শুচো ভবতৰ্ষভ ।।

হৃদিবা হি মহাত্মানো ন শোচন্তি পরন্তপ । ॥১৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমাস্থাসিতো রাজা মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা ।

ত্যক্ত্বা দুঃখমদীনাত্মা পুনরপ্যেনমব্রবীৎ ॥১৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বণি

দ্রোপদীহরণে যুধিষ্ঠিরাস্থাসনে ষট্চত্বারিংশ-

দধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ * -

—:~:—

ভারতকৌমুদী

যন্তেতি । শাখায়ুগা বানরাঃ, অক্ষা ভল্লুকাঃ । জাত্যন্তরগতা ভিন্নপ্রাণিনঃ ॥১২॥

তস্মাদিতি । মা শুচঃ শোকং ন কুরু ॥১৩॥

এবমিতি । অদীনাত্মা অকাতরচিত্তঃ সন, এনং মার্কণ্ডেয়ম্ ॥১৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশতট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাপ্তায়াং বনপৰ্ব্বণি

দ্রোপদীহরণে ষট্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

নিঃসহায় রাম যুদ্ধে ভীমবিক্রম রাক্ষস রাবণকে বধ করিয়া আবার
সীতাকে আনয়ন করিয়াছিলেন ॥১১॥

ভিন্নপ্রাণী বানরগণ এবং কালমুখ ভল্লুকগণ মাত্র যাহার সহায় হইয়া
ছিল । রাজা । তুমি বুদ্ধিদ্বারা এই বিষয়টা চিন্তা কর ॥১২॥

অতএব কৌরবশ্রেষ্ঠ ভরতবংশপ্রধান পরন্তপ যুধিষ্ঠির । তুমি শোক
করিও না । কারণ, তোমার মত মহাত্মারা শোক করেন না ॥১৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জ্ঞানী মার্কণ্ডেয় এইরূপ আশ্বস্ত করিলে, যুধিষ্ঠির
দুঃখ ত্যাগ করিয়া অকাতরচিত্ত হইয়া পুনরায় মার্কণ্ডেয়কে বলিলেন ॥১৪॥

—:~:—

(১৩) তস্মাত্ত্বং সৰ্ব্বং কুরুশ্রেষ্ঠ !—বা ব কা নি । * ‘...অষ্টমসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...’
—পি, ‘...একনবত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...দ্বিনবত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—কা,
‘...তিনবত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

সপ্তচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ । *

—:~:—

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

নাহ্মানম্নুশোচামি নেমান্ ভ্রাতৃন মহামুনে ! ।
হরণঞ্চাপি রাজ্যস্তু যথেষ্টং দ্রুপদাত্মজাম্ ॥১॥
দ্যুতে ছুরাত্মভিঃ ক্লিষ্টাঃ কৃষ্ণয়া তারিতা বয়ম্ ।
জয়দ্রথেন চ পুনর্বনাচ্চাপহতা বলাৎ ॥২॥
অস্তি সীমন্তিনী কাচিদৃষ্টপূর্বাথবা শ্রুতা ।
পতিব্রতা মহাভাগা যথেষ্টং দ্রুপদাত্মজা ॥৩॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! কুলদ্রোণাং মহাভাগ্যং যুধিষ্ঠির ! ।
সর্বমেতদযথা প্রাপ্তং সাবিত্র্যা রাজকন্যয়া ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । ইমাং দ্রুপদাত্মজাং যথানুশোচামি, তথাহ্যাদীন নানুশোচামীত্যর্থঃ ॥১॥
দ্যুত ইতি । ছুরাত্মভির্দুর্যোধনাদিভিঃ । অপহতা কৃষ্ণা । তদেব হি শোককারণম্ ॥২॥
অস্তীতি । সীমন্তিনী স্ত্রী । মহাভাগা অতীবোদারহৃদয়া ॥৩॥
শৃণুতি । মহাভাগ্যং পরমৌদার্যম্ । সাবিত্র্যা তদাখ্যয়া ॥৪॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“মহর্ষি । এই দ্রোপদীর বিষয়ে আমার ঘেরূপ শোক হয়, সেরূপ শোক নিজের বিষয়ে, এই ভ্রাতাদের বিষয়ে কিংবা রাজ্যনাশের বিষয়ে হয় না ॥১॥

ছুরাত্মারা দ্যুতক্রীড়ার সময়ে আমাদিগকে কষ্ট দিয়াছিল ; কিন্তু দ্রোপদীই তাহা হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন ; তাঁর পরে, সেই দ্রোপদীকেই আবার জয়দ্রথ বলপূর্বক বন হইতে অপহরণ করিয়াছিল । ॥২॥

(অতএব জিজ্ঞাসা করি—) এই দ্রোপদীর তুল্য পতিব্রতা ও মহাভাগা কোন নারীকে কি আপনি পূর্বে দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন ?” ॥৩॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“রাজা যুধিষ্ঠির ! রাজকন্যা সাবিত্রী কুলবধূগণের এই সমস্ত সৌভাগ্যই যে লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তুমি শ্রবণ কর ॥৪॥

* ইতঃ পূর্বম্ ‘অথ পতিব্রতামাহাত্ম্যপৰ্ক’ ইতি কা নি লিখিতম্ । তচ্চাত্ম্যম্, তৎকারণস্ত পূর্বমেবোক্তম্ ।

আসীম্মদ্রেষু ধর্ম্মায়া রাজা পরমধান্মিকঃ ।
 ব্রহ্মণ্যশ্চ শরণ্যশ্চ সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৫॥
 যজ্ঞা দানপতির্দক্ষঃ পৌরজানপদপ্রিয়ঃ ।
 পার্থিবোহশ্বপতির্নাম সর্বভূতহিতে রতঃ ॥৬॥ (যুগ্মকম্)
 ক্রমাবাননপত্যশ্চ সত্যবার্থিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
 অতিক্রান্তেন বয়সা সন্তাপমুপজগ্মিবান্ ॥৭॥
 অপত্যোৎপাদনার্থঞ্চ তীব্রং নিয়মমাস্থিতঃ ।
 কালে নিয়মিতাহারো ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৮॥
 ছত্ৰা শতসহস্রং স সাবিত্র্যা রাজসভমঃ ।
 ষষ্ঠে ষষ্ঠে তদা কালে বভূব মিতভোজনঃ ।
 এতেন নিয়মেনাসীদ্বর্ধাণ্যক্টাদশৈব তু ॥৯॥
 পূর্ণে ত্বক্টাদশে বর্ষে সাবিত্রী তুষ্টিমভ্যগাৎ ।
 রূপিণী তু তদা রাজন্ । দর্শয়ামাস তং নৃপম্ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

আসীদিত্তি । ব্রহ্মণ্যো বেদহিতঃ । যজ্ঞা যাজ্ঞিকঃ, দানপতির্দানপোত্তঃ ॥৫—৬॥
 ক্রমেতি । অতিক্রান্তেন, বয়সা যৌবনেন হেতুনা, সন্তাপমপত্যাতাবপ্রযুক্তম্ ॥৭॥
 অপত্যোতি । তীব্রং কঠিনম্ । নিয়মিতাহারো হবিষ্মান্নভোজী, ব্রহ্মচারী অরণ্যস্ত-
 বিধৈমথুনত্যাগী, জিতেন্দ্রিয়ঃ শব্দাদিগ্রহণস্পৃহাহীনঃ ॥৮॥
 ছত্ৰতি । শতসহস্রং লক্ষম্ । তৎ পুনরষ্টাদশবর্ষব্যাপীতি জ্ঞেয়ম্ । সাবিত্র্যাঃ
 সবিহৃতনয়নায়্য ব্রহ্মপত্ন্যাঃ সঙ্ঘে । কালে যামার্ধে । আসীদতিষ্ঠৎ । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৯॥

মহাদেশে ধর্ম্মায়া, স্থায়পরায়ণ, বেদহিতৈষী, শরণাগতরক্ষক, সত্যপ্রতিজ্ঞ,
 জিতেন্দ্রিয়, যাজ্ঞিক, দাতা, কার্যদক্ষ, পৌর-জানপদপ্রিয় এবং সর্বভূতের
 হিতে নিরত ‘অশ্বপতি’-নামে এক রাজা ছিলেন ॥৫—৬॥

যৌবন অতীত হইল, অথচ সন্তান হইল না বলিয়া সেই ক্রমাবান্, সত্য-
 বাদী ও জিতেন্দ্রিয় রাজা সন্তাপ ভোগ করিতে লাগিলেন ॥৭॥

তাহার পর তিনি সন্তান উৎপাদনের জন্ত যথাকালে হবিষ্মান্নভোজী,
 ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিলেন ॥৮॥

রাজশ্রেষ্ঠ অশ্বপতি তখন সাবিত্রীদেবীর উদ্দেশে লক্ষহোমের সঙ্কল্প করিয়া
 প্রতিদিন যথাসম্ভব হোম করিতেন এবং প্রত্যহ ষষ্ঠ যামার্ধে পরিমিত ভোজন
 করিতেন । এই নিয়মে তিনি আঠার বৎসর থাকিলেন ॥৯॥

(৫)...ব্রহ্মণ্যশ্চ মহাত্মা ছ-বা ব কা নি । (৬)...কালে পরিমিতাহারঃ—পি নি ।

অগ্নিহোত্রার্থে সমুখায় হর্ষেণ মহতাস্থিতা ।

উবাচ চৈনং বরদা বচনং পার্থিবং তদা ॥১১॥

সাবিত্র্যবাচ ।

ব্রহ্মচর্যেণ শুদ্ধেন দমেন নিয়মেন চ ।

সর্বজ্ঞানা চ ভক্ত্যা চ ভূক্তাস্মি তব পার্থিব ! ॥১২॥

বরং বৃণীষ্যামহপতে ! মদ্রাজ ! যদাপ্নিতম্ ।

ন প্রমাদশ্চ ধর্মেষু কর্তব্যান্তে কথঞ্চন ॥১৩॥

অশ্বপতিরুবাচ ।

অপত্যার্থঃ সমারম্ভঃ কৃতো ধর্মোপয়া যয়া ।

পুত্রা মে বহুবো দেবি ! ভবেয়ুঃ কুলভাবনাঃ ॥১৪॥

ভূক্তাসি যদি মে দেবি ! বরমেতং বৃণোম্যহম্ ।

সন্তানঃ পরমো ধর্ম ইত্যাহ্মাং দ্বিজাতয়ঃ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

পূর্ণ ইতি । ঋণিণী মূর্ত্তিমতী সতী, দর্শনামাস আত্মানমিতি শেবঃ ॥১০॥

অগ্নৌতি — অগ্নিহোত্রাদিগ্নিহোত্রহোমকৃত্যং । এনং পার্শ্ববন্দনপতিম্ ॥১১॥

ব্রহ্মোতি । দমেন ইন্দ্রিয়দমনেন । সর্বজ্ঞানা সর্বপ্রযত্নেন ॥১২॥

অশ্বপতিমিতি । প্রমাদঃ অনবধানতা । তে দ্বয় ॥১৩॥

অপত্যোতি । ধর্মমেব মুখ্যমুদ্দেশ্যম্ অপত্যন্ত তদুৎপাদকতয়া গোপনমিতি ভাবঃ ॥১৪॥

ভূক্তোতি । এতৎ পূর্ববচনোক্তম্ । ধর্মন্তঃকারণম্ । বিজাতয়ো ব্রাহ্মণাঃ ॥১৫॥

বৃদ্ধিষ্টির । আঠার বৎসর পূর্ণ হইলে, সাবিত্রীদেবী সন্তুষ্ট হইলেন এবং তিনি মূর্ত্তিমতী হইয়া রাজাকে দেখা দিলেন ॥১০॥

এক বরদা সাবিত্রীদেবী তখনই অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া হোমকুণ্ড হইতে উঠিয়া রাজাকে এই কথা বলিলেন ॥১১॥

সাবিত্রী বলিলেন—“রাজা ! আপনার নির্দোষ ব্রহ্মচর্য, ইন্দ্রিয়দমন, নিয়ম এবং সর্বপ্রকার ভক্তির জগু আমি আপনার উপরে সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥১২॥

অত্ররাজ অশ্বপতি । আপনার বাহা অভ্যষ্ট, সেইরূপ বর গ্রহণ করুন ।

আপনি কোন প্রকারেই ধর্মের প্রতি অনবধানতা করিবেন না” ॥১৩॥

অশ্বপতি বলিলেন—“দেবি ! আমি ধর্মের জগুই সন্তানোদ্দেশে এই কাঞ্চি আরম্ভ করিয়াছিলাম ; অতএব আমার কশরক্ষক বহুতর পুত্র

হউক ॥১৪॥

দেবি ! আপনি যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমি এই

সাবিত্র্যবাচ ।

পূর্বমেব ময়া রাজনভিপ্রায়মিমং তব ।

জ্ঞাত্বা পুত্রার্থমুক্তো বৈ ভগবাংস্তে পিতামহঃ ॥১৬॥

প্রসাদাচ্চৈব তস্মাতে স্বয়ম্ভুবিহিতাঙ্ঘ্রি ।

কন্যা তেজস্বিনী সৌম্য । ক্ষিপ্রমেব ভবিষ্যতি ॥১৭॥

উত্তরঞ্চ ন তে কিঞ্চিদ্ব্যাহর্তব্যং কথঞ্চন ।

পিতামহনিয়োগেন তুষ্টা হেতদব্রবীমি তে ॥১৮॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ন তথৈতি প্রতিজ্ঞায় সাবিত্র্যা বচনং নৃপঃ ।

প্রসাদয়ামাস পুনঃ ক্ষিপ্রমেতদ্বিষ্যতি ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

পূর্বমিতি । তে তব পুত্রার্থম্ । পিতামহো ব্রহ্মা ॥১৬॥

প্রসাদাদিতি । স্বয়ম্ভুবিহিতাং ব্রহ্মণা কৃতাং । তেজস্বিনী সত্যব্রতাববতী ॥১৭॥

উত্তরমিতি । উত্তরমিতঃ পরম্ । ব্যাহর্তব্যং বক্তব্যম্ ॥১৮॥

ন ইতি । প্রতিজ্ঞায় অঙ্গীকৃত্য । প্রসাদয়ামাস সাবিত্রীম্, এতং কন্যাজনম্ ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

নাত্মানমিতি ॥১-৮॥ সাবিত্র্যা সাবিত্রী সবিভূকতা তদ্বৈবত্যয়া স্বচা, সা চ । সোমো বধুযুভবদধিনাতামুভা বরা স্বর্ঘ্যং যংপত্যে শংসন্তীং মনসা সবিভাদদাদিতি যদা সবিভা স্বস্তী সাবিত্রী স্বকৃতা স্বর্ঘ্য্য স্বর্ঘ্যস্ত স্ত্রী স্বর্ঘ্যায় দত্তা তদা সোমোহস্তা বধুযুর্বধ্বা অল্পচরোহভূৎ সবিভা চ স্বর্ঘ্য্যং পত্যে গভূঃ কল্যাণার্থং শংসন্তীং কথয়ন্তীং মনসা উভৌ বরৌ পুত্ররূপাবধিনৌ অদদাদিতি মত্বার্থঃ ; ইত এব বাক্যাদেতস্ত মত্বস্ত লক্ষ্যহোমাদপত্য-প্রাপ্তির্ববতীতি গমাতে । বর্ষে কালেহষ্টবা বিতরুস্তাহঃ বর্ষেহংশে ॥২-১৭॥ উত্তরং বরই প্রার্থনা করি । কারণ, ব্রাহ্মণেরা আমাকে বলিয়া থাকেন যে, সন্তানই ধর্মের প্রধান হেতু” ॥১৫॥

সাবিত্রী বলিলেন—“রাজা । আমি পূর্বেই আপনার এই অভিপ্রায় জানিয়া আপনার পুত্রের জন্য ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট বলিয়াছিলাম ॥১৬॥

তখন ব্রহ্মা আপনার প্রতি অনুগ্রহ করিলেন ; সেই অনুগ্রহে সত্তরই আপনার একটা তেজস্বিনী কন্যা জন্মগ্রহণ করিবে ॥১৭॥

আমি সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মার আদেশ অনুসারে আপনাকে বলিতেছি যে, আপনি ইহার পরে কোনপ্রকারেই আর কিছু বলিবেন না” ॥১৮॥

(১৬)...জ্ঞাত্বা পুত্রার্থমুক্তোহসৌ ভব হেতোঃ পিতামহঃ—পি । (১৭)...স্বয়ম্ভুবিহিতানম । —পি । (১৮)...পিতামহনির্গণে—বা ব-কা পি ।

অন্তহিতায়াং সাবিত্র্যাং জগাম স্বপুং নৃপঃ ।
 স্বরাজ্যে চাৎসদৌরঃ প্রজা ধর্মোৎপলায়ন ॥২০॥
 কস্মিন্শ্চিৎ গতে কালে স রাজা নিয়তব্রতঃ ।
 জ্যেষ্ঠায়াং ধর্মচারিণ্যাং মহিষ্যাং গর্ভমাদদে ॥২১॥
 রাজপুত্র্যাস্ত গর্ভঃ স মালব্যাং ভবতর্ভব ! ।
 ব্যবদ্রত তদা শুক্রে তারাপতিরিবাসবে ॥২২॥
 প্রাপ্তে কালে তু হৃষ্যবে কন্যাং রাজীবলোচনাম্ ।
 ক্রিয়াশ্চ তস্মা মুদিতশ্চক্রে স নৃপসত্তমঃ ॥২৩॥
 সাবিত্র্যা প্রীতয়া দত্তা সাবিত্র্যা হতয়া হপি ।
 সাবিত্রীভ্যেব নামাস্তাশ্চক্রুর্বিপ্রান্তধাপিতা ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

অন্তরিত্তি । এতেন স্থানান্তর এব পূর্বোক্ত ভগ্নকরিতমিতি স্মৃতিত্ব ॥২০॥
 কস্মিন্শ্চিৎ । নিয়তব্রতঃ সাধিক্যপাঙ্গনাকপনিয়বান্ । আদবে জনস্বাস ॥২১॥
 রাজেন্দি । মালব্যাং মালবদেশজাতায়াম্ । শুক্রে পক্ষে, তারাপতিশব্দঃ ॥২২॥
 প্রাপ্ত ইতি । রাজীবলোচনাং পদ্মনয়নাম্ । ক্রিয়া জাতকর্মাধিকাঃ ॥২৩॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“তখন ‘তাহাই হউক’ এইভাবে সাবিত্রীর বাক্য
 স্বীকার করিয়া রাজা, সখর কন্যা হওয়ার জন্য পুনরায় সাবিত্রীকে প্রসন্ন
 করিলেন ॥১৯॥

তাহার পর সাবিত্রী অন্তহিত হইলে, রাজা আপন রাজধানীতে গমন
 করিলেন এবং জায় অনুসারে প্রজা পালন করিতে থাকিয়া আপন রাজ্যেই
 বাস করিতে থাকিলেন ॥২০॥

কিছু কাল অতীত হইলে, নিয়তব্রতধারী সেই রাজা জ্যেষ্ঠা ধর্মমহিষীর
 গর্ভ উৎপাদন করিলেন ॥২১॥

ভরতশ্রেষ্ঠ । শুক্লপক্ষে আকাশে চন্দ্র যেমন বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ মালব-
 রাজনন্দিনীর সেই গর্ভ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥২২॥

তাহার পর যথাসময়ে রাজমহিষী, পদ্মনয়না একটি কন্যা প্রসব করিলেন ।
 তখন রাজশ্রেষ্ঠ অশ্বপতি আনন্দিত হইয়া সেই কন্যার জাতকর্মাধি কার্য
 সম্পাদন করিলেন ॥২৩॥

সাবিত্রীমন্ত্রে হোম করায় সাবিত্রীদেবী প্রসন্ন হইয়া সেই কন্যাটিকে দান
 করিয়াছিলেন বলিয়া পিতা ও ব্রাহ্মণেরা তাহার নাম করিলেন—‘সাবিত্রী’ ॥২৪॥

(২২) রাজপুত্র্যাস্ত গর্ভঃ স মালব্যাং ভবতর্ভব ।—বা ব ক নি ।

সা বিগ্রহবতীব শ্রীৰ্য্যবৰ্দ্ধত নৃপাত্মজা ।
 কালেন চাপি সা কন্যা যৌবনস্থা বভূব হ ॥২৫॥
 তাং স্মমধ্যাং পৃথুশ্রোণীং প্রতিমাং কাঞ্চনোমিব ।
 প্রাপ্তেয়ং দেবকন্তোতি দৃষ্টু। সংমেনিরে জনাঃ ॥২৬॥
 তাং তু পদ্মপলাশাক্ষীং জলন্তোমিব তেজসা ।
 ন কশ্চিৎপ্রয়ামাস তেজসা প্রতিবাহিতঃ ॥২৭॥
 অথোপোষ্য শিরঃস্নাতা দেবতামভিগম্য সা ।
 হুত্বাগ্নিং বিধিবদ্বিপ্রান্ বাচয়ামাস পৰ্ব্বনি ॥২৮॥
 ততঃ স্মমনসঃ শেবাঃ প্রতিগৃহ মহাত্মনঃ ।
 পিতুঃ সমৌপমগমদেবৌ শ্রীরিব রূপিণী ॥২৯॥
 সাভিবাচ পিতুঃ পাদৌ শেবাঃ পূৰ্ব্বং নিবেশ চ ।
 কৃতাজ্জলিৰ্বারোহা নৃপতেঃ পার্শ্বমান্বিতা ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

সাবিত্রোতি । সাবিত্র্যা দেব্যা, সাবিত্র্যা সাবিত্রীমন্ত্রে ॥২৪॥
 সেতি । বিগ্রহবতী মূৰ্ত্তিমতী, শ্রীৰ্গম্ভীঃ ॥২৫॥
 তামিতি । পৃথুশ্রোণীং বিণালনিতম্বা, কাঞ্চনীং স্বর্ণময়ীম্ ॥২৬॥
 তামিতি । বরয়ামাস স্বয়ং প্রার্থয়ামাস, প্রতিবাহিতঃ অভিবূতঃ ॥২৭॥
 অথোতি । শিরঃস্নাতা শশিরোমরা । বাচয়ামাস স্তুতিবচনমিতি শেবাঃ ॥২৮॥
 তত ইতি । স্মমনস ইষ্টদেবতায়, “স্মনঃ পুষ্পমাস্তোঃ স্ত্রিয়াং না ধীরদেবয়োঃ”
 ইতি মেদিনী । শেবা দন্তনির্মান্যানি, “শেবা নির্মালাদানে স্ত্রাং” ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥২৯॥

মূৰ্ত্তিমতী লক্ষ্মীর আয় সেই রাজকন্যাটী ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, পরে
 যথাকালে সে যৌবনে পদার্পণ করিল ॥২৫॥

তখন স্বর্ণময়ী প্রতিমার আয় সেই স্মমধ্যমা ও বিণালনিতম্বা রাজকন্যাকে
 দেখিয়া ‘ইনি দেবকন্যাই আসিয়াছেন’ এইরূপ লোকেরা মনে করিতে
 লাগিল ॥২৬॥

কিন্তু তাহার তেজে অভিবূত হইয়া কোন যুবাই সেই পদ্মপলাশাক্ষী ও
 তেজস্বিনী কন্যাটীকে প্রার্থনা করিল না ॥২৭॥

তাহার পর সাবিত্রী কোন পৰ্ব্বতিথিতে মজ্জনস্নান করিয়া ইষ্টদেবতার
 গৃহে যাইয়া যথাবিধানে হোম করিয়া ব্রাহ্মণগণবারা স্তুতিপাঠ করাইলেন ॥২৮॥

তাহার পর মূৰ্ত্তিমতী লক্ষ্মীর আয় পরমসুন্দরী সাবিত্রী ইষ্টদেবতার
 নির্মাণ্য লইয়া মহাত্মা পিতার নিকট গমন করিলেন ॥২৯॥

যৌবনস্থ্যং তু তাং দৃষ্ট্বা স্ব্যং স্ততাং দেবরূপিণীম্ ।

অয়াচ্যমানাঞ্চ বরৈৰ্নৃপতির্দুঃখিতোহভবৎ ॥৩১॥

রাজোবাচ ।

পুত্রি । প্রদানকালস্তে ন চ কশ্চিদ্ধৃণোতি মাম্ ।

স্বয়মগ্নিচ্ছ ভর্তারং গুণৈঃ সদৃশমাত্মনঃ ॥৩২॥

প্রার্থিতঃ পুরুষো যশ্চ স নিবেগ্যস্বয়া মম ।

বিয়ুগ্ধ্যাহং প্রদাস্তামি বরয় স্বং যথেষ্পিতম্ ॥৩৩॥

শ্রুতং হি ধর্মশাস্ত্রেষু পঠ্যমানং দ্বিজাতিভিঃ ।

তথা ত্বমপি কল্যাণি । গদতো মে বচঃ শৃণু ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

সেতি । শেবাঃ নির্মাণ্যানি । বরারোহা স্তন্যরনিতয়া সার্বিজী ॥৩০॥

যৌবনেতি । দেবরূপিণীং দেবীবৎ স্তন্যরীম্ ॥৩১॥

পুত্রীতি । ধৃণোতি স্ব্যং প্রার্থয়তে । অগ্নিচ্ছ মার্গয়, গুণৈর্বিগ্ধ্যাশীলাদিভিঃ ॥৩২॥

প্রোতি । প্রার্থিতঃ অভিযতঃ । বিয়ুগ্ধ্য-বিবিচ্য । বরয় বরং যেন নিরূপয় ॥৩৩॥

শ্রুতমিতি । দ্বিজাতিভির্বাঙ্গৈঃ । গদতস্তদ্রুতঃ ॥৩৪॥

ভারতভাবদীপঃ

পুজার্থং প্রার্থনাবচনং নিসর্গেণাজয়া ॥১৮॥ প্রতিজ্ঞাসাক্ষীকৃত্য ॥১৯—২১॥ মানব্যাঃ স্তন্য-

পুত্র্যাঃ ॥২২—২৬॥ প্রতিভারিতোহভিভূতঃ ॥২৭—২৮॥ স্বয়মস ইষ্টদেবতায়াঃ । “স্বপূর্ণাণঃ

স্তন্যনসজ্জিবেশাঃ” ইত্যমরঃ । শেবাঃ প্রসাদপূর্বকং দত্তানি মাণ্যানি প্রসাদভূতা মালা

ইত্যর্থঃ । “প্রসাদান্নিজনীর্ণাল্যদানে শেবান্নকোত্তিতা” ইতি বিখঃ ॥২৯—৩২॥ প্রার্থিত

স্তন্যরনিতয়া সার্বিজী প্রথমে নির্মাণ্য দান করিয়া পরে পিতার চরণযুগলে
নমস্কার করিয়া তৎপরে কৃতাজলি-হইয়া তাঁহার পাশ্বে দাঁড়াইলেন ॥৩০॥

তখন রাজা দেবরূপিণী নিজ কন্যাকে যুবতি দেখিয়া এক বরগণ তাঁহাকে
প্রার্থনা করিতেছে না জানিয়া ছঃখিত-হইলেন ॥৩১॥

পরে রাজা বলিলেন—“পুত্রি । তোমার সম্প্রদানকাল উপস্থিত হইয়াছে ;
অথচ কোন ব্যক্তিই আমার নিকট তোমাকে প্রার্থনা করিতেছে না ; অতএব
তুমি নিজেই-নিজের উপযুক্ত গুণবান পতির অন্বেষণ কর ॥৩২॥

তুমি যে পুরুষকে মনোনীত করিবে, তাহার বিষয় আমাকে জানাইবে ।
তার পর আমি বিবেচনা করিয়া তোমাকে দান করিব ; অতএব তুমি অভীষ্ট
বর নিরূপণ কর ॥৩৩॥

কল্যাণি । ব্রাহ্মণেরা ধর্মশাস্ত্রের বচন পড়িবার সময়ে আমি যেমন
শুনিয়াছি, তেমনই তাহা বলিতেছি, তুমিও শ্রবণ কর ॥৩৪॥

অপ্রদাতা পিতা বাচ্যো বাচ্যশ্চানুপম্ পতিঃ ।
 যতে ভর্তরি পুত্রশ্চ বাচ্যো মাতুরক্ষিতা ॥৩৫॥
 ইদং যে বচনং শ্রুত্বা ভর্তৃমুখেণে হর ।
 দেবতানাং যথা বাচ্যো ন ভবেয়ং তথা কুরু ॥৩৬॥
 মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

এবমুক্ত্বা তুহিতরং তথা বৃদ্ধাংশ্চ মন্ত্রিণঃ ।
 ব্যাদিদেশানুযাত্রঞ্চ গম্যতাক্ষেত্যাচোদয়ৎ ॥৩৭॥
 সাভিবাক্ত পিতুঃ পার্শ্বো ভ্রোড়িতেব মনস্বিনৌ ।
 পিতুর্বচনমাজ্জায় নির্জগামাবিচারিতম্ ॥৩৮॥
 না হৈমং রথমাস্থায় শ্ববিবৈঃ সচিবৈর্বৃত্তা ।
 তপোবনানি রম্যানি রাজর্ষীণাং জগাম হ ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

অপ্রতি । অপ্রদাতা কন্তায়ঃ, বাচ্যো নিম্ননীয়ঃ, অহপম্ অতো ভার্য্যাগমক্ ॥৩৫॥
 ইদমিতি । হর হরব । বাচ্যো নিম্ননীয়ঃ, যথাকালং কন্তায়ঃ অদানমিতি ॥৩৬॥
 এবমিতি । অহযাত্রঃ যানবাহনাদিকম্ । অচোদয়ৎ প্রেরিতবান্ ॥৩৭॥
 সেতি । আভায় ক্ৰম্বা । অবিচারিতং যথা ভ্রাতৃভা, পিতৃবচনমঙ্গোরবাৎ ॥৩৮॥

ভারতভাবদীপঃ

ইচ্ছিতঃ ॥৩০—৩৪॥ বাচ্যো নিম্ননীয়ঃ, অহপম্ অতাবগচ্ছন ॥৩৫—৩৬॥ অহযাত্রঃ যাত্রোপ-
 করণং বাহনাদি ॥৩৭—৪১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকম্ভে ভারতভাবদীপে সপ্তচরিত্রাংশদ্বিংশ-

দ্বিংশততমোহ্যায়ঃ ॥২৪৭॥

যে পিতা কন্তাদান না করেন, তিনি নিম্ননায় পিতা; যে ভর্তা স্বহৃদালে
 ভার্য্যাগমন না করেন, তিনি নিম্ননীয় ভর্তা এক পিতার মৃত্যু হইলে যে পুত্র
 মাতাকে রক্ষা না করে, সেও নিম্ননীয় পুত্র ॥৩৫॥

আমার এই কথা শুনিয়া সত্বর ভর্তার অবেশ কর; বাহাতে দেবতার
 আমার নিন্দা না করেন, তাহা কর ॥৩৬॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“রাজা এইরূপ বলিয়া সাবিত্রীকে ও বৃদ্ধমন্ত্রিগণকে
 যাইবার আদেশ করিলেন, যানবাহনাদির ব্যবস্থা করিলেন এবং ‘মাতা’
 বলিয়া অহুমতি করিলেন ॥৩৭॥

তখন মনস্বিনী সাবিত্রী পিতার বাক্য শুনিয়া যেন লজ্জিত হইয়া তাঁহার
 চরণদ্বয়গলে নমস্কার করিয়া অধিষ্ঠিতভাবে নির্গত হইলেন ॥৩৮॥

(২৮)---ভ্রোড়িতেব মনস্বিনী—বা ব কা ।

কন-৬০২ (১১)

মাগ্নানং তত্র বুদ্ধানং কুহা পাদাভিবন্দনম্ ।
 বনানি ক্রমশস্তাত । সৰ্বাণ্যেবাভ্যগচ্ছত ॥৪০॥
 এবং তৌৰ্থেষু সৰ্বেষু ধনোৎসর্গং নৃপাভ্যজা ।
 কুৰ্ব্বতৌ দ্বিজমুখ্যানাং তং তং দেশং জগাম হ ॥৪১॥
 ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্বণি
 দ্রৌপদৌহর্যে সাবিত্র্যপাখ্যানেন সপ্তচত্বারিংশ-
 দধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:৪:—

ভারতকৌমুদী

সেতি । হৈমং স্বৰ্ণময়ম্ । রাজর্ষীগং সৰ্বস্বাত্তত্র গমনম্ভৈর্যোচিত্যাং ॥৩৯॥
 মাগ্নানামিতি । তাত্তেতি বুদ্ধিষ্টিরসম্বোধনম্ । অভ্যগচ্ছত অভ্যগচ্ছৎ ॥৪০॥
 এবমিতি । ধনোৎসর্গং ধনদানম্ । দ্বিজমুখ্যানাং ব্রাহ্মণভ্যঃ ॥৪১॥
 ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবির-
 চিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্বণি
 দ্রৌপদৌহর্যে সপ্তচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:৪:—

তিনি স্বৰ্ণময় রথে আরোহণ করিয়া বুদ্ধমঞ্জিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রথমে
 রাজর্ষিগণের মনোহর ভূপাবনগুলিতে গমন করিলেন ॥৩৯॥

বৎস বুদ্ধিষ্টি । সাবিত্রী সেখানে মাননীয় বৃদ্ধগণের চরণে নমস্কার করিয়া
 ক্রমশঃ সকল বনে গমন করিলেন ॥৪০॥

এইভাবে রাজনন্দিনী সাবিত্রী সমস্ত তৌৰ্থে বাইয়া ব্রাহ্মণগণকে ধনদান
 করিতে থাকিয়া সেই সেই দেশে গমন করিলেন” ॥৪১॥

—:৪:—

* ‘...উনাবীত্যধিকদ্বিশততমঃ...’ —পি, ‘...দ্বিবত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...ত্ৰিবত্য-
 ধিকদ্বিশততমঃ...’—ক, ‘...চতুৰত্যধিকদ্বিশততমঃ...’ —নি ।

অষ্টচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ ।

—:~:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

অথ মদ্রাধিপো রাজা নারদেন সমাগতঃ ।

উপবিষ্টঃ সভামধ্যে কথাযোগেন ভারত ! ॥১॥

ততোহভিগম্য তীর্থানি সন্ধানি চাক্ষমাংশচ সা ।

আজগাম পিতুবংশে সাবিত্রী সহ মন্ত্রিভিঃ ॥২॥

নারদেন সহানুনাং সা দৃষ্টুং পিতরং শুভা ।

উভয়োরেব শিরসা চক্রে পাদাভিবন্দনম্ ॥৩॥

নারদ উবাচ ।

ক গতাভূং হুতেরং তে কৃতশ্চৈবাসতা নৃপ ! ।

কিমর্থং যুবতীং ভক্ত্রে ন চৈনাং সম্প্রযচ্ছসি ॥৪॥

অশ্বপতিঃ উবাচ ।

কার্যেণ ধনেনৈব প্রেমিতাশ্চৈব চাগতা ।

তমন্ত্যঃ শূনু দেবর্ষে ! ভর্তা বৈ যোহনয়া বৃতঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

অর্থোক্তি । সমাগতঃ সম্মিলিতঃ সন্ । কথাযোগেন নানাকথাগ্রন্থেন ॥১॥

ভূত ইতি । ততস্তদা । আশ্রমাংশ সন্ধানিভিঃ সিন্ধবিশিষ্টাভিঃ ॥২॥

নারদেনেতি । আনুগত্যবিষ্টম্ । উভয়োর্নামপিভ্যোঃ ॥৩॥

কৈতি । যুবতাবস্থায়ামপি কন্তয়া অহানং বিবেচ্যাকরণং বিনা ন যুক্তবতীতি ভাবঃ ॥৪॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“ভরতনন্দন ! তাহার পর একদা মঙ্গরাজ অশ্বপতি নারদের সহিত মিলিত হইয়া নানাকথার প্রসঙ্গে সভামধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন ॥১॥

সেই সময়ে সাবিত্রী সমস্ত তীর্থ ও আশ্রম বিচরণ করিয়া মন্ত্রীগণের সহিত পিতৃভবনে আগমন করিলেন ॥২॥

তখন কল্যাণী সাবিত্রী, নারদের সহিত পিতাকে উপবিষ্ট দেখিয়া মন্তক-
দ্বারা উভয়ের চরণেই নমস্কার করিলেন” ॥৩॥

নারদ বলিলেন—“রাজা ! আপনার এই কণ্ঠাঙ্গী কোথায় গিয়াছিল ?
কোথা হইতেই বা আসিয়াছে ? এবং কি জন্তই বা আপনি এই যুবতি
কণ্ঠাকে পহিষেক দান করিতেছেন না” ? ॥৪॥

(৫)---এতন্ত্যঃ শূনু দেবর্ষে । ভর্তার যোহনয়া বৃতঃ—বা ব কা নি ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

স। ক্রহি বিস্তরেণেতি পিত্রা সঞ্চোদিতা শুভা ।

দৈবতশ্চৈব বচনং প্রতিগৃহ্যেদমব্রবীৎ ॥৬॥

সাবিত্র্যুবাচ ।

আসৌচ্ছালেষু ধর্ম্মাত্মা ক্ষত্রিয়ঃ পৃথিবীপতিঃ ।

দ্রামৎসেন ইতি খ্যাতঃ পশ্চাচ্ছান্নো বভূব সঃ ॥৭॥

বিনষ্টিচক্ষুষস্তস্ত্র বালপুত্রস্ত্র ধীমতঃ ।

সামৌপ্যেন হতং রাজ্যং ছিদ্বেহস্মিন্ পূর্ষবৈরিণা ॥৮॥

স বালবৎসয়া সার্কং ভার্য্যয়া প্রস্থিতো বনম্ ।

মহারণ্যগন্তচ্চাপি তপস্তপে মহাব্রতঃ ॥৯॥

তস্ত্র পুত্রঃ পুরে জাতঃ সংবৃদ্ধশ্চ তপোবনে ।

সত্যবানবুরূপৌ মে ভর্ত্তেতি মনসা ব্রতঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

কার্য্যেণেতি । কার্য্যেন প্রয়োজনেন । স্ত্রাঃ সাবিত্র্যাঃ সকাশাৎ ॥৬॥

সেতি । সঞ্চোদিতা বক্তৃৎ প্রণোদিতা । দৈবতশ্চৈব ত্যাদয়ঃ প্রতিগৃহ্যমূলকম্ ॥৭॥

আসৌদিতি । শাষেযু শাবদেশে । পৃথিবীপতিঃ রাজা ॥৮॥

বিনষ্টেতি । বালঃ পুত্রো ধস্ত্র তস্ত্র । ছিদ্বে অন্ধব্রতশ্চৈবকাশে ॥৮॥

স ইতি । বানো বৎসঃ পুত্রো যত্নাত্মা । মহাব্রতে বিশেষনিয়মবান্ ॥৯॥

অঙ্গপতি বলিলেন—“দেবর্ষি । এই প্রয়োজনেই উহাকে পাঠাইয়াছিলাম এবং অত্ৰই আসিয়াছে ; আর এ, যাহাকে পতিত্ব বরণ করিয়াছে, তাহার বিষয় উহার নিকটই শুধুন” ॥৬॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“বিস্তরক্রমে বল এইরূপ পিতা আদেশ করিলে, কল্যাণী সাবিত্রী দেবতার বাক্যের ত্রায় পিতার বাক্য গ্রহণ করিয়া বলিতে লাগিলেন” ॥৭॥

সাবিত্রী বলিলেন—“শাবদেশে ‘দ্রামৎসেন’-নামে এক ধর্ম্মাত্মা ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন ; তিনি পরে অন্ধ হইয়া গিয়াছেন ॥৭॥

সে রাজা বুদ্ধিমান বটেন, তবে তাহার চক্ষু নষ্ট হইয়াছিল এবং পুত্রও বালক ছিল বলিয়া সেই কাকে নিকটবর্ত্তী পূর্ষশত্রু তাহার রাজ্য হরণ করিয়া নিয়াছে ॥৮॥

তাই তিনি বালপুত্র ভার্য্যার সহিতই বনে গিয়াছেন এবং সে মহাবনে যাইয়াও বিশেষ নিয়ম অবলম্বন করিয়া তপস্তা করিয়াছেন ॥৯॥

নারদ উবাচ ।

অহোবত মহৎপাপং সাবিদ্র্যা নৃপতে । কৃতম্ ।
অজানন্ত্যা যদনয়া গুণবান্ সত্যবান্ বৃতঃ ॥১১॥
সত্যং বদত্যস্ত পিতা সত্যং মাতা প্রভাষতে ।
ভতোহস্ত ব্রাহ্মণাশ্চতুর্নামৈতৎ সত্যবানিতি ॥১২
বালস্তাশ্বাঃ প্রিয়াশ্চাস্ত করোত্যশ্বাংশ্চ যুগ্ময়ান্ ।
চিত্রেহপি বিলিখত্যশ্বাংশ্চিত্রাশ্চ ইতি চোচ্যতে ॥১৩॥

রাজোবাচ ।

অপীদানীং স তেজস্বী বুদ্ধিমান্ বা নৃপাত্মজঃ ।
ক্ষমাবানপি বা শূরঃ সত্যবান্ পিতৃবৎসলঃ ॥১৪॥

নারদ উবাচ ।

বিবস্থানিব তেজস্বী বৃহস্পতিসমো মতো ।
মহেন্দ্র ইব শূরশ্চ বহুধেব ক্ষমাস্থিতঃ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

তন্তেতি । নব্বন্ধঃ সমাগবুধিং প্রাপ্তঃ । সত্যবান্ নাম ॥১০॥
অহো ইতি । পাপং পাপঘটিতমাত্মনোহনিষ্টম্ । অজানন্ত্যেতি নলোপাত্তাব আশং ॥১১॥
নামকারণং নির্বক্তি—সত্যমিতি । স্বাশ্রয়জন্তুত্বসম্বন্ধেন সত্যববাদিতি ভাবঃ ॥১২॥
নামান্তরকারণমাহ—বালশ্চেতি । বিলিখতি বাহুল্যেন চিত্রয়তি স্ব ॥১৩॥
অপীতি । অপিশবঃ প্রাণৈঃ । পিতৃবৎসলঃ পিতৃভক্তঃ ॥১৪॥

তাহার পুত্র রাজধানীতেই জন্মিয়াছিলেন ; কিন্তু তপোবনে আসিয়া বুদ্ধি
পাইয়াছেন ; তাহার নাম—‘সত্যবান্’ । তিনি আমার সম্পূর্ণ অমুরূপ ;
তাই আমি মনে মনে তাহাকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি” ॥১০॥

নারদ বলিলেন—“হায় রাজা ! সাবিদ্রী নিজের গুরুতর অনিষ্ট করিয়াছে ।
যেহেতু এ, না জানিয়া গুণবান্ হইলেও সত্যবান্কে বরণ করিয়াছে ॥১১॥

উহার পিতা সত্য বলেন, মাতাও সত্য বলেন ; সেই জন্তই ব্রাহ্মণেরা
উহার নাম করিয়াছেন—‘সত্যবান্’ ॥১২॥

আর শৈশব অবস্থায় অশ্ব উহার প্রিয় ছিল, যুগ্ময় অশ্ব নির্মাণ করিত
এবং চিত্রেও বিশেষরূপে অশ্ব চিত্রিত করিত ; এই কারণে উহাকে ‘চিত্রাশ্ব’ও
বলে” ॥১৩॥

রাজা অশ্বপতি বলিলেন—“রাজপুত্র সত্যবান্ এখন তেজস্বী, বুদ্ধিমান,
ক্ষমাবান্, বীর ও পিতৃভক্ত হইয়াছেন ত ?” ॥১৪॥

অশ্বপতিরূবাচ ।

অপি রাজাত্মজো দাতা ব্রহ্মণ্যশ্চাপি সত্যবান্ ।
রূপবানপু্যদারো বাহুপ্যথবা প্রিয়দর্শনঃ ॥১৬॥

নারদ উবাচ ।

সাক্ষাতে রস্তিদেবস্ত অশক্ত্যা দানতঃ সমঃ ।
ব্রহ্মণ্যঃ সত্যবাদী চ শিবিরোশীনরো যথা ॥১৭॥
যযাতিরিব চোদারঃ সৌমবৎ প্রিয়দর্শনঃ ।
রূপেণান্নতমোহশ্চিত্যাং দ্যুমৎসেনহতো বলী ॥১৮॥
স দাস্তঃ স হুহুঃ শূরঃ স সত্যঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।
স মৈত্রঃ সোহনসূয়শ্চ স হ্রীমান্ দ্যুতিমাংশ্চ সঃ ॥১৯॥
নিত্যশ্চাৰ্জ্জবং তস্মিন্ স্থিতিস্ত্যস্তেব চ ধ্রুবা ।
সংক্ষেপতস্তপোরূপৈঃ শীলরূপৈশ্চ কথ্যতে ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

বিবশ্বানিতি । তেজস্বী অনভিভবনীয়স্বভাবঃ । মর্তো বুদ্ধো ॥১৫॥
অপীতি । ব্রহ্মণ্যো ব্রাহ্মণহিতঃ, সত্যবান্ সত্যপরায়ণঃ, “সত্যবাদী” ইতি পরোক্তেঃ ॥১৬॥
সাক্ষতেরিতি । সাক্ষতেরপত্যং সাক্ষতিস্তত্ত্ব । অশক্ত্যা হেচ্ছ্যৈব, ন তু পরপ্রয়োগেণ ॥১৭॥
যযাতিরিতি । রূপেণাশ্চিত্যামস্ততমঃ অশ্বিনীকুমারতুল্যরূপবানিত্যর্থঃ ॥১৮॥
স ইতি । দাস্তো বাহুরিন্দ্রিয়দমনশীলঃ । সত্যঃ সত্যব্যবহারী, সংযতেন্দ্রিয়ো জিতচিত্তঃ ।
মৈত্রো মিত্রহিতৈষী, হ্রীমান্ লজ্জাশীলঃ, দ্যুতিমান্ কাস্তিমান্ ॥১৯॥
নিত্যশ ইতি । আৰ্জ্জবং সরলতা, স্থিতিঃ মাগ্ধজনমাননাদিরূপা মৰ্যাদা ॥২০॥

নারদ বলিলেন—“সত্যবান্ এখন সূর্য্যের আয় তেজস্বী, বৃহস্পতির আয় বুদ্ধিমান, ইন্দ্রের আয় বীর এবং পৃথিবীর আয় ক্ষমাবান্ হইয়াছেন” ॥১৫॥

অশ্বপতি বলিলেন—“সে রাজপুত্র—দাতা, ব্রাহ্মণহিতৈষী, সত্যপরায়ণ, রূপবান্, উদারস্বভাব এবং প্রিয়দর্শন হইয়াছেন কি না ?” ॥১৬॥

নারদ বলিলেন—“সত্যবান্ আপন ইচ্ছাকৃত দানে সঙ্কতিপুত্র রস্তিদেবের তুল্য এবং উশীনরপুত্র শিবির আয় ব্রাহ্মণহিতৈষী ও সত্যবাদী হইয়াছেন ॥১৭॥

আর তিনি—যযাতির আয় উদারস্বভাব, চন্দ্রের আয় প্রিয়দর্শন এবং অশ্বিনীকুমারদের আয় রূপবান্ হইয়াছেন ॥১৮॥

এবং তিনি—দাস্ত, কোমল, বীর, সত্যব্যবহারী, সংযতচিত্ত, বদ্ধুহিতৈষী, অনুয়াশু, লজ্জাশীল ও লাবণ্যশালী হইয়াছেন ॥১৯॥

(১৬)....ব্রহ্মণ্যশ্চাপি বীৰ্য্যবান্—পি ।

অশ্বপতিরূবাচ ।

গুণৈরূপেতং সৰ্ব্বৈবস্তং ভগবান্ প্রব্রবীতি মে ।

দোষানপ্যস্তু মে ক্রহি যদি সন্তীহ কেচন ॥২১॥

নারদ উবাচ ।

এক এবাস্ত দোষো হি গুণানাক্রম্য তিষ্ঠতি ।

স চ দোষঃ প্রযত্নেন ন শক্যঃ পরিবর্তিতুন্ ॥২২॥

একো দোষোহস্তি নাহোহস্তু সোহুত্ প্রভৃতি সত্যবান্ ।

সংবৎসরেণ ক্ষীণায়ুর্দেহত্যাগং করিষ্যতি ॥২৩॥

রাজোবাচ ।

এহি সাবিত্রি ! গচ্ছস্ব অত্ৰ বরয় শোভনে ! ।

তস্তু দোষো মহানেকো গুণানাক্রম্য তিষ্ঠতি ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

গুণৈরিতি । দোষানপি ক্রহি, অত্থা “অহোবত মহংপাপম্” ইতি শোভিন্ যজ্ঞাতে ॥২১॥

এক ইতি । আক্রম্য অভিভূয় । পরিবর্তিতুং পরিবর্তয়িতুন্ ॥২২॥

এক ইতি । দেহত্যাগং দেহত্যাগম্ । দেহত্যাগকরণমেব স দোষ ইত্যর্থঃ ॥২৩॥

এহীতি । দোষঃ অন্নায়ুঃ । মরণেনৈব সৰ্ব্বগুণাবসানাদিতি ভাবঃ ॥২৪॥

আর তপোবৃদ্ধ ও স্বভাববৃদ্ধেরা সংক্ষেপে বলিয়া থাকেন যে, সত্যবানে সৰ্ব্বদাই সরলতা ও মর্যাদাজ্ঞান রহিয়াছে” ॥২০॥

অশ্বপতি বলিলেন—“আপনি আমার নিকট সত্যবান্কে সৰ্ব্বগুণসম্পন্ন বলিতেছেন; কিন্তু উহার যদি কোন দোষ থাকে, তাহাও আমার নিকট বলুন” ॥২১॥

নারদ বলিলেন—“সত্যবানের একটা দোষই সমস্ত গুণকে অভিভূত করিয়া রহিয়াছে। সে দোষকে কেহ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও পরিবর্তন করিতে সমর্থ হইবে না ॥২২॥

সত্যবানের একটা দোষই আছে, অত্ৰ দোষ নাই। সে দোষ এই যে—আজ হইতে একবৎসরের সময়ে সত্যবানের আয়ুশেষ হইবে এবং সে তখন দেহত্যাগ করিবে” ॥২৩॥

অশ্বপতি বলিলেন—“আমি সাবিত্রি ! তুমি যা, যেয়ে অত্ৰ বর পছন্দ কর। কারণ, সত্যবানের সেই একটা গুরুতর দোষই সমস্ত গুণকে অভিভূত করিয়া রহিয়াছে ॥২৪॥

(২১)....ভগবন্। প্রব্রবীতি মে—বা ব কা। (২২)....ন শক্যাস্তি পরিবর্তিতুন্—বা ব কা নি।

যথা মে ভগবানাহ নারদো দেবসংকৃতঃ ।

সংবৎসরেণ মোহনায়ুর্দেহন্ত্যাসং করিস্বতি ॥২৫॥

সাবিত্র্যবাচ ।

সকৃদংশো নিপততি সকৃৎ কন্ধ্যা প্রদীয়তে ।

সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সকৃৎ সকৃৎ ॥২৬॥

দৌর্ঘায়ুরথবান্নায়ুঃ সগুণো নিগুণোহপি বা ।

সকৃদ্বৃত্তো যয়া ভর্তা ন দ্বিতীয়ঃ ব্রণোম্যহম্ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি । দেবৈরপি সংকৃতঃ সৰ্ব্বকৃত্বাদ্যদৃতঃ । নারদবচনং মিথ্যা ভবিতুং নাইতীত্য-
শয়ঃ ॥২৫॥

সকৃদতি । অংশিভিঃ সোদরাভিঃ সয্যাক্ ক্রিয়মাণঃ অংশঃ পৈতৃকাদিধনভাগঃ, সকৃৎ
একবারম্বেব, নিপততি অংশিবিশেষে বর্জ্যে, ন দ্বিতীয়বারম্বে, জীব্যবহুয়া অংশিবিশেষে
সকৃদ্রিণাতেনৈব অংগস্তরস্ত স্বনাশাৎ বিভাগস্ত চ স্বমূলকত্বাদিতি ভাবঃ । কন্ধ্যা সকৃদেব
প্রদীয়তে, পিতৃাদিনা কন্ধ্যা আত্মনা বা, ন দ্বিতীয়বারম্বে । জীব্যাস্তরদানেহপি দাতা সকৃদেব
দদানীত্যাহ, ন দ্বিতীয়বারম্বে, সকৃদানেন দানবচনেন চ দাতুঃ স্বনাশাৎ দানত্বাপি স্বমূলক-
ত্বাদিত্যাশয়ঃ । ত্রীণ্যেতানি জ্ঞানাণ্যমেতেষাং প্রত্যেকমেব সকৃৎ সকৃদেব ভবতি, ন পুন-
র্বিরাদি । তথা চ যয়া মনসা সত্যবত এব সকৃদাত্মদানেন বরাস্তরায় তদানং ন সম্ভবতি
তেনৈব যয়ি মৎস্বনাশাদিতি সমুদায়শয়ঃ । নবমাধ্যায়ে মত্ববচনমপ্যবিকলমীদৃশমেব ।
উদাহৃত্বাদ্যদৌর্ঘাদিনাপীদং বৃতম্ ॥২৬॥

কলিতার্থমাহ—দীর্বেতি । বৃত্তো মনসা, ভর্তা সত্যবান্ ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

অথেতি । কথাযোগেন কথাপ্রসঙ্গেন ॥১—৭॥ শাসীপ্যেন সমীপবাসিনা, ছিত্রে অঙ্কিত-
সতি ৬—৭ । সত্যবান্নামতঃ ১০—১৩ । তেজস্বী প্রতাপবান্ বুদ্ধিমান্ বা, বা শক্চার্থে
১৪—১৬ । সাক্ষতে: সঙ্কতিপুত্রস্ত ১৭—২১ । আক্রম্যাভিভূয় ২২—২৬ । অংশঃ কাষ্ঠ-

দেবগণেশ্বরো সম্মানিত ভগবান্ নারদ আমাকে যাহা বাললেন, তাহাতে
অন্নায়ু সেই সত্যবান্ একবৎসর পূর্ণ হইলেই দেহত্যাগ করিবে ॥২৫॥

সাবিত্রী বলিলেন—“অশীর অংশে একবারমাত্রই ধনের ভাগ পড়ে, এক-
বারমাত্রই কন্ধ্যাদান করা হয় এবং অল্প বস্তুদানের সময়েও একবারমাত্রই
‘দদানি’ শব্দ বলা হয়; সুতরাং এই তিনটা কার্যের প্রত্যেকটাই এক
একবারমাত্রই হইয়া থাকে ॥২৬॥

অতএব সত্যবান্ দৌর্ঘায়ুই হউন বা অন্নায়ুই হউন, কিংবা সগুণই হউন
বা নিগুণই হউন; আমি একবার তাঁহাকে পতিল্পপে বরণ করিয়াছি বলিয়া
অল্প পুরুষকে আর বরণ করিতে পারি না ॥২৭॥

মনসা নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো বাচাভিধীয়তে ।

ক্রিয়তে কৰ্ম্মণা পশ্চাৎ প্রমাণং মে মনস্ততঃ ॥২৮॥

নারদ উবাচ ।

স্থিরা বুদ্ধির্নরশ্রেষ্ঠ ! সাবিত্র্যা দুহিতুস্তব ।

নৈষা বারয়িতুং শক্যা ধৰ্ম্মাদশ্রাৎ কথঞ্চন ॥২৯॥

নান্যস্মিন্ পুরুষে সন্তি যে সত্যবতি বৈ গুণাঃ ।

প্রদানমেব তস্মান্মে রোচতে দুহিতুস্তব ॥৩০॥

রাজোবাচ ।

অবিচার্য্যমেতদুক্তং তথ্যঞ্চ ভবতা বচঃ ।

করিষ্যাম্যেতদেবঞ্চ গুরুর্হি ভগবান্ মম ॥৩১॥

নারদ উবাচ ।

অবিস্ময়স্ত সাবিত্র্যাঃ প্রদানে দুহিতুস্তব ।

সাধয়িষ্যাম্যহং তাবৎ সৰ্ব্বেষাং ভদ্রেমস্ত বঃ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

অথ মনসা বরণমকিঞ্চিকরমিত্যাহ—মনসেতি । মনসা বরণশ্চৈব মূলত্বমিতি ভাবঃ ॥২৮॥

স্থিরেতি । স্থিরা সত্যবতো বরণ এব নিশ্চল । তৎকলমাহ—নেতি ॥২৯॥

নেতি । প্রদানমেব সত্যবতে ইতি শেষঃ ॥৩০॥

অবীতি । অবিচার্য্যং জ্ঞাত্যাত্মাত্মা ন বিচারণীয়ম্, তথ্যং সত্যঞ্চ ॥৩১॥

অবিস্ময়মিতি । বিস্ময়ভাবঃ অবিস্ময় । সাধয়িষ্যামি গমিষ্যামি, “প্রায়শ্চ গম্যন্তকঃ সাধিগর্মে স্থানে প্রযুজ্যতে” ইতি সাহিত্যদর্পণাৎ । ভক্তং মঙ্গলম্ ॥৩২॥

মানুষ প্রথমে মনে মনে কার্য্য স্থির করিয়া পরে মুখে বলে এবং তাহার পর সে কার্য্য করে ; সুতরাং আমার মনই এবিষয়ে প্রমাণ” ॥২৮॥

নারদ বলিলেন—“নরশ্রেষ্ঠ ! আপনার কন্যা সাবিত্রীর বুদ্ধি স্থির হইয়াছে ; সুতরাং ইহাকে কোন প্রকারেই এ ধৰ্ম্ম হইতে নিবারণ করিতে পারা যাইবে না ॥২৯॥

বস্তুতঃ সত্যবানের যে সকল গুণ আছে, তাহা অস্ত্র পুরুষের নাই ; অতএব আপনার কন্যাকে সত্যবানের হস্তে দান করাই আমার অভিপ্রেত” ॥৩০॥

রাজা বলিলেন—“আপনি এটা অবিচার্য্য সত্য কথাই বলিয়াছেন ; অতএব আমি এইরূপই ইহা করিব । কারণ, আপনি আমার গুরু” ॥৩১॥

নারদ বলিলেন—“কন্যা সাবিত্রীর প্রদানে যেন আপনার কোন বিঘ্ন হয় না ; আমি যাইব, আপনাদের সকলের মঙ্গল হউক” ॥৩২॥

(৩১) অবিচার্য্যমেতদুক্তম্—বা ব কা নি ।

বন-৩০৩ (১১)

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

এবমুক্ত্বা ধমুৎপত্য নারদস্ত্রিদিবং গতঃ ।

রাজাপি হুহিতুঃ সজ্জং বৈবাহিকমকারয়ৎ ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি দ্রৌপদী-
হরণে সাবিত্র্যপাধ্যানে অষ্টচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

উনপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

অথ কন্যাপ্রদানে স তমেবার্থং বিচিন্তয়ন্ ।

সমানিত্তে চ তৎ সৰ্ব্বং ভাণ্ডং বৈবাহিকং নৃপঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । সজ্জং সংগৃহীতম্, বৈবাহিকং বিবাহোপকরণম্ ॥৩৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি

দ্রৌপদীহরণে অষ্টচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

অথেতি । তমেবার্থং নারদোক্তমেব বিষয়ং সত্যবতোহল্লায়ুধম্ । ভাণ্ডম্পকরণম্ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

পাষণাদেঃ শকলঃ, শক্লুপতি কৃতস্ত করণং নাস্তীত্যর্থঃ ॥২৬—৩০॥ যন্তং সাবিত্র্যা
বচনমবিচাল্য ভবতা চ তথ্যমুক্তম্ ॥৩১॥ সাধয়িত্বামি গমিষ্ঠামি, ধাতুনামনেকার্থবাদ-
গত্যর্থোহয়ম্ ॥৩২—৩৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টচত্বারিংশদধিকদ্বিশত-
তমোহধ্যায়ঃ ॥২৪৮॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“এইরূপ বলিয়া নারদ আকাশে উঠিয়া স্বর্গে চলিয়া
গেলেন ; রাজাও কন্যাবিবাহের সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করাইলেন” ॥৩৩॥

—:~:—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“তাহার পর রাজা অশ্বপতি কন্যাদানের বিষয়ে
সত্যবানের অল্প আয়ুর বিষয়ই চিন্তা করিতে থাকিয়া বিবাহের সমস্ত দ্রব্য
সংগ্রহ করিলেন ॥১॥

* ‘...অশীত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...ত্ৰিণবত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...চতুর্নবত্য-
ধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...পঞ্চনবত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

ততো বুদ্ধান্ দ্বিজান্ সৰ্ব্বানুত্তমিঃ সপুৰোহিতান্ ।
 সমাহুয় দিনে পুণ্যে প্রযযৌ সহ কন্যা ॥২॥
 মেধ্যাবণ্যং স গচ্ছা চ দ্যুমৎসেনাপ্রমং নৃপঃ ।
 পদ্ম্যামেব দ্বিজৈঃ সার্কং রাজর্ষিঃ তমুপাগমৎ ॥৩॥
 তত্রাপশ্যমাহাভাগং শালবৃক্ষমুপাশ্রিতম্ ।
 কোষ্ঠাং বৃদ্ধাং সমাসীনং চক্ষুর্হীনং নৃপং তদা ॥৪॥
 স রাজা তন্তু রাজর্ষেঃ কৃত্বা পূজাং যথার্থিতঃ ।
 বাচা হুনিয়তো ভূত্বা চকারাত্মনিবেদনম্ ॥৫॥
 তস্যার্থমাসনৈকেব গাঞ্চাবেদ্য স ধর্মবিৎ ।
 কিমাগমনমিত্যেবং রাজা রাজানমব্রবীৎ ॥৬॥

অশ্বপতিরূবাচ ।

সাবিত্রৌ নাম রাজর্ষে ! কণ্ঠেয়ং যম শোভনা ।
 তাং স্বধর্মেন ধর্মজ্ঞ ! স্মৃদার্থে ত্বং গৃহাণ মে ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । ঋষিভ্যঃ শ্রোতবর্ষকরাঃ, পুরোহিতাশ্চ স্মার্তাদিকর্ষকরাঃ ॥২॥
 মেধ্যোতি । মেধ্যং পবিত্রমরণ্যং যত্র তম্ । নৃপঃ অশ্বপতিঃ ॥৩॥
 তত্রোতি । শালবৃক্ষং তত্তলম্ । কোষ্ঠাং কুশমধ্যাম্, বৃদ্ধাম্ ঋজাসেন ॥৪॥
 স ইতি । রাজা অশ্বপতিঃ, রাজর্ষেহ্যমৎসেনস্ত । হুনিয়তোহতীবিনয়ী ॥৫॥
 তস্তোতি । তস্ত অশ্বপতেঃ । রাজা দ্যুমৎসেনঃ, রাজানমশ্বপতিম্ ॥৬॥

তদনন্তর তিনি সকল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, ঋষিক ও পুরোহিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া
 কন্যা সাবিত্রীর সহিত শুভ দিনে দ্যুমৎসেনের আশ্রমে প্রস্থান করিলেন ॥২॥

ক্রমে রাজা অশ্বপতি পবিত্র তপোবনে দ্যুমৎসেনের আশ্রমে বাইয়া ব্রাহ্মণদের
 সহিত পাদচারেই রাজর্ষি দ্যুমৎসেনের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥৩॥

সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন—অন্ধ মহাত্মা দ্যুমৎসেনরাজা
 তখন একটা শালবৃক্ষের তলে ঋষিযোগ্য কুশময় আসনে উপবেশন করিয়া
 রহিয়াছেন ॥৪॥

তখন অশ্বপতিরাজা, রাজর্ষি দ্যুমৎসেনের যথাযোগ্য পূজা করিয়া বাকসংযত
 হইয়া আত্মপরিচয় দিলেন ॥৫॥

তখন ধর্মবিৎ দ্যুমৎসেনরাজা অশ্বপতিরাজাকে আসন, অর্ঘ ও একটা গো
 নিবেদন করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৬॥

(৬) শ্লোকাৎ পরঃ কৃতিপরপুস্তকে অরমধিকঃ শ্লোকো দৃশ্যতে । যথা—“তন্তু সৰ্বমভি-
 প্রায়মিতিকর্তব্যতাঞ্চ তাম্ । সত্যবন্তঃ সমুদ্ভিষ্ট সৰ্বমেব-স্তুবেদয়ৎ ॥”

দ্রুমৎসেন উবাচ ।

চ্যুতাঃ স্ম রাজ্যাদ্বনবাসমাপ্তিতাশ্চরাম ধর্মং নিয়তান্তপস্বিনঃ ।

কথং ত্বনর্হা বনবাসমাপ্তমে সহিয্যতি ক্লেশমিমং স্মৃতা তব ॥৮॥

অশ্বপতিরুবাচ ।

সুখঞ্চ দুঃখঞ্চ ভবাভবাত্মকং যদা বিজান্নাতি স্মৃতাহমেব চ ।

ন মদ্বিধে যুজ্যতি বাক্যমীদৃশং বিনিশ্চয়েনাভিগতোহস্মি তে নৃপ ! ॥৯॥

আশাং নাইসি মে হস্তং সৌহৃদাৎ প্রণতস্তু চ ।

অভিতশ্চাগতং প্রেমুণা প্রত্যাখ্যাভুং ন মাইসি ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

সাবিত্রীতি । স্মৃতার্থে পুত্রবধূনিমিত্তে । মে মম সর্কাশাৎ ॥৭॥

চ্যুতা ইতি । অনর্হা ক্লেশহনাযোগ্যা, বনবাসং বনবাসজনিতম্ ॥৮॥

সুখমিতি । ভবাভবাত্মকম্ উৎপত্তমানাত্মপত্তমানস্বরূপম্, কদাচিৎপত্ততে কদাচিৎ
নোৎপত্তত ইত্যর্থঃ । বিনিশ্চয়েন ভ্রমবশমেবৈবাং গ্রহীত্বসীতি বিশেষনির্ণয়েন ॥৯॥

আশামিতি । অভিতো ভবৎসমীপে, আগতং মা মাম্ ॥১০॥

অশ্বপতি বলিলেন—“ধর্মজ্ঞ রাজর্ষি । সাবিত্রীনারী এই সুন্দরী কণ্ঠাটী
আমার ; আপনি ইহাকে আপন ধর্ম অনুসারে পুত্রবধুরূপে গ্রহণ করুন” ॥৭॥

দ্রুমৎসেন বলিলেন—“রাজা । আমরা রাজ্যচ্যুত হইয়া, বনবাস অবলম্বন
করিয়া, তপস্বীর নিয়মে ধর্মাচরণ করিতেছি । ওদিকে আপনার কণ্ঠা কষ্ট-
ভোগের অযোগ্যা ; সুতরাং সে, আশ্রমে থাকিয়া এই বনবাসের কষ্ট কি করিয়া
সহ করিবে” ? ॥৮॥

অশ্বপতি বলিলেন—“রাজর্ষি । সুখ ও দুঃখ কখনও উৎপন্ন হয় এবং
কখনও উৎপন্ন হয় না ; ইহা যখন আমার কণ্ঠা জানে এবং আমিও জানি,
তখন আমার মত লোকের নিকট এইরূপ বাক্য বলা আপনার সঙ্গত নহে ।
বিশেষতঃ, আপনি অবশ্যই আমার কণ্ঠা গ্রহণ করিবেন—এইরূপ নিশ্চয়
করিয়াই আমি আপনার নিকট আসিয়াছি ॥৯॥

তার পর, আমি সৌহার্দবশতই আপনার নিকট প্রণত হইয়াছি ; এ
অবস্থায় আপনি আমার আশাভঙ্গ করিতে পারেন না এবং প্রণয়বশতই
আমি আপনার নিকট আসিয়াছি ; সুতরাং আমাকে আপনি প্রত্যাখ্যান
করিতেও পারেন না ॥১০॥

(৮)....নিবৎসতে ক্লেশমিমং—বা ব. কা,...নিবৎসতি ক্লেশমিমম্—পি ।

অনুরূপো হি যুক্তশ্চ ত্বং মমাহং ত্বাপি চ ।
 স্মৃযাং প্রতীচ্ছ মে কন্ত্যাং ভাৰ্য্যাং সত্যবতঃ সতঃ ॥১১॥
 দ্রুমৎসেন উবাচ ।
 পূৰ্বমেবাভিলষিতঃ সম্বন্ধো মে ত্বয়া সহ ।
 ভ্রষ্টরাজ্যস্বহমিতি তত এতদ্বিচারিতম্ ॥১২॥
 অভিপ্রায়স্বয়ং যো মে পূৰ্বমেবাভিকাঙ্ক্ষিতঃ ।
 স নিবৰ্ত্ততু মেহৈত্বৈব কাঙ্ক্ষিতো হ্যসি মেহতিথিঃ ॥১৩॥
 ততঃ সৰ্বান্ সমানান্য দ্বিজানাশ্রমবাসিনঃ ।
 যথাবিধি সমুদ্বাহং কারয়ামাসতু নৃপৌ ॥১৪॥
 দত্ত্বা সোহশ্বপতিঃ কন্ত্যাং যথার্থঞ্চ পরিচ্ছদম্ ।
 যযৌ স্বমেব ভবনং যুক্তঃ পরময়া মুদা ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

অর্থিতি । অনুরূপঃ কুলাদিনা সমানঃ, অতএব যুক্তঃ অগ্নিন্ সম্বন্ধে যোগ্যঃ ॥১১॥
 পূৰ্বমিতি । ইতি ইদানীং ভ্রষ্টরাজ্যঃ । বিচারিতং বিচার্যোক্তম্ ॥১২॥
 অভিতি । অভিপ্রায়ত ইত্যভিপ্রায়ঃ সম্বন্ধঃ । নিবৰ্ত্ততু নিষ্পত্ততাম্ ॥১৩॥
 তত ইতি । সমুদ্বাহং সাবিজীসত্যবতোবিবাহম্ ॥১৪॥
 দত্ত্বেতি । যথার্থং যথাযোগ্যম্ ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

অর্থিতি । ভাণ্ডং বৈবাহিকমুপকরণং বিবাহোচিতম্ ১১—৩১ কোষ্ঠ্যাং কুশময়াম্,
 বৃদ্ধামাসনে ৪৪। আত্মনিবেদনমশ্বপতিরহমিতি জ্ঞাপনম্ ৫—৮। ভবাত্বাহকমুৎপত্তি-
 বিনাশাস্বকম্, তে বাং প্রতি ১২। মা মাম্ ১০—১২। নিবৰ্ত্ততু নিষ্পত্ততাম্ ১৩—১৪।

আপনি আমার অনুরূপ ও যোগ্য এবং আমিও আপনার অনুরূপ ও
 যোগ্য ; অতএব আপনি আমার এই কন্তাটাকে নিজের পুত্রবধূ এবং-সাধু
 সত্যবানের ভাৰ্য্যারূপে গ্রহণ করুন ॥১১॥

দ্রুমৎসেন বলিলেন—“রাজা । আমি পূৰ্বে আপনার সহিত সম্বন্ধের
 ইচ্ছা করিয়াছিলাম বটে ; কিন্তু এখন আমি রাজ্যভ্রষ্ট ; সেই জন্তই এইরূপ
 বলিয়াছি ॥১২॥

আমি পূৰ্বেই যাহা কামনা করিয়াছিলাম ; সে সম্বন্ধ অতাই নিষ্পন্ন হউক ।
 আপনি ত আমার বাঞ্ছিত অতিথি ॥১৩॥

তাহার পর রাজারা দুই জনে মিলিত হইয়া, আশ্রমবাসী সকল ব্রাহ্মণকে
 আনাইয়া যথাবিধানে সাবিত্রী ও সত্যবানের বিবাহ সম্পন্ন করাইলেন ॥১৪॥

সত্যবানপি তাং ভাৰ্য্যাং লব্ধ্বা সৰ্বগুণাশ্ৰিতাম্ ।

মুমূদে সা চ তং লব্ধ্বা ভৰ্ত্তারং মনসেঙ্গিতম্ ॥১৬॥

গতে পিতরি সৰ্বাণি সংশ্ৰান্তাভরণানি সা ।

জগৃহে বন্ধলান্বেব বস্ত্ৰং কাষায়মেব চ ॥১৭॥

পরিচাৰৈশ্চ গৈশ্চৈব প্রশ্ৰয়েণ দমেন চ ।

সৰ্বকামক্ৰিয়াভিঃ সৰ্বেষাং তুষ্টিমাদদে ॥১৮॥

শশ্ৰুং শরীরসংস্কারৈঃ সৰ্বৈরাচ্ছাদনাদিভিঃ ।

শ্বশুরং দেবসংকারৈর্বাচাং সংযমেন চ ॥১৯॥

তথৈব প্রিয়বাদের নৈপুণ্যেন শমেন চ ।

রহশ্চৈবোপচাৰেণ ভৰ্ত্তারং পর্য্যতোষয়ৎ ॥২০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

সত্যবানিতি । মুমূদে আনন্দ, সা সাবিত্রী চ ॥১৬॥

গত ইতি । সংশ্ৰান্ত পরিত্যজ্য । জগৃহে, বনবাসোপযোগিত্বাৎ ॥১৭॥

পরীতি । পরিচাৰৈঃ শুশ্রূষাভিঃ, প্রশ্রয়েণ প্রণয়েন ॥১৮॥

শ্বশ্রুমিতি । আচ্ছাদনাদিভির্বসনাপ্রণাদিভিঃ । দেবসংকারৈর্দেবপূজাজব্যয়োজনাদিভিঃ
শমেন চিত্তসংযমেন । রহো নির্জনে উপচাৰেণ পরিচর্য্যা ॥১৯—২০॥

ভারতভাবদীপঃ

সপরিচ্ছদং পারিবর্হসহিতম্ ॥১৫—১৭॥ পরিচাৰৈঃ সেবনৈঃ, গুণৈঃ শীলসত্যাদিভিঃ, প্রশ্রয়ে
স্নেহেন, দমেন জিতেন্দ্রিয়ভরা, সৰ্বকামক্ৰিয়াভিঃ সৰ্বেষামিষ্টসম্পাদনেন ॥১৮—২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে উপপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৪২॥

রাজা অশ্বপতি কণ্ঠা ও যথাযোগ্য পরিচ্ছদ দান করিয়া পরম আনন্দিত
হইয়া আপন ভবনেই চলিয়া গেলেন ॥১৫॥

সত্যবান্ও সৰ্বগুণাশ্রিত সাবিত্রীকে ভাৰ্য্যা লাভ করিয়া আনন্দিত হইলেন
সাবিত্রীও মনোহরীষ্ট সত্যবান্কে পতি লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন ॥১৬॥

পিতা অশ্বপতি চলিয়া গেলে সাবিত্রী সমস্ত অলঙ্কার পরিত্যাগ করি,
বন্ধন ও গৈরিক বস্ত্রই ধারণ করিলেন ॥১৭॥

ক্রমে সাবিত্রী—পরিচর্যা, গুণ, বিনয়, ইন্দ্রিয়দমন এবং সকলের মনোমত
কার্য্যাদ্বারা সকলেরই সন্তোষ আকর্ষণ করিলেন ॥১৮॥

শরীরসম্মার্জন ও বস্ত্র সমর্পণপ্রভৃতি সৰ্ব্বপ্রকার শুশ্রূষাদ্বারা শ্বশ্রুদেবীকে
দেবপূজার দ্রব্য আয়োজন ও মধুর বাক্যপ্রভৃতিদ্বারা শ্বশুরকে এবং নির্জনে
প্রিয়বাক্য, কার্য্যনৈপুণ্য, চিত্তসংযম ও শুশ্রূষাদ্বারা ভৰ্ত্তাকে সাবিত্রী সন্তুষ্ট
করিতে লাগিলেন ॥১৯—২০॥

এবং তত্রাশ্রমে তেষাং তদা নিবসতাং সতাম্ ।
 কালস্তপস্ততাং কশ্চিদপাক্রামত ভারত ! ॥২১॥
 সাবিত্র্যাস্ত শয়ানায়ান্তিষ্ঠন্ত্যাশ্চ দিবানিশম্ ।
 নারদেন যদুক্তং তদাক্যং মনসি বর্ততে ॥২২॥
 ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াক্য্যং বনপর্বণি দ্রৌপদী-
 হরণে সাবিত্র্যপাধ্যানে ঊনপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—ঃঃ—

পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃঃ—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ততঃ কালে বহুতিথে ব্যতিক্রান্তে কদাচন ।
 প্রাপ্তঃ স কালো মর্তব্যং যত্র সত্যবতা নৃপ । ॥১॥
 গণয়ন্ত্যাশ্চ সাবিত্র্যা দিবসে দিবসে গতে ।
 যদ্বাক্যং নারদেনোক্তং বর্ততে হৃদি নিত্যশঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । অপাক্রামত অতীতবান্ ॥২১॥
 সাবিত্র্যা ইতি । তদ্বাক্যং “সংবৎসরেণ ক্রীণামুর্দেহস্তাসং করিষ্যতি” ইতি বাক্যম্ ॥২২॥
 ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-
 বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি
 দ্রৌপদীহরণে ঊনপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—ঃঃ—

তত ইতি । কালে দিনমাসাঙ্কে, অত্রথা সংবৎসরাধিক্যে নারদোক্তির্মিথ্যা শ্রুৎ ॥১॥

ভরতনন্দন । এইভাবে সেই আশ্রমে বাস ও তপস্তা করিবার সময়ে সেই
 সাধুগণের কিছুকাল অতীত হইল ॥২১॥

কিন্তু সাবিত্রী শয়নই করুন বা বসিয়াই থাকুন, নারদ যাহা বলিয়াছিলেন,
 সেই কথা দিবারাত্রিই তাঁহার মনে পড়িত” ॥২২॥

—ঃঃ—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“রাজা । তাহার পর বহুদিন অতীত হইলে, সত্যবান্
 যে দিন মরিবেন, সেই দিন প্রায় উপস্থিত হইয়া আসিল ॥১॥

* ‘...একাশীতদধিকদ্বিশততমঃ ...’—পি, ‘...চতুর্নবত্যধিকদ্বিশততমঃ ...’—বা ব, ‘...পঞ্চ-
 নবত্যধিকদ্বিশততমঃ ...’—কা, ‘...ষষ্ণবত্যধিকদ্বিশততমঃ ...’—নি ।

চতুর্থেহহনি মর্তব্যমিতি সঙ্কিত্য ভাবিনী ।
 ব্রতং দ্বিরাত্রমুদ্दिश्य दिवारात्रं स्थिताहभवत् ॥৩॥
 তং প্রজ্ঞা নিয়মং তস্তা ভৃশং দুঃখাশ্রিতো নৃপঃ ।
 উথায় বাক্যং সাবিত্রীমব্রবীৎ পরিসঙ্কয়ন্ ॥৪॥
 অতিতীব্রোহ্ময়মাবস্তস্তয়ানকো নৃপাস্থজে ! ।
 তিস্রুণাং বসতীনাং হি স্থানং পরমদুশ্চরম্ ॥৫॥
 সাবিত্র্যবাচ ।
 ন কার্যাস্তাত ! সন্তাপঃ পারশ্রিত্যাম্যহং ব্রতম্ ।
 ব্যবসায়কৃতং হীদং ব্যবসায়শ্চ কারণম্ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

গণয়ন্ত্য ইতি । বাক্যং “সংবৎসরেণ শ্রীপার্বর্ত্যেহ্ভাসং করিস্থতি” ইতি প্রাগুক্তম্ ॥২॥
 চতুর্থ ইতি । ভাবিনী সভাবতো মরণনিবারণচেষ্টাশালিনী, “তাবঃ সন্তাপতাবাতি-
 প্রায়চেষ্টাঅঙ্গমহ” ইত্যমরঃ । ব্রতমুপবাসরূপম্ । একং দিবারাত্রং স্থিতা প্রায়শোভিতক্রান্তা ॥৩॥
 ভমিতি । নিয়মং ব্রতম্ । নৃপো দ্ব্যমৎসেনঃ । পরিসঙ্কয়ন্ কোমলবাক্যং প্রযুক্তানঃ ॥৪॥
 অতীতি । আরভ্যত ইত্যরস্তো ব্রতম্ । বসতীনাং রাজ্ঞীণাম্, “বসতী রাজ্জিবেশ্বনোঃ”
 ইত্যমরঃ, স্থানম্ উপবাসেনাবস্থিতিঃ, পরমদুশ্চরং স্বপক্ষে অতীবদুঃখম্ ॥৫॥
 নেতি । পারশ্রিত্যামি সমাপয়িতুং শক্ষ্যামি । ব্যবসায় উত্তমঃ, কারণং কার্যমাজ্ঞম্ ॥৬॥

ওদিকে এক একটা দিন অতীত হইত, আর সাবিত্রী তাহা গণনা করিতেল ।
 কারণ, নারদ ষাণ্ণ বলিয়াছিলেন, সেই বাক্য সর্বদাই সাবিত্রীর মনে
 পড়িত ॥২॥

তার পর, চতুর্থদিনে সভাবান্ মরিবেন—ইহা ভাবিয়া ভাবিনী সাবিত্রী
 ত্রিরাত্র উপবাস ব্রতের সঙ্কল্প করিয়া এক দিবারাত্র উপবাসিনী থাকিলেন ॥৩॥

তাহার পর সাবিত্রীর সেই ব্রতরস্তের কথা শুনিয়া দ্ব্যমৎসেনরাজা অত্যন্ত
 দুঃখিত হইয়া উঠিয়া যাইয়া কোমলবাক্যে সাবিত্রীকে বলিলেন—৥৪॥

“রাজকন্যা । তুমি অতিদারুণ এই ব্রত আরম্ভ করিয়াছ । কারণ, তিন-
 রাত্রি উপবাস করিয়া থাকা তোমার পক্ষে অতিদুষ্কর হইবে” ॥৫॥

সাবিত্রী বলিলেন—“পিতা । আপনি দুঃখ করিবেন না, আমি এ ব্রত
 সমাপ্ত করিতে পারিব । কেন না, উত্তমই কার্যমাত্রেয় কারণ ; সুতরাং
 আমি উত্তম করিয়াই এই ব্রত আরম্ভ করিয়াছি” ॥৬॥

(৪) শ্লোকাৎ পরম্ ‘দ্ব্যমৎসেন উবাচ’—বা ব কা পি ।

দ্যুমৎসেন উবাচ ।

ব্রতং ভিক্ষীতি বক্তুং হ্যং নাস্মি শক্তঃ কথঞ্চন ।

পারয়স্বেতি বচনং যুক্তমস্মদ্বিধৌ বদেৎ ॥৭॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

এবমুক্ত্বা দ্যুমৎসেনো বিররাম মহামনাঃ ।

তিষ্ঠন্তী চৈব সাবিত্রী কাষ্ঠভূতেন লক্ষ্যতে ॥৮॥

খৌ ভূতে ভৰ্তৃমরণে সাবিত্র্যা ভরতর্ষভ ।।

দুঃখাঘিতায়াস্তিষ্ঠন্ত্যাঃ সা রাত্রির্ব্যত্যবর্তত ॥৯॥

অন্য তদ্বিসম্বেতি হস্তা দীপ্তং হতাশনম্ ।

যুগ্মাত্ত্রোদিতো সূর্যো কৃষ্ণা পৌৰ্ব্বাহ্নিকীঃ ক্রিয়াঃ ॥১০॥

ততঃ সৰ্বান্ দ্বিজান্ বৃদ্ধান্ শৃঙ্গাং শৃগুরমেব চ ।

অভিবাঢ়ানুপূৰ্বেণ প্রাঞ্জলিনিয়তা স্থিতা ॥১১॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

ব্রতমিতি । ভিক্ষি পরিত্যজ । ন শক্তঃ, ধর্মব্যাবাহাতং । পারয়স্ব পারণং কুরু ॥৭॥

এবমিতি । তিষ্ঠন্তী দণ্ডায়মানা, কাষ্ঠভূতেন নিশ্চলা, লক্ষ্যতে শ্র জ্ঞানে ॥৮॥

শ ইতি । শঃ পরদিনে ভূতে সতি । ব্যত্যবর্তত অতীতভবৎ ॥৯॥

অভেতি । যুগ্মাত্ত্রোদিতো আকাশস্ত হস্তচতুষ্টয়মাত্ত্রোদিতো । “যুগ্মং হস্তচতুষ্টয়েপি”

ইত্যাদি বিধঃ । আনুপূৰ্বেণ বয়োবৃদ্ধাদিক্রমেণ, নিয়তা স্থিতা ॥১০—১১॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১—৪॥ বসন্তীনাং স্থানং ভোজনক্রয়নিবোধঃ, উপবসন্তীত্যাদৌ বসন্তে-
তাদর্থ্যদর্শনাৎ ॥৫॥ পারয়িস্মাসি সমাপয়িস্মাসি, ব্যবসায়কৃতসুদ্ব্যবহারকৃতম্ ॥৬—৯॥ যুগ্মং
হস্তচতুষ্টয়ম্, তাবদ্ধিতে উপরি যাতে ॥১০—১১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৫০॥

দ্যুমৎসেনরাজা বলিলেন—“তুমি ব্রত পরিত্যাগ কর’ একথা আমি কোন
প্রকারেই তোমাকে বলিতে পারি না। তবে, আমার মত লোক এই সঙ্গত
কথা বলিতে পারেন যে, ‘তুমি পারণা কর’” ॥৭॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“এইরূপ বলিয়া মহামনা দ্যুমৎসেন বিরত হইলেন ।
আর তত্রত্য লোকেরা দেখিতে লাগিল—সাবিত্রী একখানা কাষ্ঠের ত্রাস
দাঁড়াইয়া আছেন ॥৮॥

ভরতশ্রেষ্ঠ । পরদিনে ভর্তার মৃত্যু হইবে—ইহা ভাবিয়া দুঃখিতা ও দণ্ডায়-
মানা সাবিত্রীর সে রাত্রি অতীত হইল ॥৯॥

‘আজ সেই দিন’ ইহা ভাবিয়া সাবিত্রী প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি দিয়া

অবৈধব্যশিষ্যস্তে ভু সাবিদ্র্যার্থে হিতাঃ শুভাঃ ।
 উচুস্তপস্বিনঃ সর্বৈ তপোবননিবাসিনঃ ॥১২॥
 এবমস্তিতি সাবিদ্রী ধ্যানযোগপরায়ণা ।
 মনসা তা গিরঃ সর্বাঃ প্রত্যগৃহ্ণাত্তপস্বিনাম্ ॥১৩॥
 তং কালং তং মুহূর্তঞ্চ প্রতীক্ষন্তী নৃপাত্মজা ।
 যথোক্তং নারদবচশ্চিন্তয়ন্তী স্মৃষ্ণুঃষিতা ॥১৪॥
 ততস্ত শ্বশ্রুশ্চশ্রুবচতুস্তাং নৃপাত্মজাম্ ।
 একান্তমাস্থিতাং বাক্যং শ্রীত্যা ভরতসত্তম । ॥১৫॥
 ব্রতং যথোপদিষ্টং তে তথা তং পারিতং হুয়া ।
 আহারকালঃ সংপ্রাপ্তঃ ক্রিয়তাং যদনন্তরম্ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

অবৈধব্যোতি । অবৈধব্যস্ত আশিষ আশীর্বাদান ॥১২॥
 এবমিতি । ধ্যানযোগ ইষ্টদেবতাসাশিস্তাধারাসম্বন্ধস্তৎপরায়ণা ॥১৩॥
 তমিতি । কালং বেলাম্, মুহূর্তং ক্ষণম্, প্রতীক্ষন্তী প্রতীক্ষমাণা আসীৎ ॥১৪॥
 তত ইতি । তাং সাবিদ্রীম্ । একান্তমেকদেশম্, অস্থিতামাস্থিতাম্ ॥১৫॥
 ব্রতমিতি । পারিতং সমাপয়িতুং শক্তম্ । সংপ্রাপ্ত উপস্থিতঃ ॥১৬॥

এব পূর্বাহ্নবিহিত কার্য্য করিয়া, সূর্য আকাশের চারি হাতমাত্র উঠিলে, তখন সমস্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, শাশুরী ও শ্বশুরকে যথাক্রমে নমস্কার করিয়া কৃতাজলি ও স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥১০—১১॥

তখন তপোবনবাসী সেই সকল তপস্বী সাবিদ্রীর বিষয়ে হিত ও মঙ্গলকারী অবৈধব্যের আশীর্বাদ করিলেন ॥১২॥

ইষ্টদেবতার ধ্যানপরায়ণা সাবিদ্রীও 'ইহাই হউক' এইরূপ মনে মনে বলিয়া তপস্বিগণের সেই সকল আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন ॥১৩॥

তাহার পর রাজনন্দিনী সাবিদ্রী পূর্বোক্ত নারদবাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সেই বেলা ও সেই মুহূর্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ॥১৪॥

ভরতশ্রেষ্ঠ । তাহার পর শ্বশুর ও শাশুরী স্নেহবশতঃ একান্তবর্জিনী রাজনন্দিনী সাবিদ্রীকে এই কথা বলিলেন—॥১৫॥

“কল্যাণি । তোমার নিকট যেভাবে ব্রতের উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তুমি সেইভাবেই সে ব্রত সমাপ্ত করিতে সমর্থ হইয়াছ ; এখন আহারের সময় উপস্থিত হইয়াছে ; সুতরাং পরে বাহ্য কর্তব্য, তাহা কর” ॥১৬॥

(১৫) শ্লোকাৎ পরম্ ‘শ্বশুরাবুতুঃ’—বা ব কা পি ।

সাবিত্র্যবাচ ।

অন্তং গতে ময়াদিত্যে ভোক্তব্যং কৃতকার্যয়া ।

এষ মে হৃদি সঙ্কল্পঃ সমন্ব্যচ কৃতো ময়া ॥১৭॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

এবং সম্ভাষণায়াং সাবিত্র্যাং ভোজনং প্রতি ।

স্কন্ধে পরশুমাধায় সত্যবান্ প্রস্থিতো বনম্ ॥১৮॥

সাবিত্রী ত্বাহ ভর্তারং নৈকস্বং গন্তুমর্হসি ।

সহ ত্বয়া গমিষ্যামি নহি ত্বাং হাতুমুৎসহে ॥১৯॥

সত্যবানুবাচ ।

বনং ন গতপূর্বং তে দুঃখং পন্থাশ্চ ভাবিনি ! ।

ব্রতোপবাসকামা চ কথং পন্থাং গমিষ্যসি ॥২০॥

সাবিত্র্যবাচ ।

উপবাসাম মে গ্লানির্নাস্তি চাপি পরিশ্রমঃ ।

গমনে চ কৃতোৎসাহাং প্রতিষেদ্ধুং ন মর্হসি ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

অন্তমিতি । কৃতং কার্যমবশিষ্টং কর্তব্যং যয়া তয়া সত্য। সমন্ব্যো নিয়মঃ ॥১৭॥

এবমিতি । সম্ভাষণায়াং বদন্ত্যাম্ । প্রস্থিতঃ কাঠমানেতুয়িতি শেষঃ ॥১৮॥

সাবিত্রীতি । আহ ভবীতি স্ব । হাতুং ত্যজুঃ ॥১৯॥

বনমিতি । তে স্বরা, দুঃখো দুঃখকরঃ । ব্রতোপবাসেন কামা ক্ষীণবলা ॥২০॥

সাবিত্রী বলিলেন—“সূর্য্য অন্ত গেলে, আমি অবশিষ্ট কার্য্য করিয়া পরে ভোজন করিব; ইহাই আমার মনের সঙ্কল্প এবং এইরূপ নিয়মই আমি করিয়াছিলাম” ॥১৭॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“সাবিত্রী ভোজনের বিষয়ে এইরূপ বলিতেছিলেন, এমন সময়ে সত্যবান্ স্কন্ধে কুঠার লইয়া বনে যাইতে লাগিলেন ॥১৮॥

তখন সাবিত্রী তাঁহাকে বলিলেন—“আপনি একাকী যাইতে পারিবেন না, আমি আপনার সহিত যাইব; আমি আপনাকে ছাড়িতে ইচ্ছা করি না” ॥১৯॥

সত্যবান্ বলিলেন—“ভাবিনি । তুমি পূর্বে বনে যাও নাই, পথও কষ্টজনক এবং উপবাসে তোমার শক্তিও ক্ষীণ হইয়াছে; সুতরাং তুমি কি করিয়া পদব্রজে গমন করিবে ?” ॥২০॥

(১৭)....ভোক্তব্যং কৃতকামা—বা ব ক নি । (১৮) এবং সম্ভাষণায়াঃ সাবিত্র্যাঃ—বা ব ক নি । (২০)....দুঃখপন্থাশ্চ ভাবিনি ।—বা ব ক পি ।

সত্যবানুবাচ ।

যদি তে গমনোৎসাহঃ করিষ্যামি তব প্রিয়ম্ ।

মম হ্যামন্ত্রয় গুরু ন মাং দোষঃ স্পৃশেদয়ম্ ॥২২॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

সাভিবাগ্নাববীচ্ছ শ্রুং শ্বশুরঞ্চ মহাব্রতা ।

অয়ং গচ্ছতি মে ভর্তা ফলাহারো মহাবনম্ ॥২৩॥

ইচ্ছেয়মভ্যনুজ্ঞাতা আৰ্য্যয়া শ্বশুরেণ চ ।

অনেন সহ নির্গন্তং ন মেহুণ বিরহঃ ক্রমঃ ॥২৪॥

গুৰ্বমিহোত্রার্থকুতে প্রস্থিতশ্চ স্তুতস্তব ।

ন নিবার্য্যো নিবার্য্যঃ স্তাদনুথা প্রস্থিতো বনম্ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

উপেতি । শ্রানিঃ কষ্টম্ । কৃতোৎসাহঃ মা মাম্ ॥২১॥

যদীতি । আমন্ত্রয় আমন্ত্রাহ্মতি গৃহাণ, গুরু মাতাপিতরো । দোষঃ স্বেচ্ছাচারঃ ॥২২॥

সেতি । ফলাস্কাহরতীতি ফলাহারঃ কৰ্ম্মণাৎ । ফলানি কাষ্ঠানি চাহৰ্জুমিতার্থঃ ॥২৩॥

ইচ্ছেয়মিতি । আৰ্য্যয়া মাতুয়া স্বশ্রী । ক্রমঃ সহঃ, উচিত ইতি তু দ্ব্যন্ততে ॥২৪॥

তর্হি কথং সত্যবানের ন নিবার্য্যত ইত্যাহ—গুৰ্ব্বিতি । গুরু মাতাপিতরো অগ্নিহোত্রার্থ তেষামর্থঃ প্রয়োজনানি ফলানি কাষ্ঠানি চ তৎকৃতে তদাহরণনিমিত্তে । অনুথা প্রয়োজনান্তরে ॥২৫॥

সাবিত্রী বলিলেন—“উপবাসে আমার কষ্ট বা পরিশ্রম হয় নাই এবং আমি যাইবার জন্তও উৎসাহী হইরাছি । এ অবস্থায় আপনি আমাকে নিবেদন করিতে পারেন না” ॥২১॥

সত্যবান্ বলিলেন—“যদি তোমার যাইবার উৎসাহই হইয়া থাকে, তবে আমি তোমার সে প্রিয়কার্য্য কবির; কিন্তু আমার পিতা-মাতাকে ডাকিয়া তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ কর । তাহা হইলে আর এ বিষয়ে আমার কোন দোষ হইবে না” ॥২২॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“তখন মহাব্রতা সাবিত্রী যাইয়া শ্বশুর ও শাশুরীকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—“আমার স্বামী ফল ও কাষ্ঠ আহরণ করিতে এই মহাবনে যাইতেছেন ॥২৩॥

আপনাদের অনুমতিক্রমে আমি ইহার সহিত যাইতে ইচ্ছা করি । কারণ, আজ আমি উহার বিচ্ছেদ সহ করিতে পারিব না ॥২৪॥

সংবৎসরঃ কিঞ্চিদূনো ন নিক্রান্তাহমাত্রমাং ।

বনং কুহ্মিতং দ্রষ্টুং পরং কৌতুহলং হি মে ॥২৬॥

দ্রুমংসেন উবাচ ।

যতঃ প্রভৃতি সাবিত্রী পিত্রা দত্তা স্মৃণা মম ।

নানরাত্যর্থনামুক্তমুক্তপূর্বকং স্মারাম্যহম্ ॥২৭॥

তদেবা নভতাং কামং যথাভিলষিতং বধুঃ ।

অপ্রমাদশ্চ কর্তব্যঃ পুত্রি ! সত্যবতঃ পথি ॥২৮॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

উভাত্যামভ্যমুক্তাতা সা জগাম বশবিনী ।

সহ ভদ্রা হসন্তৌব হৃদয়েন বিদূরতা ॥২৯॥

সা বনানি বিচিত্রাণি স্বমণীয়ানি সর্বশঃ ।

স্বরূপগজুর্জানি দদর্শ বিপুলেক্ষণা ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

সংবৎসর বা কিমর্থং গন্তমিচ্ছানীত্যাহ—সংবৎসর ইতি । কুহ্মিতং সন্মতকুহ্মম্ ॥২৬॥

যত ইতি । স্মৃণা পুত্রবধূক্ষণা । অত্যর্থনামুক্তং প্রার্থনামিত্যম্ ॥২৭॥

তদ্বিতি । কাম্যত ইতি কামো বিবরজম্ । অপ্রমাদঃ সর্ববিষয়ে সাবধানতা ॥২৮॥

উভাত্যামিতি । উভাত্যাং যত্রবস্ত্রাত্যাম্ । বিদূরতা নন্তপার্যমানেন ॥২৯॥

দেতি । স্বরূপগণৈর্জুর্জানি দেবিতানি । বিপুলেক্ষণা বিশালনয়না ॥৩০॥

তাঁর পর আপনাদের পুত্র, গুরুজনের জন্ত কল ও অগ্নিহোত্রের জন্ত কাষ্ঠ আনয়ন করিতে বাইতেছেন; এ অবস্থায় উহাকে বারণ করাও যায় না; অল্প প্রয়োজনে হইলে বারণ করা বাহিত ॥২৫॥

কিঞ্চিৎ নূন একবৎসর হইল, আমি আশ্রম হইতে বাহির হই নাই; কিন্তু আজ পুষ্পিত বন দেখিবার জন্ত আমার অন্তস্ত কৌতুক জন্মিয়াছে” ॥২৬॥

দ্রুমংসেন বলিলেন—“যদবধি সাবিত্রীকে উহার পিতা আমার পুত্রবধূরূপে দান করিয়াছেন, তদবধি সাবিত্রী কোন প্রার্থনার কথা বলিয়াছে বলিয়া আমার স্মরণ হয় না ॥২৭॥

অতএব এই বধু অভীষ্ট বিবর লাভ করুক। পুত্রি! তুমি পথে সর্বদা সত্যবানকে সাবধান করিও” ॥২৮॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“বশবিনী সাবিত্রী স্বস্তর ও শাণ্ডীর অনুমতি পাইয়া সমুদ্রতীরে অথচ যেন হাসিতে হাসিতে ভর্তার সহিত গমন করিতে লাগিলেন ॥২৯॥

নদীঃ পুণ্যবহাশ্চৈব পুষ্পিতাংচ্চ নগোত্তমান্ ।

সত্যবানাহ পশ্যেতি সাবিদ্রীং মধুরং বচঃ ॥৩১॥

নিরীক্ষমাণা ভর্তারং সৰ্ববাস্থ্যনিন্দিতা ।

যুতমেব হি তং মেনে কালে মুনিবচঃ শ্রবন্ ॥৩২॥

অনুব্রজন্তী ভর্তারং জগাম যুত্ৰগামিনী ।

দ্বিধেব হৃদয়ং কৃত্বা তঞ্চ কালমবেক্ষতী ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি দ্রৌপদী-
হরণে সাবিত্র্যপাধ্যানে পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

ভারতকৌমুদী

নদীরিতি । পুণ্যবহাঃ স্নানাদৌ ধর্মজনিকাঃ, নগোত্তমান্ পর্বতশ্রেষ্ঠান্ ॥৩১॥

নিরিত্তি । অনিন্দিতা সাবিদ্রী । শ্রবণিতি পুস্তমার্বম্ ॥৩২॥

অস্থিতি । দ্বিধেব উদ্বিগেন বিদীর্ণমিব । অবেক্ষতী অবেক্ষমাণা ॥৩৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি

দ্রৌপদীহরণে পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

বিশালনয়না সাবিদ্রী ময়ূরসেবিত, বিচিত্র ও রমণীয় বহুতর বন দর্শন করিলেন ॥৩০॥

তখন সত্যবান্ সাবিদ্রীকে এই মধুর বাক্য বলিলেন যে, “প্রিয়তমে ! পুণ্যজনিকা নদী ও কুসুমিত উত্তম পর্বত সকল দর্শন কর” ॥৩১॥

কিন্তু অনিন্দিতা সাবিদ্রী সমস্ত অবস্থাতেই ভর্তার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকিয়া এবং নারদমুনির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই সময়ে তাঁহাকে যুত বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন ॥৩২॥

মন্দগামিনী সাবিদ্রী সেই সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া এবং উদ্বিগে বিদীর্ণ হৃদয়ই যেন বহন করিতে থাকিয়া ভর্তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন ॥৩৩॥

—:~:—

(৩১) নদীং পুণ্যবহাশ্চৈব—পি । * ‘...দ্ব্যণীত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...পঞ্চনবত্যধিক-
দ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...ষষ্ণবত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...সপ্তনবত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

একপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ ।

—:~:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

অথ ভার্ঘ্যাসহায়ঃ স ফলান্ভাদায় বীৰ্য্যবান্ ।
কঠিনং পুরয়ামাস ততঃ কাষ্ঠান্ধপাটয়ৎ ।
তস্ত পাটয়তঃ কাষ্ঠং শ্বেদো বৈ সমজায়ত ॥১॥
ব্যায়ামেন চ তেনাস্ত জন্তে শিরসি বেদনা ।
সোহভিগম্য প্রিয়াং ভার্ঘ্যামুবাচ শ্রমপীড়িতঃ ॥২॥

সত্যবানুবাচ ।

ব্যায়ামেন মমানেন জাতা শিরসি বেদনা ।
অঙ্গানি চৈব সাবিত্রি ! হৃদয়ং দ্ব্যতীব চ ।
অশ্বশ্বমিব চাত্মানং লক্ষয়ে মিতভাষিণি ! ॥৩॥
শূলৈরিব শিরো বিদ্ধমিদং সংলক্ষয়াম্যহম্ ।
স্বপ্তুমিচ্ছামি কল্যাণি ! ন স্নাতুং শক্তিরস্তু মে ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি । কঠিনং স্থালীং বস্ত্রপটুকমিতি যাবৎ, “কঠিনং নির্ধূয়ে স্থাল্যাং শকরায়াম্
গুড়স্ত চ” ইতি বিধঃ । অপাটয়ৎ কুঠারৈণাভিনৎ । শ্বেদো ঘর্ষঃ । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১॥

ব্যায়ামেনেতি । ব্যায়ামেন পরিশ্রমেণ । জন্তে উৎপন্ন ॥২॥

ব্যায়ামেনেতি । অঙ্গানি দ্ব্যন্তে । দ্ব্যতি দ্ব্যতে পরিতপ্যতে । অয়মপি ঘটপাদঃ শ্লোকঃ ॥৩॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“তাহার পর শক্তিশালী সত্যবান্ সাবিত্রীর সহিত
মিলিত হইয়া, ফল তুলিয়া তুলিয়া, থলিয়া পূর্ণ করিলেন ; পরে কাঠ চিড়িতে
লাগিলেন ; সেই কাঠ চিড়িবার সময়ে তাহার ঘাম হইল ॥১॥

ক্রমে সেই পরিশ্রমে তাহার মস্তকে বেদনা জন্মিল । তখন তিনি শ্রম-
পীড়িত হইয়া প্রিয়তমা ভার্ঘ্যার নিকট যাইয়া বলিলেন” ॥২॥

সত্যবান্ বলিলেন—“মিতভাষিণি সাবিত্রি । এই পরিশ্রমে আমার মস্তকে
বেদনা জন্মিয়াছে, সমস্ত অঙ্গ ও হৃদয় যেন জলিতেছে এবং আপনাকে যেন অশ্বশ্ব
বলিয়া মনে করিতেছি ॥৩॥

(১)...ততঃ কাষ্ঠান্ধপাটয়ৎ—বা ব কা পি ।

স। সমাসান্ন সাবিত্রী ভর্তারমুপগম্য চ ।
 উৎসঙ্গেহস্ত শিরঃ কৃদ্ধা নিষাদাৎ মহৌজা ॥৫॥
 ততঃ সা নারদবচো বিশ্বশ্রুতী তপস্বিনী ।
 তং মুহূর্ত্তং ক্লমং বেলাং দিবসঞ্চ যুবোজ হ ॥৬॥
 মুহূর্ত্তাদেব চাপশ্চ পুরুষং রক্তবাসসম্ ।
 বদ্ধমৌলিং বপুশ্চন্দ্রমাসিত্যসমতেজসম্ ॥৭॥
 শ্রামাবদাজং রক্তাক্ষং পাশহস্তং ভয়াবহম্ ।
 স্থিতং সত্যবতঃ পার্শ্বে নিরীক্ষন্তং তমেব চ ॥৮॥ (সুগন্ধম্)
 তং দৃষ্ট্বা সহনোখায় ভর্তৃন্যাস্ত শনৈঃ শিরঃ ।
 কৃত্যঞ্জলিরূপাচার্ত্তা হৃদয়েন প্রবেশতী ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

শূন্যমিতি । বিষ্ণু কেনাপি ভাঙিতম্ । হাতুঃ দণ্ডায়মানভাবেন ॥৪॥
 সেতি । সনাতনং বৃদ্ধা । উৎসঙ্গে কোড়ে, নিষাদ উপবিবেশ ॥৫॥
 তত ইতি । বিশ্বশ্রুতী স্বরতী । তং নারদোক্তম্ । যুবোজ গণনায়াং ॥৬॥
 মুহূর্ত্তমিতি । বপুশ্চন্দ্র প্রপত্তবপুসম্ । শ্রামাবদাজং নির্মলশ্রামবর্ণম্ ॥৭-৮॥
 তস্মিতি । ভয়ং ভূতল স্থাপয়িত্বা । প্রবেশতী প্রবেশমানা কম্পমানা ॥৯॥

কল্যাণি । আমি ধারণা করিতেছি—কেহ যেন শূলদ্বারা আমার এই
 মস্তকটাকে বিদ্ধ করিয়াছে ; অতএব আমি শয়ন করিতে ইচ্ছা করি ; আমার
 আর দাঁড়াইয়া থাকিবার শক্তি নাই” ॥৪॥

তাহার পর সাবিত্রী যাইয়া সভাবানকে ধারণ করিয়া তাঁহার মস্তকটাকে
 কোড়ের উপর রাখিয়া ভূজলে উপবেশন করিলেন ॥৫॥

তদনন্তর শোচনীয় সাবিত্রী নারদের কথা শ্রবণ করিয়া সেই দিন, সেই
 বেলা, সেই মুহূর্ত্ত ও সেই ক্লম গণনায়া যোগ করিয়া দেখিলেন ॥৬॥

মুহূর্ত্তকাল পরেই সাবিত্রী দেখিলেন—ভরতের একটা পুরুষ সভাবানের পার্শ্বে
 আসিয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহাকে দেখিতে লাগিল ; তাহার পরিধানে রক্তবর্ণ বস্ত্র,
 কেশকলাপ বদ্ধ, বিশাল শরীর, সূর্যের তুল্য তেজ, নির্মল শ্রামবর্ণ, নয়নবৃগল রক্তবর্ণ
 এবং হস্তে রক্তু রহিয়াছে ॥৭-৮॥

সাবিত্রী তাহাকে দেখিয়া, ধীরে ধীরে সভাবানের মস্তকটা ভূজলে রাখিয়া,
 তৎকালং প্রাতোধান করিয়া, কৃত্যঞ্জলি ও কাতর হইয়া, কম্পিত হৃদয়ে
 বলিলেন ॥৯॥

(১)---কর্ম্মমৌলিঃ সনাতনম্—পি । (২)---হৃদয়েন প্রবেশতী—পি ।

সাবিত্র্যবাচ ।

দৈবতং ত্বাভিজানামি বপুৰেতদ্ব্যমানুষম্ ।

কাময়া ত্বাহি মে দেব ! কন্তুং কিঞ্চ চিকীৰ্ষসি ॥১০॥

যম উবাচ ।

পতিব্রতাসি সাবিত্রি ! তথৈব চ তপোহস্মিতা ।

অন্তস্ত্বামভিভাষামি বিদ্ধি মাং ত্বং শুভে ! যমম্ ॥১১॥

অয়ং তে সত্যবান্ ভর্তা ক্ষৌণ্যুঃ পার্থিবাত্মজঃ ।

নেম্যাম্যেনমহং বদ্ধা বিদ্যেতন্মে চিকীৰ্ষিতম্ ॥১২॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা পিতৃরাজস্তাং ভগবান্ সচিকীৰ্ষিতম্ ।

যথাবৎ সৰ্ব্বমাধ্যাতুং তৎপ্রিয়ার্থং প্রচক্রেম ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

দৈবতমিতি । ত্বা হ্যাম্ । হি যস্মাৎ । কাময়া ইচ্ছয়া ॥১০॥

পতীতি । অভিভাষামি আলপামি । অন্তথা মাতুৰেণ সহলাপো ন জ্ঞাৎ ॥১১॥

অয়মিতি । বিদ্ধি জানীহি, চিকীৰ্ষিতং কৰ্ত্তৃমিষ্টম্ ॥১২॥

ইতীতি । পিতৃরাজো যমঃ । তৎপ্রিয়ার্থং সাবিত্র্যাঃ প্রীতিকরব্যাপারার্থম্ ॥১৩॥

সাবিত্রী বলিলেন—“আমি আপনাকে দেবতা বলিয়া বুঝিতেছি । কেন না, এরূপ দেহ মানুষের হয় না ; সুতরাং দেব । আপনি আমার ইচ্ছানুসারে বলুন যে, আপনি কে ? এবং কিই বা করিবার ইচ্ছা করিতেছেন ?” ॥১০॥

যম বলিলেন—“সাবিত্রি । তুমি পতিব্রতা, বিশেষতঃ তপস্বিনী । এই জন্যই আমি তোমার সহিত আলাপ করিতেছি । কল্যাণি । তুমি আমাকে যম বলিয়া অবগত হও ॥১১॥

তোমার পতি এই রাজগুত্র সত্যবানের আয়ুশেষ হইয়াছে ; সুতরাং আমি ইহাকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইব ; ইহাই আমি করিতে ইচ্ছা করিয়াছি—জানিবে” ॥১২॥ ।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“ভগবান্ যম এইভাবে আপন কৰ্ত্তব্য বিষয় সাবিত্রীকে বলিয়া তাঁহার প্রীতির জন্য যথাযথভাবে সমস্ত বলিবার উপক্রম করিলেন—” ॥১৩॥

(১০)....কাময়া ত্বাহি দেবেশ।—বা ব কানি । (১২) শ্লোকঃ পরম্ সাবিত্র্যবাচ । শ্রীযতে ভগবন্ । দূতান্তবাগচ্ছন্তি মানবান্ । নেতুং কিল ভবান্ কন্দাদাগতোহসি স্বয়ং প্রভো । ১১ অয়মধিকঃ শ্লোকঃ—বা ব কানি । (১৩) ইত্যুক্তঃ পিতৃরাজস্তাম্—বা ব কানি ।

অয়ং ধর্মসংযুক্তো রূপবান্ শুণসাগরঃ ।
 নারো ন পুরুষৈর্নেতুমতোহস্মি যয়মাগতঃ ॥১৪॥
 ততঃ সত্যবতঃ কায়াং পাশবন্ধং বশং গতম্ ।
 অদৃষ্টমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ব্ব যমো বলাৎ ॥১৫॥
 ততঃ সমুদ্ভূতপ্রাণং গতবাসং হতপ্রভম্ ।
 নির্বিচেকৈ শরীরং তদ্বভূবাগ্নিযদর্শনম্ ॥১৬॥
 যমস্ত তৎ ততো বদ্ধা এয়াতো দক্ষিণামুখঃ ।
 সাবিত্রী চৈব দুঃখার্থা যমমেবাহংগচ্ছত ।
 নিয়মব্রতসংসিদ্ধা মহাত্মনা পতিব্রতা ॥১৭॥
 যম উবাচ ।
 নিবর্ত্ত গচ্ছ সাবিত্রি ! কুরুষ্যাতৌর্জদেহিকম্ ।
 কৃতং ভর্ত্তুং সুরানুগং বাবদগম্যং গতং ত্বয়া ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

অয়মিতি । অয়ং সত্যবান্, ধর্মসংযুক্তো ধার্মিকঃ । নারো ন বোগঃ ॥১৪॥
 তত ইতি । পাশবন্ধং মারাজবন্ধম্, বশং গতং কশ্যপীনম্, অদৃষ্টমাত্রং কৃত্যমিত্যর্থঃ,
 পুরুষং স্বীবাণ্যপুরুষাধিষ্ঠিতং নিব্বশরীয়ম্ । ততঃ পুরুপ্রাণ-পুরুতরাজ-পুরুজ্ঞানেন্দ্রিয়-মনো-
 বুদ্ধিবাহকপদং, “সদ্যঃশৈবং নিব্বশ” ইতি সাংখ্যসূত্রায় ॥১৫॥
 তত ইতি । সমুদ্ভূতঃ প্রাণা বশান্তঃ । নির্বিচেকৈ শম্বনহীনম্ ॥১৬॥
 যম ইতি । নিয়মব্রতসংসিদ্ধবাসোভা যদাহংগমনশক্তিবিভাষণঃ । যটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৭॥
 নিবর্ত্তেতি । অস্ত সত্যবতঃ, ঔর্জদেহিকং দাহাদিকম্ । কৃতং পাত্তিব্রাতেন ॥১৮॥

“সত্যবান্ ধার্মিক, রূপবান্ ও শুণের সাগর; সূতরাং ইহাকে লইয়া
 যাওয়া আমার পুরুষদের উচিত নহে । তাই আমি নিজেই আসিয়াছি” ॥১৪॥

তাহার পর যম সত্যবানের দেহ হইতে পাশবন্ধ, পদবীন ও অদৃষ্টপ্রমাণ
 একটি পুরুষকে নিষ্কর্ষণ (টানিয়া বাহির) করিলেন ॥১৫॥

তৎপরে প্রাণবৃত্ত, বাসবহীন, কান্তিরহিত ও নিশ্পদ সেই শরীরটা
 ভংকশাৎ অগ্নিযদর্শন হইয়া পড়িল ॥১৬॥

তদনন্তর যম সত্যবান্কে বন্ধন করিয়া লইয়া দক্ষিণমুখে চলিলেন; তখন
 ব্রত-নিয়ম-সিদ্ধা, মহাত্মা ও পতিব্রতা সাবিত্রী দুঃখার্ভ হইয়া যমেরই
 অনুগমন করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

তখন যম বলিলেন—“সাবিত্রি! তুমি কেন, যাও, যাইয়া ইহার ঔর্জ-

সাবিত্র্যবাচ ।

যত্র মে নীয়তে ভর্তা স্বয়ং বা যত্র গচ্ছতি ।

ময়া চ তত্র গন্তব্যমেব ধর্মঃ সনাতনঃ ॥১৯॥

তপসা গুরুভক্ত্যা চ ভর্তুঃ স্নেহাদ্ভ্রতেন চ ।

তব চৈব প্রসাদেন ন মে প্রতিহতা গতিঃ ॥২০॥

প্রাহুঃ সাপ্তপদং মৈত্র্যং বুধাস্তদ্বার্থদর্শিনঃ ।

মিত্রতাস্তু পুরস্কৃত্য কিঞ্চিদক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ॥২১॥

নানাথবস্তস্ত বনে চরন্তি ধর্ম্যঞ্চ বাসঞ্চ প্রতিশ্রয়ঞ্চ ।

বিজ্ঞানতো ধর্ম্মমুদাহরন্তি তস্মাৎ সন্তো ধর্ম্মমাহুঃ প্রধানম্ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

যত্রোতি । গচ্ছতি ভর্তৃব । ধর্ম্মঃ পশুয়াঃ পত্যুগমনরূপঃ ॥১৯॥

আত্মনো গতো যোগ্যতামাহ—তপসোতি । তপসা পাতিত্রাত্যাদিনা ॥২০॥

প্রোতি । তদ্বার্থদর্শিনো বুধাঃ, সন্তানাং পদানামিহ সাপ্তপদং সাহিত্যেন সপ্তপদগমনমেব, মৈত্র্যং মিত্রতাম্, প্রাহুঃ । অতস্তাং মিত্রতাং পুরস্কৃত্য তু কিঞ্চিদক্ষ্যামি, তচ্ছৃণু । স্বয়া সহ ময়া সপ্তপদগমনাদাবয়োর্মিত্রতা জাতেতি ময়াপি বস্তব্যং স্বয়াপি শ্রোতব্যমিতি ভাবঃ ॥২১॥

পতিহীনাঃ পশুয়াঃ প্রধানং গার্হস্থ্যধর্ম্মমেবাচরিত্ব নাইস্তীতি তদ্ব্যর্থমেব বুঝে পত্ন্যর্জাবন-

ভারতভাবদীপঃ

অথেতি । কঠিনং স্থানীম্ । “কঠিনং নির্ধরে স্থান্যাম্” ইতি বিখ্যঃ ॥১—৫॥ যুযোজানু-
চিন্তিতবতী ১৬—২১ কাময়া ইচ্ছয়া ১১০—১৪১ অসুষ্ঠ্যাজ্ঞং স্বদ্ব্যাকাশপ্রতিষ্ঠিতস্বাস্ত্র-
প্রমাণং পূর্বাষ্টকবোধিতং স্বদ্ব্যশরীরবস্তম্ ১১৫—২১১ অনাত্মবস্তোহজিতেন্দ্রিয়াঃ, বনে ধর্ম্ম

দেহিক কার্য্য কর। তুমি ভর্তার ঋণ পরিশোধ করিয়াছ এবং ভর্তার সঙ্গে
যত দূর বাইতে হয়, তাহা আসিয়াছ” ॥১৮॥

সাবিত্রী বলিলেন—“আমার ভর্তাকে অস্ত্রে যেখানে নিয়া যায় বা তিনি
নিজ্ঞে যেখানে যান, সেখানে আমারও যাওয়া উচিত; ইহাই সনাতন
ধর্ম্ম ॥১৯॥

তার পর তপস্যা, গুরুভক্তি, ভর্তার স্নেহ, ব্রত এবং আপনার অনুগ্রহে
আমার গতি প্রতিহত হইবে না ॥২০॥

তদ্বার্থদর্শী পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন—একসঙ্গে সাত পা গেলেই মিত্রতা
হয়; সুতরাং আমি সেই মিত্রতা অবলম্বন করিয়া কিছু বলিব, আপনি তাহা
শ্রবণ করুন ॥২১॥

(২২) নানাথবস্তস্ত...বাসঞ্চ পরিশ্রমঞ্চ—বা ব কানি ।

একশ্রু ধর্মেণ সত্যং যতেন সর্বৈশ্চ তং মার্গমনুপ্রপন্নাঃ ।

মা বৈ দ্বিতীয়ং মা তৃতীয়ঞ্চ বাঞ্ছন্তস্মাৎ সন্তো ধর্মমাহঃ প্রধানম্ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

মাবশ্যকমিত্যাশয়েনাহ—নেতি । অনাথবস্তুঃ পতিহীনা দারাঃ, বনে ধর্মঃ যজ্ঞাদিরূপঞ্চ, বাসং তীর্থস্থিতাদিরূপঞ্চ, প্রতিশ্রয়ঃ নিয়মাশ্রয়ং বতরূপঞ্চ ধর্মম্, ন চরন্তি চরিতুং ন শকুবন্তি, সহায়কাত্বাৎ “সপত্নীকো ধর্মমাচরণঃ” ইতি বিধানাচ্ছেতি তাবৎ । গৃহে তু সহায়কসম্ভবাৎ যথাকথঞ্চিচ্চরিতুং শকুবন্ত্যেবেতি সূচয়িতুং বনপদমুক্তম্ । অথ ধর্মঃ এব কিমর্থ ইত্যাহ—বিজ্ঞানত ইতি । বিজ্ঞানতো বিজ্ঞানায় তদজ্ঞানায়ৈতি যাবৎ ধর্মমদাহরন্তি ঐতয়ো মুনয়শ্চ ব্রুবন্তি ; “তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদ্যন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা” ইতি ঐতঃ । তস্মাৎ মৃত্যুপযোগিতত্ত্বজ্ঞানসাধকত্বাৎ, সন্তঃ ধর্মমেব কর্তব্যমাধো প্রধানমাহঃ ॥২২॥

কিঞ্চায়ং পতিপত্ন্যুভয়সাধ্যো ধর্মস্তাদৃশধর্মাস্তরপ্রবর্তকতয়াপি প্রধান ইত্যাহ—একশ্রেতি । সত্যং যতেন, একশ্রু, ধর্মেণ পতিপত্ন্যুভয়সাধ্যমানধর্মদর্শনেন, সর্বৈ এব, তং মার্গং পতিপত্ন্যুভয়কর্তৃত্বা সাধনপদ্ধতিম্, অনুপ্রপন্না ভবন্তি অনুসরন্তি । কিন্তু কোহপি দ্বিতীয়ং মার্গং মা, তৃতীয়ঞ্চ মার্গং মা বাঞ্ছন্ত গন্তং নেচ্ছেৎ । তস্মাৎ সন্তঃ, পতিপত্ন্যুভয়সাধ্যমেব ধর্মঃ প্রধানমাহঃ ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

যজ্ঞাদিরূপং ন চরন্তি জিতেন্দ্রিয়া এব বনে গ্রামে বা যজ্ঞাদীন জীমদহান্ ধর্মান্ কুর্বন্তি তেন গৃহস্থবানপ্রস্থয়োঃ সংগ্রহঃ । বাসং গুরুকুলবাসং ব্রহ্মচর্য্যম্, পরিশ্রমং পরিভ্যাগরূপমাশ্রমং সন্ন্যাসম্ । পাঠান্তরে প্রতিশ্রয়ং প্রতিনিবৃত্তঃ শ্রয়ঃ কর্মফলাশ্রয়মত্রেতি প্রতিশ্রয়ঃ সন্ন্যাসম্, বিজ্ঞানতঃ চতুর্থার্থে সার্ববিভক্তিকন্তসিঃ । ধর্মস্ত যলমাত্মবিজ্ঞানমিত্যর্থঃ । “তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদ্যন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন” ইতি । এতমেব প্রব্রাজিনো, লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তীতি চ বেদানুবচনস্ত যজ্ঞাদীনাং প্রব্রজনস্ত চাত্মলাভার্থত্বপ্রবণাৎ ॥২২॥ এতেষামাশ্রমধর্ম্যাণাং সমুচ্চর্যং বায়য়তি—একশ্রেতি । চতুর্থামন্ত্রতমশ্চেক্স্রামস্ত ধর্মেণ সত্যং যতেন দম্ভাদিরহিতশ্রদ্ধয়া সমাগমুপ্তিতেনেত্যর্থঃ । সর্বৈ বয়মাশ্রমাংস্ত মার্গং জ্ঞানমার্গং প্রপন্নাঃ প্রাপ্তাঃ সঃ, অতো হেতোরস্বংসদৃশোহয়িসাধ্যানাং কর্মণাং কর্তব্য ধর্মঞ্চ বাসঞ্চ প্রতিশ্রয়শ্চেতি পাঠক্রমাপেক্ষয়া দ্বিতীয়ং নৈষ্ঠিকং গুরুকুলবাসং দারাকরণরূপং তৃতীয়ং পারি-ব্রাজ্যং দারাদিত্যাগরূপং বা ন বাঞ্ছন্ত জ্ঞানহেতোঃ প্রধানভূতস্ত ধর্মস্তাত্তেহপি সিদ্ধেবিত্যর্থঃ ।

ভর্তৃহীন ভাৰ্য্যারা বনে থাকিয়া যজ্ঞ, তীর্থবাস কিংবা ব্রতের ধর্ম করিতে পারেন না । মুনিরা কিন্তু সে ধর্মকে তত্ত্বজ্ঞানের অত্যন্তম কারণ বলিয়া থাকেন ; অতএব সাধুরা কর্তব্যের মধ্যে ধর্মকেই প্রধান বলেন ॥২২॥

একের সজ্জনসম্মতে ধর্মপথ দেখিয়া সকলেই সেই পথের অনুসরণ করে ; কিন্তু কেহই তত্ত্বের দ্বিতীয় বা তৃতীয় পথে যাইতে ইচ্ছা করে না ; অতএব সাধুরা পতিপত্নীসাধ্য (গার্হস্থ্য) ধর্মকেই প্রধান বলিয়া থাকেন” ॥২৩॥

যম উবাচ ।

নিবর্ত তুষ্ণোহস্মি তবানয়া গিরা স্বরাক্ষরব্যঞ্জনহেতুযুক্তয়া ।

বরং বৃগীষেহ বিনাস্ত জীবিতং দদানি তে সর্বমনিন্দিতে ! বরম্ ॥২৪॥

সাবিত্র্যবাচ ।

চ্যুতঃ স্বরাজ্যাদনবাসমাশ্রিতো বিনষ্টচক্ষুঃ শ্বশুরো মমাশ্রমে ।

স লব্ধচক্ষুর্বলবান্ ভবেম্ পস্তব প্রসাদাজ্জলনাক্ষম্নিভঃ ॥২৫॥

যম উবাচ ।

দদানি তেহং তমনিন্দিতে ! বরং যথা স্বয়োক্তং ভবিতা চ তত্থা ।

তবান্বনা গ্লানিমিবোপলক্ষ্যে নিবর্ত গচ্ছস্ব ন তে শ্রমো ভবেৎ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

নীতি । হে অনিন্দিতে সাবিত্রি । নিবর্ত স্বমিত এব নিবর্তস্ব । কিঞ্চ, স্বরা উদাত্তাদয়ঃ, ন ক্ষরন্তি ন চলন্তীত্যক্ষরাণি অকারাদীনি, ব্যঞ্জনানি ককারাদীনি, যথাযথং তেবাশ্রমকারণানীত্যর্থঃ, হেতবো যুক্তম্ভুতং তৈরুক্তয়া অনয়া তব গিরা তুষ্ণোহস্মি । অতএবেহ অস্ত সত্যবতো জীবিতং বিনা সৰ্বং বরং তে দদানি, তঞ্চ বরং বৃগীষ ॥২৪॥

চ্যুত ইতি । আশ্রমে তিষ্ঠতীতি শেষঃ । জলনাক্ষম্নিভঃ অগ্নিস্থ্যভূলাঃ ॥২৫॥

দদানীতি । অধ্বনা দূরাক্ষগমনেন । শ্রমো ন ভবেৎ, ইতো নিবৃত্ত্যেতি ভাবঃ ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

মস্তর্ভূর্ধ্বপেনাবয়োর্থং মা নাশয়েতি ভাবঃ ॥২৩॥ নিবর্ত নিবর্তস্ব, স্বর উদাত্তাদিঃ, অক্ষরমকারাদি, ব্যঞ্জনং ককারাদি, এতদ্ব্যুত্থেন বাক্যস্ত শব্দতো নির্দোষত্বমুক্তং হেতুযুক্ত্যেহ যুক্তিযুক্তমগ্ন্যুক্তম্ ॥২৪॥ ভর্তারং মোচয়িত্বাম্যেবেতি স্বয়ং নিষ্টিহানা বরান্তরাণ্যেব তাবৎ প্রার্থয়ন্তী সাবিত্র্যবাচ চ্যুত ইতি ॥২৫॥ অধ্বনা মার্গেণ, ন তু ভর্তৃনাশেন অনষ্ট এব ভর্তৃত্যা-

যম বলিলেন—“অনিন্দিতে । সাবিত্রি । তুমি নিবৃত্ত হও । তোমার এই বাক্যে উদাত্তপ্রভৃতি ধ্বনি, অকারাদি স্বরবর্ণ ও ককারাদি ব্যঞ্জনবর্ণের বিস্তৃত উচ্চারণ এবং সুন্দর যুক্তি রহিয়াছে বলিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি ; অতএব সত্যবানের জীবন ব্যতীত সমস্ত বরই তোমাকে দান করিব, তুমি তাহা গ্রহণ কর” ॥২৪॥

সাবিত্রী বলিলেন—“আমার শ্বশুর অন্ধ হওয়ার পর আপন রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া বনে আসিয়া আশ্রমে বাস করিতেছেন ; সেই রাজা আপনার অনুগ্রহে পুনরায় চক্ষু লাভ করিয়া অগ্নি ও সূর্য্যের সমান তেজস্বী হউন” ॥২৫॥

যম বলিলেন—“অনিন্দিতে । সাবিত্রি । আমি তোমাকে সেই বরই দিব, তুমি যেমন বলিলে, তাহা তেমনই হইবে ; কিন্তু পথগমনে তোমার

সাবিত্র্যবাচ ।

শ্রমঃ কুতো ভর্তৃসমীপতো হি মে যতো হি ভর্তা মম সা গতিধ্রুবা ।
 যতঃ পতিং নেম্যসি তত্র মে গতিঃ সুরেশ ! ভূয়শ্চ বচো নিবোধ মে ॥২৭॥
 সত্যং সন্ধুঃ সঙ্গতমৌলিতং পরং ততঃ পরং মিত্রমিতি প্রচক্ষতে ।
 ন চাফলং সংপুরুষেণ সঙ্গতং ততঃ সত্যং সমিবসেৎ সমাগমে ॥২৮॥
 যম উবাচ ।

মনোহনুকূলং বুধবুদ্ধিবর্দ্ধনং ত্বয়া যদুক্তং বচনং হিতাশ্রয়ম্ ।
 বিনা পুনঃ সত্যবতোহস্ত্র জীবিতং বরং দ্বিতীয়ং বরয়স্ব ভাবিনি ! ॥২৯॥
 সাবিত্র্যবাচ ।

হতং পুরা মে শশুরস্ত ধীমতঃ স্বমেব রাজ্যং লভতাং স পার্থিবঃ ।
 জহাৎ স্বধর্ম্যং ন চ মে গুরুধর্মো দ্বিতীয়মেতদ্বরয়ামি তে বরম্ ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

শ্রম ইতি । ভর্তৃক্ষয়া নীলমানস্ত ভর্তৃজীবস্ত সমীপতঃ । সা তদাপাদা ॥২৭॥
 সত্যমিতি । সন্ধুঃ একবারমপি, সঙ্গতং সম্মেলনম্ । ন পুনঃ সিজ্ঞে ভবতীতি ॥২৮॥
 মন ইতি । মনোহনুকূলম্, সন্তোষজনকম্, তদ্বচনমিতি শেষঃ ॥২৯॥

ভারতভাবদীপঃ

শ্রমঃ ॥২৬॥ যতো যত্র ভর্তা সা গতিধ্রুবেব গমনং ধ্রুবা নিশ্চিতা ॥২৭॥ সত্যমিতি ।
 সাধোক্তব সমাগমগাত্রেণ জাতা মৈত্রীয়াং নিষ্ফলা নৈব ভবেদ্বিতি ভাবঃ ॥২৮॥ হিতাশ্রয়ং
 যেন ক্লান্তি লক্ষ্য করিতেছি; অতএব তুমি ফের, যাও; তবে আর তোমার
 পরিশ্রম হইবে না” ॥২৬॥

সাবিত্রী বলিলেন—“পতির নিকটে আমার পরিশ্রম হইবে কেন; পতি
 যেখানে যাইবেন, আমারও অবশ্যই সেইখানে যাইতে হইবে; অতএব দেব-
 শ্রেষ্ঠ । আপনি আমার পতিকে যেখানে লইয়া যাইবেন, আমিও সেইখানেই
 যাইব । এখন পুনরায় আমার বাক্য শ্রবণ করুন ॥২৭॥

জ্ঞানীরা বলিয়া থাকেন—সজ্জনের সহিত একবার সম্মেলনও অত্যন্ত
 অভীষ্ট । কারণ, তাহাতেই সজ্জন পরম মিত্র হন এবং সংপুরুষের সহিত
 সম্মেলন নিষ্ফল হয় না; অতএব সংসংসর্গেই বাস করিবে” ॥২৮॥

যম বলিলেন—“তুমি যে হিতের কথা বলিলে, তাহা সন্তোষজনক এবং
 পণ্ডিতগণেরও বুদ্ধিবর্দ্ধক; অতএব ভাবিনি । তুমি এই সত্যবানের জীবন
 ব্যতীত আবার দ্বিতীয় বর গ্রহণ কর” ॥২৯॥

(৩০) জহাৎ স্বধর্ম্যং চ—বা ব. কা নি ।

যম উবাচ ।

স্বমেব রাজ্যং প্রতিপৎস্রতেহচিরাৎ ন চ স্বধৰ্ম্মাৎ পরিহাস্রতে নৃপঃ ।
কৃতেন কামেন যয়া নৃপাত্মজ্ঞে ! নিবর্ত্ত গচ্ছস্ব ন তে শ্রমো ভবেৎ ॥৩১॥

সাবিত্র্যবাচ ।

প্রজাস্ত্রয়েতা নিয়মেন সংযতা নিয়ম্য চৈতা নয়সে ন কাময়া ।
ততো যমস্ত্বং তব দেব ! বিশ্রুতং নিবোধ চেমাং গিরমীরিতাং যয়া ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

হতমিতি । হতং পূর্ববৈরিভিঃ । জহাৎ, তাজেৎ, গুরুঃ স্বশুরঃ ॥৩০॥

স্বমিতি । হে নৃপাত্মজ্ঞে ! নৃপঃ তব স্বশুরো দ্যুমৎসেনঃ, অচিরাদেব স্বং রাজ্যম্, প্রতি-
পৎস্রতে লপ্যতে, স্বধৰ্ম্মাচ্চ ন পরিহাস্রতে পরিলপ্তো ন ভবিষ্যতি । যয়া কৃতেন সম্পা-
দিতেন কামেন তবাভিলাষণে হেতুনা, স্বং নিবর্ত্ত গচ্ছস্ব, তথা চ সতি তে শ্রমো ন ভবেৎ ॥৩১॥

প্রজা ইতি । হে দেব ! স্বয়া, এতাঃ প্রজা জনাঃ, ধৰ্ম্মবুদ্ধাদীনাং নিয়মেন, সংযতা

ভারতভাবদীপঃ

যুক্ত্যমুক্ণং পূর্বমাত্মস্বধৰ্ম্মাণাং জ্ঞানহেতুশ্চমুক্তমিহ তু সংসদ্রুশ্চেতি ভেদঃ । তথাচ শ্রুতিঃ—
“তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছৎ” ইতি ॥২৯॥ গুরুঃ স্বশুরঃ ॥৩০—৩১॥ জ্ঞানানবার্থো
দোষমাহ—প্রজা ইতি । নিয়মেন নিয়মেন, সংযতা নিগৃহীতাঃ সত্যঃ, ভবন্তি তাস্চ পুনঃ
কৰ্ম্মভূতাত্মং নিকাময়া কামিতেনার্থেন নয়সে সংযোজয়সি যাতনাস্তে সৎকৰ্ম্মফলমপি তাভ্যো
দদাসি । ন কাময়েতি পাঠে তাত্মমিচ্ছয়া ন নয়সে কৰ্ম্মফলায়েতি শেষঃ । কিন্তু তত্তৎকৰ্ম্ম-
বশাদেবেত্যর্থঃ । যেযাস্ত জ্ঞানিনাং কামনৈব নাস্তি ন তে স্বদশে ভবন্তি নাপি দেহৈঃ
ফলায় সংযুক্ত্য ইত্যর্থঃ । তথাচ শ্রুতিঃ—“ইতি ত্বু কাময়মানশ্চেতি সংসারিণামুচ্চাবচাং
গতিমুপলংঘ্যত্যাগাকাময়মানো যোহকামো নিক্রামঃ আপ্তকামঃ শ্রান্ন তস্ত প্রাণা উৎক্রামন্ত্যজৈব
সম্বনীয়ন্তে ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যে”তি । তদ্বিদামকামানাং গত্যাভাবং দর্শয়তি তথা স কামানাং
পুনঃ পুনঃ সংসারক দর্শয়তি । “ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাত্ত্বং বিস্তলোভেন
যুচম্ । অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্বশমাপত্তে মে ॥” ইতি । যমযাতনা-

সাবিত্রী বলিলেন—“পূর্বের আমার বুদ্ধিমান স্বশুরের রাজ্য শক্ররা হরণ
করিয়া নিয়াছে, তিনি তাহা পুনরায় লাভ করুন এবং তিনি যেন স্বধৰ্ম্ম ত্যাগ
না করেন । আমি এই দ্বিতীয় বর আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি” ॥৩০॥

যম বলিলেন—“রাজনন্দিনি ! দ্যুমৎসেনরাজা অচিরকালমধ্যেই আপন
রাজ্য পাইবেন এবং স্বধৰ্ম্ম হইতেও ভ্রষ্ট হইবেন না । এই আমি তোমার
অভীষ্ট পূরণ করিলাম ; এখন তুমি নিবৃত্ত হও, যাও ; তোমার পরিশ্রম হইবে
না” ॥৩১॥

(৩২)....নয়সে নিকাময়া—বা ব কা নি ।

অদ্রোহঃ সর্বভূতেষু কৰ্মণা মনসা গিরা ।

অনুগ্রহশ্চ দানঞ্চ সত্যং ধৰ্ম্মঃ সনাতনঃ ॥৩৩॥

এবম্প্রায়শ্চ লোকোহয়ং মনুষ্যাঃ শক্তিপেশলাঃ ।

সন্তস্তেনাপ্যমিত্রেষু দয়াং প্রাপ্তেষু কুৰ্ব্বতে ॥৩৪॥

যম উবাচ ।

পিপাসিতস্তেব ভবেদৃষথা পয়স্তথা ত্বয়া বাক্যমিদং সমীকৃতম্ ।

বিনা পুনঃ সত্যবতোহস্ত জীবিতং বরং বৃণীষেহ শুভে ! যথেষ্টসি ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

নিয়মিতাঃ ; নিয়ম্য চ এতাঃ প্রজাঃ, ন কাময়া ন স্বেচ্ছয়া, অপি জ্ঞেতাসাং কৰ্ম্মানু-
সারেণেত্যর্থঃ, নয়সে আয়ুঃশেষে স্বপুং নয়সি তত এব চ তব যমস্য বিদ্রুতং বিখ্যাতং
জাতম্, যচ্ছতীতি যম ইতি ব্যুৎপত্তিরিতি ভাবঃ । ইদানীং ময়া ঈরিতামুক্তাং গিরম্,
নিবোধ শৃণু ॥৩২॥

অদ্রোহ ইতি । জ্ঞোথেনাপকৃতিদ্রোহঃ তদকরণমদ্রোহঃ । সনাতনো নিত্যঃ ॥৩৩॥

এবমিতি । অয়ং লোকো জগৎ, এবম্প্রায়ঃ প্রায়োগেন্দৃশঃ, যৎ, মনুষ্যাঃ, শক্তিপেশলাঃ
শক্তিপ্রয়োগবিষয়ে কোমলা অতীবদুৰ্ব্বলা ইত্যর্থঃ । তেন হেতুনা, সন্তঃ সাধবঃ, প্রাপ্তেষু
শরণাগতেষু অমিত্রেষু শত্রুশপি, দয়াং কুৰ্ব্বতে । অতঃস্বমপি ময়ি দয়াং কুৰ্ব্বিতি ভাবঃ ॥৩৪॥

ভারতভাবদীপঃ

নিবৃত্ত্যর্থং সারমুপাদিশন্ প্রোক্তারমভিমুখীকরোতি—নিবোধেতি ॥৩২॥ অদ্রোহঃ দ্রোহাভাবঃ,
অনুগ্রহো দয়া, দানং সংবিভাগঃ, ত্বমপি ময়ি দয়াং কুৰ্ব্বিতি ভাবঃ ॥৩৩॥ এবং প্রায়
ইত্যনুগ্রহঃ ভৰ্ত্তুরভিনয়তি, অশক্তিপেশলাঃ শক্তিকৌশলহীনাঃ । পাঠান্তরে ভক্তিঃ শ্রদ্ধা
কৌশলঞ্চ তাভ্যাং হীনাঃ, সন্ধিরার্থঃ । আয়ুঃশক্তিকৌশলহীনা মনুষ্যা মাদৃশাঃ সন্তস্তমিত্রেষুপি
প্রাপ্তেষু শরণাগতেষু দয়াং কুৰ্ব্বন্তি কিমূত মাদৃশেষু দীনেষু ইতি ভাবঃ ॥৩৪॥ যথা তুষ্ণিকরমিতি

সাবিত্রী বলিলেন—“দেব । আপনি এই সকল লোকে নিয়ম অনুসারে
সংযত রাখেন এবং সংযত রাখিয়া অন্তিমকালে নিজের ইচ্ছায় নহে, ইহাদেরই
কৰ্ম্ম অনুসারে ইহাদিগকে লইয়া যান । সেই জন্যই আপনার ‘যম’-নাম
বিখ্যাত হইয়াছে । এখন আমার এই বাক্য শ্রবণ করুন ॥৩২॥

কৰ্ম্ম, মন ও বাক্যদ্বারা সকল প্রাণীর প্রতিই দ্রোহ না করা, অনুগ্রহ করা
এবং দান করা, এইগুলি সজ্জনের সনাতন ধৰ্ম্ম ॥৩৩॥

তার পর, এই জগৎটাকে এইরূপই দেখা যায় যে, মানুষ অতিদুৰ্ব্বল ;
অতএব সাধুলোকেরা শরণাগত শত্রুর প্রতিও দয়া করিয়া থাকেন” ॥৩৪॥

সাবিত্র্যবাচ ।

মমানপত্যঃ পৃথিবীপতিঃ পিতা ভবেৎ পিতুঃ পুত্রশতং তথৌরসম্ ।

কুলস্ত সন্তানকরঞ্চ যদ্ববেতৃতীয়মৈতদ্বরয়ামি তে বরম্ ॥৩৬॥

যম উবাচ ।

কুলস্ত সন্তানকরং স্তবর্চসাং শতং স্ততানাং পিতুরস্ত তে শুভে ! ।

কুতেন কামেন নরাধিপাত্নজ্ঞে ! নিবর্ত দূরং হি পথস্তমাগতা ॥৩৭॥

সাবিত্র্যবাচ ।

ন দূরমেতন্মম ভর্তৃসমিধৌ মনো হি মে দূরতরং প্রধাবতি ।

অথ ব্রজস্নেহ গিরং সমুদ্রতাং যয়োচ্যমানাং শৃণু ভূয় এব চ ॥৩৮॥

বিবস্বতস্ত্বং তনয়ঃ প্রতাপবাংস্ততো হি বৈবস্বত উচ্যসে বুধৈঃ ।

সমেন ধর্ম্মেণ চ রঞ্জিতাঃ প্রজাস্ততস্তবেহেশ্বর । ধর্ম্মরাজতা ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

পিপাসিতস্তেতি । পিপাসা অন্ত সজ্ঞাতেতি পিপাসিতস্তস্ত । ইবশব্দো বাক্যালঙ্কারে ।
পরো জলম্ । মমেদৃশবাক্যশ্রবণস্তৈবোৎসুক্যমানীহিতি ভাবঃ ॥৩৫॥

যমেতি । অনপত্যঃ অপুত্রঃ । ঔরসমেব ন পুনঃ ক্ষেত্রজাদিকমিত্যাশয়ঃ । ন পুন-
ত্রেমেব কুলস্ত বিরজিগীত্যাহ—কুলস্তেতি । সন্তানকরং বিস্তারজনকম্ ॥৩৬॥

কুলস্তেতি । স্তবর্চসামতিতেজসাম্ । কুতেন কামেনেতি পূর্ববদর্থঃ । দূরং দেশম্ ॥৩৭॥

নেতি । মনো মে দূরতরং প্রধাবতি, ত্বয়্যপি দূরতরগমনাৎ । সমুদ্রতমারক্যম্ ॥৩৮॥

যম বলিলেন—“কল্যাণি । পিপাসার্তের নিকট জল যেমন হয়, তেমন আমার
নিকট তোমার এই বাক্যটি হইয়াছে ; অতএব তুমি এই সত্যবানের জীবন ব্যতীত
অন্য যাহা ইচ্ছা কর, আবার সেই বর গ্রহণ কর” ॥৩৫॥

সাবিত্রী বলিলেন—“আমার পিতা রাজা ; কিন্তু পুত্রবিহীন ; স্ততরাং তাঁহার
একশত ঔরস পুত্র হইবে ; বাহারি কংশবিস্তার করিতে পারিবে । আমি আপনার
নিকট এই তৃতীয় বর প্রার্থনা করি” ॥৩৬॥

যম বলিলেন—“সাবিত্রি । তোমার পিতার কংশবিস্তারকারী ও মহাতেজা
একশত পুত্র হইবে । রাজনন্দিনি । এই তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিলাম ; এখন
তুমি নিবৃত্ত হও । কেন না, তুমি দূরে আসিয়া পড়িয়াছ” ॥৩৭॥

সাবিত্রী বলিলেন—“ভর্তার নিকটে এটা আমার দূর নহে । কারণ, আমার
মন ইহা অপেক্ষাও দূরে যাইতেছে । সে যাহা হউক, আপনি যাইতে যাইতেই
পুনরায় আমার এই কথা শ্রবণ করুন ॥৩৮॥

(৩৭)---স্তবর্চসম্—বা ব কা নি । (৩৯)---সমেন ধর্ম্মেণ—পি,---সমেন ধর্ম্মেণ চরতি
তাঃ প্রজাঃ—বা নি ।

কন-৩০৩ (১১)

আত্মানুপি ন বিশ্বাসস্তথা ভবতি সংস্র যঃ ।

তস্মাৎ সংস্র বিশেষেণ বিশ্বাসং কুরুতে জনঃ ॥৪০॥

যম উবাচ ।

উদাহৃতং যদ্বচনং ত্বদ্বাক্ষনে ! শুভে ! ন তাদৃক্ চ কুতো ময়া শ্রুতম্ ।

অনেন তুষ্কোহস্মি বিনাহস্য জীবিতং বরং চতুর্থং বরয়স্ব গচ্ছ চ ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

বিবস্বত ইতি । সমেন সমানেন । তথা চ ধর্ম্মেণ রঞ্জয়তীতি ধর্ম্মরাজ ইতি ব্যুৎপত্তি-
রिति ভাবঃ । অতএবোক্তং কালিদাসেনাপি রঘুবংশে—“রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ” ইতি ॥৩৯॥

আত্মনীতি । সংস্র সজ্জনেষু, যো যথা বিশ্বাসো ভবতি, তথা বিশ্বাস আত্মনি স্বশ্লিষ্যপি
ন ভবতি । সন্ ভবান্ মমোপকারমেব করিষ্যতীতি মদ্বিশ্বাস ইত্যশয়ঃ ॥৪০॥

উদিতি । হে অক্ষনে ! উক্তমস্তি ।। কুতঃ কুজাপি । অস্ত সত্যবতঃ ॥৪১॥

ভারতভাবদীপঃ

শেষঃ ॥৩৫॥ ঔরসমিতি দত্তকীতাদিব্যাবৃতিঃ ॥৩৬—৩৭॥ সমুত্ততামুপস্থিতাম্ ॥৩৮॥
বিবস্বতঃ, বস্তুতে আচ্ছাদ্যতে ইতি বঃ আচ্ছাদনং তদ্বান্ বস্বাস্তদ্যত্রো বিবস্বান্নিবাবরণো
জগদাত্মা সূর্য্যঃ । “সূর্য্য আত্মা জগতস্তদ্বস্বস্” ইতি শ্রুতং । তস্ত তনয়ঃ পুত্রঃ অত্যন্তহিত
ইত্যর্থঃ । সমেন শত্রুমিত্রাদিতরতম্যহীনেন, তব ধর্ম্মেণ প্রশাসনেন তাঃ প্রজাশ্চরন্তি
স্বদাজ্জাবশগা ইত্যর্থঃ । অতএব তব নাম ধর্ম্মরাজ ইতি, ধর্ম্মেণৈব রাজতে, ধর্ম্মোহস্ম
রাজত ইতি বা ॥৩৯॥ লৌকিকেষপি বিশ্বাসং কুর্কন্নিষ্টসিদ্ধিং প্রাপ্নোতি কিমূত স্বয়ি

হে ঈশ্বর । আপনি বিবস্বানের (সূর্য্যের) পুত্র এবং প্রতাপশালী ; সেই
জগত্ই পণ্ডিতেরা আপনাকে ‘বৈবস্বত’ বলিয়া থাকেন ; আর আপনি সমান ধর্ম্ম
প্রবর্ত্তিত করিয়া সমস্ত লোককে রঞ্জিত করিয়াছেন বলিয়া—‘ধর্ম্মরাজ’ ॥৩৯॥

এবং সজ্জনের উপরে যেমন বিশ্বাস হয়, তেমন বিশ্বাস নিজের উপরেও
হয় না । সেই জগত্ই মানুষ সজ্জনের উপরে বিশেষভাবে বিশ্বাস করিয়া
থাকে” ॥৪০॥

যম বলিলেন—“কল্যাণি । সাবিত্রি । তুমি যেরূপ বাক্য বলিলে, এরূপ
বাক্য আমি আর কোথাও শুনি নাই; অতএব আমি ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছি ;
সুতরাং তুমি সত্যবানের জীবন ব্যতীত চতুর্থ বর প্রার্থনা কর এবং গমন
কর” ॥৪১॥

(৪০) অস্ত্র মধ্যে “তস্মাৎ সংস্র বিশেষেণ সর্ব্বঃ প্রণয়মিচ্ছতি । সৌহৃদ্যং সর্ব্বভূতানাং
বিশ্বাসো নাম জায়তে ।” ইতি পাদচতুষ্টয়মধিকম্—বা ব কা নি । (৪১) উদাহৃতং তে
বচনং যদ্বাক্ষনে ! শুভে ! ন তাদৃক্ সদৃশং শ্রুতং ময়া ।—বা ব কা নি ।

সাবিত্র্যবাচ ।

মমাত্মজং সত্যবতস্তথোরসং ভবেদুভাত্যামিহ যৎ কুলোদ্বহম্ ।

শতং সূতানাং বলবীৰ্য্যশালিনামিদং চতুর্থং বরয়ামি তে বরম্ ॥৪২॥

যম উবাচ ।

শতং সূতানাং বলবীৰ্য্যশালিনাং ভবিষ্যতি প্রীতিকরং তবানঘে ! ।

পরিশ্রমন্তে ন ভবেন্নৃপাত্মজে ! নিবর্ত্ত দূরং হি পথস্তমাগতা ॥৪৩॥

সাবিত্র্যবাচ ।

সত্যং সদা শাশ্বতধৰ্ম্মবৃত্তিঃ সন্তো ন সীদন্তি ন চ ব্যথন্তে ।

সত্যং সন্তিনীফলঃ সঙ্গমোহস্তি সন্তো ভয়ং নানুবর্ত্তন্তি সন্তঃ ॥৪৪॥

ভারতকৌমুদী

মমেতি । আত্মনি উদরে জায়ত ইত্যাত্মজম্ । ঔরসং বীৰ্য্যজাতম্ । এতেষাং পুরুষ-
জাতত্বব্যবৃদ্ধিঃ সূচিতা । উভাত্যামাভাত্যামেব যন্তবেদিত্তি সঙ্গঃ । অহো ! সাবিত্র্যা
মহীষসীয়ে চাতুরী কৃত্য ; যৎ যমবচনমহুসরন্ত্যা সত্যবতো জীবনং সাক্ষারং যাচিতম্, অথ চ
ভঙ্গ্যা তদেব সংগৃহীতমিতি ॥৪২॥

অথ যমোহপি সত্যবজ্জীবিতেরবরযাচনাঙ্গগত্যা তদেব দত্তে—শতমিতি । অনঘ ইতি
সম্বোধনেন তস্তা নিষ্পাপত্বমেবেদৃশবরসমুহলাভস্ত হেতুরিতি সূচিতম্ ॥৪৩॥

দত্তবরপরিবর্ত্তনাশঙ্কয়া যমং দৃষ্টীকরোতি—দত্তমিতি । সত্যং সৰ্বদৈব শাশ্বতে সনাতনে
ধৰ্ম্মে সন্তো বৃত্তিঃ স্থিতিৰ্ভবতি ; সন্তঃ অদেয়ং দ্ব্যাপি ন সীদন্তি বিবৰ্ণা ন ভবন্তি, ন চ
ব্যথন্তে । অতঃ সত্যব্যাঘাতসম্ভবাৎ দত্তং সত্যবতো জীবনং ন ভবত্যে পরিবর্ত্তনীয়ং ন
বিবদিতব্যং ন বা ব্যথিতব্যঞ্চেতি ভাবঃ । কিঞ্চ সত্যং সন্তিঃ সহ সঙ্গমো মেলনং ন অফলঃ

ভারতভাবদীপঃ

ধৰ্ম্মরাজে ইত্যশয়েনাহ—আত্মজপীতি । ঔরসং প্রার্থনাম্ ॥৪০—৪১॥ তে যয়া
মমাত্মজং সত্যবতস্ত ঔরসং ন তু যুতরাষ্ট্রাদিবদন্ততো যয়ি জাতমিত্যর্থঃ ॥৪২—৪৩॥
শাশ্বতো ধৰ্ম্মঃ, পত্যুঃ সকাশাদেবাপত্যোৎপাদনং সত্যং গাদৃশানাং দাবাণাং তজ্জৈব বৃত্তিঃ ।
নহু গতায়ুবি পত্যো কথং তৎ সাদৃশ্যত আহ—সন্ত ইতি । বরং দদ্য সন্তো ন ব্যথন্তি
নাপি সীদন্তি কিন্তু উক্তং নির্বহন্ত্যেবেত্যর্থঃ । অত্যন্তাশঙ্কেহর্থঃ কথং সাদৃশ্যত আহ—
সত্যমিতি । সত্যমশঙ্ক্যমপি নান্তি ভয়ং চাগস্ত ভেভ্যো নাস্তীতি ভয়তোহহং নির্ভ্যা-

সাবিত্রী বলিলেন—“সত্যবানের ঔরসে এবং আমার গর্ভে বলবীৰ্য্যশালী
ও বংশরক্ষক একশত পুত্র হউক ; ইহাই আমি আপনার নিকট চতুর্থ বর প্রার্থনা
করিতেছি” ॥৪২॥

যম বলিলেন—“নিষ্পাপে । বলবীৰ্য্যশালী ও প্রীতিজনক একশত পুত্র
তোমার হইবে । রাজনন্দিনি ! তুমি দূরপথে আসিয়া পড়িয়াছ ; অতএব এখন
নিবৃত্ত হও, তাহা হইলে আর তোমার পরিশ্রম হইবে না” ॥৪৩॥

(৪৩)...প্রীতিকরং তবাবলে ।—বা ব ক নি ।

সন্তো হি সত্যেন নয়ন্তি সূর্য্যং সন্তো ভূমিং তপসা ধারয়ন্তি ।

সন্তো গতিভূতভব্যস্ত রাজন্ ! সতাং মৰ্য্যো নাবসীদন্তি সন্তঃ ॥৪৫॥

আর্য্যজুষ্টিমিদং বৃত্তমিতি বিজ্ঞায় শাস্ততম্ ।

সন্তঃ পরার্থং কুর্বাণা নাবেক্ষন্তে প্রতিক্রিয়াম্ ॥৪৬॥

ন চ প্রসাদঃ সৎপুরুষেষু মোঘো ন চাপ্যর্থো নশ্চতি নাপি মানঃ ।

যস্মাদেতন্নিয়তং সৎস্ব নিত্যং তস্মাৎ সন্তো রক্ষিতারো ভবন্তি ॥৪৭॥

ভারতকৌমুদী

অন্তি ভবতি, তথা সন্তঃ সন্তো ভয়ং ন অনুবর্তন্তি অনুভবন্তি । অতঃ সত্যবতো জীবন-
লাভেন ভবৎসঙ্গমো মে সফলো ভবেৎ ভয়ঞ্চ ন ভবেদিত্যাশয়ঃ ॥৪৪॥

পুনরপি রক্ষণীয়ত্বেন সত্যমেব দ্রষ্টয়তি—সন্ত ইতি । নয়ন্তি চালয়ন্তি । ভূমিং পৃথিবীম্ ।
গতিরূপায়ঃ, ভূতভব্যস্ত অতীতানাগতবিষয়সাধনস্ত ॥৪৫॥

নবপ্রোপকারস্ত কথয়া প্রত্যুপকারঃ কৰ্ত্তব্য ইত্যাহ—আর্য্যোতি । ইদং পরং প্রতি দয়া-
করণরূপম্, বৃত্তং ব্যবহারঃ, আর্য্যজুষ্টি সজ্জনসেবিতং শাস্ততং চিরকালীনঞ্চ, ইতি বিজ্ঞায়,
সন্তঃ সজ্জনাঃ, পরার্থং পরোপকারং কুর্বাণা অপি, প্রতিক্রিয়াং প্রত্যুপকারং নাবেক্ষন্তে ॥৪৬॥

নেতি । সৎপুরুষেষিতি যথাসম্ভবং বিভক্তিবিপরিণামেনাশয়ঃ । তথা চ সৎপুরুষাণাং
প্রসাদোহল্পগ্রহঃ, কুতাপি মোঘো ব্যর্থো ন ভবতি ; সৎপুরুষেষু, অর্থঃ কতাপি কোহপি
বিষয়ঃ, ন নশ্চতি ; মানোহপি চ ন নশ্চতি । যস্মাৎ, সৎস্ব পুরুষেষু, এতদ্রয়ম্, নিত্যং
সৰ্ব্বদৈব, নিয়তং ধ্রুবম্ ; তস্মাৎ সন্ত এব সৰ্ব্বেষাং রক্ষিতারো ভবন্তি ॥৪৭॥

ভারতভাবদীপঃ

স্মৃতি ভাবঃ ॥৪৪॥ স্বয়মপি সতাং স্বীয়ং রক্ষণীয়মিত্যাহ—সন্তো ইতি । ভূতভব্যস্ত
ভূতস্ত ভবিষ্যস্ত চ ॥৪৫॥ পরস্পরম্ উপকারপ্রত্যুপকারম্ ॥৪৬॥ এতৎ ভয়ং প্রসাদোহর্থো
মানস্চ দরিদ্রস্ত প্রসাদো নার্থীয়, শ্রীমতাং প্রসাদোহর্থকদপি ন মানদঃ, সতাং তু মানদ

সাবিত্রী বলিলেন—“সজ্জনেরা সৰ্ব্বদাই সনাতন ধৰ্ম্মে থাকেন এবং অদেয় বস্তু
দান করিয়াও বিষম বা ব্যথিত হন না । আর সজ্জনের সহিত সজ্জনের সম্মেলন
নিষ্ফল হয় না এবং সজ্জনেরা সজ্জন হইতে ভয় পান না ॥৪৪॥

সজ্জনেরাই সত্যধৰ্ম্মদ্বারা সূর্য্যকে পরিচালিত করেন, সজ্জনেরাই তপস্যা-
দ্বারা পৃথিবীকে রক্ষা করেন, সজ্জনেরা ভূত ও ভবিষ্যতের গতি এবং সজ্জনেরা
সজ্জনদের মধ্যে অবসর হন না ॥৪৫॥

এইরূপ ব্যবহার সজ্জনসেবিত এবং চিরন্তন ; ইহা বুঝিয়া সজ্জনেরা পরের
উপকার করিবার সময়ে প্রত্যুপকার লাভের অপেক্ষা করেন না ॥৪৬॥

আর, সজ্জনের অনুগ্রহ ব্যর্থ হয় না এবং সজ্জনের নিকটে কাহারও কোন বিষয়
বা সম্মান নষ্ট হয় না । যেহেতু সজ্জনের উপরে সৰ্ব্বদাই এই তিনটা বিষয় অবশ্যই
থাকে, সেই জন্যই সজ্জনেরা সকলের রক্ষক হন” ॥৪৭॥

যম উবাচ ।

যথা যথা ভাষসি ধর্মসংহিতং মনোহনুকূলাং সুপদং মহার্থবৎ ।

তথা তথা মে হৃদ্বি ভক্তিরুক্তমা বরং স্বর্গীষাপ্রতিমং পতিব্রতে ! ॥৪৮॥

সাবিত্র্যুবাচ ।

ন তেহপবর্গঃ স্কৃতাদিনা কৃতস্তথা যথাগ্বেষু বরেষু মানদ ! ।

বরং ব্রূণে জীবতু সত্যবানয়ং যথা যুতা ছেবমহং বিনা পতিম্ ॥৪৯॥

ন কাময়ে ভর্তৃবিনাকৃতা স্ত্বং ন কাময়ে ভর্তৃবিনাকৃতা দিবম্ ।

ন কাময়ে ভর্তৃবিনাকৃতা প্রিয়ং ন ভর্তৃহীনা ব্যবসামি জীবিতুম্ ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

যথেন্তি । ধর্মসংহিতং ধর্মযুক্তম্ । শোভনানি পদানি হৃদ্বিভুতানি যত্র তৎ, তথা মহার্থবৎ প্রশস্তার্থবোধকক । অপ্রতিমং নিরূপম ॥৪৮॥

নেতি । হে মানদ ! মৎসম্মানরক্ষক ! যথা অগ্বেষু প্রাণ্ডময়া লক্বেষু বরেষু স্কৃতাদিনা মৎপুণ্যং বিনা, তে স্বয়া, অপবর্গো দানম্, ন কৃতঃ, তথা তৎপুণ্যবলাদেবেমং বরং ব্রূণে, যথা অয়ং সত্যবান্ জীবতু ; হি যস্মাৎ, অহং পতিমিনং বিনা, যুতা যুতের ভূতা । স্বয়দানী-মপ্রতিমমিত্যভিধানাৎ “বিনাহস্ত জীবিতম্” ইত্যনভিধানাচ্চ স্পষ্টমিদমুক্তমিতি ভাবঃ ॥৪৯॥

নেতি । ভর্তৃ বিনাকৃতা বিরহিতা । ব্যবসামি শত্রোমি ॥৫০॥

ভারতভাবদীপঃ

ইতি । খলে তু প্রসাদ এব নাস্তি অভয়ং অযোব স্থিতমিতি স্বং রক্ষিতাস্বাকং ভবেতি ভাবঃ ॥৪৭—৪৮॥ তে হস্তঃ, অপবর্গঃ পুত্রকলপ্রাপ্তিঃ, স্কৃতাদিনা গম্যচীনাচ্চাপত্যযোগা-

যম বলিলেন—“সাবিত্রি । তুমি—ধর্মসম্বন্ধ, মনের অনুকূল, সুন্দর পদযুক্ত এবং প্রশস্ত অর্থবোধক বাক্য যেমন যেমন বলিতেছ, তেমন তেমনই তোমার উপরে আমার উত্তম ভক্তি জন্মিতেছে ; অতএব পতিব্রতে । তুমি অভুলনীয় একটা বর প্রার্থনা কর” ॥৪৮॥

সাবিত্রী বলিলেন—“হে মানরক্ষক ! আমার পুণ্য ব্যতীত আপনি যেমন আমাকে অস্ত্র বর দান করেন নাই, তেমন সেই পুণ্যের বলেই এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে, এই সত্যবান্ জীবিত হউন । যেহেতু পতি ব্যতীত আমি যুতের শ্রায়ই হইয়াছি ॥৪৯॥

পতি ব্যতীত আমি সুখ চাহি না, পতি ব্যতীত আমি স্বর্গ চাহি না, পতি ব্যতীত আমি প্রিয়বস্ত্র চাহি না এবং পতি ব্যতীত আমি বাঁচিতেই পারিব না ॥৫০॥

(৫০)---ভর্তৃবিনাকৃতা দিবম্---ভর্তৃবিনাকৃতা প্রিয়ম্—পি ।

বরাতিসর্গঃ শতপুত্রতা যম স্বয়ৈব দত্তো হ্রিয়তে চ মে পতিঃ ।
বয়ং বৃণে জীবতু সত্যবানয়ং তবৈব সত্যং বচনং ভবিষ্যতি ॥৫১॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

তথৈতু্যক্ত্বা তু তং পাশং মুক্ত্বা বৈবস্বতো যমঃ ।
ধর্মরাজঃ প্রহৃষ্টাত্মা সাবিত্রীমিদমব্রবীৎ ॥৫২॥
এষ ভদ্রে ! ময়া মুক্তো ভর্তা তে কুলনন্দিনি ।।
অরোগশ্চ বলীয়াশ্চ সিদ্ধার্থশ্চ ভবিষ্যতি ॥৫৩॥
চতুর্বর্ষশতায়ুশ্চ ত্বয়া সার্কমবাপ্যতি ।
ইক্ষ্বা যজ্ঞেশ্চ বর্শ্মেণ খ্যাতিং লোকে গমিষ্যতি ॥৫৪॥
ত্বয়ি পুত্রশতঞ্চাপি সত্যবান্ জনয়িষ্যতিহ ।
তে চাপি সর্বৈব রাজানঃ ক্ষত্রিয়াঃ পুত্রপৌত্রিণঃ ।
খ্যাতাস্তন্মামধেয়াশ্চ ভবিষ্যন্তীহ শাশ্বতাঃ ॥৫৫॥

ভারতকৌমুদী

স্বপ্রার্থনাপূরণে যমমুক্তকুলয়তি—বরেতি । যম সত্যবত এব শতপুত্রতা ভবিষ্যতীতি
বরাতিসর্গো বরদানং স্বয়ৈব দত্তঃ কৃতঃ ; অথ চ মে পতিহ্রিয়তে । বাগ্‌বিরোধী তবায়ং
ব্যবহার ইতি ভাবঃ । তব বচনমেব সত্যং ভবিষ্যতি, সত্যবতো জীবনাদিত্যাশয়ঃ ॥৫১॥

তথেন্তি । মুক্তা সত্যবতঃ প্রচ্যাব্য । প্রহৃষ্টাত্মা, সাবিত্র্যাঃ পাতিব্রাত্যদর্শনাৎ ॥৫২॥

এষ ইতি । হে কুলনন্দিনি ! বংশানন্দকারিণি ।। সিদ্ধার্থো নিষ্পন্নপ্রয়োজনঃ ॥৫৩॥

চতুরিতি । ইষ্টা যজনং কৃষ্টা । অবাপ্যতি গমিষ্যতীভ্যুভয়ত্রাপি তে ভর্তেত্যনুবৃতিঃ ॥৫৪॥

সত্যবানের ঔরসে আমার একশত পুত্র হইবে, এইরূপ বর আমাকে আপনিই
দিয়াছেন, আমার আপনিই আমার সেই পতিকে হরণ করিয়া লইয়া বাইতেছেন ;
অতএব এখন আমি এই বর চাহিতেছি যে, এই সত্যবান্ জীবিত হউন ; তাহা
হইলে আপনার বাক্যই সত্য হইবে” ॥৫১॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন—‘তাহাই হউক’ এই কথা বলিয়া সূর্য্যপুত্র ধর্মরাজ
যম সত্যবান্‌কে পাশমুক্ত করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে সাবিত্রীকে এই কথা বলি-
লেন—॥৫২॥

“ভদ্রে । কুলনন্দিনি ! এই তোমার ভর্তাকে আমি মুক্ত করিয়া দিলাম ।
এখন হইতে ইনি নীরোগ, বলবান্ ও সফলকাম হইবেন ॥৫৩॥

ইনি তোমার সহিত এখন হইতে চারিশত বৎসর আয়ু লাভ করিবেন এবং
নানা যজ্ঞ করিয়া ধর্মদ্বারাই জগতে খ্যাতি লাভ করিবেন ॥৫৪॥

(৫৩)...অরোগস্তব নেয়শ্চ—বা ব কা নি ।

পিতৃশ্চ তে পুত্রশতং ভবিতা তব মাতরি ।
 মালব্যাং মালবা নাম শাশ্বতাঃ পুত্রপৌত্রিণঃ ।
 ভ্রাতরন্তে ভবিষ্যন্তি ক্ষত্রিয়াক্সিদ্রিশোপমাঃ ॥৫৬॥
 এবং তস্মৈ বরান্ দত্ত্বা ধৰ্ম্মরাজঃ প্রতাপবান্ ।
 নিবর্তয়িত্বা সাবিত্রীং স্বমেব ভবনং যযৌ ॥৫৭॥
 সাবিত্র্যপি যমে যাতে ভর্তারং প্রতিলভ্য চ ।
 জগাম তত্র যত্রাস্তু ভর্তুঃ শাবং কলেবরম্ ॥৫৮॥
 সা ভূমৌ প্রেক্ষ্য ভর্তারমুপস্থত্যোপগৃহ চ ।
 উৎসঙ্গে শির আরোপ্য ভূমাবুপবিবেশ হ ॥৫৯॥

ভারতকৌমুদী

স্মরতি । তন্মামধেয়া সাবিত্রীখ্যাঃ । শাশ্বতাস্চিরন্তনাঃ খ্যাতাঃ । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৫৫॥
 পিতুরিতি । মালব্যাং মালবরাজতনয়ায়াম্ । শাশ্বতা মালবা নাম । অয়মপি ষট্‌পাদঃ
 শ্লোকঃ ॥৫৬॥

এবমিতি । তস্মৈ সাবিত্র্যে । ধৰ্ম্মরাজো যমঃ ॥৫৭॥
 সাবিত্রীতি । ভর্তারং তজ্জীবনবরম্ । শাবং শবীভূতম্ ॥৫৮॥

ভারতভাবদীপঃ

দৃতে ক্ষেত্রজাদিপূজার্পণেন ন কৃতো নিষ্পাদিতো ভবতি, যথাক্তেষু বরেষু ভর্তৃষু মদয়ন্ত্যাম্
 বসিষ্ঠস্তেব ন তদ্বৎ, যস্মাদেবং তস্মাদবং বৃণে ॥৪৯॥ ব্যকসামি শক্লোমি ॥৫০—৫৪॥

আর, সত্যবান্ তোমার গর্ভে একশত পুত্র উৎপাদন করিবেন এবং তাহার
 সকলেও রাজা, পুত্র পৌত্রশালী এবং জগতে চিরকালের জন্ত তোমার নামে
 (‘সাবিত্র’-নামে) বিখ্যাত হইবে ॥৫৫॥

আর, তোমার মাতা মালবরাজতনয়ার গর্ভে তোমার পিতারও একশত পুত্র
 হইবে ; এবং তোমার সেই ভ্রাতারাও চিরকালের জন্ত পুত্র-পৌত্রশালী ও দেবতুল্য
 হইয়া ‘মালব’-নামে বিখ্যাত হইবে” ॥৫৬॥

প্রতাপশালী ধৰ্ম্মরাজ যম সাবিত্রীকে এই প্রকার বর দান করিয়া এবং তাঁহাকে
 ফিরাইয়া দিয়া আপন ভবনেই চলিয়া গেলেন ॥৫৭॥

যম চলিয়া গেলে সাবিত্রীও ভর্তার জীবনের বর লাভ করিয়া—যেখানে তাঁহার
 শবদেহ ছিল, সেইখানে গেলেন ॥৫৮॥

(৫৯) শ্লোকঃ পরম্ “সংজ্ঞাঞ্চ ন পুনর্লব্ধা সাবিত্রীমভ্যভাবত । প্রোহ্যাগত ইব প্রেম্ণা
 পুনঃ পুনরদীক্ষ্য বৈ । সত্যবাস্তুবাচ । স্বচিরং বত স্বপ্তোহস্মি কিমর্থং নাববোধিতঃ । ক
 চাসৌ পুরুষঃ শ্রামো যোহসৌ মাং সৎকরষ হ ।” ইতি শ্লোকদ্বয়মধিকম্—বা ব কা নি ।

সাবিত্র্যবাচ । *

বিশ্রান্তোহসি মহাভাগ ! বিনিদ্রশ্চ নৃপাত্মজ ! ।

যদি শক্যং সমুত্তিষ্ঠ বিগাঢ়াং পশ্য শৰ্ব্বরীম্ ॥৬০॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

উপলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং স্তম্ভস্থপ্ত ইবোথিতঃ ।

দিশঃ সৰ্ব্বা বনাস্তাংশ্চ নিরীক্ষ্যেয়াবাচ সত্যবান্ ॥৬১॥

ফলাহারোহস্মি নিজ্ঞান্তস্তৃয়া সহ স্তম্ভাধ্যমে ! ।

ততঃ পাটয়তঃ কাষ্ঠং শিরসো মে রুজাভবৎ ॥৬২॥

শিরোহভিতাপসন্তপ্তঃ স্নাতুং চিরমশরুবন্ ।

তবোৎসঙ্গে প্রস্থপ্তোহস্মি ইতি সৰ্ব্বং স্মরে শুভে ! ॥৬৩॥

ভারতকৌমুদী

সেতি । ভূমৌ শয়িতমিতি শেষঃ । উৎসঙ্গে ক্রোড়ে ॥৫৯॥

বিশ্রান্ত ইতি । বিনিদ্রঃ অপগতনিদ্রঃ । বিগাঢ়াং বিশেষপ্রবৃত্তাম্ ॥৬০॥

উপেতি । সংজ্ঞাং চৈতন্যম্, স্তম্ভস্থপ্তঃ স্তম্ভকালে স্তম্ভেন নিদ্রিতঃ ॥৬১॥

ফলেতি । ফলাহার ইতি পূৰ্ব্ববদ্ব্যাখ্যানম্ । রুজা পীড়া ॥৬২॥

শির ইতি । শিরসঃ অভিতাপেন বেদনয়া সন্তপ্তঃ । স্মরে স্মরামি ॥৬৩॥

তিনি সেখানে যাইয়া, ভৰ্ত্তাকে ভূতলে শয়িত দেখিয়া, তাঁহাকে ধরিয়া এবং তাঁহার মাথাটা কোলে তুলিয়া লইয়া, ভূতলে উপবেশন করিলেন ॥৫৯॥

পরে সাবিত্রী বলিলেন—“মহাভাগ রাজপুত্র ! আপনার বিশ্রাম করা হইয়াছে এবং নিদ্রাও ভাঙ্গিয়াছে ; এখন যদি পারেন, তবে গাত্রোত্থান করুন, দেখুন—রাত্রি অধিক হইয়াছে” ॥৬০॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“তাহার পর সত্যবান্ চৈতন্য লাভ করিয়া, স্তম্ভনিদ্রিতের ন্যায় উঠিয়া বসিয়া সমস্ত দিক্ ও বনপ্রান্ত দেখিয়া বলিলেন—॥৬১॥

“স্তম্ভাধ্যমে ! আমি ফলাহার করিবার জন্ত তোমার সহিত নির্গত হইয়াছিলাম ; তাহার পর কাষ্ঠ কাঁড়িবার সময়ে আমার শিরঃপীড়া হইয়াছিল ॥৬২॥

কল্যাণি ! তৎপরে সেই শিরঃপীড়ায় আকুল হইয়া, বহুকাল দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া, তোমার কোলে ঘুমাইয়াছিলাম ; এ সমস্ত বৃত্তান্তই আমার স্মরণ পড়িতেছে ॥৬৩॥

* অয়ং পাঠঃ পিতামহপুস্তকে নাস্তি । ইতঃ পরঞ্চ—“সুচিরং স্তম্ভং প্রস্থপ্তোহসি মমাক্ষে পুরুষবর্ষ ! । গতঃ স ভগবান্ দেবঃ প্রজাসংযমনো যমঃ ॥” অয়ং শ্লোকচাধিকঃ—বা ব কা নি ।

স্বয়োপগৃহ্য চ মে নিদ্রয়াপহতং মনঃ ।
 ততোহপশ্যং তমো ঘোরং পুরুষঞ্চ মহোজসম্ ॥৬৪॥
 তদ্যদি ত্বং বিজ্ঞানাসি কিং তদ্ব্রুহি স্তমধ্যমে ! ।
 স্বপ্নেন যদি বা দৃষ্টো যদি বা সত্যমেব তং ॥৬৫॥
 তমুবাচাথ সাবিত্রী রজনী ব্যবগাহতে ।
 স্বপ্তে সৰ্ব্বং যথাব্রতমাধ্যাস্তামি নৃপাত্মজ ! ॥৬৬॥
 উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রং তে পিতরৌ পশ্য স্তব্রত ! ।
 বিগাঢ়া রজনী চেয়ং নিব্রতশ্চ দিবাকরঃ ॥৬৭॥
 নক্তঞ্চরাশ্চরন্ত্যেতে হৃষ্টাঃ ক্রুরাভিভাষিণঃ ।
 শ্রায়ন্তে পৰ্ণশব্দাশ্চ যুগাণাং চরতাং বনে ॥৬৮॥

ভারতকৌমুদী

স্বপ্নেতি । উপগৃহ্য আনিস্তিত্য । তমঃ অন্ধকারম্ ॥৬৪॥
 তদিতি । যমেন সত্যবতো নিদ্রাশরীরহরণকালে তচ্ছরীরে পঞ্চজ্ঞানেজিয়সস্বৈপি
 তেবামতি স্তম্বহাদধিষ্ঠানভূতগোলকাত্তভাবাচ্চ তস্ত যমদর্শনতদালাপশ্রবণাসম্ভব আপাদিতি
 ভাবঃ । অতএবেদৃশং পৃষ্টমিতি বোধ্যম্ ॥৬৫॥
 তমিতি । ব্যবগাহতে আধিক্যেন বৰ্ত্ততে । স্বঃ পরদিনে ॥৬৬॥
 উত্তিষ্ঠেতি । তে তব ভদ্রং মঙ্গলমস্থিতি শেষঃ । নিব্রতঃ চিরমেবাস্তং গতঃ ॥৬৭॥
 নক্তমিতি । নক্তঞ্চরা রাত্রিচরাঃ প্রাণিণঃ, ক্রুরাভিভাষিণঃ নিষ্ঠুরবকারিণঃ ॥৬৮॥

তুমি যখন আমাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলে, তখন আমার মন নিদ্রায়
 অভিভূত হইয়াছিল; তৎপরে আমি ভয়ঙ্কর অন্ধকার ও মহাতেজা একটা
 পুরুষকে দেখিয়াছিলাম ॥৬৪॥

স্তমধ্যমে! তুমি যদি সে ব্রতাস্ত জ্ঞান, তবে তাহা বল; আমি কি স্বপ্নে
 সেই পুরুষটাকে দেখিয়াছিলাম? না, তাহা সত্যই ছিল? ॥৬৫॥

তাহার পর সাবিত্রী সত্যবান্কে বলিলেন—“রাজপুত্র! রাত্রি অধিক
 হইতেছে; অতএব কল্যা আপনার নিকট যথাবৎ ব্রতাস্ত সমস্ত বলিব ॥৬৬॥

স্তব্রত! উঠুন উঠুন, আপনার মঙ্গল হউক। সূর্য্য অস্ত গিয়াছেন,
 রাত্রিও অধিক হইতেছে; অতএব যাইয়া পিতা-মাতার সহিত সাক্ষাৎ
 করুন ॥৬৭॥

কর্কশভাষী এই সকল রাত্রিচর প্রাণীরা আনন্দিত হইয়া বিচরণ করিতেছে
 এবং পশুরাও বনে বিচরণ করিতেছে, তাহাতে পাতার শব্দ শুনা যাই-
 তেছে ॥৬৮॥

এতা ঘোরান্ শিবা নাদান্ দিশং দক্ষিণপশ্চিমাম্ ।

আস্থায় বিরবন্ত্যত্রোঃ কম্পয়ন্ত্যো মনো মম ॥৬৯॥

সত্যবানুবাচ ।

বনং প্রতিভয়াকারং ঘনেন তমসা বৃতম্ ।

ন বিজ্ঞাস্তসি পশ্চানং গন্তুঞ্চৈব ন শক্ষ্যসি ॥৭০॥

সাবিত্র্যুবাচ ।

অগ্নিন্নত্য বনে দগ্নে শুষ্কবৃক্ষঃ স্থিতো জ্বলন্ ।

বায়ুনা ধম্যমানোহত্র দৃশ্যতেহগ্নিঃ কচিৎ কচিৎ ॥৭১॥

ততোহগ্নিমানয়িত্বেহ জ্বলয়িষ্যামি সর্ববতঃ ।

কার্ত্তানীমানি সন্তীহ জহি সন্তাপমাত্মনঃ ॥৭২॥

যদি নোৎসহসে গন্তুং সরজং ত্বাং হি লক্ষ্যে ।

ন চ জ্ঞাস্তসি পশ্চানং তমসা সংবৃতে বনে ॥৭৩॥

শ্বঃ প্রভাতে বনে দৃশ্যে যাস্ত্যাবোহনুমতে তব ।

বসাবেহ ক্ষপামেকাং রুচিতং যদি তেহনঘ ! ॥৭৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

এতা ইতি । শিবাঃ শৃগালাঃ । আস্থায় আশ্রিত্য, নাদান্ কবন্তি কুর্কন্তি ॥৬৯॥

বনমিতি । প্রতিভয়াকারং ভয়ঙ্কররূপম্ । বিজ্ঞাস্তসি ত্রক্ষ্যসি ॥৭০॥

অগ্নিন্নিতি । ধম্যমানঃ জ্বল্যমানঃ । কক্ষ্যপি ধমাদেশ আর্ষঃ ॥৭১॥

তত ইতি । আনয়িত্বা আনীয় । জহি ত্যজ, সন্তাপমুদ্বেগম্ ॥৭২॥

যদীতি । নোৎসহসে ন শক্লোষি । তদেতি শেষঃ, শ্বঃ পরদিনে ॥৭৩—৭৪॥

এই ভয়ঙ্কর শৃগালগুলি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যাইয়া, আমার মন কাঁপাইতে থাকিয়া ভয়ঙ্কর রব করিতেছে” ॥৬৯॥

সত্যবান্ বলিলেন—“একে ভয়ঙ্কর মূর্তি বন, তাহাতে আবার নিবিড় অন্ধকারে আবৃত ; এ অবস্থায় তুমি পথ দেখিতে পাইবে না, গমন করিতেও পারিবে না” ॥৭০॥

সাবিত্রী বলিলেন—“আজ এই বন দগ্ন হইয়াছে, তাহাতে এখনও একটা শুষ্কবৃক্ষ জ্বলিতেছে এবং কোথাও কোথাও বায়ু অগ্নি জ্বলাইয়া রাখিয়াছে, দেখা যাইতেছে ॥৭১॥

অতএব সেই সকল স্থান হইতে অগ্নি আনয়ন করিয়া এখানে সকল দিকে অগ্নি জ্বলাইব ; এই কাষ্ঠগুলি এখানে রহিয়াছে ; অতএব আপনি আপনার উদ্বেগ ত্যাগ করুন ॥৭২॥

সত্যবানুবাচ ।

শিরোরক্ষা নিবৃত্তা মে হৃৎস্থানুঙ্গানি লক্ষয়ে ।

মাতাপিতৃত্যামিচ্ছামি সঙ্গমং স্বপ্নপ্রসাদজম্ ॥৭৫॥

ন কদাচিদ্ধিকালে হি গতপূর্বোহহমাত্মজান্ ।

অনাগতায়াম্ সন্ধ্যায়াম্ মাতা মে প্রেরণাক্তি মায্ ॥৭৬॥

দিবাপি যয়ি নিজ্জ্ঞান্তে সন্তপোতে গুরু যম ।

বিচিনোতি হি মাং তাতঃ সইবাত্মমবাসিভিঃ ॥৭৭॥

মাত্রা পিত্রা চ হৃৎস্থং দুঃখিতাত্ম্যমহং পুরা ।

উপালব্ধশ্চ বহুশ্চিরেণাগচ্ছসীতি হি ॥৭৮॥

তারতকৌমুদী

শির ইতি । লক্ষয়ে অহভবামি । সঙ্গমং সম্মেলনম্ ॥৭৫॥

নেতি । বিকালে অসময়ে । অনাগতায়াম্ অচিন্ত্যবিকৃত্যাম্ ॥৭৬॥

দিবেতি । গুরু মাতাপিতরৌ । বিচিনোতি অস্থিরতি ॥৭৭॥

মাত্রেতি । উপালব্ধস্তিরকৃতঃ, চিরেণাগতিবিনশেন, আগচ্ছসীতি কৃৎবা ॥৭৮॥

আপনাকে এখনও কগ্ণের মতই দেখিতেছি এবং বনটীও অন্ধকারাবৃত হইয়াছে; অতএব আপনি যদি পথ দেখিতে না পান, কিংবা গমন করিতে সমর্থ না হন, তবে আপনার অনুমতি হইলে, কল্যাণ প্রভাতে বন দেখা যাইতে থাকিলে আমরা যাইব। হে নিষ্পাপ! আপনার যদি ইচ্ছা হয়, তবে আমরা এক রাত্রি এইখানেই বাস করিব” ॥৭৩—৭৪॥

সত্যবান্ বলিলেন—“আমার শিরঃপীড়া গিয়াছে এবং শরীরটাকেও জুস্থলি করিয়াই বোধ করিতেছি; অতএব তোমার ইচ্ছা হইলে, আমি আমার মাতা ও পিতার সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা করি ॥৭৫॥

কারণ, আমি পূর্বের কখনও অসময়ে আশ্রমে যাই নাই এবং সন্ধ্যা সন্নিহিত হইলে, আমার মাতা আমাকে রুদ্ধ করেন ॥৭৬॥

এমন কি আমি দিনেও নির্গত হইলে, আমার মাতা ও পিতা দুই জনই উদ্ভিন্ন হন। তাঁর পর, আমার পিতা আশ্রমবাসীদের সহিত মিলিত হইয়া আমাকে অন্বেষণ করিতে থাকেন ॥৭৭॥

মাতা ও পিতা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পূর্বের বহুবার আমাকে এইরূপ তিরস্কার করিয়াছেন যে, ‘তুই বড় বিলম্ব করিয়া আসিস্’ ॥৭৮॥

(৭৫) হৃৎস্থানুঙ্গানি লক্ষয়ে—বা ব কা নি । (৭৬) ন কদাচিদ্ধি কালে হি গতপূর্বো অমাত্মজ—বা ব কা, ন কদাচিদ্ধি কালে হি—পি । (৭৮) উপলব্ধঃ স্ববহুশ্চ—কা ।

কা অবস্থা তরোরত্ত মদর্থমিতি চিন্তয়ে ।
 তরোরদৃশ্যে ময়ি চ মহদুঃখং ভবিষ্যতি ॥৭৯॥
 পুরা মামুচতুশ্চৈব রাজাবশ্রায়মাণকৌ ।
 ভৃশং হৃদুঃখিতৌ বুদ্ধৌ বহুশঃ প্রীতিসংযুতৌ ॥৮০॥
 ত্বয়া হীনৌ ন জীবাব মুহূর্ত্তমপি পুত্রক ! ।
 যাবদ্ধরিশ্বসে পুত্র ! তাবমৌ জীবিতং ধ্রুবম্ ॥৮১॥
 বুদ্ধয়োঃস্বয়োর্যষ্টিভূয়ি বংশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ।
 ত্বয়ি পিণ্ডশ্চ কীর্ত্তিশ্চ সন্তানশ্চাবয়োরিতি ॥৮২॥
 মাতা বুদ্ধা পিতা বুদ্ধস্তয়োঃষষ্টিবহুং কিল ।
 তৌ রাজ্রৌ মামপশ্যন্তৌ কামবস্থায় গমিষ্যতঃ ॥৮৩॥
 নিদ্রায়াশ্চাত্যসূয়ামি মন্তা হেতোঃ পিতা মম ।
 মাতা চ সংশয়ং প্রাপৎ যৎকৃত্তেহনপকারিণৌ ॥৮৪॥

ভারতকৌয়দী

কেতি । অবস্থা জাতেতি শেবঃ ॥৭৯॥
 পুরতি । অত্র নয়নজলগুণমজ্জাবিতি অশ্রায়মাণকৌ ক্রন্দন্তাবিত্যর্থঃ ॥৮০॥
 যমেতি । ধরিশ্বসে অবস্থাস্তসে । নৌ আব্রয়োঃ ॥৮১॥
 বুদ্ধয়োরিতি । যষ্টিষষ্টিবহুবলধনম্ । সন্তানৌ বংশবিস্তারঃ ॥৮২॥
 মাত্যেতি । কামবস্থায় গমিষ্যতঃ, উদ্দেশেনাতীবহুবস্থায় গমিষ্যত ইত্যর্থঃ ॥৮৩॥
 আজ্ঞ আমার জন্ত তাঁহাদের যে কিরূপ অবস্থা হইয়াছে, ইহাই আমি চিন্তা করিতেছি। (বোধ হয়—) আমাকে না দেখায় তাঁহাদের গুরুতর দুঃখ হইয়া থাকিবে ॥৭৯॥
 পূর্বে একদিন রাজিতে বুদ্ধ, অতিদুঃখিত ও স্নেহপরায়ণ পিতা ও মাতা রোদন করিতে করিতে আমাকে বলিয়াছিলেন—॥৮০॥
 “পুত্র ! তোমাকে ছাড়িয়া আমরা মুহূর্ত্ত কালও বাঁচিব না; সুতরাং তুমি যতকাল থাকিবে, আমাদের জীবনও ততকালই থাকিবে ॥৮১॥
 আমরা বুদ্ধ ও অন্ধ হইয়াছি; সুতরাং তুমি আমাদের যষ্টি, তোমার উপরে আমাদের বংশপ্রতিষ্ঠা ও বংশবিস্তার এক তোমার উপরেই আমাদের পিণ্ড ও কীর্ত্তির প্রত্যাশা রহিয়াছে” ॥৮২॥
 মাতা বুদ্ধ হইয়াছেন, পিতাও বুদ্ধ হইয়াছেন; সুতরাং আমি তাঁহাদের যষ্টি; অতএব আমাকে না দেখিয়া এই রাজিতে তাঁহারা কি অবস্থা ভোগ করিবেন ॥৮৩॥
 (৮৪)---মাতা চ সংশয়ং প্রাপ্তা—বা ব কা ।

অহং সংশয়ং প্রাপ্তঃ কৃচ্ছ্রামাপদমাস্থিতঃ ।
 মাতাপিতৃভ্যাং হি বিনা নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥৮৫॥
 ব্যক্তমাকুলয়া বুদ্ধ্যা প্রজ্ঞাচক্ষুঃ পিতা মম ।
 একৈকমস্তাং বেলায়াং পৃচ্ছত্যাশ্রমবাসিনম্ ॥৮৬॥
 নাত্মানমনুশোচামি যথাহং পিতরং শূভে ! ।
 ভর্তারক্ষাপ্যনুগতাং মাতরং পরিতুর্বলাম্ ॥৮৭॥
 মৎকৃতেন হি তাবত সস্তাপং পরমেষ্ঠ্যতঃ ।
 জীবন্তাবনুজীবামি ভর্তব্যৌ তৌ ময়েতি হ ।
 তয়োঃ প্রিয়ং মে কর্তব্যমিতি জানামি চাপ্যহম্ ॥৮৮॥

ভারতকৌমুদী

নিজ্রা ইতি । অভ্যুত্থামি সর্বথা দোষমাবিকরোমি । মৎকৃতে মন্নিমিত্তে ॥৮৪॥
 অহমিতি । সংশয়ং জীবনসন্দেহম্, কৃচ্ছ্রাং কৃচ্ছ্রজনিকাম্ । উৎসহে শক্লোমি ॥৮৫॥
 ব্যক্তমিতি । ব্যক্তং ধ্রুবম্ । প্রজ্ঞা বুদ্ধিরেব চক্ষুর্ধ্বস্ত সঃ অন্ধ ইত্যর্থঃ ॥৮৬॥
 নেতি । ভর্তারমতুগতামিত্যেনে ইয়মপি গাঙ্কারীবদেব চক্ষুর্বেষ্টনেনাকীভূতেতি
 স্থচিতম্ ॥৮৭॥
 মদिति । মৎকৃতেন মন্নিমিত্তেন । পরমত্যন্তম্ । বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৮৮॥

অতএব আমি নিজ্রার উপরেই দোষারোপ করিতেছি; যাহার জন্ম
 আমার পিতা ও মাতা আমার কারণে জীবনসন্দেহে উপস্থিত হইয়াছেন;
 অথচ তাঁহারা আমার অপকারী নহেন ॥৮৪॥

এব আমিও এই কষ্টকর বিপদে পতিত হইয়া জীবনসন্দেহে উপস্থিত
 হইয়াছি । কারণ, আমিও, মাতা এবং পিতাকে ছাড়িয়া জীবিত থাকিতে
 পারিব না ॥৮৫॥

নিশ্চয়ই আমার অন্ধ পিতা বিহ্বল চিত্তে এই সময়ে আশ্রমবাসী এক এক
 জনকে আমার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন ॥৮৬॥

কল্যাণি । আমি যেমন আমার পিতার বিষয়ে এবং ভর্তার অনুগামিনী
 ও অতিতুর্বলা মাতার বিষয়ে শোক করি, নিজের বিষয়ে তেমন শোক করি
 না ॥৮৭॥

হায় । আজ আমার জন্ম তাঁহারা গুরুতর কষ্ট ভোগ করিতেছেন ।
 তাঁহারা বাঁচিয়া আছেন, তাই, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আমিও বাঁচিয়া
 আছি ; তাঁহাদিগকে আমার ভরণ-পোষণ করিতে হইবে এবং তাঁহাদের প্রিয়-
 কার্য্য আমার করিতে হইবে ; ইহাই আমি জানি” ॥৮৮॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

এবমুক্ত্বা স ধর্মান্না গুরুভক্তো গুরুপ্রিয়ঃ ।
 উচ্ছিত্য বাহু দুঃখার্ভঃ সম্বরং প্ররুরোদ হ ॥৮৯॥
 ততোহব্রবীত্তথা দৃষ্ট্বা ভর্তারং শোককর্ষিতম্ ।
 বিমূঢ়্যাক্রাণি নেত্রাভ্যাং সাবিত্রী ধর্মচারিণী ॥৯০॥
 যদি মেহস্তি তপস্তপ্তং যদি দত্তং হৃতং যদি ।
 স্বশ্রদ্ধাশুভভর্তৃণাং মম পুণ্যাহস্ত শর্করৌ ॥৯১॥
 ন স্মরাম্যুক্তপূর্ব্বাং বৈ শ্বৈরেষপ্যনুতাং গিরম্ ।
 তেন সত্যেন তাবগ্ন দ্বিয়েতাং স্বশুরৌ মম ॥৯২॥

সত্যবানুবাচ ।

কাময়ে দর্শনং পিত্রোর্ধাহি সাবিত্রি ! মা চিরম্ ।
 পুরা মাতুঃ পিতুর্বাপি যদি পশ্যামি বিপ্রিয়ম্ ।
 ন জীবিস্যে বরারোহে ! সত্যেনাত্মানমালভে ॥৯৩॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । উচ্ছিত্য উত্তোল্য । সম্বরং যুক্তকণ্ঠম্ ॥৮৯॥
 তত ইতি । নেত্রাভ্যাং সত্যবতো নয়নযুগলাং অক্রাণি বিমূঢ়্যেতি সংদ্বঃ ॥৯০॥
 যদীতি । পুণ্য পুণ্যবশাং মঙ্গলময়ী ॥৯১॥
 নেতি । শ্বৈরেষপি স্বচ্ছন্দালাপেষপি । দ্বিয়েতাং স্বহাববভিষ্টেয়াতাম্ ॥৯২॥
 কাময় ইতি । পুরা আগামিনি কালে, বিপ্রিয়ং ভাবম্ । আলভে স্পৃশামি । ষট্‌পাদো-
 দ্বয়ং শ্লোকঃ ॥৯৩॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“গুরুভক্ত, গুরুপ্রিয় ও ধর্মান্না সত্যবান্ এইরূপ বলিয়া, দুঃখার্ভ হইয়া, বাহুযুগল উত্তোলন করিয়া, যুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন ॥৮৯॥

তাহার পর ধর্মচারিণী সাবিত্রী স্বামীকে সেইরূপ শোকার্ভ দেখিয়া, তাহার নয়নযুগল হইতে অশ্রুজল মার্জন করিয়া বলিলেন—॥৯০॥

“আমি যদি তপস্তা করিয়া থাকি, যদি দান করিয়া থাকি এবং যদি হোম করিয়া থাকি, তবে আমার স্বশুর, শাশুরী ও স্বামীর পক্ষে এই রাত্রি মঙ্গলময় হউক ॥৯১॥

আমি পূর্ব্বে স্বচ্ছন্দালাপের সময়েও যে মিথ্যা কথা বলিয়াছি, এমন মনে পড়ে না। সেই সত্যধর্মবশতঃ আজ আমার স্বশুর ও শাশুরী সুস্থ থাকুন” ॥৯২॥

যদি ধর্ম্যে চ তে বুদ্ধির্নাশেচ্ছীবন্তমিচ্ছসি ।

মম প্রিয়ং বা কর্তব্যং গচ্ছাবাশ্রমমন্তিকাত্ ॥৯৪॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

সাবিত্রী তত উথায় কেশান্ সংযম্য ভাবিনী ।

পতিমুখাপয়ামাস বাহুভ্যাং পরিগৃহ্ণ বৈ ॥৯৫॥

উথায় সত্যবাংশচাপি প্রযুক্ত্যঙ্গানি পাণিনা ।

সর্বা দিশঃ সমালোক্য কঠিনে দৃষ্টিমাদধে ॥৯৬॥

তমুবাচাথ সাবিত্রী শ্বঃ ফলানি হরিস্মসি ।

যোগক্ষেমার্থমেতং তে নেয়ামি পরশুং ব্রহ্ম ॥৯৭॥

ভারতকৌমুদী

যদীতি । কর্তব্যং যম্মা । অস্তিকাদম্মাদেশাৎ ॥৯৪॥

সাবিত্রীতি । সংযম্য বন্ধন, ভাবিনী আশ্রমগমনায় চেষ্টাশালিনী ॥৯৫॥

উথ্যেতি । কঠিনে ঐক্যসপ্ত্রিতব্রহ্মল্যাম্, আদর্শে, অপর্যায়াম্ ॥৯৬॥

ভারতভাবদীপঃ

যম্মাদেশোঃ সাবিত্র্যা ইতি ॥৫৫—৫৭॥ শাবং শ্রামম্ ॥৫৮—৭২॥ অসায়মাগকৌ রদন্তৌ
৥৮০॥ নৌ আবয়োঃ ৥৮১—৮৫॥ প্রজাচক্ষুবন্ধঃ ৥৮৬—৯১॥ শ্রিত্তেতাং জীবিতাম্, যন্তরৌ
ঋত্বন্তরৌ ৥৯২—৯৫॥ কঠিনে ফলপূর্ণ পাণ্ড্রে ৥৯৬—১০৩॥

ইতি ত্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৫১॥

সত্যবান্ বলিলেন—“সাবিত্রি । আমি আমার পিতা ও মাতার দর্শন
কামনা করি ; অতএব চল, বিলম্ব করিও না । বরারোহে । আমি যদি
পরে পিতার বা মাতার কোন অপ্রিয় অবস্থা দেখি, তবে জীবন ধারণ করিতে
পারিব না । শপথ করিয়া হৃদয় স্পর্শ করিতেছি ॥৯৩॥

তোমার যদি ধর্ম্যে মতি থাকে, আমাকে যদি জীবিত রাখিতে ইচ্ছা কর
এবং আমার প্রিয়কর্ম্য যদি তোমার কর্তব্য হয়, তবে চল, আমরা এস্থান
হইতে আশ্রমে যাই” ॥৯৪॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“তাহার পর সাবিত্রী আশ্রমগমনের জন্ত উদযোগিনী
হইয়া গাত্রোখানপূর্বক কেশবন্ধন করিয়া বাহুগলদ্বারা ধরিয়া সত্যবান্কে
উত্তোলন করিলেন ॥৯৫॥

সত্যবান্ও উঠিয়া হস্তদ্বারা অঙ্গ মার্জন করিয়া, সকল দিক্ দেখিয়া, ফল-
পূর্ণ সেই থলিয়ার উপরে দৃষ্টিপাত করিলেন ॥৯৬॥

(৯৭)....শ্বঃ ফলানি হ নেয়সি—পি ।

কুত্বা কঠিনভারং সা বৃক্ষশাখাবলম্বিনম্ ।
 গৃহীত্বা পরশুং ভর্তুঃ সকাশে পুনরাগমৎ ॥১৮॥
 বামে ক্ষুদ্রে তু বামোরুর্ভর্তুর্ভাং নিবেশ্য চ ।
 দক্ষিণেন পরিষ্রজ্য জগাম গজগামিনী ॥১৯॥

সত্যবানুবাচ ।

অভ্যাসগমনাস্তীক্ৰ ! পস্থানো বিদিতা মম ।
 বৃক্ষান্তরালোকিতয়া জ্যোৎস্নয়া চাপি লক্ষয়ে ॥১০০॥
 আগতো যঃ পথা যেন কলান্তবচিত্তানি চ ।
 যথাগতং শুভে ! গচ্ছ পস্থানং মা বিচারয় ॥১০১॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । স্বঃ পরদিনে । যোগক্ষেমার্থং সাংসারিককার্যাসম্পাদনার্থম্ ॥১৭॥
 কুত্বেতি । কঠিনভারং ফলভারবৎ কঠিনং ফলপূর্ণং বজ্রহালীমিতি যাবৎ ॥১৮॥
 বাম ইতি । বামো মূলরো উরু যন্তাঃ সা বামোরুঃ গজগামিনী চ সাবিদ্রী, ভর্তুঃ
 তা বামং বাহুং প্রদ্য্য আত্মনো বামে ক্ষুদ্রে নিবেশ্য চ, আত্মনো দক্ষিণেন বাহুনা
 ভর্ত্বায় পরিষ্রজ্য আলিঙ্গনপ্রকারেণ বৃক্ষা, জগাম গন্তমারেতে ॥১৯॥
 অভ্যাসেতি । হে ভীক্ৰ ! অভ্যাসেন পৌনঃপুন্তেন গমনাৎ, অদর্শনেহপি পস্থানো মম
 বিদিতাঃ । কিঞ্চ বৃক্ষান্তরাণি আলোকিতানি যয়া তয়া জ্যোৎস্নয়াপি, লক্ষয়ে পথঃ পশ্যামি ।
 ততঃসানারালে নৈব গন্তুং শক্যমিতি ভাবঃ ॥১০০॥
 আগতাবিতি । স্ব আবাগিতি শেষঃ । অবচিত্তানি আবাত্যাং গৃহীতানি ॥১০১॥

তাহার পর সাবিদ্রী তাঁহাকে বলিলেন—“কাল ফলগুলি লইয়া যাইবেন ;
 আমি এখন সাংসারিক কার্য নিৰ্ব্বাহের জন্ত আপনার এই কুরুলখানা লইয়া
 যাইব” ॥১৭॥

এই কথা বলিয়া সাবিদ্রী সেই ফলের থলিয়াটাকে গাছের ডালে ঝুলাইয়া
 রাখিয়া, কুরুলখানা লইয়া পুনরায় স্বামীর নিকটে আসিলেন ॥১৮॥

তাহার পর মূলরোরুগলশালিনী ও গজগামিনী সাবিদ্রী সত্যবানের বাম
 বাহু নিজের বামক্ষুদ্রে স্থাপনপূর্ব্বক নিজের দক্ষিণ বাহুদ্বারা সত্যবানকে
 জড়াইয়া ধরিয়া যাইতে লাগিলেন” ॥১৯॥

সত্যবান্ বলিলেন—“ভীক্ৰ ! বার বার যাতায়াত করায় এই পথগুলি
 আমার জানা আছে ; বিশেষতঃ জ্যোৎস্না আসিয়া বৃক্ষের অন্তরালদেশ
 আলোকিত করিতে থাকায় পথগুলি দেখাও যাইতেছে ॥১০০॥

অতএব কল্যাণি । আমরা যে পথে আসিয়াছিলাম এবং আসিয়া কল

(১৯) বামে ক্ষুদ্রে তু সাবিদ্রী ভর্তুর্ভাং নিগৃহ সা—পি ।

পলাশবৃগুণৈরতস্মিন্ পহ্না ব্যাবৰ্ত্ততে দ্বিধা ।

তস্তোত্তরেণ যঃ পহ্নাস্তেন গচ্ছ ত্বরশ্চ চ ॥১০২॥

স্বস্থোহস্মি বলবানস্মি দিদৃক্ষুঃ পিতরাবুভৌ ।

ব্রহ্মমেবং ত্বরাযুক্তঃ স প্রায়াদাশ্রমং প্রতি ॥১০৩॥

ইতি ক্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াকিক্যাং বনপৰ্ব্বাণি দ্রৌপদী-
হরণে সাবিত্র্যপাখ্যানেন সত্যবদাশ্রমাগমনেন একপঞ্চাশদধিক-

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—ঃ*ঃ—

দ্বিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃ*ঃ—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

এতস্মিন্নেব কালে তু দ্যুমৎসেনো মহাবলঃ ।

লব্ধচক্ষুঃ প্রসম্মায়াং দৃষ্ট্যাং সৰ্ব্বং দদর্শ হ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

পলাশেতি । পলাশবৃগুণৈঃ পলাশবৃক্ষসমূহৈঃ, এতস্মিন্ স্থানে ॥১০২॥

স্বস্থ ইতি । স্বস্থোহস্মি বলবানস্মি, পিত্রোর্দিদৃক্ষাবশাদেবেতি ভাবঃ ॥১০৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্ব্বাণি

দ্রৌপদীহরণে একপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

চয়ন করিয়াছিলাম, সেই যথাগত পথেই গমন করিতে থাক, কোন ইতস্ততঃ
করিও না ॥১০১॥

এইখানে পলাশবন থাকায় পথটা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে ; সুতরাং
এই পলাশবনের উত্তরদিব্ দিয়া যে পথটা গিয়াছে, সেই পথে চল এবং দ্রুত
চল ॥১০২॥

আমি স্বস্থ হইয়াছি, সবলও হইয়াছি এবং পিতা ও মাতা উভয়কেই দেখিতে
ইচ্ছা করিতেছি” । এইরূপ বলিতে বলিতে সত্যবান্ সত্ত্বর আশ্রমের দিকে গমন
করিতে লাগিলেন” ॥১০৩॥

(১০২) পলাশথণ্ডে চৈতস্মিন্...বা ব কা নি । (১০৩) স্বস্থোহস্মি বলবানস্মি...বা ব
কা নি । * ‘...চতুরশীত্যধিকদ্বিশততমঃ...’ —পি, ‘...ষষ্ণবত্যধিকদ্বিশততমঃ...’ —বা ব,
‘...সপ্তনবত্যধিকদ্বিশততমঃ...’ —কা, ‘...অষ্টনবত্যধিকদ্বিশততমঃ...’ —নি ।

(১)...দ্যুমৎসেনো মহাবনে—পি ।

বন-৩০৮ (১১)

স সৰ্বানাত্মমান্ গতা শৈব্যয়া সহ ভার্যয়া ।
 পুত্রহেতোঃ পরামাৰ্হিঃ জগাম ভৱতৰ্ঘভ ! ॥২॥
 তাবাত্মমান্ নদীশ্চৈব বনানি চ সরাংসি চ ।
 তস্মাং দিশি বিচিন্ত্যন্তো দম্পতী পরিজগ্মতুঃ ॥৩॥
 শ্ৰুত্বা শব্দন্ত যং কন্ধিদ্ধুমুখো হুতশক্ৰয়া ।
 সাবিত্রীসহিতোহভ্যেতি সত্যবানিত্যভাষতাম্ ॥৪॥
 ভিন্নৈশ্চ পরুষৈঃ পাদৈঃ সৰ্বণৈঃ শোণিতোক্ষিতৈঃ ।
 কুশকণ্টকবিদ্ধান্গাবুগ্নভাবিব ধাবতঃ ॥৫॥
 ততোহভিস্থত্য তৈৰ্বিপ্রৈঃ সৰ্বৈরাশ্রমবাসিভিঃ ।
 পরিবার্য্য সমাশ্বাস্ত্য তাবানীতো স্বমাত্মনাম্ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

এতন্নিরুতি । দৃষ্ট্যং চক্ষুৰি, প্রসন্নায়ং নির্মলতয়া কার্য্যক্ষমায়ং সত্যাম্ ॥১॥
 স ইতি । সৰ্বানাত্মমান্ গতাপি পুত্রমপ্রাপ্যোত্যর্থঃ, শৈব্যয়া তদাখ্যয়া ॥২॥
 তাবতি । বিচিন্ত্যন্তো অবিগন্তো, দম্পতী শৈব্যাদ্যমৎসেনো ॥৩॥
 শ্ৰুত্বেতি । হুতশক্ৰয়া হুতশ পদশব্দোহয়মিতি সম্ভাবনয়া ॥৪॥
 ভিন্নৈরिति । ভিন্নৈঃ কণ্টকাদিবিদৌর্গৈঃ, পরুষৈর্ধূলিকৈঃ । ধাবতন্তো ॥৫॥
 তত ইতি । অভিস্থত্যা উপগম্য । পরিবার্য্য পরিবেষ্ট্য ॥৬॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন —“এই সময়েই মহাবল ছ্যামৎসেন চক্ষু লাভ করিলেন এবং সে চক্ষু প্রসন্ন হওয়ায় সমস্তই দেখিতে লাগিলেন ॥১॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! তাহার পর তিনি ভার্য্যা শৈব্যার সহিত সকল আশ্রমে যাইয়াও পুত্রকে না পাইয়া পুত্রের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগ ভোগ করিতে লাগিলেন ॥২॥

ক্রমে তাঁহারা সাবিত্রী ও সত্যবান্কে অন্বেষণ করিতে থাকিয়া সেই দিকের আশ্রম, নদী, বন ও সরোবরগুলিতে বিচরণ করিতে থাকিলেন ॥৩॥

তাঁহারা যে কোন শব্দ শুনিয়া উদ্গতীব হইয়া পুত্রের পদশব্দ মনে করিয়া ‘সাবিত্রীর সহিত সত্যবান্ আসিতেছে’ এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥৪॥

ক্রমে তাঁহারা—বিদৌর্গ, ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত ও ধূলিপূর্ণ চরণে কুশ ও কণ্টক-বিদ্ধ দেহে উন্নতের স্থায় দৌড়াইতে থাকিলেন ॥৫॥

তাহার পর আশ্রমবাসী সেই সকল ব্রাহ্মণেরা যাইয়া পরিবেষ্টনপূর্ব্বক আশ্বস্ত করিয়া তাঁহাদিগকে আপন আশ্রমে আনয়ন করিলেন ॥৬॥

তত্র ভার্ধ্যাসহায়ঃ স বৃত্তো বৃদ্ধৈস্তপোবনৈঃ ।
 আশ্বাসিতো বিচিত্রার্থৈঃ পূর্বরাজ্ঞাং কথাশ্রয়ৈঃ ॥৭॥
 ততস্তো পুনরাশ্রস্তো বুদ্ধো পুত্রদিদৃক্ষয়া ।
 বাল্যবৃত্তানি পুত্রস্ত স্মরন্তো ভৃশদুঃখিতৌ ॥৮॥
 পুনরুজ্জ্বল্য চ করুণাং বাচং তৌ শোককর্মিতৌ ।
 হা পুত্র ! হা সাক্ষি ! বধু ! কাসি কাসীত্যরোদতাম্ ॥৯॥

সুবর্চা উবাচ ।

যথাস্ত ভার্ধ্যা সাবিত্রী তপসা চ দমেন চ ।
 আচারেণ চ সংযুক্তা তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১০॥

গৌতম উবাচ ।

বেদাঃ সাক্ষা ময়াধীতান্তপো য়ে সঙ্কিতং যত্নং ।
 কৌমারং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গুরবোহয়িম্শ্চ তোষিতাঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

তত্রোতি । ভার্ধ্যাসহায়ঃ শৈব্যয়া সহিতঃ, স দ্ব্যমৎসেনঃ ॥৭॥
 তত ইতি । পুত্রস্ত দিদৃক্ষয়া জষ্টমিচ্ছয়া পুনর্ভৃশদুঃখিতৌ অভবতামিতি শেষঃ ॥৮॥
 পুনরिति । হা পুত্র ! কাসি, হা সাক্ষি ! বধু ! কাসীত্যম্বয়ঃ ॥৯॥
 যথেনি । যথা বৃত্ত, তথা ততঃ । দৈদৃশী ধর্মচারিণী বিধবা ন ভবতীতি ভাবঃ ॥১০॥
 বেদা ইতি । অদৈর্ঘ্যাকরণাদিভিঃ সহেতি সাক্ষাঃ । ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ কৃতমিতি শেষঃ ॥১১॥

তখন বৃদ্ধ তপস্বীরা ভার্ধ্যার সহিত দ্ব্যমৎসেন রাজাকে পরিবেষ্টন করিয়া প্রাচীন রাজাদের বিচিত্র উপাখ্যান বলিয়া আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন ॥৭॥

তাহার পর সেই বৃদ্ধ রাজদম্পতি আশ্বস্ত হইয়াও পুত্রকে দেখিবার ইচ্ছায় এবং তাহার শৈশবের বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া আবার অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পড়িলেন ॥৮॥

তাহারা করুণ বাক্য বলিয়া পুনরায় শোকে অধীর হইলেন এবং ‘হা পুত্র ! তুমি কোথায় ? হা সাক্ষি ! বধু ! তুমি কোথায় ?’ এইভাবে রোদন করিতে লাগিলেন ॥৯॥

তখন ‘সুবর্চা’-নামে এক ব্রাহ্মণ বলিলেন—“ইহার ভার্ধ্যা সাবিত্রী যখন তপস্তা, ইন্দ্রিয়দমন ও আচারশালিনী, তখন সত্যবান্ জীবিত আছে” ॥১০॥

গৌতম বলিলেন—“আমি সাক্ষ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, গুরুতর তপস্তা করিয়াছি, কৌমারবয়সে ব্রহ্মচর্য্য করিয়াছি এবং গুরুগণ ও অগ্নির সন্তোষবিধান করিয়াছি ॥১১॥

(২) শ্লোকাৎ পরম্ ‘ব্রাহ্মণঃ সত্যবাক্ তেষামুবাচেন তদ্রোষচঃ....’—বা ব ক নি ।

সমাহিতেন চৌর্ণানি সৰ্ব্বাণ্যেব ব্রতানি মে ।
 বায়ুভক্ষোপবাসশ্চ কৃতো মে বিধিবৎ সদা ॥১২॥
 অনেন তপসা বেদ্বি সৰ্ব্বং পরচিকীৰ্ষিতম্ ।
 সত্যমেতন্নিবোধ জ্বং প্রিয়তে সত্যবানিতি ॥১৩॥
 শিষ্য উবাচ ।

উপাধ্যায়স্ত মে বক্তাদ্যথা বাক্যং বিনিঃসৃতম্ ।
 নৈব জাতু ভবেম্মিথ্যা তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১৪॥
 ঋষয় উচুঃ ।

যথাস্ত ভাৰ্য্যা সাবিত্রী সৰ্ব্বৈবেরেব স্তলক্ষণৈঃ ।
 অবৈধব্যকরৈযুক্তা তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১৫॥
 দান্ভ্য উবাচ । *

যথা দৃষ্টিঃ প্রবৃত্তা তে সাবিত্র্যাশ্চ যথা ব্রতম্ ।
 গতাহারমকৃত্বা তু তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

সমিতি । মে ময়া । বায়োরৈব ভক্ষো ভক্ষণং যস্মিন্ স তাদৃশ উপবাসঃ ॥১২॥
 অনেনেতি । পরেণ চিকীৰ্ষিতং কৰ্ত্তুমিষ্টম্ । প্রিয়তে অবতিষ্ঠতে জীবতীত্যর্থঃ ॥১৩॥
 উপেতি । উপাধ্যায়স্ত গৌতমস্ত । জাতু কদাচিৎ ॥১৪॥
 যথেষতি । যথা যতঃ । অবৈধব্যকরৈঃ অবৈধব্যাসূচকৈঃ । তথা ততঃ ॥১৫॥

আর আমি সমাহিত চিন্তে সকল ব্রত এবং সৰ্ব্বদা যথাবিধানে বায়ুমাত্র ভোজনে
 উপবাস করিয়াছি ॥১২॥

এই তপস্তার বলে আমি পরের সমস্ত অভিপ্রেত বিষয় জানিতে পারি ;
 অতএব রাজা । আপনি এই ঘটনা সত্য জানুন যে, সত্যবান্ জীবিত
 আছে ॥১৩॥

গৌতমের শিষ্য বলিল—“আমার অধ্যাপকের মুখ হইতে যখন এইরূপ বাক্য
 নির্গত হইয়াছে, তখন কখনও উহা মিথ্যা হইবে না ; সুতরাং সত্যবান্ নিশ্চয়ই
 জীবিত আছেন” ॥১৪॥

অশ্বাস্ত্র ঋষিরা বলিলেন—“সত্যবানের ভাৰ্য্যা সাবিত্রী যখন অবৈধব্যাসূচক সমস্ত
 স্তলক্ষণসম্পন্ন, তখন সত্যবান্ জীবিত আছে” ॥১৫॥

(১৫) শ্লোকান্ত পরম্ ‘ভারতাজ উবাচ । যথাস্ত ভাৰ্য্যা সাবিত্রী তপসা চ দমেন চ ।
 আচারেণ চ সংযুক্তা তথা জীবতি সত্যবান্ ॥’ ইতি স্ববৰ্চ্চ উক্তশ্লোকস্ত অমরূপঃ শ্লোকঃ
 পুনঃ বা ব ক্কা নি । * দান্ভ্য উবাচ—পি ।

আপস্তম্ব উবাচ । *

যথা নদন্তি শান্তায়াং দিশি বৈ মৃগপক্ষিণঃ ।
পার্শ্বিবেষা প্রবৃদ্ধিস্তে তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১৭॥

ধোম্য উবাচ ।

সর্কৈর্ভুক্তং গৈরুপেতন্তে যথা পুত্রো জনপ্রিয়ঃ ।
দীর্ঘায়ুর্লক্ষণোপেতন্তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১৮॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

এবমাখ্যাসিতৈস্তে সত্যবাগ্ভিত্তপশিভিঃ ।
তাংস্তান্ বিগণয়ন্ সর্বাংস্ততঃ স্থির ইবাভবৎ ॥১৯॥
ততো মুহূর্ত্তাৎ সাবিত্রী ভত্রী সত্যবতা সহ ।
আজগামাজ্রমং রাত্রৌ প্রহৃষ্টা প্রবিবেশ হ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

যথেন্তি । প্রবৃত্তা সন্তাতা । আহারমক্কা গতা সা সাবিত্রীতি শেবঃ ॥১৭॥
যথেন্তি । শান্তায়াং দাহশূন্ধ্যায়ান্ । প্রবৃদ্ধিঃ নয়নলাভেনোরতিঃ ॥১৭॥
সর্কৈরিত্তি । দীর্ঘায়ুৰো লক্ষণৈঃ সাধুভিকোক্তচিহ্নবিশেষৈরুপেতঃ ॥১৮॥
এবমিতি । বিগণয়ন্ মনসা চিন্তয়ন্, অভবৎ হ্যমৎসেন ইতি শেবঃ ॥১৯॥
তত ইতি । মুহূর্ত্তাৎ অত্যল্পকালং পরমেব ॥২০॥

দান্ভায়ুনি কহিলেন—“রাজা । আপনার যখন দৃষ্টিশক্তি জন্মিয়াছে, সাবিত্রী যখন ভ্রত করিয়াছেন এবং আহার না করিয়া গিয়াছেন, তখন সত্যবান্ জীবিত আছে” ॥১৬॥

আপস্তম্ব বলিলেন—“রাজা । দাহশূণ্য দিকে যখন পশু-পক্ষীরা রব করিতেছে এবং আপনার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিয়াছে, তখন সত্যবান্ জীবিত আছে” ॥১৭॥

ধোম্য কহিলেন—“আপনার পুত্র সত্যবান্ যখন সর্বগুণসম্পন্ন, লোকপ্রিয় এবং দীর্ঘায়ুর লক্ষণযুক্ত, তখন সে নিশ্চয়ই জীবিত আছে” ॥১৮॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“সেই সত্যবাদী তপস্বীরা এইরূপে আশ্বস্ত করিলে, হ্যমৎসেন সেই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া স্থিরের স্থায় হইলেন ॥১৯॥

তাহার পর মুহূর্ত্ত পরেই সাবিত্রী—স্বামী সত্যবানের সহিত রাত্রিতে আশ্রমে আসিলেন এবং হৃষ্টচিত্তে তথায় প্রবেশ করিলেন” ॥২০॥

* মার্কণ্ডেয় উবাচ—কা । (১৭) যথা বদন্তি শান্তায়াং...পার্শ্বিবী চ প্রবৃদ্ধিস্তে—
বা ব কা ।

ব্রাহ্মণা উচুঃ ।

পুত্রেন সঙ্গতং ব্রাহ্ম চক্ষুঃসত্তং নিরাক্ষ্য চ ।

সর্বৈ বয়ং বৈ পৃচ্ছামো বুদ্ধিং তে পৃথিবীপতে ! ॥২১॥

সমাগমেন পুত্রস্ত সারিত্র্যা দর্শনেন চ ।

সর্বৈরন্যত্রাভিরুক্তং যত্তথা তন্মাত্র সংশয়ঃ ।

ভূয়ো ভূয়ঃ সমৃদ্ধিস্তে ক্ষিপ্ৰমেব ভবিষ্যতি ॥২২॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

অথাগ্নিঃ তত্র সংজাল্য দ্বিজাস্তে সর্ব্ব এব হি ।

উপাসাধক্ৰিরে পার্থ ! দ্রুমৎসেনং মহীপতিম্ ॥২৩॥

শৈব্যা চ সত্যবান্শ্চৈব সারিত্রী চৈকতঃ স্থিতাঃ ।

সর্ব্বৈস্তৈরভ্যনুজ্ঞাতা বিশোকাঃ সমুপাবিশন্ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

পুত্রেনেতি । সঙ্গতং সম্মিলিতম্, যা ইম্ । বুদ্ধিমুত্তমম্ ॥২১॥

সমিতি । সমাগমেন সম্মেলনেন । তত্তথা সত্যমেব জ্ঞাতমিত্যর্থঃ । ষট্পাদোহয়ং
দ্রোকঃ ॥২২॥

অথেতি । অগ্নিঃ জ্বলনমদ্যকারে সর্ব্বৈবাং দর্শনার্থম্ । উপাসাধক্ৰিরে উপবিবিশুঃ ॥২৩॥

শৈবোতি । শৈব্যা দ্রুমৎসেনভাৰ্য্যা । বিশোকাঃ সর্ব্বসম্মেলনান্নিরুদ্ধগাঃ ॥২৪॥

তখন ব্রাহ্মণেরা বলিলেন—“রাজা । আমরা সকলে আজ আপনাকে পুত্রের
সহিত মিলিত এবং চক্ষুস্থান্ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি—আপনি উন্নতি লাভ
করিয়াছেন ত ?” ॥২১॥

পুত্রের সম্মেলনে এবং সারিত্রীর দর্শনে আমরা সকলে বাহা বলিয়াছিলাম, তাহা
হইয়াছে; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । তা’র পর, শীঘ্রই আপনার অতিপ্রচুর
সমৃদ্ধি হইবে” ॥২২॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“বুদ্ধিষ্ঠির । তাহার পর সেই ব্রাহ্মণেরা সকলেই সেই
স্থানে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া দ্রুমৎসেনরাজার নিকটে উপবেশন
করিলেন ॥২৩॥

আর শৈব্যা, সত্যবান্ ও সারিত্রী একদিকে দাঁড়াইয়াছিলেন; তাহারাও সেই
সকলের অন্তঃমতিক্রমে নিরুদ্ধগ হইয়া উপবেশন করিলেন ॥২৪॥

(২১) পুত্রেন সঙ্গতং ব্রাহ্ম...বা ব কা, বুদ্ধি বৈ পৃথিবীপতে—গি । (২২) প্রথম-
চরণদ্বয়াৎ পরম্ ‘চক্ষুঃসত্তমো’ লাভান্নিভির্দ্বিগা বিবদ্ধসে’ ইতি চরণদ্বয়মধিকং বা ব কা
নি । (২৩) ততোহগ্নিম্...বা ব কানি ।

ততো রাজ্ঞা সহাসীনাঃ সৰ্ব্বৈ তে বনবাসিনঃ ।

জাতকৌতুহলাঃ পার্থ ! পপ্রচ্ছন্নপতেঃ স্তম্ভম্ ॥২৫॥

ঋষয় উচুঃ ।

প্রাগেব নাগতং কস্মাৎ সভার্যোণ হুয়া বিভো ।।

বিরাজে চাগতং কস্মাৎ কোহনুবন্ধস্তবাতবৎ ॥২৬॥

সন্তাপিতঃ পিতা মাতা বয়ং কেব নৃপাত্মজ ।।

কস্মাদিতি ন জানীমন্তঃ সৰ্বং বক্তু মর্হসি ॥২৭॥

সত্যবানুবাচ ।

পিত্রাহমভ্যনুজ্ঞাতঃ সাবিত্রীসহিতো গতঃ ।

অথ মেহচ্ছিরোরুদ্ধঃখং বনে কাষ্ঠানি ভিন্দতঃ ॥২৮॥

স্পৃশ্যচাহং বেদনয়া চিরমিত্যুপলক্ষয়ে ।

তাবৎ কালং ন চ ময়া স্পৃশ্যপূর্বং কদাচন ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

জত ইতি । আসীনা উপবিষ্টাঃ । নৃপতেঃ স্তম্ভং সভ্যবস্তম্ ॥২৫॥

প্রাগিতি । বিরাজে বিপ্লেবেণাধিক্যেন রাজ্ঞো ভূতায়াম্, অম্ববন্ধো বিহঃ ॥২৬॥

নয়িতি । কস্মাৎ কারণাৎ সন্তাপিতস্তয়া উদ্বেজিতঃ ॥২৭॥

পিত্রেতি । গতৌ বনমিতি শেবঃ । শিরলো দুঃখং পীড়া, ভিন্দতঃ পাটয়তঃ ॥২৮॥

ভারতভাবদীপঃ

এতন্নিবেদ্যেতি ১১—৪১ । ভিন্নৈর্বিদীর্ঘৈঃ, পরৈঃ কর্ভৈঃ ১৫—১৬ । শাস্ত্রায়াং এসন্নায়াম্, পার্শ্বী পার্শ্ববন্ধযোগ্যা, প্রবৃত্তির্ভাঃ ১১—২৫ । বিরাজে বহুরাজে কালে, আগত-মোগমনম্ ১২৬—৪২ ।

ইতি ত্রিমাভ্যন্তরে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বিপঞ্চাশদধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৫২॥

যুযিষ্ঠির । তদনন্তর রাজার সহিত উপবিষ্ট সেই বনবাসীরা সকলে কৌতুকাধিষ্ট হইয়া সভ্যবানের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন ॥২৫॥

ঋষিরা বলিলেন—“সত্যবান্ । তুমি তোমার ভাৰ্য্যার সহিত পূর্ব্বেই কেন আগমন কর নাই ? অধিক রাত্রিতেই বা কেন আগমন করিলে ? এবং তোমার কি প্রতিবন্ধকই বা হইয়াছিল ? ॥২৬॥

রাজপুত্র । তুমি কি জন্ম পিতাকে, যাতাকে এক আমাদিগকে উদ্ভিন্ন করিলে, তাহা আমরা জানি না ; অতএব তুমি সেই সকল বল” ॥২৭॥

সত্যবান্ বলিলেন—“আমি পিতার অন্তর্মতিক্রমে সাবিত্রীর সহিত বনে গিয়াছিলাম ; পরে কাঠ কাড়িবার সময়ে আমার শিরুপীড়া হইয়াছিল ॥২৮॥

(২৬)....ঈরাবত্বপঙ্কঃ কস্মাৎ—পি । (২৭)....নাকস্মাদিহ জানীমঃ—পি ।

সর্কেষ্যামেব ভবতাং সম্ভাপো মা ভবেদিত্তি ।

অতো বিরাত্রাগমনং নান্দদন্তীহ কারণম্ ॥৩০॥

গৌতম উবাচ ।

অকস্মাচ্চক্ষুঃ প্রাপ্তির্দ্যুম্নেনস্ত তে পিতৃঃ ।

নাস্তু হং কারণং বেৎসি সাবিত্রী বর্তুমর্হতি ॥৩১॥

শ্রোতুমিচ্ছামি সাবিত্রি ! হং হি বেথং পরাবরম্ ।

হ্মং হি জ্ঞানামি সাবিত্রি ! সাবিত্রীমিব তেজসা ॥৩২॥

ত্বমত্র হেতুং জ্ঞানীষে তস্মাৎ সত্যং নিরুচ্যতাম্ ।

রহস্তং যদি তে নাস্তি কিঞ্চিদেব বদস্ব নঃ ॥৩৩॥

সাবিত্র্যুবাচ ।

এবমেতদ্যথৈবাস্থ সঙ্কল্পো নান্যথা হি বঃ ।

নহি কিঞ্চিদ্রহস্তং মে জ্ঞায়তাং তথ্যমত্র যৎ ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

স্বপ্ত ইতি । স্বপ্তো নিদ্রিতঃ, বেদনয়া শিরঃপীড়য়া, উপলক্ষ্যে মন্ত্রে ॥২৯॥

তর্হি কথমাংগত ইত্যাহ—সর্কেষ্যামিতি । বিরাত্রৌ অধিকরাট্রে আগমনম্ ॥৩০॥

অকস্মাদিতি । নাস্তু হং কারণং বেৎসীত্যহ্বাদঃ সাবিত্রী বর্তুমর্হতীতি চ সম্ভাবনা ॥৩১॥

শ্রোতুমিতি । পরাবরম্ উত্তমাধমং সর্বং বিষয়ম্ । সাবিত্রীং ব্রহ্মণঃ পত্নীম্ ॥৩২॥

হ্মিতি । রহস্তং গোপনীয়ম্ । কিঞ্চিদেবেতি সাকল্যাসম্ভবপক্ষে ॥৩৩॥

এবমিতি । যথৈব সত্যমেব আস্থ বর্ত্তীষি, সঙ্কল্পঃ সম্ভাবনা ॥৩৪॥

সেই শিরঃপীড়াবশতঃ আমি দীর্ঘকাল নিদ্রিত ছিলাম ; ইহাই আমি ধারণা করি ; কিন্তু পূর্বের কখনও আমি ততকাল নিদ্রা যাই নাই ॥২৯॥

তার পর, আপনাদের সকলের উদ্বেগ না হয়, এই জন্তই অধিক রাত্রিতে আসিয়াছি ; কিন্তু এতদূর এবিষয়ে অত্ৰ কোন কারণ নাই” ॥৩০॥

গৌতম বলিলেন—“তোমার পিতা দ্যুম্নেনের অকস্মাৎ চক্ষুলাভ হইয়াছে ; ইহার কারণ তুমি জ্ঞান না, সম্ভবতঃ সাবিত্রী বলিতে পারেন ॥৩১॥

সাবিত্রি । আমি তোমার নিকট ইহার কারণ শুনিতে ইচ্ছা করি । কেন না, তুমি উত্তমাধম সমস্ত বিষয়ই জ্ঞান । যে হেতু, সাবিত্রি ! তোমাকে আমি তেজে সাবিত্রীদেবীর তুল্যই মনে করি ॥৩২॥

স্বতরাং, তুমি এ বিষয়ের হেতু জ্ঞান ; অতএব সত্য বল । তোমার যদি গোপনীয় না হয়, তবে আমাদের নিকট কিছু বল” ॥৩৩॥

(৩০)....অতো চিরাত্রাগমনম্—পি । (৩৪) এবমেতদ্যথা বেথং—বা ব কা নি ।

মৃত্যুর্মে পত্ন্যরাখ্যাতো নারদেন মহান্ননা ।
 স চাশ্ব দিবসঃ প্রাপ্তস্ততো নৈনং জহাম্যহম্ ॥৩৫॥
 স্থপ্তকৈনং যমঃ সাক্ষাদুপাগচ্ছৎ সক্ষিষ্করঃ ।
 স এনমনয়দ্বদ্ধা দিশং পিতৃনিষেবিতাম্ ॥৩৬॥
 অস্তোমং তমহং দেবং সত্যেন বচসা বিভুম্ ।
 পঞ্চ বৈ তেন মে দত্তা বরাঃ শৃণুত তান্ মম ॥৩৭॥
 চক্ষুষী চ স্বরাজ্যঞ্চ দ্বৌ বরৌ শৃণুয়ন্ত মে ।
 লব্ধং পিতুঃ পুত্রশতং পুত্রোণাঞ্চান্ননঃ শতম্ ॥৩৮॥
 চতুর্বর্ষশতায়ুর্মে তত্ত্বা লব্ধং সত্যবান্ ।
 তত্ত্বুর্হি জীবিতার্থন্তু ময়া চার্ণব্ধিদং ব্রতম্ ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

মৃত্যুরিতি । আখ্যাতঃ পরিণয়াৎ প্রাগেবোক্তঃ । প্রাপ্ত উপস্থিত, এনং পতিম্ ॥৩৫॥
 স্থপ্তমিতি । এনম্ এতত্ত্ব সত্যবতো লিঙ্গদেহম্ । পিতৃনিষেবিতাং দক্ষিণাম্ ॥৩৬॥
 অস্তোমমিতি । অস্তোমং জ্ঞতবতী । তেন যমেন ॥৩৭॥
 চক্ষুষী ইতি । পিতৃরুপভেদে । আঙ্গনো মম ॥৩৮॥
 চতুরিতি । ইদং ত্রিরাশ্রোপবাসাশ্রয়ং ব্রতং ময়া চার্ণবাচরিতম্ ॥৩৯॥

নারদী বলিলেন—“আপনি যাহা বলিলেন, তাহা এইরূপই বটে । কেন না, আপনাদের ধারণা অন্তরূপ হয় না । সে যাহা হউক, এ বিষয়ে আমার গোপনীয় কিছু নাই ; সুতরাং যাহা সত্য, তাহা শ্রবণ করুন ॥৩৪॥

মহাত্মা নারদ আমার পতির মৃত্যুর কথা বলিয়াছিলেন, সে দিন আজ ছিল । সেই জন্তই আমি ইহাকে পরিত্যাগ করি নাই ॥৩৫॥

ইনি নিদ্রিত হইলে, সাক্ষাৎ যম তাঁহার সূত্রাগণের সহিত উপস্থিত হইলেন এবং তিনি ইহাকে বন্ধন করিয়া দক্ষিণদিকে লইয়া চলিলেন ॥৩৬॥

তখন আমি সত্যবাক্যে সেই প্রভাবশালী দেবতার স্তব করিতে লাগিলাম ; পরে তিনি আমাকে পাঁচটি বর দিলেন ; তাহা আমার নিকট শ্রবণ করুন ॥৩৭॥

প্রথম দুই বরে আমার শৃঙ্গরের চক্ষু দুইটি ও আপন রাজ্যলাভ, তৃতীয় বরে আমার পিতার একশত পুত্র লাভ এবং চতুর্থ বরে আমার নিজের একশত পুত্র লাভ ॥৩৮॥

আর পঞ্চম বরে আমার স্বামী চারিশত বৎসর আয়ু লাভ করিয়াছেন এবং আমি স্বামীর জীবনের জন্তই এই ব্রত করিয়াছিলাম ॥৩৯॥

এতৎ সর্বং ময়াধ্যাতং কারণং বিস্তরেণ বঃ ।

যথা বৃত্তং সুখোদর্কমিদং দুঃখং মহন্যম ॥৪০॥

ঋষয় উচুঃ ।

নিমজ্জমানং ব্যসনৈরভিজ্ঞাতং কুলং নরেন্দ্রস্য তমোময়ে হৃদে ।

ত্বয়া সুশীলব্রতপুণ্যযুক্তয়া সমুদ্বৃত্তং সাধিব ! পুনঃ কুলীনয়া ॥৪১॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

তথা প্রশস্ত্য হৃতিপূজ্য চৈব বরদ্রিয়ং তাম্রময়ঃ সমাগতাঃ ।

নরেন্দ্রমামন্ত্য সপুত্রমঞ্জসা শিবেন জগ্মুমুদিতাঃ স্বমালয়ম্ ॥৪২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি

দ্রৌপদীহরণে সাবিত্র্যপাধ্যানে সাবিত্রীকথায়াং

দ্বিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

এতদ্বিতি । কারণং শস্ত্রয়স্ত চক্ষুর্লাভস্ত । সুখোদর্কং সুখোত্তরফলকম্ ॥৪০॥

নিমজ্জেতি । হে সাধিব ! সাবিত্রি ! সুশীলব্রতপুণ্যযুক্তয়া কুলীনয়া চ ত্বয়া, ব্যসনৈঃ পুত্রোভাবরূপাদিভির্বিপত্তিঃ, অভিজ্ঞতম্ আক্রান্তম্, অতএব তমোময়ে হৃদে নিমজ্জমানম্, পিঙলোপাদিত্যাশয়ঃ, নরেন্দ্রস্য দ্রুমংসেনস্য অখপতেশ্চ রাজঃ কুলম্, সমুদ্বৃত্তম্ ঈদৃশবর-গ্রহণেন উত্তোলিতম্ ॥৪১॥

তথোক্তি । তাং সাবিত্রীম্ । অঞ্জসা জ্ঞাতম্, শিবেন মঙ্গলেন ॥৪২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি

দ্রৌপদীহরণে দ্বিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

আমি বিস্তরক্রমে আপনাদের নিকট এই সকল কারণ বলিলাম ; যাহাতে আমার এই গুরুতর কষ্টের সুখজনক ফল হইতে আরম্ভ করিয়াছে” ॥৪০॥

ঋষিরা বলিলেন—“সাধিব । তুমি—সচ্চরিত্র ও ব্রতপুণ্যশালিনী এবং সৎসংজ্ঞাতা ; তাই তুমি—বিপদাক্রান্ত ও অন্ধকারময় হৃদে নিমগ্নপ্রায় রাজকুল উদ্ধার করিয়াছ” ॥৪১॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“সমাগত ঋষিরা উত্তমস্ত্রী সাবিত্রীর সেইভাবে প্রশংসা ও গৌরব করিয়া, সত্যবানের সহিত দ্রুমংসেনরাজার অনুমতি লইয়া, আনন্দিত হইয়া কুশলে আপন আপন ভবনে সত্ত্বর গমন করিলেন” ॥৪২॥

(৪০)...ইদং দুঃখতমং মম—পি । * ‘...পঞ্চাশীত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...সপ্তনবত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—বা, ব, ‘...অষ্টনবত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ...একোননবত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

ত্রিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

তস্তাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামুদিতং সূর্য্যমণ্ডলে ।
কৃতপূৰ্ব্বাহ্নিকাঃ সৰ্ব্বে সমীকৃত্য তপোধনাঃ ॥১॥
তদেব সৰ্ব্বং সাবিত্র্যা মহাভাগ্যং মহর্ষয়ঃ ।
দ্যুমৎসেনায় নাভূপ্যন্ কথয়ন্তঃ পুনঃ পুনঃ ॥২॥
ততঃ প্রকৃতয়ঃ সৰ্ব্বাঃ শাৰ্বেভ্যোহভ্যাগতা নৃপ ! ।
আচক্ষ্যুর্নিহতকৈবং সেনামাতোয়ন তং দ্বিষম্ ॥৩॥
তং মল্লিগা হতং শত্রুং সহায়ং সবান্ধবম্ ।
জ্ঞবেদয়ন্ যথা বৃত্তং বিজ্ঞতঞ্চ দ্বিষদ্বলম্ ॥৪॥
ঐকমত্যঞ্চ সৰ্ব্বস্য জনশ্রুতং নৃপং প্রতি ।
সচক্ষুৰ্বাপ্যচক্ষুৰ্বা স নো রাজা ভবত্বিতি ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তত্তামিতি । কৃতানি পূৰ্ব্বাহ্নিকানি পূৰ্ব্বাহ্নবিহিতানি দেবপূজাদীনি যৈন্তে ॥১॥
তদ্বিতি । মহাভাগ্যং পূৰ্ব্ববধ্যাখ্যানাং মাহাত্ম্যম্ ॥২॥
তত ইতি । প্রকৃতয়ঃ প্রজাঃ, শাৰ্বেভ্যঃ দ্যুমৎসেনপূৰ্ব্বাহ্নিকৃতশাৰ্বেভ্যঃ ॥৩॥
তমিতি । জ্ঞবেদয়ন্ প্রকৃতয় ইত্যনুগতিঃ । বিজ্ঞতং পলামিতম্ ॥৪॥
ঐকেতি । নৃপং দ্যুমৎসেনম্ । স দ্যুমৎসেনঃ, নঃ অস্বাকম্ ॥৫॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“সেই রাত্রি অতীত হইলে এবং সূর্য্য উঠিলে, সেই
শত্ৰুরা সকলে পূৰ্ব্বাহ্নবিহিত কার্য্য করিয়া উপস্থিত হইলেন ॥১॥

এবং সেই মহর্ষিরা দ্যুমৎসেনের নিকট সাবিত্রীর সেই সকল মাহাত্ম্যের
৫। বার বার বলিয়াও তৃপ্তিলাভ করিলেন না ॥২॥

রাজা যুধিষ্ঠির । তাঁর পর প্রজারা সকলে শাৰ্বেদেশ হইতে আসিয়া
দ্যুমৎসেনের নিকট বলিল যে, তাঁহার মন্ত্রী সেই শত্রুকে বধ করিয়াছেন ॥৩॥

তাহারা আরও এই যথাবৎ বৃত্তান্ত জানাইল যে, ‘মন্ত্রী—সহায় ও বন্ধু-
গণ সহিত শত্রুকে বধ করিয়াছেন শুনিয়া সেই শত্রুসৈন্যেরা পলায়ন
রিয়াছে ॥৪॥

(১)....সমীকৃত্য তপোধনাঃ—বা বৃদ্ধানি ।

অনেন নিশ্চয়েনেহ বয়ং প্রস্থাপিতা নৃপ ! ।
 প্রাপ্তানীমানি যানানি চতুরঙ্গং তে বলম্ ॥৬॥
 প্রয়াহি রাজন্ ! ভদ্রং তে ঘৃষ্টস্তে নগরে জয়ঃ ।
 অধ্যাস্ম্য চিররাত্রায় পিতৃপৈতামহং পদম্ ॥৭॥
 মার্কণ্ডেয় উবাচ । †

চক্ষুশ্চক্ষুঃ তং দৃষ্ট্বা রাজানং বপুষান্বিতম্ ।
 মূৰ্দ্ধ্না নিপতিতাঃ সৰ্বৈঃ বিস্ময়োৎফুল্ললোচনাঃ ॥৮॥
 ততোহভিবাণু তান্ বৃদ্ধান্ দ্বিজানাশ্রমবাসিনঃ ।
 তৈশ্চাভিপূজিতঃ সৰ্বৈঃ প্রযযৌ নগরং প্রতি ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

অনেনেতি । প্রস্থাপিতাঃ প্রকৃতিভিরেব প্রেরিতাঃ । প্রাপ্তানি উপস্থিতানি ॥৬॥
 প্রয়াহীতি । ভদ্রং তে ভবিষ্যতীতি শ্রেয়ঃ, ঘৃষ্টঃ প্রচারিতঃ । অধ্যাস্ম্য অধিতীৰ্ণ, চির-
 রাত্রায় চিরায়, “চিরায় চিররাত্রায় চিরশ্রান্তাশ্চিরার্থকাঃ” ইত্যমরঃ ॥৭॥
 চক্ষুশ্চক্ষুঃ । বপুষা প্রশস্তয়া আকৃত্যা, “বপুঃ শস্তাকৃতৌ দেহে” ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥৮॥

ভারতভাবদীপঃ

তত্ত্বামিতি ॥১—৬॥ চিররাত্রায় বহুকালম্ ॥৭—১৭॥
 ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্কণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৫৩॥

এবং দ্রুমৎসেনরাজার প্রতি সকল লোকেরই এইরূপ একমত হইয়াছে
 যে, দ্রুমৎসেনরাজা চক্ষুশ্চক্ষুঃ হইউন বা অন্ধ হইউন, তিনিই আমাদের রাজা
 হইউন ॥৫॥

রাজা । এইরূপ নিশ্চয় করিয়াই সেই প্রজারা আমাদিগকে পাঠাইয়া
 দিয়াছে এবং আপনার এই সকল যান ও চতুরঙ্গ বল আসিয়াছে ॥৬॥

রাজা । আপনার রাজধানীতে আপনার জয়ঘোষণা করা হইয়াছে ;
 অতএব চলুন এবং চিরকালের জন্ত পিতৃপৈতামহপদে অধিষ্ঠান করুন ;
 আপনার মঙ্গল হইবে ॥৭॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“তাহার পর প্রজারা সকলে রাজাকে চক্ষুশ্চক্ষুঃ ও
 সুন্দরাকৃতি দেখিয়া তাঁহার চরণে পতিত ও বিস্ময়ে উৎফুল্লনয়ন হইল ॥৮॥

তদনন্তর দ্রুমৎসেন রাজা, আশ্রমবাসী সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন
 করিয়া এবং তাঁহাদের দ্বারা সম্মানিত হইয়া রাজধানীর দিকে প্রস্থান
 করিলেন ॥৯॥

শৈব্যা চ সহ সাবিদ্র্যা স্বাস্তীর্নেন সুবর্চসা ।
 নরযুক্তেন যানেন প্রযযৌ সেনয়া বৃত্তা ॥১০॥
 ততোহভিষিচুঃ শ্রীত্যা দ্রুমৎসেনং পুরোহিতাঃ ।
 পুত্রকাস্ত্র মহাত্মানং যৌবরাজ্যেহত্যেষেচয়ন্ ॥১১॥
 ততঃ কালেন মহতা সাবিদ্র্যাঃ কীর্তিবর্দ্ধনম্ ।
 তদৈ পুত্রশতং জন্তে শূরাণামনিবর্তিনাম্ ॥১২॥
 ভ্রাতৃণাং সোদরাণাঞ্চ তথৈবাস্ত্রাভবচ্ছতম্ ।
 মদ্রাধিপস্ত্রাশ্বপতের্মালব্যং সুমহাবলম্ ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)
 এবমাত্মা পিতা মাতা স্বশ্রাঃ স্বশুর এব চ ।
 ভর্তৃঃ কুলঞ্চ সাবিদ্র্যা সর্বং কৃচ্ছ্রাৎ সমুদ্ভূতম্ ॥১৪॥
 তথৈবৈষাপি কল্যাণী জ্যোপদী লীলসম্পদা ।
 তারয়িষ্যতি বঃ সর্বান সাবিদ্রীং কুলাঙ্গনা ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

ভত ইতি । অভিপূজিতঃ সন্মানিতঃ, দ্রুমৎসেন ইতি শেষঃ ॥১০॥
 শৈব্যোতি । শোভনম্ আভ্যর্থনাত্তরণবজ্রং যত তেন । যানেন শিবিকয়া ॥১০॥
 ভত ইতি । অভিষিচুঃ, রাজ্যে ইত্যর্থঃ । পুত্রং সত্যবন্তম্ ॥১১॥
 ভত ইতি । তদ্যমবরপ্রাপ্যম্ । মালব্যং তদাখ্যায়ং ওদ্রাখ্যায়ম্ ॥১২—১৩॥
 এবমিতি । কৃচ্ছ্রাৎ বৈধব্যরূপাৎ অগুজকতাদিরূপাচ্চ কষ্টাৎ ॥১৪॥

শৈব্যাও সাবিদ্রীর সহিত সুন্দর আস্তরণযুক্ত, উজ্জলকাস্ত্রি ও নরযুক্ত
 যানে আরোহণ করিয়া এক সৈন্তগণে পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করিলেন ॥১০॥

তাহার পর পুরোহিতেরা আনন্দের সহিত দ্রুমৎসেনরাজাকে রাজ্যে
 অভিষিক্ত করিলেন এবং উহার পুত্র মহাত্মা সত্যবান্কে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত
 করাইলেন ॥১১॥

তদনন্তর বহুকাল পরে সাবিদ্রীর কীর্তিবর্দ্ধক সেই একশত পুত্র জন্মিল এবং
 মদ্ররাজ অশ্বপতির ঔরসে ও মালবীর গর্ভে সাবিদ্রীর একশত সহোদর ভ্রাতা
 জন্মিল ; তাহারা কালক্রমে অতিমহাবল, বীর ও যুদ্ধ হইতে অনিবর্ত্তী
 হইয়াছিল ॥১২—১৩॥

সাবিদ্রী এইভাবে আপনি, পিতা, মাতা, স্বশুর, শাশুরী এবং স্বামিকুল—
 এই সমস্তকেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন ॥১৪॥

এই কুলবধু কল্যাণী জ্যোপদীও সাবিদ্রীর জায় সেইভাবেই চরিত্রের গুণে
 তোমাদের সকলকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন” ॥১৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং স পাণ্ডবস্তেন অনুনীতো মহাত্মনা ।

বিশোকো বিজুরো রাজন্ ! কাম্যকে শ্রবসত্তদা ॥১৬॥

যশেচদং শৃণুয়ান্তত্যা সাবিত্র্যাপ্যানমুত্তমম্ ।

স স্মধী সর্বসিদ্ধার্থো ন দুঃখং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ ॥১৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি

দ্রোপদীহরণে সাবিত্র্যাপ্যানে দ্যুমৎসেনরাজ্যলাভে

ত্রিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

—:~:—

(১৮ । কুণ্ডলাহরণপর্ব ।)

চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

জনমেজয় উবাচ ।

যত্তত্তদা মহাব্রহ্মন্ ! লোমশো বাক্যমব্রবীৎ ।

ইদ্রশ্চ বচনাদেব পাণ্ডুপুত্রং যুষ্টিষ্ঠিরম্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তথেন্তি । নীলসম্পদা চরিত্রগুণেন । বো যুয়ান্ ॥১৫॥

এবমিতি । তেন মার্কণ্ডেয়েন, অনুনীতঃ প্রবোধিতঃ । বিজুরো নিঃসস্তাপঃ ॥১৬॥

য ইতি । সর্বের সিদ্ধা নিস্পন্ন অর্থাঃ প্রয়োজনানি যন্ত সঃ ॥১৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচর্চা-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি

দ্রোপদীহরণে ত্রিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা । সেই মহাত্মা মার্কণ্ডেয় এইভাবে প্রবোধ দিলে, তখন পাণ্ডবগণ শোক ও সস্তাপশূন্য হইয়া কাম্যকবনে বাস করিতে লাগিলেন ॥১৬॥

যে লোক ভক্তিপূর্বক এই উত্তম সাবিত্র্যাপ্যান শ্রবণ করে, সে লোক স্মৃধী হয়, তাহার সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় এবং সে, কোন দুঃখ পায় না ॥১৭॥

* ‘...মুড়নীত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...অষ্টনবত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...নবনবত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...ত্রিশততমঃ...’—নি ।

(১) যত্তত্তদা মহাব্রহ্মন্—বা ব. কা নি ।

যচ্চাপি তে ভয়ং ভীতং ন চ কীর্তয়সে কচিৎ ।

তচ্চাপ্যপহরিষ্যামি ধনঞ্জয় ইতো গতে ॥২॥

কিন্মু তচ্ছপতাং শ্রেষ্ঠ ! কর্ণং প্রতি মহন্তয়ম্ ।

আসৌ চ স ধৰ্ম্মাত্মা কথয়ামাস কশ্চচিৎ ॥৩॥ (বিশেষকম্)

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

অথ তে রাজ্ঞশাঙ্গীল ! কথয়ামি কথামিমাম্ ।

পৃচ্ছতো ভরতশ্রেষ্ঠ ! শুশ্রবস্ব গিরং মম ॥৪॥

দ্বাদশে সমতিক্রান্তে বর্ষে প্রাপ্তে ত্রয়োদশে ।

পাণ্ডুনাং হিতকৃচ্ছত্রঃ কর্ণং ভিক্ষিতুমুত্তমঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

যদ্বিতি । হে মহাব্রহ্মণ ! ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ !। ন চ “শব্দে তৈলে তথা মাংসে বৈভো জ্যোতিষিকে দ্বিজে । যাজ্ঞায়াং পথি নিজ্ঞায়াং মহচ্ছবো ন দ্বীয়তে ॥” ইতি বচনান্নহ-
চ্ছবপ্রয়োগে নিরুপদ্রব্যাংশপ্রতীতিরিত্যি বাচ্যম্, উদাহৃতশব্দভাঃ পূর্বমেব মহচ্ছবপ্রয়োগে
তত্তদর্থপ্রতীভেঃ স্বাভাবিকত্বাৎ অত্র তু ব্রহ্মণস্বাং পূর্বং মহচ্ছবপ্রয়োগে ন নিরুপদ্রব্যাংশ-
প্রতীতিঃ । অতএব ভট্টাবপি “পুণ্যো মহাব্রহ্মসমুদ্বৃষ্টঃ” ইত্যুক্তম্ । তদা যুধিষ্ঠিরা-
দীনাং তীর্থযাত্রাপ্রারম্ভে, লোমশো যুনিঃ, ইন্দ্রস্ত বচনাদেব পাণ্ডুপুত্রঃ যুধিষ্ঠিরম্, তৎ
যৎ বাক্যমববীৎ । কিং তৎকাক্যমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তদর্থমভুবদতি—স্মৃতি । হে যুধিষ্ঠির !
যচ্চাপি তে মানসিকং ভীতং ভয়ং কচিৎপি ন কীর্তয়সে, ধনঞ্জয়ে ইত্যং স্বর্গাদগতে সতি,
তচ্চাপ্যহমপহরিষ্যামি । তচ্ছবচনস্ত—“যচ্চাপি তে ভয়ং কর্ণায়নসিহ্মমরিশম ॥ তচ্চাপ্যপ-
হরিষ্যামি সব্যনাচিক্রতো গতে ॥” ইতি । হে জপতাং শ্রেষ্ঠ ! বৈশম্পায়ন ! কর্ণ-
প্রতি যুধিষ্ঠিরস্ত কিং নু ভয়হন্তয়মানীৎ । স ধৰ্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরঃ, কশ্চচিৎপি জনস্ত সকাশে ন চ
তৎ কথয়ামাস । অতএবাত্মবপাদহং স্বাং পৃচ্ছামীতি ভাবঃ ॥১—৩॥

অথেনি । পৃচ্ছতস্তে ইতি সৰ্ব্বতঃ । শুশ্রবস্ব একাগ্র্যেণ শ্রোতুমিচ্ছ ॥৪॥

জনমেজয় বলিলেন—“ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! সেই সময়ে লোমশযুনি ইন্দ্রের বাক
অনুসারে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে সেই যে কথা বলিয়াছিলেন—“যুধিষ্ঠির !
কর্ণের প্রতি তোমার মনে যে ভীত ভয় রহিয়াছে, বাহা তুমি কোথাও
বলিতেছ না ; অর্জুন এ স্থান হইতে চলিয়া গেলে, তাহা আমি দূর করিব” ।
জগিশ্রেষ্ঠ বৈশম্পায়ন ! কর্ণের প্রতি যুধিষ্ঠিরের সে মহাভয়ট কি ছিল ?
সে ধৰ্ম্মাত্মা ত তাহা কাহারও নিকট বলেন নাই” ॥১—৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজশ্রেষ্ঠ ভরতপ্রধান । আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন
বলিয়া আপনার নিকট আমি একথা বলিতেছি ; আপনি শ্রবণ করুন ॥৪॥

অভিপ্রায়মথো জ্ঞাত্বা মহেন্দ্রশ্চ বিভাবহুঃ ।
 কুণ্ডলার্থে মহারাজ ! সূর্য্যঃ কর্ণমুপাগতঃ ॥৬॥
 মহাহে শয়নে বীরঃ স্পর্দ্ধ্যাস্তরণসংবৃতে ।
 শয়ানমতিবিশ্বস্তং ব্রহ্মণ্যং সত্যবাদিনম্ ।
 স্বপ্নান্তে নিশি রাজেন্দ্র ! দর্শয়ামাস রশ্মিবান্ ॥৭॥
 রূপয়া পরয়াবিষ্টঃ পুত্রেন্নেহাচ্ছ ভারত ! ।
 ব্রাহ্মণো বেদবিদ্বজ্জ্ঞা সূর্য্যো যোগাঙ্কি রূপবান্ ।
 হিতার্থমববৌৎ কর্ণং সান্ত্বপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥৮॥
 কর্ণ ! মদ্বচনং তাত ! শৃণু সত্যভূতাং বর ! ।
 ব্রুবতোহন্য মহাবাহো ! সৌহৃদাৎ পরমং হিতম্ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

দ্বাদশ ইতি । প্রাপ্তে উপস্থিতপ্রায়ে । ভিক্ষিতুং কুণ্ডলং যাচিতুম্ ॥৫॥
 অতীতি । বিভাবহুঃ কিরণধনঃ । কুণ্ডলার্থে কুণ্ডলরক্ষার্থে ॥৬॥
 মহেতি । মহাহে মহামূল্যে, শয়নে শয়ানাম্, স্পর্দ্ধিনা উত্তমেন আস্তরণেন বস্ত্রেন সংবৃতে ।
 ব্রহ্মণ্যং ব্রাহ্মণহিতম্ । দর্শয়ামাস আত্মানমিতি শেবঃ, রশ্মিবান্ সূর্য্যঃ, যোগাঙ্কাদ্বক্তঃ ।
 বটপাদোহন্যং শ্লোকঃ ॥৭॥
 রূপয়েতি । যোগাদ্ যোগবলাৎ, রূপবান্ সুন্দরঃ । অয়মপি বটপাদঃ শ্লোকঃ ॥৮॥

ভারতভাবদীপঃ

যতদিতি ॥১—৫॥ বিভাবহুঃ বিশিষ্টা ভাঃ দীপ্তিঃ সৈব বহু ধনং যস্ত তাদৃশঃ সূর্য্যঃ ॥৬॥
 স্বপ্নান্তে স্বপ্নমধ্যে ॥৭—৩৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৫৪॥

বনবাসের দ্বাদশ বৎসর প্রায় অতীত এবং ত্রয়োদশ বৎসর প্রায় আগত হইলে, পাণ্ডবগণের হিতকারী ইন্দ্র কর্ণের নিকট তাঁহার কুণ্ডল ভিক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন ॥৫॥

মহারাজ ! তাহার পর বিভাবহু সূর্য্য ইন্দ্রের অভিপ্রায় বুঝিয়া কুণ্ডল-রক্ষার জন্ত কর্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥৬॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! বীর, ব্রাহ্মণহিতৈষী ও সত্যবাদী কর্ণ—উত্তম আস্তরণবস্ত্রে আবৃত ও মহামূল্য শয্যার উপরে অতিবিশ্বস্তভাবে রাত্রিতে শয়ন করিয়া-ছিলেন, এমন সময়ে সূর্য্য বাইয়া স্বপ্নে তাঁহাকে দেখা দিলেন ॥৭॥

ভরতনন্দন ! সূর্য্য পুত্রেন্নেহবশতঃ অত্যন্ত রূপাবিষ্ট হইয়া, যোগবলে বেদবিৎ ও রূপবান্ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া, হিতের জন্ত কর্ণকে এই কোমল বাক্য বলিলেন—॥৮॥

উপায়ান্ততি শত্রুস্তাং পাণ্ডবানাং হিতেন্দ্রয়া ।

ব্রাহ্মণচ্ছদনা কর্ণ ! কুণ্ডলাপজিহ্বীর্ষয়া ॥১০॥

বিদিতং তেন তে শীলং সর্বশ্চ জগতস্তথা ।

যথা ত্বং ভিক্ষিতঃ সন্নির্দদাশ্চৈব ন যাচমে ॥১১॥

হাস্তে বৈবংবিধং জ্ঞাত্বা স্বয়ং বৈ পাকশাসনঃ ।

আগস্ত্য কুণ্ডলার্থায় কবচঞ্চৈব ভিক্ষিতুম্ ॥১২॥

তস্মৈ প্রযাচমানায় ন দেয়ে কুণ্ডলে জয়া ।

অনুনেয়ঃ পরং শত্ৰুয়া শ্রেয় এতদ্বি তে পরম্ ॥১৩॥

কুণ্ডলার্থে ব্রহ্মংস্তাত ! কার্ণৈর্বহুভিক্ষয়া ।

অন্যৈর্বহুবিধৈর্বিভৈঃ স নিবার্য্যঃ পুনঃ পুনঃ ॥১৪॥

ভারতকৌয়দী

কর্ণেতি । সত্যভূতাং সত্যবাদসত্যব্যবহারশালিনাম্ । সৌভাগ্যং স্নেহাৎ ॥১০॥

উপেতি । তব কুণ্ডলস্ত কবচস্ত চ পরোক্তেঃ অপজিহ্বীর্ষয়া অপহরণেচ্ছয়া ॥১০॥

বিদিতমিতি । তেন শত্রুণ । দদাশ্চৈবোভেদশব্দেন প্রত্যাখ্যানব্যাবৃতিঃ ॥১১॥

স্মৃতিমিতি । আগস্ত্য আগমিস্মৃতি, কুণ্ডলার্থায় কুণ্ডলয়োঃ প্রার্থনার্থায় ॥১২॥

তস্মাইতি । কুণ্ডলে কুণ্ডলদ্বয়ম্ । শ্রেয়ো মঙ্গলম্ ॥১৩॥

“মহাবাহু সত্যবাদিশ্রেষ্ঠ বৎস কর্ণ । আমি আজ স্নেহবশতঃ তোমায় পরম হিতকর বাক্য বলিতেছি ; তুমি তাহা শ্রবণ কর ॥১০॥

কর্ণ । দেবরাজ ইন্দ্র পাণ্ডবগণের হিতের জন্য তোমার কুণ্ডল ও কবচ হরণ করিবার ইচ্ছায় ব্রাহ্মণবেশে তোমার নিকট আসিবেন ॥১০॥

তিনি তোমার এবং জগতের সমস্ত লোকের স্বভাব জানেন যে, সঞ্জনেরা তোমার নিকট প্রার্থনা করিলে, তুমি দান করিয়াই থাক ; কিন্তু প্রত্যাখ্যান কর না, বা কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা কর না ॥১১॥

তোমাকে এইরূপ জানিয়া স্বয়ং ইন্দ্রই তোমার কবচ ও কুণ্ডল ভিক্ষা করিবার জন্য আগমন করিবেন ॥১২॥

তিনি আসিয়া প্রার্থনা করিলে, তুমি কবচ ও কুণ্ডল দিও না, তুমি শক্তি অনুসারে তাঁহার বিশেষ অনুন্নয় করিও, ইহাই তোমার পক্ষে পরম মঙ্গল ॥১৩॥

(১১) স্নোকাৎ পরম্ ‘স্বং হি তাত । দদাশ্চৈব ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযাচিতম্ । বিভ্ৰং যজ্ঞাদপ্যর্জুনং প্রত্যাখ্যাসি কস্তচিৎ ।’ অয়মূলার্থকোহর্থকঃ স্নোকঃ—বা ব কা নি ।

(১৪) স্নোকাৎ পরম্ ‘রুইকঃ স্ত্রীভিত্ত্বা গোভির্ধনৈর্বহুবিধৈরপি । নিদর্শনৈশ্চ বহুভিঃ কুণ্ডলৈশ্চ পুনঃপুনঃ ।’ ইতি প্রায়শ্চ পূর্বস্নোকাৎকার্থকং স্নোকাস্তরম্—বা ব কা নি ।

যদি দান্ভসি কর্ণ! কু সহজে কুণ্ডলে শুভে ।

আয়ুঃ প্রকয়ঃ গম্বা মৃত্যোর্বশমুপৈয়সি ॥১৫॥

কবচেন সমায়ুক্তঃ কুণ্ডলাভ্যাক্ দানব! ।

অবধ্যস্ত্বং বর্ণেহরৌধামিতি বিদ্ধি বচো যম ॥১৬॥

অমৃতাদ্রুখিতং হ্রেতুভয়ং বরসম্ভবম্ ।

তস্মাদ্রক্ষ্যং দ্বয়া কর্ণ! জীবিতক্ষেণে প্রিয়ং তব ॥১৭॥

কর্ণ উবাচ ।

কো মামেবং ভগবান্ প্রাহ দর্শয়ন্ সৌহৃদ্যং পরম্ ।

কাময়া ভগবন্! ক্রহি কো ভবান্ দ্বিজবেশধুক্ ॥১৮॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

অহং তাত! সহস্রাংশুঃ সৌহৃদ্যং নিদর্শয়ে ।

কুরুষ্যেতন্মতো মে ক্রমেতচ্ছ্রয়ঃ পরং হি তে ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

কুণ্ডলেতি। বিত্তৈর্ভবনৈর্দানাদীকারৈঃ, স শব্দঃ ॥১৫॥

যদীতি। সহজে আভয়লভে। গম্বা প্রাপ্য ॥১৬॥

কবচবুঞ্জরক্ষণে কিং ফলবিভ্যাহ—কবচেনেতি। বিদ্ধি সত্যং জানৌহি ॥১৭॥

অমৃতাদ্রুখিতং। সত্যম্ ইন্দ্রাজ্ঞশীলম্ ॥১৮॥

ক ইতি। কাময়া ইচ্ছয়া, অনিচ্ছা চের ক্রহীতি ভাবঃ ॥১৯॥

বৎস। তিনি কুণ্ডলের জন্ত বলিতে লাগিলে, তুমি নানাবিধ কারণ দেখাইয়া এক অস্ত্র বহুবিধ ধনদানের অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাকে বার বার নিবারণ করিবে ॥১৪॥

কর্ণ। যদি তুমি সহজাত কবচ ও কুণ্ডল দান কর, তবে আয়ুঃক্ষয় হওয়ার তুমি মুক্তার অধীন হইবে ॥১৫॥

পক্ষান্তরে তুমি কবচ-কুণ্ডল-যুক্ত থাকিলে, যুদ্ধে শত্রুগণের অবধাই থাকিবে; আমার এই বাক্য সত্য বলিয়াই জানিয়া রাখ ॥১৬॥

কারণ, বরসম্ভূত এই কবচ ও কুণ্ডল অমৃত হইতে উঠিয়াছিল; অতএব কর্ণ। তোমার জীবন যদি তোমার প্রিয় হয়, তবে উহা রক্ষণীয় ॥১৭॥

কর্ণ বলিলেন—“কে আপনি পরম সৌহার্দ্য দেখাইতে থাকিলে আমাকে এইরূপ বলিতেছেন।। ভগবন্। আপনি আপনার ইচ্ছানুসারেই বহুদন যে, ব্রাহ্মণবেশধারী আপনি কে?” ॥১৮॥

(১৯)---সৌহৃদ্যং নিদর্শয়ে—পি।

কৰ্ণ উবাচ ।

শ্রেয় এব মমাত্যন্তং যন্ত মে গোপতিঃ প্রভুঃ ।
 এবজ্ঞাত্য হিতান্নেষৌ শৃণু চেদং বচো মম ॥২০॥
 প্রসাদয়ে ত্বাং বরদং প্রণয়াচ্চ ব্রবীম্যহম্ ।
 ন নিবার্যো ব্রতাদশ্বাদহং যন্তস্মি তে প্রিয়ঃ ॥২১॥
 ব্রতং বৈ মম লোকোহয়ং বেত্তি কুৎসং বিভাবসো ! ।
 যথাহং দ্বিজমুখ্যেভ্যো দত্তাং প্রাণানপি ধ্রুবম্ ॥২২॥
 যত্নাগচ্ছতি মাং শক্ৰো ব্রাহ্মণচ্ছন্নাবৃতঃ ।
 হিতার্থং পাণ্ডুপুত্রাণাং খেচরোত্তম ! ভিক্ষিতুম্ ।
 দাস্যামি বিবুষশ্চেষ্ট ! কুণ্ডলে বর্ষ্য চোত্তমম্ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

অহমিতি । সহস্রাংসুঃ সূর্য্যঃ । লোকানাং মেহাং, নিদর্শনে আত্মানং দর্শয়ামি ॥২০॥
 শ্রেয় ইতি । গোপতিঃ কিরণাধিপতিঃ সূর্য্যঃ “যশঃ সূর্য্যন্ত গোপতিঃ” ইতি ত্রিকাণ্ড-
 শেষঃ ॥২০॥

প্রেতি । প্রসাদয়ে অন্ননয়েন প্রসন্নীকরোমি । অশ্বাং দানরূপাং ॥২১॥

ব্রতমিতি । লোকঃ সর্ব্বো জনঃ । দ্বিজমুখ্যেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যঃ ॥২২॥

যদীতি । হে খেচরোত্তম ! গ্রহশ্চেষ্ট ।। দাস্যামি তস্মৈ । বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৩॥

ব্রাহ্মণরূপী সূর্য্য বলিলেন—“বৎস । আমি সূর্য্য ; স্নেহবশতই আমি তোমাকে দেখা দিয়াছি । তুমি আমার এই বাক্য রক্ষা কর, ইহাতে তোমার পরম মঙ্গল হইবে” ॥১৯॥

কর্ণ কহিলেন—“আমার পরম মঙ্গলই হইবে, (এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই) । কারণ, প্রভাবশালী সূর্য্যদেবই যখন আমার হিতৈষী হইয়া আজ এইরূপ বলিতেছেন । তবে আমার এই বাক্য শ্রবণ করুন ॥২০॥

আপনি বরদাতা ; সুতরাং আপনাকে আমি প্রসন্ন করিতেছি এবং প্রণয়-
 বশতঃ বলিতেছি—আমি যদি আপনার প্রিয় হই, তবে আপনি আমাকে এই ব্রত হইতে নিবারণ করিবেন না ॥২১॥

সূর্য্যদেব ! জগতের লোক আমার এই ব্রতের বিষয় জানে যে, আমি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণদিগকে প্রাণও দিয়া থাকি ॥২২॥

গ্রহশ্চেষ্ট দেবতাপ্রধান । তাহাতে ইন্দ্র যদি পাণ্ডবগণের হিতের জন্য ব্রাহ্মণবেশে ভিক্ষা করিতে আমার নিকট আগমন করেন, তবে তাঁহাকে আমি কুণ্ডল দুইটি ও উত্তম বর্ষ্যটি দান করিব ॥২৩॥

ন মে কীৰ্ত্তিঃ প্রণশ্যেত ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা ।
 মদ্বিশ্বাত্মাযশস্চাং হি ন যুক্তং প্রাণরক্ষণম্ ॥২৪॥
 যুক্তং হি যশসা যুক্তং মরণং লোকসম্মতম্ ।
 সোহহমিত্রায় দাত্যামি কুণ্ডলে সহ বর্ষণা ॥২৫॥
 যদি মাং বলবুত্রহ্নো ভিক্ষার্থমুপযাস্ততি ।
 হিতার্থং পাণ্ডুপুত্রাণাং কুণ্ডলে মে প্রদাচিভূম্ ।
 তন্মে কীৰ্ত্তিকরং লোকে তস্তাকীৰ্ত্তিৰ্ভবিষ্যতি ॥২৬॥
 বুগোমি কীৰ্ত্তিং লোকেহস্মিন্ জীবিতেনাপি ভানুয়ন্ ॥
 কীৰ্ত্তিমানশ্চ তে স্বর্গং হীনকীৰ্ত্তিস্ত নশ্চতি ॥২৭॥
 কীৰ্ত্তির্হি পুরুষং লোকে সঞ্জীবয়তি মাতৃবৎ ।
 অকীৰ্ত্তিজীবিতং হস্তি জীবতোহপি শরীরিণঃ ॥২৮॥
 অয়ং পুরাণঃ শ্লোকো হি স্বয়ং গীতো বিভাবসো ॥
 শ্রাত্বা লোকেশ্বর ! যথা কীৰ্ত্তিরায়ুর্নরস্য হ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । বিক্রতা বিখ্যাতা । অযশস্চ নিন্দাজনকম্ ॥২৪॥
 যুক্তমিতি । যুক্তং সঙ্গতম্, যুক্তমদ্বিতম্ । কুণ্ডলে কুণ্ডলদ্বয়ম্ ॥২৫॥
 যদীতি । বলং যুক্তং নামাহুয়ং হতবানিতি বলবুজ্ঞ ইন্দ্রঃ । বহুপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৬॥
 বুগোমীতি । জীবিতেন জীবনেনাপি, হে ভানুয়ন্ । বশ্বিবন্ । সূর্য্য । ॥২৭॥
 কীৰ্ত্তেঃ প্রাধাত্মমাহ—কীৰ্ত্তিরিতি । অকীৰ্ত্তিঃ কীৰ্ত্তিবিবোধিনী নিন্দা ॥২৮॥
 অত্রার্থে মহাপুরুষবচনং প্রমাণয়তি—অয়মিতি । কীৰ্ত্তিরিত্যাদির্বাচননার্থোক্তিঃ ॥২৯॥

তাহা হইলে আমার ত্রিভুবনবিখ্যাত কীৰ্ত্তি নষ্ট হইবে না । কারণ, আমার মত লোকের পক্ষে নিন্দাজনক প্রাণরক্ষা করা সঙ্গত নহে ॥২৪॥

কিন্তু লোকসম্মত যশোযুক্ত মরণই সঙ্গত ; অতএব আমি কবচের সহিত কুণ্ডল দুইটা ইন্দ্রকে দান করিব ॥২৫॥

ইন্দ্র যদি ভিক্ষার জন্ত—অর্থাৎ পাণ্ডবগণের হিতার্থে আমার কুণ্ডল দুইটা প্রার্থনা করিতে আমার নিকট আগমন করেন, তবে তাহা জগতে আমার কীৰ্ত্তিজনক এবং তাঁহার অকীৰ্ত্তিজনক হইবে ॥২৬॥

সূর্য্যদেব ! আমি প্রাণ দিয়াও এই জগতে কীৰ্ত্তি বরণ করি । কারণ, কীৰ্ত্তিশালী লোক স্বর্গ লাভ করে, আর কীৰ্ত্তিহীন লোক নষ্ট হয় ॥২৭॥

কীৰ্ত্তি মাতারই তুল্য জগতে মৃতপ্রায় ব্যক্তিকেও সঞ্জীবিত করে ; আর অকীৰ্ত্তি জীবিত ব্যক্তিরও জীবন নষ্ট করে ॥২৮॥

পুরুষস্য পরে লোকে কীর্তিরেব পরায়ণম্ ।

ইহলোকে বিশুদ্ধা চ কীর্তিরায়ুর্বিবর্দ্ধনৌ ॥৩০॥

সোহহং শরীরজে দত্তা কীর্তিং প্রাপ্স্যামি শাশ্বতীম্ ।

দত্তা চ বিধিবদানং ব্রাহ্মণেভ্যো যথাবিধি ॥৩১॥

হুত্বা শরীরং সংগ্রামে কৃত্বা কৰ্ম্ম অচুক্ষরম্ ।

বিজিত্য চ পরানার্জৌ যশঃ প্রাপ্স্যামি কেবলম্ ॥৩২॥ (যুগ্মকম্)

ভীতানামভয়ং দত্ত্বা সংগ্রামে জীবিতার্থিনাম্ ।

বুদ্ধান্ বালান্ দ্বিজাতীংশ্চ মোক্ষয়িত্বা মহাভয়াৎ ॥৩৩॥

প্রাপ্স্যামি পরমং লোকে যশঃ স্বর্গমনুভবম্ ।

জীবিতেনাপি মে রক্ষ্যা কীর্তিস্তদ্বিদ্ধি মে ব্রতম্ ॥৩৪॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বণি কুণ্ডলা-
হরণে সূর্য্যকর্ণসংবাদে চতুঃপঞ্চাশদধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

ধাতৃগীতশ্লোকমুদাহরতি—পুরুষশ্চেতি । পরায়ণং পরমাশ্রয়ঃ, তত্ত্বা এব তৎস্থাপকত্বাৎ ॥৩০॥

স ইতি । শরীরজে সহজে কবচকুণ্ডলে । শাশ্বতীং চিরস্থায়িনীম্ । বিধিবৎ শাস্ত্রোক্তম্ ।
যথাবিধি শাস্ত্রোক্তপরিপাট্য । পরান্ শত্রুন্, আর্জৌ যুদ্ধে ॥৩১—৩২॥

ভীতানামিতি । ইহলোকে পরমং যশঃ, পরলোকে চানুভবং স্বর্গম্ ॥৩৩—৩৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিকান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্ব্বণি

কুণ্ডলাহরণে চতুঃপঞ্চাশদধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

জগদীশ্বর সূর্য্যদেব । স্বয়ং বিধাতাই এই প্রাচীন শ্লোক গাহিয়াছেন যে,
কীর্তিই মানুষের আয়ু : (যথা --) ॥২৯॥

‘কীর্তিই পরলোকে মানুষের পরম গতি এবং নির্মল কীর্তি ইহলোকে
মানুষের আয়ু বৃদ্ধি করে’ ॥৩০॥

অতএব আমি সহজাত কবচ ও কুণ্ডল ইন্দ্রকে দান করিয়া চিরস্থায়ী
কীর্তি লাভ করিব । তাহার পর ব্রাহ্মণদিগকে যথানিয়মে শাস্ত্রোক্ত দান
করিয়া, যুদ্ধে অতিচুক্ষর কার্য্য এবং শত্রুগণকে পরাভূত করিয়া, তৎপরে যুদ্ধেই
দেহত্যাগ করিয়া, অদ্বিতীয় যশ লাভ করিব ॥৩১—৩২॥

(৩৪) শ্লোকঃ পরম্ ‘সোহহং দত্তা মঘবতে ভিক্ষামেতামনুভবাম্ । ব্রাহ্মণচ্ছদ্দিনে
দেবলোকে গন্তা পরাং গতিম্ ॥’ ইতি পুনরুক্তার্থকঃ শ্লোকঃ—বা ব পি নি । * ‘...সপ্তা-
শীতাধিকবিশততমঃ...’—পি, ‘...একোদশতাধিকবিশততমঃ...’ বা ব, ‘...ত্রিশততমঃ...’—কা,
‘...একাধিকবিশততমঃ...’—নি ।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

সূর্য উবাচ ।

মাহিতং কর্ণ ! কার্ষাস্ত্রমাত্মনঃ স্তূহদাং তথা ।
পুত্রাণামথ ভার্ঘ্যাণামথো মাতুরথো পিতুঃ ॥১॥
শরীরস্তাবিরোধেন প্রাণিভিঃ প্রাণভৃদ্বর ! ।
ইয্যতে যশসঃ প্রাপ্তিঃ কীর্তিঞ্চ ত্রিদিবে স্থিরা ॥২॥
যন্তুঃ প্রাণবিরোধেন কীর্তিমিচ্ছসি শাশ্বতীম্ ।
সা তে প্রাণান্ সমাদায় গমিস্ব্যতি ন সংশয়ঃ ॥৩॥
জীবতঃ কুরুতে কার্য্যং পিতা মাতা স্ততস্তথা ।
যে চাত্রে বাঙ্কবাঃ কেচিল্লোকেহগ্নিন্ পুরুষম্বভ ! ।
রাজানশ্চ নরব্যাত্ত্র ! পৌরুষেণ নিবোধ তৎ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

মেতি । হে কর্ণ ! স্বমাত্মদীনামহিতং কার্য্যং বা কার্য্যবিরতি সঙ্কঃ ॥১॥
কথমিত্যাহ—শরীরভ্রুতি । অবিরোধেন হানিসক্কা । ত্রিদিবে স্বর্গে ॥২॥
য ইতি । প্রাণবিরোধেন প্রাণহানিসম্ভাবনয়া । গমিস্ব্যতি লোপমিতি শেষঃ ॥৩॥

যুদ্ধে ভীত ও জীবনাধীদিগকে অভয় দান করিয়া এবং বালক, বৃদ্ধ ও
ব্রাহ্মণদিগকে মহাভয় হইতে মুক্ত করিয়া ইহলোকে উত্তম যশ এবং পরলোকে
উত্তম স্বর্গ লাভ করিব; অতএব আমি প্রাণ দিয়াও কীর্তি রক্ষা করিব।
আপনি সেইটাকেই আমার ব্রত বলিয়া জ্ঞানুন” ॥৩৩—৩৪॥

—:~:—

সূর্য বলিলেন—“কর্ণ ! তুমি নিজের, বন্ধুবর্গের, পুত্রদের, ভার্ঘ্যাগণের,
মাতার এবং পিতার অহিত কার্য্য করিও না ॥১॥

হে প্রাণিশ্রেষ্ঠ ! প্রাণীরা শরীরের অবিরোধেই যশ লাভ এবং স্বর্গে
চিরস্থায়িনী কীর্তি লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকে ॥২॥

যে তুমি প্রাণের বিরোধেও চিরস্থায়িনী কীর্তি লাভ করিবার ইচ্ছা
করিতেছ, সে তোমার প্রাণ লইয়াই সেই কীর্তি লোপ পাইবে; এ বিষয়ে
কোন সন্দেহ নাই ॥৩॥

(২)---প্রাণিনাং প্রাণভৃদ্বর ।—পি । (৪) জীবতাং কুরুতে কার্য্যম্—বা ব ক নি ।

কীৰ্ত্তিঞ্চ জীবতঃ সাধ্বী পুরুষন্ত মহাভূতে ।।
 মৃতস্ত কীৰ্ত্ত্যা কিং কার্য্যং ভগ্নীভূতস্ত দেহিনঃ ॥৫॥
 মৃতঃ কীৰ্ত্তিং ন জানীতে জীবন্ কীৰ্ত্তিং সমশ্রুতে ।
 মৃতস্ত কীৰ্ত্তির্মর্ত্যস্ত যথা মালা গতাশ্রয়ঃ ॥৬॥
 অহস্ত্ব হ্যং ব্রবীম্যেতদ্বক্তোহসীতি হিতেপ্সরা ।
 ভক্তিযন্তো হি মে রক্ষ্যা ইত্যেভেনাপি হেতুনা ॥৭॥
 ভক্তোহয়ং পরা ভক্ত্যা মামিত্যেব মহাভূজ ! ।
 মমাপি ভক্তিৰূপেনা স ত্বং কুরু বচো মম ॥৮॥
 অস্তি চাত্রে পরং কিঞ্চিদধ্যাত্বা দৈবনির্মিতম্ ।
 অতশ্চ হ্যং ব্রবীম্যেতৎ ক্রিয়তামবিশক্যা ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

জীবত ইতি । পৌরুষেণ কার্য্যং কুরুতে ইতি লব্ধঃ । বহুপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৫॥
 কীৰ্ত্তিরিতি । লাক্ষী প্রশংসা । কার্য্যং প্রয়োজনম্ ॥৬॥
 মৃত ইতি । কীৰ্ত্তিনিবন্ধনং স্বয়ং, সমশ্রুতে অহভবতি ॥৭॥
 নবপ্রার্থিতো ভবান্ কথমীদৃশমুপদিশতীত্যাহ—অহনিতি । বশ্যা রক্ষণীয়াঃ ॥৮॥
 ভক্ত ইতি । ভক্ত্যা পৌরবাকর্ষণেন, মাং প্রীতি । ভক্তিঃ হ্রদি মেহঃ ॥৯॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! তুমি জান বে, পিতা, মাতা, পুত্র এবং এই জগতে যে কিছু বন্ধু আছে, তাহারা ও রাজারা আপন আপন পুরুষকারদ্বারা জীবিত ব্যক্তিরই কার্য্য করিয়া থাকেন ॥৪॥

মহাতেজা ! জীবিত পুরুষের কীৰ্ত্তিই ভাল । কেন না, মৃত ও ভগ্নীভূত প্রাণীর কীৰ্ত্তিদ্বারা কি প্রয়োজন আছে ? ॥৫॥

মৃত ব্যক্তি কীৰ্ত্তির বিষয় জানিতে পারে না, জীবিত ব্যক্তিই কীৰ্ত্তির সুখ অনুভব করে ; সুতরাং মৃত মানুষের মালাও যেমন, কীৰ্ত্তিও তেমন ॥৬॥

তুমি আমার ভক্ত এই জন্ত তোমার হিতৈষিতাবশতঃ এক ভক্তলোক-দিগকে আমার রক্ষা করা উচিত—এই কারণেও তোমাকে আমি এই কথা বলিতেছি ॥৭॥

মহাবাহু ! তুমি পরম ভক্তি সহকারে আমার ভক্ত হইয়াছ ; এই জন্ত আমারও তোমার প্রতি মেহ জন্মিয়াছে ; সুতরাং সেই তুমি আমার বাক্য রক্ষা কর ॥৮॥

(২)...অধ্যাত্ম দৈবনির্মিতম্—শি.নি।

দেবগুহ্যং ত্বয়া জ্ঞাতুং ন শক্যং পুরুষৰ্ষভ ! ।
 তস্মান্নাখ্যামি তে গুহ্যং কালে বেৎস্মতি তদ্বদান্ ॥১০॥
 পুনরুক্তঞ্চ বক্ষ্যামি ত্বং রাধেয় ! নিবোধ তৎ ।
 মাহুস্মৈ তে কুণ্ডলে দত্তা ভিক্ষিতে বজ্রপাণিনা ॥১১॥
 শোভসে কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ রুচিরাভ্যাং মহাদ্যুতে ! ।
 বিশাখয়োর্মধ্যগতঃ শশীব বিমলে দিবি ॥১২॥
 কীর্ত্তিঞ্চ জীবতঃ সাধবী পুরুষস্মেতি বিদ্ধি তৎ ।
 প্রত্যাখ্যেয়স্ত্বয়া তাত ! কুণ্ডলার্থে সুরেশ্বরঃ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

উপদেশে কারণান্তরমাহ—অস্মীতি । অত্রোপদেশে, কিঞ্চিৎ কারণম্ অধ্যাত্মম্ অধ্যাত্ম-
 বিষয়বৎ দুরূহমিতি বাচ্যার্থঃ, আত্মাশ্রিতঃ পিতৃপুত্রসম্বন্ধ ইতি তু ব্যঙ্গ্যার্থঃ ॥৯॥

অথ দুরূহমপি তৎ কারণং ক্রহীত্যাহ—দেবেতি । দেবেষুপি গুহ্যং তৎ কারণম্ ॥১০॥

পুনরिति । পুনরুক্তমনর্থকমপি দাঢ্যাস্মৈতি ভাবঃ । অস্মৈ বজ্রপাণয়ে ॥১১॥

কুণ্ডলাদানে হেতুস্তরমাহ—শোভস ইতি । বিশাখয়োর্মধ্যগতয়োঃ ॥১২॥

কীর্ত্তিরिति । জীবত এব ন মৃতস্তেতাশয়ঃ । তত্তস্মাদ্ভেতোঃ ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

মাহুতিমিতি । অহিতমিতি ছেদঃ ॥১—৩॥ জীবতাং পুত্রাদীনাম্, কার্য্যং প্রয়োজনম্,
 পরিষদাদিভ্যং স্তুতং পিতৃদিঃ কুরুতে লভতে ত্বয়ি মৃতে ত্বপিতৃাদীনাম্ কিং স্তুতং ত্বাদিতি
 ভাবঃ ॥৪—১১॥ বিশাখয়োঃ বিশাখানক্ষত্রস্তা য়ে ভাস্বরে তারে তয়োর্মধ্যে গতঃ পূর্ণচন্দ্রঃ

বিশেষতঃ, এ বিষয়ে দৈববিহিত এবং অধ্যাত্মবিষয়ের স্থায় দুরূহ অথ
 কোন কারণ আছে; এই জন্তও আমি একথা তোমাকে বলিতেছি; সুতরাং
 নিঃসঙ্কচিত্তে আমার বাক্য রক্ষা কর ॥৯॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ । সে কারণ দেবগণের নিকটেও গোপনীয়; সুতরাং তুমি
 তাহা জানিতে পারিবে না । সেই জন্তই আমি তাহা তোমার নিকট বলিতেছি
 না । তবে তুমি সে গোপনীয় বিষয় কালে জানিতে পারিবে ॥১০॥

রাধানন্দন । আমি আবারও বলিব, তুমি তাহা শ্রবণ কর । ইন্দ্র আসিয়া
 প্রার্থনা করিলে, তুমি কুণ্ডল দুইটি তাঁহাকে দিও না ॥১১॥

মহাতেজা । বিশেষতঃ নির্মল আকাশে বিশাখানক্ষত্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী
 চন্দ্রের স্থায় তুমি কুণ্ডল দুইটি দ্বারা বড়ই শোভা পাইয়া থাক ॥১২॥

বৎস । জীবিত ব্যক্তিরই কীর্ত্তি ভাল, মৃত ব্যক্তির নহে; অতএব কুণ্ডলের
 বিষয়ে তুমি ইন্দ্রকে প্রত্যাখ্যান করিও ॥১৩॥

শক্যা বহুবৈধৈবাক্যৈঃ কুণ্ডলেন্দ্রা স্বয়ানব ! ।
 বিহস্তং দেবরাজস্ত হেতুযুক্তৈঃ পুনঃ পুনঃ ॥১৪॥
 হেতুমদুপপন্নার্থৈর্মাধুর্য্যকৃতভূষণৈঃ ।
 পুরন্দরস্ত কর্ণ ! ত্বং বুদ্ধিমতোমপানুদ ॥১৫॥
 ত্বং হি নিত্যং নরব্যাস্ত্র ! স্পর্ধসে সব্যসামিচিনা ।
 সব্যসামিচী ত্বয়া চেহ যুধি শ্রুঃ সমেষ্যতি ॥১৬॥
 নহি ত্বামর্জুনঃ শত্রুঃ কুণ্ডলাভ্যাং সমন্বিতম্ ।
 বিজেতুং যুধি যত্তস্ত্র স্বয়মিচ্ছঃ সখা ভবেৎ ॥১৭॥
 তস্মান্ন দেয়ে শক্রায় ত্বয়ৈতে কুণ্ডলে শুভে ।
 সংগ্রামে যদি নির্জেতুং কর্ণ ! কাশয়সেহর্জুনম্ ॥১৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি
 কুণ্ডলাহরণে সূর্য্যাকর্ণসংবাদে পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

ভারতকৌমুদী

শক্যোতি । হেতুযুক্ত্যুক্তিযুক্তৈঃ বহুবৈধৈবাক্যৈঃ কুণ্ডলেন্দ্রা বিহস্তং শক্যা ॥১৪॥
 হেতুমদ্বিত্তি । মাধুর্য্যকৃতভূষণৈঃ কোমলতালভূষণৈঃ, বাক্যবিত্ত্বভূষণৈঃ ॥১৫॥
 স্বমিতি । সব্যসামিচিনা অর্জুনেন সহ । ত্বয়া সাক্ষিন্ ॥১৬॥
 নহীতি । অস্ত্র অর্জুনস্ত্র । সখা সহায়ঃ ॥১৭॥

ভারতভাবদীপঃ

১২—১৩। বিহস্তং শক্যোতি সম্বন্ধঃ । হেতুর্ভাবনাদিপ্রদর্শনং তদ্ব্যুৎপত্তিঃ ॥১৪॥ হেতুযুক্তি
 ত্বম্বি চ উপপন্নার্থানি হেতুভাসরহিতানি চ তৈঃ সর্বত এবাঙ্গানং গোপায়েৎ । ন সর্গায়া-
 ত্বলিং দ্ব্যং । “শরীরব্যাভং খলু ধর্ম্মসাধন”মিত্যাदिভির্বাচ্যৈঃ ॥১৫—১৬॥
 ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৫৫॥

হে নিস্পাপ । তুমি যুক্তিযুক্ত নানাবিধ বাক্যদ্বারা দেবরাজের কুণ্ডল-
 গ্রহণের ইচ্ছা বার বারই খণ্ডন করিতে পারিবে ॥১৪॥

অতএব কর্ণ ! তুমি—যুক্তিযুক্ত, সঙ্গতার্থ ও কোমলতাভূষিত বাক্যদ্বারা
 দেবরাজের এই বুদ্ধিটাকে দূর করিয়া দিও ॥১৫॥

নরশ্রেষ্ঠ ! তুমি সর্বদাই অর্জুনের সহিত স্পর্ধা করিয়া থাক ; সুতরাং
 বীর অর্জুনও অবশ্যই যুদ্ধে তোমার সহিত সম্মিলিত হইবেন ॥১৬॥

তখন তুমি কুণ্ডলযুক্ত থাকিলে, যদি স্বয়ং ইন্দ্রও অর্জুনের সহায় হন, তথাপি
 অর্জুন তোমাকে যুদ্ধে জয় করিতে সমর্থ হইবেন না ॥১৭॥

* ‘...অষ্টাশীতাদিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...দ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...একাধিকদ্বিশত-
 তমঃ...’—ক, ‘...দ্ব্যধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

ষট্ পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ ।

—ঃঃ—

কর্ণ উবাচ ।

ভগবন্তুমহং ভক্তো যথা মাং বেথ গোপতে ! ।
তথা পরমতিগাংশো ! নাস্ত্যদেয়ং কথঞ্চন ॥১॥
ন মে দারো ন মে পুত্রো ন চাত্মা স্তহদো ন চ ।
তথেষ্টো বৈ সদা ভক্ত্যা যথা স্বং গোপতে ! মম ॥২॥
ইষ্টানাঞ্চ মহাত্মানো ভক্তানাঞ্চ ন সংশয়ঃ ।
কুর্বন্তি ভক্তিমিক্টাঞ্চ জ্ঞানীষে ত্বঞ্চ ভাস্কর ! ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তস্মাদিতি । কুণ্ডলে কুণ্ডলধরম্, স্তভে জীবনরক্ষকতয়া স্তভকরে ॥১৮॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসদিকান্তবাসীশতট্টাচার্য-
বিরচিতয়াঃ মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ঃ বনপর্বণি
কুণ্ডলাহরণে পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ ॥১॥

—ঃঃ—

ভগেতি । হে গোপতে ! স্বর্ঘ্য ! অহং ভগবন্তং ভবন্তং প্রীতি ভক্ত ইতি ভক্তবৎসন যথা
স্বং মাং বেথ, তথা হে পরমতিগাংশো ! মম কথঞ্চন কিঞ্চিদপি অদেয়ং নাস্তীত্যপি বেথ ॥১॥
নেতি । ইষ্টাঃ প্রিয়াঃ । হে গোপতে ! স্বর্ঘ্য ! “বৎস স্বর্ঘ্যচ্চ গোপতি” ইতি
ত্রিকাণ্ডশেষঃ ॥২॥
ইষ্টানামিতি । ইষ্টানাম্ প্রিয়াণাম্ । ভক্তিঃ স্নেহম্, ইষ্টান্ প্রিয়াম্ ॥৩॥

অতএব কর্ণ । তোমার যদি যুদ্ধে অর্জুনকে জয় করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে এই
শুভসূচক কুণ্ডল দুইটি কখনও ইন্দ্রকে দিও না” ॥১৮॥

—ঃঃ—

কর্ণ বলিলেন—“পরমতীক্ষ্ণকিরণ স্বর্ঘ্যদেব ! আমি আপনার ভক্ত—ইহা
যেমন আপনি জানেন, তেমন আপনি ইহাও জানেন যে, আমার অদের কিছুই
নাই ॥১॥

স্বর্ঘ্যদেব ! ভক্তিবশতঃ আপনি যেমন আমার সর্বদা প্রিয়, আমার
তেমন প্রিয়—ভার্যার নহে, পুত্রের নহে, আপন দেহ নহে এবং বন্ধুরাও
নহে ॥২॥

(১)....নাস্ত্যং দেব । কথঞ্চন—পি ।

ইহৌ ভক্তশ্চ মে কর্ণো ন-চান্দৈবতং দিবি ।
 জানীত ইতি বৈ কৃষ্ণা ভগবানাহ মদ্বিতম্ ॥৪॥
 ভূমশ্চ শিরসা যাচে প্রসাত্ত চ পুনঃ পুনঃ ।
 ইতি ব্রবীমি তিগ্নাংশো ! বস্তু মে ক্ষন্তুমর্হসি ॥৫॥
 বিভেদমি ন তথা যুতোর্ষিধা বিভোহনুতাদহম্ ।
 বিশেষেণ দ্বিজাতীনাং সর্বেষাং সর্বদা সতাম্ ।
 প্রদানে জীবিতস্তাপি ন মেহত্রাস্তি বিচারণা ॥৬॥
 যচ্চ মামাশ্ব দেব ! ত্বং পাণ্ডবং কাম্তুনং প্রীতি ।
 ব্যোভু সন্তাপজং দুঃখং তব ভাস্কর ! মানসম্ ।
 অর্জুনপ্রতিমকৈব বিজেষ্যামি রণেহর্জুনম্ ॥৭॥
 তবাপি বিদিতং দেব ! মমাপ্যাস্ত্রবলং মহৎ ।
 জামদগ্ন্যাছুপাস্তং তন্তথা দ্রোণাশ্বহাস্তনঃ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

ইই ইতি । কর্ণঃ দিবি অন্তর্দৈবতং ন জানীত ইতি সঘঙ্কঃ । ভগবান্ ভবান্ ॥৪॥
 ভূম ইতি । ভূমশ্চ পুনশ্চ, শিরসা অবনতেন । ক্ষন্তুমর্হসি ইতি ব্রবীমি ॥৫॥
 বিভেদমীতি । বিভো কিতমি । সত্যং ব্রাহ্মণীয়গুণবিশিষ্টানাম্ । যট্‌পাদোহঙ্ক শ্লোকঃ ॥৬॥
 যমিতি । ব্যোভু হ্রীভবত্ । অর্জুনপ্রতিমং কার্ভবীর্ষ্যার্জুনতুল্যমপি । অয়মপি যট্‌পাদঃ
 শ্লোকঃ ॥৭॥

নরর্জুনবিষয়ে কথং তব শক্তিরিত্যাহ—অবতি । জামদগ্ন্যাং রামাং, উপাস্তং নকম্ ॥৮॥

দেব । ভাস্কর । মহাশ্ভারা প্রিয় ও ভক্তগণের উপরে স্নেহ করিয়া থাকেন,
 আপনিও সে প্রিয়স্নেহ জানেন ॥৩॥

কর্ণ আমারই প্রিয় ও ভক্ত ; হুতরাং সে, স্বর্গে অস্ত্র দেবতা আছে বলিয়াই
 জানে না ; ইহা ভাবিয়াই আপনি আমার হিত বলিতেছেন ॥৪॥

কিন্তু ভীতকিরণ । আমি বার বার অল্পনয় করিয়া অবনত মস্তকে পুনরায় ইহা
 প্রার্থনা করিতেছি এবং বলিতেছি যে, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন ॥৫॥

মিথ্যা হইতে এক সদ্গুণসম্পন্ন সমস্ত ব্রাহ্মণ হইতে সর্বদা আমার যেরূপ ভয়
 হয়, সেরূপ ভয় যত্ন হইতেও হয় না । সেই জন্যই সেই ব্রাহ্মণগণকে দান করিতে
 আমার কোন বিচার-বিতর্ক নাই ॥৬॥

তাঁর পর দেব । ভাস্কর । আপনি অর্জুনের বিষয়ে আমাকে যে কথা
 বলিলেন, সে বিষয়ে আপনার মানসিক উদ্বেগদুঃখ দূর হউক । কারণ, অর্জুন
 কার্ভবীর্ষ্যার্জুনের তুল্য হইলেও, আমি নিশ্চয়ই তাহাকে যুদ্ধে জয় করিব ॥৭॥

ইদং ত্বমুজানৌহি হুৰশ্চেষ্ট ! ত্বতং মম ।

ভিক্ষতে বজ্রিণে দত্তামপি জীবিতমাত্মনঃ ॥৯॥

সূর্য্য উবাচ ।

দত্তাস্থং যদি তাতেমে কুণ্ডলে বজ্রিণে শুভে ।

ত্বমপ্যেনমথো ক্রয়া বিজয়ার্থং মহাবল ! ।

নিয়মেন প্রদত্তাং তে কুণ্ডলে বৈ শতক্রতো ! ॥১০॥

অবধ্যো হসি তূতানাং কুণ্ডলাভ্যাং সমন্বিতঃ ।

অৰ্জ্জুনেন বিনাশং হি তব দানবসূদনঃ ।

প্রার্থয়ানো য়ণে বৎস । কুণ্ডলে তে জিহীৰ্ষতি ॥১১॥

স ত্বমপ্যেনমারাদ্য স্নাতাভিঃ পুনঃ পুনঃ ।

অভ্যর্থয়েথা দেবেশমমোঘাস্তং পুৰন্দরম্ ॥১২॥

অমোঘাং দেহি মে শক্তিমমিত্রবিনিবর্হিনীম্ ।

দাস্তামি তে সহস্রাক্ষ ! কুণ্ডলে বর্ষ্য চোত্তমম্ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

ইদমিতি । ভিক্ষতে বাচমানায়, বজ্রিণে ইন্দ্রায় ॥৯॥

দত্তা ইতি । এনং বজ্রিণম্ । নিয়মেন পণেন । বটপাদোহং শ্লোকঃ ॥১০॥

অবধ্য ইতি । প্রার্থয়ান ইচ্ছন । জিহীৰ্ষতি হর্ষমিচ্ছতি । অয়মপি বটপাদঃ শ্লোকঃ ॥১১॥

স ইতি । স্নাতাভিঃ সত্যপ্রিয়াভির্বাগ্ভিঃ । অভ্যর্থয়েথা যাচেথাঃ ॥১২॥

দেব ! আপনারও জানা আছে যে, আমারও গুরুতর অস্ত্রবল রহিয়াছে এবং তাহা আমি মহাত্মা পরশুরাম ও জ্যোতাচাৰ্য্য হইতে লাভ করিয়াছি ॥৮॥

দেবশ্চেষ্ট ! আপনি আমাকে এই ব্রত করিবার অহুমতি দিন যে, ইন্দ্র আসিয়া প্রার্থনা করিলে, আমি তাঁহাকে নিজের জীবনও দিতে পারি ॥৯॥

সূর্য্য বলিলেন—“বৎস মহাবল কর্ণ ! তুমি যদি অবশ্যই এই শুভমুচক কুণ্ডল দুইটী ইন্দ্রকে দান কর, তবে তুমিও জয়লাভের জন্ত ইন্দ্রকে বলিবে যে, দেবরাজ ! কোন নিয়ম অনুসারেই আপনাকে কুণ্ডল দুইটী দিতে পারি ॥১০॥

বৎস ! তুমি কুণ্ডলসম্বরিত থাকিয়া প্রাণিগণের অবধ্য হইয়াছ । এই জন্তই ইন্দ্র অৰ্জ্জুনকর্তৃক যুদ্ধে তোমার বিনাশ হয়—এই ইচ্ছা করিয়াই তোমার কুণ্ডল হরণ করিবার ইচ্ছা করিতেছেন ॥১১॥

অন্তএব তুমিও সত্য ও প্রিয় বাক্যদ্বারা বার বার এই দেবরাজ ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করিয়া ঠাঁহার নিকট অব্যর্থ অস্ত্র প্রার্থনা করিবে ॥১২॥

(১২) য যং বাসবমারাদ্য...অমোঘার্থম্—পি । (১৩)...অমিত্রবলনাশিনীম্—পি ।

ইত্যেবং নিয়মেন হুং দত্তাঃ শক্রায় কুণ্ডলে ।

তয়া হুং কর্ণ ! সংগ্রামে হনিষ্যসি রণে রিপুন্ ॥১৪॥

নাহুয়া হি মহাবাহো ! শক্রেনৈতি করং পুনঃ ।

স। শক্তির্বেবরাজস্ত শতশোহুং সহস্রশঃ ॥১৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্ত্ব। সহস্রাংশুঃ সহসান্তরদীয়ত ।

ততঃ সূর্য্যায় জপ্যান্তে কর্ণঃ স্বপ্নং ত্র্যবেদয়ং ॥১৬॥

যথাদৃষ্টং যথাতত্ত্বং যথোক্তমুভয়োনিশি ।

তৎ সর্ব্বয়ানুপূর্ব্বোণ শশংসাত্মৈ বুধস্তদা ॥১৭॥

তচ্ছ স্মা ভগবান্ দেবো ভানুঃ স্বর্ভানুসূদনঃ ।

উবাচ তং তথৈত্যেব কর্ণঃ সূর্য্যঃ স্মরন্নিব ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

অযোষামিতি । শক্তিমাত্রবিশেষম্, অগ্নিবিবিনিবাহিণীং শক্রনাশিনীম্ ॥১৩॥

ইতীতি । সম্যক্ গ্রামঃ শক্রসমূহো যত্র তন্নিরিত্যপোনরুক্ত্যম্ ॥১৪॥

নৈতি । শতশোহুং সহস্রশঃ শক্রনৈতি সম্বন্ধঃ । এতেন শক্তেঃ শক্তিরূপাখ্যাতা ॥১৫॥

এবমিতি । ততো রাজ্যবশানাং পরম্, জপ্যান্তে সূর্য্যমন্ত্রমপাং পরম্ ॥১৬॥

যথৈতি । যথাতত্ত্বং যথামর্থম্ । অস্মৈ সূর্য্যায়, বুধঃ কর্ণঃ ॥১৭॥

(বলিবে যে,) দেবরাজ । আপনি আমাকে শক্রনাশক অব্যর্থ একটি শক্তি দান করুন, তাহা হইলেই আমি আপনাকে কুণ্ডল দুইটী ও উত্তম কবচটী দান করিব ॥১৩॥

কর্ণ । এইরূপ নিয়মেই তুমি ইন্দ্রকে কুণ্ডল দুইটী দান করিও । তাহা হইলেই সেই শক্তিদ্বারা তুমি শত্রুপূর্ণ যুদ্ধে শত্রুগণকে সংহার করিতে পারিবে ॥১৪॥

মহাবাহু । ইন্দ্রের সেই শক্তি শত শত ও সহস্র সহস্র শত্রু সংহার না করিয়া পুনরায় হস্তে আগমন করে না ॥১৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—এইরূপ বলিয়া সূর্য্যদেব তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন । তদনন্তর প্রভাতকালে কর্ণ সূর্য্যমন্ত্র জপের পরে সেই স্বপ্নবৃত্তান্ত সূর্য্যকে জানাইলেন ॥১৬॥

রাজিতে যেমন দেখিয়াছিলেন এবং দুই জনে যেমন কথোপকথন করিয়াছিলেন, সে সমস্তই আনুপূর্ব্বক্রমে ও যথাযথভাবে কর্ণ সূর্য্যকে বলিলেন ॥১৭॥

(১৪)---হনিষ্যসি রণে রিপুন্—পি । (১৫) অহুয়া হি মহাবাহো । শক্রং নৈতি করে পুনঃ—পি ।

তত্ত্বম্ভূমিতি জ্ঞাত্বা রাধেয়ঃ পরবীরহা ।

শক্তিমেবাভিকাজ্জন্ম বৈ বাসবঃ প্রতাপালয়ৎ ॥১৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি
কুণ্ডলাহরণে সূর্য্যকর্ণসংবাদে ষট্ পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

—:~:—

সপ্তপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

জনমেজয় উবাচ ।

কিং তদুৎস্বং ন চাখ্যাতং কর্ণায়েহোষ্করশ্মিনা ।

কৌদৃশে কুণ্ডলে তে চ কবচকৈব কৌদৃশম্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তদ্বিতি । অর্থাৎস্বং অমৃতপরিবেশনকালে বিষ্ণবে নিবেদনাৎ রাহুদমনঃ ॥১৮॥

তত ইতি । তৎ স্বপ্নবৃত্তান্তং যথার্থম্ । প্রতাপালয়ৎ প্রতীক্ষিতবান্ ॥১৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাবি-পন্নভূষণ-শ্রীহরিদাসলিঙ্গাবাসীশভট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি

কুণ্ডলাহরণে ষট্ পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:~:—

“দেবগুহ্যং হুয়। জ্ঞাতুং ন শক্যং পুরুষবৰ্ভ।” ইতি সূর্য্যেণ কর্ণায় প্রাপ্তভূত্বং তৎস্বং
কৌতুকাৎ পৃচ্ছতি—কিমিতি । উষ্করশ্মিনা সূর্য্যেণ । কৌদৃশে ইতি প্রকারপ্রশ্নঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

ভগবন্তমিতি ॥১—১৬॥ অশ্বৈঃ সূর্য্যায়, বৃষঃ কর্ণঃ ॥১৭॥ অর্থাৎস্বং রাহুদমনঃ ॥১৮—১৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষট্ পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৬॥

তখন প্রভাশালী, রাহুদমন ও মাহাত্ম্যবান্ সূর্য্যদেব তাহা শুনিয়া দ্বিৎ হস্ত
করিয়াই যেন কর্ণকে বলিলেন—‘তাহাই বটে’ ॥১৮॥

তাহার পর বিপক্ষবীরহস্তা কর্ণ স্বপ্নবৃত্তান্ত যথার্থ জানিয়া, সেই শক্তি লাভ
করিবারই ইচ্ছা করিয়া ইশ্বের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ॥১৯॥

—:~:—

জনমেজয় বলিলেন—“সেই গোপনীয় বিষয়টা কি, তাহা এখানে সূর্য্য কর্ণকে
বলিলেন না, এক সেই কুণ্ডল দুইটা ও কবচটা কিপ্রকার ছিল ? ॥১॥

* ‘...উনবত্যাধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘ একাধিকদ্বিশত-তমঃ...’—বা ব, ‘দ্ব্যধিকদ্বিশত
তমঃ...’ কা, ‘...দ্ব্যধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

কুতশ্চ কবচং তস্ত কুণ্ডলে চৈব সত্তম ! ।

এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং তন্মে ব্রূহি তপোধন ! ॥২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

অথ রাজন্ ! ব্রবীম্যেতত্তস্ত শুভং বিভাবসোঃ ।

যাদৃশে কুণ্ডলে তে চ কবচকৈব যাদৃশম্ ॥৩॥

কুন্তিভোজং পুরা রাজন্ ! ব্রাহ্মণঃ পশুপস্থিতঃ ।

তিথ্যতেজাঃ মহাপ্রাণশ্চ শাশ্বদগুজটাধরঃ ॥৪॥

দর্শনীয়োহনবদ্যাসস্তেজসা প্রভুলমিব ।

মধুপিঙ্গে মধুরবাক্ তপঃস্বাধ্যায়ভূষণঃ ॥৫॥ (সুখকম্)

স রাজানং কুন্তিভোজমব্রবীৎ মহাহতপাঃ ।

ভিক্ষামিচ্ছামি বৈ ভোক্তুং তব গেহে বিমৎসর ! ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

কুত ইতি । কুতঃ কস্মাদাস্তমিতি শেবা, তস্ত কর্ণস্ত ॥২॥

আদিপর্বণি সংক্ষেপেণোক্তমপি জনমেজয়প্রশ্নাৎ পুনর্বিস্তরেণ কর্ণেৎপত্তিবৃত্তান্তমাহ—অথেতি ।

তস্ত কর্ণস্তান্তিকে, শুভং গোপনীয়ম্, বিভাবসোঃ সূর্য্যস্ত ॥৩॥

কুন্তীতি । কুন্তিভোজং রাজানম্ । ব্রাহ্মণোহয়ং ভূবাসা নাম, আদিপর্বণি তথৈবো-
ল্লোখ্যৎ । মহাপ্রাণশ্চ অত্যুন্নতঃ । মধুপিঙ্গঃ মধুবৎপিঙ্গলঃ ॥৪—৫॥

স ইতি । ভিক্ষাং ভিক্ষায়ম্ । হে বিমৎসর ! ভিক্ষুবিদেববহিত ! ॥৬॥

সাদুশ্রেষ্ট তপোধন । কর্ণের সেই কবচ ও কুণ্ডল দুইটা কোথা হইতে আসিয়াছিল, ইহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি আমার নিকট তাহা বলুন ॥২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা । কর্ণের নিকট সূর্য্যের বাহা গোপনীয় ছিল এবং সেই কুণ্ডল দুইটা ও কবচটা যে প্রকার ছিল, তাহা আমি এই বলিতেছি ॥৩॥

রাজা । প্রথরতেজা, অত্যুন্নতদেহ, শাশ্বদগু-জটাধারী, দর্শনীয়মূর্ত্তি, অনিলিতাজ, মধুর ভ্রায় পিঙ্গলবর্ণ, মধুরভাষী এবং তপস্বী ও বেদপাঠে অলঙ্কৃত এক ব্রাহ্মণ আপন তেজে জ্বলিতে জ্বলিতেই যেন পূর্বে একদা কুন্তিভোজ রাজার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥৪—৫॥

সেই মহাতপা ব্রাহ্মণ আসিয়া কুন্তিভোজরাজাকে বলিলেন—“হে ভিক্ষু-বিদেবশূত্র রাজা । আমি আপনার ঘরে ভিক্ষাম ভোজন করিতে ইচ্ছা করি ॥৬॥

(২)---তন্মে ব্রূহি মহামুনে ।—পি । (৩) অথ রাজন্ ।—পি ।

ন মে ব্যলীকং কর্তব্যং হুয়া বা তব চানুগৈঃ ।
 এবং বৎস্মামি তে গেহে যদি তে বোচতেহনম ॥৭॥
 যথাকামঞ্চ গচ্ছেরমাগচ্ছেরং তথৈব চ ।
 শয্যাসনে চ মে রাজন্ ! নাপরায্যেত কশ্চন ॥৮॥
 তমব্রবীৎ কুন্তীভোজঃ প্রীতিমুক্তমিদং বচঃ ।
 এবমস্তু পরঞ্চৈতি পুনর্নৈচনমথাব্রবীৎ ॥৯॥
 মম কন্তা মহাপ্রাজ্ঞ ! পৃথা নাম ধর্মস্বিনী ।
 শীলবৃত্তাস্থিতা সাধবী নিয়তা চৈব ভাবিনী ॥১০॥
 উপস্থাস্ততি সা জ্বাং বৈ পুঞ্জয়াহনবমন্ত চ ।
 তস্তাঞ্চ শীলব্রতেন তুষ্টিং সমুপাস্ততি ॥১১॥
 এবমুক্ত্বা তু তং বিশ্রমভিপূজ্য যথাবিধি ।
 উবাচ কন্তামভ্যেত্য পৃথাং পৃথুললোচনাম্ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । ব্যলীকম্ অপ্রিয়ম্, “ব্যালীকমগ্রিয়াকার্যবৈলক্ষ্যেণপি পীড়নে” ইতি বিধঃ ॥৭॥
 যথৈতি । শয্যাসনে শয্যাসনপরিগ্রহে, নাপরায্যেত ইচ্ছাবিরুদ্ধং নাচরেন ॥৮॥
 তমিতি । পরঞ্চ অনন্তরঞ্চ । এবং ব্রাহ্মণম্ ॥৯॥
 মমেতি । শীলং সংস্কারবঃ কুজং সদাচারশ্চ তাভ্যামস্থিতা, ভাবিনী ধর্মামুরজ্ঞা ॥১০॥
 উপৈতি । উপস্থাস্ততি সেবিত্বতে । সমুপাস্ততি ভবানিতি শেবঃ ॥১১॥
 এবমিতি । উবাচ কুন্তীভোজ ইত্যম্বুক্তিঃ । পৃথুললোচনাং বিশালনয়নাম্ ॥১২॥

হে নিম্পাপ রাজা । আপনি বা আপনার অমুচরেরা আমার অপ্রিয় আচরণ করিবেন না ; ইহা যদি আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে আমি আপনার বাড়ীতে বাস করিব ॥৭॥

রাজা । আমি ইচ্ছানুসারে যাইব ও আসিব এবং ইচ্ছানুসারেই শয্যা ও আসন গ্রহণ করিব, তাহাতে কেহ বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিবে না” ॥৮॥

তখন কুন্তীভোজরাজা সেই ব্রাহ্মণকে এই প্রীতিমুক্ত বাক্য বলিলেন—‘এই-রূপই হউক’ । তাহার পর আবার রাজা ব্রাহ্মণকে বলিলেন—॥৯॥

“মহাপ্রাজ্ঞ । সংস্কারব ও সদাচারসম্পন্ন, সাধুচরিত্রা, সৎবতা, ধর্মামুরজ্ঞা ও ধর্মস্বিনী ‘পৃথা’-নাম্নী আমার একটি কন্তা আছে ॥১০॥

নে, কোন অবমাননা না করিয়া গৌরবসহকারে আপনার সেবা করিবে এবং আপনিও তাহার স্বভাবে ও ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইবেন” ॥১১॥

(৮)---শয্যাসনে চ মে রাজন্ ।—বা ব ক নি ।

অয়ং বৎসে । মহাভাগৌ ব্রাহ্মণৌ বস্তুমিচ্ছতি ।
 মম গেহে ময়া চান্দ্র তথৈত্বেবং প্রতিশ্রুতম্ ।
 ত্বয়ি বৎসে । পরার্থস্ত ব্রাহ্মণস্তাভিরাধনম্ ॥১৩॥
 তস্মৈ বাক্যমমিখ্যা ত্বং কৰ্ত্তুমৰ্হসি কৰ্হিচিৎ ।
 অয়ং তপস্বী ভগবান্ স্বাধ্যায়নিয়তো দ্বিজঃ ।
 যদযদ্ব্যগ্রাশ্নহাতেজ্ঞাস্তত্তদেয়মমংসরাৎ ॥১৪॥
 ব্রাহ্মণৌ হি পরং তেজঃ ব্রাহ্মণৌ হি পরং তপঃ ।
 ব্রাহ্মণানাম্ নমস্কারৈঃ সূর্য্যো দিবি বিরাজতে ॥১৫॥
 অমানয়ন্ হি মানার্হান্ বাতাপিচ মহাস্থরঃ ।
 নিহতো ব্রহ্মদণ্ডেন তালজজ্ঞস্তথৈব চ ॥১৬॥
 সৌহরং বৎসে । মহাত্ম্য আহিতস্ত্বয়ি সাম্প্রতম্ ।
 ত্বং সদা নিয়তা কুৰ্য্যা ব্রাহ্মণস্তাভিরাধনম্ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

অয়মিতি । বৎস বাসং কৰ্ত্তুম্ । অভিরাধনং প্রতিশ্রুতম্ । বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৩॥
 তদ্বিতি । অমংসরাৎ অবিবেচ্যৎ । অয়মপি বটপাদঃ শ্লোকঃ ॥১৪॥
 ব্রাহ্মণ ইতি । তেজঃক্ৰোধায়ঃ, ব্রাহ্মণত্বংসেবা । ব্রাহ্মণানামিতি কৰ্ত্তবি বস্তী ॥১৫॥
 অমানয়মিতি । ব্রহ্মণা কৃতো দণ্ডো ব্রহ্মদণ্ডেন, তালজজ্ঞো নামাস্থরঃ ॥১৬॥
 ন ইতি । অয়ং ব্রাহ্মণসেবাক্ষণঃ, আহিতঃ স্থাপিতঃ । নিয়তা ন্যেতা ॥১৭॥

এইরূপ বলিয়া কুন্তিতোজ বধাবিধানে সেই ব্রাহ্মণের পূজা করিয়া,
 বিশালনয়না কন্তা পৃথার নিকট যাইয়া বলিলেন—॥১২॥

“বৎসে । এই মহাভাগ ব্রাহ্মণ আমার বাড়ীতে বাস করিবার ইচ্ছা করেন ;
 আমিও বৎসে । তোমার উপর বিশ্বাস করিয়া ‘তাহাই হউক’ এই কথা বলিয়া
 ব্রাহ্মণের সেবার অঙ্গীকার করিয়াছি ॥১৩॥

অতএব আমার সেই বাক্য কখনও মিথ্যা না হয়—তুমি তাহা কর । তপস্বী,
 মহাত্মাশালী, বেদপাঠনিরত ও মহাতেজা এই ব্রাহ্মণ বাহা বাহা বলিবেন, তুমি বিনা
 বিদ্বেষে তাহা তাহাই দিবে ॥১৪॥

ব্রাহ্মণই পরম তেজ, ব্রাহ্মণের সেবাই পরম তপস্বী এক ব্রাহ্মণেরা নমস্কার
 করেন বলিয়াই সূর্য্য আকাশে বিরাজ করিতেছেন ॥১৫॥

এবং বাতাপি ও তালজজ্ঞ মহাস্থর সম্মানযোগ্য ব্রাহ্মণদ্বিগকে না মানিয়াই
 ব্রহ্মদণ্ডে নিহত হইয়াছিল ॥১৬॥

(১৭) সৌহরং বৎসে । মহাত্ম্যঃ—বা ব কা ।

বন-৩১২ (১১)

জানামি প্রণিধানং তে বাণ্যাং প্রভৃতি নন্দিনি ।।
 ব্রাহ্মণেষু সর্বেষু গুরুবন্ধু চৈব হ ॥১৮॥
 তথা প্রেয়েষু সর্বেষু মিত্রসম্বন্ধিতৃষু ।
 ময়ি চৈব যথাবক্তং সর্বসাদৃত্য বর্তসে ॥১৯॥
 নহতুযো জনোহন্ত্যহ পুরে চান্তঃপুরে চ তে ।
 সম্যগ্‌বৃত্ত্যাহনবদ্যাসি ! তব ভৃত্যজ্ঞেন্দ্রপি ॥২০॥
 সন্দেহবাস্তব মন্তে জ্ঞাং দ্বিজাতিং কোপনং প্রতি ।
 পৃথৈ । বালেতি কৃতা বৈ স্ততা চাসি মমেতি চ ॥২১॥
 বৃষ্টীনাং হং কুলে জাতা শূরশ্র দয়িতা স্ততা ।
 দত্তা প্রীতিমতা মহ্যং পিত্রা বালা পুরা স্বয়ম্ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

জানামিতি । প্রণিধানং মনোযোগম্, জানামি অস্তিস্থেনেতি শেবঃ ॥১৮॥
 তমেতি । প্রেয়েষু ভৃত্যেষু । সর্বং স্নেহম্, আবৃত্তা আদায় ॥১৯॥
 নহীতি । সম্যগ্‌বৃত্ত্যাহনবদ্যাসি, হে অনবদ্যাসি । অনিশ্চিত্যাসি ॥২০॥
 সসিতি । সন্দেহবাস্তবম্, কোপনং দ্বিজাতিং প্রতি ভবিষ্যে ॥২১॥
 বৃষ্টীনাংমিতি । শূরশ্র তদাখ্যাত সংহৃদয়ং, দয়িতা প্রিয়া ॥২২॥

অতএব বৎসে ! আমি তোমার উপরে সেই ব্রাহ্মণসেবারূপ গুরুতর ভার
 এখন ছাড়া করিলাম ; তুমি সর্বদা সংযত থাকিয়া তাঁহার সেবা করিবে ॥১৭॥

নন্দিনি ! বাল্যকাল হইতেই ব্রাহ্মণগণের উপরে এবং সমস্ত গুরুজন ও
 বন্ধুজনের উপরে তোমার একাগ্রতা আছে বলিয়াই আমি জানি ॥১৮॥

এবং তুমি যথাযোগ্য ব্যবহার করিয়া সকল ভৃত্য, মিত্র, সম্বন্ধী, মাতা ও আমার
 সমস্ত স্নেহ গ্রহণ করিয়াই রহিয়াছ ॥১৯॥

অনিশ্চয়মুদ্রি । ভৃত্যজনের উপরেও তোমার উপযুক্ত ব্যবহার চলিতে থাকায়
 এই-পুরে বা অন্তঃপুরে তোমার উপরে অসন্তুষ্ট লোক নাই ॥২০॥

পৃথৈ । তথাপি তুমি বালিকা এবং আমার কন্যা—এই জ্ঞাত্য কোপনস্বভাব
 ব্রাহ্মণের বিষয়ে তোমাকে কিছু উপদেশ দেওয়া উচিত বলিয়া আমি মনে
 করি ॥২১॥

তুমি বৃষ্টিবংশে জন্মিয়াছ এবং প্রিয়বৃদ্ধং শূরের প্রিয়তমা কন্যা । পূর্বে
 তোমার বাল্যকালে তোমার পিতা প্রীতিযুক্ত চিন্তে নিজেই আমার হস্তে তোমাকে
 দান করিয়াছিলেন ॥২২॥

(১৯) সর্বসাদৃত্য বর্তসে—বা ব কা ।

বহুদেবস্ত ভগিনী স্তনানাং প্রবরা মম ।
 অগ্র্যমগ্রে প্রতিজ্ঞায় তেনামি দুহিতা মম ॥২৩॥
 তাদৃশে হি কুলে জাতা কুলে চৈব বিবৰ্দ্ধিতা ।
 সুখাং সুখমনুপ্রাপ্তা হৃদাদহৃদমিবাংগা ॥২৪॥
 দৌকুলেয়া বিশেষেণ কথঞ্চিৎ প্রগ্রহং গতাঃ ।
 বালভাবাদ্বিকূৰ্বন্তি প্রায়শঃ প্রমদাঃ শুভে ! ॥২৫॥
 পৃথে ! রাজকুলে জন্ম রূপকাপি তবাহুতম্ ।
 তেন তেনামি সম্পন্না সমুদায়েন ভাবিনী ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

বস্বিতি । ইং বহুদেবস্ত ভগিনী, শূরস্ত স্তনানাং মধ্যে প্রবরা জ্যেষ্ঠা চ । তথা তেন শূরেণ, অগ্রে আদৌ, অগ্রাং জ্যেষ্ঠমপত্যং মমং দেয়ত্বেন প্রতিজ্ঞায় পরং মমং দত্তেতি শেষঃ ।
 অভএব অমিদানীং মমৈব দুহিতাসি ॥২৩॥

তাদৃশ ইতি । আপগা নদৌ হৃদাং হৃদমিব, ইং সুখাং সুখমনুপ্রাপ্তেতি সঘঙ্কঃ ॥২৪॥

দৌকুলেয়া ইতি । দৌকুলেয়া দুকুলজাতাঃ, প্রগ্রহম্ আবদীভাবম্ ॥২৫॥

পৃথ ইতি । তেন তেন হেতুনা, সমুদায়েন স্থলীলত্বাদিশুণসমূহেন ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

কিং তদ্ব্যুৎপত্তিমিতি ॥১—১০॥ অনবমস্ত অবমানমকৃত্বা ॥১১—১২॥ বস্তং বাসং কৰ্ত্তুম্ ॥১৩॥ পরাশ্রয় পরমাশ্রয়ং কৃত্বা অভিরাগনং কৰ্ত্তুমিতি শেষঃ ॥১৪—১৭॥ প্রণিধানং চিত্তকাগ্রাম্ ॥১৮॥ আবৃত্য ব্যাপ্য ॥১৯—২২॥ অগ্রাং অগ্রে দেয়ং ময়া প্রথমমপত্যং ভৃত্যং দেয়মিতি প্রতিজ্ঞাতমিত্যর্থঃ ॥২৩—২৪॥ দৌকুলেয়াঃ দুকুলে জাতাঃ, প্রগ্রহং নির্বন্ধম্, গতাঃ প্রাপ্তাঃ, বিকূৰ্বন্তি দৌষ্টাং কূৰ্বন্তি ॥২৫—২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্বনি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তপঞ্চাশদধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৫৭॥

পৃথে ! তুমি শূরের সন্তানগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠা । এবং বহুদেবের ভগিনী ।
 শ্রিয়শ্ৰুত্বং শূর প্রথমে আমার নিকটে তাঁহার প্রথম সন্তান দান করিবেন বলিয়া
 প্রতিজ্ঞা করিয়া, পরে তিনি তোমাকে আমার হস্তে দান করিয়াছেন ; সেই জন্যই
 তুমি আমার তনয়া ॥২৩॥

তুমি সেইরূপ বংশে জন্মিয়াছ এবং উচ্চবংশে আসিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছ ; স্তনরাং
 নদী যেমন এক হৃদ হইতে অপর হৃদে যায়, তুমিও সেইরূপ একস্থানের সুখ হইতে
 অপরস্থানের সুখে আসিয়াছ ॥২৪॥

কল্যাণি ! দুকুলজাত রমণীরা কোন কারণে বিশেষভাবে আবদ্ধ হইয়া অল্প
 বয়সে প্রায়ই বিকৃত হইয়া পড়ে ॥২৫॥

(২৪) হৃদাহৃদমিবাংগা—বা ব কা পি । (২৬) ...সমুপেতা চ ভাবিনী—বা ব কা নি ।

মা ত্বং দৰ্পং পরিত্যজ্য দম্ভং মানঞ্চ ভাবিনি ।।

আরাধ্য বরদং বিশ্বেং জ্যেষ্ঠসা যোক্ষ্যামে পৃথৈ । ২৭।

এবং প্রাপ্যসি কল্যাণি ! কল্যাণমনঘে ! ধ্রুবম্ ।

কো পতে চ বিজ্ঞেষ্ঠে কৃৎস্নং দহেত মে কূলম্ ২৮।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্কণি কুণ্ডলা
হরণে পৃথোপদেশে সপ্তপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০। *

—:~:—

অষ্টপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

কুন্ত্যবাচ ।

ব্রাহ্মণং যদ্বিতা রাজন্ ! উপস্থাস্তামি পূজয়া ।

যথাপ্রতিজ্ঞং রাজেন্দ্রে ! ন চ মিথ্যা ব্রবীম্যহম্ ॥১।

ভারতকৌমুদী

সেতি । দৰ্পং গৰ্বম্, দম্ভং কাপট্যম্, মানং গৌরবম্ । জ্যেষ্ঠসা মঙ্গলেন ২৭।

এবমিতি । কল্যাণং মঙ্গলম্ । দহেত তেন বিজ্ঞেষ্ঠেনেতি শেষঃ ২৮।

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পরভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য:

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্কণি

কুণ্ডলাহরণে সপ্তপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০।

—:~:—

ব্রাহ্মণমিতি । যদ্বিতা নিয়তা সতী, পূজয়া গৌরবেণ, উপস্থাস্তামি সেবিস্তে ১।

পৃথা । রাজকূলে তোমার জন্ম এবং রূপও তোমার অদ্ভুত ; সুতরাং সেই
সেই কারণেই তুমি গুণসমূহসম্পন্ন এবং সচ্চরিত্রা হইয়াছ ২৬।

সংস্বভাবা পৃথা । সেই তুমি দৰ্প, কপটতা ও অভিমান পরিত্যাগপূর্বক বরদাতা
ব্রাহ্মণের সেবা করিয়া পরমমঙ্গল লাভ করিবে ২৭।

কল্যাণি ! নিম্পাপে । তুমি এইরূপ করিলে অবশ্যই মঙ্গল লাভ করিবে ;
আর ব্রাহ্মণকে ক্রুদ্ধ করিলে, তিনি আমার সমস্ত বংশই দম্ব করিবেন ২৮।

—:~:—

কুন্তী বলিলেন—“রাজশ্রেষ্ঠ রাজা ! আমি মিথ্যা বলিতেছি না ; আমি

* ‘...নবতাবিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...দ্ব্যধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...দ্ব্যধিকদ্বিশত-
তমঃ...’—কা, ‘...চতুর্দ্ব্যধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

এষ চৈব স্বভাবো মে পূজয়েয়ং দ্বিজানিতি ।
 তব চৈব প্রিয়ং কার্যং শ্রেয়শ্চ পরমং মম ॥২॥
 যত্তেবৈষ্যতি সায়াক্ষে যদি প্রাতরথো নিশি ।
 যত্করাত্রে ভগবান্ ন মে কোপং করিষ্যতি ॥৩॥
 নাভো মমৈষ রাজেশ্ব । যদৈ পূজয়িতুং দ্বিজান্ ।
 আদেশে তব তিষ্ঠন্তী হিতং কুর্যাং নরোত্তম ॥৪॥
 বিস্ক্রো ভব রাজেশ্ব । ন ব্যলীকং দ্বিজোত্তমঃ ।
 বসন্ প্রাপ্যতি তে গেহে সত্যমেতদ্রবীমি তে ॥৫॥
 যং প্রিয়ঞ্চ দ্বিজশাস্ত্র হিতকৈব তবানব ।।
 যতিস্মামি তথা রাজন্ । ব্যেতু তে মানসো জ্বরঃ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

এষ ইতি । তাত্মানুভাভাৎ মম পরমং শ্রেয়ো ভবেদिति শেষঃ ॥২॥
 যদীতি । ভগবান্ মহাত্ম্যবান্ ব্রাহ্মণঃ, মে কোপং ন করিষ্যতি সহিবুধ্যৎ ॥৩॥
 লাভ ইতি । এষ তব হিতকরণরূপঃ ॥৪॥
 বাতি । বিস্ক্রো মনাচরণে বিবতঃ । ব্যলীকং কিসিপ্যগ্রিয়ম্ ॥৫॥

আপনার প্রতিজ্ঞা অনুসারে সংযত হইয়া গৌরবপূর্বকই ব্রাহ্মণের সেবা করিব ॥১॥

ব্রাহ্মণের পূজা করা ও আপনার প্রিয়কার্য্য করা—ইহাই আমার স্বভাব এক ইহাতেই আমার পরম মঙ্গল হইবে ॥২॥

মহাত্ম্যশালী ব্রাহ্মণ যদি সায়াকালে, বা প্রাতঃকালে, কিংবা রাত্রিতে, অথবা অর্দ্ধরাত্রিসময়ে আগমন করেন, তথাপি আমার ক্রোধ হইবে না ॥৩॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! আমি ব্রাহ্মণদের সেবা করিবার পক্ষে আপনার আদেশে থাকিয়া আপনার যে হিত করিতে পারিব, ইহাই আমার লাভ ॥৪॥

অতএব রাজশ্রেষ্ঠ ! আমি আপনার নিকট ইহা সত্য বলিতেছি যে, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ আপনার গৃহে বাস করতঃ কখনও আমা হইতে কোন অপ্রিয় আচরণ পাইবেন না ; সুতরাং আপনি এ বিষয়ে বিশ্বস্ত থাকুন ॥৫॥

নিম্পাপ রাজা ! এই ব্রাহ্মণের যাহা প্রিয় এক আপনার যাহা হিত, তাহা করিবার পক্ষে আমি বশ করিব ; অতএব আপনার মনের উদ্বেগ দূর হউক ॥৬॥

(৪) যদৈ স্বয়তী দ্বিজান্—বা ব ক, ...যদৈ পূজয়তি দ্বিজান্—পি ।

ব্রাহ্মণা হি মহাভাগাঃ পূজিতাঃ পৃথিবীপতে ।।

তারণায় সমর্থ্যঃ স্যাদ্বিপরীতে বধায় চ ॥৭॥

সাহমেতদ্বিজানন্তী তোষয়িস্যে দ্বিজোত্তমম্ ।

ন যৎকৃতে ব্যাথাং রাজন্ ! প্রাপ্যসি দ্বিজসত্তমাং ॥৮॥

অপরাধে হি রাজেন্দ্রে ! রাত্তামশ্রেয়সে দ্বিজাঃ ।

ভবন্তি চ্যবনো যদ্বৎ স্ককন্তায়াঃ কৃতে পুরা ॥৯॥

নিয়মেন পরেণাহমুপস্থাস্ত্রে দ্বিজোত্তমম্ ।

যথা ত্বয়া নরেন্দ্রেদং ভাষিতং ব্রাহ্মণং প্রতি ॥১০॥

এবং ব্রুবন্তীং বহুশঃ পরিষজ্য সমর্থ্য চ ।

ইতি চেতি চ কর্তব্যং রাজা সর্বমথা দিশং ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

যদ্বিতি । তথা কর্তৃমিতি শেষঃ । ব্যোত্ দূরীভবতু, জরঃ সন্তাপঃ ॥৬॥

ব্রাহ্মণা ইতি । মহাভাগা অধিষ্ঠাতৃধর্মসম্পত্ত্যা মহাত্ম্যবন্তঃ ॥৭॥

সেতি । বিজানন্তীতি নলোপাভাব আর্থঃ । যৎকৃতে মন্নিমিস্তে, ব্যাথামনিষ্টম্ ॥৮॥

অপেতি । অশ্রেয়সে অমঙ্গলায় ভবন্তি । স্ককন্তায়াঃ শর্ঘ্যতিরাজকন্তয়া তপস্কৃতচ্যবনস্ত
নয়নধরং বিদীর্ণম্, তেন চ চ্যবনেন শর্ঘ্যতিরাজসৈন্তস্ত আনাহমুপাত্ত শর্ঘ্যতেরনিষ্ট-
মুৎপাদিতমিত্যম্বিন্ বনপর্কণ্যেব একাধিকশতত্তমে অধ্যায়ে শ্রষ্টব্যম্ ॥৯॥

নিয়মেনেতি । পরেণ উত্তমেন, উপস্থাস্ত্রে সেবিস্যে ॥১০॥

এবমিতি । অত্রাপি ব্রুবন্তীমিতি নকারলোপাভাব আর্থঃ । সমর্থ্য অন্তমন্ত ॥১১॥

কারণ, মহাত্ম্যশালী ব্রাহ্মণেরা পূজিত হইয়া উদ্ধার করিতে সমর্থ হন, আর
ইহার বিপরীত করিলে সংহার করেন ॥৭॥

রাজা ! এই সমস্ত জানিয়াই আমি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে সন্তুষ্ট করিব ; সুতরাং
আপনি আমার নিমিত্ত ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ হইতে কোন দুঃখ পাইবেন না ॥৮॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! অপরাধ হইলেই ব্রাহ্মণেরা রাজাদের অমঙ্গল ঘটাইয়া
থাকেন ; যেমন চ্যবনমুনি পূর্বকালে স্ককন্তার জন্ত শর্ঘ্যতিরাজার অমঙ্গল
ঘটাইয়াছিলেন ॥৯॥

অতএব নরশ্রেষ্ঠ ! আপনি ব্রাহ্মণের নিকট যেমন বলিয়াছেন, তেমন উত্তম
নিয়মেই আমি তাঁহার সেবা করিব ॥১০॥

পৃথা এইরূপ বলিলে, রাজা তাঁহাকে অনেক বার আলিঙ্গন করিয়া এবং
তাঁহার কথার সমর্থন করিয়া ‘এই এই করিবে’ এইভাবে সমস্ত বিষয়ের উপদেশ
দিলেন ॥১১॥

রাজোবাচ ।

এবমেতদ্বয়া ভদ্রে ! কর্তব্যমবিশঙ্কয়া ।
 মদ্বিতার্থং তথাহ্মার্থং কুলার্থঞ্চাপ্যনিন্দিতে ॥১২॥
 এবমুক্ত্বা তু তাং কন্যাং কুন্তিতোজো মহাযশাঃ ।
 পুংসাং পরিদর্শো তস্মৈ দ্বিজায় দ্বিজবৎসলঃ ॥১৩॥
 ইয়ং ব্রহ্মন্ ! মম স্তুতা বালা সুখবিবদ্বিতা ।
 অপরাধ্যেত যৎ কিঞ্চিদ্ভিন্ন কার্য্যং হৃদি ত্বয়া ॥১৪॥
 দ্বিজাতয়ো মহাভাগা বৃদ্ধবালতপস্বিনু ।
 ভবন্ত্যক্রোধনাঃ প্রায়োহপরাধেষুপি নিত্যদা ॥১৫॥
 স্তুমহত্যপরাধেষুপি ক্ৰান্তিঃ কার্য্যা দ্বিজাতিভিঃ ।
 যথাশক্তি যথোৎসাহং পূজা গ্রাহ্য দ্বিজোত্তম ॥১৬॥
 তথেন্তি ব্রাহ্মণেনোক্তে স রাজা প্রীতমানসঃ ।
 হংসচন্দ্রাংশুসঙ্কাশং গৃহমস্মৈ ন্যবেদয়ৎ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । এতৎ ব্রাহ্মণসেবনম্ । আত্মার্থমাত্মনো হিতার্থম্ ॥১২॥
 এবমিতি । পরিদর্শো তৎসেবনায়ার্পণমাস ॥১৩॥
 ইয়মিতি । বালতরৈবাতা অপরাধত্বয়া কৃত্বা ইত্যশয়ঃ ॥১৪॥
 দ্বিজাত্য ইতি । অপরাধেষুপি কৃতাপরাধেষুপি, নিত্যদা সর্বদা ॥১৫॥
 স্তুমহতীতি । যথাশক্তি যথোৎসাহং পরেণ ক্রতেতি শেষঃ ॥১৬॥
 তথেন্তি । হংস-চন্দ্রাংশু-সঙ্কাশং তদুভয়তুল্যাশুভবর্ণম্ । ন্যবেদয়ৎ ॥১৭॥

রাজা বলিলেন—“ভদ্রে । অনিন্দিতে ! আমার হিত, নিজের হিত এবং
 বংশের হিতের জন্য তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে এইভাবে এই সমস্ত করিবে” ॥১২॥

এইরূপ বলিয়া মহাযশা ও ব্রাহ্মণবৎসল কুন্তিতোজরাজা সেই পৃথানারী
 কন্যাটিকে সেই ব্রাহ্মণের নিকট সমর্পণ করিলেন ও বলিলেন—॥১৩॥

“ব্রাহ্মণ ! সুখবিবদ্বিতা আমার এই বালিকা কন্যাটি যে কিছু অপরাধ করিবে,
 তাহা আপনি মনে করিবেন না ॥১৪॥

কারণ, বৃদ্ধ, বালক ও ভগ্নস্বীরা অপরাধ করিলেও তাঁহাদের উপরে মহাত্মা
 ব্রাহ্মণেরা প্রায়ই ক্রোধ করেন না ॥১৫॥

আর কেহ গুরুতর অপরাধ করিলেও তাহার উপরে ব্রাহ্মণদের ক্ষমা করা উচিত
 এবং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! যে কেহ নিজের শক্তি ও ইচ্ছা অল্পসারে পূজা করিলে,
 ব্রাহ্মণদের তাহাই গ্রহণ করা নহত” ॥১৬॥

তত্রাগ্নিশরণে কঃপ্তমাসনং তস্য ভানুমৎ ।

আহারাদি চ সর্বং তত্তথৈব প্রত্যবেদয়ৎ ॥১৮॥

নিষ্কিপ্য রাজপুত্রী তু তত্রীং মানং তথৈব চ ।

আতস্বে পরমং যত্নং ব্রাহ্মণস্মাভিরাধনে ॥১৯॥

তত্র সা ব্রাহ্মণং গত্বা পৃথা শৌচপরা সতী ।

বিধিবৎ পরিচারাহং দেববৎ পর্য্যতোষয়ৎ ॥২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি কুণ্ডলা-
হরণে পৃথাদ্বিজপরিচর্য্যারামষ্টপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তত্রৈতি । অগ্নিশরণে হোমগৃহে । ভানুমৎ উজ্জলম্ । আহারাদি খাদ্যাদি ॥১৮॥

নিষ্কিপ্যেতি । নিষ্কিপ্য বিহায়, রাজপুত্রী পৃথা, তত্রীং নিদ্রাম্ । আতস্বে চকার ॥১৯॥

তত্রৈতি । শৌচপরা সর্বদা পবিত্রা । পরিচারাহং শুশ্রূষাযোগ্যং ব্রাহ্মণম্ ॥২০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিন্ধাস্তবাগীশভট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি

কুণ্ডলাহরণে অষ্টপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

ভারতভাবদীপঃ

ব্রাহ্মণমিতি । যজিতা নিয়মবৃত্তা ॥১—১৪॥ বিশ্বকো বিশ্বস্তঃ, ব্যলীকমগ্নিয়ম্ ॥১৫—১৭॥

অগ্নিশরণে অগ্ন্যাগারে ॥১৮॥ তত্রীমালম্ ॥১৯॥ পরিচারাহং পূজাহম্ ॥২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে অষ্টপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৫৮॥

—:~:—

‘তাহাই হইবে’ ব্রাহ্মণ এইরূপ বলিলে, রাজা সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া হংস ও চন্দ্রকিরণের আয় শুভ্রবর্ণ একখানি গৃহ তাহার জন্ত নির্দিষ্ট করিলেন ॥১৭॥

এবং তিনি সেই হোমগৃহে সেই ব্রাহ্মণের জন্ত উজ্জল আসন ও খাদ্য-পেয়-প্রভৃতি সমস্ত বস্তু দিবার ব্যবস্থা করিলেন ॥১৮॥

তাহার পর রাজকন্যা পৃথা নিদ্রা ও অভিমান পরিত্যাগ করিয়া সেই ব্রাহ্মণের সেবায় পরম যত্ন অবলম্বন করিলেন ॥১৯॥

পৃথা প্রত্যহ পবিত্র হইয়া সেই ঘরে বাইরা দেবতার আয় শুশ্রূষার যোগ্য সেই ব্রাহ্মণকে যথাবিধানে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন ॥২০॥

—:~:—

* ‘...একবত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...ত্র্যধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...চতুরধিক-
দ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...পঞ্চাধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

ঊনষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

স তু কন্যা মহারাজ ! ব্রাহ্মণং সংশিতব্রতম্ ।

তোষয়ামাস শুদ্ধেন মনসা সংশিতব্রতা ॥১॥

প্রাতরেয়াম্যথেত্যুক্ত্বা কদাচিদ্বিজসত্তমঃ ।

তত আয়াতি রাজেশ্ব ! সায়াং ব্রাত্রাবথো পুনঃ ॥২॥

তথ সর্বান্নং বেলান্ন ভক্ষ্যতোজ্যপ্রতিশ্রয়েঃ ।

পূজয়ামাস সা কন্যা বর্দ্ধমানৈস্ত সর্বদা ॥৩॥

অন্নাদিসমুদাচারঃ শয্যাসনকৃতস্তথা ।

দিবসে দিবসে তস্ম বর্দ্ধতে ন তু হীয়তে ॥৪॥

নির্ভৎসনাপবাদৈশ্চ তথৈবাশ্রিয়য়া গিরা ।

ব্রাহ্মণস্ত পৃথা রাজন্ ! ন চকারাশ্রিয়ং তদা ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

সেতি । সংশিতব্রতং দৃঢ়শাস্ত্রীয়নিয়মম্ । সংশিতব্রতা দৃঢ়প্রাত্যাহিকনিয়মা ॥১॥

প্রাতরিতি । ইত্যুক্ত্বা নির্গতঃ সন্নতি শেখঃ । অথো অথবা ॥২॥

তমিতি । ভক্ষ্যং চর্ব্যং ভোজ্যং তদিতরং প্রতিশ্রয় আসনাদিস্তৈস্তত্তদানৈঃ ॥৩॥

অন্নোতি । অন্নাদীনাং সমুদাচারঃ সম্যঙনির্মাণব্যবহারঃ ॥৪॥

নিরিতি । নির্ভৎসনানি গালিধানানি অপবাদা নিন্দাশ্চ তৈঃ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ ! সেই কন্যা পৃথা যথানিয়মে ও পবিত্র মনে ব্রতপরায়ণ সেই ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন ॥১॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! কখনও সেই ব্রাহ্মণ ‘প্রাতঃকালে আসিব’ এই কথা বলিয়া চলিয়া যাইতেন ; তাহার পর সন্ধ্যাকালে বা রাত্রিতে আসিতেন ॥২॥

অথচ পৃথা প্রতিদিন সমস্ত সময়েই অধিক অধিক পরিমাণে খাদ্য, পেষ, শয্যা ও আসন প্রস্তুত করিয়া সেই ব্রাহ্মণের সেবা করিতেন ॥৩॥

প্রত্যহই সেই ব্রাহ্মণের জন্ত অন্নাদি প্রস্তুত করা বা শয্যাসনাদি রচনা করা বৃদ্ধিই পাইত ; কিন্তু কমিত না ॥৪॥

রাজা ! তখন সেই ব্রাহ্মণের তিরস্কার, নিন্দা এবং অশ্রিয় বাক্যও পৃথা তাহার অশ্রিয় কার্য করিতেন না ॥৫॥

ব্যস্তে কালে পুনশ্চৈতি ন চৈতি বহুশো দ্বিজঃ ।
 স্তম্বল ভগ্নপি হুমং দীয়তামিতি সোহলবৌ ॥৬॥
 কৃতমেব চ তৎ সৰ্বং পৃথা তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ ।
 শিষ্যবৎ পুত্রবচ্চৈব স্বশ্রবচ্চ স্তসংযতা ॥৭॥
 যথোপজোষং রাজেন্দ্র ! দ্বিজাতিপ্রবরস্ত সা ।
 প্রীতিমুৎপাদয়ামাস কন্যারত্নমনিন্দিতা ॥৮॥
 তস্তাস্ত শীলবৃন্তেন তুতোষ দ্বিজসত্তমঃ ।
 অবধানে চ ভূয়োহস্তাঃ পরং যত্নমথাকরোৎ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

ব্যস্ত ইতি । ব্যস্তে উক্তবিপরীতে । স্তম্বলং স্তম্ভরূপং ॥৬॥
 কৃতমিতি । স্বশ্রবং কনিষ্ঠভগিনীবৎ, স্তসংযতা তৎসেবনে নিত্যস্তুতং পরা ॥৭॥
 যথেন্দি । উপজোষং দ্বিজাতিপ্রবরশ্চৈব স্বশ্রমভিত্ত্যেতি যথোপজোষম্, “ভূকীমর্থে হুথে
 জোষম্” ইত্যমরঃ । কন্যারত্নশব্দাভিধেয়স্ত প্রীতাদনিন্দিতা সেতি বিশেষণশব্দয়োঃপি প্রীতম্ ।
 তথা চ বরকচিঃ—“শব্দাভিধেয়ে লিঙ্গং ত্রাৎ শব্দবিদ্ভঙ্গ্যপি বা । শোভনায়ৈ বচজায় দারান্
 পশুন্তি শোভনান্ ।” শব্দলিঙ্গস্ত প্রায়িকং দৃষ্টতে ॥৮॥

তস্তা ইতি । শীলবৃন্তেন স্বভাবাধিতব্যবহারেণ । অবধানে স্বতঃস্ফূর্ত্যগৈকাগ্র্যে ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

সা স্থিতি ১১—২১ প্রতিশ্রুতৈঃ আশ্রুতৈঃ শয়নাসনানৈঃ ৩৩ অন্নাদিনা সমুদাচারঃ
 সমুপসর্পণম্ ৪৪ নির্ভৎসনং দ্বিধারঃ, অপবাদোহন্নাদেদুর্ধ্বণম্ । পাঠান্তরেহপদেশো ব্যাজঃ,
 অগ্নিযয়া গালনরূপম্ ৫—৭ যথোপজোষং প্রিয়মভিত্ত্য ৮ শীলং শগাদি বৃত্তং

ব্রাহ্মণ যখন আসিবেন বলিতেন, তাহার বিপরীত সময়ে আসিয়া উপস্থিত
 হইতেন এবং বহু সময়ে আসিতেনও না, আবার কখনও আসিয়া ‘অতিদুর্লভ অন্ন
 দাও’ বলিতেন ॥৬॥

অথচ শিষ্যা, তনয়া ও কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় অতিসংযত হইয়া পৃথা তাঁহাকে
 জানাইতেন যে, “সে সমস্তই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি” ॥৭॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! ক্রমে সেই অনিন্দিতা কন্যারত্ন পৃথা যথাস্থখে সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠের
 প্রীতি উৎপাদন করিতে লাগিলেন ॥৮॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠও পৃথার স্বভাবে ও ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইতে থাকিলেন এবং
 নিজের পরিচর্য্যার প্রতি পৃথার একাগ্রতাবিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতে
 লাগিলেন ॥৯॥

তাং প্রভাতে চ সায়ঞ্চ পিতা পপ্রচ্ছ ভারত ।।

অপি তুষ্যতি তে পুত্রি ! ব্রাহ্মণঃ পরিচর্যয়া ॥১০॥

তং সা পরমমিত্যেবং প্রত্যুবাচ যশস্বিনী ।

ততঃ প্রীতিমবাপাণ্ড্যাং কুন্তিভোজো মহামনাঃ ॥১১॥

ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে যদাসৌ জগতাং বরঃ ।

নাপশ্যদুহুতং কিঞ্চিৎ পৃথায়ঃ সৌহৃদে রতঃ ॥১২॥

ততঃ প্রীতমনা ভূত্বা স এনাং ব্রাহ্মণোহব্রবীৎ ।

প্রীতোহস্মি পরমং ভদ্রে ! পরিচায়েণ তে শুভে ! ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)

বরান্ বৃণীষ কল্যাণি ! দুরাপান্ মানুষৈরিহ ।

যৈন্তুং সীমন্তিনীঃ সৰ্ব্বা যশসাভিভবিষ্যসি ॥১৪॥

কুন্ত্যবাচ ।

কৃতানি মম সৰ্ব্বাণি যন্তা মে বেদবিতম !।

ত্বং প্রসন্নঃ পিতা চৈব কৃতং বিপ্র । বরৈর্মম ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

ভামিতি । তাং পৃথাম্ । পিতা কুন্তিভোজঃ । কিং পপ্রচ্ছত্যাহ—অপীতি ॥১০॥

ভমিতি । পরমং ভূত্বাভিতি সঙ্কঃ । অণ্ড্যামুত্তমাম্ ॥১১॥

তত ইতি । দুহুতমপরাধম্ । সৌহৃদে পৃথায়্য এব মেহে, রতো ব্যাপ্তঃ । ততস্তদা । এনাং পৃথাম্ । পরিচায়েণ পরিচর্যয়া ॥১২—১৩॥

বরানিতি । দুরাপান্ দুর্লভান্ । সীমন্তিনীঃ নারীঃ ॥১৪॥

কৃতানীতি । কৃতানি অয়েবেতি শেষঃ । কৃতম্ অলম্ ॥১৫॥

ভরতনন্দন । পিতা কুন্তিভোজ প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে পৃথাকে জিজ্ঞাসা করিতেন—“পুত্রি ! তোমার পরিচর্যায় ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হইতেছেন ত ?” ॥১০॥

তখন যশস্বিনী পৃথা কুন্তিভোজকে বলিতেন—“পরম সন্তুষ্ট হইতেছেন” । তাহাতে মহামনা কুন্তিভোজ অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতেন ॥১১॥

তাহার পর একবৎসর পূর্ণ হইলে, যখন সেই পৃথাস্নেহনিরত ব্রাহ্মণ পৃথার কোন ক্রটি দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি সন্তুষ্ট হইয়া পৃথাকে বলিলেন—“ভদ্রে ! কল্যাণি ! তোমার পরিচর্যায় আমি পরম সন্তুষ্ট হইরাছি ॥১২—১৩॥

অতএব কল্যাণি ! তুমি মানুষের দুর্লভ বর গ্রহণ কর ; বাহার ফলে তুমি যশদ্বারা সকল-নারীকে অভিভূত করিতে পারিবে” ॥১৪॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

যদি নেচ্ছসি ভদ্রে ! স্বং বরং মতঃ স্তুচিস্মিতে ! ।
ইমং মন্ত্রং গৃহাণ ত্বমাহ্বানায় দিবৌকসাম্ ॥১৬॥
যং যং দেবং ত্বমেতেন মন্ত্রেণাবাহয়িষ্যসি ।
তেন তেন বশে ভদ্রে ! স্থাতব্যং তে ভবিষ্যতি ॥১৭॥
অকামো বা স কামো বা স সমেষ্যতি তে বশম্ ।
বিবুধো মন্ত্রসংশান্তো ভবেদুভ্য ইবানতঃ ॥১৮॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ন শশাক দ্বিতীয়ং সা প্রত্যাখ্যাতুমনিন্দিতা ।
তং বৈ দ্বিজাতিপ্রবরং তদা শাপভয়াম্প ! ॥১৯॥
ততস্তানমনবঢ়াগ্নৌ গ্রাহয়ামাস স দ্বিজঃ ।
মন্ত্রগ্রামং তদা রাজন্ ! অথর্বশিরসি স্থিতম্ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

যদীতি । মন্তো মম সকাশাৎ, স্তুচি স্তুত্বং স্মিতং মন্দহাস্তং যস্তান্তংসদোদনম্ ॥১৬॥
যমিতি । আবাহয়িষ্যসি আহ্বাত্বসি । বশে ভবাধীনভয়াম্ ॥১৭॥
অকাম ইতি । বিবুধো দেবঃ, মন্ত্রেণ সংশান্তো নিবায়িতোগ্রভাবঃ ॥১৮॥
নেতি । দ্বিতীয়ং বারম্ । সা পৃথা ॥১৯॥
তত ইতি । মন্ত্রগ্রামং মন্ত্রসমূহম্, অথর্বশিরসি অথর্ববেদস্তাভিমে ভাগে ॥২০॥

কুন্তী বলিলেন—“বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ । আপনি ও পিতৃদেব—যাহার উপরে প্রসন্ন হইয়াছেন, তাহার আপনি সকলই করিয়াছেন; সুতরাং ব্রাহ্মণ । আমার আর বরের প্রয়োজন নাই” ॥১৫॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন—“ভদ্রে । স্তুচিস্মিতে । তুমি যদি আমার নিকট হইতে বর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা না কর, তবে তুমি দেবতাদের আহ্বানের জন্ত এই মন্ত্র গ্রহণ কর ॥১৬॥

ভদ্রে । তুমি এই মন্ত্রদ্বারা যে যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, সেই সেই দেবতাই আসিয়া তোমার বশে থাকিবেন ॥১৭॥

সেই দেবতা ইচ্ছুই হউন বা অনিচ্ছুই হউন, তোমার বশীভূত হইবেন এবং এই মন্ত্রের প্রভাবে সম্পূর্ণ শাস্ত হইয়া ভূত্যের স্থায় অবনত হইবেন” ॥১৮॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা । অনিন্দিতা পৃথা তখন শাপের ভয়ে দ্বিতীয়বার আর সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হইলেন না ॥১৯॥

(২০) অথর্বশিরসি ঋজম্—বা ব কা নি ।

তং প্রদায় তু রাজেন্দ্র ! কুন্তিভোজমুবাচ হ ।

উষিতোহস্মি স্ত্বং রাজন্ ! কন্তয়া পরিতোষিতঃ ।

তব গেহে স্ত্ববিহিতঃ সদা স্ত্বপ্রতিপূজিতঃ ॥২১॥

সাধয়িষ্যামহে তাবদিত্যুক্ত্বাস্তরধীয়ত ।

স তু রাজা দ্বিজং দৃষ্ট্বা তত্রৈরাস্তর্হিতং তদা ।

বভূব বিস্ময়াবিষ্টঃ পৃথাক্ সমপূজয়ৎ ॥২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াকিক্যাং বনপর্ব্বনি কুণ্ডলা-
হরণে পৃথামল্লপ্রাপ্তৌ ঊনষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তমিতি । উবিতঃ কৃতবাসঃ । স্ত্ববিহিতঃ স্ত্বং শুভ্রবিতঃ । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২১॥

সাধেতি । সাধয়িষ্যামহে গমিষ্যামঃ । অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥২২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিকান্তবাসীশতট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বনি

কুণ্ডলাহরণে ঊনষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

পরিচর্যা অবধানমৈকাগ্র্যম্ এতৈস্ততোষ । যদা অন্তাঃ পৃথগাঃ শ্রেয়োহর্থমবধানেন সমাধি-
কালে ষট্পদকরোং যত্নেন তত্ৰাঃ কল্যাণং চিন্তিতবানিত্যর্থঃ ॥২—১৮॥ দ্বিতীয়ং দ্বিতীয়-
বারম্ ॥১৯—২০॥ বিহিতো বিধানতঃ বিশেষণ হিতস্তৃপ্তো বা ॥২১—২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বনি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ঊনষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৫০॥

রাজা ! তাহার পর সেই ব্রাহ্মণ তখনই সেই অনিন্দ্যসুন্দরী পৃথাকে অথর্ব্ব-
বেদের শেষভাগস্থিত মন্ত্রসমূহ গ্রহণ করাইলেন ॥২০॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! ব্রাহ্মণ সেই মন্ত্রদান করিয়া কুন্তিভোজকে বলিলেন—“রাজা !
আপনার কন্তা সর্ব্বদাই সুন্দরভাবে পরিচর্যা ও সম্মান করিয়া আমাকে
পরিভূষ্ট করিয়াছে ; স্ত্রতরাং আমি আপনার বাড়ীতে স্ত্বখেই বাস
করিয়াছি ॥২১॥

এখন যাইব” এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন । তখন কুন্তিভোজ-
রাজা সেই ব্রাহ্মণকে সেইখানেই অন্তর্হিত দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এক
পৃথার যথেষ্ট গৌরব করিলেন ॥২২॥

(২২)...ভূথ এবাপচারঃ—বা ব কা । * ‘...ঋনষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...চতু-
রধিকত্রিংশততমঃ...’—বা ব, ‘...পঞ্চাধিকত্রিংশততমঃ...’—কা ‘...ষড়ধিকত্রিংশততমঃ...’—নি ।

ষষ্ঠাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—২৪—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

গতে তগ্নিন্ দ্বিজশ্রেষ্ঠে কশ্মিংশ্চিৎ কালপর্য্যয়ে ।

চিন্তয়ামাস সা কন্ডা মল্লগ্রামবলাবলম্ ॥১॥

অয়ং বৈ কৌশলন্তেন মম দত্তো মহাত্মনা ।

মল্লগ্রামো বলং তন্তু ভ্রাস্ত্রে নাতিচিরাদিব ॥২॥

এবং সন্ধিসুয়ন্তৌ সা দদর্শতুং যদৃচ্ছয়া ।

ত্রীড়িতা সাভবহালা কন্ডাভাবে রজ্জ্বলা ॥৩॥

ততো হর্ষ্যভলম্ভা সা মহাহর্ষয়নোচিহ্না ।

প্রোচ্যান্ দিশি সমুত্তমং দদর্শাদিত্যমণ্ডলম্ ॥৪॥

তত্রৈবদ্ধমনোদৃষ্টিবভবৎ সা স্তম্ভয়মা ।

নৃচাতপাত রূপেণ ভানোঃ সন্ধ্যাগতস্ত সা ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

গত ইতি । কালপর্য্যয়ে কালান্তিক্ষেপে নতি । সা কন্ডা গৃধা ॥১॥

চিন্তায়াঃ প্রকারমাদ—অয়মিতি । তেন ব্রাহ্মণেন । ইবশব্দো বাক্যালঙ্কারে ॥২॥

এবমিতি । দ্বতুং আশ্রয় এব রজঃ, যদৃচ্ছয়া ঈষত্রেচ্ছয়া ॥৩॥

তত ইতি । হর্ষ্যভলম্ভা প্রোচ্যাদিত্যভ্যর্থিতা । দদর্শ গবাক্ষরঞ্জন ॥৪॥

তত্রোতি । রূপেণ ভেলম্ভা, ভানোঃ স্তম্ভয়, সন্ধ্যাগতস্ত বাহুদিনসন্ধিক্রান্ত ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সেই ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলে এবং তাহার পর কিছু কাল অতীত হইলে, সেই মল্লসমূহের কিরূপ শক্তি আছে বা না আছে, সেই বিষয়ে গৃধা চিন্তা করিলেন ॥১॥

সেই মহাত্মা আমাকে কিপ্রকার এই মল্লসমূহ দিয়া গিয়াছেন, শীঘ্রই আমি তাহার শক্তি পরীক্ষা করিব ॥২॥

গৃধা এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই ঈষত্রেচ্ছাক্রমে রজোদর্শন করিলেন এবং তিনি কন্ডাবহাঙ্গর রজ্জ্বলা হইয়া লজ্জিতা হইলেন ॥৩॥

তাহার পর তিনি অট্টালিকার ভিতরে মহায়ুগ্মা শয্যায় থাকিয়াই গবাক্ষদ্বার দিয়া পূর্বদিকে উদয়মান সূর্য্যমণ্ডল দর্শন করিলেন ॥৪॥

(২) আস্ত্রে নাতিচিরাদিতি—বা ব ক নি ।

তত্ৰা দৃষ্টিবভূদ্বিভ্যা সাপশ্চদ্বিভ্যাদর্শনম্ ।
 আমুক্তকবচং দেবং কুণ্ডলাভ্যাং বিভূষিতম্ ॥৬॥
 তত্ৰাঃ কোতুহলং স্বাসৌম্যত্বেং প্রতি নরাধিপ ! ।
 আহ্বানমকরোং সাধু তস্মৈ দেবস্ত ভাবিনী ॥৭॥
 প্রাণানুপস্পৃশ্য তদা হাজুহাব দিবাকরম্ ।
 আজগাম ততো রাজন্ ! স্বরমাণো দিবাকরঃ ॥৮॥
 মধুপিঙ্গো মহাবাহুঃ কশুগ্রীবো হসন্নিব ।
 অঙ্গদৌ বন্ধমুকুটৌ দিশঃ প্রজ্বলয়ন্নিব ॥৯॥ (যুগ্মকম্)
 যোগাং কৃৎস্না দ্বিধাত্মানমাজগাম ততাপ চ ।
 আবভাষে ততঃ কুন্তীং মান্না পরমবস্তনা ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

তত্ৰা ইতি । দিব্যা অলৌকিকী দেবদর্শনযোগ্যোত্যর্থঃ । আমুক্তকবচং ব্রুতবর্ষাণম্ ॥৬॥
 তত্ৰা ইতি । মজ্জ তত্ত্বশক্তিম্ । ভাবিনী অনুরাগিণী সতী ॥৭॥
 প্রাণানিতি । প্রাণানু প্রাণস্থানং স্বদয়মুপস্পৃশ্য আচম্যোত্যর্থঃ । মধুপিঙ্গো মধুবৎ পিঙ্গলবর্ণঃ,
 কশুঃ শব্দ ইব জিরেখাস্থিতা গ্রীবো যন্ত সঃ । অঙ্গদৌ কেয়ুরী ॥৮—৯॥
 অথ সূর্য্যস্ত তত্ত্বাগমেন জগৎপ্রকাশস্ত তদানীং কা গতিসাদৌদিত্যাহ—যোগাদিতি । যোগাং
 যোগনিবন্ধনৈশ্বৰ্য্যপ্রভাবাং । ততাপ জগৎ । পরমবস্তনা অতিসুন্দরেন ॥১০॥

ক্রমে সূর্য্যামা পৃথা সেই সূর্য্যমণ্ডলের উপরে মন ও দৃষ্টি নিবিষ্ট করিলেন ;
 কিন্তু রাত্রি ও দিনের সন্ধিসময়বর্তী সূর্য্যের তেজে তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না ॥৫॥
 তখন তাঁহার অলৌকিক দৃষ্টিশক্তি জ্বলিল ; তাই তিনি—দিব্যমূর্ত্তি,
 কবচধারী ও কুণ্ডলযুগলভূষিত সূর্য্যদেবকে দেখিতে পাইলেন ॥৬॥
 রাজা । তখন তাঁহার সেই মস্তকের শক্তিপরীক্ষার বিষয়ে কৌতুক জ্বলিল ;
 তাই তিনি অনুরক্ত হইয়া সেই মস্তকধারী সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিলেন ॥৭॥
 রাজা । কুন্তী তখন আচমন করিয়া সূর্য্যকে আহ্বান করিলেন । তাহার
 পর মধুর ত্রায় পিঙ্গলবর্ণ, আজ্ঞানুলম্বিতবাহু, কশুগ্রীব এবং কেয়ুর ও মুকুট-
 ধারী সূর্য্যদেব সকল দিক্ আলোকিত করিয়া হাসিতে হাসিতেই যেন সহর
 সেই স্থানে আগমন করিলেন ॥৮—৯॥
 তিনি যোগবলে আপনাকে হুইভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগে আগমন
 করিলেন এবং অপরভাগে তাপ দিতে থাকিলেন । তাহার পর তিনি পরম
 সুন্দর ও মধুর বাক্যে কুন্তীকে বলিলেন—॥১০॥

আগতোহ্মি বশং ভজে ! তব মন্ত্রবলাৎকৃতঃ ।
কিং কৰোমি বশো রাজ্জি ! ক্রহি কৰ্ত্তা তদস্মি তে ॥১১॥

কুন্ত্যবাচ ।

গম্যতাং ভগবন্তুত্র যত এবাগতো হসি ।
কৌতুহলাৎ সমাহুতঃ প্রসীদ ভগবন্মিতি ॥১২॥

সূর্য্য উবাচ ।

গমিষ্যেহহং যথা মা স্বং ত্রবীষি তনুমধ্যমে ।।
ন তু দেবং সমাহুয় ত্রায়ং প্রেষয়িতুং বৃথা ॥১৩॥
তবাভিসন্ধিঃ সুভগে ! সূর্য্যাৎ পুত্রো ভবেদ্বিতি ।
বীৰ্য্যেণাপ্রতিমো লোকে কবচৌ কুণ্ডলীতি চ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

আগত ইতি । মন্ত্রবলাৎকৃতঃ মন্ত্রবলেনাকৃতঃ । হে রাজ্জি । রাজকণ্ঠে ॥১১॥
গম্যতামিতি । তর্হি কথং স্বাহুত ইত্যাহ—কৌতুহলাদ্বিতি ॥১২॥
গমিষ্য ইতি । মা মাম্ । হে তনুমধ্যমে । কৃশকটদেশে । ॥১৩॥
তবেতি । অভিসন্ধিরূপেভ্যম্ । অত্রথা সমাহ্বানং ন ত্রাণিত্যশয়ঃ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

গতে ইতি ॥১—২॥ স্বতঃ স্বজঃ ॥৩—৭॥ প্রাণানিহ্নিরাপি চক্ষুঃ শ্রোত্রাদীহ্নিপশ্চাদ্ভ্রমেন লম্যগাচস্যেত্যর্থঃ ॥৮—১০॥ বশং কামম্ ॥১১—১২॥ যথাহং গমিষ্যে তথা না

“ভজে । আমি তোমার মন্ত্রের প্রভাবে আকৃষ্ট ও বশীভূত হইয়া আসিয়াছি ; অতএব রাজকণ্ঠে । আমি তোমার কি করিব—বল, আমি তোমার তাহাই করিব” ॥১১॥

কুন্তী বলিলেন—“ভগবন্ ! আপনি যে স্থান হইতে আগমন করিয়াছেন, সেই স্থানেই গমন করুন । আমি কৌতুকবশতই আপনাকে আহ্বান করিয়াছি ; অতএব ভগবন্ ! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন” ॥১২॥

সূর্য্য বলিলেন—“কৃশমধ্যে । তুমি আমাকে যেরূপ বলিতেছ, তাহাতে আমি অবশুই যাইব ; কিন্তু দেবতাকে ডাকিয়া আনিয়া বৃথা পাঠাইয়া দেওয়া উচিত নহে ॥১৩॥

সুভগে ! তোমার এইরূপ আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে যে, জগতে অসাধারণ বলশালী এবং কবচ ও কুণ্ডলধারী আমার একটি পুত্র সূর্য্য হইতে হউক ॥১৪॥

(১১)....কিং কৰোম্যবশো রাজ্জি ।—পি ।

সা ত্বমাত্মপ্রদানং বৈ কুরুষ গজগামিনি ! ।
 উৎপৎস্রতি হি পুত্রস্তে যথাসঙ্কল্পমঙ্গনে ! ।
 অথ গচ্ছাম্যহং ভদ্রে ! ত্বয়া সঙ্গম্য স্থস্থিতে ! ॥১৫॥
 যদি ত্বং বচনং নাগ্ধ করিষ্যসি মম প্রিয়ম্ ।
 শপিষ্যে ত্বামহং ত্রুঙ্কো ব্রাহ্মণং পিতরঞ্চ তে ॥১৬॥
 ত্বৎকৃতে তান্ প্রধক্ষ্যামি সৰ্ব্বানপি ন সংশয়ঃ ।
 পিতরঞ্চৈব তে যুচ্চং যো ন বেত্তি তবানয়ম্ ॥১৭॥
 তস্মা চ ব্রাহ্মণস্তাত্ত্ব যোহসৌ মন্ত্রমদাত্তব ।
 শীলবৃত্তমবিজ্ঞায় ধাত্মামি বিনয়ং পরম্ ॥১৮॥
 এতে হি বিবুধাঃ সৰ্ব্বে পুরন্দরমুখা দিবি ।
 ত্বয়া প্রলব্ধং পশ্যন্তি স্ময়ন্ত ইব ভাবিনি ! ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

সেতি । যথাসঙ্কল্পম্ ইচ্ছানুরূপং, হে অঙ্গনে ! উত্তমস্তি ।। ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৫॥
 যদীতি । বচনম্ এতদ্বচনানুরূপং প্রিয়ম্ । ব্রাহ্মণম্ এতন্নজ্ঞদাতারং দুৰ্ব্বাসসম্ ॥১৬॥
 যদিতি । ত্বৎকৃতে ত্রিমিত্তে, প্রধক্ষ্যামি দক্ষান্ করিষ্যামি । অনয়মন্ত্রায়াচরণম্ ॥১৭॥
 তস্মেতি । শীলবৃত্তং তব স্বভাবব্যবহারো । ধাত্মামি বিধাতামি, বিনয়ং দণ্ডম্ ॥১৮॥
 এত ইতি । প্রলব্ধং প্রতারণিত মাম্, স্ময়ন্তঃ স্ময়মানা ঈষৎসন্তঃ ॥১৯॥

অতএব গজগামিনি । সেই তুমি আমাকে দেহসমর্পণ কর; অঙ্গনে ।
 তাহাতে তোমার আশানুরূপ পুত্র হইবে । ভদ্রে । স্থস্থিতে । আমি
 তোমার সহিত সঙ্গম করিয়া পরে চলিয়া যাইব ॥১৫॥

আর যদি তুমি আমার বাক্য অনুসারে আজ আমার প্রিয়কর্ম্য না কর,
 তবে, আমি ত্রুঙ্ক হইয়া তোমাকে, তোমার পিতাকে এবং সেই ব্রাহ্মণকে
 অভিসম্পাত করিব ॥১৬॥

এবং যিনি তোমার অন্ত্য্য আচরণের বিষয় জানেন না, তোমার সেই
 পিতাকে ও তাঁহার সকল পরিজনকে তোমার জন্তই দণ্ড করিব; এ বিষয়ে
 কোন সন্দেহ নাই ॥১৭॥

আর সেই যে ব্রাহ্মণ তোমার স্বভাব-চরিত্র না জানিয়া তোমাকে মন্ত্র
 দিয়াছিল, সেই ব্রাহ্মণেরও আজ গুরুতর দণ্ড বিধান করিব ॥১৮॥

কারণ, ইন্দ্রপ্রভৃতি এই দেবতারা সকলে আকাশে থাকিয়া—তুমি যে
 আমাকে প্রতারণা করিয়াছ, তাহা যেন যুছ হান্ত করতঃ দর্শন করিতে-
 ছেন ॥১৯॥

পশ্য চৈনান্ সুরগগান্ দিব্যং চক্ষুরিদং হি তে ।

পূর্বমেব ময়া দত্তং দৃষ্টবত্যসি যেন মাম্ ॥২০॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততোহপশ্চজ্জিদশান্ রাজপুত্রৌ সর্বানেব স্বেষু ধিক্ষেণ্যষু খস্থান্ ।

প্রভাসন্তং ভানুমন্তং মহাস্তং যথাদিত্যং রোচমানাংস্তথৈব ॥২১॥

সা তান্ দৃষ্ট্বা ত্রীড়মানেব বালা সূর্য্যং দেবৌ বচনং প্রাহ ভীতা ।

গচ্ছ স্বং বৈ গোপতে ! স্বং বিমানং কন্যাভাবাদুচ্ছ্বঃ এবোপকারঃ ॥২২॥

পিতা মাতা গুরবশ্চৈব যেহন্তে দেহস্তাস্ম্য প্রভবন্তি প্রদানে ।

নাহং ধর্ম্মং লোপয়িষ্যামি লোকে স্ত্রীণাং বৃত্তং পূজ্যতে দেহরক্ষা ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

পশ্যেতি । এনান্ উপর্য্যদ্বল্যা নির্দিষ্টান্ । দিব্যমলৌকিকম্ ॥২০॥

তত ইতি । ধিক্ষেণ্যস্থানেষু, খস্থান্ আকাশস্থিতান্ । ভানুমন্তং প্রগন্তরশ্মিম্ ॥২১॥

সেতি । হে গোপতে ! সূর্য্য ! উপকারঃ সঙ্গমেন তব শুক্রবা, দুঃখো দুঃখকরঃ ॥২২॥

ভারতভাবদীপঃ

মাং ব্রবীষি, ন তু তদ্যোগ্যমিত্যাহ—ন স্থিতিঃ । যথা প্রসাদমপ্রাপ্য ॥১৩—১৫॥ ব্রাহ্মণং
দুর্ভাসনম্ ॥১৬—১৭॥ বিনয়ং দণ্ডম্, যাত্ৰাসি ধারয়িত্বামি ॥১৮—২১॥ অপচারোহপরাধঃ
কৃতঃ ॥২২—২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৬০॥

আমি তোমাকে পূর্বেই দিব্য চক্ষু দিয়াছি, যাহা দ্বারা তুমি আমাকে
দেখিয়াছিলে, সেই চক্ষু দ্বারা এই দেবগণকে দর্শন কর” ॥২০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর কুন্তী—প্রশস্তকিরণ, উজ্জলমূর্ত্তি ও
বিশালমণ্ডল সূর্য্যকে যেমন দেখিয়াছিলেন, তেমন আকাশে আপন আপন
স্থানে দীপ্যমান সকল দেবতাকে দেখিতে পাইলেন ॥২১॥

তখন বালিকা কুন্তী তাঁহাদিগকে দেখিয়া লজ্জিত হইয়াই যেন ভীতভাবে
সূর্য্যকে এই কথা বলিলেন—“সূর্য্যদেব ! আপনি নিজের বিমানে গমন
করুন । কারণ, কন্যা অবস্থায় আপনার এই সেবা করা আমার পক্ষে
দুঃখজনক ॥২২॥

পিতা, মাতা এবং অগ্রা যে সকল গুরুজন আছেন, তাঁহারা এই দেহ
দান করিতে পারেন (কিন্তু আমি নিজে পারি না); অতএব আমি ধর্ম্ম
নষ্ট করিব না । জগতে স্ত্রীলোকের কার্য্যের মধ্যে দেহরক্ষা করাই প্রশস্ত ॥২৩॥

(২২) দুঃখ এবোপকারঃ—বা ব কা ।

ময়া মন্ত্ৰবলং জ্ঞাতুমাহুতস্ত্বং বিভাবসো ! ।

বাল্যাঘালেতি তৎ কৃত্বা ক্ষন্তুমর্হসি মে বিভো । ॥২৪॥

সূর্য্য উবাচ ।

বালেতি কৃত্বানুনয়ং তবাহং দদানি নান্মানুনয়ং লভেত ।

আত্মপ্রদানং কুরু কুন্তি ! কন্তো ! শাস্তিস্তবৈবং হি ভবেচ্চ ভীরু ! ॥২৫॥

ন চাপি যুক্তং গন্তুং হি ময়া মিথ্যাকৃতেন বৈ ।

অসমেত্য ত্বয়া ভীরু ! মন্ত্ৰাহুতেন ভাবিনি । ॥২৬॥

গমিষ্যাম্যনবজাগ্ধি ! লোকে সমবহাস্ততাম্ ।

সর্বেষাং বিবুধানাঞ্চ বক্তব্যঃ স্ম্যং তথা শুভে । ॥২৭॥

সা ত্বং ময়া সমাগচ্ছ পুত্রং লপ্যসি মাদৃশম্ ।

বিশিষ্টা সর্বলোকেষু ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াক্যং বনপৰ্বণি কুণ্ডলা-
হরণে কুন্তীসূর্য্যাহ্বানে ষষ্ঠাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩০॥ #

ভারতকৌমুদী

পিতেতি । প্রভবন্তি শত্রু বন্তি । কৃত্বা কার্য্যমধিকৃত্য দেহরক্ষৈব পূজ্যতে প্রশস্ততে ॥২৩॥

ময়েতি । বাল্যাঘালচাঞ্চল্যাদাহুত ইতি সম্বন্ধঃ ॥২৪॥

বালেতি । অনুনয়ং নম্রভাবেন স্তবম্, দদানি করবাণি ॥২৫॥

নেতি । মিথ্যাকৃতেন ত্বয়া নিষ্ফলীকৃতেন । অসমেত্য অসঙ্গম্য ॥২৬॥

গমিষ্যামীতি । বক্তব্যো নিব্দনীয়ঃ । ত্বয়া সার্বভৌমসঙ্গম্য গমন ইতি শেষঃ ॥২৭॥

সূর্য্যদেব । আমি বালচাপল্যবশতঃ মন্ত্ৰের প্রভাব পরীক্ষা করিবার জন্যই আপনাকে আহ্বান করিয়াছি; সুতরাং প্রভু । বালিকা বলিয়াই আপনি আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করুন” ॥২৪॥

সূর্য্য বলিলেন—“কুন্তি । তুমি বালিকা বলিয়াই আমি তোমার এই অনুনয় করিতেছি; অস্ত্র হইলে, সে এ অনুনয় পাইত না; অতএব ভীরু । কুমারি । তুমি আত্মদান কর, ইহাতে তোমার শাস্তিই হইবে ॥২৫॥

ভীরু । ভাবিনি । তুমি আমাকে মন্ত্ৰদ্বারা আহ্বান করিয়াছ, এ অবস্থায় তোমার সহিত সঙ্গম না করিয়া নিষ্ফল হইয়া যাওয়া আমার উচিত নহে ॥২৬॥

অনিন্দিতাজি । কল্যাণি । নিষ্ফল হইয়া চলিয়া গেলে, আমি লোকসমাজে হাস্য এবং দেবগণের নিকট নিব্দনীয় হইব ॥২৭॥

* ‘...ত্ৰিবিদ্যধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...পঞ্চাধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব,
‘...ষষ্ঠাধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...সপ্তাধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

একঘণ্টাধিকদ্বিশততমোহ্মধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

সা তু কস্তা বহুবিশং ক্রবন্তী মধুরং বচঃ ।
অনুনেভুঃ সহস্রাংশুং ন শশাক মনস্বিনী ॥১॥
ন শশাক যদা বালা প্রত্যাখ্যাতুং তমোমুদম্ ।
ভীতা শাপাত্ততো রাজন্ । দধৌ দৌৰ্ঘমথাস্তরম্ ॥২॥
অনাগসঃ পিতুঃ শাপো ব্রাহ্মণস্ত তথৈব চ ।
মন্নিমিত্তঃ কথং ন স্মাৎ ক্রুদ্ধাদম্মাভিভাবনোঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

সেতি । যদা সহতি শেষঃ । বিশিষ্টা বৎপ্রসাধাৎ জীষু প্রথানা ॥২৮॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য-মহাবিদ-পরভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাসীশতদ্বীচার্য
বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ঃ বনপর্বণি
কুণ্ডলাদরণে ষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহ্মধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:—

সেতি । ক্রবন্তীতি নকায়লোপাতাব আর্থঃ । অনুনেভুসহস্রেন নিবাবমিত্তম্ ॥১॥
নেতি । তমোমুদং ত্বয়্যম্ । দধৌ চিন্তয়ামাস, অন্তরং সময়ম্ ॥২॥
কিং দধ্যাবিত্যাহ—অনেতি । অনাগসো নিরপরাধস্ত, পিতুঃ কৃষ্টিভোক্তস্ত ॥৩॥

অতএব তুমি আমার সহিত নঙ্গম কর, তাহা হইলে আমার তুল্যই পুত্র
লাভ করিবে এক সমস্ত জগতে স্ত্রীলোকদের মধ্যে প্রথানা হইবে, এ বিষয়ে
কোন সন্দেহ নাই ॥২৮॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মনস্বিনী কুন্তী নানাবিধ মধুর বাক্য বলিয়া অমুনয়
করিয়াও সূর্য্যকে বারণ করিতে পারিলেন না ॥১॥

রাজা ! বালিকা কুন্তী যখন সূর্য্যকে প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হইলেন
না, তখন তিনি সূর্য্যের শাপের ভয়ে ভীত হইয়া দৌর্য্যকাল চিন্তা করি-
লেন—॥২॥

‘আমার নিমিত্ত ক্রুদ্ধ এই সূর্য্যদেব হইতে নিরপরাধ পিতার এবং
নিরপরাধ দুর্ভাসার প্রতি অভিশাপ কি প্রকারে না হইতে পারে ? ॥৩॥

বালেনাপি সতা মোহাদ্ভুশং সাপহ্বাশ্চপি ।
 নাভ্যাসাদয়িতব্যানি তেজাংসি চ তপাংসি চ ॥৪॥
 সাহমন্ত ভুশং ভীতা গৃহীতা চ করে ভুশম্ ।
 কথং ত্বকার্য্যং কুর্য্যং বৈ প্রদানং ছাত্মনঃ স্বয়ম্ ॥৫॥
 বৈশম্পায়ন উবাচ ।

স। বৈ শাপপরিভ্রস্তা বহু চিন্তয়তী হৃদা ।
 মোহেনাভিপরীতাক্ষী স্ময়মানা পুনঃ পুনঃ ॥৬॥
 তং দেবমব্রবীষ্টীতা বন্ধুনাং রাজসত্তম ।।
 ব্রীড়াবিহ্বলয়া বাচা শাপভ্রস্তা বিশাংপতে । ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

বালেনেতি । বালেনাপি, সতা সাধুনাপি, মোহাৎ, ভুশং সাপহ্বাশ্চপি অতিশুশ্রাশ্চপি, তেজাংসি সূর্য্যাদিবৎ তেজোময়া জনাঃ, তপাংসি দুর্কালঃপ্রভৃতিবৎ তপস্বিনো জনাঃ, নাভ্যাসাদয়িতব্যানি নাতিসমিহিতীকর্তব্যানি । দৃষ্টান্তত্বমেবেতি ভাবঃ ॥৪॥

সেতি । গৃহীতা সূর্য্যেণ । স্ময়মাশ্রয়েনৈব আত্মনঃ প্রদানং তদ্রূপমকার্য্যম্ ॥৫॥

সেতি । অভিপরীতাক্ষী ব্যাঘ্ৰচিত্তা, স্ময়মানা ব্যাপারচিন্তনাধিস্ময়াপন্ন৷ ॥৬॥

তমিতি । বন্ধুনাং বন্ধুভ্যাঃ পিতৃাদিভ্যো ভীতা । শাপভ্রস্তা সূর্য্যস্ত শাপাশ্রীতা ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

স। তু কথ্যেতি ॥১॥ দধ্যো চিন্তিতবতী, অন্তরং কালম্ ২—৩। বালেনান্নবয়সাপি, সতা সাধুনা, মোহাচ্চিন্তাপারবশাৎ পাপং কৃত্ব হিংসিত্বং যৈতানি নিম্পাপাশ্চপি তেজাংসি সূর্য্যাদীনি, তপাংসি দুর্কাল-আদীনি, নাভ্যাসাদয়িতব্যাত্যন্তং প্রত্যাসত্ত্বিবিশ্রাণি ন

অতিগোপনেও তেজস্বী বা তপস্বীকে অতিনিকটবর্তী করা বালক বা সাধুরও উচিত নহে ॥৪॥

সেই আমি আজ অত্যন্ত ভীতা এবং হস্তে ধৃত হইয়াও কিপ্রকারে আত্মদানরূপ অকার্য্য করি ? ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কুন্তী এইভাবে মনে মনে বহু চিন্তা করিয়া, সূর্য্যের শাপভয়ে ভীতা এবং মোহে অভিভূতা হইয়া বার বার বিম্বিতা হইতে লাগিলেন ॥৬॥

রাজশ্রেষ্ঠ নরনাথ । তাহার পর কুন্তী বন্ধুভয়ে ভীত এবং সূর্য্যের শাপের ভয়ে আকুল হইয়া লজ্জাবিহ্বল বাক্যে সূর্য্যদেবকে বলিলেন ॥৭॥

(৪)....ভুশং সাপহ্বাশ্চপি—বা ব কা ।

কুন্ত্যবাচ ।

পিতা মে প্রিয়তে দেব । মাতা চাস্তে চ বান্ধবাঃ ।

ন তেবু প্রিয়মাণেষু বিধিলোপো ভবেদয়ম্ ॥৮॥

ত্বয়া তু সঙ্গমো দেব । যদি স্তাদ্বিধিবর্জিতঃ ।

মন্নিমিত্তং কুলস্তাস্ত্র লোকে কীর্তিশেষতঃ ॥৯॥

অথবা ধর্ম্মমতেং জং মত্তসে তপতাং বর ।।

ঋতে প্রদানাদ্ভুক্তান্তব কামং করোম্যহম্ ॥১০॥

আজ্ঞাপ্রদানং দুর্ধ্ব । তব কৃপা সতী হুহম্ ।

ত্বয়ি ধর্ম্মো যশশ্চৈব কীর্তিরাশুচ দেহিনাম্ ॥১১॥

সূর্য্য উবাচ ।

ন তে পিতা ন তে মাতা গুরবো বা শুচিস্মিতে ।।

প্রভবন্তি বরারোহে । তত্ত্বং তে শূবু মে বচঃ ॥১২॥

সর্বান কাময়তে বস্ত্রাং কমেধাতোশ্চ ভাবিনি ।।

তস্মাং কন্তেহ ত্বজ্জোনি । স্বতন্ত্রা বরবর্ণিনি ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

পিতৃতি । প্রিয়তে অবতিষ্ঠতে । “পিতা দত্তাং যমং কন্তাম্” ইতি বিধেলোপঃ ॥৮॥

ত্বয়েতি । ত্বয়া সহ । নশং নশং, ততস্তদা ॥৯॥

অথবেতি । তদা বদ্ধুভ্যঃ পিতৃদ্বিভিবদ্ধুভিঃ, প্রদানায় ঋতে বিনাপি ॥১০॥

আজ্ঞোতি । অহং সতী হাতুবিচ্ছারীতি শেবঃ, তব প্রদাদাদিত্যশয়ঃ ॥১১॥

নেতি । প্রভবন্তি প্রভবো ভবন্তি । তে তত্ত্বং মঙ্গলকরম্ ॥১২॥

কুন্তী বলিলেন—“দেব । আমার পিতা, মাতা এক অস্ত্রান্ত বদ্ধুগণ রহিয়াছেন ;
মুতরাং তাঁহারা থাকিতে এটা কি বিধিলোপ হইবে না ? ॥৮॥

দেব । বিধিবর্জিতভাবে আপনার সহিত যদি আমার সঙ্গম হয়, তাহা
হইলে জগতে আমার জন্মই এই কশের যশ নষ্ট হইবে ॥৯॥

অথবা তেজস্বিশ্রেষ্ঠ । আপনি যদি এটাকে ধর্ম্ম মনে করেন, তবে আমি
বদ্ধুগণের দান ব্যতীতও আপনার অভীষ্ট পূরণ করিব ॥১০॥

দুর্ধ্ব । আপনাকে আজ্ঞাদান করিয়াও আমি সতী থাকিতেই ইচ্ছা করি ।
কারণ, প্রাণিগণের ধর্ম্ম, যশ, কীর্ত্তি ও আত্ম আপনাতেই রহিয়াছে” ॥১১॥

সূর্য্য বলিলেন—“শুচিস্মিতে । বরারোহে । পিতা, মাতা বা অস্ত্র গুরু-
জনেরা তোমার প্রভু নহেন । এ বিষয়ে তোমার মঙ্গলের কথা আমার নিকট
শোন ॥১২॥

নাধর্ম্যচরিতঃ কশ্চিদ্রয়া ভবতি ভাবিনি ।।

অধর্ম্যং কুত এবাহং চয়েয়ং লোককাম্যয়া ॥১৪॥

অনাবৃত্তাঃ দ্বিয়ঃ সর্বা নরাশ্চ বরবর্ণিনি ।।

স্বভাব এষ লোকানাং বিকারোহন্ত ইতি স্মৃতঃ ॥১৫॥

স। ময়া সহ সঙ্গম্য পুনঃ কথ্য ভবিষ্যসি ।

পুত্রশ্চ তে মহাবাহুর্ভবিষ্যতি মহাযশাঃ ॥১৬॥

কুস্ত্যবাচ ।

যদি পুত্রো মম ভবেদ্বত্তঃ সর্বতমোহুদ ।।

কুণ্ডলী কবচী শূরো মহাবাহুর্মহাবলঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

কথং ন প্রভবন্তীত্যাহ—সর্কানিতি । কমেধাতোঃ কস্তাপদং লিঙ্গমিতি শেষঃ । কমে-
ধাতোভ্যাদিহ্মাৎ কর্তরি যপ্রত্যয়ে গৃহোদরাদিহ্মাৎ নকারস্ত নকার ইতি ভাবঃ ॥১৩॥

নেতি । চরিতোঃ সঙ্গমেতি শেষঃ । লোককাম্যয়া লৌকিকসুখেচ্ছয়া ॥১৪॥

অনেতি । অনাবৃত্তা ভোগাদাবনবন্ধাঃ । অন্তঃ বিবাহাদিনা একৈকভোগনিয়মঃ ॥১৫॥

সেতি । কথ্য কথ্যবদবিকৃতালী ভবিষ্যসি, সঙ্গপ্রসাদাবেতি ভাবঃ ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

কর্তব্যানি ॥৪-৬॥ বন্ধানাং নথীনাং ভাভ্য ইত্যর্থঃ ॥৭॥ দ্বিয়তে জীবতি ॥৮॥ নর্শেন্দ্রেণ
১২-১১। প্রভবন্তি স্বাম্যমর্হন্তি ॥১২॥ কাময়তে সর্কানিতি কস্তেতি কস্তাশব্দ-
নির্কচনম্ ॥১৩॥ তত্র হেতুঃ—লোককাম্যয়া লোকপ্রিয়য়া কামবস্তয়া ॥১৪॥ অস্তো বিবাহ-

ভাবিনি । স্মৃতিতম্বে । বরবর্ণিনি । যে হেতু কুমারী সকল পুরুষকেই
কামনা করিতে পারে, সেই হেতু সে কথ্য । কস্তাশব্দ কমধাতু হইতে নিষ্পন্ন
হইয়াছে ; স্মৃতরাং কথ্য স্বতন্ত্রা ॥১৩॥

অতএব ভাবিনি । আমার সহিত সঙ্গম করিলে তোমার কোন অধর্ম
করা হইবে না । আমিই বা লৌকিক সুখের ইচ্ছায় কি করিয়া অধর্ম
করিতে পারি ? ॥১৪॥

বরবর্ণিনি । ইহাই লোকের স্বভাব যে, সমস্ত স্ত্রী ও সমস্ত পুরুষই
অনবরুদ্ধ থাকে ; স্মৃতরাং অস্ত্র নিয়মগুলিই বিকার ॥১৫॥

অতএব তুমি আমার সহিত সঙ্গম করিয়া পুনরায় কথ্যই হইবে এবং
তোমার পুত্রও মহাবাহু ও মহাযশা হইবে ॥১৬॥

কুস্তী বলিলেন—“হে সমস্তাঙ্ককারনাশক । আপনা হইতে আমার যদি পুত্র
হয়, তবে সে যেন কুণ্ডল ও কবচধারী এবং বীর, মহাবাহু ও মহাযশা হয়” ॥১৭॥

[illegible]

ଭବିଷ୍ୟତି ମହାବାହୁଃ କୁଣ୍ଡଳୀ ଦିବ୍ୟବର୍ମଭୃଂ ।

উভয়ধামুତমসং তস্য ভদ্রে । ভବିଷ্যতি ॥১৮॥

কুন্ত্যবাচ ।

যদ্যেতদমৃতাদস্তি কুণ্ডলে বর্ষ চোত্তরম ।

ब्रह्म पुत्रस्य यः वै ह्य मन्त्र उपादक्षिष्यामि ॥१०॥

ଅଳ୍ପ ମେ ମନସା ଦେବ । ସଂହାରଂ ଭଗବାନ୍ସ୍ତୟା ।

ଦ୍ଵାର୍ଯ୍ୟାରୂପମହୋଜା ଦର୍ମ୍ୟଯୁକ୍ତୋ ଭବେଂ ମ ଚ ॥୨୦॥ (ଯୁଗ୍ମକମ୍)

সূর্য উবাচ ।

অদিত্য। কুণ্ডলে রাজি । দত্তে মে যতকাশিনি ।।

তন্মৈ দাম্ভ্যমি বামোরু । বস্ম চৈদমনুভমম ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

যদীতি । স্বতন্ত্র্যব নকশাৎ । তর্হি ন কুণ্ডল্যাদিরূপো ভবদ্বিতি শেষঃ ॥১৭॥

ভবিষ্যতীতি । অমৃতময়ম্ অমৃতধরুসং মৃত্যুনিবারকমিত্যর্থঃ ॥১৮॥

যবীতি। অমৃতত্বংপন্নমিতি শেখঃ, কুণ্ডল উত্তমং বর্ষ চৈতন্যভূমিত্যর্থঃ। মতো মম
লকাশাং। উক্তমনতিদ্রমেতি যথোক্তম্। তবেব বীৰ্য্যং রূপং নবমধ্যবসান্নঃ ওজন্তেজস্
যশ্চ ন তাদৃশঃ। ল স্বমোংপাদয়িত্বাণো নৃপগুণঃ। ১৯—২০।

অদ্বিত্যোতি। হে রাক্ষি! রাজকণ্ঠে! মন্ত্ৰেন যোঁবনম্ৰদেন কাশতে শোভত ইতি
মন্ত্ৰকাশিনী, তৎসম্বোধনম্। তস্মৈ স্বংগজায়। ইদমিত্যুক্ত্বা আত্মবর্ষপ্রদর্শনম্॥২১॥

সুখ্য বলিলেন—“ভদ্রে ! তোমার পুত্র মহাবাহু এবং কুণ্ডল ও দিবাকর্ণ-ধারী হইবে; আর সে দুইটাই তাহার অন্তময় হইবে” ৷১৮৷

কুন্তী বলিলেন—“দেব! আপনি আমার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করিবেন, আমার সেই পুত্রের কুণ্ডল ও উত্তম বর্ণ—এই দুইটি বস্তুই যদি অমৃত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে আপনার সহিত আমার উক্তরূপ সঙ্গম হউক। তাহা হইলে সেই পুত্র আপনারই তুল্য বীৰ্য্যবান, রূপবান, অধ্যবসায়ী, তেজস্বী এবং ধার্মিক হইবে” ॥১৯—২০॥

মূৰ্খা বলিলেন—“রাজকন্যে! মন্তকাশিনি! বামোক্ষ! অদিতদেবী আমাকে দুইটা কুণ্ডল এবং এই উত্তম বর্ম্ভটি দিয়াছিলেন, আমি ইহা তাহাকে দিব” ॥২১॥

(୧୮)...ଅଭେଦକାନ୍ତତମସ୍—ବା ବ କା । (୧୯)...ତେଷୁ ଦାଶାମି ବୈ ଭିକ୍—ବା ବ କା ।

কুন্ত্যবাচ ।

পরমং ভগবন্মেবং সঙ্গমিষ্যে ত্বয়া সহ ।

যদি পুত্রো ভবেদেবং যথা বদসি গোপতে ! ॥২২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তথৈতু্যক্ত্বা তু তাং কুন্তীমাবিবেশ বিহঙ্গমঃ ।

স্বর্ভানুশক্র্যোগাত্মা নাভ্যাং পম্পর্শ চৈব তাম্ ॥২৩॥

ততঃ সা বিহ্বলেবাসীং কন্যা সূর্য্যন্ত তেজসা ।

পপাত চাথ সা দেবী শয়নে মূচ্চেতনা ॥২৪॥

সূর্য্য উবাচ ।

সাধয়িষ্যামি স্ত্রোশ্রোণি ! পুত্রং বৈ জনয়িষ্যসি ।

সর্ব্বশত্রুভৃতাং শ্রেষ্ঠং কন্যা চৈব ভবিষ্যসি ॥২৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ সা ত্রীড়িতা বালা তদা সূর্য্যমখাত্রবীং ।

এবমস্থিতি রাজেন্দ্রে ! প্রস্থিতং ভূবিবর্চসম্ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

পরমমিতি । পরমং সঙ্গমিষ্য ইতি সম্বন্ধঃ । হে গোপতে ! সূর্য্য ! ॥২২॥

তথৈতি । বিহঙ্গমো গগনচারী, স্বর্ভানুশক্রঃ অনুভূতপরিবেশনকালে বিষ্ণবে প্রদর্শনাৎ
রাহুশক্রঃ, যোগাত্মা যোগবলেন ধৃতমানুসংঘেহঃ সূর্য্যঃ, তথা ইতু্যক্ত্বা, তাং কুন্তীম্, আবিবেশ
আলিলিঙ্গ, কন্যাভ্যাং তাং নাভ্যাং পম্পর্শ চ, বসনমোচনায়েত্যাশয়ঃ ॥২৩॥

তত ইতি । শয়নে শয্যায়াম্, মূচ্চেতনা কামাতিরেকেন লুপ্তপ্রায়চৈতন্যা ॥২৪॥

নাধৈতি । সাধয়িষ্যামি রমণং নিষ্পাদয়িষ্যামিতি কাকুঃ । কন্যা যৎপ্রসাদাৎ ॥২৫॥

কুন্তী বলিলেন—“ভগবন্ সূর্য্যদেব । আপনি যেরূপ বলিতেছেন, সেইরূপ
পুত্রই যদি আমার হয়, তবে আমি আপনার সহিত উত্তমরূপে সঙ্গম
করিব” ॥২২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—‘তাহাই হইবে’ এই কথা বলিয়া গগনচারী অথচ
মানুষরূপধারী রাহুশক্র সূর্য্যদেব কুন্তীকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার নাভিদেশ
স্পর্শ করিলেন ॥২৩॥

তাহার পর কুন্তী সূর্য্যের তেজে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং অচেতনপ্রায়
হইয়া শয্যার উপরে পতিত হইলেন ॥২৪॥

তখন সূর্য্য বলিলেন—“শুনিতস্বে । তুমি, সকল শত্রুধারী-শ্রেষ্ঠ পুত্র
জন্মাইবে এবং কন্যাও হইবে ; সুতরাং আমি এখন কার্য্য সাধন করি” ॥২৫॥

ইতি শ্রোক্তা কুন্তিভোজাভ্রাজা সা বিবস্বন্তঃ ঘাচমানা সলজ্জা ।
 তস্মিন্ পুণ্যে শয়নীয়ৈ পপাত মোহাবিষ্টা ভজ্যমানা লতেব ॥২৭॥
 তিগ্নাংস্তস্তাং তেজসা মোহয়িত্বা বোগেনাবিশ্রান্তসংস্থাং চকার ।
 ন চৈবৈনাং দুষ্যামাস ভানুঃ সংজ্ঞাং লেভে ভূয় এবাথ বালা ॥২৮॥
 ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি কুণ্ডলা-
 হরণে পৃথাসূর্য্যসঙ্গমে একষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥ *

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । প্রস্থিতং রত্নমুক্ততম, ভূরিবর্চসম্ অতিতেজসম্ ॥২৬॥
 ইতীতি । উক্তা উক্তবতী । ঘাচমানা পুঞ্জমিতি শেবঃ । পুণ্যে অদৃশিতপূর্বে ॥২৭॥
 তিগ্নাংস্তরিতি । তিগ্নাংস্তরীকঃ, তেজসা তাং কুন্তীং মোহয়িত্বা আবিষ্টা আলিঙ্গ্য,
 বোগেন অঙ্গসংযোগেন, আঙ্গসংস্থাং তদ্বয়ে অবীৰ্য্যলংঘ্যিতি চকার । কিঞ্চ এনাং
 কুন্তীম্, কণ্ঠাঙ্ঘ্রলোপেন ন দুষ্যামাস, অপি তু পুনঃ কণ্ঠাঙ্ঘ্রমেব দদাবিত্যর্থঃ । অথ রমণাৎ
 পরম, বালা কুন্তী, ভূয় এব পুনরপি, সংজ্ঞাং চৈতজ্যং প্রকৃতিং লেভে ॥২৮॥
 ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-
 বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি
 কুণ্ডলাহরণে একষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

নিয়মাদিবিকারঃ ॥১৫—১৭॥ অবতময়ঃ সহজঃ বর্ষ ॥১৮—২৫॥ প্রস্থিতং সঙ্গমায়োপক্ৰান্তম্
 ॥২৬—২৭॥ আঙ্গসংস্থাং রচনবশাৎ এনাং ন দুষ্যামাস কণ্ঠাঙ্ঘ্রলোপেনেতি শেবঃ ॥২৮॥
 ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৬১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজশ্রেষ্ঠ । তাহার পর তখনই বালিকা কুন্তী লজ্জিত
 হইয়া রমণোত্তম বিশালতেজা সূর্য্যকে কহিলেন—“এইরূপই হউক” ॥২৬॥

এই কথা বলিয়া কুন্তী সলজ্জভাবে সূর্য্যের নিকট পুত্র প্রার্থনা করিতে
 থাকিয়া মোহাবিষ্ট হইয়া ভগ্না লতার স্তায় সেই পবিত্র শয্যার উপরে পতিত
 হইলেন ॥২৭॥

তখন ভীষ্মকিরণ সূর্য্য আপন তেজে কুন্তীকে মোহিত করিয়া আলিঙ্গন-
 পূর্ব্বক অঙ্গসংযোগদ্বারা তাঁহার গর্ভাধান করিলেন; কিন্তু কণ্ঠাঙ্ঘ্রলোপ না
 করায় তাঁহাকে দূষিত করিলেন না । পরে কুন্তী পুনরায় প্রকৃতিস্থ
 হইলেন ॥২৮॥

* ‘...চতুর্নবত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—সি, ‘...ষড়্বিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...সপ্তাধিক-
 দ্বিশততমঃ...’—ক, ‘...অষ্টাধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

দ্বিষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ ।

—*—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততো গৰ্ভঃ সমভবৎ পৃথগ্ৰাঃ পৃথিবীপতে ! ।
শুকে দশোত্তরে পক্ষে তারাপতিরিবাস্বরে ॥১॥
সা বান্ধবভয়াঘালা গৰ্ভং তং বিনিগৃহতী ।
ধারয়ামাস স্ত্রোত্রোণী ন চৈনাং বুৰুষে জনঃ ॥২॥
নহি তাং বেদ-নার্য্যাত্মা কাচিক্সাত্রৈয়িকায়তে ।
কন্যাপুরগতাং বালাং নিপুণাং পরিব্রক্ষণে ॥৩॥
ততঃ কালেন সা গৰ্ভং স্তম্বুবে বরবর্ণিনী ।
কঠৌব তস্ত্র দেবস্ত্র প্রসাদাদমরপ্রভম্ ॥৪॥
তথৈবাবন্ধকবচং কনকোজ্জ্বলকুণ্ডলম্ ।
হর্য্যক্ষং বৃষভক্ষক্ষং যথাস্ত্র পিতরং তথা ॥৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । দশোত্তরে মার্গশীর্ষস্ত্র অগ্রহায়ণস্বাস্ত্যুপস্কাবধিকে একাদশে আশ্বিন-
মাসীয়ে ইত্যর্থঃ শুকে পক্ষে, প্রাথমিকস্বাস্ত্যুপ্রতিপদি তিথ্যাবিতি তাৎপৰ্য্যম্, অম্বরে আকাশে,
তারাপতিশ্চ ইব, পৃথগ্ৰা গৰ্ভঃ সমভবৎ । শরচ্ছত্রভয়া তস্ত্র স্পষ্টতাস্থচনার্থং দশোত্তর-
গ্রহণম্ । নীলকণ্ঠস্ত্র মাহোজিহ্বিত্য্য প্রমাণাত্ৰা ॥১॥

সেতি । বিনিগৃহতী কঠৈচ্চিদপ্যনিবেদনাদগোপয়ন্তী । স্ত্রোত্রোণী স্তনিত্বা ॥২॥

নহীতি । বেদ জ্ঞান্যতি ন্ম । ধাত্মৈয়িকং ধাত্মীভনয়াম্, স্বতে বিনা ॥৩॥

তত ইতি । কঠৌব তথাপি কন্যাবদবিকৃতাস্থ্যোবাসীং, তস্ত্র স্তম্বুস্ত্র । আবন্ধকবচং
বৃত্তবর্ণাণম্ । হরঃ সিংহস্ত্রৈব অক্ষিণী যস্ত্র তম্ । পিতরং হর্য্যম্ ॥৪—৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা । তাহার পর আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষের
প্রতিপদে আকাশে চল্ল যেমন উদিত হন, সেইরূপ কুন্তীর গৰ্ভ হইল ॥১॥

কিন্তু স্তনিত্বা কুন্তী বন্ধুজনের ভয়ে গোপনে সেই গৰ্ভ ধারণ করিতে
লাগিলেন ; স্তত্রাং কেহই তাঁহাকে গৰ্ভবতী বলিয়া বুঝিতে পারিত না ॥২॥

আর, তিনি কন্যাস্ত্রপুরে থাকিতেন এবং আশ্রয়গোপনে নিপুণ ছিলেন ;
স্তত্রাং ধাত্মীকন্যা ব্যতীত অন্য কোন নারীও তাঁহাকে গৰ্ভবতী বলিয়া ধারণা
করিতে পারিত না ॥৩॥

তাহার পর বরবর্ণিনী কুন্তী যথাকালে দেবতুল্য একটি পুত্র প্রসব

জাতমাত্রৈকং তং গর্ভং ধাত্র্যা সংমন্ত্য ভাবিনী ।
 মঞ্জুষ্মায়াং সমাধায় স্বাস্তীর্ণায়াং সমন্ততঃ ॥৬॥
 মধুচ্ছিক্তিস্থিতায়াং সা স্মধায়াং রুদতী তদা ।
 শ্লক্কায়াম্ অগ্নিধানায়ামশ্বনত্য়ামবাস্তজৎ ॥৭॥ (যুগ্মকম্)
 জানতী চাপ্যকর্ভব্যং কন্তায় গর্ভধারণম্ ।
 পুত্রস্নেহেন রাজেন্দ্র ! করুণং পর্য্যদেবরং ॥৮॥
 সমুৎসৃজন্তী মঞ্জুষ্মামশ্বনত্য়ান্তদা জলে ।
 উবাচ রুদতী কুন্তী যানি বাক্যানি তচ্ছৃণু ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

জাতেন্তি । মঞ্জুষ্মায়াং বেতসনির্মিতপেটকে, স্বহৃৎ স্বাস্তীর্ণা অভ্যন্তরে সমাগাতৃতবজ্রা
 তন্ত্রাম্ । মধুচ্ছিক্তানি সিক্তকানি স্থিতানি জলপ্রবেশনিবারণার্থমুকৃতাসম্পাদনার্থক অভ্যন্তরে
 লিষ্টানি যজ্ঞান্ত্রায়, শোভনং গিধানমূপ্যাবরণং যজ্ঞান্ত্রায় । অশ্বনত্য়ং সন্ধিস্থিতায়াং
 তদাখ্যায়াম্ কন্তাঞ্চিৎ সন্নিতি, অবাস্তজৎ অভ্যজৎ ॥৬—৭॥

জানতীতি । গর্ভধারণং তদ্রাশাদৌ বিলাপকং । তথাপি পুত্রস্নেহেন ॥৮॥

সন্নিতি । সমুৎসৃজন্তী ত্যজন্তী । তৎ বাক্যকুন্দম্ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি । দশোত্তরে একাদশে, শুক্রে পক্ষে প্রতিপদ্বি চন্দ্র ইব বাল উদ্ভূতঃ স্য-
 ত্তরপ্রতিপদ্বি কর্ণনিকৈকজয়েত্যর্থঃ ॥১—৪॥ হৃদ্যকং সিংহনেজন্ম ॥৫—৬॥ মধুচ্ছিক্তৈ

করিলেন ; তাহার গাত্রে কবচ, কর্ণে স্বর্ণকুণ্ডল, সিংহের গ্রায় নয়ন, বৃষের গ্রায়
 স্কন্ধ এবং উহার পিতা সূর্য্যদেবের গ্রায় আকৃতি হইয়াছিল । এহেন পুত্র
 প্রসব করিয়াও কুন্তী সূর্য্যদেবের অন্ত্রগ্রহে কন্তাই রহিলেন ॥৪—৫॥

পুত্র জন্মিবামাত্রই বুদ্ধিমতী কুন্তী ধাত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া, একটা
 পেট্রার ভিতরে সকল দিকে মোম লেপিয়া ভাল করিয়া পালিস্ করিয়া,
 তাহার উপরে বেশ করিয়া কাপড় পাতিয়া, তাহাতে সেই বালকটাকে
 রাখিয়া, সুন্দরভাবে ঢাকনি দিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে নিকটবর্তী অশ্বনদীতে
 সেই পেট্রাটী ভাসাইয়া দিলেন ॥৬—৭॥

রাজশ্রেষ্ট । কন্তার গর্ভধারণ করা বা সেই জন্তু বিলাপ করা কর্তব্য নহে,
 ইহা ব্রহ্মাও কুন্তী পুত্রস্নেহেই করুণ বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥৮॥

কুন্তী অশ্বনদীর জলে পেট্রাটী ভাসাইয়া দিবার সময়ে রোদন করিতে
 থাকিয়া যে সকল বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা আপনি শ্রবণ করুন—॥৯॥

স্বস্তি তেইন্দ্রান্তরীক্ষেভ্যঃ পার্শ্বিবেভ্যশ্চ পুত্রক ! ।
 দিব্যেভ্যশ্চৈব ভূতেভ্যস্তথা তোয়চরাশ্চ যে ॥১০॥
 শিবাংস্তে সন্ত পহানো বা চ তে পরিপস্থিনঃ ।
 আগতাশ্চ তথা পুত্র ! ভবমুদ্রোহচেতসঃ ॥১১॥
 পাতু হ্যং বরুণো রাজা সলিলে সলিলেশ্বরঃ ।
 অন্তরীক্ষেহন্তরীক্ষস্থঃ পবনঃ সর্বগস্তথা ॥১২॥
 পিতা হ্যং পাতু সর্বত্র তপনস্তপতাং বরঃ ।
 যেন দত্তোহসি মে পুত্র ! দিব্যেন বিধিনা কিল ॥১৩॥
 আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যা বিধে চ দেবতাঃ ।
 মরুতশ্চ মহেশ্চৈব দিশশ্চ সদিগীশ্বরাঃ ।
 রক্ষন্তু হ্যং হুবাঃ সর্বৈব সমেষু বিষমেষু চ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

স্বস্তি । স্বস্তি সর্বলয় । পার্শ্বিবেভ্যো ভূতবেভ্যঃ । দিব্যেভ্যঃ স্বর্গাশ্চৈভ্যঃ ॥১০॥
 শিবা ইতি । শিবা মঙ্গলময়াঃ । পরিপস্থিনঃ শত্রবঃ ॥১১॥
 পাতুতি । পাতু রক্ষতু । সর্বগস্তথাদেব সর্বত্র তে পবনেন বক্ষণশম্ভবঃ ॥১২॥
 পিতৃতি । তপনঃ সূর্য্যঃ । দিব্যেন অলৌকিকেন অতিচমৎকারিপেত্যর্থঃ ॥১৩॥
 আদিত্যা ইতি । বিধে জাখ্যাঃ । বিষমেষু সমেষু । বৃহদ্রোহঃ স্রোতঃ ॥১৪॥

“পুত্র ! স্বর্গচর, আকাশচর, ভূচর ও জলচর যে সকল প্রাণী আছে,
 তাহাদের নিকট হইতে তোমার মঙ্গল হউক ॥১০॥

পুত্র ! সেই সকল প্রাণী আসিয়া তোমার বেন শত্রু বা অপকারী হয়
 না এবং পথগুলিও তোমার মঙ্গলময় হউক ॥১১॥

জলের রাজা বরুণ তোমাকে জলে রক্ষা করুন এবং আকাশচারী ও সর্বত্র-
 গামী বায়ু তোমাকে আকাশে রক্ষা করুন ॥১২॥

পুত্র ! যিনি অলৌকিকবিধানে তোমাকে আমার দিয়াছেন, তোমার
 পিতা সেই তেজস্বিশ্রেষ্ঠ সূর্য্যদেব তোমাকে সর্বত্র রক্ষা করুন ॥১৩॥

আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বেদেবগণ, ইন্দ্রের সহিত
 বায়ুগণ, দিকপালদিগের সহিত সকল দিক এবং অন্ত সকল দেবতা, সম
 অবস্থায় ও বিষম অবস্থায় তোমাকে রক্ষা করুন ॥১৪॥

(১০) স্বস্তি তে চান্তরীক্ষেভ্যঃ—বা ব কা, স্বস্তি তে বস্তরীক্ষেভ্যঃ—পি ।

বেৎস্মামি হ্মাং বিদেশেহপি কবচেনাভিসূচিতম্ ।
 ধন্যন্তে পুত্র ! জনকো দেবো ভানুর্বিভাবহঃ ।
 যন্ত্রাং দ্রক্ষ্যতি দিব্যেন চক্ষুষা বাহিনীগতম্ ॥১৫॥
 ধন্যো না প্রমদা বা হ্মাং পুত্রস্তু কল্পয়িষ্যতি ।
 যন্ত্রাস্ত্বং ভূষিতঃ পুত্র ! স্তনং পাস্ত্বসি দেবজ ! ॥১৬॥
 কো নু স্বপ্নস্তয়া দৃষ্টো বা হ্মাদিত্যবর্চসম্ ।
 দিব্যবর্ণসমায়ুক্তং দিব্যকুণ্ডলভূষিতম্ ॥১৭॥
 পদ্মায়তবিশালাক্ষং পদ্মতাত্রদলোজ্জ্বলম্ ।
 স্তললাটিং হ্রকেশান্তং পুত্রস্তু কল্পয়িষ্যতি ॥১৮॥ (যুগ্মকম্)
 ধন্যো দ্রক্ষ্যন্তি পুত্র ! হ্মাং ভূমৌ সংসর্পমাণকম্ ।
 অব্যক্তকলবাক্যানি বদন্তং রেণুগুণ্ডিতম্ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

বেৎস্মামীতি । অভিসূচিতং পরিচারিতম্ । বাহিনীগতং নদীস্থিতম্ । অয়মপি
 ঘটপাদঃ শ্লোকঃ ॥১৫॥

ধন্তেতি । ধন্যো পুণ্যবতী, প্রমদা স্ত্রী । দেবজঃ সূর্য্যজহ্মাং ॥১৬॥

ক ইতি । হ্মাদৃশপুত্রলাভে পূর্বে তৎসূচকস্বপ্নদর্শনস্ত সন্তবপরহ্মাদিত্যাশয়ঃ । পদ্মতাত্র-
 দলোজ্জ্বলং কাষ্ঠো, সত্তোজ্জাতশিশুনাং প্রায়শ্চৈব তাদৃশহ্মাদিতি ভাবঃ ॥১৭—১৮॥

পুত্র । তুমি বিদেশে থাকিলেও এই কবচটাই তোমাকে আমার পরিচিত
 করাইয়া দিবে; স্ততরাং সেখানেও তোমাকে আমি চিনিতে পারিব। পুত্র।
 তোমার পিতা সূর্য্যদেবই ধন্য; যিনি দিব্য চক্ষুদ্বারা নদীস্থিত অবস্থায়
 তোমাকে দেখিতে পাইবেন ॥১৫॥

হে দেবজাত পুত্র । সে নারীই ধন্য, যিনি তোমাকে পুত্র কল্পনা করিবেন
 এবং তুমি পিপাসার্ত্ত হইয়া ষাঁহার স্তন পান করিবে ॥১৬॥

পুত্র । তুমি সূর্য্যের স্ত্রী তেজস্বী, দিব্য কবচে আবৃতদেহ ও দিব্যকুণ্ডল
 ভূষিত হইয়াছ; আর তোমার নয়ন দুইটী পদ্মদলের স্ত্রী বিশাল, দেহের
 কান্তিও পদ্মদলের স্ত্রী তাত্রবর্ণ, ললাটদেশ সুন্দর এবং কেশপাশও সুন্দর
 হইয়াছে; স্ততরাং তোমাকে যিনি পুত্ররূপে কল্পনা করিবেন, সেই নারী
 কিরূপ সুস্বপ্ন দেখিয়াছেন ? ॥১৭—১৮॥

পুত্র ! তুমি যখন জানুযুগলদ্বারা ভূতলে বিচরণ করিবে, অম্পষ্ট-মধুর
 বাক্য বলিবে এবং ধূলিধূসরিত হইবে, তখন পুণ্যবান্ লোকেরাই তোমাকে
 দেখিবেন ॥১৯॥

ধন্য দ্রক্ষ্যন্তি পুত্র । স্বাং পুনর্যো বনগোচরম্ ।
 হিমবত্নসমুত্তং সিংহং কেশরিণং যথা ॥২০॥
 এবং বহুবিধং ব্রাজন্ ! বিলপ্য করুণং পৃথা ।
 অবাস্তজত মঞ্জুষামশ্বনত্যাং তদা জলে ॥২১॥
 রুদতী পুত্রশোকাক্তা নিশীথে কমলেক্ষণা ।
 ধাত্র্যো সহ পৃথা ব্রাজন্ ! পুত্রদর্শনলালসা ॥২২॥
 বিসর্জয়িত্বা মঞ্জুষাং সংবোধনভয়াং পিতুঃ ।
 বিবেশ রাজভবনং পুনঃ শোকাতুরা ততঃ ॥২৩॥ (মুগ্ধকম্)
 মঞ্জুষা অশ্বনত্যাঃ সা যযৌ চর্ম্মধতীং নদীম্ ।
 চর্ম্মধত্যাশ্চ যমুনাং ততো গঙ্গাং জগাম হ ॥২৪॥
 গঙ্গায়াঃ সূতবিষয়ং চম্পামমুঘযৌ পুরীম্ ।
 স মঞ্জুষাগতো গর্ভস্তরঙ্গৈরুহমানকঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

ধন্য ইতি । সংসর্পমাণকং জাহ্নভ্যাং বিচরন্তম্ ॥১৯॥
 ধন্য ইতি । হিমবতঃ পর্বতস্ত বনসমুত্তম, কেশরিণং প্রশস্তকেশরযুক্তম্ ॥২০॥
 এবমিতি । পৃথা কুন্তী । অবাস্তজত ত্যক্তবতী ॥২১॥
 রুদতীতি । নিশীথে অর্দ্ধরাত্রসময়ে । সংবোধনভয়াদবগতিভয়াং ॥২২—২৩॥
 মঞ্জুষেতি । যযৌ জলপ্রোতা চালিতেত্যশয়ঃ ॥২৪॥
 গঙ্গায় ইতি । সূতবিষয়ম্ আদাবঙ্গরাজ্যম্ । গর্ভঃ শিশুঃ ॥২৫॥

পুত্র । আবার তুমি যখন যৌবনে পদার্পণ করিয়া হিমালয়-বন-সমুত্ত
 প্রশস্তকেশরধারী সিংহের ত্রায় হইবে, তখনও ধন্য লোকেরাই তোমাকে
 দেখিবেন” ॥২০॥

রাজা । কুন্তী তখন এইরূপ নানাবিধ করুণ বিলাপ করিয়া অশ্বনদীর
 জলে সেই পেটরাটিকে ভাসাইয়া দিলেন ॥২১॥

রাজা । তাহার পর পুত্রশোকাক্তা ও পুত্রদর্শনার্থিনী পদ্মনয়না পৃথা
 পেটরাটী ভাসাইয়া দিয়া পিতার জানার ভয়ে সে স্থান হইতে আবার
 শোকাতুর অবস্থায় রোদন করিতে করিতে অর্দ্ধরাত্রসময়ে ধাত্রীর সহিত
 রাজভবনে প্রবেশ করিলেন ॥২২—২৩॥

কিন্তু সেই পেটরাটী অশ্বনদী হইতে চর্ম্মধতীনদীতে গেল ; পরে চর্ম্মধতী-
 নদী হইতে যমুনা এবং যমুনা হইতে গঙ্গায় যাইয়া উপস্থিত হইল ॥২৪॥

তৎপরে মঞ্জুষান্ধিত সেই বালকটী তরঙ্গদ্বারা সঞ্চালিত হইয়া গঙ্গা দিয়া

অমৃতাদুখিতং দিব্যং তত্র বর্ষং সকুণ্ডলম্ ।

ধারয়ামাস তং গর্ভং দৈবঞ্চ বিধিনির্মিতম্ ॥২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি কুণ্ডলা

হরণে পৃথামঙ্গু যাক্ষেপণে দ্বিষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

ত্রিষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এতস্মিন্নেব কালে তু দ্বুতরাষ্ট্রশ্চ বৈ সখা ।

সূতোহধিরথ ইত্যেব সদারো জাহুবৌ যযৌ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

অথাহাদাত্তভাবে কঃ খলু তে শিঙং জীবয়ামাসেত্যাহ—অমৃতাদিতি । তত্র তদানীম্, অমৃতাদুখিতং সকুণ্ডলং দিব্যং বর্ষং, দৈবমদৃষ্টঞ্চ কর্ণং, বিধিনির্মিতং বিধাতৃকৃততদবস্থম্, তে গর্ভং শিঙম্, ধারয়ামাস জীবয়ামাস ॥২৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-সহাকৰি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসনিকান্তবাসীশতট্টাচাৰ্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি

কুণ্ডলাহরণে দ্বিষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

এতস্মিন্নিতি । ইত্যেব নাম, দারৈর্ভর্যা সহেতি সদারঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

লিখকং ময়নমিতি ভাষায়াং তেন স্থিতায়াং সর্বতো লিপ্তায়াং মঞ্জুবায়াং জলপ্রবেশো ন ভবেদিত্যর্থঃ ॥১—২৫॥ দৈবং দেবজম্ বিধিনা ঈশ্বরেণ নির্মিতম্ ॥২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে দ্বিষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৬২॥

—:~:—

প্রথমে অঙ্গদেশে, তাহার পর তত্রত্য চম্পানগরীর নিকটে বাইয়া উপস্থিত হইল ॥২৫॥

বিধাতাই সেই বালকটীর সেই অবস্থা করিয়াছিলেন; তথাপি অমৃত হইতে উৎপন্ন দিব্য বর্ষ ও কুণ্ডল এক দৈব—ইহারাই তাহাকে জীবিত রাখিয়াছিল ॥২৬॥

(২৬)---তদুৎপন্নং সকুণ্ডলম্—বা ব কা নি । * ‘...পঞ্চনবত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...সপ্তাধিকত্রিংশততমঃ...’—বা ব, ‘...অষ্টাধিকত্রিংশততমঃ...’—কা, ‘...নবাধিকত্রিংশততমঃ...’—নি ।

তস্য ভার্য্যাভবদ্রোজন্ । রূপেণাসদৃশী ভুবি ।
 রাধা নাম মহাভাগা ন সা পুত্রমবিন্দত ॥২॥
 অপত্যার্থে পরং যত্নমকরোচ্চ বিশেষতঃ ।
 সা দদর্শাথ মঞ্জুষ্মানুহমানাং যদৃচ্ছয়া ॥৩॥
 দত্তরক্ষাপ্রতিসরামস্থালভনশোভিতাম্ ।
 উন্মীতরঙ্গৈর্জাহ্ব্যঃ সমানীতামুপহ্বরম্ ॥৪॥ (যুগ্মকম্)
 সা তাং কৌতুহলাৎ প্রাপ্তাং গ্রাহয়ামাস ভাবিনী ।
 ততো নিবেদয়ামাস সূতস্তাধিরথস্ব বৈ ॥৫॥
 স তামুকৃত্য মঞ্জুষ্মানুৎসার্য্য জলমন্তিকাত্ ।
 যন্ত্রেকুণ্ডদ্বাটয়ামাস সৌহৃদ্যশ্রুত্ব বালকম্ ॥৬॥
 তরুণাদিত্যসঙ্কাশং হৈমবর্ণমধরং তথা ।
 মুষ্টিকুণ্ডলযুক্তেন বদনেন বিরাজতা ॥৭॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তস্তেতি । অসদৃশী অতুলনীয়। অবিন্দত অলভত ॥২॥

অপত্যেতি । সা রাধা, বিশেষতঃ বাহুল্যেন দেবপূজাদিভিঃ, অপত্যার্থে পুত্রলাভবিষয়ে
 পরং যত্নমকরোচ্চ । অথ যদৃচ্ছয়া ঈশ্বরেচ্ছয়া, স্রোতসা উহমানাম্, দত্তো রক্ষায়ৈ প্রতিসরো
 লতাবিশেষমালা যস্তাং তাম্, অস্থালভনেন রক্ষার্থমেব সিন্দুরলেপনেন শোভিতাম্, জাহ্ব্য
 উন্মীতরঙ্গৈঃ প্রবলস্রোতোরেখাগততরঙ্গৈঃ, উপহ্বরং সমীপম্, সমানীতাং তাং মঞ্জুষ্মাং দদর্শ ।
 অভিধানমুহম্ ॥৩—৪॥

সেতি । গ্রাহয়ামাস হস্তেন জগ্রাহ । স্বার্থে ইনপ্রত্যয় আর্থঃ ॥৫॥

স ইতি । অস্তিকাজ্জলমুৎসার্য্য তদধো হস্তচালনার্থমপসার্য্য । যন্ত্রে পিধানোদ্বাটন-
 লৌহশলাকাবিশেষঃ । বদনেনোপলক্ষিতমিতি বিশেষণে তৃতীয়া ॥৬—৭॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—এই সময়েই ধৃতরাষ্ট্রের সখা ‘অধিরথ’-নামে
 এক সারথি আপন ভার্য্যার সহিত গঙ্গায় গিয়াছিল ॥১॥

রাজা । তাহার সেই ভার্য্যাটির রূপ ভূতলে অতুলনীয় ছিল এবং তাহার
 নাম ছিল—‘রাধা’ । সেই রাধার পুত্র ছিল না ॥২॥

অতএব রাধা বিশেষরূপে দেবার্চনাপ্রভৃতিদ্বারা পুত্রলাভের জন্ত গুরুতর
 যত্ন করিত । সেই রাধা দেখিল—ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে গঙ্গার তরঙ্গ একটা
 পেটরাকে নিকটে আনিয়াছে ; রক্ষার জন্ত তাহাতে কুমুরিয়ালতা জড়ান
 আছে এবং সিন্দুর লেপা রহিয়াছে ॥৩—৪॥

তখন রাধা কৌতুকবশতঃ সেই পেটরাটিকে ধরিল এবং তাহা অধিরথকে
 জানাইল ॥৫॥

স সূতো ভাৰ্য্যা সাক্ষিং বিশ্বয়োৎফুল্ললোচনঃ ।
 অক্ষমারোপ্য তং বালং ভাৰ্য্যাং বচনমব্রবীৎ ॥৮॥
 ইদমত্যভুতং ভীৰু । যতো জাতোহস্মি ভাবিনি ! ।
 দৃষ্টবান্ দেবগভোহয়ং মন্ত্ৰেহস্মাকমুপাগতঃ ॥৯॥
 অনপত্যস্ত পুত্রোহয়ং দেবৈর্দত্তো ধ্রুবং মম ।
 ইত্যুক্ত্বা তং দদৌ পুত্রং রাধায়ৈ স মহোপতে ! ॥১০॥
 প্রতিজ্ঞাহ তং রাধা বিধিবদ্ব্যক্ৰুপিণম্ ।
 পুত্রং কমলগর্ভাভং দেবগর্ভং শ্রিয়ান্বতম্ ॥১১॥
 পুপৌষ চৈনং বিধিবদ্ব্যবধে স চ বীৰ্য্যবান্ ।
 ততঃ প্রভৃতি চাপ্যন্তে প্রাভবমৌরসাঃ সূতাঃ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । সূতঃ অধিরথঃ, বিশ্বয়েন উৎফুল্ললোচনা বিষ্কারিতনেত্রঃ ॥৮॥
 ইদমিতি । যতঃ কালঃ । তৎকালমধ্যে ইদমত্যভুতং দৃষ্টবান্ । গর্ভঃ শিশুঃ ॥৯॥
 অনেতি । অনপত্যস্ত নিঃসন্তানস্ত । ধ্রুবং নিশ্চিতম্ ॥১০॥
 প্রতীতি । বিধিবৎ জননীনিয়মেন । দেবগর্ভং দেবশিশুমিব ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

এতন্নিরুতি ॥১—৩॥ দত্তো রক্ষার্থং প্রতিরো দূর্বাকঙ্কণাদিক্রপৌ যশ্চাং তাম্, অশালন্তনং
 কুঙ্গুমহস্তদানম্, উপহরং সমীপম্ ॥৪—৫॥ উৎসার্য পরতো নীত্বা ॥৬—৮॥ যতো

তখন অধিরথ নিকটের জল সরাইয়া, সেই পেটরাটিকে তুলিয়া, লোহার
 শলা দিয়া তাহার ঢাকনি খুলিল, পরে তাহার ভিতরে দেখিল—নবীন সূর্য্যের
 আয় তাত্রবর্ণ একটি বালক রহিয়াছে, তাহার গাত্রে স্বর্ণময় বর্ম্ম এবং সুন্দর
 মুখমণ্ডলে দুইটি মার্জিত কুণ্ডল শোভা পাইতেছে ॥৬—৭॥

অধিরথ তখন ভাৰ্য্যার সহিত বিশ্বয়ে বিষ্কারিত নেত্র হইয়া সেই বালকটিকে
 কোলে লইয়া ভাৰ্য্যাকে এই কথা বলিল—॥৮॥

“ভীৰু ! ভাবিনি ! আমার জন্ম হইতে এই একটাই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা
 দেখিলাম । আমি মনে করি—এটি দেববালক আমাদের নিকট আসিয়াছে ॥৯॥

আমি নিঃসন্তান কি না ; তাই নিশ্চয়ই দেবতারা এই পুত্রটী আমাকে
 দিয়াছেন” । রাজা । এই কথা বলিয়া অধিরথ সেই পুত্রটী রাধার নিকট
 সমর্পণ করিল ॥১০॥

রাধাও পদ্মগর্ভসদৃশবর্ণ এবং দেবশিশুর আয় কান্তিসম্পন্ন ও অলৌকিক-
 রূপশালী সেই পুত্রটিকে যথানিয়মে গ্রহণ করিল ॥১১॥

বহুবর্ষধরং দৃষ্ট্বা তং বালং হেমকুণ্ডলম্ ।
 নামাস্ত্য বহুবর্ণেণ ততশ্চক্ৰুর্বিজাতয়ঃ ॥১৩॥
 এবং স সূতপুত্রং জগামামিতবিক্রমঃ ।
 বহুবর্ণ ইতি শ্রুত্বা ত্ব ইত্যেব চ প্রভুঃ ॥১৪॥
 সূতস্ত বহুবর্ণেষু জ্যেষ্ঠঃ পুত্রঃ স বীৰ্য্যবান্ ।
 চারৈণ বিদিতশ্চাসৌ পৃথগ্ দিব্যবর্ণভূৎ ॥১৫॥
 সূতস্তধিরথঃ পুত্রং বিবুদ্ধং সময়েন তম্ ।
 দৃষ্ট্বা প্রস্থাপয়ামাস পুং বারণসাহরয়ম্ ॥১৬॥
 তত্রোপসদনং চক্রে জোগন্তেদ্বন্দ্বকর্ম্মণি ।
 সখ্যং চূর্য্যোধনে নৈবমগমৎ স চ বীৰ্য্যবান্ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

পুণোষেতি । অন্তে ঔরসাঃ স্ত্রী অপি তয়োঃ প্রোভবমিতি সখ্যঃ ॥১২॥
 বসিতি । বহুবর্ষধরং বর্ণকবচধারিণম্, “বহু হাটকে চ” ইতি বিশ্বঃ ॥১৩॥
 এবমিতি । ত্ব ইত্যেব চ নাম, বাগ্যাদেব ধার্মিকত্বাৎ । প্রভুবলপ্রভাববান্ ॥১৪॥
 সূতস্তেতি । সূতস্ত অধিরথঃ, অঙ্গদেশে । চারৈণ শুশ্রূষেণ ॥১৫॥
 স্ত ইতি । প্রস্থাপয়ামাস ধর্ম্মবোধশিক্ষার্থং প্রেরয়ামাস, বারণসাহরয়ং হস্তিনাম্ ॥১৬॥
 তত্রোতি । উপসদনম্ অন্তবাসিভ্যম্, ইদম্ কর্ম্মণি ধর্ম্মবোধশিক্ষায়াম্ ॥১৭॥

এব (বাড়ীতে নিয়া) যথানিয়মে তাহাকে পোষণ করিতে লাগিল;
 ক্রমে বালকটীও বুদ্ধি পাইল এবং বলবান্ হইয়া উঠিল । আর তদবধি রাখা
 ও অধিরথের আরও কতকগুলি ঔরস পুত্র জন্মিল ॥১২॥

তাহার পর ব্রাহ্মণেরা সেই বালকটীর অর্ঘ্যময় কবচ ও কুণ্ডল দেখিয়া উহার
 নাম করিলেন—‘বহুবর্ণ’ ॥১৩॥

এইভাবে অমিতবিক্রম ও প্রভাবশালী কর্ণ সূতপুত্র হইয়াছিলেন এবং
 ‘বহুবর্ণ’ ও ‘বৃষ’- নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ॥১৪॥

দিব্যবর্ণধারী কর্ণ অঙ্গদেশে অধিরথের জ্যেষ্ঠপুত্র হইয়া বুদ্ধি পাইয়াছেন
 এবং বলবান্ হইয়াছেন, এই ঘটনা কুন্তী শুশ্রূষাচার্য্য জানিয়াছিলেন ॥১৫॥

সূত অধিরথ পুত্র কর্ণকে যথাকালে বিবুদ্ধ দেখিয়া, অস্ত্রশিক্ষার জন্য তাঁহাকে
 হস্তিনানগরে পাঠাইয়া দিল ॥১৬॥

বলবান্ কর্ণ হস্তিনায় বাইরা ধর্ম্মবোধশিক্ষায় জোগের শিষ্য হইলেন এবং সেই
 সুযোগে চূর্য্যোধনের সখ্য লাভ করিলেন ॥১৭॥

দ্রোণাৎ কৃপাচ্চ রামাচ্চ সৌহজ্ঞগ্রামং চতুর্বিধম্ ।

লব্ধ্বা লোকেহভবৎ ধ্যাতঃ পরমেষ্ঠাসতাং গতঃ ॥১৮॥

সদ্ধায় ধার্তরাষ্ট্রেণ পার্থানাং বিপ্রিয়ে রতঃ ।

যোদ্ধুমাশংসতে নিত্যং ক্রান্তনেন মহাত্মনা ॥১৯॥

সদা হি তস্মৈ স্পর্দ্ধাসীদর্জুনেন বিশাংপতে ! ।

অর্জুনস্ত চ কর্ণেন যতো দৃষ্টো বভূব সঃ ॥২০॥

এতদুগ্ৰহং মহারাজ ! সূর্য্যস্ত্রাসীন্ন সংশয়ঃ ।

যৎ সূর্য্যসম্ভবঃ কর্ণঃ কুন্ত্যাং সূতকূলে তদা ॥২১॥

তং তু কুণ্ডলিনং দৃষ্ট্বা বর্শ্শণা চ সমস্রিতম্ ।

অবধ্যৎ সমরে মত্বা পর্য্যতপ্যদ্যুধিষ্ঠিরঃ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

দ্রোণাদিতি । চতুর্বিধম্ আসন্ন-দূরাদৃশ-শব্দবেজ-শব্দনাশকম্ ॥১৮॥

সদ্ধায়েতি । আশংসতে ইচ্ছতি স্ম, ক্রান্তনেন অর্জুনেন সহ ॥১৯॥

সদেতি । যতঃ কালাদর্জুনেন স দৃষ্টঃ, ততঃ কালাদেব তস্মৈর্জুনেন স্পর্দ্ধাসীৎ ॥২০॥

এতদিতি । কুন্ত্যাং সূর্য্যসম্ভবঃ কর্ণঃ তদা যৎ সূতকূলে অবসৎ, এতদুগ্ৰহম্ ॥২১॥

ভারতভাবদীপঃ

জাতোহশ্মি উৎপত্তিদিনাদারভ্যাতৈগবেদমজুতং দৃষ্টম্ ॥১০—১২॥ বহুবর্ষ স্বর্ণকবচম্ ॥১৫—১৬॥

অঙ্গেষু জনপদবিশেষেষু, উপসদনং গুরুপসদনম্ ॥১৭॥ পরমেষ্ঠাসতাং মহাধনুর্দ্ধরতাম্ ॥১৮—১৯॥

যতঃ কালে দৃষ্টঃ ॥২০—২১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বেণ নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বিষষ্টাধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৬৩॥

তিনি—দ্রোণ, কৃপ ও পরশুরাম হইতে চতুর্বিধ অস্ত্র লাভ করিয়া মহাধনুর্দ্ধর হইয়া জগতে বিখ্যাত হইলেন ॥১৮॥

এবং তিনি হুর্ঘ্যোধনের সহিত মিলিত হইয়া, পাণ্ডবগণের অপ্রিয়াচরণে ব্যাপৃত থাকিয়া সর্বদাই মহাত্মা অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিতেন ॥১৯॥

নরনাথ ! অর্জুন যে সময়ে কর্ণকে প্রথম দেখিয়াছিলেন, তদবধিই অর্জুনের সহিত কর্ণের এবং কর্ণের সহিত অর্জুনের স্পর্দ্ধা জন্মিয়াছিল ॥২০॥

মহারাজ ! কুন্তীর গর্ভে এবং সূর্য্যের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া কর্ণ যে তখন সারথির বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন, সেই বিষয়টাই কর্ণের নিকটে সূর্য্যের গোপনীয় ছিল ; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥২১॥

(২১)...যঃ সূর্য্যসম্ভবঃ কর্ণঃ—বা ব কা নি ।

যদা চ কর্ণো রাজেন্দ্র ! ভানুমন্তং দিবাকরম্ ।

স্তোতি মধ্যন্ধিনে প্রাপ্তে প্রাঞ্জলিঃ সলিলোথিতঃ ॥২৩॥

তত্রৈনমুপতিষ্ঠন্তি ব্রাহ্মণা ধনহেতুনা ।

নাদেয়ং তস্মৈ তৎকালে কিঞ্চিদস্তি দ্বিজাতিষু ॥২৪॥ (যুগ্মকম্)

তমিদ্রো ব্রাহ্মণো ভূত্বা ভিক্ষাং দেহীতু্যপস্থিতঃ ।

স্বাগতক্ৰেতি রাধেয়স্তমথ প্রত্যভাষত ॥২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্বণি কুণ্ডলা-

হরণে রাধাকৰ্ণপ্রাপ্তৌ ত্রিষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥ *

—ঃঃ—

ভারতকৌমুদী

তমিতি । শত্রুসংঘে কৰ্ণেন সহাবশ্যং যুদ্ধং ভাবীতি সস্তাব্যেত্যাশয়ঃ ॥২২॥

যদেতি । ভানুমন্তং তীব্রকিরণম্ । উপতিষ্ঠন্তি আগচ্ছন্তি স্ম ॥২৩—২৪॥

পরাদ্যায়ং সূচয়িতুমাহ—তমিতি । রাধেয়ঃ কর্ণঃ, রাধয়া পুত্রস্বেন গৃহীতব্যাং ॥২৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্বণি

কুণ্ডলাহরণে ত্রিষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—ঃঃ—

যুধিষ্ঠির কর্ণকে স্বভাবতই কবচ ও কুণ্ডলধারী দেখিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে অবধ্য মনে করিয়া পরিতপ্ত হইতেন ॥২২॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! কর্ণ যখন দ্বিতীয় প্রহরের সময়ে জল হইতে উঠিয়া কৃতাজলি হইয়া তীক্ষ্ণকিরণ সূর্য্যের স্তব করিতেন, সেই সময়ে ব্রাহ্মণেরা ধনপ্রার্থনার জন্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন । তৎকালে ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহার অদেয় কিছুই থাকিত না ॥২৩—২৪॥

তাঁহার পর একদিন ইন্দ্র ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া ‘ভিক্ষা দিন’ বলিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন ; তখন ‘আপনার শুভাগমন হইয়াছে ত ?’ বলিয়া কর্ণ তাঁহার সস্তাবণ করিলেন ॥২৫॥

—ঃঃ—

(২৩) সদা তু কর্ণো রাজেন্দ্র !—পি । * ‘...ষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমঃ...’—পি,
‘...অষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...নবাধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...দশাধিকদ্বিশততমঃ...’
—নি।

চতুঃষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

দেবরাজম্নুপ্রাপ্তং ব্রাহ্মণচ্ছদ্যনাবৃতম্ ।

দৃষ্ট্বা স্বাগতমিত্যাহ ন বুবোধাস্ত মানসম্ ॥১॥

হিরণ্যকশীঃ প্রমদা গ্রামান্ বা বহুগোকুলান্ ।

কিং দদানীতি তং বিপ্রমুবাচাধিরথিস্ততঃ ॥২॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

হিরণ্যকশীঃ প্রমদা যচ্চাশ্রমং শ্রীতিবর্দ্ধনম্ ।

নাহং দত্তমিহেচ্ছামি তদর্থিত্যঃ প্রদীয়তাম্ ॥৩॥

যদেতৎ সহজং বর্ষ্য কুণ্ডলে চ তবানঘ ।

এতদ্রুৎকৃত্য মে দেহি যদি সত্যব্রতো ভবান্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

দেবেতি । অন্নপ্রাপ্তমুপস্থিতম্ । মানসমভিপ্রায়ং ন বুবোধ কৰ্ণ ইতি শেষঃ ॥১॥

হিরণ্যেতি । বহুগোকুলান্ প্রচুরগোসমূহান্ । আধিরথিঃ কৰ্ণঃ ॥২॥

হিরণ্যেতি । দত্তম্ এতৎ সৰ্ব্বং স্বয়ং দত্তং নেচ্ছামি ॥৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—দেবরাজ ব্রাহ্মণবেশে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া কৰ্ণ তাঁহার নিকট স্বাগতপ্রশ্ন করিলেন; কিন্তু উহার অভিপ্রায় বুঝিলেন না ॥১॥

তাঁহার পর তিনি সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন—“স্বর্ণমালালঙ্কৃত রমণী, গ্রাম, বা বহু গ্রাম গরু, ইহার মধ্যে আপনাকে কি দিব ?” ॥২॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন—“স্বর্ণমালালঙ্কৃত রমণী বা অশ্রু যাহা শ্রীতিবর্দ্ধক আছে, তাহা আপনি দান করেন—ইহা আমি ইচ্ছা করি না; সেগুলি আপনি অশ্রু প্রার্থীদিগকে দিন ॥৩॥

কিন্তু নিষ্পাপ কৰ্ণ! আপনি যদি সত্যপরায়ণ হন, তাহা হইলে আপনার এই যে স্বাভাবিক কবচ ও কুণ্ডল রহিয়াছে, ইহা ছেদন করিয়া আমাকে দিন” ॥৪॥

(৪) শ্লোকান্ত পরম্ ‘এতদিচ্ছাম্যহং কিপ্রং স্বয়ং দত্তং পরস্তপ!।’ এষ মে সৰ্ব্বলাভানাং লাভঃ পরমকো যত্ত ॥’ ইতি প্রায়েণ পূৰ্ব্বেদমানার্থঃ শ্লোকঃ—বা ব কা নি ।

কর্ণ উবাচ ।

অবনিং প্রমদা গাশ্চ নিবাসং বহুবর্ষিকম্ ।

তন্তে বিপ্র । প্রদাস্তামি ন তু বর্ষং স কুণ্ডলম্ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং বহুবৈর্ষিক্যৈর্ঘ্যাচ্যমানঃ স তু দ্বিজঃ ।

কর্ণেন ভরতশ্চেষ্ঠ ! নাশ্চং বরমযাচত ॥৬॥

যদা নাশ্চং প্রবৃণুতে বরং বৈ দ্বিজসত্তমঃ ।

তদৈনমব্রবীদুয়ো বাহেয়ঃ প্রহসন্নিব ॥৭॥

সহজং বর্ষং মে বিপ্র । কুণ্ডলে চায়াতোন্তুবে ।

তেনাবহ্যোহস্মি লোকেষু ততো নৈতচ্ছহাম্যহম্ ॥৮॥

বিশালং পৃথিবীরাজ্যং ক্ষেপং নিহতকণ্টকম্ ।

প্রতিগৃহ্নৌষ মন্তস্তং সাধু ব্রাহ্মণপুঙ্গব ! ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

বহিতি । কুণ্ডলে কুণ্ডলবর্ষম্ । উৎকৃতা ছিদ্ৰা, সত্যবজঃ সত্যনিহতা ॥৫॥

অবনিমিতি । নিবাসনবর্ষগৃহে স্থিতিম্ । তৎ সর্কম্ ॥৬॥

এবমিতি । ঘাচ্যমানঃ অত্যর্থাচ্যমানঃ । বরং বরগীৰ্ণং বস্ত ॥৭॥

যদেতি । বরমভীষ্টম্ । প্রহসন্নিব, কোতুকোহরাহিতি ভাবঃ ॥৮॥

সহজমিতি । কুণ্ডলে চ সহজে । জহামি ত্যজামি ॥৯॥

বিশালমিতি । পৃথিবীরাজ্যং বিজয়েন যদা লভামিত্যাশয়ঃ । যন্তো যম সকাশাৎ ॥১০॥

কর্ণ বলিলেন—“ভূমি, রমনী, গরু বা বহুবৎসর বাস, এই সকলই আপনাকে দিতে পারি ; কিন্তু কবচ ও কুণ্ডল নহে” ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরতশ্চেষ্ঠ ! কর্ণ এইরূপ বহুতর বাঁক্যদ্বারা অনুরোধ করিলেও সে ব্রাহ্মণ অস্ত্র বস্ত্র প্রার্থনা করিলেন না ॥৬॥

ব্রাহ্মণ যখন অস্ত্র বস্ত্র প্রার্থনা করিলেন না, তখন কর্ণ হাসিতে হাসিতেই যেন পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন—৥৭॥

“ব্রাহ্মণ ! আমার বর্ষ ও কুণ্ডল অমৃত হইতে উৎপন্ন এবং সহস্রাতঃ তাহাতেই আমি জগতে অবধ্য হইয়াছি ; সুতরাং আমি ইহা ত্যাগ করিতে পারি না ॥৮॥

(৫)---নিবাসং বহুবর্ষিকম্—বা ব কা নি । (৬) শ্লোকাৎ পরম্ ‘সাহিত্যচ যথাসক্তি পূজিতঞ্চ যথাবিধি । ন চাত্তং ন দ্বিজশ্চেষ্ঠঃ কাময়ামাস বৈ বরম্ ॥’ অয়মপি পূর্বসন্ধানার্থঃ শ্লোকঃ—বা ব কা নি ।

কুণ্ডলাভ্যাং বিমুক্তোহহং বর্শ্ণগা সহজেন চ ।

গমনীয়ো ভবিষ্যামি শক্রগাং বিজসত্তম ! ॥১০॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

যদা নাচ্যং বরং বস্ত্রে ভগবান্ পাকশাসনঃ ।

ততঃ প্রহস্তু কর্ণস্তু পুনরিত্যত্রেবৌহচঃ ॥১১॥

বিদিতো দেবদেবেশ ! প্রাগেবাসি মম প্রভো ! ।

ন তু ন্যায়্যং ময়া দাতুং তব শক্র ! বৃথা বরম্ ॥১২॥

ত্বং হি দেবেশ্বরঃ সাক্ষাত্ত্বয়া দেয়ো বরো মম ।

অন্তেষাক্ষৈব ভূতানামীশ্বরো হসি ভূতধ্বক্ ॥১৩॥

যদি দাস্ত্যামি তে দেব ! কুণ্ডলে কবচং তথা ।

বধ্যতামুপযাস্ত্যামি ত্বঞ্চ শক্রাবহাস্ততাম্ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

কুণ্ডলাভ্যাংগিতি । গমনীয়ো বশতাং নেয়ঃ ॥১০॥

যদেতি । পাকশাসনো ব্রাহ্মণবেশধারী ইন্দ্রঃ ॥১১॥

বিদিত ইতি । প্রাগেব অগ্রে স্বর্ধ্যাসমীপাদিতি ভাবঃ । বৃথা অপক্ষে নিষ্ফলম্ ॥১২॥

অস্মিতি । ঈশ্বরো নিয়ন্তা, ভূতধ্বক্ পরিপালনেন ॥১৩॥

যদীতি । হে শক্র ! ত্বঞ্চ সর্বেষামবহাস্ততামুপযাস্ত্যাসীত্যর্থঃ, অন্ত্যয়েন গ্রহণাৎ ॥১৪॥

অতএব ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আপনি আমার নিকট হইতে সম্যকরূপে বিশাল, নিষ্কটক ও মঙ্গলময় পৃথিবীর রাজ্য গ্রহণ করুন ॥৯॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আমি সহজাত কুণ্ডল ও কবচবিহীন হইলে শক্রগণের বশীভূত হইব” ॥১০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভগবান্ (ব্রাহ্মণরূপী) ইন্দ্র যখন অত বস্তু প্রার্থনা করিলেন না, তখন কর্ণ হস্ত করিয়া পুনরায় তাঁহাকে এই কথা বলিলেন— ॥১১॥

“প্রভু দেবাধিদেব ইন্দ্র ! আমি আপনাকে পূর্বেই জানিয়াছি ; সুতরাং আপনাকে নিষ্ফল বর দেওয়া আমার উচিত নহে ॥১২॥

আপনি দেবগণের ও অস্ত্র প্রাণিগণের অধীশ্বর এবং লোকপালক সাক্ষাৎ ইন্দ্র ; সুতরাং আপনারও আমাকে বর দেওয়া উচিত ॥১৩॥

দেব ! আমি যদি আপনাকে কবচ ও কুণ্ডল দান করি, তবে আমি শক্রর বধ্য হইব, আপনিও লোকের উপহাস্ত হইবেন ॥১৪॥

তস্মাদ্বিনিময়ং কৃত্বা কুণ্ডলে বৰ্ম্ম চোত্তমম্ ।

হবস্ব শত্রু ! কামং মে ন দত্তামহমন্তথা ॥১৫॥

শত্রু উবাচ ।

বিদিতোহহং রবেঃ পূৰ্ব্বমায়ানেব ত্বাবাস্তিকম্ ।

তেন তে সৰ্ব্বমাধ্যাতমেবমেতন্ন সংশয়ঃ ॥১৬॥

কামমস্ত তথা তাত ! তব কৰ্ণ ! যথেষ্টসি ।

বৰ্জয়িত্বা তু মে বজ্রং প্রবৃণীষ যথেষ্টসি ॥১৭॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ কৰ্ণঃ প্রহৃষ্টস্তমুপসঙ্গম্য বাসবম্ ।

অমোঘাং শক্তিমভ্যেত্য বত্রে সম্পূৰ্ণমানসঃ ॥১৮॥

কৰ্ণ উবাচ ।

বৰ্ম্মণা কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ শক্তিং মে দেহি বাসব ! ।

অমোঘাং শত্রুসংঘানাং ঘাতিনীং পৃতনামুখে ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

তস্মাদিতি । বিনিময়ং অব্যাহত্বেন পরিবর্তনম্ । কামং যথেষ্টম্ ॥১৫॥

বিদিত ইতি । অহং ত্বাবাস্তিকম্, আয়ান্ আগচ্ছন্নৈব পূৰ্ব্বং রবেবিদিতঃ ॥১৬॥

কামমিতি । কামমিত্যনুমেতৌ, “কামঞ্চানুমেতৌ শ্বতম্” ইত্যাদি মেদিনী ॥১৭॥

তত ইতি । উপসঙ্গম্য তদাসন্নীভূয় । অভ্যেত্য তদুত্তিমঙ্গীকৃত্য ॥১৮॥

বৰ্ম্মণেতি । বৰ্ম্মণা কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ তদুত্তরবিনিময়েন । পৃতনামুখে সেনামুখে ॥১৯॥

অতএব দেবরাজ ! আপনার ইচ্ছা হইলে আপনি কোন বস্তুর বিনিময়ে আমার উত্তম কবচ ও কুণ্ডল গ্রহণ করুন ; অতথা আমি উহা দিব না” ॥১৫॥

ইন্দ্র বলিলেন—“আমি তোমার নিকট আসিবার পূৰ্বেই সূর্য্য তাহা জানিয়াছিলেন ; সুতরাং তিনিই তোমার নিকট এইরূপ ইহা বলিয়াছেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥১৬॥

সে যাহা হউক ; বৎস কৰ্ণ ! তুমি যাহা ইচ্ছা কর, তাহাই হউক ; সুতরাং আমার বজ্র ব্যতীত তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই গ্রহণ কর” ॥১৭॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর কৰ্ণ মনোরথ পূৰ্ণ হওয়ায় সমুপস্থিত হইয়া ইন্দ্ৰের বাক্য অনুমোদন করিয়া তাহার নিকট বাইয়া তাহার অব্যর্থ শক্তি প্রার্থনা করিলেন ॥১৮॥

(১৬) ... আগতাস্ত ত্বাবাস্তিকৈ—পি । (১৮) ততঃ কৰ্ণঃ প্রহৃষ্টঃ—বা ব কা ।

ততঃ সঞ্চিন্ত্য মনসা সুহৃৎগিব বাসবঃ ।
 শক্ত্যর্থং পৃথিবীপাল ! কর্ণঃ বাক্যমথাত্ৰবীৎ ॥২০॥
 কুণ্ডলে মে প্রয়চ্ছস্ব বর্গং চৈব শরীরজগ্ম ।
 গৃহাণ শক্তিঃ কর্ণ ! তুমেনেন সময়েন চ ॥২১॥
 অমোঘা হস্তি শতশঃ শক্রেন্ মম করচ্যুতা ।
 পুনশ্চ পাণিমভ্যোতি মম দৈত্যান্ বিনিদ্রতঃ ॥২২॥
 সেরং তব করপ্রাপ্তা হৃদৈকং রিপুর্গুর্জিতম্ ।
 গর্জন্তুং প্রতপন্তুঞ্চ মামোবেষ্যতি নৃত্যজ্জ ! ॥২৩॥
 কর্ণ উবাচ ।

একমেবাহমিচ্ছামি রিপুং হন্তুং মহাহবে ।
 গর্জন্তুং প্রতপন্তুঞ্চ যতো মম ভয়ং ভবেৎ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । শক্ত্যর্থং সঞ্চিন্ত্যোত্যয়ঃ । বাসব ইন্দ্রঃ ॥২০॥
 কুণ্ডলে ইতি । শক্তিঃ নাম দদাত্ত্ববিশেষঃ । সময়েন নিয়মেন ॥২১॥
 তস্তাঃ শক্তেঃ শক্তিমাহ—অমোঘেতি । সা শক্তিরিতি শেষঃ ॥২২॥
 সমগ্রমাহ—সেতি । উর্জিতং বলবতম্ । প্রতপন্তুং বপদনংহারণং ব্যর্থং তন্ম ॥২৩॥
 একমিতি । রিপুং অর্জুনমিত্যাশয়ঃ, মহাহবে মহাযুদ্ধে ॥২৪॥

কর্ণ বলিলেন—“দেবরাজ ! আমার কবচ ও কুণ্ডলের পরিবর্তে সৈন্যসম্মুখে
 শত্রুসমূহনাশিনী আপনার অব্যর্থ শক্তি আমাকে দান করুন” ॥২০॥

রাজা । তাহার পর ইন্দ্র সুহৃৎকালই যেন মনে মনে শক্তির বিষয় চিন্তা করিয়া
 পরে কর্ণকে এই কথা বলিলেন— ॥২১॥

“কর্ণ ! তুমি তোমার সহজাত কবচ ও কুণ্ডল দান কর এবং এই নিয়মে আমার
 শক্তি গ্রহণ কর ॥২২॥

আমি যখন অস্ত্র বধ করি, তখন এই অব্যর্থ শক্তি আমার হস্তচ্যুত হইয়া শত
 শত শত্রু সংহার করে, পুনরায় আমারই হস্তে আগমন করে ॥২২॥

কর্ণ । আমার এই সেই শক্তি তোমার হাতে যাইয়া গর্জন ও সম্ভাপকারী
 বলবান্ একজনমাত্র শত্রুকে বধ করিয়া পুনরায় আমারই নিকটে
 আসিবে” ॥২৩॥

কর্ণ বলিলেন—“আমার যাহা হইতে ভয় হয়, গর্জন ও সম্ভাপকারী সেই
 একজনমাত্র শত্রুকেই আমি মহাযুদ্ধে বধ করিতে ইচ্ছা করি” ॥২৪॥

ইন্দ্র উবাচ ।

একং হনিয়ামি রিপুং গর্জন্তুং বলিনং রণে ।
 ত্বস্তু যং প্রার্থয়ন্তোকং রক্ষ্যতে স মহাত্মনা ॥২৫॥
 যমাহুর্বেদবিদ্বাংসো বরাহমজিতং হরিম্ ।
 নারায়ণমচিন্ত্যঞ্চ তেন কৃষেৎ রক্ষ্যতে ॥২৬॥

কর্ণ উবাচ ।

এবমপ্যস্ত ভগবনেকবীরবধে মম ।
 অমোঘাং দেহি মে শক্তিং যয়া হন্যাং প্রতাপিনম্ ॥২৭॥
 উৎকৃত্য তু প্রদাস্যামি কুণ্ডলে কবচঞ্চ তে ।
 নিকৃতেষু তু গাত্রেষু ন মে বীভৎসতা ভবেৎ ॥২৮॥

ইন্দ্র উবাচ ।

ন তে বীভৎসতা কর্ণ ! ভবিষ্যতি কথঞ্চন ।
 ত্রাণশ্চৈব ন গাত্রেষু যন্তুং নানৃতমিচ্ছসি ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

একমিতি । মহাশাস্ত্রো আত্মা চেতি তেন পরমাত্মস্বরূপেণৈত্যর্থঃ ॥২৫॥
 অথ কোহসৌ মহাত্মাত্যাহ—যমিতি । বরাহং তদ্রূপেণ পৃথিব্যাদারকম্ ॥২৬॥
 এবমিতি । একবীরবধে তদ্বিশয়ে । প্রতাপিনং ভীমং যং কক্ষিদ্ভ্যং বা ॥২৭॥
 উদ্বিতি । উৎকৃত্য ছিদ্ভা । নিকৃতেষু ছিন্নেষু । বীভৎসতা আকৃতের্বিকৃতিঃ ॥২৮॥

ইন্দ্র বলিলেন—“কর্ণ । তুমি যুদ্ধে গর্জনকারী বলবান্ একজন শত্রুকে বধ করিবে বটে, তবে তুমি যাহার বিষয় প্রার্থনা করিতেছ, তাহাকে পরমাত্মাই রক্ষা করেন ॥২৫॥

বেদবিদ্বান্ লোকেরা যাহাকে বরাহ, অজিত, হরি ও অচিন্তনীয় নারায়ণ বলেন, সেই কৃষ্ণই তাহাকে রক্ষা করেন” ॥২৬॥

কর্ণ বলিলেন—“হউক না এইরূপ ; কিন্তু ভগবন্ । আমার একজনমাত্র বীর-শত্রুবধের জন্য আমাকে অব্যর্থ শক্তি দান করুন, যাহা দ্বারা আমি প্রতাপশালী শত্রুকে বধ করিতে পারি ॥২৭॥

কিন্তু দেবরাজ ! আমি কবচ ও কুণ্ডল ছেদন করিয়া আপনাকে দিব বটে, তবে অঙ্গছেদন করায় আমার যেন আকৃতির কোন বিকৃতি না হয়” ॥২৮॥

যাদৃশস্তে পিতুর্বর্ণস্তেজস্চ বদতাং বর ! ।

তাদৃশেনৈব বর্ণেন ত্বং কর্ণ ! ভবিতা পুনঃ ॥৩০॥

বিজ্ঞমানেষু শস্ত্রেষু যত্তমোঘামসংশয়ে ।

প্রমত্তো মোক্ষ্যসে বাপি ত্বয়োবৈষা পতিশ্চাতি ॥৩১॥

কর্ণ উবাচ ।

সংশয়ং পরমং প্রাপ্য বিমোক্ষ্যে বাসবীমিমাম্ ।

যথা মামাখ শক্রে ! ত্বং সত্যমেতদ্ব্রবীমি তে ॥৩২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ শক্তিং প্রজ্জলিতাং প্রতিগৃহ্য বিশাংপতে ! ।

শস্ত্রং গৃহীত্বা নিদ্রিতং সর্ববগাত্রাণ্যকুন্তত ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । বর্ণঃ ক্ষতম্ । অনৃতং মিথ্যা, বক্তৃং ব্যবহর্তৃং বেতি শেষঃ ॥২৯॥

যাদৃশ ইতি । পিতুঃ সূর্য্যশ্চেতি ইন্দ্রাভিপ্রায়ঃ, অধিরথশ্চেতি চ কর্ণেন বুদ্ধম্ ॥৩০॥

বিজ্ঞেতি । অস্ত্রেষু শস্ত্রেষু বিজ্ঞমানেষু, অসংশয়ে জীবনাসংকোহ বা, অয়ং বাপি প্রমত্তঃ
অসাবধানঃ সন, এনামমোঘাং শক্তিং যদি মোক্ষ্যসে, ত্বদৈবা ত্বয়োব পতিশ্চাতি ॥৩১॥

সংশয়মিতি । বাসবীমৈজীম্ । আখ ব্রবীষি ॥৩২॥

তত ইতি । প্রতিগৃহ্য ইন্দ্রাদিতি শেষঃ । অকুন্তত কবচকুণ্ডলদানায় অচ্ছিনৎ ॥৩৩॥

ইন্দ্র বলিলেন—“কর্ণ ! তুমি যখন মিথ্যা বলিতে বা ব্যবহার করিতে ইচ্ছা
কর না, তখন তোমার অঙ্গে কোনপ্রকার বিকৃতি বা ক্ষত হইবে না ॥২৯॥

বাগ্বিশেষ্ট কর্ণ । তোমার পিতার যেমন বর্ণ ও তেজ রহিয়াছে, তোমারও
তেমনই বর্ণ ও তেজ আবার হইবে ॥৩০॥

তবে, অস্ত্র অস্ত্র বিজ্ঞমান থাকিতে, কিংবা প্রাণসংশয় না হইলে, অথবা নিজে
অসাবধান হইয়া যদি এই অব্যর্থ শক্তি নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে ইহা তোমার
উপরেই আসিয়া পড়িবে” ॥৩১॥

কর্ণ বলিলেন—“দেবরাজ । আপনি আমাকে যেরূপ বলিলেন, তাহাতে
আমি অত্যন্ত প্রাণসংশয়স্থলেই এই ঐন্দ্রী শক্তি নিক্ষেপ করিব ; ইহা আপনার
নিকট আমি সত্য বলিলাম” ॥৩২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—নরনাথ ! তাহার পর কর্ণ ইন্দ্রের নিকট হইতে সেই
উজ্জ্বল শক্তি গ্রহণ করিয়া সুরার অস্ত্র লইয়া নিজের সমস্ত অঙ্গ ছেদন করিতে
লাগিলেন ॥৩৩॥

ততো দেবা মানবা দানবাশ্চ নিকৃন্তন্তঃ কর্ণমাত্মানমেবম্ ।
 দৃষ্ট্বা সৰ্ব্বে সিংহনাদান্ প্রণেতুৰ্ন হৃষ্টাসীনুখজো বৈ বিকারঃ ॥৩৪॥
 ততো দিব্যা তুন্দুভয়ঃ প্রণেতুঃ পপাতোচ্চৈঃ পুষ্পবৰ্ষঞ্চ দিব্যম্ ।
 দৃষ্ট্বা কর্ণং শস্ত্রসংকুন্তগাত্রং মুহুশ্চাপি স্ময়মানং নৃবীরম্ ॥৩৫॥
 ততশ্চিত্ত্বা কবচং দিব্যমঙ্গাভথৈবার্জং প্রদদৌ বাসবায় ।
 তথোৎকৃত্য প্রদদৌ কুণ্ডলে তে কর্ণান্তম্ৰাং কর্মণা তেন কর্ণঃ ॥৩৬॥
 ততঃ শক্রঃ প্রহসন্ বঞ্চয়িত্বা কর্ণং লোকে যশসা যোজয়িত্বা ।
 কৃতং কার্য্যং পাণ্ডবানাং হি মেনে ততঃ পশ্চাদ্দিগমেবোৎপপাত ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । প্রণেতুর্বিষ্ময়েন চকুঃ । অস্ত কর্ণস্ত মুখজোহপি বিকারো নাসীৎ দৃঢ়ত্বাৎ ॥৩৪॥
 তত ইতি । উচ্চৈরুৎকৃষ্টাং । শস্ত্রেণ সংকুন্তানি ছিন্নানি গাত্রানি যেন তম্ ॥৩৫॥
 তত ইতি । উৎকৃত্য ছিষ্টা । কর্ণাং প্রবণযুগলাং । তেন কর্মণা কর্ণযুগলতঃ কুণ্ডল-
 যুগলচ্ছেদনব্যাপারেণ হেতুনা, নাস্য কর্ণো বভূবেতি শেষঃ ॥৩৬॥

ভারতভাবদীপঃ

দেবরাজমিতি ॥১—৪॥ অবনিং গৃহার্থং নিবাপং স্থাপ্যতে বীজমগ্নিমিতি ক্ষেত্র-
 বহুবাবিকং যাবজ্জীবিকবৃত্তিরূপম্ ॥৫—৮॥ গমনীয়ো বধ্যঃ ॥৯—১৫॥ আয়ানেন
 আগচ্ছন্নেন ॥১৬—৩৫॥ কৃণাতি হিনস্তি কুন্ততি হিনস্তি বা অঙ্গানোতি কর্ণ ইত্যর্থঃ
 ॥৩৬—৪১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বাণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুঃষষ্ঠ্যাধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৬৪॥

তাহার পর সকল দেবতা, মনুষ্য ও দানব কর্ণকে এইভাবে আপন অঙ্গ ছেদন
 করিতে দেখিয়া বিস্ময়ে সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন ; কিন্তু কর্ণের তাহাতে একটু
 মুখবিকারও হইল না ॥৩৪॥

তদনন্তর কর্ণ আপন অঙ্গ ছেদন করিয়াও অনবরত হাস্ত করিতেছেন—ইহা
 দেখিয়া স্বর্গীয় তুন্দুভিষ্মনি হইতে লাগিল এবং উপর হইতে স্বর্গীয় পুষ্পবৃষ্টি পড়িতে
 থাকিল ॥৩৫॥

সুতপুত্র আপন অঙ্গ হইতে ছেদন করিয়া দিব্য কবচটা আর্জ অবস্থাতেই ইন্দ্রকে
 দিলেন এবং কর্ণযুগল হইতে ছেদন করিয়া কুণ্ডল দুইটাও তাঁহাকে দান করিলেন ।
 সেই কার্য্যদ্বারাষ্ট তদবধি তাঁহার নাম হইল—‘কর্ণ’ ॥৩৬॥

তাহার পর ইন্দ্র কর্ণকে বঞ্চনা করিয়াও তাঁহাকে জগতে যশস্বী করিয়া হাস্ত
 করতঃ পাণ্ডবগণের কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া মনে করিলেন, পরে আকাশেই উঠিয়া
 গেলেন ॥৩৭॥

শ্রদ্ধা কর্ণঃ শ্রুতিং ধর্তরাষ্ট্রা দীনাঃ সর্বে ভগ্নদর্পা ইবাসন্ ।

ভাষ্যবহাং গমিতং সূতপুত্রঃ শ্রদ্ধা পার্থা জহুঃ কাননহাঃ ॥৩৮॥

জনমেজয় উবাচ ।

কন্থা বীরাঃ পাণ্ডবান্তে বভূবুঃ কৃতশৈতে শ্রুতবন্তঃ প্রিয়ং তৎ ।

কিং বাহুবুর্দাদশাব্দে ব্যতীতে তন্মে সর্বং ভগবান্ ব্যাকরোতু ॥৩৯॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

লক্ণ্য কৃষ্ণাং সৈন্ধবং দ্রাবিষ্ণা বিপ্রৈঃ সর্ধৈঃ কাম্যাকাশাশ্রম্যতে ।

মার্কণ্ডেয়াচ শ্রুতবন্তঃ পুরাণং দেবযোণীং চরিতং বিস্তরেণ ॥৪০॥

প্রত্যাশ্রয়ঃ সরধাঃ মানুষাত্মাঃ সর্ধৈঃ সর্ধৈঃ সূতপৌরোগবৈশ্ব ।

ভতঃ পুণ্যং দৈতবনং নুবীরা নিস্তীর্থোত্রং বনবাসং সমগ্রম্ ॥৪১॥

(মুখ্যকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি কুণ্ডলা-

হরণে কবচকুণ্ডলদানে চতুঃষষ্ঠ্যধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥ #

ভারতকৌমুদী

ভত ইতি । পাণ্ডবানাং কার্যং প্রয়োজনং কৃতং মে, কর্ত্তব্যং বহুত্বভাব্যং ॥৩৭॥

শ্রবতি । শ্রুতিং চোরিতম্ ইন্দ্রোপদ্রবতকবচকুণ্ডলমিত্যর্থঃ ॥৩৮॥

কেতি । কন্থাঃ কৃষ্ণাঃ দ্বিতাঃ । ব্যাকরোতু বিস্তরেণ ব্রবীতু ॥৩৯॥

লক্ণেতি । কৃষ্ণাং দ্রোণদীন, সৈন্ধবং জয়দ্রথন, দ্রাবিষ্ণা পরাভূন । দেবান্ ঋষীন-
তেষাম্ । সূতপৌরোগবৈঃ দারিণীপাকায্যৈঃ । নুবীরাঃ পাণ্ডবাঃ ॥৪০—৪১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচর্চা-মহাকাব্য-পদ্মকুণ্ড-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাসীশতট্টাচার্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতভট্টাকার্যং ভারতকৌমুদীসমাখ্যাতাং বনপর্বণি

কুণ্ডলাহরণে চতুঃষষ্ঠ্যধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

এদিকে কর্ণের কবচ ও কুণ্ডল অপছত্ত হইয়াছে শুনিয়া গুহ্যতাহের পুত্রেরা সকলেই বিধ্ব ও ভয়দর্পের জ্বর হইলেন ; আর কর্ণের সেই অবস্থা হইয়াছে শুনিয়া পাণ্ডবেরা বনে থাকিয়াই আনন্দিত হইলেন ॥৩৮॥

জনমেজয় বলিলেন—“বীর পাণ্ডবেরা ভখন কোথায় ছিলেন এক কোথা হইতেই বা সেই প্রিয় সংবাদ শুনিয়াছিলেন ; আর ছাদশ বৎসর অতীত হইলে পরই বা তাঁহারা কি করিয়াছিলেন, সেই সকল বৃত্তান্ত আপনি আমার নিকট বিস্তরক্রমে বলুন” ॥৩৯॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সমুদ্রবীর পাণ্ডবেরা জয়দ্রথকে পরাভূত করিয়া

* ‘...পদ্মনবতাধিকাবিশততমঃ...’—নি, ‘...নবাবিকবিশততমঃ...’—বা ব, ‘...দশাধিক-
বিশততমঃ...’—ক, ‘...একাধাধিকাবিশততমঃ...’—নি ।

(১২। আরণ্যেকপর্ব।)

পঞ্চমষ্ট্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ । *

অনুভুক্তাঃ ফলাহারাঃ সৰ্ব্ব এব মিতাশনাঃ ।

শ্রবসন্ পাণ্ডবাস্তত্র কৃষ্ণা সহ ভার্যয়া ॥১॥

ব্রাহ্মণার্থে পরাক্রান্তা ধৰ্ম্মাত্মানো যতব্রতাঃ ।

ক্লেশমাচ্ছন্তি বিপুলং হৃষোধৰ্কং পরন্তপাঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

অস্বিতি । মিতাশনান্তিরমিতভোজিনঃ সৰ্ব্ব এব পাণ্ডবাঃ, ফলাহারা ফলাহারগ্ণকারিণঃ সন্তঃ, অনুভুক্তাঃ পশ্চাত্তোষ-ফলানি ভুক্তবস্তৃচ সন্তঃ, “ভুক্তা ব্রাহ্মণাঃ, গীতা গাবঃ” ইত্যাদিবৎ কর্ত্তরি জ্ঞঃ । ভার্যয়া কৃষ্ণা সহ তত্র দ্বৈতবনে অবশিষ্টং কালং শ্রবসন্ ॥১॥

ব্রাহ্মণেতি । আর্হন্তি মৃগয়াদিনা প্রাপ্নুবন্তি স্ব, হৃষোধৰ্কং হৃষোস্তরফলকম্ ॥২॥

জ্যোপদীকে আনয়নপূর্বক মার্কণ্ডেয়মুনির নিকট বিস্তরক্রমে দেবগণ ও ঋষি-গণের প্রাচীন চরিত্র শ্রবণ করিয়া এবং ভয়ঙ্কর সমস্ত বনবাসকাল অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মণগণ, অনুচরগণ, সারথিগণ ও পাণ্ডাধ্যক্ষগণের সহিত রথারোহণে কাম্যকবনের আশ্রম হইতে পবিত্র দ্বৈতবনে প্রত্যাগমন করিলেন ॥৪০—৪১॥

—ঃঃ—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—চির-পরিমিতভোজী পাণ্ডবেরা সকলেই ফল আহরণপূর্বক তাহা ভোজন করিয়াই ভার্য্যা জ্যোপদীর সহিত সেই দ্বৈতবনে বনবাসের অবশিষ্ট কাল বাস করিতে লাগিলেন ॥১॥

পরাক্রমী, শত্রুসন্তাপী, ধৰ্ম্মাত্মা ও ব্রতপরায়ণ পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণদের জন্ত

* ইতঃ পূৰ্বম্ জনমেজয় উবাচ । এবং হত্যায় ভার্য্যায় প্রাপ্য ক্লেশমহুত্তমম্ । প্রতিপত্ত ততঃ কৃষ্ণাং কিমকুৰ্ব্বত পাণ্ডবাঃ ॥ বৈশম্পায়ন উবাচ । এবং হত্যায় কৃষ্ণায় প্রাপ্য কেশমহুত্তমম্ । বিহায় কাম্যকং রাজা সহ বাহুভিরচ্যুতঃ ॥ পুনর্দ্বৈতবনে রম্যাজগাম যুধিষ্ঠিরঃ । স্বাহ্মলফলং রম্যং বিচিৎসবহুপাদপম্ ॥ ইতি পূৰ্ব্বাধ্যায়শেষ-শ্লোকত্রয়সমানার্থকমধিকং শ্লোকত্রয়ম্—বা ব কা নি । (১) শ্লোকায় পরম্—বসন্ দ্বৈত-বনে রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ । ভাসেনোচ্ছিন্বেব মাত্রীপুত্রো চ পাণ্ডবো । অন্নমপ্যধিকঃ শ্লোকঃ—ব কা নি ।

অরণীসহিতঃ মন্থং ব্রাহ্মণশ্চ তপশ্বিনঃ ।
 যুগশ্চ ধর্ম্মমাণশ্চ বিবাহে সমসজ্জত ॥৩॥
 তদাণ্য গতো রাজন্ ! ত্বরমাণো মহাযুগঃ ।
 আশ্রমান্তরিতঃ শীঘ্রং গ্ৰবমানো মহাজবঃ ॥৪॥
 হ্রিয়মাণস্তু তং দৃষ্ট্ৱা স বিপ্রঃ কুরুগতম্ ।
 হ্রিতোহভ্যাগমত্তত্র অগ্নিহোত্রপরীক্ষয়া ॥৫॥
 অজাতশক্রমাসীনং ভ্রাতৃভিঃ সহিতং বনে ।
 আগম্য ব্রাহ্মণস্তু পূর্বং সন্তপ্তশ্চেন্দ্রিয়বীৰ্য ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

অরণীতি। কত্রচিৎপশ্বিনা ব্রাহ্মণ, অরণী অরুণোদনকালঃ তৎসহিতঃ, মন্থং
 তন্নখনদণ্ডং, ধর্ম্মমাণশ্চ শৃঙ্গো চান্নমতঃ, কত্রচিৎপশ্ব, বিবাহে তত্র শৃঙ্গ, সমসজ্জত স্যস্তিষ্ট
 তদুভয়ং সঙ্গমভূম্যং । “অরপিবিস্ময়েথপি” ইতি বিবঃ ॥৩॥

ভ্রিতি। তৎ অরণী মন্থশ্চেন্দ্রিয়ম্ । আশ্রমান্তরিত আশ্রমাব্যবহিতঃ ॥৪॥

হ্রিয়তি। তদরণীসহিতঃ মন্থঃ । অগ্নিহোত্র পরীক্ষয়া অহর্হানেচ্ছয়া ॥৫॥

অজাততি। অজাতশক্রঃ যুধিষ্ঠিরঃ । সন্তপ্তো হ্রুণিতঃ ॥৬॥

যুগ্মাশ্রয়িত্ব করিতে থাকায় প্রচুর কষ্টভোগ করিতেন ; কিন্তু সে কষ্টের পরিণামে
 সুখই হইত ॥২॥

একদা একটা হরিণ শৃঙ্গদ্বারা কোন তপস্বী ব্রাহ্মণের সেই অরণী ও মন্থ (অগ্নি
 উপাদানের কাঠের নাম—অরণী এবং তাহা ঘর্ষণ করিবার ঘণ্ডের নাম—মন্থ)
 সন্ধান করিতেছিল ; তখন সেই অরণী ও মন্থ তাহার শৃঙ্গে নলিয়া হইয়া
 পড়িল ॥৩॥

রাজা। মহাবেগশালী সেই বিশাল হরিণ ব্রাহ্মণের সেই অরণী-মন্থ
 লইয়াই বাস্ত হইয়া লাকাইতে লাকাইতে সন্ধর আশ্রম হইতে দূরে চলিয়া
 গেল ॥৪॥

কৌরবশ্রেষ্ঠ। সেই ব্রাহ্মণ, অরণী ও মন্থ হরণ করিতে দেখিয়া অগ্নিহোত্র
 করিবার ইচ্ছায় সন্ধর যুধিষ্ঠির প্রভৃতির নিকটে আগমন করিলেন ॥৫॥

ব্রাহ্মণ হ্রুণিত হইয়া সন্ধর আসিয়া ভ্রাতাদের সহিত বনে উপবিষ্ট
 যুধিষ্ঠিরের নিকট এই কথা বলিলেন—॥৬॥

(৩) শ্রোত্র্যঃ পরম্ ভূমিন্ প্রভিবসন্তস্ত যংপ্রাচ্ছ কুরুগতম্ । বনে ক্রেশং
 হ্রুণাদকং তং প্রবক্ষ্যামি তে শৃণু ।’ এষ শ্রোত্রোহপ্যবিক—ব কা নি ।

অরণীসহিতং মন্থং সমাসক্তং বনস্পতো ।
 যুগন্ত ধর্মমাণস্তা বিধাণে সমসজ্জত ॥৭॥
 তমাদায় গতৌ রাজন্ ! ত্বরমাণো মহায়ুগঃ ।
 আশ্রমাস্তুরিতঃ শীত্ৰং প্রবমানো মহাজবঃ ॥৮॥
 তস্তা গন্তা পদং রাজন্ ! আসাত্ত চ মহায়ুগম্ ।
 অগ্নিহোত্রং ন লুপ্যেত তদানয়ত পাণ্ডবাঃ ॥৯॥
 ব্রাহ্মণস্ত বচঃ শ্রদ্ধা সমুপ্তোহথ যুধিষ্ঠিরঃ ।
 ধনুরাদায় কোস্তেয়ঃ প্রোদ্রবদ্ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥১০॥
 সন্নদ্ধা বহ্নিনঃ সর্বৈ প্রোদ্রবন্ নরপুঙ্গবাঃ ।
 ব্রাহ্মণার্থে যতন্তস্তে শীত্ৰময়গমন্ যুগম্ ॥১১॥
 কর্ণি-নালীক-নারাচানুৎসৃজন্তো মহারথাঃ ।
 নাবিধ্যন্ পাণ্ডবাস্তত্র পশ্যন্তো যুগমস্তিকাৎ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

অরণীতি । সমাসক্তং শাখায়াং সংলগ্নম্, বনস্পতো আশ্রমবৃক্ষে ॥৭॥
 তমিতি । ত্বরণীসহিতং মন্থম্ । প্রবমানো লক্ষেন বিহায়সা গচ্ছন্ ॥৮॥
 তন্তেতি । পদং পদাঙ্কম্ । তদানয়ত, তদা চারিহাজ্জ মে ন লুপ্যেত ॥৯॥
 ব্রাহ্মণস্তেতি । প্রোদ্রবৎ ক্রতু প্রোতিষ্ঠত ॥১০॥
 সন্নদ্ধা ইতি । সন্নদ্ধা বৃত্তকবচাদয়ঃ । যতন্তো যতমানাঃ ॥১১॥
 কর্ণীতি । যুগং পশ্যন্তোহপি নাবিধ্যন্ তৎ ব্যঙ্কং নাশকরূপম্ ॥১২॥

“আমার অরণী ও মন্থ আশ্রমের বৃক্ষে সংলগ্ন ছিল ; একটা হরিণ শৃঙ্গদ্বারা তাহা সঞ্চালন করিতে থাকায় তাহা তাহার শৃঙ্গে সংলগ্ন হইয়াছিল ॥৭॥

রাজা । মহাবেগশালী সেই বিশাল হরিণটা তাহা লইয়া লাফাইতে লাফাইতে সত্বর আশ্রমের দূরে চলিয়া গিয়াছে । ॥৮॥

রাজা । অপর পাণ্ডবগণ । আপনারা তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাহার নিকট বাইয়া আমার সেই অরণী ও মন্থ আনয়ন করুন ; তাহা হইলে আর আমার অগ্নিহোত্রের ব্যাঘাত হইবে না” ॥৯॥

কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণের সেই কথা শুনিয়া হুঃখিত হইয়া ধনু লইয়া ভ্রাতাদের সহিত ক্রত প্রস্থান করিলেন ॥১০॥

নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা সকলেই কবচ পরিধান করিয়া ধনু লইয়া ব্রাহ্মণের জন্ত যত্নবান হইয়া সত্বর সেই যুগের অনুসরণ করিলেন ॥১১॥

(৮) আবত্বেকোহপ্যায় শ্লোকঃ পি নাস্তি । (৯) শ্লোকায় পূর্বম্ ‘বৈশম্পায়ন উবাচ’—পি ।
 বন-৩১৮ (১১)

তেষাং প্রয়তমানানাম্ নাদৃশ্যত মহাযুগঃ ।

অপশ্ৰুন্তো যুগং শ্রান্তাঃ ক্লেশং প্রাপ্তাঃ মনস্বিনঃ ॥১৩॥

শীতলচ্ছায়বাপগম্য ত্র্যগ্ৰোধং গহনে বনে ।

ক্লুৎপিপাসাপরিতাপাঃ পাণ্ডবাঃ সমুপাविषन् ॥১৪॥

তেষাং সমুপবিষ্টানাম্ নকুলো দ্বুঃখিতস্তপা ।

অব্রবীদভ্রাতরং জ্যেষ্ঠমধৰ্ব্বাৎ কুরুনন্দনম্ ॥১৫॥

নাম্বিন্ কূলে জাতু মমজ্ঞ ধর্মো ন চালম্ভাদর্থলোপো বভূব ।

অনুভবাঃ সর্বভূতেষু ভূয়ঃ সম্প্রাপ্তাঃ স্ম শশয়ং কিম্ রাজন ॥১৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি

আরণ্যে যুগান্বেষণে পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

জ্যোমিতি । নাদৃশ্যত ভৈরব । ক্লেশং প্রাপ্তাঃ, অবগীমহাপ্রাপ্তেঃ ॥১৩॥

শীতলেতি । ত্র্যগ্ৰোধং বটবৃক্ষম্ । ক্লুৎপিপাসাভ্যাং পরিতাপাঃ ক্লান্তদেহাঃ ॥১৪॥

জ্যোমিতি । তেষাং মধ্যে । অধৰ্ব্বাৎ দ্ব্যধকোভ্যং ॥১৫॥

নেতি । অম্বিন্ অধর্ষো কূলে, জাতু কদাচিদপি, ধর্মো ন মমজ্ঞ লয়ং প্রাপ্তো বভূব ;

ভারতভাবদ্বীপঃ

অধিতি । অতুলতাঃ বজ্রিনঃ, সলাহারাঃ কসান্তেবাহর্ষঃ শিবাঃ ॥১—২॥ অবগী
উত্তরাধরেহগ্নিমখনকার্ত্তে ভাভ্যাং সহিতঃ মমঃ নির্ধনদণ্ডম্ ॥৩॥ আশ্রমাস্তরিত্ত আশ্রম-
দুঃসংজ্ঞা ॥৪—৮॥ পক্ষ মার্গে চিক্রং পক্ষাঃ প্রাপ্য ভৈরবং পক্ষাঃ জ্ঞানমত ॥৯—১৫॥ ধর্মো

ক্রমে মহারথ পাণ্ডবেরা নিকটে হরিশটাকে দেখিয়া কর্ণী, নালীক ও নারাক
নিক্ষেপ করিয়াও তাহাকে বিদ্ধ করিতে পারিলেন না ॥১২॥

তাহারা সেইরূপ চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই অবস্থাতেই সে মহাহরিণ
অদৃশ্য হইয়া গেল । তখন পরিশ্রান্ত মনসী পাণ্ডবেরা সে হরিণ না দেখিয়া
দ্বুঃখিত হইলেন ॥১৩॥

তখন পাণ্ডবেরা ক্লুৎ ও পিপাসায় কাতর হইয়া সেই নিবিড় বনমধ্যেই
শীতল-চ্ছায়াক্ষত একটা বটবৃক্ষের নিকটে আসিয়া উপবেশন করিলেন ॥১৪॥

তখন তাহাদের মধ্যে নকুল দ্বুঃখিত হইয়া ক্ষোভবশতঃ কুরুনন্দন জ্যেষ্ঠ
ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—॥১৫॥

(১৫)...অব্রবীদভ্রাতরং জ্যেষ্ঠম্...বা ব কা । * ‘...অষ্টনবত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—নি,
‘...দশাধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...একাদশাধিকদ্বিশততমঃ...’—ক, ‘...দ্বাদশাধিকদ্বি-
শততমঃ...’—নি ।

ষাট্‌ষষ্ঠ্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

নাপদামস্তি মর্যাদা ন নিমিত্তং ন কারণম্ ।

ধর্মস্ত বিভজ্যত্বমুভয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

আলম্ব্যচ্চ অর্থলোপঃ কার্য্যনাশো ন বভূব । হে রাজন্ । সর্বভূতেষু মমৈতৎ নিস্পাদয়েতি প্রার্থয়মানেষু সর্বলোকেষু, অল্পস্তরা ন পারয়ামীত্যেবমুত্তরেণ রহিতা অপি বয়ম্, ইদানীং ভূয়ো বহুলম্, কিম্ সংশয়ম্ অরণীমহাবানেভুং শক্লুমো ন বেতি সন্দেহং সম্ভ্রান্তাঃ । তদ্ব্রহ্মহীত্যাশয়ঃ ॥১৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাসীশভট্টাচার্য্য-
বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায় বনপর্ব্বণি

অবগুণে পঞ্চষষ্ঠ্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:~:—

নেতি । ঈদৃশীনাং আপদাং মর্যাদা সীমা নাস্তি, ইতোহধিকাপি ভবিতুমর্হতীতি ভাবঃ । নিমিত্তং পরঘটিতো হেতুরপি নাস্তি, কারণম্ আত্মঘটিতো হেতুরপি নাস্তি । কিন্তু ধর্মঃ প্রাক্তনকর্ম্মরূপমদৃষ্টম্, অবিশেষরূপেণ খ্যাতয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ, অর্থং ফলরূপং হৃথজুঃখাদ্ব্যক-
বিষয়ং বিভজ্যতি বিভজ্য দদাতি । অদৃষ্টবশাদেবাস্মাকম্ অরণীমহাপ্রাপ্তিবিষয়ে সংশয়রূপেণ-
মাপদুপস্থিতেত্যশয়ঃ ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

ন মমজ্জ ধর্ম্মলোপোহর্থলোপশ্চ নাভূৎ, আলম্ব্যদিত্যুপচর্য্যতে ত্বয়ি অল্পস্তরাঃ প্রতিবাক্যরহিতাঃ সর্বভূতেষু কার্য্যার্থে উপস্থিতে ঔমিত্যেব বদামো ন তু বাক্যাস্তরমিত্যর্থঃ । সংশয়ঃ ব্রাহ্মণস্ত কর্ম্মলোপনিমিত্তং দোষম্ ॥১৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চষষ্ঠ্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৬৫॥

“রাজা । এই বংশে কখনও ধর্ম্মলোপ হয় নাই, আলম্ব্যবশতঃ কার্য্যনাশও হয় নাই এবং যে কোন লোক আসিয়া কার্য্যসাধনের প্রার্থনা করিলে, আমরা ‘পারিব না’ বলিয়া উত্তরও করি নাই ; কিন্তু এখন ব্রাহ্মণের কার্য্যসাধনবিষয়ে গুরুতর সংশয়াপন্ন হইলাম কেন ?” ॥১৬॥

—:~:—

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“এইরূপ আপদের সীমা নাই, কিংবা ঐহিক পরঘটিত

ভীম উবাচ ।

প্রাতিকাংম্যনয়ং কৃষ্ণাং সভায়াং প্রেষ্যবত্তদা ।

ন যয়া নিহতস্তত্র তেন প্রাপ্তাঃ স্য সংশয়ম্ ॥২॥

অৰ্জুন উবাচ ।

বাচস্তৌদ্ধাস্থিভেদিভ্যঃ সূতপুত্রেশ ভাষিতাঃ ।

অভিতৌত্রা যয়া কাস্তান্তেন প্রাপ্তাঃ স্য সংশয়ম্ ॥৩॥

সহদেব উবাচ ।

শকুনিস্ত্রাং যদাহৈবীদক্ষদ্যুতেন ভারত ।।

স যয়া ন হতস্তত্র তেন প্রাপ্তাঃ স্য সংশয়ম্ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ভতো যুধিষ্ঠিরো রাজা নকুলং বাক্যমব্রবীৎ ।

আক্লঙ্ঘ্য যুদ্ধং যাদ্রেয় । নিরীক্ষ্য দিশো দশ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

প্রাতিভি । প্রাতিকারী তদ্রিত্যে দুঃশলন ইত্যর্থঃ । প্রেষ্যবৎ দাসীসিব । কর্তব্যাকরণ-
পাঠেনৈব জনিতোমত্মকমাপমিতি ভাবঃ । পরস্পরোপাবহঃ ॥২॥

বাচ ইতি । তৌদ্ধা বৃক্ষাঃ, অস্থিভেদিতাঃ অস্থিপূর্ণবিদ্যাবিধায়াঃ ॥৩॥

শকুনিরिति । যঃ যুধিষ্ঠিরম্ । অক্লঙ্ঘ্যম্ ক্রীড়াভ্যে ॥৪॥

ভত ইতি । নিরীক্ষ্য, কলামেবমর্থমিতি ভাবঃ ॥৫॥

হেতু নাই, অথবা ঐহিক আশ্রয়টিও হেতুও নাই; কিন্তু পুণ্য ও পাপরূপ
অদৃষ্টই লোকের এইরূপ সুখ ও দুঃখ দিয়া থাকে” ॥১॥

ভীম বলিলেন—“সেই সময়ে দুঃশলন দাসীর স্তায় জ্যোপদীকে সভামধ্যে
নিয়া গিয়াছিল, তাহাকে যে আমি ভখন বধ করি নাই, সেই পাপেই আমার
এই সংশয় প্রাপ্ত হইয়াছি” ॥২॥

অৰ্জুন বলিলেন—“কর্ণ ভখন অস্থিবিদ্যারক অভিতৌত্র কহু বাক্য সকল
বলিয়াছিল, তাহা যে আমি সহ্য করিয়াছিলাম, তাহাতেই এই সংশয় প্রাপ্ত
হইয়াছি” ॥৩॥

সহদেব বলিলেন—“ভরতনন্দন! শকুনি যখন পাশাখেলায় আপনাকে
জয় করিয়াছিল, ভখন তাহাকে যে আমি বধ করি নাই, তাহাতেই এই সংশয়
প্রাপ্ত হইয়াছি” ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর রাজা যুধিষ্ঠির নকুলকে বলিলেন—
“মাজীনন্দন! কোন যুদ্ধে আরোহণ করিয়া দশ দিক্ পর্য্যবেক্ষণ কর ॥৫॥

পানীয়মন্তিকে পশ্য বৃক্ষাংশ্চাপ্যদকাশ্চিতান্ ।
এতে হি ভ্রাতরঃ শ্রান্তাস্তব তাত ! পিপাসিতাঃ ॥৬॥
নকুলস্ত তথেষুত্বা শীঘ্রমারুহ পাদপম্ ।
অত্রবীদ্ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠমভিবীক্ষ্য সমস্ততঃ ॥৭॥
পশ্যামি বহুলান্ রাজন ! বৃক্ষানুদকসংশ্রয়ান্ ।
সারসানাঞ্চ নিহ্রাদমত্রোদকমসংশয়ম্ ॥৮॥
ততোহত্রবীৎ সত্যধ্বতিঃ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
গচ্ছ সৌম্য ! ততঃ শীঘ্রং তুণৈঃ পানীয়মানয় ॥৯॥
নকুলস্ত তথেষুত্বা ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য শাসনাৎ ।
প্রাদ্বেদদ্যত্র পানীয়ং শীঘ্রৈকৈবান্নপদ্যত ॥১০॥
স দৃষ্ট্বা বিমলং তোয়ং সারসৈঃ পরিবারিতম্ ।
পাতুকামস্ততো বাচমন্তরীক্ষাৎ স শুশ্রুবে ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

পানীয়মিতি । পানীয়মস্তি ন বেতি পশ্চেত্যর্থঃ । উদকাশ্রিতান্ জনজীবিনঃ । 'জলাদর্শনে-
ইপি জনজীবিবৃক্ষদর্শনেনৈব জনসত্ত্বাহুমানসম্ভব ইতি ভাবঃ । ৬৷

নবুল ইতি । পাদপং সান্নিধ্যান্তং বটদৃক্ষ্য । সমুদ্রতঃ সর্কাস্থ দিক্ ॥৭॥

पश्चाद्भीति । सारसानां जलाश्रितपक्षिविशेषाणाम्, निह्वादं व्रवम् ॥८॥

তত ইতি । সত্যସ্বতির্যথার্থ ধৈর্য্যশালী । তুণৈঃ শূন্যতুণীভৈঃ ॥২॥

নকুল ইতি । শালিনাদাদেশাং অম্বপাণ্ডিত অনভতঃ ॥১০॥

न हति । न प्रसिद्धः । परिवारितं परिवेष्टितम् । न नकुलः ॥११॥

নিকটে জল বা জলজীবী বৃক্ষ আছে কি না দেখ। কাবণ, বৎস। তোমার এই ভাতারা পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত হইয়াছেন ॥৬৮

“তাহাই হউক” এই কথা বলিয়া নকুল সঘরই সেই বটবৃক্ষে আরোহণ করিয়া এবং সকল দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—৷৭৥

“রাজা! জলাশ্রিত বহুতর বৃক্ষ দেখিতেছি এবং সারসপক্ষীর রবও শুনিতেছি; সুতরাং নিশ্চয়ই এইখানে জল আছে” ॥৮॥

তাহার পর প্রকৃতদৈর্ঘ্যশালী কুস্তীনন্দন যুধিষ্ঠির বলিলেন—“সৌম্য !
সমুদ্র গমন কর এবং তুণে করিয়া তথা হইতে জল আনয়ন কর” ॥৯॥

“তাঁহাই হটক” এই কথা বলিয়া নকুল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ অনুসারে যেখানে জল ছিল, সেইখানে সমুদ্রই গেলেন এবং জলও পাইলেন ॥১০॥

(১১) শ্লোকঃ পরম 'যক্ষ উবাচ'—বা ব কানি।

মা জাত! সাহসঃ কার্ষীর্ম পূৰ্বপরিগ্রহঃ ।
 প্রস্নাতুস্তু! তু মাঙ্গের! ততঃ পিব হরষ চ ॥১২॥
 অনাদৃত্য তু তত্কাব্যং নকুলঃ স্থপিপাসিতঃ ।
 অপিবচ্ছীতলং তোয়ং গীত্বা চ নিপপাত হ ॥১৩॥
 চিরায়মাণে নকুলে কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
 অত্রবীজ্জাতরং বীরং সহদেবমবিন্দমম ॥১৪॥
 ভ্রাতা হি চিরযাতো নঃ সহদেব! তবাপ্রজঃ ।
 তথৈবানয় সৌদৰ্য্যং পানীয়ঞ্চ সমানয় ॥১৫॥
 সহদেবন্তুথেষ্ট্যন্তু! তাং দিশং প্রত্যপদ্যত ।
 দদর্শ চ হতঃ ভূমৌ ভ্রাতরং নকুলং তদা ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

মেতি । সাহসং জলপানায় হঠকারিতাম্ । পূৰ্বপরিগ্রহঃ পূৰ্বাধিকৃতমিতং জলম্ ॥১২॥
 অনেতি । স্থপিপাসিতস্যাবেব অনাদৃত্যেতি ভাবঃ । নিপপাত ভূমৌ ॥১৩॥
 চিরেতি । বীরস্বাদেবাবিন্দমঃ, অরিশবস্বাদেব চ তৎপ্রবণে উপগাতাব ইতি ভাবঃ ॥১৪॥
 ভ্রাতেতি । অস্বাকং ভ্রাতৃস্বাত্ত্বং চাপ্রজসৌদৰ্য্যভ্রাতৃদানয়নং সৰ্ব্বৈখবোচিতমিত্যাশয়ঃ ॥১৫॥
 নহেতি । অপদ্যত অগচ্ছৎ । হতঃ হতমিব ভূমৌ শয়িতমিত্যর্থঃ ॥১৬॥

তখন নকুল সারসপক্ষি-পরিবেষ্টিত নির্মল জল দেখিয়া তাহা পান করিবার ইচ্ছা করিলেন, তখন আকাশ হইতে এই বাক্য শুনিলেন—॥১১॥

“বৎস! এই জল পূৰ্ব হইতেই আমার অধিকারে রহিয়াছে; সুতরাং সাহস করিও না। তবে, মজ্জীনন্দন! আমার প্রেরণ উত্তর দিয়া গরে পান কর এবং হরণ কর” ॥১২॥

নকুল অত্যন্ত পিপাসার্ত ছিলেন বলিয়া সেই কথা অগ্রাহ্য করিয়া সেই শীতল জল পান করিলেন এবং পান করিয়াই ভূতলে পতিত হইলেন ॥১৩॥

নকুল বিলম্ব করিতে থাকিলে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির, বীর ও শক্রদমনকারী ভ্রাতা সহদেবকে বলিলেন—॥১৪॥

“সহদেব! আমাদের ভ্রাতা এবং তোমার অগ্রজ সাহায্য নকুল অনেকক্ষণ গিয়াছেন; অতএব তাঁহাকে আনয়ন কর এবং জলও আনয়ন কর” ॥১৫॥

“তাহাই হউক” এই কথা বলিয়া সহদেব সেই দিকে গেলেন এবং বাইয়া দেখিলেন—ভ্রাতা নকুল নিহতের জায় ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ॥১৬॥

(১৫) ...তথৈবানয় সৌদৰ্য্যম্—বা ব ক্য...পানীয়ঞ্চ দানয়—বা ব ক্য নি।

ভ্রাতৃশোকভিসন্তপ্তশ্বয়া চ প্রপীড়িতঃ ।
 অভিছুদ্রাব পানীয়ং ততো বাগভ্যাভাষত ॥১৭॥
 মা তাত ! সাহসং কার্যমর্ম পূর্বপরিগ্রহঃ ।
 প্রশ্নানুক্ত্য যথাকামং পিবস্ব চ হরস্ব চ ॥১৮॥
 অনাদৃত্য তু তদ্বাক্যং সহদেবঃ পিপাসিতঃ ।
 অপিবচ্ছীতলং তোয়ং পীড্বা চ নিপপাত হ ॥১৯॥
 অথালবীৎ স বিজয়ং কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
 ভ্রাতরৌ তে চিরগতো বীভৎসৌ ! শত্রুকর্ষণ ! ॥২০॥
 তৌ চৈবানয় তদ্রং তে পানীয়ঞ্চ স্বমানয় ।
 ত্বং হি নস্তাত ! সর্বেষাং দুঃখিতানামুপাশ্রয়ঃ ॥২১॥
 এবমুক্তো গুড়াকেশঃ প্রগৃহ্য শশরং ধনুঃ ।
 আমুক্তধড়েগা যেশাবী তৎ সরং প্রত্যপগত ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

ভ্রাতৃভি । পানানন্তরমপ্যহ্নন্থানং জ্বাদিতি বিভাব্য প্রাক্ পানীয়াভিভ্রবণম্ ॥১৭॥
 মেতি । পিবস্ব চ হরস্ব চ জনমিতি শেবঃ ॥১৮॥
 অনাদৃত্যেতি । পিপাসা অস্ত সঙ্ঘাতেতি পিপাসিতঃ তারকাদিখাদিতচ্ ॥১৯॥
 অথেতি । বিজয়মর্জুনম্ । সযোধনদ্বয়েন তস্তাজয়ত্বং ত্বচিতম্ ॥২০॥
 তাবিতি । তে তব তদ্রং মঙ্গলমস্ত । উপাশ্রয়ঃ অবলম্বনম্ ॥২১॥

তখন সহদেব ভ্রাতৃশোকে অত্যন্ত সন্তপ্ত এবং তৃষ্ণায় প্রপীড়িত হইয়া জলের দিকে ধাবিত হইলেন ; তাহার পর একটা বাক্য ইহা বলিল—॥১৭॥

“বৎস ! এই জল পূর্ব হইতেই আমার অধিকারে রহিয়াছে ; সুতরাং সাহস করিও না। তবে, আমার প্রশ্নের উত্তর বলিয়া ইচ্ছানুসারে জল পান কর এবং জল লইয়া যাও” ॥১৮॥

পিসাসার্ত্ত সহদেব সে বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া শীতল জল পান করিলেন এবং পান করিয়াই ভূতলে পতিত হইলেন ॥১৯॥

তাহার পর কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বলিলেন—“বীভৎসু ! শত্রুদমন ! তোমার ভ্রাতারা অনেকক্ষণ গিয়াছে ॥২০॥

তুমি তাহাদিগকে আনয়ন কর এবং জলও আনয়ন কর। বৎস ! আমরা দুঃখী ; সুতরাং তুমিই আমাদের সকলের আশ্রয়। তোমার মঙ্গল হউক” ॥২১॥

যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে, বুদ্ধিমান্ অর্জুন ধনু, বাণ ও তরবারি ধারণ করিয়া সেই সরোবরের দিকে গমন করিলেন ॥২২॥

ততঃ পুরুষশাৰ্দ্ধলো পানীয়হরণে গতো ।
 তৌ দদর্শ হতো তত্র ভাতরৌ শেতবাহনঃ ॥২৩॥
 প্রমথ্যাবিব তৌ দৃষ্ট্বা নরসিংহঃ স্তম্ভধিতঃ ।
 ধনুৰস্তম্য কোন্তয়ো ব্যলোকয়ত তখনম্ ॥২৪॥
 নাপশ্যতত্ব কিঞ্চিৎ স ভূতশ্মিন্ মহাবনে ।
 সবাসাচী ততঃ প্রান্তঃ পানীয়ঃ সোহভ্যাবত ॥২৫॥
 অভিধাবন্ততো বাচমন্তরীক্ষাং স স্তম্ভধিবে ।
 কিমাসীদসি পানীয়ং নৈতচ্ছক্যং বলাদ্বয়া ॥২৬॥
 কোন্তয় ! যদি প্রমথ্যস্তান্ ময়োক্তান্ প্রতিপংক্তসে ।
 ততঃ পাস্তসি পানীয়ং হরিষ্যসি চ ভারত ! ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । ভদ্রাকেশঃ অর্জুনঃ । আমৃতখণ্ডঃ দ্বিত্যুপাংশঃ অপভ্রাতাগচ্ছৎ ॥২২॥
 তত ইতি । তৌ নকুলসহদেবৌ । শেতবাহনঃ অর্জুনঃ ॥২৩॥
 প্রোতি । নরসিংহঃ অর্জুনঃ । উত্তম্য উত্তোল্য ॥২৪॥
 নেতি । ভূতঃ ঐশ্বিনম্ । সবাসাচী অর্জুনঃ ॥২৫॥
 অস্তীতি । কাং বাচমিত্যাহ—কিমিতি । অসীদসি জলভাগম্ভো ভবসি ॥২৬॥
 কোন্তয়েতি । প্রতিপংক্তসে উত্তরযুক্তান্ কর্ত্বুং শাস্যসে । ততঃ ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

নাশনানিতি । নিমিত্তং কলং বর্ষঃ প্রারম্ভরূপার্থং কলং বৃথহঃশব্দরূপং বিতর্জতি ॥১॥
 প্রেক্ষনং প্রেক্ষ্যমিব ॥২—১১॥ সাহসং জলপানরূপম্, পরিগ্রহো নিয়মঃ, যৌ বৎপ্রমথ্যং বদ্যে

তাহার পর অর্জুন সেখানে বাইয়া দেখিলেন—জল আহরণের জন্য আগত
 নরশ্রেষ্ঠ ভ্রাতা নকুল ও সহদেব নিহত হইয়া রহিয়াছেন ॥২৩॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন তাঁহাদিগকে নিদ্রিতের ভ্রাম্য দেখিয়া অতিভূখিত হইয়া
 ধনু উত্তোলন করিয়া সেই বন দর্শন করিতে লাগিলেন ॥২৪॥

কিন্তু পরিশ্রান্ত অর্জুন সেই মহাবনে তখন কোন ঐশ্বিনকেই দেখিতে
 পাইলেন না । তাহার পর তিনি জলের দিকে ধাবিত হইলেন ॥২৫॥

তিনি জলের দিকে ধাবিত হইয়া আকাশ হইতে এই বাক্য শ্রবণ করিলেন—
 “কুন্তীনন্দন । তুমি জলের নিকট যাইতেছ কেন ; বলপূর্বক তুমি এ জল লইতে
 পারিবে না ॥২৬॥

ভরতনন্দন । তুমি যদি আমার ক্রোধের উত্তর দিতে পার, তবে জল পান
 করিতেও পারিবে, হরণ করিতেও পারিবে” ॥২৭॥

বারিতস্তব্রবীৎ পার্থো দৃশ্যমানো নিবারয় ।

যাবদ্বাগৈর্বিনির্ভিন্নঃ পুনর্নৈবং বদিস্যসি ॥২৮॥

এবমুক্ত্বা ততঃ পার্থঃ শরৈরস্ত্রানুমন্ত্রিতৈঃ ।

প্রববর্ষ দিশঃ কুৎস্নাঃ শব্দবেধঞ্চ দর্শয়ন্ ।

কর্ণি-নালীক-নারাচানুৎসৃজন্ ভরতর্ষভ ! ॥২৯॥

স তুমোঘানিষূন্ মুক্ত্বা তুষণ্যভিপ্রপীড়িতঃ ।

অনেকৈরিষুসংঘাতৈরন্তরীক্ষং ববর্ষ হ ॥৩০॥

যক্ষ উবাচ ।

কিং বিঘাতেন তে পার্থ ! প্রশ্নানুত্ত্বা ততঃ পিব ।

অনুত্ত্বা চ পিবন্ প্রশ্নান্ পীত্বৈব ন ভবিস্যসি ॥৩১॥

এবমুক্তস্ততঃ পার্থঃ সব্যসাচী ধনঞ্জয়ঃ ।

অবজ্ঞায়ৈব তাং বাচং পীত্বৈব নিপপাত হ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

বারিত ইতি । বারিতঃ অদৃশ্যমানেন প্রাণিনা নিষিক্তঃ, পার্থোহর্জুনঃ ॥২৮॥

এবমিতি । শব্দবেধং বাণসু, দর্শয়ন্ আবিচ্ছুরন্ । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৯॥

স ইতি । ইষুসংঘাতৈঃ তৈরেনং বাণৈঃ । ববর্ষ অদৃশ্যভূতবস্তুার্থমিতি ভাবঃ ॥৩০॥

কিমিতি । বিঘাতেন মহিঘাতচেষ্টয়া । ন ভবিস্যসি ন স্থাত্সি মরিত্বাসীত্যর্থঃ ॥৩১॥

অর্জুন সেইরূপ নিবারিত হইয়া বলিলেন—“তুমি দৃষ্টিগোচর হইয়া নিবারণ কর । তাহা হইলে আমার বাণে বিদীর্ণ হইয়া আর একরূপ বলিতে পারিবে না” ॥২৮॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! অর্জুন এইরূপ বলিয়া তাহার পর শব্দবেধবাণ আবিষ্কার করিয়া এবং কর্ণী, নালীক ও নারাচ নিক্ষেপ করিয়া, পরে অস্ত্রমস্ত্রে অভিমন্ত্রিত বাণসমূহদ্বারা সকল দিক্ আবৃত করিলেন ॥২৯॥

পিপাসার্ত্ত অর্জুন অব্যর্থ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিয়া ক্রমে তাহা দ্বারা আকাশটাকেও আবৃত করিলেন ॥৩০॥

তখন সেই অদৃশ্য যক্ষ বলিল—“অর্জুন ! আমাকে বধ করিবার চেষ্টা করিয়া তোমার প্রয়োজন কি ? তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাহার পর জল পান কর । প্রশ্নের উত্তর না দিয়া জলপানে প্রবৃত্ত হইলে পান করিয়াই মরিবে” ॥৩১॥

এইরূপ বলিলে, সব্যসাচী পৃথানন্দন অর্জুনও সে বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া জল পান করিয়াই ভূতলে পতিত হইলেন ॥৩২॥

(২৯)....শব্দবিধঞ্চ দর্শয়ন্—বা ব কা পি ।

বন-৩১২ (১১)

অখাদ্রবীন্দ্রীমসেনং কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
 নকুলঃ সহদেবশ্চ বীভৎসশ্চ পরশুপ ! ॥৩৩॥
 চিরং গতান্তোয়হেতোর্ন চাগচ্ছন্তি ভারত ! ।
 তাংশৈচবানয় ভদ্রং তে পানীয়ঞ্চ ত্বমানয় ॥৩৪॥ (যুগ্মকম)
 ভীমসেনন্তথেষুভ্যক্তৃ। তং দেশং প্রত্যপত্যত ।
 যত্র তে পুরুষব্যাভ্রা ভ্রাতরৌহস্ত নিপাতিতাঃ ॥৩৫॥
 তান্ দৃষ্ট্ব। ক্লুপিতো ভীমসুহৃদা চ প্রপীড়িতঃ ।
 অবস্থ্যত মহাবাহুঃ কর্ণ্য তদক্ষরক্ষসাম্ ॥৩৬॥
 ন চিন্তয়ামাস তদা যোদ্ধব্যং ধ্রুবমস্ত বৈ ।
 পান্স্যামি ভাবং পানীয়মিতি পার্থো বৃকোদরঃ ।
 ততোহভ্যধাবৎ পানীয়ং পিপাস্তুর্ভরতবভঃ ॥৩৭॥
 যক্ষ উবাচ ।
 মা তাত ! সাহসং কাষীর্ষ পূর্বপরিগ্রহঃ ।
 প্রপ্স্যামুভ্য। তু কোন্তয় ! ততঃ পিব হরষ চ ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । গীর্ষেব সরসো জলমিতি শেষঃ ॥৩২॥
 অথেনি । বীভৎসঃ অর্জুনঃ । তোরহেতোর্জলানয়নার্থম্ ॥৩৩—৩৪॥
 ভীমোতি । প্রত্যপত্যত অগচ্ছৎ । তে অর্জুন-নকুল-সহদেবাঃ ॥৩৫॥
 তানিতি । তং কর্ণ্য ভ্রাতৃণাং নিপাডনং, যক্ষরক্ষাং মায়াবিদ্যাহিতি ভাবঃ ॥৩৬॥
 ন ইতি । ইতি চিন্তয়িষ্য। অভ্যধাবৎ পিপাস্তুর্ভ্রাতৃণামেব । বহুপাদোহস্য শ্লোকঃ ॥৩৭॥

তাহার পর এখানে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে বলিলেন—“ভরতনন্দন পরশুপ ! নকুল, সহদেব ও অর্জুন জল আনয়নের জন্য অনেকক্ষণ গিয়াছে, এখনও আসিতেছে না; অতএব তুমি তাহাদিগকেও আনয়ন কর, জলও আনয়ন কর। তোমার মজল হউক” ॥৩৩—৩৪॥

“তাহাই হউক” এই কথা বলিয়া ভীমসেন সেই স্থানে গমন করিলেন, যে স্থানে উহার ভ্রাতা সেই পুরুষশ্রেষ্ঠেরা পতিত হইয়া রহিয়াছিলেন ॥৩৫॥

তৃষ্ণার্ত মহাবাহু ভীমসেন ভ্রাতৃগণকে নিপতিত দেখিয়া ক্লুপিত হইয়া সে কাষীর্ষা যক্ষ-রাক্ষসগণের বলিয়াই মনে করিলেন ॥৩৬॥

তাহার পর তিনি চিন্তা করিলেন—“আজ নিশ্চয়ই যুদ্ধ করিতে হইবে। তবে আগে জল পান করিব”। এইরূপ চিন্তা করিয়া পিপাসার্ত ভরতশ্রেষ্ঠ পৃথানন্দন ভীমসেন জলের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৩৭॥

এবমুক্তস্তদা ভীমো যক্ষেণামিততেজসা ।

অনুজ্ঞেব তু তান্ প্রশ্নান্ পৌত্বেব নিপপাত হ ॥৩৯॥

ততঃ কুন্তীহতো রাজা প্রচিন্ত্য পুরুষৰ্ষভঃ ।

সমুথায় মহাবাহুর্দহমানেন চেতসা ।

ব্যপেতজননির্ঘোষণং প্রবিবেশ মহাবনম্ ॥৪০॥

স গচ্ছন্ কাননে তস্মিন্ হেমজালপরিষ্কৃতম্ ।

দদর্শ তৎ সরঃ শ্রীমান্ বিশ্বকর্ষকৃতং যথা ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

মেতি । প্রশ্নান্ মৎপ্রশ্নোত্তরাণি । পিব হরশ্চ জলমিতি শেষঃ ॥৩৮॥

এবমিতি । তান্ যক্ষকর্তব্যান্ । পৌত্বেব জলম্ ॥৩৯॥

তত ইতি । প্রচিন্ত্য নকুলাদীনাম্ বিলম্বকারণমিতি শেষঃ । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৪০॥

স ইতি । হেমজালেন হৈমপদ্মসমূহেন পরিষ্কৃতং পরিশোভিতম্ ॥৪১॥

তখন যক্ষ বলিল—“বৎস কুন্তীনন্দন! এই জল পূর্ব্ব হইতেই আমার অধিকারে রহিয়াছে ; সুতরাং তুমি সাহস করিও না। আমার প্রশ্নের উত্তর বলিয়া পরে জল পান কর এবং হরণ কর” ॥৩৮॥

অমিততেজা যক্ষ এইরূপ বলিলে, ভীমসেন তাহার প্রশ্নের উত্তর ন বলিয়াই জল পান করিলেন এবং জল পান করিয়াই পতিত হইলেন ॥৩৯॥

তাহার পর এদিকে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের বিলম্বের কারণ চিন্তা করিয়া গাত্ৰোত্থানপূর্ব্বক অভ্যস্ত উদ্বিগ্ধচিত্তে যাইয়া সেই জন-শয়-শূন্য মহাবনে প্রবেশ করিলেন ॥৪০॥

(৩৯) শ্লোকাৎ পরং যাবন্তি পুস্তকানি দৃষ্টান্তে, তাবন্ত এব পাঠভেদাঃ পুথিলক্ষ্যান্তে । ইমে শ্লোকাংশাধিকাঃ—‘তত্শিচরগতান্ ভ্রাতৃনথ জ্ঞাত্বা যুধিষ্ঠিরঃ । চিরায়মাণো বহুশঃ পুনঃ পুনরুবাচ হ । মাত্রেয়ৌ কিং চিরায়তে গাণ্ডীবী কিং চিরায়তে । মহাবলধরস্তত্র কিং হু ভীমশ্চিরায়তে । গচ্ছাম্যেবাং পদং ত্রুষ্টমিতি কৃত্বা যুধিষ্ঠিরঃ । সমুত্তস্থৌ মহাবাহুর্দহমানেন চেতসা । ততঃ কুন্তীহতো রাজা প্রচিন্ত্য পুরুষৰ্ষভঃ । আত্মনা আনমেতচ্চ চিন্তয়ন্নিদ-মব্রবীৎ । কিং শিঘ্রনমিদং দৃষ্টে কিং শিঘ্রদ্রষ্টৌ যুগো ভবেৎ । প্রাহসন্ বা মহাভূতং শস্তা-স্তেনাথবাহপতন্ । ন পশ্যন্ত্যথবা বীরাঃ পানীয়ং যত্র তে গতাঃ । অঘিচ্ছান্তির্ভবনে তেয়াং কালোহয়মভিপাতিতঃ । কিং হু তৎকারণং যেন নায়াস্তি পুরুষৰ্ষভাঃ । এবমাদীনী বাক্যানি বিষয়্য নৃপসত্তমঃ ।’—ব পি । (৪০) শ্লোকাৎ পরকায়ং সার্বশ্লোকোহধিকঃ—‘রুদ্রভিচ্চ বরাহৈশ্চ পক্ষিভিচ্চ নিবেদিতম্ । নীলভাষরবর্ণৈশ্চ পাদপৈশ্চপশোভিতম্ । অমরৈরুপগীতঞ্চ পক্ষিভিচ্চ মহাযশাঃ ।’—ব পি নি ।

উপেত নলিনীজালৈঃ সিন্ধুবীরৈঃ সবেতসৈঃ ।

কেতকৈঃ করবীরৈশ্চ পিঙ্গলৈশ্চৈব সংবৃতম্ ।

শ্রমার্তস্তদুপাগম্য সরো দৃষ্ট্বাথ বিস্মিতঃ ॥৪২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি আরণ্যে

নকুলাদিপতনে ষট্‌ষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩॥ *

—ঃঃ—

সপ্তষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

স দদর্শ হতান্ ভাতৃন্ লোকপালানি চ্যুতান্ ।

যুগান্তে সমুদ্রপ্রাণ্ডে শত্রুপ্রতিমগৌরবান্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

উপেতমিতি । শ্রমার্ভো যুধিষ্ঠিরঃ । বিস্মিত, সৌন্দর্যাৎ । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৪২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি

আরণ্যে ষট্‌ষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩॥

—ঃঃ—

স ইতি । যুগান্তে সমুদ্রপ্রাণ্ডে, চ্যুতান্ স্ববহানকটান্ লোকপালানি ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

স এবজ্ঞ পয়ঃ শিবৈক্যরেজেতি ॥১২—২৭। দৃষ্টমানো ভুঞ্জেতি শব্দঃ ॥২৮—৩০। বিধানেন

যত্নেন । ন ভবিষ্যসি ন মরিত্বাসি ॥৩১—৪০। হেমদ্রালানি হেমবর্ণানি কেশরাধি, ভৈঃ

পরিবৃত্তম্ সপ্ততম্ ॥৪১। সিন্ধুবীরৈর্জলবিশেষৈঃ ॥৪২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে ষট্‌ষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৬৬॥

শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির বাইতে যাইতে সেই বনমধ্যে বিশ্বকর্মানির্মিতের স্তায়
অর্গপদ্মপরিশোভিত সেই সরোবর দর্শন করিলেন ॥৪১॥

সেই সরোবরের জল পদ্মলতার আবৃত ছিল এবং তীরদেশ—সিন্ধুবীর,
বেতস, কেতক, করবীর ও পিঙ্গলবৃক্ষে পরিগূর্ণ ছিল। পরিশ্রান্ত যুধিষ্ঠির
উপস্থিত হইয়া উক্তরূপ সরোবর দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ॥৪২॥

* ‘...নবনবত্যাধিকদ্বিশততমঃ...’—সি, ‘...একাদশাধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...ষাধ-
শাধিকদ্বিশততমঃ...’—ক, ‘...ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

বিনিকৌণধনুৰ্বাণং দৃষ্ট্ৱ। নিহতমৰ্জ্জুনম্ ।
 ভীমসেনং যমৌ চৈব নিৰ্বিচেষ্ঠান্ গতাশ্চুযঃ ।
 দীৰ্ঘমুষ্ণং বিনিশ্চস্ত শোকবাপ্পপরিপ্লুতঃ ॥২॥
 তান্দৃষ্ট্ৱ। পতিতান্ ভ্রাতৃন সৰ্ববাংশ্চিন্তাসমগ্নিতঃ ।
 ধৰ্ম্মপুত্রৌ মহাবাহুবিললাপ স্তবিস্তরম্ ॥৩॥
 ননু হুয়া মহাবাহো ! প্রতিজ্ঞাতং বুকোদর ! ।
 দুৰ্য্যোধনস্ত ভেৎস্মামি গদয়া সন্ধিনী রণে ॥৪॥
 ব্যর্থং তদদ্য মে সৰ্বং হুয়ি ভীম ! নিপাতিতে ।
 মহাত্মনি মহাবাহৌ কুরুণাং কীৰ্ত্তিবৰ্দ্ধনে ॥৫॥
 মনুষ্যসন্তবা বাচো বিধৰ্ম্মিণ্যঃ প্রতিশ্রুতাঃ ।
 ভবতাং দিব্যাচক্ষু তা ভবন্তি কথং মৃষা ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

বীতি । শোকবাপ্পেণ পরিপ্লুতঃ সিক্তগণ্ডোহভবৎ । ঘটপাদোহস্রং শ্লোকঃ ॥২॥
 তানিতি । মহাবাহুরপি বিললাপ, হস্তরদর্শনেণ প্রতীকারাসম্ভবাৎ ॥৩॥
 বিলাপপ্রকারানাহ । কিং প্রতিজ্ঞাতমিত্যাহ—দুৰ্য্যোধনস্তেতি । সন্ধিনী উরুদ্বয়ম্ ॥৪॥
 ব্যর্থমিতি । তৎ তৎপ্রতিজ্ঞাদিকম্ ॥৫॥
 মনুজেতি । বিধৰ্ম্মিণ্যো বিপরীতা ভবিতুমর্হন্তি । ভবতাং সম্বন্ধে ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর যুধিষ্ঠির দেখিলেন—ইন্দ্রের তুল্য
 গৌরবশালী ভ্রাতারা, প্রলয়কালে স্বস্বস্থানচ্যুত লোকপালগণের স্থায় নিহত
 হইয়া রহিয়াছেন ॥১॥

ধনু ও বাণ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে এবং ভীম, অৰ্জ্জুন, নকুল ও
 সহদেব নিহত ও মৃত অবস্থায় নিষ্পন্দভাবে রহিয়াছেন ; ইহা দেখিয়া যুধিষ্ঠির
 দীৰ্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শোকবাপ্পে আশ্লুত হইলেন ॥২॥

মহাবাহু যুধিষ্ঠির সেই ভ্রাতাদের সকলকেই পতিত দেখিয়া চিন্তায়
 আকুল হইয়া বহুতর বিলাপ করিলেন—॥৩॥

‘মহাবাহু ভীমসেন ! তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, আমি যুদ্ধে গদাঘাৱা
 দুৰ্য্যোধনের উরুদ্বয় ভগ্ন করিব ॥৪॥

সে সমস্তই আজ আমার ব্যর্থ হইয়া গেল । কারণ, ভীম ! কুরুবংশের
 কীৰ্ত্তিবৰ্দ্ধক, মহাবাহু ও মহাত্মা তুমি নিপতিত হইয়াছ ॥৫॥

যা'ক্ ; মনুষ্যের প্রতিজ্ঞাবাক্য মিথ্যা হইতে পারে ; কিন্তু তোমাদের
 সম্বন্ধে দেবগণের সেই বাক্যগুলি মিথ্যা হইতেছে কেন । ॥৬॥

দেবশ্যাপি যদাহবোচন সূক্তকং দ্বাং ধনঞ্জয় !।
 সহস্রাঙ্কাদনবরঃ কুন্তি ! পুত্রস্তবেতি বৈ ॥৭॥
 উত্তরে পারিপাত্রে চ জগুর্ভূতানি সর্বশঃ ।
 বিপ্রানঘটাং শ্রিয়ৈকৈষামাহর্তা পুনরোজসা ॥৮॥
 নাম্ভ জেতা রণে কশ্চিদজেতা নৈষ কস্তচিৎ ।
 সৌহৃৎ মৃত্যুবশং যাতঃ কথং জিহ্মুর্মহাবলঃ ॥৯॥
 অয়ং মমাশাং সংহত্য শেতে ভূমৌ ধনঞ্জয়ঃ ।
 আশ্রিত্য যং বরং নাথং দুঃখাশ্রিতানি সেহিম ॥১০॥
 রণেঃপ্রযত্তৌ বীরৌ চ সদা শত্রুনিবহর্ষণৌ ।
 কথং রিপুবংশং যাতৌ কুন্তীপুত্রৌ মহাবলৌ ।
 যৌ সর্বদ্রোপ্রতিহর্তৌ ভীমসেনধনঞ্জয়ৌ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

দেবা ইতি । অবোচন উক্তবক্তঃ, সূক্তকং ব্রহ্মণসময়ে । অনবরঃ অনুদঃ ॥৭॥
 উত্তর ইতি । পারিপাত্রে তদাখ্যে পর্ততে । ভূতানি যুনিপ্রভৃত্যঃ প্রাণিনঃ ॥৮॥
 নেতি । অস্ত অর্জুনস্ত । জিহ্মুর্জুনঃ ॥৯॥
 অয়মিতি । সংহত্য বিনাশ্য । নাথং রক্ষকম্ । সেহিম সৌচবস্তঃ ॥১০॥
 য ইতি । অপ্রযত্তৌ শাবধানৌ । যট্টপাদৌহং শ্লোকঃ ॥১১॥

অর্জুন । তোমার জন্মের সময়েও দেবতারাও তোমাকে লক্ষ্য করিয়া
 বলিয়াছিলেন যে, “কুন্তি ! তোমার এই পুত্র ইন্দ্র হইতে ন্যূন হইবে না” ॥৭॥

উত্তর পারিপাত্রপর্বতে সকল প্রাণীরাই বলিয়াছিলেন যে, ইনি (অর্জুন)
 নিজের বলে পাণ্ডবদের হস্তচ্যুত সম্পত্তি পুনরায় আনয়ন করিবেন ॥৮॥

এবং কেহই ইহাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারিবে না, আবার ইনি কাহাকেও
 জয় না করিয়া ফিরিবেন না ।’ হায় ! সেই মহাবল অর্জুন এই কেন মৃত্যুর
 অধীন হইলেন ॥৯॥

হায় ! আমরা বাহাকে রক্ষকরূপে অবলম্বন করিয়া এই সকল দুঃখ সহ্য
 করিলাম, সেই অর্জুন আজ আমার সমস্ত আশা বিনষ্ট করিয়া ভূতলে শয়ন
 করিয়া রহিয়াছে ॥১০॥

কুন্তীনন্দন, মহাবীর ও মহাবল যে ভীম ও অর্জুন যুদ্ধে সর্বদা সাবধান,
 সমস্ত অস্ত্রে অপ্রতিহত এবং শত্রুহস্তা ছিল, তাহারা কেন মৃত্যুর অধীন
 হইল ॥১১॥

অশ্মসারময়ং নূনং হৃদয়ং মম দুর্হৃদঃ ।
 যমো যদেতৌ দৃষ্ট্বা পতিতৌ নাবদৌর্য্যতে ॥১২॥
 শাস্ত্রজ্ঞা দেশকালজ্ঞাস্তপোযুক্তাঃ ক্রিয়ান্বিতাঃ ।
 অকৃত্বা সদৃশং কৰ্ম্ম কিং শেধং পুরুষৰ্ষভাঃ ॥১৩॥
 অবিকৃতশরীরশ্চাপ্যপ্রযুক্তশরাসনাঃ ।
 অসংজ্ঞা ভুবি সঙ্গম্য কিং শেধমপরাজিতাঃ ! ॥১৪॥
 সানুনিবান্দ্রেঃ সংস্পৃগ্নান্ দৃষ্ট্বা হাতান্ মহামতিঃ ।
 সুখং প্রস্পৃগ্নান্ প্রস্মিন্নঃ পার্থঃ কষ্ঠাং দশাং গতঃ ॥১৫॥
 এবমেবেদমিত্যুক্ত্বা ধৰ্ম্মাত্মা স নরেশ্বরঃ ।
 শোকসাগরমধ্যস্থো দধৌ কারণমাকুলঃ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

অশ্মেতি । অশ্মসারময়ং পাৰ্শ্বাণসারেণ ঘটিতম্ । যমো নকুলসহদেবৌ ॥১২॥
 শাস্ত্রেতি । সদৃশং স্বয্যোগ্যম্ । শেধং শয়নং কুরুধ্বম্ ॥১৩॥
 অবিকতেতি । অপ্রযুক্তশরাসনা অভয়কাস্মুকাঃ । সঙ্গম্য পতিত্বা ॥১৪॥
 সানুনিতি । সংস্পৃগ্নান্ ভূপতিতান্, সানু একদেশান্ । প্রস্মিন্নো ধৰ্ম্মাত্মাঃ ॥১৫॥
 এবমিতি । ইদমেবাং মরণম্, এবমাকস্মিকমেব । দধৌ চিন্তয়ামাস ॥১৬॥

আমি দূষিতহৃদয় এবং নিশ্চয়ই আমার সে হৃদয় পাৰ্শ্বাণসারদ্বারা নির্মিত ।
 যে হেতু সেই হৃদয় আজ নকুল-সহদেবকে পতিত দেখিয়াও বিদীর্ণ হইতেছে
 না ॥১২॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠগণ ! তোমরা—শাস্ত্রজ্ঞ, দেশকালজ্ঞ, তপস্বী ও সংক্রিয়ান্বিত
 ছিলে; তবে আপন আপন যোগ্য কার্য্য না করিয়া শয়ন করিলে
 কেন ॥১৩॥

হে অপরাজিত ভ্রাতৃগণ ! তোমাদের শরীরগুলি অবিকৃত এবং ধনুগুলিও
 অভয় রহিয়াছে; তবে তোমরা ভূতলে পতিত হইয়া অচেতন অবস্থায় শয়ন
 করিয়া রহিয়াছ কেন ॥১৪॥

মহামতি যুধিষ্ঠির ভূতলপতিত পৰ্ব্বতশৃঙ্গসমূহের গ্রায় ভ্রাতৃগণকে সুখ-
 শৃঙ্গের তুল্য দেখিয়া কষ্টকর দশায় পতিত হইলেন ॥১৫॥

'ইহা এইরূপই হইবে' এইরূপ বলিয়া ধৰ্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির শোকসাগরে মগ্ন
 ও অকুল হইয়া তাঁহাদের মৃত্যুর কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥১৬॥

ইতিকর্তব্যাতাকৈব দেশকালবিভাগবিৎ ।
 নাভিপেদে মহাবাহুশ্চিন্তয়ানো মহামতিঃ ॥১৭॥
 অথ সংসৃত্য ধর্মাত্মা তদাত্মানং তপস্কৃতঃ ।
 এবং বিলপ্য বহুধা ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
 বুদ্ধ্যা বিচিন্তয়ামাস বীরাঃ কেদ নিপাতিতাঃ ॥১৮॥
 নৈবাং শত্রুগ্রহারোহন্তি পদং ব্রহ্মস্মি কস্তচিৎ ।
 ভূতং মহাদিগং মত্তে ভ্রাতরো যেন মে হতাঃ ॥১৯॥
 একাগ্রং চিন্তয়িষ্যামি পীত্বা বেৎস্যামি বা জলম্ ।
 স্নাত্ব দুর্ব্যোধনেনেনদুপাংশুবিহিতং কৃতম্ ॥২০॥
 গান্ধারাজচরিতং সততং জিহ্মবুদ্ধিনা ।
 যন্ত কার্যমকার্যং বা সমশেষ ভবতুত ।
 কস্তস্মৈ বিশ্বমেকৌরো দুষ্কৃতেবকৃতাত্মনঃ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি । নাভিপেদে ন প্রাণ ন নিশ্চিতরানিত্যঃ ॥১৭॥
 অথেতি । সংসৃত্য স্থিরীকৃত্য । তপসঃ কৃত্যঃ কৃতঃ । বহুপাদোহয়ঃ শ্লোকঃ ॥১৮॥
 দেতি । শত্রুগ্রহারন্তজিহ্মং পদং গচ্ছিতম্ । ভূতং প্রাণী ॥১৯॥
 একেতি । একাগ্রম্ একাগ্রচিন্তং যথা স্নাত্ব । উপাংশুবিহিতং গুণবত্যা ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

ন দদশেতি ॥১-৫॥ বিশ্বসিধ্যোহনৃতঃ ॥৬-৮॥ ন কস্তচিৎকেতাসি তু সর্বত্রৈব
 মেতা ॥৯॥ আশং রাজ্যশাসনং সততং বিনাশ ॥১০-১৫॥ দুর্যো কারণং মরণহেতুং বিনা-
 রিতবান্ ॥১৬-১৭॥ তপস্কৃতো ধর্মপুত্রঃ ॥১৮-১৯॥ উপাংশুবিহিতমদ্বৈতমভিলাষ

মহাবাহু, মহামতি ও দেশ-কাল-বিভাগবিৎ যুধিষ্ঠির চিন্তা করিয়াও তখন নিজের
 কর্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না ॥১৭॥

তাহার পর ধর্মাত্মা কুন্তীনন্দন ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির আপনাকে স্থির করিয়া এক
 নানাপ্রকার বিলাপ করিয়া আপন বুদ্ধিধারা চিন্তা করিলেন যে, 'বীরগণকে কোন্
 ব্যক্তি নিপাতিত করিল ॥১৮॥

ইহাদের মধ্যে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন নাই এক এখানে কাহারও পদচিহ্ন
 নাই ; সুতরাং আমি ইহা ধারণা করি যে, যে আমার ভ্রাতৃগণকে নিহত করিয়াছে,
 সে একজন মহাপ্রাণী ॥১৯॥

একাগ্রচিন্তে চিন্তা করিয়া দেখিব, কিংবা জল পান করিয়া জানিব । ইহুত—
 দুর্ব্যোধনই এই গুণবত্যা করিয়াছে ॥২০॥

(১৭) ইতিকর্তব্যাতাকৈতি—পি ।

অথবা পুরুষৈর্গুৈঃ প্রয়োগোহয়ং কৃতো মহান্ ।

কোহন্যঃ প্রতিমাগচ্ছৎ কালান্তকমাদৃতে ॥২২॥

এতেন ব্যবসায়েন ততোহয়মবগাঢ়বান্ ।

গাহমানশ্চ ততোহয়মন্তরীক্ষাৎ স শুভ্রগবে ॥২৩॥

যক্ষ উবাচ ।

অহং বকঃ শৈবলমৎস্রভক্ষো নীতা যয়া প্রেতবশং তবানুজাঃ ।

ত্বং পঞ্চমো ভবিতা রাজপুত্র ! ন চেৎ প্রদান্ পৃচ্ছতো ব্যাকরোষি ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

গান্ধারেতি । গান্ধাররাজেন শকুনিং বিভক্তিলোপ আৰ্ঘ্য, দ্বিগুবুদ্ভিনা বৃষ্টিবুদ্ভিনা ।

দুহুভেতঃ পাপিষ্ঠস্ত, অকৃতাত্মনঃ অশিক্ষিতস্ত । বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২১॥

অথবেতি । পুরুষৈর্গুৈর্ধ্যোখনৈস্তৈব । প্রতিমাগচ্ছৎ প্রতিপক্ষভাবেন প্রত্যক্ষমাগচ্ছৎ ॥২২॥

এতেনেতি । ব্যবসায়েন নিশ্চয়েন, অবগাঢ়বান্ অবগাঢ়মিষ্টবান্ ॥২৩॥

অহমিতি । প্রেতবশং প্রেতরাজবশত্ । ব্যাকরোষি বিজ্ঞয়েণ বরীষি ॥২৪॥

অথবা সর্বদা বক্রবুদ্ধি শকুনির কার্য । যাহার নিকট কার্য ও অকার্য—দুই সমান হইয়া থাকে, সেই পাপিষ্ঠ ও অশিক্ষিত ব্যক্তিকে কোন্ বুদ্ধিমান্ বিশ্বাস করিতে পারে ? ॥২১॥

অথবা দুর্ধ্যোখনেরই গুণলোকেরা এই গুরুতর ব্যাপারটা করিয়াছে । না হইলে, কালান্তক যম ব্যতীত অন্য কোন্ লোক প্রত্যক্ষভাবে ইহাদের বিপক্ষ হইয়া আসিতে পারে ? ॥২২॥

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যুধিষ্ঠির সেই জলে অবগাহন করিবার ইচ্ছা করিলেন এবং সেই জলে অবগাহন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই আকাশ হইতে শুনিলেন ॥২৩॥

যক্ষ বলিল—“আমি—শৈবল (সেওলা) ও মৎস্রভোজী বকপক্ষী এবং আমিই তোমার ভ্রাতৃগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছি; সুতরাং রাজপুত্র ! তুমিও যদি বিস্তরক্রমে আমার প্রাণগুলির উত্তর না দাও, তবে তুমিও ইহাদের পঞ্চম হইবে ॥২৪॥

(২২) অত্রৈব পাঠ—অথবা পুরুষৈর্গুৈঃ প্রয়োগোহয়ং দুরাশ্রয়ঃ । অবৈধিতি মহাবুদ্ধির্বিধা তদচিন্তয়ৎ ॥ ততাসীন্ন বিশেষদক্ষকং দ্বিভূতং যথা । স্বতানামপি চৈতৎবাৎ বিকৃতং নৈব জায়তে । যুধবর্ণাঃ প্রসঙ্গা মে ভ্রাতৃগামিত্যচিন্তয়ৎ ॥ একৈকশ্চৈত্মবলানিমান্ পুরুষসন্তানান্ । কোহন্যঃ প্রতিমাস্তে কালান্তকমাদৃতে ।’ —বা ব কা ।

মা তাত ! সাহসং কাষীর্মম পূৰ্বপরিগ্রহঃ ।
 প্রম্নানুভূত্বা তু কোন্তেয় ! ততঃ পিব হরস্ব চ ॥২৫॥
 যুধিষ্ঠির উবাচ ।

রুদ্রাণাং বা বসূনাং বা মরুতাং বা প্রধানভাক্ ।
 পৃচ্ছামি কো ভবান্ দেবো নৈতচ্ছকুনিনা কৃতম্ ॥২৬॥
 হিমবান্ পারিপাত্রশ্চ বিদ্ব্যো মলয় এব চ ।
 চত্বারঃ পর্বতাঃ কেন পাতিতা ভূরিতেজসা ॥২৭॥
 অতীব তে মহৎ কৰ্ম্ম কৃতঞ্চ বলিনাং বর ! ।
 যান্ ন দেবা ন গন্ধৰ্ব্বা নাসুরাশ্চ ন রাক্ষসাঃ ।
 বিষহেরন্ মহাযুদ্ধে কৃতং তে তন্মহাদুতম্ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

মেতি । ব্যাখ্যাতমিদং প্রাক্ ॥২৫॥
 রুদ্রাণামিতি । মরুতাং বায়ুনাং, প্রধানভাক্ প্রাধান্যভাক্ । শকুনিনা পক্ষিণা ॥২৬॥
 হিমবানিতি । এতৎপর্বতচতুষ্টয়তুল্যা এব মে চত্বারো ভাতর ইতি ভাবঃ ॥২৭॥
 অতীবেতি । উভয়ত্রাপি তে ত্বয়া । তেবাং সম্বন্ধে মহাদুতং হননম্ । বটপাদোহয়ং
 শ্লোকঃ ॥২৮॥

ভারতভাবদীপঃ

সদ্বিহিতম্ ॥২০॥ দ্রুপতেঃ পাপকৰ্ম্মণঃ ॥২১—২৫॥ (পাঠান্তরে) ওষবলান্ মহাপ্রবাহবেগান্,
 প্রতিসমাসেত প্রতিষুধ্যৎ, কালেহস্তং কৰোতি যন্তাদৃশো যমঃ কালান্তকযমস্তস্মাৎ ।

বৎস ! এই জল পূৰ্ব্ব হইতেই আমার অধিকারে রহিয়াছে ; সুতরাং তুমি
 সাহস করিও না । তবে, কুন্তীনন্দন ! আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া, তাঁর পর
 জল পান কর এবং হরণ কর” ॥২৫॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“আমি জিজ্ঞাসা করি—আপনি—রুদ্রগণ, বসুগণ বা
 মরুদগণের মধ্যে প্রধান কোন্ দেবতা ? না হইলে, একটা পক্ষী এ কাজ
 করিতে পারে না ॥২৬॥

কোন্ মহাতেজা আজ—হিমালয়, পারিপাত্র, বিদ্ব্য ও মলয়—এই চারিটা
 পর্বতকে নিপাতিত করিয়াছেন ? ॥২৭॥

হে বলিশ্রেষ্ঠ ! আপনি অতিগুরুতর কার্য্য করিয়াছেন । কারণ, দেবগণ,
 গন্ধৰ্ব্বগণ, অসুরগণ এবং রাক্ষসগণও মহাযুদ্ধে যাহাদিগকে সহ্য করিতে পারেন না,
 আপনি তাহাদেরই অত্যাশ্চর্য্য বধ করিয়াছেন । ॥২৮॥

(২৭) পাতিতা ভূরিতেজসঃ—বা ব কা ।

ন তে জানামি যৎ কার্যং নাভিজানামি কাঙ্ক্ষিতম্ ।

কৌতূহলং মহজ্জাতং সাধবসংসাগতং মম ॥২৯॥

যেনাস্ম্যু দ্বিগৃহদয়ঃ সমুৎপন্নশিরোজ্বরঃ ।

পৃচ্ছামি ভগবৎস্তুস্মাৎ কো ভবানিহ তিষ্ঠতি ॥৩০॥

যক্ষ উবাচ ।

যক্ষোহহমস্মি ভদ্রং তে নাস্মি পক্ষী জলেচরঃ ।

ময়ৈতে নিহতাঃ সর্ব্বে ভ্রাতরন্তে মহোজসঃ ॥৩১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততস্তামশিবাং শ্রুত্বা বাচং স পরুবাঙ্করাম্ ।

যক্ষস্ত্য ক্রুবতো রাজনু পক্রম্য তমা স্থিতঃ ॥৩২॥

বিরূপাক্ষং মহাকাযং যক্ষং তালসমুচ্ছ্রয়ম্ ।

জ্বলনাকপ্রতীকাশমধ্বম্ পর্ব্বতোপমম্ ॥৩৩॥

বৃক্ষমাপ্রিত্য তিষ্ঠন্তুং দদর্শ ভরতর্ষভঃ ।

যেযগন্তীরনাদেন তর্জয়ন্তুং মহাশ্বনম্ ॥৩৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতভাবদীপঃ

নেতি । পক্ষিবাং কৌতুকম্, ভয়ঙ্করকার্যকরণাচ্চ সাধবসং ভয়মিতি ভাবঃ ॥২৯॥

যেনেতি । শোকেন ভয়েন চ সমুৎপন্নঃ শিরোজ্বরঃ শিরঃপীড়া যন্ত সঃ ॥৩০॥

যক্ষ ইতি । তে তব ভদ্রং মঙ্গলমন্তু । মহোজসো মহাবলাঃ ॥৩১॥

তত ইতি । অশিবামন্ত্যাম্, পরুবাঙ্করাং নিষ্ঠুরবর্ণ্যাম্ । উপক্রম্য উখ্যায় ॥৩২॥

বিরূপেতি । বিরূপাক্ষং বিরূতনয়নম্ । তালবৎ তালবৃক্ষবৎ সমুচ্ছ্রয় উন্নত্যং যন্ত তম্ ।
জ্বলনাকপ্রতীকাশম্ অগ্নিহৃত্যতুলাতেজস্বিনম্ । ভরতর্ষভো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩৩—৩৪॥

আপনার যে প্রয়োজন বা বাহা অভীষ্ট, তাহা আমি জানি না ; কিন্তু আমার গুরুতর কৌতুক জন্মিয়াছে এবং ভয়ও উপস্থিত হইয়াছে ॥২৯॥

ভগবন্ । আমার যখন মন উদ্বিগ্ন হইয়াছে এক শিরঃপীড়াও জন্মিয়াছে, তখন আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি—আপনি কে এখানে রহিয়াছেন ?” ॥৩০॥

যক্ষ বলিল—“তোমার মঙ্গল হউক ; আমি যক্ষ ; কিন্তু জলেচর পক্ষী নহি এবং আমিই তোমার এই সকল মহাবল ভ্রাতাকে বধ করিয়াছি” ॥৩১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা । তাহার পর যুধিষ্ঠির যক্ষের সেই নিষ্ঠুর ও অশুভ বাক্য শুনিয়া তখনই তাঁরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ॥৩২॥

পরে ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির দেখিলেন—বিরূতনয়ন, বিশালদেহ, তালবৃক্ষের ত্রায় উচ্চ, অগ্নি ও সূর্য্যের ত্রায় তেজস্বী এবং পর্ব্বতের ত্রায় অনাক্রমণীয়

যক্ষ উবাচ ।

ইমে তে ভ্রাতরো রাজন্ ! বার্যমাণা ময়াহসকৃৎ ।

বলাভোয়ং জিহীৰ্ষন্তস্ততো বৈ সূদিতা ময়া ।

ন পেয়মুদকং রাজন্ ! প্রাণানিহ পরীপ্সতা ॥৩৫॥

পার্থ ! মা সাহসং কার্ষীৰ্মম পূৰ্বপরিগ্রহঃ ।

প্রশ্নানুক্ত্ব তু কোন্তেয় ! ততঃ পিব হরশ্চ চ ॥৩৬॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ন চাহং কাময়ে যক্ষ ! তব পূৰ্বপরিগ্রহম্ ।

কামং নৈতৎ প্রশংসন্তি সন্তো হি পুরুষাঃ সদা ॥৩৭॥

যদাত্মনা স্বমাত্মানং প্রশংসেৎ পুরুষৰ্ষভ ! ।

যথাপ্রজ্ঞস্ত তে প্রশ্নান্ প্রতিবক্ষ্যামি পৃচ্ছ মাম্ ॥৩৮॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

ইম ইতি । জিহীৰ্ষন্তো হর্ষমিচ্ছন্ত আসন্, সূদিতা নিহতাঃ । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩৫॥

পার্থেতি । পূৰ্বপরিগ্রহ এষ সরোবর ইতি শেষঃ । প্রশ্নান্ প্রশ্নোত্তরাণি ॥৩৬॥

নেতি । ন কাময়ে বলাদগ্রহীতুং নেচ্ছামি । অথ অং প্রশ্নান্ মে বক্তুং শক্ষ্যসি
কিমিত্যাহ—কামমিতি । কামং সৰ্ব্বথা । স্বমাত্মানং নিজাং বুদ্ধি ॥৩৭—৩৮॥

একটা যক্ষ বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এবং মেঘের আয় গভীর ও উচ্চ
স্বরে তর্জন করিতেছে ॥৩৩—৩৪॥

যক্ষ বলিল—“রাজা ! আমি বার বার বারণ করিয়াছিলাম, তথাপি
তোমার এই ভ্রাতারা বলপূর্বক জল লইতে ইচ্ছা করিয়াছিল ; তাই আমি
উহাদিগকে বিনাশ করিয়াছি ; অতএব রাজা ! প্রাণরক্ষার্থী লোক (আমার অনুমতি
ব্যতীত) এখানে জল পান করিতে পারে না ॥৩৫॥

কারণ, পৃথানন্দন । পূর্ব হইতেই এই সরোবর আমার অধিকারে রহিয়াছে ;
সুতরাং তুমিও সাহস করিও না । তবে, কুন্তীনন্দন ! আমার প্রশ্নের উত্তর
বলিয়া তাহার পর জল পান করিতে বা হরণ করিতে পার” ॥৩৬॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“যক্ষ ! আপনার পূর্বাধিকৃত বস্তু আমি বলপূর্বক গ্রহণ
করিতে ইচ্ছা করি না । তা’র পর, সংপুরুষেরা কোন প্রকারেই এই বিষয়টার
প্রশংসা করেন না যে, মানুষ নিজেই নিজের প্রশংসা করে ; অতএব পুরুষশ্রেষ্ঠ !
আমি নিজের বুদ্ধি অনুসারে আপনার প্রশ্নের উত্তর বলিব ; আপনি জিজ্ঞাসা
করুন” ॥৩৭—৩৮॥

যক্ষ উবাচ ।

কিং সিদাদিত্যমুন্নয়তি কে চ তস্তাভিতচরাঃ ।

কশ্চেনমস্তং নয়তি কস্মিন্চ প্রতিতিষ্ঠতি ॥৩৯॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ব্রহ্মাদিত্যমুন্নয়তি দেবাস্তস্তাভিতচরাঃ ।

ধর্মশাস্তং নয়ত্যেনং সত্যে চ প্রতিতিষ্ঠতি ॥৪০॥

ভারতকৌমুদী

যুধিষ্ঠিরস্ত বস্ততত্ত্বজ্ঞানপরীক্ষার্থং প্রহ্মায়ত্তে—কিমিতি । কিং প্রশ্নে । কিং বস্ত, আদিত্যং সূর্য্যম্, উন্নয়তি উর্দ্ধং প্রাপয়তি । অক্ষরাধিক্যার্থম্ । কে চ পদার্থাঃ, তস্তাভিত্যস্ত, অভিতচরাঃ সমস্ততো বিচরন্তি । কশ্চ পদার্থঃ, এনমাদিত্যমস্তং নয়তি । কস্মিন্চ বস্তনি, প্রতিতিষ্ঠতি অবতিষ্ঠতে আদিত্য এব ॥৩৯॥

ব্রহ্মেতি । ব্রহ্মা গুণবান্ ব্রাহ্মণঃ, আদিত্যমুন্নয়তি উর্দ্ধে, স্থাপয়তি, “ব্রাহ্মণানাং নমস্কারৈঃ সূর্য্যো দিবি বিরাজতে” ইতি স্বয়মেব প্রাজ্ঞে, উন্নতানাং প্রণত্যা উন্নতেরবত্ত্বাবাদিহি তাবৎ । দেবা মদলাদয়ো গ্রহাস্তস্তাভিতচরাঃ । ধর্মো রাশিচক্রমণব্যাপারঃ, এনমস্তং নয়তি । সত্যে ব্রহ্মণি ব্রহ্মণঃ প্রথমপরিণতিরূপে গগনে, প্রতিতিষ্ঠতি রাশিচক্রাবলম্বনেনাব-তিষ্ঠতে, “ভচক্রং ব্রহ্মোর্ব্রহ্মমাক্ষিপ্তং প্রবহানিলৈঃ । পর্য্যেত্যজ্ঞস্যং তন্নহা গ্রহকক্ষা যথাক্রমম্ ॥” ইতি সূর্য্যসিদ্ধান্তবচনাদিত্যাশয়ঃ ॥৪০॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রধানভাক্ প্রাধান্যভাক্ ॥২৬—২৭॥ তে ভব ॥২৮॥ তে স্যা ॥২৯—৩৭॥ যদ্যতঃ আত্ম-নৈবাত্মস্বরূপং বস্তবামতস্তে প্রস্থান্ প্রতিবক্ষ্যামি ॥৩৮॥ কিং সিদাদিত্যমুন্নয়তীত্যাদি-প্রশ্নোত্তরমালিকা আত্মনস্তত্ত্বং নির্ণেতুমারম্ভা । “তরতি শোকমাত্মবিদ্বিতি” তত্ত্বজ্ঞানস্ত ফলবত্ত্বপ্রবণাতংনিদয়ে চোচ্চাবচ্য নাধনজাতমস্ত্যং নিরূপ্যতে তাং ব্যাখ্যাস্ত্যমঃ ॥৩৯॥ আদিত্যমাদত্তে শব্দাদীন শ্রোত্রাদিভিরিত্যাদিত্যো জীবন্তং গৌরোহহমকোহহং দুঃখাৎ কর্ত্ত্বাহমিত্যাগুভবাৎদেহাত্মাত্মতয়া ভাসমানং বাদিভিচ্চানেকধা বিকল্প্যমানং ব্রহ্ম বেদ উন্নয়তি দেহাদিত্যঃ গৃথক্ করোতি ঐতিরেবাত্মতত্ত্বনির্ণয়ে মানসিত্যর্থঃ । তথা চ ঐতি—“নাবেদবিস্মৃত্ততে ভং বৃহন্ত”মিতি । নহু সর্বেহপি বেদাদাত্মানং জ্ঞানন্তি নেত্যাহ—দেবা ইতি । দেবাঃ শমাদয়স্তস্তাভিতচরাঃ মহায়াঃ । অস্তং স্বস্থানমপহতপান্নাদিগুণাষ্টক-

যক্ষ বলিল—“কে সূর্য্যকে উপরে রাখিয়াছে ? কাহার সূর্য্যের সকল দিকে বিচরণ করে ? কে সূর্য্যকে অস্তে প্রেরণ করে ? এবং কোথায়ই বা সূর্য্য অবস্থান করেন ?” ॥৩৯॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“ব্রাহ্মণেরা সূর্য্যকে উপরে রাখিয়াছেন ; গ্রহগণ

(৪০)....ধর্মশাস্তং নয়তি চ—বা ব কা নি ।

যক্ষ উবাচ ।

কেন শিচ্ছেত্রিয়ো ভবতি কেন শিদ্ধিন্দতে মহৎ ।

কেন শিদ্ধিত্বীয়বান্ ভবতি রাজন্ ! কেন চ বুদ্ধিমান্ ॥৪১॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

শ্রুতেন শ্রোত্রিয়ো ভবতি তপসা বিন্দতে মহৎ ।

যুত্যা দ্বিতীয়বান্ ভবতি বুদ্ধিমান্ বৃদ্ধসেবয়া ॥৪২॥

ভারতকৌমুদী

কেনেতি । হে রাজন্ । ব্রাহ্মণঃ কেন শ্রুতেন শ্রোত্রিয়ো ভবতি শিং । মাহুষঃ কেন প্রকারেণ, মহৎ ব্রহ্ম, বিন্দতে লভতে শিং । মাহুষঃ কেন শ্রুতেন, দ্বিতীয়বান্ এককোহপি সহায়বান্ ভবতি । তথা কেনোপায়েন চ বুদ্ধিমান্ ভবতি । প্রথমে তৃতীয়ে চ পাদে অক্ষরাধিক্যার্থম্ ॥৪১॥

শ্রুতেনেতি । ব্রাহ্মণঃ শ্রুতেন শাস্ত্রজ্ঞানেন শ্রোত্রিয়ো ভবতি, “একাং শাখাং সন্ধান্বা বা যজুর্ভিরদ্বৈবধীত্য বা । যজুর্গণনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্মবিৎ ॥” ইতি শ্রুতে-
রিত্তি ভাবঃ । মাহুষঃ, তপসা যোগাভ্যাসাদিবৈধিক্লেশেন, মহৎ ব্রহ্ম, বিন্দতে লভতে । এককোহপি মাহুষঃ, যুত্যা দ্বৈধ্যেণ, দ্বিতীয়বান্ সহায়বান্ ভবতি, যুতেরেব সহায়স্থানীয়ত্ব-
দিত্যাশয়ঃ । বৃদ্ধসেবয়া তদুপদেশলাভেন চ অবিকিরপি বুদ্ধিমান্ ভবতি ॥৪২॥

ভারতভাবদীপঃ

বিশিষ্টং তৎকারণভূতং হার্দিকাকাশং প্রত্যেকং ধর্মঃ সাক্ষাৎ পুরুষায় বা কর্মোপাসনদ্বর্গো নয়তি
প্রাপয়তি, স এবমুক্তবিধং স্বরূপং সপ্তব্রহ্মভাবং প্রাপ্য তদ্বাথেন সত্যে সর্ববাধাবধিভূতে
শুদ্ধচিয়াত্রে প্রতিষ্ঠিতো ভবতি । তথা চ শ্রুতিঃ—“স এক বিদ্বানস্বামিহরীতেদাদৃদ্ধৃমুৎ-
ক্রম্যামুগ্নিন্ স্বর্গে লোকে সর্বান কামানাপ্তামৃতঃ সমভব” ইতি । প্রথম শাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞানম,
ততঃ শাস্ত্রনিম্পন্নত্ব যোগবলান্নেহাত্যাগনিবৃত্তিতত্ত্ব স্বর্গাখ্যাসপ্তব্রহ্মদর্শনং ততঃ কেবলী-
ভাব ইতি শ্রুতেরর্থঃ ॥৪০—৪১॥ বেদস্ত - সত্যে প্রতিষ্ঠাহেতুত্বম্ভবতঃ তত্র দৃষ্টং স্বায়মাহ—
শ্রুতেনেতি । শ্রোত্রিয়ো বেদাধ্যায়ী শ্রুতেনাচার্যমুখ্যাদেদার্থাবধারণেন ভবতি ন স্বক্ষর-
গ্রাহ্যমাত্রেণ ততঃ চ তপসা যুক্ত্যা চ শ্রুতস্তার্থসালোচনেন মহৎ ব্রহ্ম বিন্দতে জানীতে ।

সূর্য্যের সকল দিকে বিচরণ করেন ; রাশিচক্রের ভ্রমণ সূর্য্যকে অন্তে প্রেরণ করে
এবং সূর্য্য রাশিচক্র অবলম্বন করিয়া আকাশে অবস্থান করেন” ॥৪০॥

যক্ষ বলিল—“ব্রাহ্মণ কোন গুণে শ্রোত্রিয় হন ? মাহুষ কি প্রকারে ব্রহ্ম লাভ
করে ? লোক একাকী থাকিয়াও কোন গুণে সহায়শালী হয় ? এবং নির্বোধ
মাহুষও কোন উপায়ে বুদ্ধিমান্ হয় ?” ॥৪১॥

(৪১) দ্ব্যতিমান্ কেন ভবতি কেন রাজন্ চ বুদ্ধিমান্ । কেন শিচ্ছেত্রিয়ো ভবতি কেন
শিদ্ধিন্দতে মহৎ ॥—পি । (৪২) রাজোবাচ । যুত্যা দ্ব্যতিমান্ ভবতি—পি ।

যক্ষ উবাচ ।

কিং ব্রাহ্মণানাং দেবত্বং কশ্চ ধর্ম্যঃ সতামিব ।

কশ্চৈবাং মানুষ্যো ভাবঃ কিমেবামসতামিব ॥৪৩॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

স্বাধ্যায় এষাং দেবত্বং তপ এষাং সতামিব ।

মরণং মানুষ্যো ভাবঃ পরীবাদোহসতামিব ॥৪৪॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি । ব্রাহ্মণানাং কিং দেবত্বং দেবত্বংকর্ষহেতুঃ, যেন “শর্মা দেবশ্চ বিপ্রশ্চ” ইত্যাদিনা তেষাং দেবত্বং বিহিতমিতি ভাবঃ । সতাং শ্বেতরসাধারণানাং সাধুনামিবা তেষাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ কো ধর্ম্যঃ । এষাং ব্রাহ্মণানাং কশ্চ মানুষ্যো ভাবঃ মনুষ্যযোগ্যা অবস্থা । অসতামানুষ্যমিব চ এষাং ব্রাহ্মণানাং কিমাচরণং সম্ভবতি ॥৪৩॥

শ্বেতি । স্বাধ্যায়ো বেদাধ্যয়নমেব, এষাং ব্রাহ্মণানাম্, দেবত্বং দেবত্বংকর্ষহেতুঃ । সতাং শ্বেতরসাধারণানাং সাধুনামিব এষাং ব্রাহ্মণানাং তপঃ প্রধানো ধর্ম্যঃ । এষাং মানুষ্যো ভাবো মরণম্, মানুষ্যস্তবৎ । অসতামিব চৈবাং পরীবাদঃ দেবাদিনিন্দা আচরণম্ ॥৪৪॥

ভারতভাবদীপঃ

মানসেয়গতাসম্ভাবনানিবৃত্তা নিশ্চিনোতি, “কৃত্য যয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ । যোগে নাব্যভিচারিণ্যা যুতিঃ সা পার্থ সাত্বিকী” ইত্যুক্তলক্ষণয়া নিদিধ্যাসনেনেত্যর্থঃ । দ্বিতীয়মনীশ-হাদিবিশিষ্টাদবিত্যাপ্ত্যুপস্থাপিতাজ্জবাজ্জপান্তধিপরীতং বিজ্ঞাপ্রাপ্যং প্রতীচো যদ্বিতীয়-রূপং তদান্ ভবতি এতল্লয়নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিগুরুপদেশাদেব প্রাপ্যেত্যাহ—বুদ্ধিমানিতি । তথা চ ঋতিঃ—“আত্মা বায়ে দৃষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ” ইত্যাদিরাশ্রদর্শনলাধনত্বেন শ্রবণাদিত্রয়মাচার্য্যবৎ চেতি দর্শয়তি ॥৪২—৪৩॥ শ্রবণাশ্র-ধিকারে হেতুমাহ—জিভিরুক্তরৈঃ । স্বাধ্যায়ো বেদাধ্যয়নং বিপ্রাণাং দেবত্বং স্বর্গলোকপ্রাপকং তপঃশমাদিকং সদাচার ইত্যুপাদেয়ত্বং মানুষ্যো ভাবো দেহাত্তিমানঃ মরণং জন্মমরণপ্রাপকঃ

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“ব্রাহ্মণ শাস্ত্রজ্ঞানে শ্রোত্রিয় হন ; মানুষ্য তপস্ত্বাদ্বারা ব্রহ্ম লাভ করে ; লোক একাকী হইয়াও ধৈর্য্যগুণে সহায়শালী হয় এবং নির্বোধ মানুষ্যও বুদ্ধের উপদেশে বুদ্ধিমান হয়” ॥৪২॥

যক্ষ বলিল—“ব্রাহ্মণদের দেবত্বের কারণ কি ? সাধুদের আয় তাঁহাদের কোন্ ধর্ম ? ব্রাহ্মণদের মানুষ্যভাব কি ? এবং তাঁহাদের দুর্জ্ঞানতুল্য আচরণই বা কি ?” ॥৪৩॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“বেদাধ্যয়নই ব্রাহ্মণদের দেবত্বের কারণ ; সাধুদের আয় তাঁহাদের তপস্ত্বাই প্রধান ধর্ম ; মরণ তাঁহাদের মানুষ্যভাব এবং পরনিন্দা তাঁহাদের দুর্জ্ঞানতুল্য আচরণ” ॥৪৪॥

যক্ষ উবাচ ।

কিং ক্ষত্রিয়াণাং দেবজং কশ্চ ধর্মঃ সতামিব ।

কঠৈশ্চযাং মানুযৌ ভাবঃ কিমেযামসতামিব ॥৪৫॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ইষজ্জমেযাং দেবজং যজ্ঞঃ এযাং সতামিব ।

ভয়ং বৈ মানুযৌ ভাবঃ পরিত্যাগেহসতামিব ॥৪৬॥

যক্ষ উবাচ ।

কিমেকং যজ্ঞিয়ং সাম কিমেকং যজ্ঞিয়ং যজুঃ ।

কা চৈকা বৃণুতে যজ্ঞঃ কাং যজ্ঞো নাতিবর্ততে ॥৪৭॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

প্রাণো বৈ যজ্ঞিয়ং সাম মনো বৈ যজ্ঞিয়ং যজুঃ ।

ঋগেকা বৃণুতে যজ্ঞঃ তাং যজ্ঞো নাতিবর্ততে ॥৪৮॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি । দেবজং দেববহুৎকর্ষহেতুঃ, ইত্যাদিকং পূর্ববদেবাজ ব্যাখ্যানমুদয়ম্ ॥৪৫॥

ইষিতি । এযাং ক্ষত্রিয়াণাম্, ইষজ্জ বাণানামন্তেষামজ্ঞাণাঞ্চ শিক্ষানৈপুণ্যম্, দেবজং দেববহুৎকর্ষহেতুঃ । ইষ্যামজ্জবে সত্যপি ইষুপদমন্তেষু তৎপ্রাধাত্তজ্ঞাপনার্থং গোবৃষভাস্থাৎ । সতাং যেতরসাধারণানাং সাধুনামিব, এযাং ক্ষত্রিয়াণাং যজ্ঞঃ প্রধানো ধর্মঃ । এযাং মানুযৌ ভাবো ভয়ম্ ; আর্তানাং শরণাগতানাং পরিত্যাগঃ, অসত্যমিবেষামাচরণম্ ॥৪৬॥

কিমিতি । একং মূখ্যম্, যজ্ঞিয়ং জ্ঞানযজ্ঞার্থম্ । অন্ততাপোষম্ । বৃণুতে প্রাধাত্তেন সন্ধ্যতি । নাতিবর্ততে নাতিক্রামতি ॥৪৭॥

প্রাণ ইতি । যজ্ঞিয়ং জ্ঞানযজ্ঞসম্পাদকম্ । অন্ততাপোষম্ । বৃণুতে সন্ধ্যতি । তাম্ ঋচম্ । তথা চ সামযজুযী যথা কথ্যযজ্ঞ সম্পাদয়ত, তথ প্রাণমনসী জ্ঞানযজ্ঞম্ । একা যক্ষ যজ্ঞঃ সন্ধ্যতি, অতএব যজ্ঞতাম্ নাতিক্রামতি ॥৪৮॥

যক্ষ বলিল—“ক্ষত্রিয়গণের দেবজের কারণ কি ? সাধুদের জ্ঞায় তাঁহাদের কোন্ ধর্ম ? ক্ষত্রিয়দের মানুষ্যতাব কি ? এবং তাঁহাদের দুর্জয়তুল্য আচরণই বা কি ?” ॥৪৫॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“অস্ত্রশিক্ষানৈপুণ্যই ক্ষত্রিয়দের দেবজের কারণ, সাধুদের জ্ঞায় তাঁহাদের যজ্ঞ করাই প্রধান ধর্ম, ভয় তাঁহাদের মানুষ্যতাব এবং শরণাগত ত্যাগ তাঁহাদের দুর্জনের তুল্য আচরণ” ॥৪৬॥

যক্ষ বলিল—“যজ্ঞের প্রধান সাম কি ? যজ্ঞের প্রধান যজু কি ? কোন্ বস্তু যজ্ঞে অধিক প্রয়োজনীয় ? যজ্ঞ কোন্ বস্তুকে অতিক্রম করে না ?” ॥৪৭॥

যক্ষ উবাচ ।

কিং স্থিদাবপতাং শ্রেষ্ঠং কিং স্থিবিবপতাং বরম্ ।

কিং স্থিৎ প্রতিষ্ঠমানানাং কিং স্থিৎ প্রসবতাং বরম্ ॥৪৯॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

বর্ষমাবপতাং শ্রেষ্ঠং বীজং নিবপতাং বরম্ ।

গাবঃ প্রতিষ্ঠমানানাং পুত্রঃ প্রসবতাং বরঃ ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি । আবপতাং দেবেভ্যো দদতাং সম্বন্ধে কিং শ্রেষ্ঠং স্থিৎ, নিবপতাং পিতৃভ্যো দদতাং সম্বন্ধে কিং বরং স্থিৎ, প্রতিষ্ঠমানানাং প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তানাং সম্বন্ধে কিং বরং স্থিৎ, প্রসবতাং সন্তানোৎপাদকানাঞ্চ সম্বন্ধে কিং বরং স্থিৎ ॥৪৯॥

বর্ষমিতি । আবপতাং যজ্ঞাদিনা দেবেভ্যো দদতাং সম্বন্ধে বর্ষঃ বৃষ্টিরেব শ্রেষ্ঠম্, “বৃষ্টিরেব ততঃ প্রজাঃ” ইত্যুক্তেরজননে বৃষ্টিঃ প্রধানহেতুত্বাৎ অন্নস্ত চ দেবদানসম্পাদনাৎ । নিবপতাং পিতৃভ্যো দদতাং বীজমাত্মজমিব বরম্, তেন পুত্রোদ্ব্যাপ্তে: ততশ্চ স্থিবিবপসম্বন্ধাৎ । প্রতিষ্ঠমানানাং লোকে লব্ধপ্রতিষ্ঠানাং সম্বন্ধে গাবো ধেনবো বরাঃ, দুগ্ধাদিনা অতিবিশংকারাদিসম্পাদনাৎ । প্রসবতাং সন্তানোৎপাদকানাঞ্চ পুত্রো বরঃ, তন্ত্বেব স্বপালনকশরকাদিনা উৎকর্ষাদিতি ভাবঃ ॥৫০॥

ভারতভাবদীপঃ

পরিবাদো দেবব্রাহ্মণাদিদ্রুণম্ অসদাচার ইতি হেতুদ্রুণম্ ॥৪৪—৪৫॥ পরিভ্যাগ আর্জুনামিতি শেষঃ ॥৪৬—৪৭॥ ইতোহপ্যন্তরকং হেতুমাং—প্রাণমনসী নিরুধ্যামানে যজ্ঞে সাময়জুর্বা ইব জ্ঞানযজ্ঞোপকারকে যাক্ একা মুখ্যা যজ্ঞ জ্ঞানং বৃণতে স্বীকরোতি জ্ঞানোৎপাদিকৈতর্থাৎ । তথা চ শ্রুতিঃ—“মনো বাচ প্রাণং তান্নাশ্রমে কুরুতে”তি, আশ্রহিতার্থমেতৎ জ্ঞয়ং প্রজাপতিনা সৃষ্টমিত্যাহ—তথা ইতি । তং যোপনিষদং পুরুষমিত্যোপনিষদবিশেষণং বাচো মুখ্যম্যাহ ॥৪৮—৪৯॥ শমাদীনাং প্রাণজয়াদীনাং চাসম্ভবে যজ্ঞান্তেব কর্তব্যমিত্যাহ—আবপতাম্ আ লম্বতাং দেবাস্তপস্যতাং বর্ষং বৃষ্টিঃ শ্রেষ্ঠং ফলং সর্বলোকোপকারকত্বাৎ । যথোক্তম্—“অগ্নৌ

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“প্রাণ—জ্ঞানযজ্ঞের সাম, মন—জ্ঞানযজ্ঞের যজু, মন্ত্রযজ্ঞে অধিক প্রয়োজনীয় এবং যজ্ঞ মন্ত্রকে অতিক্রম করে না” ॥৪৮॥

যক্ষ বলিল—“যাঁহারা দেবতাকে দান করেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রধান কি ? যাঁহারা পিতৃলোককে দান করেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রধান কি ? যাঁহারা লোক-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাঁহাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ কি ? এবং সন্তানোৎপাদক-দিগের পক্ষেই বা শ্রেষ্ঠ কি ?” ॥৪৯॥

(৪৯) কিং স্থিদাবপতাং শ্রেষ্ঠম্...কিং স্থিৎ প্রসবতাং বরম্—কা পি । (৫০) বর্ষমাবপতাং শ্রেষ্ঠম্...পুত্রঃ প্রসবতাং বরম্—কা পি ।

যক্ষ উবাচ ।

ইন্দ্রিয়ার্থাননুভবন্ বুদ্ধিমাল্লোকপূজিতঃ ।

সম্মতঃ সর্বভূতানামুচ্ছসন্ কো ন জীবতি ॥৫১॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

দেবতাতিথিভূত্যানাং পিতৃণামান্নশচ যঃ ।

ন নির্বপতি পঞ্চানামুচ্ছসন্ স ন জীবতি ॥৫২॥

ভারতকৌমুদী

ইন্দ্রিয়েতি । বুদ্ধিমান, ধনাদিমত্তরা লোকপূজিতঃ, দানশক্তদ্বারা সর্বভূতানাং সম্মতঃ কো জনঃ, ইন্দ্রিয়ার্থান শব্দাধীন বিষয়ান, সর্বৈশ্বর্যসম্বাদনুভবনপি, উচ্ছসন্ খাসপ্রশাসো কুর্কসপি চ ন জীবতি ॥৫১॥

দেবতেতি । যো জনঃ, দেবতাতিথিভূত্যানাং পিতৃণামান্নশচ এতেবাং পঞ্চানাম, ন নির্বপতি যথাযোগ্য ন দদাতি, স উচ্ছসন্ খাসপ্রশাসো কুর্কসপি, ইন্দ্রিয়ার্থাননুভবনপি চেতুপলক্ষণম, ন জীবতি ; জীবিতকার্য্যাকরণস্বত এবতি ভাবঃ ॥৫২॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রাপ্তাহতিঃ সমাগাদিত্যুপতিষ্ঠতে । আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি"রिति । নিবপতাং নিবাণঃ পিতৃভর্গম, তৎ কুর্কস, বীজং ক্ষেত্রারামাত্মোপকারকং ফলম্ । “আয়ুঃ প্রজাং ধনং বিজাং স্বর্গং মোক্ষং স্থানি চ । প্রযচ্ছত্ব তথা রাজ্যং প্রীতান্তভ্যং পিতামহাঃ ।” ইতি বৃত্তান্তঃ প্রতিষ্ঠমানানামিহৈব প্রতিষ্ঠালিপ্সুনাং গাবঃ শ্রেষ্ঠং প্রসবতাং সন্ততিমিচ্ছনাং পুত্রঃ শ্রেষ্ঠং ফলং দৌহিত্যাদিত্যঃ গবাং পুত্রস্ত চ দৃষ্টার্থেষুহপি অতিথিপ্রীণনদ্বারা প্রাক্কপ্রদানাদিহারোপকারকত্বেন পরম্পরয়া অবগাঢ়াধিকারহেতুত্বং জ্ঞেয়ম্ ॥৫০॥ ইতোহপি সাধনাক্রমো যন্তঃ নিন্দতি—ইন্দ্রিয়ার্থানিতি । ইন্দ্রিয়ার্থান শব্দাধীন, লোকে ধনাদিমন্তেন পূজিতঃ সম্মতো দানাদিকারিত্বেন ॥৫১॥ ন নির্বপতি ন প্রযচ্ছতি দেবতাদিত্যঃ ॥৫২॥ উক্তসাধনশক্তেন

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“যাঁহারা দেবতাকে দান করেন, তাঁহাদের পক্ষে বৃষ্টিই প্রধান ; যাঁহারা পিতৃলোককে দান করেন, তাঁহাদের পক্ষে শুক্রই প্রধান ; যাঁহারা লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাঁহাদের পক্ষে ধেনু শ্রেষ্ঠ এবং সন্তানোৎপাদকদিগের পক্ষে পুত্র শ্রেষ্ঠ” ॥৫০॥

যক্ষ বলিল—“বুদ্ধিমান, লোকসমাজে সম্মানিত এবং সকল লোকের অভিপ্রেত কোন্ লোক ইন্দ্রিয়ের বিষয় অনুভব ও খাস-প্রশাস করিতে থাকিয়াও জীবিত থাকে না ?” ॥৫১॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“দেবতা, অতিথি, পোস্তবর্গ, পিতৃলোক ও আপনি—এই পাঁচ শ্রেণীর লোককে যে ব্যক্তি যথাযোগ্য দান করে না, সে ব্যক্তি খাস-প্রশাস করিতে থাকিয়াও জীবিত থাকে না” ॥৫২॥

যক্ষ উবাচ ।

কিং শ্বিদগুরুতরং ভূমেঃ কিং শ্বিদুচ্চতরঞ্চ খাৎ ।

কিং শ্বিচ্ছীভ্রতরং বায়োঃ কিং শ্বিবহুতরং তৃণাৎ ॥৫৩॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

মাতা গুরুতরা ভূমেঃ খাৎ পিতোচ্চতরন্তথা ।

মনঃ শীঘ্রতরং বাতাচ্ছিত্তা বহুতরী তৃণাৎ ॥৫৪॥

যক্ষ উবাচ ।

কিং শ্বিৎ স্তৃপ্তং ন নিমিষতি কিং শ্বিজ্জাতং ন চোপতি ।

কস্ত শ্বিদহুদয়ং নাস্তি কিং শ্বিবেগেন বর্ধতে ॥৫৫॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

মৎস্তাঃ স্তৃপ্তো ন নিমিষত্যং জাতং ন চোপতি ।

অশ্বানো হুদয়ং নাস্তিনদী বেগেন বর্ধতে ॥৫৬॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি । ভূমেঃ সকাশাৎ কিং গুরুতরং ভারবন্তরং মাননীয়তরঞ্চ শ্বিৎ, খাদাকাশাৎ কিম্ উচ্চতরম্ উর্দ্ধবন্তিতরং মাননীয়তরঞ্চ শ্বিৎ । বায়োঃ সকাশাৎ কিং শীঘ্রতরং ক্রতগামিতরং শ্বিৎ, তৃণাদুর্দ্ধাসেবপি কিং বহুতরং শ্বিৎ ॥৫৩॥

মাতেনি । মাতা ভূমেরপি গুরুতরা ভারবন্তরং মাননীয়তরা চ, পিতা খাদাকাশাদপি উচ্চতর উর্দ্ধবন্তিতরং মাননীয়তরম্ । মনো বাতাদপি শীঘ্রতরম্, চিত্তা তৃণাদপি বহুতরী ॥৫৪॥

কিমিতি । কিং স্তৃপ্তং নিদ্রিতং সৎ ন নিমিষতি নয়নমুগলং ন মুদ্রয়তি । অক্ষরাধিক্যার্থম্ । কিং জাতং সৎ ন চোপতি ন স্পন্দতে । “চূপ সন্ধায়াম্ গতো” ইতি ভৌবাদিকচূপধাতোঃ প্রয়োগঃ । কস্ত প্রাণিষ্বরূপস্যপি হুদয়ং নাস্তি শ্বিৎ, কিং বেগেন বর্ধতে শ্বিৎ ॥৫৫॥

মৎস্ত ইতি । মৎস্তাঃ স্তৃপ্তো নিদ্রিতঃ সশ্বপি ন নিমিষতি নয়নমুগলং ন মুদ্রয়তি । অংগং জাতং সৎ ন চোপতি ন স্পন্দতে । অশ্বানঃ বিগ্রহীভূতস্ত প্রাণিষ্বরূপস্য পায়ামস্ত হুদয়ং নাস্তি । নদী চ বেগেন বর্ধতে, ক্রমশস্তীবন্তক্ৰাৎ ॥৫৬॥

যক্ষ বলিল—“কে পৃথিবী হইতে গুরুতর ? কে আকাশ হইতে উচ্চতর ? কে বায়ু হইতেও শীঘ্রতর ? এক কাহারো তৃণ হইতেও বহুতর ?” ॥৫৩॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“মাতা পৃথিবী হইতেও গুরুতর, পিতা আকাশ হইতেও উচ্চতর, মন বায়ু হইতেও শীঘ্রতর এক চিত্তা তৃণ হইতেও বহুতর” ॥৫৪॥

যক্ষ বলিল—“কোন প্রাণী নিদ্রিত হইয়াও নয়ন মুদ্রিত করে না ? কোন প্রাণী জন্মিয়া স্পন্দিত হয় না ? প্রাণিষ্বরূপ কোন পদার্থের হুদয় নাই ? এবং কোন পদার্থ বেগদ্বারা বৃদ্ধি পায় ?” ॥৫৫॥

যক্ষ উবাচ ।

কিং শ্বিৎ প্রবসতো মিত্রং কিং শ্বিন্মিত্রং গৃহে সতঃ ।

আতুরস্ত চ কিং মিত্রং কিং শ্বিন্মিত্রং মরিত্যতঃ ॥৫৭॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

সার্থঃ প্রবসতো মিত্রং ভার্য্যা মিত্রং গৃহে সতঃ ।

আতুরস্ত ভিষজ্জমিত্রং দানং মিত্রং মরিত্যতঃ ॥৫৮॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি । মিত্রমজ্ঞোপকারিমাভ্রম । প্রবসতো বিদেশং গচ্ছতঃ কিং মিত্রং শ্বিৎ, গৃহে সতস্তিষ্ঠতো জনস্ত কিং মিত্রং শ্বিৎ । আতুরস্ত রোগিণো জনস্ত কিং মিত্রম, মরিত্যত আসন্নমরণস্ত চ জনস্ত কিং মিত্রং শ্বিৎ ॥৫৭॥

সার্থ ইতি । সমানঃ অর্থঃ প্রয়োজনং যন্ত স সার্থঃ সহচর ইত্যর্থঃ ॥৫৮॥

ভারতভাবদীপঃ

মাতাপিত্রোঃ স্ত্রীপুত্রং মনোনিরোধকৃত্বংবস্তৃচ্ছায়াশ্চিহ্নায়াস্ত্যাগশ্চ কৰ্ত্তব্য ইত্যাহ—কিং শ্বিৎ-
জীবতি ॥৫৩-৫৫॥ নহ মনোনাশে শূন্তমেবাবশিষ্টত ইত্যাহ—মৎস্ত ইতি ।
মৎস্ত ইব মৎস্তো জীবঃ জাগ্রৎস্বপ্নয়োবিহলোকপরলোকয়োৰ্বা তীরয়োবিব সঞ্চারণে স্তম্ভঃ
স্বনীড়ভূতং সজগৎ ব্রহ্ম প্রাপ্তো ন নিমিষতি মনোবল্লপ্তদৃষ্টির্ন ভবতি । “নহি তদৃষ্টদৃষ্টেবিপরি-
লোপো বিভভেহবিনাশিহ্নাং” ইতি শ্রুতেঃ । নহ মৎস্তোহবিনাশিহ্নাদজাতশ্চৈব কন্তুহি
জাত ইত্যত আহ—অণ্ডং পিত্তব্রজাণ্ডরূপং জাতম্পন্নং সৎ ন চোপতি ন চলতি, “চূপ
মন্দায়াং গতো ।” গুরুপ্রবলভিষ্মেবাহঙ্করাদিজড়জাতং চেষ্টতে ইত্যর্থঃ । ‘কো হেবান্ধাৎ
কঃ প্রাণ্যাদ্যদেব আকাশ আনন্দো ন জা’দिति শ্রুতেঃ, কন্তুহি জাতাজাতয়োরেতয়োঃ
সংযোগস্ত-হঃখদস্ত নিবৃত্তাপ্য ইত্যত আহ—অশ্বনঃ অশরীরস্ত নিবৃত্তদেহজ্ঞানাস্ত
যোগিনো হৃদয় শোকনীড় নাস্তি । কথং তহি সমাবেশপি ব্যুত্তিষ্ঠীত্যাহ—নদী চিন্তনদী,
বেগেন বর্জতে স্ফুটাবস্থাপন্নস্ত স্বপ্নদর্শনকং সমাহিতোখিতস্তায়ং প্রপঞ্চো দৃষ্টিসমময়মাত্রজাত

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“মৎস্ত নিজিত হইয়াও নয়ন মুদ্রিত করে না, অণ্ড (ডিম)
জন্মবার পর স্পন্দিত হয় না, প্রস্তরময় বিগ্রহের হৃদয় নাই এবং নদী বেগদ্বারা বৃদ্ধি
পায়” ॥৫৬॥

যক্ষ বলিল—“বিদেশগামীর মিত্র কে ? গৃহস্থের মিত্র কে ? রোগীর মিত্র কে ?
এক আসন্নমৃত্যু লোকেরই বা মিত্র কে ?” ॥৫৭॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“বিদেশগামীর মিত্র—সহচর (সাথী), গৃহস্থের মিত্র—
ভার্য্যা, রোগীর মিত্র—চিকিৎসক এবং আসন্নমৃত্যু লোকের মিত্র—দান” ॥৫৮॥

যক্ষ উবাচ ।

কোহতিথিঃ সৰ্ভূতানাং কিং শ্বিদ্ধাৰ্থং সনাতনম্ ।

অমৃতং কিং শ্বিদ্রাজেন্দ্র ! কিং শ্বিৎ সৰ্বমিদং জগৎ ॥৫৯॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

অতিথিঃ সৰ্বভূতানামগ্নিঃ সোমো গবায়ুতম্ ।

সনাতনঃ সত্যধৰ্মো বায়ুঃ সৰ্বমিদং জগৎ ॥৬০॥

যক্ষ উবাচ ।

কিং শ্বিদেকো বিচরতি জাতঃ কো জায়তে পুনঃ ।

কিং শ্বিদ্ধিমশ্চ ভৈষজ্যং কিং শ্বিদাবপনং মহৎ ॥৬১॥

ভারতকৌয়দী

ক ইতি । অতিথিঃ ভবনে ভোক্তা । সনাতনং নিত্যম্ । অমৃতং স্থা ॥৫৯॥

অতিথিরিতি । অগ্নিঃ সৰ্বভূতানামেবাতিথিঃ সৰ্বজৈব ভোক্তা, সোমঃ সোমরসঃ গোবায়ুতং গবায়ুতং গোহৃৎকং অমৃতম্ । সত্যধৰ্ম এব সনাতনো ধৰ্মঃ সৰ্বব্রাহ্মণ্যায় । ঐশ্বৰ্য্যক্রমেণোক্তর-
মনয়োঃ । ইদং সৰ্বং জগচ্চ বায়ুর্বায়ুতম্ ॥৬০॥

কিমিতি । ভৈষজ্যম্ ঔষধম্ অব্যভিচারেণ নিবারণকৰ্মিত্যর্থঃ । আশ্রয়ক্ উপায়ে বীজ-
রূপাভে অগ্নিরিতি আবপনং বীজবপনক্ৰমঃ ॥৬১॥

ভারতভাবদীপঃ

ইত্যর্থঃ ॥৫৮—৫৯॥ মনোরোধাশঙ্কস্ত দানমেব শ্রেয় ইত্যাহ—সার্থো যথা প্রসবতো মিত্র-
মেব মরিষতো মর্ত্যস্ত দানং মিত্রমিত্যর্থঃ ॥৫৮—৫৯॥ দানস্ত চিত্ততৃষ্ণিয়ারা যজ্ঞাদৌ
যজ্ঞাদেচ্চ চিত্তেকাগ্রাধারা সমষ্ট্যপাত্তৌ প্রবৃত্তিহেতুশ্চেন চ উপকারকম্যাহ—অতিথিরিতি ।
অগ্নিরাহবনীয়াদিরূপঃ গবায়ুতং কীরং তদেব সোমাত্মং হোতব্যং সোহগ্নং সনাতনো নিত্যো
ধৰ্মঃ অমৃতো সোমহেতুঃ ; তত্র ভাবম্যাহ—বায়ুঃ সৰ্বমিদং জগৎ, “বায়ুরেব ব্যষ্টির্বায়ুঃ সমষ্টি”-
রिति শ্রুতে, পিণ্ডবন্ধাভ্যাকবায়ুরূপত্বপ্রাপ্তৌগৌক্ষদারমিত্যর্থঃ ॥৬০—৬১॥ উক্তলক্ষণস্ত

যক্ষ বলিল—“রাজশ্রেষ্ঠ ! সমস্ত লোকের অতিথি কে ? সনাতন ধৰ্ম কি ?
অমৃত কি ? এবং এই জগৎটা কোন বস্তুময় ?” ॥৫৯॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“অগ্নি—সমস্ত লোকের অতিথি, সত্যধৰ্মই সনাতন ধৰ্ম,
সোমরস ও গোহৃৎকই অমৃত এবং এই সমগ্র জগৎটাই বায়ুতম” ॥৬০॥

যক্ষ বলিল—“কে একাকী বিচরণ করে ? কে জন্মিয়া আবার জন্মে ? হিমের
ঔষধ কি ? এবং বিশাল ক্ষেত্র কি ?” ॥৬১॥

(৬০)---সনাতনোহমৃতো ধৰ্মঃ—বা ব বা নি । (৬১) কিং শ্বিদেকো বিচরতে—বা
ব বা নি ।

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

সূর্য্য একো বিচরতি চন্দ্রমা জায়তে পুনঃ ।

অগ্নিহিমন্ত তৈষজ্যং ভূমিবাবপনং মহৎ ॥৬২॥

যক্ষ উবাচ ।

কিং স্বিদেকপদং স্বর্গ্যং কিং স্বিদেকপদং যশঃ ।

কিং স্বিদেকপদং স্বর্গ্যং কিং স্বিদেকপদং সুখম্ ॥৬৩॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

দাক্যমেকপদং স্বর্গ্যং দানমেকপদং যশঃ ।

সত্যমেকপদং স্বর্গ্যং শীলমেকপদং সুখম্ ॥৬৪॥

ভারতকৌমুদী

সূর্য্য ইতি । একঃ বসমান্বিতীয়রহিতঃ । চন্দ্রমা জাতোহপি কৃৎপক্ষে কক্ষানন্তরং পুনর্জায়তে । অগ্নিহিমন্ত তৈষজ্যম্ অব্যভিচারেণ তদ্বিবাক্যম্ ॥৬২॥

কিমিতি । স্বর্গ্যং স্বর্গদানপেতং স্বর্গোপযোগিতার্থঃ, একপদম্ একমাত্রস্থানং কিং যশঃ ; যশঃ, একমেব পদং স্থানং যত তৎ যশস একমাত্র কারণং কিং বিদিতার্থঃ । স্বর্গ্যং স্বর্গজনকম্, একপদম্ একং স্থানং কারণং কিং যশঃ ; সুখম্, একং পদং স্থানং যত তৎ সুখম্ একমাত্র কারণং কিং বিদিতি তাৎপর্য্যম্ ॥৬৩॥

ভারতভাবদীপঃ

বায়োহপি মহারে কিসবশিত ইত্যাহ—সূর্য্য একো বিচরতে . সূর্য্যবক্তিঃপ্রকাশরূপে আদ্যেবাতি । অবস্থায় তদভাবে চ প্রকাশস্বাসঙ্গয়োঃ সূর্য্য ইব । কুন্ততিঃ প্রপঞ্চ-ভানসত আহ—চন্দ্রমা জায়তে পুনঃ । “চন্দ্রমা মনো ভূষে”তি প্রত্যয়ন এবাবিভাষণাৎ-পত্যতে ততঃ ভূষণপ্রাং জগৎ কল্পয়তি । অবিতানিবৃত্তাণ্যমাহ—অগ্নিহিমন্ত তৈষজ্যম্ “অগ্নিবাগ্ভূষে”তি প্রত্যয়োগেব তদমতাদিকা হিমন্ত সূর্য্যভিতাবকত্বেবিভাজাত্যন্ত উৎসং নিবাকম্ । ভূমিঃ শরীরং তদেব মহাবপনং বিভাজ্য অবিতান্যন্ত নিধানপাত্রম্ ; ইহৈব সংসারিস্ববৎসংসারিব্রহ্মভাবোহপি দাক্যং ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ ॥৬২॥ অত্র দাতাঃ প্রদাতাঃ ব্রহ্মবিজ্ঞানজ্ঞঃ সদাধনমুপক্ৰিয়ম্, ততঃ সন্ততিজ্ঞপদার্থশোভন্ততত্ত্বিত্ত্বপদার্থশোভঃ সদাধনঃ কৃতঃ, ইহানীং পুনঃ প্রকারান্তরেণ সাধনাত্রেব বিঘবন্তস্পদার্থবোভেদং তদমতঃব্রহ্মদ্বী-ত্যাধিমহাবাক্যপ্রতিপাদ্য দর্শয়তি নবভিঃ—কিং স্বিদেকপদমিত্যাধিনা ॥৬৩॥ একপদম্

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“সূর্য্য একাকী বিচরণ করেন, চন্দ্র জন্মিয়া আবার জন্মেন, অগ্নি—হিমের ঔষধ এক পৃথিবী বিশাল ক্ষেত্র” ॥৬২॥

যক্ষ বলিল—“স্বর্গের একমাত্র কারণ কি ? যশের একমাত্র কারণ কি ? স্বর্গের একমাত্র কারণ কি ? এক স্ত্রেরই বা একমাত্র কারণ কি ?” ॥৬৩॥

(৬২) সূর্য্য একো বিচরতে—বা ব ক নি ।

যক্ষ উবাচ ।

কিং সিদ্ধায়া মনুষ্যস্য কিং সিদ্দৈবকৃতঃ সখা ।

উপজীবনং কিং সিদস্য কিং সিদস্য পরায়ণম্ ॥৬৫॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

পুত্র আত্মা মনুষ্যস্য ভাৰ্য্যা দৈবকৃতঃ সখা ।

উপজীবনঞ্চ পৰ্জ্জন্তো দানমস্য পরায়ণম্ ॥৬৬॥

যক্ষ উবাচ ।

ধন্যানামুত্তমং কিং সিদ্ধনানাং স্যাৎ কিমুত্তমম্ ।

লাভানামুত্তমং কিং স্যাৎ স্থানানাং স্যাৎ কিমুত্তমম্ ॥৬৭॥

ভারতকৌমুদী

দাক্ষ্যমিতি । দাক্ষ্যং যজ্ঞাদিক্রিয়ানৈপুণ্যম্, একপদং ধৰ্ম্যম্ ধৰ্ম্মশৈল্যকমাত্রং কারণম্ ; দানম্, একপদং যশঃ যশস একমাত্রং কারণম্ । সত্যম্, একপদং স্বৰ্গং স্বৰ্গশৈল্যকমাত্রং কারণম্ ; তথা নীলং সচ্চরিত্রম্, একপদং সুখং সুখশৈল্যকমাত্রং কারণম্ ॥৬৪॥

কিমিতি । আত্মা বহিভূতমাত্মস্বরূপং বস্তু । দৈবকৃতঃ অসমকৃতঃ সখা সহায়ঃ । উপজীবাতে অনেনেতি উপজীবনং জীবিকানিৰ্ব্বাহোপায়ঃ । পরায়ণং প্রধানাশ্রয়ঃ ॥৬৫॥

পুত্র ইতি । আত্মা বহিভূত মাত্মস্বরূপং তথৈব প্রিয়স্বাৎ । উপজীবনং পৰ্জ্জন্তো মেঘঃ, বৃষ্ট্যা অনাদিজননাৎ । পরায়ণং প্রধানাশ্রয়ঃ, পরলোকেহপাবলম্বনীয়স্বাৎ ॥৬৬॥

ধন্যানামিতি । ধন্যানাং জনানাং গুণেষু মধ্যে কিমুত্তমং স্থিৎ ॥৬৭॥

ভারতভাবদীপঃ

একমেব পৰ্য্যবসানস্থানং দাক্ষ্যে, কৃত্যসৌ ধৰ্ম্মঃ পৰ্য্যবসিত ইত্যর্থঃ । এবমুত্তরম্ ॥৬৪॥
উদ্যোগো দানং সত্যং নীলঞ্চ সেবাং তত্রাপি দানমেব পুত্রবদাত্মা ভাৰ্য্যাবৎ সখা পৰ্জ্জন্তবত্বপ-
জীবনঞ্চ আত্মপ্রদাৎ রমণীয়ফলস্বাদান্নমুপভিষ্ঠতীতি বচনেনোপজীবনহেতুত্বাচ্চেত্যাহ—

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“ধৰ্ম্মের একমাত্র কারণ—যজ্ঞাদিক্রিয়ানৈপুণ্য, যশের একমাত্র কারণ—দান, স্বৰ্গের একমাত্র কারণ—সত্য এবং সুখের একমাত্র কারণ—সচ্চরিত্র” ॥৬৪॥

যক্ষ বলিল—“মানুষের বহিভূত আত্মা কি ? উহার দৈবকৃত সখা কে ? উহার জীবিকানিৰ্ব্বাহের উপায় কি ? এবং উহার প্রধান আশ্রয় কি ?” ॥৬৫॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“মানুষের বহিভূত আত্মা—পুত্র, দৈবকৃত সখা—ভাৰ্য্যা, জীবিকানিৰ্ব্বাহের উপায়—মেঘ এবং প্রধান আশ্রয়—দান” ॥৬৬॥

যক্ষ বলিল—“যজ্ঞ লোকদিগের গুণের মধ্যে কোন্ গুণ উৎকৃষ্ট ? ধনের মধ্যে কোন্ ধন শ্রেষ্ঠ ? লাভের মধ্যে কোন্ লাভ প্রধান ? এবং সুখের মধ্যে কোন্ সুখ উত্তম ?” ॥৬৭॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ধনানামুক্তমং দাক্ষ্যং ধনানামুক্তমং শ্রুতম্ ।

লাভানং শ্রেয় আরোগ্যং জ্ঞানং তুষ্টিরুত্তমা ॥৬৮॥

যক্ষ উবাচ ।

কশ্চ ধর্মঃ পরো লোকে কশ্চ ধর্মঃ সদাকলঃ ।

কিং নিয়ম্য ন শোচন্তি কৈশ্চ সন্ধিন জীর্ঘ্যতে ॥৬৯॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

আনুশংস্তং পরো ধর্মস্তুর্যধর্মঃ সদাকলঃ ।

মনো যস্ত ন শোচন্তি সন্ধিঃ সন্ধিন জীর্ঘ্যতে ॥৭০॥

ভারতকৌমুদী

ধনানামিতি । ধনানাম্ জনানাম্ গুণেষু মধ্যে দাক্ষ্যং কার্ধ্যৈনপুণ্যমুক্তম্ । ধনানাম্ মধ্যে শ্রুত-
শাস্ত্রজ্ঞানমুক্তম্, সর্বদা সাহচর্য্যং দানেন বৃদ্ধম্ । লাভানং মধ্যে আরোগ্যম্, শ্রেয়ঃ শ্রেষ্ঠম্,
চরমম্ । তুষ্টিঃ সন্তোষঃ ॥৬৮॥

ক ইতি । পরঃ শ্রেষ্ঠঃ । সদ্ধা কস্য যস্ত সঃ । নিয়ম্য সংযম্য ॥৬৯॥

আনুশংস্তমিতি । আনুশংস্তম্ অনিষ্টবতঃ দূরেত্যর্থঃ । জরীকথো বেদোক্তধর্মাদিধর্মঃ, সদাকলঃ
নিত্যফলজনকঃ, প্রাধান্যম্ । ধর্ম্য নিয়ম্য ॥৭০॥

ভারতভাবদীপঃ

কিং বিদ্যাস্তেতি ॥৬৮—৬৯॥ ধনস্য ধনায় হিতম্, ধনমপি শ্রুতমেব ন বর্বাদিত্যাহ—উত্তম-
শ্রুতমিতি । লাভ আরোগ্যং ধর্মসাধনম্ । তুষ্টিঃ সন্তোষঃ, উদ্বোধোগোহধায়নআরোগ্যং সন্তোষ-
দৃষ্টবাবণ জানে উপরূপীত্যর্থঃ ॥৬৮—৬৯॥ আনুশংস্তং সর্বভূতাত্তরধানঃ সন্ধ্যায় ইত্যর্থঃ ।
জরী “মোকমরয়রী”তি শ্রুতেশ্বরীশব্দেনাত্র জিহ্বাজঃ প্রণব উচ্যতে, তদ্ব্যস্তিতো ধর্মোৎকর্ষ-
উৎকর্ষকার্যধানং মূলমূল্যকার্যপাষীনাং জন্মেন পূর্বপূর্বভোগরোত্তরম্ প্রবিলিপনেনার্হ-
নাত্মার্থে তুরীয়ে ব্রহ্মণ্যবধানঃ সদ্ধাকলোহিবিনাশিকলঃ মোক্ষহেতুত্বাৎ তস্ত ধর্মস্ত প্রাপ্তো-
বৃণ্যো মনোনিগ্রহঃ এব তবর্তেব জাতাস্তজস্মা ভূত্বা শোকং তবতি মনোনিগ্রহমার্গচ সন্ধিঃ

যুধিষ্ঠির বলিলেন “যন্ত্র লোকদিগের গুণের মধ্যে কার্যদক্ষতা উৎকৃষ্ট গুণ ;
ধনের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞান শ্রেষ্ঠ ধন, লাভের মধ্যে আরোগ্য প্রধান লাভ এবং সুখের
মধ্যে সন্তোষ উত্তম মুখ” ॥৬৮॥

যক্ষ বলিল—“জগতে কোন্ ধর্ম প্রধান ? কোন্ ধর্ম সর্বদা ফল উৎপাদন
করে ? কোন্ বস্তু সযত করিয়া শোক পায় না ? এক কাহাদের সহিত সন্ধি
করিলে তাহা নষ্ট হয় না ?” ॥৬৯॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“দয়্যাই প্রধান ধর্ম, বেদোক্ত ধর্মই সর্বদা ফল

যক্ষ উবাচ ।

কিং নু হিত্বা প্রিয়ো ভবতি কিং নু হিত্বা ন শোচতি ।

কিং নু হিত্বার্থবান্ ভবতি কিং নু হিত্বা স্ত্রী ভবেৎ ॥৭১॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

মানং হিত্বা প্রিয়ো ভবতি ক্রোধং হিত্বা ন শোচতি ।

কামং হিত্বার্থবান্ ভবতি লোভং হিত্বা স্ত্রী ভবেৎ ॥৭২॥

যক্ষ উবাচ ।

কিমর্থং ব্রাহ্মণে দানং কিমর্থং নটনর্তকে ।

কিমর্থং কৈব ভূত্যেযু কিমর্থং কৈব রাজসু ॥৭৩॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ধর্মার্থং ব্রাহ্মণে দানং যশোহর্থং নটনর্তকে ।

ভূত্যেযু ভরণার্থং বৈ ভয়ার্থং কৈব রাজসু ॥৭৪॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি । হিত্বা ত্যক্ত্বা । অর্থবান্ ধনী । প্রথমতৃতীয়পাদয়োঃ সাক্ষরাদিক্যমার্থম্ ॥৭১॥

মানমিতি । মানং গর্বম্ । ন শোচতি চিন্তাসস্তাপং নাহুভবতি । কামমভিলাষম্, অভিলাষেণৈব ধনব্যয়াদিনা যোষিদাদিসংগ্রহাদিতি ভাবঃ ॥৭২॥

কিমর্থমিতি । ভূত্যেযু পুত্রাদিপোস্তবর্গেষু । রাজমিতি বহুবচনং তদীয়প্রধানপুরুষগ্রহণার্থম্ । পরজাপোষম্ ॥৭৩॥

ধর্ম্মেতি । ভয়ার্থমিত্যর্থশব্দো নিবৃত্তার্থঃ । তেন ভয়নিবৃত্তার্থমিত্যর্থঃ ॥৭৪॥

উৎপাদন করে, মনকে সংযত করিয়া শোক পায় না এবং সজ্জনদের সহিত সন্ধি করিলে তাহা নষ্ট হয় না” ॥৭০॥

যক্ষ বলিল—“মানুষ কি পরিত্যাগ করিয়া লোকের প্রিয় হয় ? কি পরিত্যাগ করিয়া চিন্তাসস্তাপ ভোগ করে না ? কি পরিত্যাগ করিয়া ধনী হয় ? এবং কি পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী হয় ?” ॥৭১॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“মানুষ গর্ব পরিত্যাগ করিয়া লোকের প্রিয় হয়, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া চিন্তাসস্তাপ ভোগ করে না, আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া ধনী হয় এবং লোভ পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী হয়” ॥৭২॥

যক্ষ বলিল—“কি জন্ত ব্রাহ্মণকে দান করা হয় ? কিজন্ত নট ও নর্তককে দেওয়া হয় ? কি উদ্দেশ্যে পোষ্যবর্গকে বিতরণ করা হয় ? এবং কি জন্তই বা রাজগণকে বা তাঁহাদের প্রধান পুরুষদিগকে দান করা হয় ?” ॥৭৩॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“ধর্ম্মের জন্ত ব্রাহ্মণকে দান করা হয়, যশের জন্ত নট

যক্ষ উবাচ ।

কেন শ্রিদারুতো লোকঃ কেন দ্বিম প্রকাশতে ।

কেন ত্যজতি মিত্রাণি কেন স্বর্গং ন গচ্ছতি ॥২৫॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

অজ্ঞানেনারুতো লোকন্তমস্যা ন প্রকাশতে ।

লোভাত্যজতি মিত্রাণি সঙ্গাৎ স্বর্গং ন গচ্ছতি ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

কেনেতি । ন প্রকাশতে লোক এব ॥২৫॥

অজ্ঞানেনেতি । প্রায়েণ লোকঃ, অজ্ঞানেন আবৃতঃ প্রতিহতবুদ্ধির্জনঃ ; তমস্যা ন প্রকাশতে
যট ইব লোকে জীবো জীবান্তর্যম । নোকে লোভাদেব মিত্রাণি ত্যজতি, তন্মহাপদং ১৭৬।
লোকঃ সঙ্গাৎ দুর্জ্ঞানসংসর্গাদেব স্বর্গং ন গচ্ছতি, তৎপাপসংক্রমাৎ ১৭৬।

ভারতভাবদীপঃ

কৃপালুভিরেব প্রদর্শনীয় ইতি তাৎপর্যার্থঃ ॥২৫॥ সনোনিগ্রহে দৃষ্টে স্বাক্ষরং মানাদিচতুষ্টয়ভাগ
ইত্যাহ—কিং যু ইতি ॥২১—২২॥ মানাদিভ্যাংগেহপি ধর্মজন্যতোহিত্রাণি ত্রাঙ্কণে দত্তং
যদানং তদেব ধর্মহেতুত্বাদুপকরোতি নান্নত্র দত্তমিত্যাহ—কিমর্থমিতি ॥২০—২১॥ নহু
দানবলাভানাদীনু দ্বিত্বা সনো নিগূহত এবাত্যস্তিকে। দুঃখনাশো ভবিষ্যতি কিং এবিলাপন-
রূপেণ জরোধর্ষণেতাশঙ্ক্যাহ—অজ্ঞানেনিতি । অজ্ঞানকাষণে দুঃখদূষণরীষথয়েন জরাস্বরণ-
শোকমোহাজ্ঞানশ্রয়েণ লোভাত ইতি লোক আস্মা স্বাবৃত্তিস্তিরোহিতঃ কল্পিতভূতস্বপ্নেনেব যজ্ঞঃ,
অতোহজ্ঞাননাশার্থং জরোধর্ষণেতাশঙ্ক্যাহ—নহু স্বজ্ঞেতাং স্বেহবয়স্তাভাবাদজ্ঞাননাশো-
হস্ত্যেব কিং জরোধর্ষণেতাশঙ্ক্যাহ—তমস্যা মূলজ্ঞানেন যবুণ্ডাবপ্যাকৃতোহতো ন প্রকাশতে,
তস্মাদেহজ্ঞয়মপি এবিলাপনরীষমেবেত্যর্থঃ । জ্ঞানাজ্ঞানয়োবেব বিরোধাদজ্ঞানকৃতঃ সংসারো

ও নর্যককে দেওয়া হয়, ভরণের জন্য পোষ্যবর্গকে বিভরণ করা হয় এবং ভয়নিবৃত্তির
জন্য রাজগণকে বা তাঁহাদের প্রধান পুরুষদ্বিগকে দান করা হয়” ॥২৪॥

যক্ষ বলিল—“কে লোক-সকলকে আবৃত্ত করিয়া রাখিয়াছে ? কি জন্য লোক
প্রকাশ পায় না ? মানুষ কি দোষে মিত্র ভাগ করে ? এবং কি দোষেই বা
স্বর্গে যাইতে পারে না ?” ॥২৫॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“অজ্ঞানই লোক-সকলকে আবৃত্ত করিয়া রাখিয়াছে,
তমোবশতই জীব অপর জীবের নিকট স্বরূপে প্রকাশ পায় না, মানুষ লোভবশতই
মিত্র পরিভাগ করে এবং দুর্জ্ঞানসংসর্গবশতই স্বর্গে যাইতে পারে না” ॥২৬॥

যক্ষ উবাচ ।

মৃতঃ কথং শ্রাৎ পুরুষঃ কথং রাষ্ট্রং মৃতং ভবেৎ ।

শ্রাদ্ধং মৃতং কথং বা শ্রাৎ কথং যজ্ঞো মৃতো ভবেৎ ॥৭৭॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

মৃতো দরিদ্রঃ পুরুষো মৃতং রাষ্ট্রমরাজকম্ ।

মৃতমশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধং মৃতো যজ্ঞস্তদক্ষিণঃ ॥৭৮॥

যক্ষ উবাচ ।

কা দিক্ কিমুদকং প্রোক্তং কিমন্নং কিঞ্চ বৈ বিষম্ ।

শ্রাদ্ধস্ত কালমাধ্যাহ্নি ততঃ পিব হরষ চ ॥৭৯॥

ভারতকৌমুদী

মৃত ইতি । পুরুষো জীবন্মপীতি ভাবঃ । রাষ্ট্রং রাজ্যং স্থিতিমপীত্যশয়ঃ । শ্রাদ্ধং সাক্ষ-
মপীত্যভিপ্রায়ঃ । যজ্ঞঃ সুসম্পন্নোহপীতি তাৎপৰ্য্যম্ ॥৭৭॥

মৃত ইতি । জীবন্মপি পুরুষো দরিদ্রঃ সন্ মৃত ইব তিষ্ঠতি জীবৎকার্য্যকরণাসামৰ্থ্যাৎ ।
স্থিতিমপি রাষ্ট্রম্ অরাজকং সৎ মৃতমিব বৰ্জ্যে অচিরেণ লোপসম্ভবাৎ । সাক্ষমপি শ্রাদ্ধম্
অশ্রোত্রিয়ং বিদ্বদ্রাক্ষণরহিতং সৎ মৃতমিব ভবতি পূৰ্ণকলজননাসামৰ্থ্যাৎ । সুসম্পন্নোহপি যজ্ঞঃ
অদক্ষিণঃ সন্ মৃত ইব জায়তে পূৰ্ণকলোৎপাদনাশক্ত্যাৎ ॥৭৮॥

ভারতভাবদীপঃ

ন মনোরোধমাত্রেণ নশ্রুতি কিন্তু সৰ্ব্ববাহেন রজ্জুমধিগম্যৈব যথা সমূলস্ত ভয়স্ত নাশস্তথা
দেহজয়বাহেন স্বরূপাধিগম্যৈব সমূলস্ত সংসারস্ত নাশ ইতি ভাবঃ । অতো লোভসঙ্কো
ত্যক্কা জ্ঞানমেব সাধনীয়মিত্যাহ—লোভাদিতি ॥৭৬—৭৭॥ লোভসঙ্কমোরত্যাগে দোষমাহ—
মৃত ইতি । দরিদ্রো লুপ্তচিত্তঃ স দানাত্তসমর্থস্বেন মৃত এব তজ্জ দৃষ্টান্তঃ মৃতং রাষ্ট্রমিব রাষ্ট্রং
প্রাণভূমিপতে: সঞ্চারস্থানং শরীরং স্বরাজকং নষ্টপ্রাণং যথা তথা দরিদ্রো জীবন্মৃত ইত্যর্থঃ ।

যক্ষ বলিল—“মানুষ জীবিত থাকিয়াও কেন মৃতের তায় থাকে ? রাজ্য ঠিক
থাকিয়াও কেন মৃততুল্য হইয়া পড়ে ? শ্রাদ্ধ সাক্ষ হইয়াও কেন মৃতের তায়
(অসম্পন্ন) হয় ? এবং যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইয়াও কেন মৃতের তায় (অসম্পন্ন)
হয় ?” ॥৭৭॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“মানুষ জীবিত থাকিয়াও দরিদ্র হইয়া মৃতের তায় থাকে,
রাজ্য ঠিক থাকিয়াও অরাজক হইয়া মৃততুল্য হইয়া পড়ে, শ্রাদ্ধ সাক্ষ হইয়াও
পণ্ডিতব্রাহ্মণশূত্র হইলে মৃতের তায় (পণ্ড) হইয়া যায় এবং যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইয়াও
দক্ষিণাশূত্র হইলে মৃততুল্য (পণ্ড) হয়” ॥৭৮॥

যক্ষ বলিল—“দিক্ কি ? জল কি ? অন্ন কি ? বিষ কি ? এবং শ্রাদ্ধের
কাল কি ? তাহা বল, পরে জল পান কর এবং হরণ কর” ॥৭৯॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

সন্তো দিগ্ জলমাকাশং গৌরম্ প্রার্থনা বিষম্ ।

শ্রীদ্রুপ্ত ব্রাহ্মণঃ কালঃ কথং বা যক্ষ ! মন্যসে ॥৮০॥

ভারতকৌমুদী

কেতি । কালম্ অমাবস্তাপরাহ্মণ্যব্যতিরিক্তমিত্যাশয়ঃ ॥৭৯॥

সন্ত ইতি । সন্তঃ সাধব এব দিক্, সর্বথা গমনীয়মাং । আকাশমেব জলম্, জীবনহেতুমাং ।
গৌর্মেঘেবৈব অন্নং তৎস্বরূপা, গৌরাদিমানেন তৎকার্য্যকরণমাং । মানিজনস্ত প্রার্থনৈব বিষম্,
যাতনাল্লভকমাং । ব্রাহ্মণঃ পণ্ডিতপাবনব্রাহ্মণভাকাল এব শ্রীদ্রুপ্ত কালঃ, “অব্যব্রাহ্মণসম্পত্তিঃ”
ইত্যাদিস্বত্যা অযাবত্ৰাদিতুল্যাভিধানাং ॥৮০॥

ভারতভাবদীপঃ

অগ্রিমং দৃষ্টান্তবয়ং শ্রুতিপ্রসিদ্ধমব ॥৭৮-৭৯॥ এব লোভাদিত্যাগেন দানাত্তহষ্ঠানেন
শমাদিসম্পত্ত্যা চ যুক্তস্ত প্রবণাদিসতো যজ্ঞজাতবায় ব্রহ্মৈশ্বর্য্যং তদাহ—কা দিগিতি ।
সন্তো বেদপ্রমাণনিষ্ঠাঃ দিক্ দিশভূপদিশতীতি দিশপদেষ্টায় ইত্যর্থঃ । আচার্য্যবচনাদ্রুপ্ত
জাতব্যমিতি ভাবঃ । তথা “জলং পঞ্চম্যাহতাবাপঃ পূর্ববচনো ভবতী”তি শ্রুতের্জলং পিণ্ড-
ব্রহ্মাণ্ডাত্মকং কার্য্যং তদভিমানো চেতনশ্চ তেন ব্যাট্টগম্যজীবো লক্ষ্যতে, আকাশঃ “সর্ব্বাণি
হ বা ইমানি ভূতান্ত্রাকাশাদেব সমুৎপন্নস্ত আকাশেহস্তং যজ্ঞী”তি শ্রুতেরাকশোহব্যাকৃতজ
কার্য্যং তদভিমানী ঈশ্বরজ্ঞেনোচ্যতে । অনরোজলমাকাশমিতি সামান্যধিক্বরণ্যভেদ
উপাধাংশপ্রহাণেনোভয়ঞ্চ উক্তচিন্নাজলক্ষ্যা সৌম্যং দেবদত্ত ইত্যজ্ঞেব তদেতৎকালরূপ-
বিশেষণপ্রহাণেন দেবদত্তবরূপমাজলক্ষণম্, এতাবানেব সর্ব্বেষু বেদান্তেষু জাতব্যোহর্থঃ ।
নহ্ম ব্যবর্জকে উপাধিভেদে জাগ্রতি সতি কথমনত্রোরভেদঃ শ্রুত আহ—গৌরম্মিতি ।
গচ্ছতীতি গৌরিত্রিয়ং তদ্রোহঃ শব্দার্থং জাত বা তদ্বয়মদনীয়ং প্রবিলাপনীয়ং সৈন্ধবোদক-
জ্ঞানেন । যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাপ্ত উদকমেবাহুবিলায়তে । অত্র জ্ঞেতে সর্ব্ব একং
ভবতীত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ উপাধ্যোমিখ্যাভাদেব বজ্ররূপবৎ প্রবিলয়ঃ সূক্ষমাঘ্য ইত্যর্থঃ । প্রার্থনা-

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“সাধুজনই দিক্, আকাশই জল, গরুই অন্নসংগ্রহকারক,
মানী লোকের বাজ্ঞা করাই বিষ এক পণ্ডিতপাবন-ব্রাহ্মণ-প্রাপ্তিকালই শ্রীদ্রুপ্ত
কাল । যক্ষ ! আপনিই বা কি মনে করেন ?” ॥৮০॥

(৮০) স্নোকাৎ পরং কতিপয়পুস্তকে সপ্তবিশতিস্নোকা অধিকা দৃষ্টান্তে । তে চ পুনরুক্তি-
দোষদূষ্টমাং অকিঞ্চিকরপ্রস্তোত্তরবাহন্যাং ভাবাবৈষম্যপ্রতীতেষু নোপস্থিত্যন্তে । তে যথা—

যক্ষ উবাচ । তপঃ কিং লক্ষণং প্রোক্তং কো দমশ্চ প্রকীৰ্ত্তিতঃ । ক্ষমা চ কা পরা প্রোক্তা কা
চ হ্রীঃ পরিকীৰ্ত্তিতা ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ । তপঃ স্ববর্ষবর্জিত্বং মনসো দমনং দমঃ । ক্ষমা হৃদ-
সহিষ্ণুত্বং দ্রৌপদ্যনিবর্তনম্ ॥২॥ যক্ষ উবাচ । কিং জ্ঞানং প্রোচ্যতে ব্রাহ্মণ ! কঃ শমশ্চ প্রকী-
ৰ্ত্তিতঃ । দমঃ চ কা পরা প্রোক্তা কিং চার্ষ্যবয়দ্বাক্যতম্ ॥৩॥ যুধিষ্ঠির উবাচ । জ্ঞানং তদ্ব্যর্থ-

সম্বোধঃ শম্ভিচন্দ্রপ্রশান্ত। দ্বয়া সৰ্বমুখৈবিত্তমাজ্জিক সমচিন্তিতা ॥৪॥ যক্ষ উবাচ। কঃ শত্রু-
 দুৰ্জয়ঃ পুংসাং কশ্চ ব্যাধিরনন্তকঃ। কীদৃশশ্চ শ্বতঃ সাধুবসামুঃ কীদৃশঃ শ্বতঃ ॥৫॥ যুধিষ্ঠির উবাচ।
 জ্যোতঃ হৃদয়ঃ শত্রুলোভো ব্যাধিরনন্তকঃ। সৰ্বভূতহিতঃ সাধুবসাধিনিদ্রয়ঃ শ্বতঃ ॥৬॥ যক্ষ
 উবাচ। কো মোহঃ প্রোচ্যতে বৰ্জিন্। কশ্চ যানঃ প্রকীর্তিতঃ। কিমানন্তকঃ বিজ্ঞেয়ঃ কশ্চ
 শোকঃ প্রকীর্তিতঃ ॥৭॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। মোহো হি ধৰ্মমূঢ়কঃ যানভ্রাত্তাভিমানিতা। ধৰ্ম-
 নিষ্ক্রিয়তালম্ভঃ শোকস্তজ্ঞানমূঢ়্যতে ॥৮॥ যক্ষ উবাচ। কিং হৈৰ্ষমুখিভিঃ প্রোক্তং কিঞ্চ ধৈর্য-
 মুদাহৃতম্। যানঞ্চ কিং পরং প্রোক্তং দানঞ্চ কিমিহোচ্যতে ॥৯॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। স্বধৰ্মে
 স্থিরতা। হৈৰ্যং ধৈর্যমিতিয়নিগ্রহঃ। যানং মনোমলভ্যাগো দানং বৈ ভূতরক্ষণম্ ॥১০॥
 যক্ষ উবাচ। কঃ পণ্ডিতঃ পুমান্ জ্ঞেয়ো নান্তিকঃ কশ্চ উচ্যতে। কো মূৰ্খঃ কশ্চ কামঃ স্তাং কো
 মংসর ইতি শ্বতঃ ॥১১॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। ধৰ্মজঃ পণ্ডিতো জ্ঞেয়ো নান্তিকো মূৰ্খ উচ্যতে। কামঃ
 সংসারহেতুশ্চ হতাপো মংসরঃ শ্বতঃ ॥১২॥ যক্ষ উবাচ। কোহহঙ্কার ইতি প্রোক্তঃ কশ্চ দমঃ
 প্রকীর্তিতঃ। কিং তর্দৈকঃ পরং প্রোক্তং কিং তৎপৈত্তম্যমূঢ়্যতে ॥১৩॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। মহাজ্ঞান-
 মহাকারো দম্যো ধৰ্মো ধর্যো ধর্যোজ্ঞেয়ঃ। দৈবং দানকলং প্রোক্তং পৈত্তম্যং পরদূষণম্ ॥১৪॥ যক্ষ
 উবাচ। ধৰ্মচাৰ্যশ্চ কামশ্চ পরম্পরবিরোধিনঃ। এবাং নিত্যবিকল্পানং কথমেবমুচ্যতে ॥১৫॥
 যুধিষ্ঠির উবাচ। যদা ধৰ্মশ্চ তর্ধ্যা চ পরম্পরবশাহুগো। তদা ধৰ্মাৰ্থকামান্যং জ্ঞাপ্যামি সঙ্গমঃ
 ॥১৬॥ যক্ষ উবাচ। অক্ষয়ো নরকঃ কেন প্রাপ্যতে ভারতবর্ষ।। এতন্মে পূজিতঃ প্রপ্ন
 তজ্জীজ্ঞ বভূবুর্হসি ॥১৭॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। ব্রাহ্মণঃ শ্রমমাহুয় যাতমানমকিঞ্চনম্। পশ্চান্নাতীতি
 যো ব্রাহ্মণঃ সৌহৃদ্যং নরকং ব্রজেৎ ॥১৮॥ বেদেবু ধৰ্মশাস্ত্রেবু মিথ্যা যো বৈ বিজাতিবু। দেবেবু
 পিতৃধৰ্মেবু সৌহৃদ্যং নরকং ব্রজেৎ ॥১৯॥ বিত্তমানে ধনে লোভান্দানভোগবিবজ্জিতঃ। পশ্চান্না-
 তীতি যো ব্রাহ্মণঃ সৌহৃদ্যং নরকং ব্রজেৎ ॥২০॥ যক্ষ উবাচ। রাজন্। কুলেন কুলেন স্বাধ্যায়েন
 শ্রুতেন বা। ব্রাহ্মণ্যং কেন ভবতি প্রকৃতং হুনিশ্চিতম্ ॥২১॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। শূব্ৰ যক্ষ।
 কুলং তাত। ন স্বাধ্যায়ো ন চ শ্রুতম্। কারণং হি বিজ্ঞেয়ে চ বৃত্তম্বেব ন সংশয়ঃ ॥২২॥ বৃত্তং
 যজ্ঞেন সংরক্ষ্য ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ। অক্ষীণবৃত্তো ন ক্ষীণো বৃত্ততম্ভ হতো হতঃ ॥২৩॥ পঠকাঃ
 পাঠকাশ্চৈব যে চাত্তে শাস্ত্রচিন্তকাঃ। সৰ্ব্বে ব্যসনিনো মূৰ্খা যঃ ক্রিয়াবান্ ন পণ্ডিতঃ ॥২৪॥ চতু-
 বেদোহপি দুবৃত্তঃ স শূদ্রাদতিরিচ্যতে। যোহগ্নিহোজপয়ো দাস্তঃ স ব্রাহ্মণ ইতি শ্বতঃ ॥২৫॥ যক্ষ
 উবাচ। প্রিয়বচনবারী কিং লভতে বিশ্বশিতকার্যকরঃ কিং লভতে। বহুমিত্রকরঃ কিং লভতে
 ধৰ্মে রতঃ কিং লভতে কথম্ ॥২৬॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। প্রিয়বচনবারী প্রিয়ো ভবতি বিশ্বশিতকার্য-
 করোহধিকং জয়তি। বহুমিত্রকরঃ স্থং বসতে যশ্চ ধৰ্মরতঃ স গতিং লভতে ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

তপ-স্বাস্থ্যইকশ্চ জ্ঞানসাধনশ্চ লক্ষণাজাহ দ্ব্যভ্যাং—তপঃ স্বধৰ্মেতি ॥১—৫॥ জ্যোতলোভ-
 নির্দয়ত্বানি ত্যক্তা সৰ্বভূতহিতঃ ত্রাদিত্যর্থঃ ॥৬—৭॥ ত্রিভির্মোহাদীনাম্ লক্ষণাজাহ মোহো
 হীত্যাদিনা ॥৮—১১॥ নান্তিকো নান্তি পরলোক ইতি বাদী স এব মূৰ্খো ন ততো-
 হন্তঃ পৃথক্ মূৰ্খঃ প্রথবা ইত্যর্থঃ। সংসারহেতুর্বাসনা ॥১২—১৩॥ মহচ্চ জ্ঞানং চাহঙ্কারঃ
 ধৰ্মো ধর্যোজ্ঞেয়ো ধর্যবহুজ্ঞতো লোকেবু খ্যাতির্ধ্যঃ, দমঃপৈত্তম্যানি ত্যক্তা দৈবাবীনো

যক্ষ উবাচ । ৭

কা চ বার্তা কিশাচর্য্য কঃ পশ্যঃ কশ্চ মোদতে ।

মমৈতাংশ্চতুরঃ প্রস্থান্ কথয়িত্বা জলং পিব ॥৮১॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে সূর্য্যায়িনা রাত্রিদিনেন্নেহ ।

মাসতৃদুবর্ষপরিঘট্টনেন ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্তা ॥৮২॥

ভারতকৌমুদী

কেতি । বার্তা বৃত্তান্তঃ প্রাধাত্তেন জগদ্ব্যাপার ইত্যর্থঃ, আশ্চর্য্যমপি প্রাধাত্তেনৈব ; পশ্য ধর্মা-
চরণমার্গঃ, মোদতে প্রাধাত্তেনানন্দমহতবতি ॥৮১॥

অস্মিন্মিত্তি । অখণ্ডঃ কালঃ কৰ্ত্তা, অস্মিন্ জ্ঞানিসাংগেইব জায়মানো মহামোহময়ে মহামোহ-
বন্ধপে কটাহে নিক্ষিপ্যতি শেখঃ, সূর্য্য এবায়িক্তেন, রাত্রিযুক্তং দিনং রাত্রিদিনং তমেবেকমং তেন,
মাসাশ্চ ঋতবৎ দর্ষ্যঃ দ্ব্যস্তাকারমপি পাকসাধনানি তাঙ্গাং পরিঘট্টনেন চালনেন চ, ভূতানি
ক্ষিত্যদীনি আগ্নিনশ্চ, পচতি পরিণময়তি, ইতি বার্তা প্রাধাত্তেন জগদ্ব্যাপারঃ । অতো যুক্তয়ে
যতিতব্যমিতি তাবঃ ॥৮২॥

ভারতভাবদীপঃ

কালঃ স এব বিবসিব বিহং জন্মমরণহেতুত্বাৎ, অন্তঃ কালং তত্ত্বা গুরুপাদেশেন প্রপঞ্চ-
প্রবিশাণ্য প্রত্যগ্ভ্রমণোরভেদং সাক্ষাৎ কুর্যাদিত্যর্থঃ । ব্রহ্মণো ব্রহ্মবিশ্ব প্রাক্তত্ব প্রধ্বয়া
প্রদেয়ত্ব কালঃ সমগ্রঃ যদৈব সৎপাত্নাত্তদৈব ধর্মজ্ঞানাদিকল্পদ্বয়েণ শিকণীয়ত্বঃ । সমাপ্তা
সমাদানা ব্রহ্মবিজ্ঞা তদাশক্ত্যস্তপি জ্ঞানসাধনানি তদ্রূপানি চ প্রট্টয়িত্বঃ পূর্ব্বং বরং ভ্রাতৃ-
জীবনাদিসংখ্যং ন দদাত্যতো ধর্মরাজঃ পরামুশতি কথং বা যক্ষ মন্ত্রনে ইতি । তব যতে
এতাবতা কৃতকৃত্যত্মমস্তি নাস্তি বেত্তি প্রমোদিত্যর্থঃ ॥৮০-৮১॥ কথোপাস্তিজ্ঞানানামন্ত-

যক্ষ বলিল—“বার্তা কি ? আশ্চর্য্য কি ? পথ কি ? এক কে আমোদ করে ?
আমার এই চারিটা প্রশ্নের উত্তর বলিয়া জল পান কর” ॥৮১॥

যদৃচ্ছানান্তনন্ততো নির্গন্তো নিষ্কাশচ ধর্মমাত্রয়ে ইত্যর্থঃ ॥১৫-১৫। নব্বকানরোবিরোধিনোঃ
সত্যোত্তমশো ধর্মো দুর্ব্বলেষ্টে ইত্যশঙ্ক্যাহ—যদেতি । ধর্মোহয়িহোজ্ঞানিঃ পারিত্রাণ্যবজ্ঞাধ্যাবিরোধী
ন ভবতি, যদা চ ভার্গ্যা দানাদিপ্রতিবন্ধকং বিনা ধর্মো বিরোধিনী ন ভবতি । তদা
ধর্মোহর্থান্ প্রাপ্তে, ভার্গ্যা চ কাম প্রযয়তি ; তেন জিবর্গেহিহং নক্ষম্য প্রাপ্নোতি । তদা চ
গৃহিণামপ্যস্মি ধর্মবারেণ মোক্ষেহধিকার ইত্যুক্তম্ ॥১৬। অকস্মাৎ নরকো নিত্যসংসারিত্বম্ ॥১৭।
তদেতু্যম্বিরীঃ সম্পদমাহ—ব্রাহ্মণমিত্যাধিনা ॥১৮-১৮। বাধ্যায়োনাক্ষরবাস্ত্বা ঋতেন তদর্থে-
প্রহর্গেন সার্থবোধার্থিগমেনেত্যর্থঃ ॥২০। কুলং ন কারণং সাধ্যায়ঃ ঋতঞ্চ যক্ষঃ স্মিন্ধৈকম্বেব, তদপি
ন কারণমিতি মোক্ষম্য ॥২১-২১। অতিরিক্তায়ে নীচতয়ামিতি শেখঃ ॥২৫-২৫॥

৭ ইতঃ প্রভৃতি পঞ্চ শ্লোকঃ কচিং সত্তি, কচিন্ন সত্তি, কচিল্ল বিভিন্নপ্রকারাঃ সত্তি ।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্ ।

শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্ ॥৮৩॥

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্ ।

ধৰ্ম্মস্য তদ্বৎ নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পস্থাঃ ॥৮৪॥

দিবসস্তার্ক্যমে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ ।

অনূণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর ! মোদতে ॥৮৫॥

ভারতকৌমুদী

অহনীতি । ভূতানি প্রাণিনঃ অহন্যহনি যমমন্দিরং গচ্ছন্তি ; তৎ পঞ্চস্তোহপি শেষা অবশিষ্টাঃ প্রাণিনঃ, স্থিরত্বং চিরস্থায়িত্বমাত্মনামিচ্ছন্তি, অতঃ পরং কিমাশ্চর্য্যম্, আত্মনামপি তথাআবশ্যজ্ঞানাদিত্যাশয়ঃ ॥৮৩॥

বেদা ইতি । বেদা বিভিন্না বিশেষেণ ভিন্নভিন্নমতবাদিনঃ । যথা “একমেবাদ্বিতীয়ম্” “দ্বা স্পৰ্শা সযুজা সখায়া” ইতি । স্মৃতয়োহপি বিভিন্নাঃ । যথা “নির্কাস্তা ব্যাভিচারিণাঃ” “ন জী দুহন্তি জ্বায়েণ” । নাসাবিতি । যথা দর্শনশাস্ত্রাদিষু কশ্চিন্মুনিঃ ক্লেশকৰ্ম্মাদিশূন্যমীশ্বরং বদতি, কশ্চিৎ সঙ্গম, কশ্চিরিগুণম্, কশ্চিন্নিত্যময়ম্, কশ্চিত্তু নাস্তীকরোত্যেবেতি । তর্হি স্বয়ং দৃষ্টা ধৰ্ম্ম-মাশ্রয়েত্যাহ - ধৰ্ম্মশ্রেতি । গুহায়াং গুহাবদজ্ঞেয়স্থানে । তর্হি কং আশ্রয়ণীয় ইত্যাহ—মহাজনো রামধমাত্যাদির্ধেন পথা গতঃ, স পস্থা আশ্রয়ণীয়ঃ ॥৮৪॥

ভারতভাবদীপঃ

রক্ষসাধনং বৈরাগ্যমাহ—প্রপ্ৰচতুষ্টিয়োত্তরত্বেন ; অস্মিন্নিতি । ভূজ্যমানা অপি জ্ঞাদয়ো ন চিরস্থায়িন ইতি সৰ্ব্বতো বৈরাগ্যমেবাশ্রয়েদিতি ভাবঃ ॥৮২॥ অহনীতি । দেহস্ত বিনাশিত্ব-মহুসঙ্কায় প্রাপ্তানপি ভোগান্ত্যাক্তা শীঘ্রং পরমার্থায় যতিতব্যমিত্যর্থঃ ॥৮৩॥ তর্ক ইতি । অপ্রতিষ্ঠে নির্ণয়শূন্যঃ, স্মৃতয়োহপি বিভিন্নাঃ পরস্পরবিরুদ্ধার্থবাদিনঃ, মুনয়োহপি তদ্ব্যাখ্যা-তারস্তাদৃশা এব ; অতোহনন্তাত্ব ধৰ্ম্মশাস্ত্রাদিবিজ্ঞাত্ব শ্রমমকৃত্বা বহুজনসম্মতমেব মার্গমহুসরে-দিত্যর্থঃ ॥৮৪॥ হে বারিচর ! হে যক্ষ । স্বপ্নং প্রবাসং চাকুর্কম্ যদৃচ্ছানাভসম্ভটৌ ভবেদিত্যর্থঃ

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“সূর্য্যরূপ অগ্নি এবং দিন ও রাত্রিরূপ কাষ্ঠদ্বারা এবং মাস ও ঋতুরূপ দাবী (হাতা) সঞ্চালিত করিয়া প্রাণিগণকে এই মহামোহরূপ কটাহে নিক্ষেপ করিয়া কাল তাহাদিগকে পাক করিতেছেন ; ইহাই বার্তা ॥৮২॥

প্রাণীরা প্রত্যহই যমালয়ে যাইতেছে—ইহা দেখিয়াও অবশিষ্ট প্রাণীরা চিরস্থায়িত্ব ইচ্ছা করে ; ইহা হইতে আর আশ্চর্য্য কি আছে ! ॥৮৩॥

বেদ বিভিন্ন, স্মৃতি বিভিন্ন এবং এমন মুনি নাই, যাহার মত ভিন্ন নহে । তা’র পর, ধৰ্ম্মের তত্ত্ব অজ্ঞেয়স্থানে রক্ষিত আছে ; স্মৃতরাং প্রধান প্রধান লোক যে পথে গিয়াছেন, সে-ই পথ ॥৮৪॥

যক্ষ উবাচ ।

আখ্যাতা মে ত্বয়া প্রশ্না যাখাতথ্যং পরন্তপ ! ।

পুরুষঞ্চ সমাখ্যাহি যশ্চ সর্বধনেশ্বরঃ ॥৮৬॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

দিবং স্পৃশতি ভূমিঞ্চ শবং পুণ্যেন কৰ্ম্মণা ।

যাবৎ স শব্দো ভবতি তাবৎ পুরুষ উচ্যতে ॥৮৭॥

তুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে যশ্চ স্তুতুঃখে তথৈব চ ।

অতীতানাগতে চোভে স বৈ সর্বধনেশ্বরঃ ॥৮৮॥

ভারতকৌমুদী

দিবসস্তেতি । হে বারিচর ! জলচর ! বকরূপিয়ক্ষ ! যো নরঃ অষ্টধাবিত্তস্ত দিবসস্ত
অষ্টমে ভাগে ভাগান্তরাগাং শাকসংগ্রহণেনৈবাতিক্রমাদিতি ভাবঃ, স্বভোজনায় শাকং শাকমাত্রং
পচতি, অনূগী চ অপ্রবাসী চ তিষ্ঠতি, স নর এব মোদতে, অনন্তাধীনত্বাৎ ॥৮৫॥

আখ্যাতা ইতি । যাখাতথ্যং যথা স্তাত্তথা আখ্যাতাঃ । পুরুষং শ্রেষ্ঠং নরম্ ॥৮৬॥

দিবমিতি । শব্দো যশ্চ প্রশংসাবাদঃ । ভবতি লোকমুখে প্রবর্ততে ॥৮৭॥

তুল্যে ইতি । স বৈ সর্বধনেশ্বরঃ, ব্রহ্মজ্ঞানলাভাদিত্যাশয়ঃ ॥৮৮॥

ভারতভাবদীপঃ

৮৫। কৰ্ম্মজ্ঞানফলে বিবেক্তুং পৃচ্ছতি—আখ্যাতা ইতি । যাখাতথ্যং যথার্থং যথা স্তাত্তথা
পুরুষং পুৰি শরীরে বসতীতি পুরুষন্তং জীবন্তমিত্যর্থঃ । কো জীবতি কশ্চাবাস্তসকলকাম
ইতি প্রশ্নো ॥৮৬॥ তত্ত্বোক্তন্তরং দিবমিতি দ্বাভ্যাম্ । পুণ্যেন কৰ্ম্মণা সকায়েন নিকামেন
বা দুষ্কৃতিব্যাপী কীৰ্ত্তিশব্দো ভবতি, যাবৎ কীৰ্ত্তিরস্তি তাবজীবতীত্যর্থঃ । পশাদিহলোকে
পূৰ্ব্ববাসনাত্তরুণাণি কৰ্ম্মাণি কৰোতি, তত্রাপি সোপানারোহক্ৰমেণ নিকামো মৃচ্যতে, অব-
রোহক্ৰমেণ সকাষোহধিকমধিকং বাসনাপার্শৈবধ্যত ইতি বিবেকঃ ॥৮৭॥ তুল্যে ইতি ।
ব্রহ্মবিদেব সর্বধনো যন্তমাত্মানমহুবিজ্ঞ বিজানাতি সৰ্বাংশ লোকানাপ্নোতি সৰ্বাংশ

আর বক । যে লোক অনূগী ও অপ্রবাসী থাকিয়া দিনের অষ্টমভাগে
(সন্ধ্যাকালে) শাকমাত্র পাক করে, সেই লোকই আমোদ অনুভব করে” ॥৮৫॥

যক্ষ বলিল—“পরন্তপ যুধিষ্ঠির ! তুমি যথাযথভাবে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর
বলিয়াছ ; এখন যিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ এবং যিনি সকল ধনের অধীশ্বর, তাঁহাদের কথা
বল” ॥৮৬॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“ধৰ্ম্মকৰ্ম্মনিবন্ধন যাহার প্রশংসাবাদ স্বর্গ ও মর্ত্যকে স্পর্শ
করে এবং সেই প্রশংসাবাদ যতকাল থাকে, ততকালই তিনি পুরুষ ॥৮৭॥

(৮৬) আখ্যাতাঃ...পুরুষজ্ঞানীঃ আখ্যাহি—বা ব ক নি ।

যক্ষ উবাচ ।

ব্যাখ্যাতঃ পুরুষো রাজন্ ! যশ্চ সৰ্ব্বধনেশ্বরঃ ।

তস্মাত্ত্বমেকং ভ্রাতৃণাং যমিচ্ছসি স জীবতু ॥৮৯॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

শ্রামো য এষ রক্তাক্ষো বৃহচ্ছালঃ ইবোচ্ছিতঃ ।

ব্যূঢ়োরক্ষো মহাবাহুর্নকুলো যক্ষ ! জীবতু ॥৯০॥

যক্ষ উবাচ ।

প্রিয়ন্তে ভীমসেনোহয়মর্জুনো বঃ পরায়ণম্ ।

স কস্মাকুলং রাজন্ ! সাপত্ত্ব জীবমিচ্ছসি ॥৯১॥

ভারতকৌমুদী

ব্যাখ্যাত ইতি । ভ্রাতৃণামেকমিত্যপি যুধিষ্ঠিরস্ত ধর্মজ্ঞানপরীক্ষার্থমুক্তম্ ॥৮৯॥

শ্রাম ইতি । শ্রামঃ কাক্ষনবর্ণঃ । তৎপরিভাষা তু আগ্রবোক্তা । শালো বৃক্ষঃ, উচ্ছিত উন্নতঃ । ব্যূঢ়ঃ হৃদয় উরো বক্ষো যন্ত সঃ ॥৯০॥

প্রিয় ইতি । পরায়ণঃ প্রধানাবলম্বনম্ । সাপত্ত্ব মাতুঃ সপত্ন্যাঃ পুত্রম্ ॥৯১॥

ভারতভাবদীপঃ

কামানিতি তত্রৈবাপ্তমকলকামত্বতঃ তস্ত বাভাবিকমিদং লক্ষণং তুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে ইতি । তদেব নাধকস্ত যত্নসাধ্যং জ্ঞানসাধনমিত্যাচ্যতে । যথোক্তম্—“উৎপন্নাত্মপ্রবোধস্ত হৃষেই আদয়ো গুণাঃ । অযত্নতো ভবন্ত্যস্ত ন তু সাধনরূপিণঃ ।” ইতি ॥৮৮॥ এবং পুত্রস্ত জ্ঞানং পরীক্ষ্য ধর্মে

আর বাঁহার নিকট প্রিয় ও অপ্রিয়, সুখ ও দুঃখ এবং ভূত ও ভবিষ্যৎ—এই দুই ছ-ই সমান, তিনিই সকল ধনের অধীশ্বর” ॥৮৮॥

যক্ষ বলিল—“রাজা ! তুমি পুরুষের বিষয় এবং সর্বধনেশ্বরের বিষয় বলিয়াছ ; অতএব তুমি তোমার ভ্রাতাদের মধ্যে বাঁহাকে ইচ্ছা কর, তিনি জীবিত হউন” ॥৮৯॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“যক্ষ ! এই যিনি—কাক্ষনবর্ণ, রক্তনয়ন, বৃহৎ শালবৃক্ষের ছায় উচ্চ, দৃঢ়বক্ষা ও মহাবাহু, সেই নকুল জীবিত হউন” ॥৯০॥

যক্ষ বলিল—“রাজা ! এই ভীমসেন তোমার প্রীতিভাজন এবং অর্জুন

(৮৯)....যশ্চ সৰ্ব্বধনী নরঃ—বা ব কা নি । (৯১) শ্রোকাৎ পরং পুনরুক্ত্যর্থকমিদং শ্রোকজয়মধিকম্ । যথা—‘যস্ত নাগসহস্রৈঃ দশসংখ্যৈঃ বৈ বলম্ । তুলাং তং ভীমমুৎসজ্য নকুলং জীবমিচ্ছসি । তর্ধৈনং যত্নজাঃ প্রাক্তর্ভীমসেনঃ প্রিয়ং তব । অথ কেনাহুভাবেন নকুলং জীবমিচ্ছসি । যস্ত বাহবনং সর্ক্রে পাণ্ডবাঃ সমুপাসতে । অর্জুনং তমপাহায় নকুলং জীবমিচ্ছসি ।’ —বা ব কা নি ।

বন-৩২৩ (১১)

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ধর্ম এব হতো হস্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ ।

তস্মাদ্ধর্মং ন ত্যজামি মা নো ধর্মো হতো বধীৎ ॥৯২॥

কুন্তী চ যক্ষ ! মাদ্রী চ ভার্য্যে চৈতে পিতুর্মম ।

উভে সপুত্রে স্নাতাং বৈ ইতি মে ধীয়তে মতিঃ ॥৯৩॥

যথা কুন্তী তথা মাদ্রী বিশেষো নাস্তি মে তয়োঃ ।

মাতৃভ্যাং সমমিচ্ছামি নকুলো যক্ষ ! জীবতু ॥৯৪॥

ভারতকৌমুদী

ধর্ম ইতি । যেন হতস্তং হস্তি, যেন রক্ষিতস্তং রক্ষতীত্যর্থঃ । ধর্মং দ্বয়োরেব মাত্রোঃ সপুত্রদ্বয়াক্রপম্ । অস্মাভির্হতো ধর্মঃ, নঃ অস্মান্ মা বধীৎ ন হস্ত ॥৯২॥

সুচিতমর্থমেব স্পষ্টমাহ—কুন্তীতি । মে ময়া, ধীয়তে অবলম্ব্যতে ॥৯৩॥

যথেন্তি । মাতৃভ্যাং তাত্ভ্যাং কুন্তীমাদ্রীভ্যাং সহ সমং ভাবমহমিচ্ছামি ॥৯৪॥

ভারতভাবদীপঃ

স্থিতিং পরীক্ষিতুমাহ—যমেকমিচ্ছামি স জীবন্তিতি ॥৯২—৯০॥ জীবং জীবন্তম্ ॥৯১॥ (পাঠান্তরে) অহুভাবেন নকুলগতসামর্থ্যেন । নোহস্মান্মাবধীৎ ॥৯২॥ (পাঠান্তরে) আনুশংস্তমবৈবস্যাম্, পরমার্থাৎ সত্যাত্ । ধীয়তে নিশ্চিন্তুতে ॥৯৩—৯৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তষষ্ঠাধিক-

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৬৭॥

তোমাদের সকলেরই প্রধান অবলম্বন ; সুতরাং (ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া) তুমি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নকুলের জীবন ইচ্ছা করিতেছ কেন ?” ॥৯১॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“যে লোক ধর্ম নষ্ট করে, তাহাকে ধর্মই নষ্ট করেন ; আবার যে লোক ধর্ম রক্ষা করে, তাহাকে ধর্মই রক্ষা করেন । সেই জন্তই আমি ধর্ম ত্যাগ করি না । কেন না, ধর্ম আমাদের বিনষ্ট হইয়া আমাদের আবার তিনি বিনষ্ট না করেন ॥৯২॥

যক্ষ ! কুন্তী ও মাদ্রী—ইহারা দুই জনই আমার পিতার ভার্য্যা ; সুতরাং তাহারা দুই জনই সপুত্র থাকুন, ইহাই আমার ইচ্ছা ॥৯৩॥

যেমন কুন্তী, তেমন মাদ্রী ; তাহাদের প্রতি আমার কোন ভেদজ্ঞান নাই । তাই আমি তাহাদের দুই জনের সহিতই সমান ভাব ইচ্ছা করি ; অতএব যক্ষ ! নকুলই জীবিত হউন” ॥৯৪॥

(৯২) শ্লোকাৎ পরং পুনরুক্ত্যর্থকগর্ব্বহৃচক্লোকাবধিকো । যথা—‘আনুশংস্তং পরো ধর্মঃ পরমার্থাচ্চ মে মতম্ । আনুশংস্তং চিকীর্ষামি নকুলো যক্ষ ! জীবতু । ধর্মশীলঃ সদা রাজা ইতি মাং মানবা বিদুঃ । স্বধর্ম্মান চলিষ্ঠামি নকুলো যক্ষ ! জীবতু ।’—বা ব ক নি । (৯৩) কুন্তী চৈব তু মাদ্রী চ ধৈ ভার্য্যে তু—বা ব ক ।

যক্ষ উবাচ ।

যশ্চ তেহৰ্থাচ্চ কামাচ্চ আনুশংস্য়ং পরং মতম্ ।

তস্মান্নে ভ্রাতরঃ সৰ্ব্বে জীবন্ত ভরতৰ্ষভ ! ॥৯৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বনি আরণ্যে

যক্ষপ্রশ্নে সপ্তষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

—:~:—

অষ্টষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততস্তে যক্ষবচনাদুদতিষ্ঠন্ত পাণ্ডবাঃ ।

ক্ষুৎপিপাসে চ সৰ্ব্বেষাং ক্ষণেন ব্যপগচ্ছতাম্ ॥১॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

সরস্তুকেন পাদেন তিষ্ঠন্তমপরাজিতম্ ।

পৃচ্ছামি কো ভবান্ দেবো ন মে যক্ষো মতো ভবান্ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

যন্তেতি । আনুশংস্য়ং মাত্ৰীং প্রতি অনিষ্ঠুরতা, পরং প্রধানং ধৰ্ম্মম্ ॥১৫॥

ইতি . মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্ব্বনি আরণ্যে

সপ্তষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:~:—

তত ইতি । ‘যুগ্মতিষ্ঠন্ত’ ঈদৃশাদ্যক্ষবচনাদিত্যর্থঃ । ব্যপগচ্ছতাং নিবৃন্তে ॥১॥

সরসীতি । এভিরপরাজিতং ভবন্তং পৃচ্ছামি । প্রশ্নমেবাহ—ক ইতি ॥২॥

যক্ষ বলিল—“ভরতশ্রেষ্ঠ ! তুমি যখন অর্থ ও কাম অপেক্ষা অনিষ্ঠুরতা-
ধৰ্ম্মকেই প্রধান বলিয়া মনে করিয়াছ, তখন তোমার ভ্রাতারা সকলেই জীবিত
হ’উন” ॥৯৫॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর যক্ষের বচন অনুসারে ভীমপ্রভৃতি পাণ্ডবগণ
গাত্ৰোত্থান করিলেন এবং ক্ষণকালমধ্যেই তাঁহাদের সকলের ক্ষুধা ও পিপাসা
নিবৃদ্ধি পাইল ॥১॥

* ‘...ত্রিশততমঃ...’—পি, ‘...দ্বাদশাধিকত্রিশততমঃ...’—বা ব, ‘...ত্রয়োদশাধিক-
ত্রিশততমঃ...’—কা, ‘...চতুর্দশাধিকত্রিশততমঃ...’—নি ।

(২) শ্লোকায় পরম্ “বহুনাং বা ভবানেকো কক্ষাপামথবা ভবান্ । অথবা মরুতাং ত্রোষ্ঠো বজ্রী
বা ত্রিদেশেশ্বরঃ ॥” ইতি কচিদধিক শ্লোকঃ ।

মম হি ভ্রাতর ইমে সহস্রশতষোধিনঃ ।

তং যোধং ন প্রপশ্যামি যেন সর্বৈ নিপাতিতাঃ ॥৩॥

সুখঞ্চ প্রতিবুদ্ধানামিন্দ্রিয়ান্যুপলক্ষয়ে ।

স ভবান্ স্নহদস্মাকমথবা নঃ পিতা ভবান্ ॥৪॥

যক্ষ উবাচ ।

অহং তে জনকস্তাত ! ধর্মো বীর ! সনাতনঃ ।

ত্বাং দিদৃক্ষুরনুপ্রাপ্তো বিদ্ধি মাং ভরতর্ষভ ! ॥৫॥

যশঃ সত্যং দমঃ শৌচমাজ্জবং হ্রীরচাপলম্ ।

দানং তপো ব্রহ্মচর্যমিত্যেতাস্তনবো মম ॥৬॥

অহিংসা সমতা শান্তিস্তপঃ শৌচমমৎসরঃ ।

দ্বারাণ্যেত্যানি মে বিদ্ধি প্রিয়ো হ্যসি সদা মম ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

মমৈতি । হি যস্মাৎ । নিপাতিতা নিপাতয়িতুং শক্তাঃ ॥৩॥

সুখমিতি । প্রতিবুদ্ধানং জাগরিতানাম্, ইন্দ্রিয়ানি পূর্বরূপাণ্যেব ॥৪॥

অহমিতি । সনাতনো নিত্যঃ । অনুপ্রাপ্ত উপস্থিতঃ ॥৫॥

যশ ইতি । যশঃ প্রশংসাহেতুভূতং যজ্ঞাদিকার্যম্ ; সত্যং বাক্যে ব্যবহারে চ যাথার্থ্যম্ ; দমো বহিষিঙ্গিয়দমনম্ ; শৌচম্ আস্তরং বিমুচ্চিস্তনাদিজম্ ; আজ্জবং সরলতা ; হ্রীর্কার্যনিবৃত্তিজনিকা লজ্জা ; অচাপলং সংকার্যে চিত্তস্থৈর্যম্ ; দানং পাণ্ড্রে নিকপথিকং বিতরণম্ ; তপো বৈধরুশো ব্রতাত্তহুষ্ঠানম্ ; ব্রহ্মচর্যং বীৰ্যধারণম্ । ইত্যেতা দশ মম তনবো মূর্তয়ঃ ॥৬॥

তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন—“আপনি একচরণে সরোবরের তীরে দাঁড়াইয়া আছেন, অথচ ইহাদের নিকট পরাজিত হন নাই ; সুতরাং আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনি কোন্ দেবতা ? আপনাকে ত আমার যক্ষ বলিয়া ধারণা হয় না ॥২॥

কারণ, আমার এই ভ্রাতারা লক্ষ যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন ; সুতরাং যিনি ইহাদের সকলকে নিপাতিত করিতে পারেন, তেমন যোদ্ধা ত আমি দেখিতে পাই না ॥৩॥

তার পর, ইহারা সুখে জাগরিত হইয়াছেন এবং ইহাদের ইন্দ্রিয়গুলিও পূর্বরূপই রহিয়াছে দেখিতেছি ; অতএব আপনি আমাদের স্নহৎ অথবা আমাদের (কোন) পিতা হইবেন” ॥৪॥

যক্ষ বলিল—“বৎস বীর ! আমি তোমার পিতা—সনাতন ধর্ম ; আমি তোমাকে দেখিবার জন্য আসিয়াছি । ভরতশ্রেষ্ঠ ! এইরূপই আমাকে অবগত হও ॥৫॥

যশ, সত্য, দম, শৌচ, সরলতা, লজ্জা, অচাপল্য, দান, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য—এই দশটি আমার মূর্তি ॥৬॥

(৪) সুখং প্রতিবুদ্ধানাম্...স ভবান্ স্নহদোহস্মাকম্—বা ব কা নি । (৫)...ধর্মোহমৃদু-পরাক্রমঃ—বা ব কা ।

দিষ্ট্যা পঞ্চম্ রক্তোহসি দিষ্ট্যা তে ঘটপদৌ জিতা ।

দে পূৰ্বে মধ্যমে দে চ বে চান্তে সাম্পরায়িকৈ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

অহিংসেতি । অহিংসা পরানিষ্টনিবৃত্তিঃ, সমতা জ্ঞানে ব্যবহারে চ শত্রুমিত্রয়োঃ সমানতা, শান্তিঃ অন্তরিক্সিয়দমনম্, তপস্তীর্থপর্যটনাদি, শৌচং বাহ্যং স্নানাদিভ্যম্ । এবঞ্চ পূৰ্ব্বোক্তানি রূপাভ্যাং তপশ্শৌচাভ্যাং সহ ন বিরোধঃ । অমংসরঃ পরকীয়স্তভং প্রত্যবিবেক্ষচ ; এতানি যে দ্বারাণি মংসপ্রাপ্তৌ সাধনানি বিদ্ধি । এতেষাং সর্দেবাবলম্বনাং স্বং মম প্রিয়োহসি ॥৭॥

অগ্নিয়ত্বং প্রতি হেতুস্বরমাহ—দিষ্টোতি । দিষ্ট্যা ভাগ্যেন, পঞ্চম্ শম-দমোপরতি-তিতিকা-সমাধিবু, রক্ত আগ্রহবানসি । অতএব তবাত্মদর্শনমবশ্যম্ভাবি, “শান্তো দান্ত উপরতন্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মগ্ৰেবাআনং পশ্যতি” ইতি শ্রুতেরিতি ভাবঃ । শমদমাদীনং লক্ষণানি বেদান্ত-সারাদাবলম্বকেয়ানি । কিঞ্চ তে ত্বয়া, দিষ্ট্যা ভাগ্যেন, যদ্বাং ক্ষুধা-পিপাসা-শোক মোহ-জরা-মৃত্যুরূপাণাং পদানাং বল্লনাং সমাহার ইতি ঘটপদৌ, জিতা আয়তীকৃত্য । তানি চ শ্রুত্যা উদ্ভিপদেনাভিহিতানি । যথা—“যতুর্নয়ো যোহশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যোতি” ইতি । তেষাং যদ্বাং পদানাং কতমং কতমস্মিন্ বয়সি জায়ত ইত্যাহ—বে ইতি । তেষাং বে ক্ষুধাপিপাসে পদে, পূৰ্বে শৈশবে বয়সি প্রাধাত্যেন জায়েতে ; বে চ শোকমোহরূপে পদে, মধ্যমে বয়সি, আধিক্যেন জায়েতে সাম্পরায়িকৈ আসন্নতয়া পরলোকসংসৃষ্টে বে চ জরামৃত্যুরূপে পদে, অন্তে অন্তিমে বয়সি জায়েতে ॥৮॥

ভারতভাবদীপঃ

ততস্তে ইতি ১১—৩৭ স্বহৃদঃ স্বহৃৎ, ছান্দসমদন্তহম্ ॥৪—৫॥ যশঃ ধ্যাতিঃ, সত্যং যথার্থভাবণম্, দমো বাহ্যেক্সিজয়ঃ, শৌচং বিবিধং মুচ্ছনাদিনা বাহ্যম্, কামক্রোধাদিরাহিত্যা-দান্তরম্, আঞ্জবমবহৃত্য, মাদ্ভবমিতি পাঠে অক্রুরতা, ত্রীরকার্যপ্রবৃত্তিবারকশ্চেত্যবৃত্তিবিণেঘঃ, অচাপনং মনসঃ স্বেধ্যম্, দানং প্রসিদ্ধম্, তপঃ স্বধর্ম্যাচরণম্, ব্রহ্মচর্যমুপস্থনিগ্রহঃ, তনবঃ শরীরানি ১৬। অহিংসা বায়নঃশরীরৈঃ পরপীড়াবর্জনম্, সমতা মানাপমানাদিবৈষম্যম্, শান্তিস্তিত্ত-নিগ্রহঃ, তপঃ কৃচ্ছ্রাঙ্গারগাদি, শৌচং ব্যাখ্যাতম্, অমংসরঃ পরশুণান্ দৃষ্ট্য সন্তাপঃ মংসর-স্তদভাবঃ, দ্বারাণি ধর্মপ্রাপ্তিস্থানি ১৭। দিষ্ট্যা পঞ্চম্ রক্তোহসি পঞ্চদ্বাদশদর্শনসাধনেবু । “শান্তো দান্ত উপরতন্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মগ্ৰেবাআনং পশ্যতি” তিষ্ঠত্বাক্ষেবু শমাধিবু । দিষ্ট্যা পূৰ্ব্বপুন্যবশাক্তোহসি তত্ত্ব কলঞ্চ ঘটপদৌজরঃ পশ্যন্তে প্রাপ্নুবন্তি দেহিনমিতি পদানি । “যতুর্নয়ো যোহশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যোতি” তিষ্ঠত্বাক্ষাঃ, তেষাং যদ্বাং পদানাং সমাহারঃ ঘটপদৌ সা ত্বয়া জিতা । তেষু পদেষু বে পদে পূৰ্ব্বজাতমাত্রস্ত জ্ঞানায়পি-

অহিংসা, সমতা, শান্তি, তপস্যা, পবিত্রতা এবং বিদেব না করা—এই ছয়টাকে আমার প্রাপ্তির দ্বার বলিয়া জানিয়া রাখ । তুমি সর্বদাই এইগুলি অবলম্বন করায় আমার প্রিয় হইয়াছি ॥৭॥

(৮) শ্লোকঃ পরম্ ‘ধর্মোহহমস্মি তদ্বৎ তে জিজ্ঞাস্বামিহাগতঃ । আনুগুণ্যেন তুষ্টোহস্মি বরং দাস্যামি তেহনমঃ ।’ ইতি পুংস্বক্তার্থকঃ শ্লোকঃ অধিকঃ— বা ব কানি ।

বরং বৃগীষ রাজেন্দ্র ! দাতা হস্মি তবানঘ !।

যে হি মে পুরুষা ভক্তা ন তেষামস্তি দুর্গতিঃ ॥৯॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

অরণীসহিতং যশ্চ যুগ আদায় গচ্ছতি ।

তস্ত্রাগ্নয়ো ন লুপ্যেয়ন্ প্রথমোহস্ত বরো মম ॥১০॥

ধর্ম উবাচ । †

অরণীসহিতং মন্থং ব্রাহ্মণশ্চ হতং ময়া ।

যুগবেশেন কোন্তেয় ! জিজ্ঞাসার্থং তব প্রভো ! ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

বরমিতি । তব দাতা বরশ্চেতি শেষঃ ॥৯॥

অরণীতি । অরণীসহিতং মন্থমিতি শেষঃ । তস্ত্র ব্রাহ্মণশ্চ ॥১০॥

অরণীতি । হতমিতি ভাবে ক্তঃ । অতএব গতং গ্রামমিত্যাদিবং মন্থমিতি দ্বিতীয়া কৰ্মণ্যেব । জিজ্ঞাসার্থং তব বস্ত্ততত্ত্বজ্ঞানমস্তি ন বেতি পরীক্ষার্থম্ ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

পাসে প্রথমং ভবতঃ । দে মধ্যে শোকমোহৌ শোক ইষ্টবিয়োগজনিতস্তস্ত্র সন্তাপঃ, মোহোহতি-
পাপেন কার্য্যাকার্য্যপ্রতিসন্ধানশূন্যত্বম্, এতে মধ্যে মধ্যমে বয়সি প্রাপ্নুতঃ । প্রাপ্তস্ত্র পঞ্চম
মহাযজ্ঞেষ্ “কামক্লেবৌ লোভমোহৌ মদমানৌ চ বটপদী । বটপদীং সমতিক্রম্য মৃচ্যতে নাত্র
সংশয়ঃ ॥” ইতি ব্যাচক্সুদধ্যাত্মাধিকারাদৃষে পূর্বে ইতি বাক্যশেষাসামঞ্জস্যমোপেক্ষিতম্ ।
সাম্প্রায়িকৈ জরামৃত্যু উত্তরে বয়স্যুপভিষ্ঠতঃ, দে অস্তে সাম্প্রায়িকৈ সম্প্রায়ঃ পরলোকস্তং
প্রতি নেতুমুদিতে সাম্প্রায়িকৈ ॥৮॥ (পাঠান্তরে) ধর্মোহহমিতি । ভক্তং তে অহং ধর্মন্তব
পিতাম্বীতি স্বরূপপ্রকাশনম্, ইতি ভক্তং তে ইত্যনেন ইতি এবমুক্তপ্রকারেণ যশঃপ্রভৃতিভি-
র্দশভির্ধর্মতত্ত্বভিরহিংসাদিভির্ধর্মবীরৈশ্চোৎপন্নেনাদৃষ্টেন শমাদিপঞ্চকানুরক্তস্ত্র বটপদীজয়ফলং

তুমি ভাগ্যবশতঃ শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা ও সমাধি—এই পাঁচটিতেই
অনুরক্ত রহিয়াছ এবং তুমি ভাগ্যবশতঃ ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু—
এই ছয়টিকেই জয় করিয়াছ । ইহার প্রথম দুইটি প্রথম বয়সে, মধ্যের দুইটি মধ্যম
বয়সে এবং পরলোকসংস্রষ্ট পর্বের দুইটি অন্তিম বয়সে হইয়া থাকে ॥৮॥

নিষ্পাপ রাজশ্রেষ্ঠ । তুমি বর গ্রহণ কর, আমি তোমাকে বর দান করিব ।
কারণ, যে সকল লোক আমার ভক্ত হয়, তাহাদের দুর্গতি হয় না” ॥৯॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“দেব । হরিনটা যাহার অরণী-মন্থ লইয়া গিয়াছে, সেই
ব্রাহ্মণের অগ্নিহোত্র-লোপ না হয়, ইহাই আমার প্রথম বর হউক” ॥১০॥

ধর্ম বলিলেন—“প্রভাবশালী কুন্তীনন্দন । তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্ত
আমিই যুগরূপ ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণের অরণী-মন্থ হরণ করিয়াছি” ॥১১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

দদানীত্যেব ভগবানুত্তরং প্রত্যপত্তত ।

অন্যং বরয় ভদ্রং তে বরং ভ্রমরোপম ! ॥১২॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

বৰ্ধাণি দ্বাদশারণ্যে ত্রয়োদশগুপ্তিতম্ ।

তত্র নো নাভিজানীযুর্বসতো মনুজাঃ কচিৎ ॥১৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

দদানীত্যেব ভগবানুত্তরং প্রত্যপত্তত ।

ভ্রমশ্চাশ্বাসয়ামাস কোন্তেয়ং সত্যবিক্রমম্ ॥১৪॥

যতপি যেন রূপেণ চরিত্বাথ মহীমিমাম্ ।

ন বো বিজ্ঞাস্ততে কশ্চিচ্ছ্রীষু লোকেষু ভারত ! ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

দদানীতি । দদানি উক্তমেব বরমিতি শেষঃ । ভগবান্ ধর্মঃ, প্রত্যপত্তত কৃতবান্ ॥১২॥

বৰ্ধাণীতি । অরণ্যে অতীতানীতি শেষঃ । ত্রয়োদশং বর্ধম্ । নঃ স্বপ্নান্ ॥১৩॥

দদানীতি । পূর্বকং বরমিতি শেষঃ । ভ্রমশ্চ পুনরপি ॥১৪॥

যদীতি । বো যুগ্মান্ ন বিজ্ঞাস্ততে মধ্বাদেবেতি ভাবঃ ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

ভদ্রং কল্যাণং যৌকস্থখ্যাথশ্রমসম্পাদনাদ্যভ্যুদয়ে তে তবাস্বিতি শেষঃ । একং প্রাণহান্যাদমুখেন প্রতিপাদিতাং ব্রহ্মবিজ্ঞাং “যশঃ সত্যং দমঃ শৌচং”মিত্যাদিলোকজগৎপ্ৰাণসংহত্যাখ্যায়িকামনু-
সরতি—জিজ্ঞাসুস্মিহাগত ইত্যাদিনা ॥১০॥ অরণীসহিতমরণ্যোঃ সমারোপিতমগ্নিম্,
যথা অরণ্যোঃ সহিতঃ সমগ্নায়ঃ অরণীহয়মিতি, যাবৎ ॥১০—১১॥ অরণ্যে গতানীতি শেষঃ ।

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ইহার পর ভগবান্ ধর্ম উত্তর করিলেন যে, “সেই বরই তোমাকে দিলাম” । (তৎপরে কহিলেন—) “হে দেবতুল্য । তোমার মঙ্গল হউক, তুমি অন্য বরও প্রার্থনা কর” ॥১২॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“দেব । বার বৎসর আমাদের বনে অতীত হইয়াছে, এই ত্রয়োদশ বৎসর উপস্থিত হইয়াছে । এখন আমরা যে কোন স্থানেই কেন বাস করি না, মানুষ যেন আমাদের চিনিতে পারে না” ॥১৩॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন—তখন ভগবান্ ধর্ম উত্তর করিলেন যে, “এই বরও তোমাকে দিলাম” । তাহার পর ধর্ম পুনরায় সত্যবিক্রমশালী যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন—॥১৪॥

“ভরতনন্দন । যদিও তোমরা আগন আপন রূপেই এই পৃথিবীতে বিচরণ করিবে, তথাপি ত্রিভুবনেই কেহ তোমাদিগকে চিনিতে পারিবে না ॥১৫॥

বর্ষং ত্রয়োদশমিদং মৎপ্রসাদাৎ কুরুদ্বহাঃ ! ।
 বিরাটনগরে গূঢ়া অবিজ্ঞাতাশ্চরিয়্যথ ॥১৬॥
 যদ্বঃ সঙ্কল্পিতং রূপং মনসা যন্তু যাদৃশম্ ।
 তাদৃশং তাদৃশং সর্বৈঃ ছন্দতো ধারয়িষ্যথ ॥১৭॥
 অরণীমহিতঞ্চৈদং ব্রাহ্মণায় প্রয়চ্ছত ।
 জিজ্ঞাসার্থং ময়া হ্যেতদাহতং যুগরূপিণা ॥১৮॥
 প্রব্রূণীষাপরং সৌম্য ! বরমিচ্ছং দদানি তে ।
 ন তৃপ্যামি নরশ্রেষ্ঠ ! প্রয়চ্ছন্ বৈ বরাংস্তব ॥১৯॥
 যুধিষ্ঠির উবাচ ।
 দেবদেবো ময়া দৃষ্টো ভবান্ সাক্ষাৎ সনাতনঃ ।
 যং দদাসি বরং তুচ্ছস্তং গ্রহীষ্যাম্যহং পিতঃ ! ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

বর্ষমিতি । গূঢ়া গুপ্তাঃ, অতএব সর্বৈরবিজ্ঞাতাঃ ॥১৬॥
 যদিতি । ছন্দতঃ অভিপ্রায়ানুসারেণ, “অভিপ্রায়ঃছন্দ আশয়ঃ” ইত্যমরঃ ॥১৭॥
 অরণীতি । ইদং-মহাকাষ্ঠম্ । জিজ্ঞাসার্থং তব বস্তুজ্ঞানপরীক্ষার্থম্ ॥১৮॥
 প্রব্রূণীষেতি । ন তৃপ্যামি, পুনঃ পুনর্বরদানাকাজ্ঞাসম্বাদিত্যাশয়ঃ ॥১৯॥
 দেবেতি । এতেন তুচ্ছধনাদৌ নিস্পৃহত্বাশ্রয়ঃ সূচিতম্ ॥২০॥

কুরুশ্রেষ্ঠগণ । তোমরা আমার অনুরোধে এই ত্রয়োদশ বৎসর বিরাটরাজ্যের রাজধানীতে গুপ্ত ও অজ্ঞাতভাবে বিচরণ করিবে ॥১৬॥

এবং তোমাদের মধ্যে যাহার যাহার মনে যে যে রূপ ধারণ করিবার ইচ্ছা হইবে, সকলেই ইচ্ছানুসারে তাদৃশ তাদৃশ রূপ ধারণ করিতে পারিবে ॥১৭॥

এখন এই অরণী-মহু নিয়া তোমরা সেই ব্রাহ্মণকে সমর্পণ কর । তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্তই আমি যুগ হইয়া ইহা হরণ করিয়াছিলাম ॥১৮॥

সৌম্য নরশ্রেষ্ঠ ! তুমি অভীষ্ট অন্ন বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে তাহা দান করিব । কারণ, তোমাকে বহুতর বর দান করিয়াও আমি তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না” ॥১৯॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“পিতঃ ! আপনি দেবদেব এবং সনাতন ; আপনাকে আমি প্রত্যক্ষ দেখিলাম । এখন আপনি সন্তুষ্ট হইয়া যে বর আমাকে দিবেন, তাহাই আমি গ্রহণ করিব ॥২০॥

(১৯) শ্লোকাৎ পরং ‘তৃতীয়ং গৃহতাং পুত্র । বরমপ্রতিমং মহৎ । যং হি মৎপ্রভবো রাজন ! বিদূরচ মমাপেক্ষঃ’ ইতি পুনরুক্ত্যর্থকমপ্রাসঙ্গিকার্থঞ্চ বচনং—বা ব কা নি ।

জয়েয়ং লোভমোহৌ চ কামক্ৰোধৌ সদা বিভো ! ।

দানে তপসি সত্যে চ মনো মে সততং ভবেৎ ॥২১॥

ধৰ্ম্ম উবাচ ।

উপপন্নো গুণৈরেতৈঃ স্বভাবেনাসি পাণ্ডব ! ।

ভবান্ ধৰ্ম্মঃ পুনশ্চৈব যথোক্তং তে ভবিষ্যতি ॥২২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বাস্তদধে ধৰ্ম্মো ভগবান্নোকভাবনঃ ।

সমেতাঃ পাণ্ডবশ্চৈব যুদমাণ্ডা মনস্বিনঃ ॥২৩॥

উপেত্য চাশ্রমং বীরাঃ সৰ্ব্ব এব গতক্লমাঃ ।

আরণ্যেয়ং দদুস্তস্মৈ ব্রাহ্মণায় তপস্বিনে ॥২৪॥

ইদং সমুখানদমাগতং মহৎ পিতৃশ্চ পুত্রশ্চ চ কীৰ্ত্তিবৰ্দ্ধনম্ ।

পঠন্ নরঃ শ্রাদ্ধিজিতেন্দ্রিয়ো বজী সপুত্রপৌত্রঃ শতবর্ষভাগভবেৎ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

জয়েয়মিতি । সত্যে ব্যবহারে বাক্যে চ ॥২১॥

উপেতি । উপপন্নো যুক্তঃ । যথোক্তং নোতপ্রভৃতিভ্রমাদিকম্ ॥২২॥

ইতিতি । নোকভাবনো জগৎপালকঃ । সমেতাঃ সম্মিলিতাঃ । যুদমান্দম্ ॥২৩॥

উপেত্যেতি । গতক্লমাঃ সৰ্ব্বেষামেবোখানাদিনা । আরণ্যেয়মরণীমশ্বযুগলম্ ॥২৪॥

ইদমিতি । নরঃ, মহৎ ধৰ্ম্মসম্বন্ধাৎ প্রশস্তম্, যথামথোক্তরদানশক্তবাৎ যুধিষ্ঠিরশ্চ কীৰ্ত্তিবৰ্দ্ধনম্, ইদম্, পিতৃধৰ্ম্মশ্চ চ পুত্রশ্চ যুধিষ্ঠিরশ্চ চ, সমুখানে ভীমার্জুননকুলসহদেবানাং সঞ্জীবন-

প্রভো! আমি যেন সৰ্ব্বদাই লোভ, মোহ, কাম ও ক্রোধকে জয় করিতে পারি এবং সৰ্ব্বদাই যেন দান, তপস্যা ও সত্যে আমার মন থাকে" ॥২১॥

ধৰ্ম্ম বলিলেন—“পাণ্ডুনন্দন । তুমি ত স্বভাবতই এই সকল গুণসম্পন্ন আছ এবং তুমি ত বাস্তবিকই ধৰ্ম্ম; তথাপি তুমি যাহা বলিলে, তাহা তোমার হইবে” ॥২২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—এই কথা বলিয়া লোকরক্ষক ভগবান্ ধৰ্ম্ম অন্তর্হিত হইলেন এবং মনস্বী পাণ্ডবেরাও পরস্পর সম্মিলিত হইয়া আনন্দ লাভ করিলেন ॥২৩॥

তাহার পর বীর পাণ্ডবেরা সকলেই ক্লান্তিশূন্য হইয়া আশ্রমে যাইয়া সেই তপস্বী ব্রাহ্মণকে তাঁহার অরণীমশ্ব সমর্পণ করিলেন ॥২৪॥

ভীম, অৰ্জুন, নকুল ও সহদেবের উখানকালীন ধৰ্ম্ম ও যুধিষ্ঠিরের এই

(২১)....ক্ৰোধক্ৰোধং সদা বিভো!—বা ব কা নি । (২৩)....যুধিষ্ঠিরঃ মনস্বিনঃ—বা ব কা নি ।

(২৪) অভ্যুত্যা চাশ্রমং...ব্রাহ্মণায় মহাত্মনে—পি ।

বন-৩২৪ (১১)

ন চাপাধর্ম্যে ন স্নহদ্বিভেদনে পরস্বহায়ে পরদারমর্ষণে ।

কদর্য্যভাবে ন রমেশ্বনঃ সদা নৃণাং সদাখ্যানমিদং বিজ্ঞানতাম্ ॥২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি আরণ্যে
নকুলাদিজীবনে অষ্টবষ্ট্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:—

উনসপ্তত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ধর্ম্মেণ তেহভ্যবুজ্ঞাতাঃ পাণ্ডবাঃ সত্যবিক্রমাঃ ।

অজ্ঞাতবাসং বৎস্রন্তুচ্ছিন্না বর্ষং ত্রয়োদশম্ ।

উপোপবিশ্বা বিদ্বাংসঃ সহিতাঃ সংশিতব্রতাঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

কালে সমাগতঃ সম্মেলনং তদাশ্রমপাখ্যানম্, পঠনু সন, বিজিতেজিরো বশী চ ত্রাং, তথা সপুত্র-
পৌত্রঃ, শতবর্ষভাক্ শতবৎসরজীবী চ ভবেৎ, ধর্ম্মালোচনেন ধর্ম্মলাভাধিত্তি ভাবঃ ॥২৫॥

নেতি । সদা ইদং সদাখ্যানম্ উত্তমপাখ্যানং বিজ্ঞানতাং নৃণাং মনঃ, অধর্ম্মে হিংসার্দো ন,
স্নহদ্বাং বিভেদনে পরস্বহায়েভজননে ন, পরস্বহায়ে পরধনহরণে ন, পরদারপাণং মর্ষণে ধর্ম্মে ন,
কদর্য্যভাবে চৌর্য্যাদৌ চাপি ন রবেৎ গচ্ছেৎ ॥২৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিশাসনিস্বামীশঙ্করাচার্য্যবিয়চিভায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ঃ বনপর্ব্বণি আরণ্যে

অষ্টবষ্ট্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

নোহস্মান্ ॥১০—১৬॥ চক্ষুত ইচ্ছাতঃ ॥১৭—২৩॥ আরণ্যমরগীমলপটম্ ॥২৪॥ সমুখান-
সমাগতঃ ভৌমাদীনঃ সমুখানঞ্চ ধর্ম্মব্রাজেন সহ সমাগতঃ সম্মেলনং চেতি সমাহারঃ, পিতৃবর্ষন্ত
পুত্রস্ত বৃষিষ্টিবন্ত চাং সমাগতমিতি সমাসৈকদেশভূতসপ্যাত্ত্ববর্ত্তে ॥২৫॥ কদর্য্যভাবে কার্পণ্যে,
সদাখ্যানং শুভাখ্যানম্ ॥২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে অষ্টবষ্ট্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৬॥

প্রশস্ত ও কীর্ত্তিবর্দ্ধক সম্মেলনোপাখ্যান পাঠ করিয়া মানুষ জিতেল্লিয় ও আধীন-
চেতা হয় এক পুত্র-পৌত্রাদির সহিত শতবৎসর জীবিত থাকে ॥২৫॥

আর যাঁহারা সর্ব্বদা এই মনোহর উপাখ্যান শ্রবণ রাখেন, তাঁহাদের মন—
অধর্ম্মে, স্নহভেদে, পর-ধন-হরণে, পরদারসংসর্গে, কিংবা অন্য কোন কদর্য্যভাবে যায়
না ॥২৬॥

* ‘...একাধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...চতুর্দশাধিক-
দ্বিশততমঃ...’—ক, ‘...পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

যে তদ্বত্তা বসন্তি স্য বনবাসে তপস্বিনঃ ।
 তানব্রবন্ মহাত্মানঃ স্থিতাঃ প্রাজ্ঞলয়ন্তদা ।
 অভ্যন্তুজ্ঞাপয়িস্বস্তু নিবাসং ধৃতব্রতাঃ ॥২॥
 বিদিতং ভবতাং সৰ্বং ধার্তৱ্যাত্ৰৈবৈখা বয়ম্ ।
 ছদ্মনা হৃতৱাজ্যশ্চানয়াশ্চ বহুশঃ কৃতাঃ ॥৩॥
 উষিতাশ্চ বনে কুচ্ছুং বয়ং দ্বাদশ বৎসরান্ ।
 অজ্ঞাতবাসসময়ং শেষং বর্মং ত্রয়োদশম্ ।
 তদ্বসামো বয়ং ছন্মাস্তদমুজ্ঞাতুমৰ্থং ॥৪॥
 স্নয়োধনশ্চ দুষ্কৃত্বা কর্ণশ্চ সহসৌবলং ।
 জানন্তো বিবৰং কুৰ্য্যৱস্মাস্বত্যন্তবৈরিণঃ ।
 যুক্তচারাশ্চ যুক্তাশ্চ পৌরশ্চ স্বজনশ্চ চ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

ধৰ্ম্মেণেতি । কৈরপি ন জ্ঞাতো বাসো যস্মিন্ কর্ণবি তৎস্বা তথা, বৎসজ্ঞো বাসং করিষ্যন্তঃ,
 ছদ্মা গুপ্তাঃ । সহিতাঃ সন্মিলিতা অভবন্ । যট্টপাদেহিঃ শ্লোকঃ ॥১॥
 য ইতি । তদ্বত্তাঃ নিবাসম্, অভ্যন্তুজ্ঞাপয়িস্বস্তুঃ অভ্যন্তুজ্ঞাং কারয়িস্বস্তুঃ । যট্টপাদঃ শ্লোকঃ ॥২॥
 বিদিতমিতি । ছদ্মনা দ্যুতজ্ঞোভাজ্ঞলেন । অনয়া বিবধানান্তত্যাচারঃ ॥৩॥
 উষিতা ইতি । কুচ্ছুং স্বা তন্তথা । অজ্ঞাতবাসস্ত সময়ো যস্মিন্ ভবং । যট্টপাদঃ শ্লোকঃ ॥৪॥
 স্নয়োধন ইতি । জানন্তঃ অজ্ঞান, পৌরশ্চ স্বজনশ্চ চ বিবৰং মহদনিষ্টম্, কুৰ্য্যঃ । যুক্তচারা
 নিযুক্তগুপ্তচারা, যুক্তা মনোযোগিনঃ সন্তঃ । অয়মপি যট্টপাদঃ শ্লোকঃ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ধর্ম্ম সেইরূপ অনুমতি করিলে, যথার্থবিক্রমশালী, জ্ঞানী
 ও দৃঢ়ব্রতপরায়ণ পাণ্ডবেরা গুপ্তভাবে ত্রয়োদশ বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন ভাবিয়া
 নিকটে নিকটে বসিয়া আলোচনার জন্ত সন্মিলিত হইলেন ॥১॥

যে তপস্বীরা বনবাসের সময়ে পাণ্ডবগণের প্রতি অনুব্রজ হইয়া বাস করিয়া-
 ছিলেন, তাঁহাদের নিকট অজ্ঞাতবাসের অনুমতি লইবার জন্ত মহাত্মা ও ব্রতপরায়ণ
 পাণ্ডবেরা কৃতাজ্ঞা হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন—॥২॥

“আপনাদের জানা আছে যে, স্বতৱাত্তের পুত্রেরা ছল করিয়া আমাদের রাজ্য
 হরণ করিয়াছে এবং বহুতর অভ্যুত্যাচারও করিয়াছে ॥৩॥

পরে আমরা অতিকষ্টে এই বার বৎসর বনে বাস করিয়াছি ; এখন অবশিষ্ট
 ত্রয়োদশ বৎসর উপস্থিত হইয়াছে, ইহা আমাদের অজ্ঞাতবাসের কাল ; সুতরাং
 আমরা এখন গুপ্তভাবে বাস করিব, আপনারা সেই বিষয়ে অনুমতি দিন ॥৪॥

আমাদের মহাশত্রু দুরাত্মা দুর্ধ্যোধন, কর্ণ ও শকুনি—ইহারা গুপ্তচর নিযুক্ত
 করিয়া এক নিজেৱাও মনোযোগী হইয়া আমাদের পাকিতে পারিলে, আমাদের
 ও পুরবাসী আত্মীয়দের গুরুতর অনিষ্ট করিবে ॥৫॥

অপি নস্তদুবেদুয়ো যদ্বয়ং ব্রাহ্মণৈঃ সহ ।
 সমস্তাঃ শ্বেষু রাষ্ট্রেষু স্বরাজ্যস্থা ভবেম হি ॥৬॥
 ইত্যুক্ত্বাঃ দুঃখশোকাকর্ষঃ শুচির্শ্রমতস্তদা ।
 সম্মুচ্ছিতোহভবদ্রাজা সাত্ৰকর্ষো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৭॥
 তমথাশ্বাসয়ন্ সর্কে ব্রাহ্মণা ভ্রাতৃভিঃ সহ ।
 অথ ধৌম্যোহব্রবীদাক্যং মহার্থং নৃপতিং তদা ॥৮॥
 রাজন্ ! বিদ্বান্ ভবান্ দাতা সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
 নৈবংবিধাঃ প্রমুহন্তি নরাঃ কশ্যপাদিপদি ॥৯॥
 দেবৈরপ্যাপদঃ প্রাপ্তাশ্চনৈশ্চ বহুশস্তথা ।
 তত্র তত্র সপত্নানাং নিগ্রহার্থং মহাত্মভিঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

অগীতি । নঃ অশ্রাকম্, ভূয়ঃ পুনরপি । রাষ্ট্রেষু দেশেষু ॥৬॥
 ইতীতি । দুঃখশোকাকর্ষঃ সহচরব্রাহ্মণগণপরিভ্যাগারম্ভাদিত্যাশয়ঃ ॥৭॥
 তমিতি । ভ্রাতৃভির্ভ্রাতৃভিঃ । মহার্থং যুক্তিযুক্তার্থকং বাক্যম্ ॥৮॥
 রাজমিতি । সত্যসন্ধঃ সত্যপ্রতিজ্ঞঃ । এবংবিধা ভবাদৃশা ইত্যর্থঃ ॥৯॥
 দেবৈরিতি । ছনৈশ্চৈষ্ট্যৈঃ । সপত্নানাং শক্রণাম্ ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

ধর্মেণেতি । বংশস্তো বস্তমিচ্ছন্তঃ ॥১॥ দ্বিতাঃ স্বধর্মনিষ্ঠাঃ ॥২—৪॥ যুক্তা
 যোজিতাশ্চারা যৈস্তে, যুক্তা অবহিতাঃ পারশ্চ স্বজনশ্চ চান্মাভিরাশ্রিতশ্চ বিবশং কুর্ধ্যুর্তো
 রাষ্ট্রান্তরেহস্মাভির্গন্তব্যমিত্যাশয়ঃ ॥৫—৬॥ অশুচিরাভিগ্রস্তত্বাৎ, শুচিরিত্যেব পাঠঃ স্বচ্ছঃ

হয় । আমাদের আবার সেই সময় হইবে কি ? যে সময়ে আমরা সকলে
 ব্রাহ্মণদের সহিত আবার আপন দেশে আপন রাজ্যে বাস করিতে পারিব” ॥৬॥

এই কথা বলিয়া পবিত্র স্বভাব ও ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির দুঃখে ও শোকে পীড়িত
 এবং বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ হইয়া মুচ্ছিত হইয়াই পড়িলেন ॥৭॥

তাহার পর ব্রাহ্মণেরা সকলে ভীমপ্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে
 আশ্বস্ত করিলেন । তৎপরে ধৌম্যপুরুষিত তাঁহাকে যুক্তিযুক্ত বাক্য সকল বলিতে
 লাগিলেন—৥৮॥

“রাজা ! আপনি জ্ঞানী, দাতা, সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং জিতেন্দ্রিয় ; সুতরাং
 আপনার মত লোকেরা কোন বিপদেই মুগ্ধ হন না ॥৯॥

দেখুন—মহাত্মা দেবভার্য্য ও শক্রদমনের জন্ত গুপ্তভাবে থাকিয়া সেই সেই স্থানে
 বহুতর বিপদ ভোগ করিয়াছেন ॥১০॥

(৬) ইতঃ পরম্ ‘বৈশম্পায়ন উবাচ’—বা ব. কা । (৭) ভবান্ দাতাঃ...প্রমুহন্তে—বা ব. কা ।

ইন্দ্রেন নিষধং প্রাপ্য গিরিপ্রস্থাত্মমে তদা ।
 ছমেনোষ্য কৃতং কৰ্ম্ম দ্বিস্তাঞ্চ বিনিগ্রাহে ॥১১॥
 বিষ্ণুনাথশিরঃ প্রাপ্য তথা দিত্যাং নিবৎসতা ।
 গৰ্ভে বধার্থং দৈত্যানামজ্ঞাতেনোদিতং চিরম্ ॥১২॥
 প্রাপ্য বামনরূপেণ ব্রাহ্মণচ্ছন্নরূপিণা ।
 বলৈর্যথা হতং রাজ্যং বিক্রমৈস্তু তে শ্রুতম্ ॥১৩॥
 হতাশনেন যচাপঃ প্রবিষ্ট্য ছমমাসত ।
 বিবুধানাং কৃতং কৰ্ম্ম তচ্চ সৰ্ব্বং শ্রুতং ত্বয়া ॥১৪॥
 প্রচ্ছন্নরূপি ধৰ্ম্মজ্ঞ ! হরিণারি বিনিগ্রাহে ।
 বজ্রং প্রবিষ্ট্য শত্রুশ্চ যৎ কৃতং তচ্চ তে শ্রুতম্ ॥১৫॥
 ঔৰ্বেণ বসতা চ্ছমমুরৌ ব্রহ্মর্ষিণা তদা ।
 যৎ কৃতং তাত ! দেবেষু কৰ্ম্ম তত্ত্বেহনয় ! শ্রুতম্ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

ইন্দ্রেনেতি । নিষধং দেশম্ । উক্ত বাস কৃষা ॥১১॥
 বিষ্ণুনেতি । অশিরঃ তদাখ্যং স্থানম্ । অদিত্যামদিত্যা গৰ্ভে ॥১২॥
 প্রাপ্যোতি । প্রাপ্য যজ্ঞদেশং গচ্ছা । বিক্রমৈঃ জিহিঃ পাদক্ষেপৈঃ ॥১৩॥
 হতেতি । অপো জনম্ । ছমঃ গুপ্তং যথা স্তাত্বা আসতা তিষ্ঠতা ॥১৪॥
 শ্রোতি । প্রচ্ছন্নং প্রবিষ্টেতি সযজ্ঞঃ । হরিণা বিষ্ণুনা, অরিবিনিগ্রাহে তদুদ্দেশে ॥১৫॥
 ঔৰ্বেণেতি । ঔৰ্বেণ তদাখ্যেন, উরৌ জনন্যঃ । দেবেষু দেবকার্যোদ্দেশে ॥১৬॥

দেবরাজ ইন্দ্র শত্রুদমনের জন্ত গুপ্তভাবে নিষধদেশে বাইয়া গিরিপ্রস্থাত্মমে বাস করিয়া নানা কার্য্য করিয়াছিলেন ॥১১॥

অয়ং নারায়ণ দৈত্যবধের জন্ত অশ্বশিরে বাইয়া বাস করিবার ইচ্ছায় অজ্ঞাতভাবে অদিতির গৰ্ভে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন ॥১২॥

তাহার পর তিনি ব্রাহ্মণবেশে বামনরূপী হইয়া বাইয়া তিন পাদক্ষেপে যে ভাবে বলির রাজ্য হরণ করিয়াছিলেন, তাহা আপনি শুনিয়াছেন ॥১৩॥

অগ্নিদেব যে জলের ভিতরে প্রবেশ করিয়া গুপ্তভাবে থাকিয়া দেবগণের কার্য্য করিয়াছিলেন, সে সকলও আপনি শুনিয়াছেন ॥১৪॥

হে ধৰ্ম্মজ্ঞ ! বিষ্ণু শত্রুদমনের উদ্দেশে গুপ্তভাবে ইন্দ্রের বজ্রের ভিতরে প্রবেশ করিয়া বাহা করিয়াছিলেন, তাহাও আপনি শুনিয়াছেন ॥১৫॥

হে নিষ্পাপ বৎস ! ব্রহ্মর্ষি ঔৰ্ব্ব গুপ্তভাবে জননীর উরুদেশে থাকিয়া দেবগণের উদ্দেশে যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাও আপনি শুনিয়াছেন ॥১৬॥

(১৩)---প্রচ্ছন্ন ব্রহ্মরূপিণা—বা ব ক।

এবং বিবস্বতা তাত ! ছন্মেনোত্তমতেজসা ।
 নিদংধাঃ শাত্ৰবাঃ সৰ্বে বসতা ভুবি সৰ্ব্বশঃ ॥১৭॥
 বিষ্ণুনা বসতা চাপি গৃহে দশরথস্য বৈ ।
 দশগ্ৰীবো হতচ্ছন্নং সংযুগে ভীমকৰ্ম্মণা ॥১৮॥
 এবমেব মহাত্মানঃ প্রচ্ছন্নাস্তত্র তত্র হ ।
 অজয়ন্ শাত্ৰবান্ যুদ্ধে তথা ত্বমপি জেষ্যসি ॥১৯॥
 তথা ধৌম্যেন ধৰ্ম্মজ্ঞো বাক্যৈঃ সংপরিতোষিতঃ ।
 শাত্ৰবুদ্ধ্যা স্ববুদ্ধ্যা চ ন চচাল যুধিষ্ঠিরঃ ॥২০॥
 অথাত্ৰবীৰ্য্যমহাবাহুৰ্ভীমসেনো মহাবলঃ ।
 রাজানং বলিনাং শ্রেষ্ঠো গিরা সংপরিহৰ্ষয়ন্ ॥২১॥
 অবেক্ষ্য মহারাজ ! তব গাণ্ডীবধন্যনা ।
 ধৰ্ম্মানুগতয়া বুদ্ধ্যা ন কিঞ্চিৎ সাহসং কৃতন্ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । বিবস্বতা সূর্য্যেণ, ছন্মেন গুপ্তেন ॥১৭॥
 বিষ্ণুনেতি । বিষ্ণুনা রামাবতারেণ, ছন্নং বসতেতি সম্বন্ধঃ ॥১৮॥
 এবমিতি । এবাং বিবরণানি প্রায়োগাত্ৰৈব বনপৰ্ব্বণ্যুক্তানি দৃষ্টব্যানি ॥১৯॥
 তথ্যেতি । সংপরিতোষিত আশ্বাসেন । ন চচাল ধৈর্য্যাদিতি শেষঃ ॥২০॥
 অথ্যেতি । নহু মহাবলজং কিমাপেক্ষিকমিত্যাহ—বলিনাং শ্রেষ্ঠ ইতি ॥২১॥
 অব্যেতি । অবেক্ষ্য তবাদেশপ্রতীক্ষয়া । সাহসং দুর্যোধনাদিবধরূপম্ ॥২২॥

এবং মহাতেজা সূর্য্য গুপ্তভাবে পৃথিবীতে থাকিয়া সৰ্ব্বপ্রকারে সকল শত্রু দক্ষ
 করিয়াছিলেন ॥১৭॥

তার পর, ভীমকৰ্ম্মা বিষ্ণু গুপ্তভাবে দশরথের গৃহে থাকিয়া যুদ্ধে রাবণকে বধ
 করিয়াছিলেন ॥১৮॥

এইরূপেই মহাত্মারা সেই সেই স্থানে গুপ্তভাবে থাকিয়া থাকিয়া যেমন শত্রু-
 দিগকে জয় করিয়াছিলেন, আপনিও সেইরূপই যুদ্ধে শত্রুদিগকে জয় করিবেন” ॥১৯॥

ধৌম্যপূরোহিত সেইভাবে বাক্যদ্বারা আশ্বাস দিলে, ধৰ্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির শাস্ত্রজ্ঞান
 ও আপন বুদ্ধির বলে আর ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন না ॥২০॥

তাহার পর মহাবাহু, মহাবল ও বলিশ্রেষ্ঠ ভীমসেন বাক্যদ্বারা আনন্দিত করিতে
 থাকিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—২১॥

“মহারাজ ! গাণ্ডীবধন্য অর্জুন আপনার আদেশের প্রতীক্ষায় এবং নিজের
 ধৰ্ম্মবুদ্ধিবশতঃ এ যাবৎ কোন সাহস করেন নাই ২২॥

সহদেবো যয়া নিত্যং নকুলশ্চ নিবারিতো ।
 শক্তৌ বিধবৎসনে তেষাং শক্রণাং ভীমবিক্রমো ॥২৩॥
 ন যয়ং তৎ প্রহাস্তামো যান্মন যোক্ষ্যতি নো ভবান্ ।
 ভবান্ বিধতাং তৎ সর্বং ক্ষিপ্রং জেয়ামহে রিপূন্ ॥২৪॥
 ইতুক্তে ভীমসেনেন ব্রাহ্মণাঃ পরমাশিষাঃ ।
 প্রযজ্যাপৃচ্ছা ভরতান্ যথাস্বং জগ্মুরালয়ান্ ॥২৫॥
 সর্বৈ বেদবিদো মুখ্যা যতনো মুনয়ন্তথা ।
 আসেদুস্তে যথাত্মায় পুনর্দর্শনকাঙ্ক্ষিণাঃ ॥২৬॥
 সহ ধোমেন বিদ্বাংসন্তথা পঞ্চ চ পাণ্ডবাঃ ।
 উথায় প্রযযুর্বাণাঃ কৃষ্ণামাদায় ধ্বনিং ॥২৭॥
 ক্রোশমাত্মমতিক্রম্য তস্মাদেশান্মিমিত্ততঃ ।
 শোভতে মনুজব্যাক্রাচ্ছবাসার্থমুজ্জতাঃ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

সহেতি । নিবারিতো, তবান্দেশপ্রতীক্ষয়েবেতি ভাবঃ ॥২৩॥
 নেতি । প্রহাস্তামঃ পরিত্যজ্যামঃ, যান্মি কৰ্ম্মণি, নঃ-অশ্বান্ ॥২৪॥
 ইতীতি । আপৃচ্ছা অজ্ঞাপ্য । স্বং স্বমনতিক্রম্যেতি যথাস্বম্ ॥২৫॥
 সর্ব ইতি । আসেদুঃ সম্ভ্রতস্থিত্রে, যথাত্মায় আশীর্বাদরূপং তায়মনতিক্রম্য ॥২৬॥
 সহেতি । ধোমেন পুরোহিতেন । বিশেষাক্ষর্যদ্ব্যন্তঃসাহিত্যমিত্যাশয়ঃ ॥২৭॥
 ক্রোশেতি । পৃথক্ পৃথক্ সর্ব এব শাস্ত্রবিদাঃ, সর্ব এব মন্ত্রবিশারদাঃ সন্ধিবিশেষয়োঃ
 কালজ্ঞাশ্চ মনুজব্যাক্রাঃ পাণ্ডবাঃ, শোভতে পরদিনে সতি, ছববাসার্থম্ অজ্ঞাতবাসার্থমুজ্জতাঃ

তার পর, ভয়ঙ্কর-বিক্রমশালী এবং সেই সকল শক্রসংহারে সমর্থ নকুল ও
 সহদেবকে আমিই সর্বদা নিবারণ করিয়া রাখিয়াছি ॥২৩॥

সুতরাং আপনি আমাদিগকে যে কার্যে নিযুক্ত করিবেন, আমরা তাহা কখনও
 পরিত্যাগ করিব না ; অতএব আপনি সেই সমস্ত করুন, আমরা সঙ্গ্রহই শত্রুদিগকে
 জয় করিব” ॥২৪॥

ভীমসেন এইরূপ বলিলে, ব্রাহ্মণেরা উত্তম আশীর্বাদ করিয়া এবং পাণ্ডবগণের
 অনুমতি লইয়া আপন আপন গৃহে প্রস্থান করিলেন ॥২৫॥

পরে, বেদবিৎ প্রধান প্রধান সন্ন্যাসীরা এবং মুনিরা সকলেও পুনরায় তাঁহাদের
 দর্শনাভিলাষী হইয়া যথানিয়মে আশীর্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন ॥২৬॥

তাহার পর বিদ্বান্ এবং বীর পাণ্ডবেরা পাঁচ জনই উঠিয়া ধনু ধারণ করিয়া
 জৌপদীকে লইয়া ধোম্যপুরোহিতের সহিত প্রস্থান করিলেন ॥২৭॥

মনুষ্যশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শাস্ত্র জানিতেন, মন্ত্রণায় নিপুণ

পৃথক্ শাস্ত্রবিদঃ সর্বৈব সর্বৈব মন্ত্রবিশারদাঃ ।

সন্ধিবিশ্রাহকালজ্ঞা মন্ত্রায় সমুপাविशन् ॥২৯॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি আরণ্যে

অজ্ঞাতবাসমস্ত্রণে উনসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

—:~:—

সমাপ্তক্ষেদং বনপর্ব ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

সন্তঃ, নিমিত্ততঃ মন্ত্রগোপনহেতোঃ, তস্মাদেশাৎ আশ্রমাৎ, ক্রোশমাৎ পন্থানমতিক্রম্য, মন্ত্রায় কথনু বস্তব্যমিতি মন্ত্রণার্থম্, সমুপাविशन् । অত্র শোভতে ছন্নবাসার্থমুত্তম ইত্যনেন ভাবি বিরাটপর্ব সূচিতম্ ॥২৮—২৯॥

বাণেশ্ব-নাগেন্দুমিতে শকাংশে মার্গশ্র ষড়্বিংশদিনে কুজাহে ।

নবোদিতা ভারতকৌমুদীয়াং সমাপ্তিমাশ্রা বনপর্বসম্ভা ॥১॥

কোটালিপাড়ে বিষয়ে বিভাতি গ্রামো মহান্নশিয়ান্ভিধানঃ ।

তজ্জত্য গঙ্গাধর-শর্ম-সুহৃৎ: কাঞ্চপ: শ্রীহরিদাসশর্মা ॥২॥

চিরমুনশিয়ানিবাসিনা কলিকাতানগরপ্রবাসিনা ।

নহু তেন শিবপ্রসাদতো রচিতা শ্রীহরিদাসশর্মা ॥৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি আরণ্যে

উনসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

সমাপ্তক্ষেদং বনপর্ব ॥১০॥

—:~:—

ভারতভাবদীপঃ

৥৭—১০॥ উক্ত বাসং কৃতা ॥১১—১২॥ ন চচাল ছিলেন শত্রবধং নান্দীকৃতবান্ ॥২০—২৪॥

আশিষোক্তা আশিষং প্রযুজ্য ॥২৫—২৮॥ মন্ত্রায় বিচারার্থম্ ॥২৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি শ্রীমৎপদবাক্যপ্রমাণমর্যাদা-

ধূরন্ধরচতুর্দশবংশাবতঃশ্রীগোবিন্দহরিসুহৃৎশ্রীনীলকণ্ঠবিরচিতে ভারতভাবদীপে

বনপর্বার্থপ্রকাশে উনসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৬৯॥

ছিলেন এবং সন্ধি-বিশ্রাহের কালও বুঝিতেন । তাই তাঁহারা পরদিন অজ্ঞাতবাস আরম্ভ করিবার জন্য উদযোগী হইয়া মন্ত্রণাগোপনের নিমিত্ত সেই স্থান হইতে এক-ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া অজ্ঞাতবাসের মন্ত্রণা করিবার জন্য (কোন নিজ্জনস্থানে) উপবেশন করিলেন ॥২৮—২৯॥

বনপর্বের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥১০॥

—:~:—

*. ‘...দ্ব্যধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...চতুর্দশাধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...পঞ্চদশাধিক-দ্বিশততমঃ...’—ক।, নির্ণয়সাগরপুস্তকে তু অয়মধ্যায়ো বিরাটপর্বমুখে সন্নিবেশিতঃ ।

